আসা যাওয়ার পথে

শিশুরঞ্জন বিশ্বাস

আসা যাওয়ার পথে ঃ শিশুরঞ্জন বিশ্বাস ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ ১৩৭১ ,ইং ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৪। ৪/২০১ গান্ধী কলোনী, কলকাতা-৯২ থেকে শিশুরঞ্জন বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন এবং নিউ পাল প্রেস ৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে সীতারাম পাল ছেপেছেন।

গ্রন্থখানি আমার স্ত্রী কল্যাণীর স্মৃতির
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম।

ঘটনা, ঘটনার পর ঘটনা, ঘটনার প্রবাহ ব'য়ে চলেছে সারা দুনিয়ায় অবিরাম গতিতে। জানা নাই ইহার আদি, নাই ইহার অন্ত। প্রতি মুহূর্তে কত ঘটনা ঘটছে এই জগতে। জন্ম, মৃত্যু হাসি-কান্না, সুখ দুঃখ, প্রেম ভালবাসা, হিংসা-প্রতিহিংসা, দ্বন্দ্ব, আশা, নিরাশা, প্রবঞ্চনা, প্রতারনা প্রভৃতি কত ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। কোন্ এক অজানা থেকে ঘটনার স্রোত ভেসে আসছে, আবার বাতাসে ভেসে মিলে যাচ্ছে অন্ধকারে। পিছনে রেখে যাচ্ছে কেবল তার স্মৃতি। কালক্রমে এই স্মৃতিও একদিন অতীতের কোলে বিলিন হয়ে যাবে। অলৌকিক ও রহস্যে ঘেরা এই ঘটনার স্রোত এই রহস্যময় জগতে। পৃথিবীর জন্মও এরূপ একটি আশ্চর্য্য ও রহস্যময় অলৌকিক ঘটনা। কবে এবং কিভাবে যে ইহার জন্ম হলো কেউ জানেনা। আরও আশ্চর্য্য ও রহস্যময় হ'লো বিশ্ব প্রকৃতির লিলা। কখনও ইহার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক শোভা, সৌন্দর্য্য আবার কখনও ইহার নির্ম্মম রুক্ষতা ও ভয়াবহতা। এ সবই আশ্চর্য্য ও অলৌকিক। মানুষের জন্মও এরূপ একটি বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা। সৃষ্টিকর্ত্তা বোধ হয় তাহার সৃষ্টির মহিমা জগতে কীর্তন করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করে ধরাতলে পাঠিয়েছেন। মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'য়ে যুগ যুগ ধরে ভূপৃষ্ঠে চিন্তান্বিত মনে বিচরন করতে ছিল। এরূপ বিচরণ-কালে তাদের মনে সদা প্রশ্ন জাগতো। কে এই পৃথিবীর সৃষ্টি ক'রেছেন? কে আমাদের সৃষ্টি ক'রলেন? আমাদের সৃষ্টি করার কি কারন? এরূপ নানাবিধ প্রশ্ন তাদের মনে উদয় হতো। তখন থেকে শুরু হ'লো অজানাকে জানার ও রহস্য উদ্ঘাটনের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনা; এই রহস্যময় প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ক্রমেই বাড়তে থাকে মানুষের উৎসাহ ও উদ্দিপনা; আর বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনের তৃষ্ণা ও আগ্রহ। দীর্ঘকাল ধরে সাধনা করে; অনেক বিচার বিবেচনা, বিশ্লেষন এবং অনুমান করে তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনিত হলেন যে এক মহা-শক্তি এই জগতের প্রতিটি দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর সৃষ্টির কারণ এবং প্রতিটি দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু এই মহাশক্তির অংশ। আর যিনি এই মহাশক্তির আধার

হলেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। এই মহাশক্তির অতি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর পদার্থ সেই পরমেশ্বরের কৃপায় এই মহাশক্তি হ'তে উৎপত্তি হয়ে তাঁহারই কৃপায় এবং তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীনে তাঁহার নিয়ন্ত্রিত পথরেখা ধরে পরিভ্রমণ করে পুনরায় মহাশক্তিতে ফিরে আসে। ইহাতে বস্তুর কোন ক্ষয় বা বৃদ্ধি ঘটে না। যেরূপ ভূপৃষ্ঠের জলাশয় হতে উৎসিত জলীয়বাষ্প মহাকাশে মেঘের সঞ্চার করে এবং পরে এই মেঘ হ'তে বৃষ্টিরূপে পুনরায় ভূপৃষ্ঠের জলাশয়ে ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়ার যেরূপ কোন বিরাম নাই। নাই সেরূপ মানুষের আসা যাওয়ার কোন বিরাম, হয় না আসাযাওয়ার কোন পতিবর্তন, ঘটে কেবল পথিকের রূপান্তর। এরূপ আশা যাওয়ার পথে মানুষকে প্রতিমুহূর্তে কত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। মানুষ তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে জীবন পথে অগ্রসর হয়। হাসি কান্না, সুখ দুঃখ ও ভাঙ্গা গড়ার খেলা খেলতে খেলতে মানুষ অবশেষে অবসন্ন, জীর্ণ, শীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়ে দেহ ত্যাগ করে। তার প্রাণ বায়ু বাতাসে ভেসে ফিরে যায় মহাশক্তিতে।

মানুষ সৃষ্টিকর্ত্তার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তিনি তার মনের মত করে সুন্দর ও অভিনব করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তার রত্ন ভাণ্ডারে যত রত্ন ছিল, তার শ্রেষ্ঠ রত্ন দিয়ে যথা, চেতনা, দয়া, ক্ষমা, নিদ্রা, শক্তি, শ্রদ্ধা, লজ্জা, ভক্তি প্রভৃতি রত্ন দিয়ে তিনি মানুষকে ভূষিত করলেন। একের পর এক রত্ন দিয়ে ভূষিত করে তিনি যখন তার শ্রেষ্ঠ রত্ন মনের শান্তি মানুষকে দিতে উদ্যত হলেন, তখন তিনি ক্ষণিকের জন্য থামলেন ইহা ভেবে। যদি তিনি মনের শান্তি মানুষকে দেন, তবে মানুষ সৃষ্টির মহিমা ভুলে যাবে, আর সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টির মহিমা কীর্ত্তন করবে না। তবে তার সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। ইহা ভেবে তিনি মনুষ্যকে মনের শান্তি দিলেন না। তিনি তার শ্রেষ্ঠ রত্ন মনের শান্তি তার রত্ন ভাণ্ডারে রেখে দিলেন। তার পরিবর্তে তিনি আশা দিয়ে মানুষকে ভূষিত করলেন। আশায় অনুপ্রানিত হয়ে মানুষ তার কণ্টকাকীর্ন জীবনপথে অগ্রসর হবে। আর দুঃখে বিপদে পড়ে সুখ শান্তি কামনায় এবং মুক্তির জন্য তাঁর স্মরণাপন্ন হবে এবং সৃষ্টিকর্তার মহিমা কীর্তন করবে। তবেই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হবে। এই আশারূপ তরী অবলম্বন করে মানুষ এই উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিবে।

পিতা প্রিয়নাথবাবু আর মাতা মেনকাদেবীর সংসারে ধ্রুবজ্যোতির জন্মও এরূপ একটি ঘটনা। নাম রাখা হয়েছিল ধ্রুবজ্যোতি, কিন্তু সকলে ধ্রুব বলে ডাকিত। শিশু পুত্র ধ্রুব ছাড়াও প্রিয়নাথবাবুর ছিল দুটি কন্যা, বড়টির নাম উমা ছোটটির নাম ছিল কমলা। প্রিয়নাথবাবু তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা নিয়ে দক্ষিণ কলিকাতার শহর তলীতে তার পৈত্রিক বাড়িতে বাস করতেন।

প্রিয়নাথবাবু একটি উচ্চ ইংরেজী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাহার সততা অমায়িক আচরণ, ন্যায়-পরায়নতাও ছাত্রবাৎসল্যের কারণ তিনি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রমহলে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। প্রতিবেশী হিসাবেও ছিলেন তিনি একজন সৎ প্রতিবেশী আর গৃহে ছিলেন একজন আদর্শ গৃহস্বামী। তার আয় ছিল কেবল স্কুলের মাসিক বেতন। সংসার স্বচ্ছলভাবে চালিবার পক্ষে এই আয় যথেষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু তার স্ত্রী মেনকাদেবী ঐ আয়ের দ্বারাই পাঁচজনার সংসারের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করিতেন। তিনি একাধারে ছিলেন সুগৃহিণী অপরদিকে ছিলেন রুচিশিলা ও স্নেহময়ী জননী। তার স্থির বুদ্ধি, অমায়িক ব্যবহার ও মিষ্টি কথার গুনে তিনি সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তার গুন যোগ্যতা দেখে প্রতিবেশীরা তার অশেষ প্রশংসা করতো। দুস্থ প্রতিবেশীদের অবক্ষয় সাধ্যমত সাহায্য করতে পিছপাও হতেন না। তার মত একজন গুনবতী ও দয়াময়ী ভদ্র মহিলা পাড়াতে খুবই কম ছিল। ছাত্রী জীবনে তিনি একজন সুগায়িকা ছিলেন। সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রিয়নাথবাবু এবং মেনকাদেবীর মিলিত চেষ্টায় সংসারে কোনরূপ অভাব অনটন ছিল না। না ছিল কোনরূপ অশান্তি। ইহাকে একটি শান্তির নীড় বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। উমা ছিল তাদের প্রথম সন্তান। নামেও উমা আর রূপে গুনে ও স্বভাব চরিত্রেও ছিল উমা। সদা মুখ ভরা হাসি আর আনন্দ। স্কুলে তার হাসি আর মুখের মিষ্টি কথা শুনে তার সহপাঠিরা ওকে প্রিয়ংবদা বলে ডাকিত। বাড়ীতে নিশ্চিন্তে থাকার জন্য মা মেনকাদেবী ওদের স্কুলে যাতায়াত করার জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন উমা ওর ছোট বোন কমলাকে নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতো। ওরা এত ধীর স্থির ও শান্ত ছিল যে ওদের কোনদিন কেউ অশোভন আচরণ করতে দেখেনি। তাই স্কুলে এবং পাড়ায় সকলের প্রিয় ছিল। দুই বোন গান ও নাচের স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিল। গানে ও নাচে কমলা উমা অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ ছিল। একদিন গানের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কমলাকে বাইরে একটি নাচের আসরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলে মেনকাদেবী তার অসম্মতি জানাতে দ্বিধা করলেন না। ইহাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে মেনকাদেবী উমা এবং কমলাকে নৃত্য সঙ্গীতের স্কুল হতে ছাড়িয়ে আনলেন। এভাবে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে তিনি যে কেবল স্নেহময়ী জননী ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন দূরদর্শী তিক্ষ্ন বুদ্ধি-সম্পন্না মাতাও ছিলেন। এরপর থেকে দুই বোন একজন গৃহশিক্ষকের ও মার কাছে গান শিখছিল। ভবিষ্যতে উভয়ে সুগায়িকারূপে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। মেনকাদেবীর চরিত্র, বুদ্ধি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা তার পুত্র ও কন্যাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধ্রুব এরূপ একটি

সুস্থ ও শান্ত পরিবারে শুভদিনে ও শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করলো। পৃথিবীতে যে সব স্বনামধন্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, শিশুকালেই শুভ লক্ষণ তার চরিত্রে পরিস্ফুটিত হতে দেখা যায়, সে সব লক্ষণগুলি সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। ধ্রুবর চরিত্রের মধ্যে এসব অসাধারণ লক্ষণ দেখে প্রিয়নাথবাবু একজন জ্যোতিষ ডাকিয়ে মেয়েদের মত ধ্রুবর একখানি কুষ্ঠি করিয়ে নিলেন। ধ্রুবর কুষ্ঠি বিচার করে ধ্রুবর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উল্লেখ করে বললেন যে ধ্রুব দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। জ্যোতিষির কথা শুনে মেনকাদেবী ঠাকুরঘরে গিয়ে রাধামাধবের কাছে প্রার্থনা জানালেন, "তোমার ধন তুমিই রক্ষা কর প্রভু" বলে প্রণাম করলেন। যথা সময় ধ্রুবর অন্নপ্রাশন ও হাতে খড়ি সম্পন্ন হলো। ধ্রুবর ভবিষ্যতের চিত্র ফুটে উঠেছে তার শৈশবের ক্রিয়াকর্মে। ধ্রুবর বয়স তখন আড়াই বৎসর। উমা এবং কমলার পাশে এসে বসল ধ্রুব। উমা একটি বাংলা শব্দ লিখতে বলল। ধ্রুব তৎক্ষণাৎ শব্দটি লিখে সকলকে অবাক করে দিল। তখন থেকেই ধ্রুবর লেখা পড়া শুরু হলো, চার বছর বয়সে নিজের পড়া শেষ করে দিদিদের বই নিয়ে পড়তে বসতো। এভাবে ধ্রুব বেড়ে ওঠে একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবারে। শিশুদের চরিত্র গঠন নির্ভর করে গৃহের পরিবেশের উপর। বাবা মা-র আচরণ, ও গতিবিধি শিশুচরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। গৃহের সুস্থ ও শান্ত পরিবেশ আর বাবা মার আচরণ ও গতিবিধি ধ্রুবর চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়েছিল। ধ্রুবকে স্কুলে ভর্তি করার বয়স হয়েছে। প্রিয়নাথবাবু প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখলেন যে ধ্রুব চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। তিনি ধ্রুবকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করার জন্য স্কুলে নিয়ে গেলেন। লিখিত পরীক্ষা হওয়ার পর প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রিয়নাথবাবুকে ডেকে ধ্রুবর অসাধারণ মেধা ও স্মৃতি শক্তির উল্লেখ করলেন। সুতরাং ধ্রুবকে আনন্দের সহিত তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিলেন।

স্কুলে ভর্তি হ'য়ে ধ্রুব তার মধুর ব্যবহারে ও আচরণে খুব অল্পদিনের মধ্যে সকলের প্রিয় হয়ে উঠলো। শ্রেণী শিক্ষক ধ্রুবর মেধা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে যেতেন। প্রথম বৎসরের বাৎসরিক পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হলেও ধ্রুব প্রথম স্থান অধিকার করলো। প্রিয়নাথবাবু স্কুলে ওকে দিয়ে আসতেন এবং বাড়ী আসার পথে ওকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতেন। বাবার সাথে স্কুল থেকে ফেরার পথে ধ্রুবর বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রিয়নাথবাবু হিমৃ সিমৃ খেয়ে যেতেন। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে কয়েকটি রুগ্ন ছেলেকে মলিন জামা পেন্ট্ পরে মাঠে খেলতে দেখে বাবাকে প্রশ্ন করল। বাবা ওরা স্কুলে যায় না? "না বাবা, ওরা স্কুলে যায় না।" বাবা উত্তর দিলে ধ্রুব পুণরায় জিজ্ঞেস করে কেন? ছেলের প্রশ্ন

শুনে প্রিয়নাথবাবু ধ্রুবকে বললে, যে ওদের স্কুলে পাঠাবার মত ওদের বাবার আয় নেই বলে প্রিয়নাথবাবু ধ্রুবকে শান্ত করিতেন। বাবার এই সংক্ষিপ্ত উত্তর ধ্রুবের মনে গভীর রেখাপাত করিত। স্কুলে কোন কোন সহপাঠীদের গাড়ীতে যাতায়াত করতে দেখে। আর এদিকে দেখে জীর্ণ শীর্ণ বালকেরা অর্থের অভাবে স্কুলে না যেতে পেরে মাঠে কাগজের বল দিয়ে খেলছে! এভাবে শৈশব থেকেই তার মনে মানবিকতা-বোধ ও সমাজে আর্থিক বৈষম্য ও ইহা দূরিকরণের উপায় নিয়ে সে ভাবতো। তখন থেকেই দুস্থ ছেলেদের প্রতি তার সহানুভূতি ও ভালবাসা জন্মিতে থাকে। এদের সাথে খেলা ও মেলামেশা করতে ধ্রুব খুব ভাল-বাসতো। ঐ সব ছেলেরাও ওকে নেতা করে ওর সাথে খেলত। সকলেই ওর পক্ষে খেলবে বলে যখন ওদের মধ্যে ঝগড়া লাগতো, তখন ধ্রুব তার বন্ধু সুলভ আচরণের দ্বারা ওদের ঝগড়া মিটমাট করে দিত। সকলেই ওর সুসিদ্ধান্ত মেনে নিত। স্কুলেও তার মধুর আচরণে ও ন্যায়পরায়নতা দেখে ক্লাশের সব সহপাঠিরাই ওকে খুব ভালবাসতো। ক্লাশে ও সকলের এত প্রিয় ছিল যে ওর পাশে বসার জন্য প্রায়ই সহপাঠীদের মধ্যে কলহ বিবাদ লেগে যেত। এই বিবাদ মেটাবার জন্য ধ্রুবকে কখনও গিয়ে পেছনের বেঞ্চে বসতে হোতো। একদিন ধ্রুবকে পেছনের বেঞ্চে বসতে দেখে শিক্ষকমহাশয় ওকে সামনের বেঞ্চে এসে বসতে বললে ধ্রুব শিক্ষক মহাশয়কে জানাল যে তার স্কুলে আসতে দেরী হওয়ার কারণ সে পেছনের বেঞ্চে ব'সেছে। সত্য ঘটনা না ব'লে, নিজের ত্রুটি জানিয়ে ধ্রুব একটি নিশ্চিত অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করল। ধ্রুবর এরূপ উপস্থিত বুদ্ধি দেখে ওর সহপাঠীরা লজ্জায় চুপ করে রইল। কয়েকজন ব্যতিরেকে ধ্রুব ক্লাশে সব সহপাঠী ও শিক্ষকমহাশয়দের খুব প্রিয় ছিল। ধ্রুবর এরূপ জনপ্রিয়তা দেখে যাদের হিংসা হ'তো, তাদের মধ্যে তপন নামে ছাত্রটিই প্রধান। সে সর্বদা ধ্রুবর দোষত্রুটি বার করে ধ্রুবকে সকলের সামনে হেয় করার চেষ্টা করতো। সে মনে করতো যে সে একজন ধনি শিল্পপতির পুত্র, আর ধ্রুব একজন স্কুল শিক্ষকের পুত্র হয়ে এত জনপ্রিয়তা ভোগ করবে! না, তা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। তাই সে সুযোগ পেলেই ধ্রুবর বিরুদ্ধাচরণ করতো। তপনের পিতা রমেনবাবু একজন ধনি শিল্পপতি, দু'বছর বয়সে তপন তার মাকে হারিয়েছে। পিতা রমেনবাবু ও পিসিমা রেবাদেবী তাদের অন্তরের সব স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে যত্নসহকারে তপনকে বড় ক'রে তুলেছেন। বাবা পিসিমা ও পাড়া প্রতিবেশীর আদর স্নেহ ও ভালবাসা পেয়ে তপন হয়ে উঠেছিল উশৃংখল, স্বেচ্ছাচারি ও অহংকারি। তপনের ধ্রুব বিদ্বেশি মনোভাবের কারণ ক্লাসের সুস্থ ও শান্ত পরিবেশ প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হ'ত। তপনকে নিয়ে দ্বন্দ্ব ও কলহ প্রায়ই লেগে থাকতো। ধ্রুব তখন

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। দুটি দল করে একদিন ফুটবল ও আর এক দিন ক্রিকেট খেলা হবে। একটি দলের নেতৃত্ব দেবে ধ্রুব আর একটি দলের নেতৃত্ব দেবে তপন। সমস্যা দেখা দিল দল গঠন নিয়ে। কয়েকজন ব্যতিত সকলেই ধ্রুবর দলে খেলবে বলে মত প্রকাশ করলো। তপনের দল গঠন হচ্ছে না দেখে শিক্ষক মহাশয়ের মধ্যস্থতায় অবশেষে তপনের দল গঠন হোলো বটে কিন্তু খুবই দুর্বল। তপনের দলের উভয় খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজয় হোলো। এরূপ শোচনীয় পরাজয়ে তপনের ধ্রুববিদ্বেষি মনোভাব আরও তীব্র হ'লো। কি উপায়ে এরূপ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে তপন সেই সুযোগ খুঁজতে ছিল। একদিন তার সে সুযোগ এসে গেল। একজন শিক্ষক ধ্রুবকে সুনজরে দেখতেন না। কারণ তিনি পড়াতে থাকলে ধ্রুব তাকে মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন করতেন যার উত্তর দিতে তাকে বেশ অসুবি'ায় পড়তে হোতো। একদিন তিনি পড়াতেছিলেন, তখন তপন, স্বপন ও রতন নামে দুটি বন্ধুর সাথে কথা বলছিল। শিক্ষক মহাশয় ওদের কথা বলতে দেখে ধ্রুবকে ওদের কান মুলে দিতে বল্লেন। আদেশ শুনে ধ্রুব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিক্ষক মহাশয় গম্ভীর গলায় ধ্রুবকে আদেশ পালন করতে বল্লে। অনন্যোপায় হ'য়ে ধ্রুব অনিচ্ছায় ওদের কান মুলে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসল। শিক্ষক মহাশয় চলে গেলে ক্লাশে হৈ চৈ শুরু হ'লো। একদল বলতে থাকে ধ্রুব কেন কান মুলবে, আর একদল বলতে থাকে সার ব'লেছেন তাই ধ্রুব কান মুলেছে। স্কুল ছুটির পর ধ্রুব শান্তনুর সাথে বাড়ী ফিরছে। কিছুদূর গেছে, তখন পেছন থেকে তপন ধ্রুবকে সজোরে এক ধাক্কা মারে এবং বলে, "কিরে, আমাদের কান মুলেছিস কেন ?" ধ্রুব কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে শান্তনুর সাথে চলতে থাকে। আবার পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে ধ্রুব মাটিতে পড়ে যায়। তারপর তপন, স্বপন ও রতন তিনজনে ওকে মারতে থাকে। ধ্রুবর মুখ থেকে রক্ত পড়তে দেখে শান্তনু দৌড়ে গিয়ে স্কুলে খবর দিল। তখন তিনজন পথচারি এরূপ বিভৎস দৃশ্য দেখে ধ্রুবকে ছাড়িয়ে দেয়। মুখে অসহনীয় ব্যথা ও যন্ত্রণা, তবু ধ্রুবর মুখে কোন কথা নাই। ইতিমধ্যে প্রধান শিক্ষক মহাশয় দুজন শিক্ষককে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। কাল বিলম্ব না করে তারা ধ্রুবকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করে প্রধান শিক্ষক মহাশয় একজন শিক্ষকের সাথে শান্তনু ও ধ্রুবকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে ধ্রুবকে স্কুল থেকে না আসতে দেখে মেনকাদেবী, উমা ও কমলা উৎকণ্ঠায় পথের দিকে তাকিয়ে আছে। অস্থির চিত্তে উমা বলে, মা সোনাভাই কোন দিন এত দেরী করে না স্কুল থেকে ফিরতে। নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটেছে। চল আমরা এক্ষুনি স্কুলে যাই, বলে মা ও ছোট বোন কমলাকে নিয়ে যাওয়ার

উদ্যোগ করলে ওরা দেখে যে একজন শিক্ষক শান্তনু ও ধ্রুবকে নিয়ে বাড়ীর দিকে আসছে। ধ্রুবর সারা মাথা বেন্ডেজ করা দেখে মেনকাদেবী উমা চেঁচিয়ে বলে। একি, এ কি করে হোলো। শান্তনুর কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে ধ্রুবকে নিয়ে বাড়ী এল। পরে উমা ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছিলরে, সোনাভাই। তপন স্বপন ও রতনের সাথে কথা বলছিল, স্যার ওদের কথা বলতে দেখে আমাকে ওদের কান মুলতে বলেন। আমি স্যারের আদেশ পালন কচ্ছি না দেখে তিনি আমাকে পুনরায় ওদের কান মুলতে বল্লেন। নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বে আমি ওদের কান মুলতে বাধ্য হই। তারপর স্কুল ছুটির পর ওরা তিনজনে আমাকে মারে। তিনজন পথচারি ভদ্রলোক আমাকে মারতে দেখে আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে শান্তনু স্কুলে গিয়ে খবর দেয়। আমার সারা মুখে রক্ত দেখে পথচারিরা আমাকে হাস-পাতালে নিয়ে যেতে চাইলেন। ইতিমধ্যে হেড স্যার অন্য দুজন স্যারকে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। শুনে উমা বলে, "তুই ওদের মার খেয়েছিস বসে। তুই ওদের কিছু করিস নি, ওদের মার সহ্য করেছিস?" হা, সোনাদি, উত্তর দিল ধ্রুব। ধ্রুব যে ওর বন্ধুদের কান মুলেছে—এটাকে ও একটা অপরাধ বলে মনে করেছিল বলেই সে ওদের সব মার সহ্য করেছে। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য যে কটি মহৎ গুণ থাকা প্রয়োজন। সহিষ্ণুতা তার অন্যতম। ধ্রুব আজ সেই সহিষ্ণুতাকে জয় করল। একদিকে শিক্ষকের আদেশ পালন—অন্যদিকে সহপাঠীদের প্রহার সহ্য করে ধ্রুব ওর সহপাঠী এবং ছাত্র সমাজের নিকট এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। খবর পেয়ে পরের দিন উমার সহপাঠিনী সীতা ধ্রুবকে দেখতে এল। সব ঘটনা শুনে সে অভিমত ব্যক্ত করে বলল। ই'হা খুবই আশ্চর্য্য ও নিন্দনীয় যে এরূপ একটি খ্যাতনামা বিদ্যালয়ে এরূপ নিম্ন মানের শিক্ষক থাকেন। খবর পেয়ে বিকেলে মামা, মামি ধ্রুবকে দেখতে এলেন। নিয়মিত চিকিৎসায় ধ্রুব ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলো। এ কারণ সাতদিন ধরে ধ্রুব স্কুলে যেতে পারেনি। একদিন প্রধান শিক্ষক মহাশয় একজন শিক্ষককে নিয়ে ধ্রুবকে দেখতে এসে প্রিয়নাথবাবু ও মেনকাদেবীর কাছে তাদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইলেন। মেনকাদেবী তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'তাদের কোন ত্রুটি হয়নি। ক্ষমা চেয়ে তিনি তাদের লজ্জা দিবেন না।' ধ্রুবর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে তারা ফিরে গেলেন। প্রায় পনের দিন পর ধ্রুব স্কুলে গেল। সকলেই ধ্রুব এসেছে বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, কেবল তপন তার আসনে চুপ করে বসে রইল। স্বপন ও রতন ধ্রুবর হাত ধরে বলল, "আমার খুব অন্যায় হয়েছে ধ্রুব, তুই আমাদের ক্ষমা কর।" ধ্রুব তাদের হাত ধরে তপনের কাছে গিয়ে বলল, "কেমন আছিস তপন?" তপন কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। তপন ক্লাশে দ্বিতীয়

স্থানাধিকারী ছাত্র বলে সকলে ওকে সম্মান দিয়ে থাকে। প্রথম ছাত্র ধ্রুবর নম্বরের সাথে তপনের নম্বরের এত পার্থক্য যে ধ্রুবর সাথে ওর কোন তুলনাই হয় না। দ্বিতীয় স্থান নিয়ে শান্তনু ও তপনের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। তপন দ্বিতীয় স্থান পায় বলে সকলে ওকে একটু সমীহ করে থাকে।

পরেশবাবু নামে পাড়ার একজন সজ্জন ও বিশিষ্ট প্রতিবেশী প্রায়ই প্রিয়নাথবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে আসতেন এবং দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। ধ্রুবর ঘটনা শুনে তিনি একদিন বিকেলে বেড়াতে এলেন ধ্রুবকে দেখতে। ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি বললেন, "দেখুন আমাদের সময় এরকম ঘটনাও ঘটে থাকতো। আমরাত কোন দিন বাইরে এসে এর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না। এর থেকেই বর্ত্তমান ছাত্র সমাজের নৈতিক অবনতি ও ইহার ভবিষ্যত পরিণাম অনুমান করা যায়। যদি ঐ তিনজন ভদ্রলোক এসে ধ্রুবকে তখন মুক্ত করে না দিতেন, তবে ধ্রুবর অবস্থা সেদিন কিরূপ হ'তো। একবার ভেবে দেখুন" পরেশবাবুর কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, "হ্যাঁ, তা'ত হতেই পারত!" "দু একটি ছাত্রের অপকর্মের জন্য ছাত্রসমাজকে দোষী করা যায় না পরেশবাবু।" বল্‌লেন প্রিয়নাথবাবু।" "না, তা যায় না। তবে একঝুড়ি আপেলের মধ্যে যদি দু'একটি নষ্ট আপেল থাকে, তবে ঐ নষ্ট আপেল দুটি অচিরেই আরও অনেক আপেল নষ্ট ক'রে ফেলবে, প্রিয়নাথবাবু। সুতরাং ঐ নষ্ট আপেল সরিয়ে আর সব আপেলকে রক্ষা করাই বিজ্ঞোচিত কাজ হবে।' বল লেন পরেশবাবু।' 'আপেলের মত এইসব কোমলমতি ছাত্রদের সরিয়ে রেখে তাদের ভবিষ্যত নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, পরেশবাবু। তবে হ্যাঁ, এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।" বল্লেন প্রিয়নাথবাবু। "এখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'য়েছে, দোষী ছাত্রদের কোনরূপ শাস্তি না দিয়ে শিক্ষককে দোষী সাবস্ত করে তাকে শাস্তি দেওয়া হ'য়েছে। আর দোষী ছাত্ররা বিজয়ীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।" উত্তেজিত হ'য়ে বল্লেন পরেশবাবু। পরেশবাবুর উত্তেজনা দেখে আর কথা না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন প্রিয়নাথবাবু। প্রিয়নাথবাবুকে নিরুত্তর দেখে কিছু সময় পরে পরেশবাবু বাড়ী ফিরে গেলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ এইরূপ ঘটনার জন্য অভিযুক্ত শিক্ষককে সতর্ক করে দিয়ে ঐ ক্লাশ থেকে তুলে নিলেন। তারপর প্রধান শিক্ষক মহাশয় তপন রতন ও স্বপনের এরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরনের উল্লেখ করে অভিভাবকদের চিঠি লিখিলেন। তাদের এও জানিয়ে দিলেন যদি ভবিষ্যতে স্কুলে কোনরূপ

অসদাচরণ করে তবে তাদের বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করবেন না।

একদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার সময় ছোট ছোট ছেলেদের একটা বড় পুকুরে সাঁতার কাটতে দেখে ধ্রুবর সাঁতার শেখার বাসনা জাগে। বাড়ীতে গিয়ে বাবা ও মাকে তার সাঁতার শেখার ইচ্ছা জানালো। একটি ছুটির দিন দেখে প্রিয়নাথবাবু ধ্রুবকে নিয়ে ঐ পুকুরে এসে সাঁতারুদের সহিত আলাপ করে জানতে পারলেন যে ওখানে সাঁতার শিখতে হলে সাঁতার ক্লাবের সভ্য হতে হবে। প্রিয়নাথবাবুর চেষ্টায় ধ্রুব ঐ ক্লাবের সভ্য হয়ে গেল। তারপর থেকে নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে ধ্রুব ওখানে সাঁতার শেখে। ওর উৎসাহ ও উদ্দিপনা দেখে ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ খুব খুসী হ'লো। নিয়মিত সাঁতার কেটে সে শীঘ্রই একজন দক্ষ সাঁতারু হয়ে উঠলো। সে বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে বলে স্থির করেছে। সপ্তাহে দুদিন পুকুরে সাঁতার কাটে, কিন্তু এতে ওর পড়াশুনার কোন ক্ষতি হয়না দেখে বাড়ীর সকলে ওকে উৎসাহ দিত। ছোটদের সাঁতার প্রতিযোগিতায় খুব ভাল ফল প্রদর্শন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা আগতপ্রায়। তাই অপেক্ষাকৃত কম সময় সাঁতারের অনুশীলন করত। বাৎসরিক পরীক্ষার ফল এত ভাল হ'য়েছে দেখে শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। উত্তরগুলি এত উচ্চমানের হয়েছিল যে পড়ে সকলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

অষ্টম ও নবম শ্রেণীর মধ্যে একটি ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হবে। ধ্রুব একজন উচ্চমানের ক্রিকেট খেলোয়াড় বলে সকলের নিকট পরিচিত। ধ্রুবকে দলপতি করে আর দশজন খেলোয়াড় মনোনিত হোলো। নবম শ্রেণীতেও উচ্চমানের খেলোয়াড় ছিল। সুতরাং খেলাটি যে প্রতিযোগিতামূলক ও উপভোগ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। ধ্রুবদের দল বাছাই হ'য়েছে বটে কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে ওপেনিং নিয়ে। তপন চায় ওপেনিং বেটস্ম্যান হয়ে নাবতে, কিন্তু তাতে শান্তনু আপত্তি জানিয়ে বলে যে সে তবে ওপেনিং বেটস্ম্যান হ'য়ে নাববে না। শেষে স্থির হলো তপনের সহিত স্বপন ওপেন করবে। তারপর ধ্রুব এবং শান্তনু। টসে জিতে ধ্রুব বেটিং নিল। কয়েকটি বল খেলেই স্বপন আউট হয়ে গেল। তারপর ধ্রুব নামলো। ধ্রুবর বেটিং দেখে সকলে আনন্দে করতালি দিয়ে ধ্রুবকে উৎসাহিত করছিল। হিংসায় তপন ধ্রুবর মত খেলার চেষ্টা করতে গিয়ে আউট হোলো। তারপর ধ্রুবর সাথে শান্তনু এসে যোগ দিল। দ্রুতগতিতে রান উঠতে লাগলো। সকলে আউট হলে ধ্রুব এবং শান্তনুর বোলিংও বিপক্ষ দল পযুদস্ত হয়ে খুব অল্প রান করে সকলে আউট হয়ে গেল। অষ্টম শ্রেণী বিজয়ী হোলো।

ধ্রুব ড্রেসিংরুমে এসে দেখে তপন ও শান্তনুর মধ্যে ঝগড়া চলছে ওপেনিং করা নিয়ে। ক্রমে দুজনার মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে গেল। কোন শিক্ষক আসার পূর্বে ধ্রুব গিয়ে দুজনার মাঝে হাত ঢুকিয়ে সজোরে টান দিয়ে দুজনকে আলাদা করে দিল। ধ্রুবর হাতের জোর দেখে অন্যান্য ছেলেরা অবাক্ হয়ে গেল। ধ্রুবর হাতে অসামান্য শক্তি সেদিন তারা উপলব্ধি করলো। পরে শান্তনুকে নিয়ে ধ্রুব বাড়ী ফিরে আসে। বাড়ী ফিরে ধ্রুব তাদের খেলার সব বিবরণ সোনাদিকে জানাল, জানাল তপনের উশৃঙ্খল আচরণ, আর শান্তনুর সহিত খেলা শেষের ঝগড়া ও ধ্বস্তাধ্বস্তির কথা। শুনে উমা বলে, অতি আহ্লাদ ও আদরে তপন বেপরোয়া ও হিংস্র হ'য়েছে। এরকম ছেলের সাথে ধ্রুবকে পড়তে হবে ভেবে মেনকাদেবী খুব শঙ্কিত হন। এত কম বয়সে ছেলের মধ্যে যে এত হিংসা, বড় একটা চোখে পড়ে না। এ বয়সে ছেলেদের মন থাকে সরল ও উদার। কিন্তু তপনের মধ্যে সব কিছুই বিপরীত। কম বয়সে মাতৃহারা ছেলের এরূপ উশৃঙ্খল স্বভাবের জন্য মেনকাদেবী মনে গভীর দুঃখ অনুভব করেন। মাতৃস্নেহ ও সহানুভূতির সহিত তপনের সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করেন। ধ্রুবকে পরীক্ষা করার জন্য উমা একদিন ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করে। "সোনাভাই তোকে যারা এত মারলো, তুই তাদের সাথে আবার কথা বলছিস্ কেন?" সোনাদির কথার জবাবে ধ্রুব সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বল্ল, "তবে আমিও যে ওদের সমান হ'য়ে যাব সোনাদি। তার উপর আমি ক্লাশের মনিটর। মনিটরের কাছে সকলেই সমান। মনিটরের পক্ষপাতিত্বের মনোভাব থাকা উচিত নয় সোনাদি।" শৈশব-কাল থেকেই উমা কমলা ও ধ্রুব তার বাবার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে আসছে। তিনি পড়ার কঠিন সূত্র ও তত্ত্বগুলি সহজ ও সরল ভাষায় ওদের বুঝিয়ে দিতেন। তার উপদেশমত ধ্রুব রামায়ণ, মহাভারত নিয়মিতরূপে পাঠ করতো। ভাগবদ্গীতা প্রতিদিন ভোরে পাঠ করে তবে সকালের খাবার খেত। বাবা প্রিয়নাথবাবু ওর এরূপ ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে খুবই সুখী হতেন। মহা-ভারতে অর্জুনের চরিত্র তাহার সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। অর্জুনের বীরত্ব, সাহ-সিকতা একাগ্রতা, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি ধ্রুবর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। অর্জুনকে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলে মনে করত। শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা ছিল তার জ্ঞান ভাণ্ডার, আর জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তার আরাধ্য দেবতা। ভবিষ্যৎ জীবনে তার বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের উপযোগি শিক্ষা সে পেয়েছিল পিতা প্রিয়নাথবাবুর নিকট। তাই ধ্রুব তার পিতাকে শিক্ষাগুরু বলে মনে করত। জীবনে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন, তার সবই ধ্রুবর সহজ ধ্রুব চরিত্রে ফুটে উঠেছিল। সকলে তার অনন্য সাধারণ গুণ দেখে বিস্মিত হলেও সে ইহাকে স্বাভাবিক

মনে করিত। একদিন পরিদর্শক এলেন স্কুল পরিদর্শন করতে। তিনি ওদের ক্লাশে প্রবেশ করে ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। ছাত্রদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর না পেয়ে ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করলে, ধ্রুব অবলীলাক্রমে প্রশ্নের উত্তর দিল। বিস্মিত হ'য়ে পরিদর্শক মহাশয় ধ্রুবর মেধা ও জ্ঞানশক্তি পরীক্ষা করার জন্য ধ্রুবকে কঠিন প্রশ্ন করলে ধ্রুব অনায়াসে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরিদর্শক মহাশকে বিস্মিত করে দিল। ছাত্রবন্ধুরা, শিক্ষকমহাশয় ও পরিদর্শক সকলে তাহার মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হয়ে যেত, কিন্তু ধ্রুব থাকত ধীর স্থীর ও শান্ত। কখনই তার মনে জাগত না যে সে একটা অসাধারণ কিছু করিয়াছে। তার নিকট ইহা ছিল স্বাভাবিক ও নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পরিদর্শন শেষ করে প্রধান শিক্ষকের ঘরে গিয়ে পরিদর্শক মহাশয় বললেন যে সে অনেক মেধাবি ছাত্র দেখেছে, কিন্তু ধ্রুবর মত অনন্য-সাধারণ মেধা সম্পন্ন ছাত্র তার দৃষ্টিগোচরে আসেনি। প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে তিনি ধ্রুবর যত্ন করতে উপদেশ দিলেন। তার ধারণা এ ছাত্র ভবিষ্যতে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। তবে সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, বলে তিনি চলে গেলেন। এরপর থেকে ধ্রুব স্কুলে সহপাঠী ও শিক্ষকের চোখের মণি হয়ে উঠেছিল। সব শিক্ষক অধিকতর যত্ন নিয়ে ধ্রুবর জ্ঞান পিপাসা মেটাবার চেষ্টা করতেন। যদি কোন কারণে ধ্রুব একদিন স্কুলে না আসতো তবে শিক্ষক মহাশয়রা পড়াতে উৎসাহ বোধ করতেন না। প্রধান শিক্ষক তার প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতেন। ধ্রুব কেবল পড়াশুনা আর খেলাধুলা নিয়ে থাকত না, সে পাড়ায় অনুষ্ঠিত সব পূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতো। একবার পাড়ার কালী পূজায় রাত জেগে ভোরের দিকে বাড়ীতে এসে শুয়েছে। অনেক বেলা হ'ল, কিন্তু ধ্রুব তখনও উঠছে না। সকলে অনুমান করল, সারারাত পূজা মণ্ডপে জেগেছিল, তাই ঘুমোচ্ছে। এরূপ ভেবে কেউ আর ওকে ডাকল না। অনেক বেলা হলো, অথচ তখনও ধ্রুবে উঠছেনা দেখে উমা ওর ঘরে গিয়ে ওকে ডাকে। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে উমা ওর গায় হাত দিয়ে চেঁচিয়ে মাকে ডেকে বলে, "মা শীঘ্র এস, সোনাভাইয়ের খুব জ্বর।" মা এসে দেখে প্রিয়নাথবাবুকে ডাক্তার আনতে পাঠালেন এবং জলপটি কপালে লাগিয়ে দিলেন। ডাক্তার এসে দেখে ঔষধের ফর্দ লিখে সাবধান থাকতে বলে চলে গেলেন। প্রায় একমাস কঠিন জ্বরে ভুগে ধ্রুব সুস্থ হ'য়ে উঠল। ডাক্তার বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে জানালেন, 'মস্তিস্কে এর প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে।' সুতরাং আরও কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হবে। কয়েকদিন পরে বাৎসরিক পরীক্ষা, প্রধান শিক্ষক মহাশয় খুব চিন্তিত হ'লেন। কঠিন জ্বরে ভুগে বাৎসরিক পরীক্ষায় বসতে পারলো না বলে। যাহা হউক কিছুদিন পরে ওর পরীক্ষা নেবেন বলে তিনি মনস্থ করলেন। তার এই সিদ্ধান্তকে

সকলেই স্বাগত জানালেন। একমাস পরে ধ্রুবের পরীক্ষা হলো, ওর উত্তর পত্র পরীক্ষা করে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়গণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ধ্রুবের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থা দেখে তারা সকলেই খুব খুসী হলেন। তখন থেকে ধ্রুব নিয়মিতরূপে স্কুলে যাতায়াত করছে। ওর স্বাস্থ্য তখনও স্বাভাবিক হয়নি দেখে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ওকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে নিষেধ করিলেন।

স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতে প্রিয়নাথবাবুর প্রায় সন্ধ্যা ছয়টা হয়ে যেত। একদিন দু'টা বেজে গেল তবু প্রিয়নাথবাবু বাড়ী ফিরছেন না দেখে সকলে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। রাত প্রায় আট্‌টা হতে চলেছে কিন্তু এখনও প্রিয়নাথবাবুকে বাড়ী ফিরতে না দেখে মেনকাদেবীর মন অধীর ও চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। এমতাবস্থায় তিনি কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিলেন না, ধ্রুবকে দিয়ে স্কুলে ফোন করলে, স্কুলের দারোয়ান জানাল যে প্রিয়নাথবাবু স্কুল থেকে যথাসময় বেরিয়ে গেছেন। শুনে মেনকাদেবী ভাবতে থাকেন, তবে কি হোলো এখনও এলেন না কেন! তবে কি কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে, এ কথা ভাবতেও মেনকাদেবী আতংকে ও ভয়ে শিহরিয়া ওঠেন। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, পরেশবাবু এবং পাড়ার আর সকলে খবর পেয়ে ছুটে এলেন. কি করা কর্তব্য, এই নিয়ে তারা আলোচনা করছিলেন। তখন রাত ন'টা এমন সময় সকলের উদ্বেগ অশান্তি দূর করে প্রিয়নাথবাবু একটি টেক্‌সি করে বাড়ী ফিরে আসেন। সকলে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। তিনি হাত মুখ ধুয়ে একটু সুস্থ হয়ে তার এরূপ দেরী হওয়ার কারণ বর্ণনা করলেন। স্কুল থেকে বেরিয়ে তিনি ট্রামে বাড়ী ফিরছিলেন। কিছুদূর আসার পর হঠাৎ ট্রাম বন্ধ হয়ে গেল। দেখলেন একদল লোক একটি গাড়ীর পিছনে দৌড়াচ্ছে আর চেঁচিয়ে বলছে, "পাকড়াও, পাকড়াও। কিন্তু গাড়ীখানাকে পাকড়াতে না পে'র সকলে আবার ঘটনাস্থলে ফিরে এল। প্রিয়নাথবাবু ট্রাম থেকে নেমে দেখলেন যে একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলেক গাড়ীর ধাক্কায় আহত হয়ে রাস্তার উপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আ'ছেন। অনেক লোক ভিড় করে আছেন, কিন্তু আহত ভদ্রলোককে হাসপাতালে নিতে কেউ এগিয়ে আসছে না। এরকম অসহায় অবস্থায় ভদ্রলোককে ফেলে আসতে তার বিবেকে বাধলো। আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভদ্রলোককে একটি টেক্সী করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ঐ ভদ্রলোকের কাছে তার আইডেণ্টি কার্ড ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না। আইডেণ্টিটি কার্ডের সাহায্যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তারা সক'লে মিলে থানায় খবর দিতে গেলেন। গাড়ীর নম্বর দিয়ে থানায় ডায়েরি করে সেখান থেকে তারা গেলেন ঐ আহত ভদ্রলোকের বাড়ীতে

খবর দিতে। থানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় থানার অধিকারী একটি তারিখ জানিয়ে ঐ দিন তাদের সকলকে কোর্টে উপস্থিত থাকতে বললেন। ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী, পুত্র কন্যা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় তার জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন। সব ঘটনা শুনে ভদ্রমহিলা ও কন্যারা কাঁদতে থাকেন। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। যাহা হউক তারপর ওদের সকলকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আমরা চলে আসার সময় ভদ্রমহিলাকে পরে আসবো জানিয়ে বাড়ী ফিরলাম। বলা শেষ করে প্রিয়নাথবাবু বল্লেন, "সারাপথ ভাবতে ভাবতে আসছি। যদি ঐ দুর্ঘটনা আজ ঐ ভদ্রলোকের না হয়ে আমার হোতো, তবে আজ কি হোতো, এইত মানুষের জীবন! এক মুহূর্তে জীবনের সব আনন্দ কোলাহল ও আহ্লাদ অন্ধকারে ডুবে যায়।" উৎকণ্ঠিত চিত্তে মেনকাদেবী জানতে চান, ভদ্রলোকের কোথায় আঘাত লেগেছে এবং কেমন লেগেছে। প্রিয়নাথবাবু তাকে জনালেন, পরের দিন গিয়ে সব জানতে পারবো।

নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাড়াতাড়ি কোর্টের উদ্দেশে রওনা হবেন বলে প্রস্তুত হলেন প্রিয়নাথবাবু। ইতিমধ্যে পরেশবাবু এসে তাকে কোর্টের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে কতগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়ে গেলেন। স্কুলে যেতে পারলেন না। তার কারণ জানিয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে ধ্রুব মারফত একখানি চিঠি স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। যথা সময়ে কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেদিন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হোলো না। পুনরায় কবে আসতে হবে জেনে বাড়ী এলেন। এভাবে তিন দিন স্কুল কামাই করে তাকে কোর্টে উপস্থিত হতে হয়েছিল। এর ফলে বাড়ীতে ও স্কুলের কাজে তার বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি মনে ভাবতে থাকেন, এরূপ হয়রানি হওয়ার ভয়ে মানুষ আজকাল অপরের বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে চায় না। ইচ্ছা থাকলেও পিছিয়ে যায়। তারপর দিনে কোর্টে উপস্থিত থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাক্ষ্য শেষ করে প্রিয়নাথবাবু ঐ ভদ্রলোকের বাড়ী গেলেন। গিয়ে দেখেন যে হাসপাতাল থেকে বেণ্ডেজ করে ছেড়ে দিয়েছে। প্রিয়নাথবাবুকে দেখে ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী তাদের বিপদে সাহায্য করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন। ভদ্রলোক শয্যায় শায়িত। তার ডান পা-খানি পুরোপুরি বেণ্ডেজ করা। তিন মাস এই অবস্থায় তাকে থাকতে হবে। ঠাকুরের কৃপায় সব ভালয় ভালয় কাটলেই সব ভাল। বড় ছেলেটি কলেজে পড়ে। সেই সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম ও হাট বাজার করছে। বাড়ীর সব দায়িত্ব তার এবং মার উপর। ভদ্রলোকের সাথে কিছু সময় কথা বলে প্রিয়নাথবাবু পরে দেখতে আসবেন বলে বাড়ী ফিরে এলেন। তারপর দিন স্কুলে গেলেন এবং দুর্ঘটনার বিস্তারিত প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বললেন।

"পরোপকার করতে গেলে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, প্রিয়নাথবাবু!" বলে প্রধান শিক্ষক প্রিয়নাথবাবুর কাজের প্রশংসা করলেন।

ধ্রুব বাৎসরিক পরীক্ষা না দিতে পারার জন্য, তপন শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিল। নিয়মানুসারে তপন ক্লাসের মনিটর হয়েছে। হঠাৎ মনিটরের দায়িত্ব পেয়ে তপন নিজেকে কেউ কেটা বলে মনে করতো। কিছুদিনের মধ্যে সে বেপরোয়া হ'য়ে উঠলো। তার অনুগত রতনকে একদিন শান্তনুর পাশে বসিয়ে দিল। কারণ তখনও ধ্রুব আসেনি। শান্তনু ইহার প্রতিবাদ করলে, তপন শান্তনুর নাম টুকে শিক্ষকের কাছে দিলেন। শিক্ষক এই অপরাধের জন্য শান্তনুকে পাঁচ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখলেন। এরূপ গুরু অপরাধের জন্য লঘু শাস্তি হয়েছে বলে তপন অভিযোগ করলে শিক্ষক মহাশয় তাহাকে চুপ করে বসতে বল্লেন। এরকম ছোটাখাটো ব্যাপার নিয়ে ক্লাসে সর্বদা অশান্তি লেগে থাকতো যার জন্য ক্লাস পরিচালনা বেশ কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি প্রধান শিক্ষকের গোচরে আনলে তিনি তৎক্ষনাৎ তপনকে সরিয়ে ধ্রুবকে মনিটারের দায়িত্ব দিলেন। এই সিদ্ধান্তে সকলেই খুব খুশী হলো। কেবল তপনের অনুগতরা ইহার প্রতিবাদ করলো। এরূপ আচরণের জন্য তপনের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের ও স্কুলের পরিবেশ ও শান্তি বিঘ্নকারির দায় চরম শাস্তি দেওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ল। ইহা শুনে তপন ভয়ে চুপ করে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তপনের এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসংযত আচরণের উল্লেখ করে তপনের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত জানিয়ে তপনের পিতা রমেনবাবুকে একখানি পত্র দিলেন। চিঠি পেয়ে রমেনবাবু উদ্বিগ্ন চিত্তে স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সাথে সাক্ষাত করিলেন। তার সবিশেষ অনুরোধে তপনের চরিত্র শোধনের জন্য প্রধান শিক্ষক তপনকে আর একটি সুযোগ দিতে রাজী হলেন। এই ঘটনার পর থেকে তপনের চরিত্রে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে দেখে সকলেই খুব খুশী হ'লো। ক্লাসের পরিবেশ সুন্দর ও বন্ধুত্বপূর্ণ দেখে প্রধান শিক্ষক মহাশয় খুশী হলেন।

উমা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে অনার্স নিয়ে বি. এ পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় একদিন তার মামা সুকুমারবাবু একটি সুপাত্রের খবর নিয়ে মেনকাদেবীর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। প্রস্তাব শুনে মেনকা-দেবী আশ্চর্য্য হয়ে দাদাকে ইসারায় চুপ করতে বললেন, কারণ উমা তখন বাড়ীতে ছিল। সুকুমারবাবু তার ভুল বুঝতে পেরে তিনি আর এ বিষয়ে কোন কথা বললেন না। পরে বাড়ী চলে গেলেন। মেনকাদেবী তার দাদাকে বিশেষ ভাবে জানেন। হঠাৎ এরকম একটি প্রস্তাব নিয়ে আসার পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেইত! তিনি প্রিয়নাথবাবুকে বিষয়টি বলবেন ঠিক করলেন। কিন্তু বললেন না। দাদা মাল আমদানি রপ্তানির ব্যবসা করেন।

মাঝে মাঝে ব্যবসা চালাবার জন্য অর্থ ঋণ করতে হয়। কারণ তিনি চালাক্ চতুর ব্যবসায়ি নন। সরল সাদাসিদে ভাল মানুষ। তাই মেনকাদেবী মনে মনে শঙ্কিত হলেন। তবে কি দাদার কোন অর্থসংকট দেখা দিয়েছে। তার মনের দুশ্চিন্তা ও শঙ্কা দূর করার জন্য তিনি ধ্রুবকে নিয়ে দাদার বাড়ী গেলেন। বৌদির সাথে কিছু সময় ধরে কথাবার্তা বলে বাড়ী ফিরে এলেন। বৌদির কাছ থেকে দাদার আর্থিক অবস্থার বিষয় কিছুই শুনতে পান নি বলে নিশ্চন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে সুলতার চিঠি পেলেন। সুলতা লিখেছে, "বৌদি অনেকদিন তোমাকে না দেখে আমার বড়ই খারাপ লাগছে। তোমাকে অবিলম্বে দেখতে ইচ্ছা করে। এখন ছেলেদের স্কুল ছুটি। তোমার নন্দাই মাসের ভিতর দশ দিন বাইরে থাকে। এক হাতে আমাকে চতুর্দিক সামালাতে হয়। এত কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও তোমার কথা সদা মনে পড়ে বৌদি। আমি জানি তোমারও আমার মত অবস্থা। তবু যদি তুমি সকলকে নিয়ে কয়েক দিনের জন্য এখানে এসে বেড়িয়ে যাও তবে খুবই খুশি হবো। তোমার চিঠি পেয়ে তোমার নন্দাইকে দিয়ে তোমাদের আসা যাওয়ার টিকিট করে পাঠিয়ে দেব। এখানেই শেষ করলাম। আমার প্রিয় টিটু, মিনু ও সোনাকে আমার প্রাণভরা ভালবাসা ও স্নেহাশীষ জানিও। তুমি এবং দাদা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি তোমার স্নেহধন্যা সুলতা" অনেকদিন সুলতাকে দেখেনি। তাই মেনকাদেবীরও সুলতাকে দেখতে ইচ্ছা করে। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরলে প্রিয়নাথবাবুর সাথে সুলতার চিঠি নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করলেন। ছেলে মেয়েরা এখন স্কুল কলেজ থেকে মোটামুটি মুক্ত। সব দিক বিবেচনা করে ধ্রুবর স্কুল ছুটির সময় বম্বে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সুলতাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে ছিলেন মেনকাদেবী। বৌদির চিঠি পেয়ে সুলতা তার স্বামী দেবেনবাবুকে দিয়ে ওদের পাঁচ জনার আসা যাওয়ার টিকিট কেটে সব ব্যবস্থা পাকা করে বৌদির কাছে টিকিট পাঠিয়ে দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রিয়নাথবাবু স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে বম্বের দিকে যাত্রা করিলেন। সুলতা, স্বামী দেবেনবাবু এবং পুত্রদ্বয় অরূপ ও স্বরূপকে নিয়ে V. I. তে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নির্বিঘ্নে তারা বম্বে পৌঁছাল। তারা সাতদিনের ভ্রমণসূচী নিয়ে বম্বে এসেছিল। বম্বে থেকে গোয়া, লোনাভেলা, পুনা প্রভৃতি মনোরম স্থান পরিদর্শন করলো। ডেকান কুইন ট্রেনে পুনা যাওয়ার পথে লোনাভেলা নামলো। লোনাভেলা থেকে সমুদ্রের অপরূপ শোভা দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুনা থেকে বম্বে ফিরলো। প্রায় সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখে তারা গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া দেখতে গেল। সেখানে তীরে এসে আছড়ে পড়া সমুদ্রের ঢেউ এবং সমুদ্রের মধ্যে যাত্রীদের মোটর লঞ্চে প্রমোদ ভ্রমন দেখে ধ্রুব খুব আনন্দ পেল। কিছু সময় পর

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একটি মোটর লঞ্চে সমুদ্রে বেড়ানর জন্য লঞ্চে উঠতে দেখে ধ্রুবর ইচ্ছা হ'লো, সেও সমুদ্রে প্রমোদ-ভ্রমনে যাবে। তার কথা শুনে অরুপও বায়না ধরল যাওয়ার। মেনকাদেবীর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ধ্রুবর আগ্রহ দেখে অবশেষে তিনি রাজী হলেন। ধ্রুব অরুপকে নিয়ে লঞ্চে গিয়ে উঠলো। ধ্রুব এবং অরুপ এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় দশ মিনিট চলার পর হঠাৎ একটা সমুদ্রের ঢেউ এসে লঞ্চকে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মারলো। অরুপের হাত খুলে সে সমুদ্রে পড়ে গেল। লঞ্চে হৈ চৈ হুলুস্থুলু। ধ্রুব ছিল একজন দক্ষ সাঁতারু। তার উপর ছিল ব্যায়াম বীর সুতরাং এরকম বিপদে তার কি করা কর্তব্য, সে বিষয় শিক্ষা পেয়েছিল। যেমনি সে অরুপকে দেখতে পেল। খুব জোরে লাফ দিয়ে অরুপের কাছে গিয়ে পড়ল এবং এক হাত দিয়ে অরুপকে উচু ক'রে ধরল। ওদের দেখতে পেয়েই লঞ্চ থেকে লাইফ বয়া ফেলে দিল। অরুপকে বয়ায় তুলে ধীরে ধীরে লঞ্চের কাছে এগোলো। লঞ্চ একেবারে থেমে ধ্রুবর কাছে এসে দাঁড়াল। লঞ্চের নাবিকেরা অরুপকে লঞ্চের উপর তুলে নিলে ধ্রুব উপরে উঠল। তার পর ধ্রুব অরুপের প্রাথমিক শুশ্রুষা করতে থাকে। একজন নাবিক ওকে সাহায্য করেছিল। অনেক জল মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে অরুপ চোখ খুলল কিন্তু কথা বলতে পারলো না। এভাবে ওকে তীরে নিয়ে আসে। এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে মেরিন হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে দুঘণ্টা চিকিৎসা করার পর অরুপের জ্ঞান ফিরে আসে। আরও প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে প্রাথমিক চিকিৎসা করে অরুপকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিল। ধ্রুব নিজের জীবন বিপন্ন করে অরুপকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

এরুপ দুঃসাহসিক কাজের খবর পরদিন দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হ'লো। ঘটনাটির সময় লঞ্চে একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ধ্রুবর এরুপ সাহস ও নির্ভিক চিত্তে অরুপের প্রাথমিক শুশ্রুষা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে তারুপকে সমুদ্র থেকে বাঁচানর ও তার প্রাথমিক শুশ্রুষায় অসামান্য দক্ষতার কথা তিনি স্থানিয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। অরুপ সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে এলে সকলে নব জীবন এবং প্রাণভরে অরুপকে আশীর্বাদ করলেন। মেনকাদেবী ও সুলতা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভদ্রলোক যখন ধ্রুবর এত প্রশংসা করছিলেন তখন তারা তার সাথে মুখ তুলে কথা বলতে পাচ্ছিলেন না। তখন মেনকাদেবী এবং সুলতার মানসিক অবস্থা এত খারাপ ছিল। ওদের বাড়ী ফেরার পূর্বেই অরুপ সুস্থ হয়ে উঠল। দুর্ঘটনা যখন আসে, কাউকে জানিয়ে আসে না। দৈব কৃপায় অরুপকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরে তার আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলো। তার সাঁতার শেখা সার্থক হয়েছে কোন শিক্ষাই বিফল হয়

না। জীবনে একদিন না একদিন তা কোন না কোন ভাবে কাজে আসবেই। বম্বে বেড়ান ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর সকলে বাড়ী ফেরার জন্য প্রস্তুত হোলো। বৌদি চলে যাবে, সুলতার মন খুব খারাপ। সুলতাকে শান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন, সুযোগ হলেই যেতে যেন কোন ত্রুটি না করে। অবশেষে তারা সকলে বাড়ী ফিরল। এরূপ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ তাদের সব আনন্দ শেষ সময় নিরানন্দে পরিণত হ'ল। তারা নির্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছিয়ে মেনকাদেবী সুলতাকে শান্ত্বনা দিয়ে চিঠি দিল।

ধ্রুব যে নিজের জীবন বিপন্ন করে পিসতুতো ভাই অরূপের প্রাণ বাঁচিয়েছে, এ খবর দৈনিক সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। বাড়ী ফিরে স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় তার এরূপ দুঃসাহসিক কাজের খুব প্রশংসা করলেন। ছাত্র বন্ধুরাও তার অশেষ প্রশংসা করলো। একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ধ্রুবর দিনের কার্যসূচী জানতে চাইলে ধ্রুব তাকে জানাল যে খুব ভোরে উঠে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ শেষ করে ব্যায়াম করে, শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা পাঠ করে, তারপর প্রাতরাশ সেরে পড়তে বসে। দশটা পর্যন্ত পড়ে স্কুলের জন্য তৈরি হয়। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে পাড়ার ছেলেদের সাথে মাঠে খেলা করে। মাঠ থেকে বাড়ী ফিরে জলখাবার খেয়ে পড়তে বসে এবং প্রায় রাত এগারটা পর্যান্ত পড়া নিয়া সে ব্যস্ত থাকে। ছুটির দিনে তার দিনের কার্যসূচীর একটু পরিবর্তন হয়ে থাকে। সকালের পড়া শেষ করে ক্লাবের পুকুরে তাকে সাঁতার অনুশীলন করতে যেতে হয়। দুপুরে সপ্তাহের পড়ান সব পাঠ পুনরায় পর্য্যালোচনা করে। বিকেল পাঁচটায় ক্লাবে গিয়ে ব্যায়ামে যোগ দেয়। বাড়ী ফিরে পরিমিত আহার খেয়ে পড়তে বসে এবং রাত এগারটা পর্যান্ত পড়ে। বিভিন্ন খেলাধুলার মধ্যে কোনটি তার অধিক প্রিয় জানতে চাইলে, সাঁতার তার কাছে অধিক প্রিয় বলে জানাল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ধ্রুবর কাছে জানতে চান, সে কি আগামী জুনিয়র সাতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগ্রহী? উত্তরে ধ্রুব তাকে জানাল, যদি প্রতিযোগিতা এখানে অনুষ্ঠিত হয়, তবেই কেবল মা বিবেচনা করবেন। নচেৎ তার পক্ষে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ধ্রুবকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে তুমি যে চাম্পিয়ন হবে তাতে আমি নিঃসন্দেহ ধ্রুব। এ রকম সুযোগ জীবনে কজনের আসে। ভেবে দেখ ধ্রুব। "উত্তরে ধ্রুব তাঁকে জানাল যে ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে মা তাকে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দেবেন না। মার অনুমতি ভিন্ন আমার পক্ষে কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয় স্যার। জীবনে নিজের সাফল্য অপেক্ষা মাকে সুখী করাই আমি অধিকতর সাফল্য বলে মনে করি স্যার।" ধ্রুবর উত্তর শুনে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের

আর কিছুই বলার রইল না। প্রঃ শিঃ ধ্রুবকে 'এখন এস' বলে যেতে বললেন। তিনি ধ্রুবকে যত দেখছেন এবং ওর সাথে কথা বলছেন, তিনি ততই ভেবে অবাক হচ্ছেন যে আজকালও এরকম মাতৃভক্ত ছেলে আছে! প্রধান শিক্ষক মহাশয় এ কারণ ধ্রুবকে নিজ পুত্রের মত স্নেহ করতেন। ধ্রুবর মেধা ও মাতৃভক্তির কথা তিনি তার পরিচিত বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনকে কথা প্রসঙ্গে বলতেন। ধ্রুব সম্বন্ধে তার মুখে এরূপ প্রশংসা শুনে কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ ধ্রুবকে একদিন দেখতে আসবেন বলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে জানালেন। পরে একটা দিন স্থির করে তারা তাদের আগমনের দিন প্রধান শিক্ষককে জানিয়ে দিলেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ধ্রুবর মেধা পরীক্ষা করার এরকম আয়োজনের কথা পূর্বে কারো নিকট প্রকাশ করলেননা। নির্দ্দিষ্ট দিনে তারা স্কুলে এলেন ধ্রুবকে পরীক্ষা করার জন্য। তাদের হঠাৎ দেখে অন্যান্য শিক্ষকগণ বিস্মিত হলেন। যাহা হউক প্রধান শিক্ষক তাদের নিয়ে ধ্রুবর ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। পরিদর্শকগণ বিভিন্ন বিষয়ে যথা সাহিত্য, গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। ধ্রুব একের পর এক তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের বিস্মিত করে দিল। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'তিন বিঘা জমি' কবিতা আবৃত্তি ও তার সারমর্ম জানতে চাইলে, ধ্রুব আবৃত্তি করে বলল. "জমিদারবাবু প্রচুর জমির মালিক হয়েও তিনি লোভবশতঃ ঐ দরিদ্র কৃষিজীবীর তিন বিঘা জমি আত্মসাৎ করার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। লোভির যত থাকে সে আরও চায়। তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। লোভ মানুষকে অমানুষ করে, লোভ মানুষের অন্যতম প্রধান রিপু। লোভ দমন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।" পরিদর্শকরা প্রধান শিক্ষকের সাথে একমত হয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে বললেন, "ধ্রুব যে অসামান্য মেধা ও প্রতিভার অধিকারি সে বিষয় তারা প্রধান শিক্ষকের সহিত একমত। বিশেষ যত্ন নিলে এ যে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করবে সে বিষয় তারা নিঃসন্দেহ। পরিদর্শকরা চলে গেলে ধ্রুবর সহপাঠীরা ধ্রুবর কৃতিত্ব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। ধ্রুব যে একজন অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারি সে বিষয়ে তাদের মনে কোন সন্দেহ রইল না। ধ্রুবর এরূপ কৃতিত্ব এবং সকলেই ওর প্রশংসায় মুখর দেখে ধ্রুবর প্রতি ওর সহপাঠীদের ভালবাসা ও প্রেম আরও গভীর হয়েছিল, আবার কোন সহপাঠী ধ্রুবকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো। এমন কি শান্তনুও পর্যন্ত ওকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো। ধ্রুব এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে নিজেকে বড়ই অসহায় বলে মনে করতো। বন্ধুদের সহিত সে যত ঘনিষ্ঠ হতে চাইত, তারা ততই দূরে সরে যেত। তাই বলে ধ্রুবর প্রতি তাদের প্রীতি ও ভালবাসা যে কমেছে তা নয়, বরং পূর্বাপেক্ষা আরও গাঢ় হয়েছে। স্কুলের বাৎসরিক ক্রিকেট খেলার

আয়োজন করা হয়েছিল। খেলাটি হবে ধ্রুবদের ক্লাসের সাথে স্কুলের অবশিষ্ট দলের। ক্লাসের সকলের ইচ্ছা ধ্রুব ও শান্তনু প্রথম বেট করবে। কিন্তু তপনের গ্রুপ চাচ্ছে শান্তনু ও তপন ওপেন করবে। তপনের জেদে সকলেই অসন্তুষ্ট হলো। কিন্তু ধ্রুব তপনের প্রস্তাব আনন্দের সহিত মেনে নিল। বিপক্ষদল প্রথম বেটিং করতে নামলো। মাঠে প্রচুর দর্শক উপস্থিত হয়েছিল। বিপক্ষদল প্রচুর রাণ করে তাদের বেটিং শেষ করলো। তপন ও শান্তনু বেটিং করতে নামলো। তাদের দেখে দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন শুরু হোলো। তায়া আশা করেছিলেন ধ্রুব ও শন্তনু ওপেন ক'রতে নামবে। তিনজন আউট হওয়ার পর ধ্রুব মাঠে নামলো। দর্শকমণ্ডলী হাততালি দিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানাল। একদিকে প্রবীর অন্যদিকে ধ্রুব। ধ্রুবর পরিচালনায় প্রবীর ধ্রুবর সাথে খেলতে থাকে। রাণ উঠতে ছিল। কিন্তু তখন প্রচুর রাণ বাকি। প্রবীর যদিও খুব দক্ষ বেটসম্যান নয় তবু সে ধ্রুবর নির্দেশমত খেলতেছিল। আর মাত্র তিনটি উইকেট হাতে। তখনও প্রচুর রাণ প্রয়োজন। ধ্রুবদের পরাজয় নিশ্চিত। কিন্তু ধ্রুব তখনও জেতার আশা ছাড়েনি। সে নিজে প্রায় সব বলের সম্মুখীন হয়ে বেটিং করতে থাকে। ধ্রুবর ধৈর্য্য ও নৈপুন্য দেখে সকলে ওকে উৎসাহ করতে ছিল। আর মাত্র কয়েকটি বল বাকি। ধ্রুবর সহপাঠীরা হতবাক হ'য়ে উৎকণ্ঠায় ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে আছে। ধ্রুব কি পারবে বাকি রাণ কটি সংগ্রহ ক'রে তাদের দলকে বিজয়ীর সম্মান দিতে। ইহাই ছিল সকলের মুখের কথা। অবশেষে সকলকে অবাক করে দিয়ে, নিজে অপরাজিত থেকে ধ্রুব দৃঢ়তার সহিত ব্যাট করে প্রয়োজনীয় রাণ তুলে তাদের ক্লাসকে বিজয়ীর সম্মান এনে দিল। ধ্রুবর এতবড় কৃতিত্ব দেখে সকলে ওকে কাঁধে নিয়ে নাচছিল। ধ্রুব তারপর সহপাঠীদের নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে এল। শান্তনু লজ্জায়, মাথা হেঁট করে বসেছিল। ধ্রুব সকলের ভালবাসা, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও প্রশংসা নিয়ে বাড়ী ফিরল। তারপর মা, সোনাদি ও কমলার কাছে খেলার বিবরণ ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছিল, এমন সময় শান্তনু এল। শান্তনুকে ঘরে বসিয়ে দুজনে খেলার বিজয় উৎসব পালন ক'রলো।

এ জগতে যে সমস্ত মহাপুরুষ বা নারী জন্মগ্রহণ করেছেন তারা যে অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তার পরিচয় বা নিদর্শন যে তাদের মধ্যে শৈশবেই ফুটে উঠে। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও গুণাগুণ তাদের শৈশবকাল থেকেই বিকশিত হয় যাহা সাধারণতঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। তাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা নিষ্ঠা একাগ্রতা, প্রভৃতি সৎগুন তাদের মহিয়ান করে তোলে। ধ্রুব এ সমস্ত গুনের অধিকারি ছিল বলেই সে ভবিষ্যত জীবনে প্রতিভাশালী রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। এ সব পুরুষের কর্মজগৎ ও জীবন পদ্ধতি

সাধারণের জীবন পদ্ধতি হ'তে সম্পূর্ণ সতন্ত্র। তাদের চিন্তা সাধারণত সব মানবহিতৈষী। মানুষের কল্যাণ সাধনই এদের কর্মে অনুপ্রাণিত করে। পরের সমালোচনা, পরনিন্দা, হিংসা বা পরের অপ্রীতিকর কাজ করতে এরা জানে না। এদের কাছে সব সমান এবং সকলকেই এরা ভালবাসে। এ কারণ তারা মানবজাতির মনে মহাপুরুষ বলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। ধ্রুব সৎগুণের অধিকারী বলেই তপন, রতন ও স্বপনের বিরুদ্ধাচরণ তার মনে কোন রেখাপাত ক'রতে পারে নি। কালক্রমে শান্তনুর মনোভাবের পরিবর্তন হলেও শান্তনুর প্রতি তার মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। তার মনোবল আত্মবিশ্বাস ও সাহস ছিল পাহাড়ের ন্যায় অচল অটল। বটগাছ যেমন সাধু, তস্কর, ধনি দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে ছায়া দান করে ও তাদের ক্লান্তি দূর করে থাকে ধ্রুবও তদ্রূপ শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলের সাথে মধুর ব্যবহার করে তাদের মনে আনন্দ দিয়া থাকতো। এ হেন দৃঢ় চরিত্রের ছবি শৈশবকাল থেকেই তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

ধ্রুব একজন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় ছিল, কিন্তু তার বাবার অনুমতি না পেয়ে সে কোন প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলায় অংশ নেয় নি। এ ছাড়া সব খেলাধুলায় ধ্রুব অংশ গ্রহণ করে থাকতো। ওদের স্কুলে একটি প্রথা আছে, ছাত্ররা যখন দশম-শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণীতে উঠবে, তখন তাদের মধ্য থেকে কয়েকটি ছাত্র নির্বাচিত করা হ তো যাদের একটি ব্যায়ামের আখড়ায় পাঠান হ'ত ভারোত্তলন ও মুষ্টিযুদ্ধে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। আখড়ার যিনি গুরু তিনি ছাত্রদের শারিরীক যোগ্যতা ও হাতের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য একটি পরীক্ষা নিতেন। তিনি কেবল ধ্রুব ও প্রবীরকে নির্বাচন করলেন। ধ্রুবর শারীরিক যোগ্যতা ও হাতের শক্তি দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন। প্রঃ শিক্ষকের ধ্রুবকে ছাড়ার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ধ্রুবর আগ্রহ দেখে তিনি অনুমতি দিলেন। সপ্তাহে দুদিন করে আখড়ায় ভারোত্তলন, মুষ্টি যুদ্ধের অনুশীলনে যোগ দিতে হবে। ধ্রুব বাবা মার কাছ থেকে পূর্বেই অনুমতি নিয়েছিল। মনোনিত হয়ে বাবা মাকে খবর দিল। সকল সহপাঠিরা খুশি হলো কেবল ঈর্ষা-কাতর তপন খবর শুনে খুবই বিষন্ন হলো। সে কিছুতেই মেনে নিতে চায় না যে ধ্রুব একজন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তপনের এই হীনমন্যতা তার জীবনের কলঙ্কস্বরূপ। ধ্রুবর বন্ধুসুলভ হাতকে প্রত্যাখ্যান করে সে সদা তার বিরুদ্ধাচরন করে যেতো। শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষী দুরাচার রাজা কংশ শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচারণ করে শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়ে স্বর্গ লাভ করেছিল। রাজা কংশের শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষ তার শাপে বর হয়েছিল। কিন্তু তপনের ধ্রুব বিদ্বেষও কি তপনের বর হয়ে দেখা দিবে। অহঙ্কারি তপন সব সময় মনে করতো, যে সে একজন ধনি শিল্পপতির ও সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তির পুত্র।

আর ধ্রুব একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত স্কুল শিক্ষকের পুত্র। সুতরাং সে যাহা ভোগ করার অধিকারি, ধ্রুব তাহা ভোগ করতে পারে না। এরূপ হীনমন্যতার মনোভাব কেবলতমঃ গুণপ্রভাবিত ব্যক্তির মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। যদিও ধ্রুবর সংস্পর্শে এসে তপনের চরিত্রের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু এ পরিবর্তন ছিল ক্ষণস্থায়ী পূর্বের হিংস্র মনোভাব কমে সে হয়েছে খল ও চতুর। চতুরতার সহিত ভিন্ন পথ অবলম্বন করে সে ক্লাশে ধ্রুববিদ্বেষী পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তপন ক্লাশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এ কারণ শিক্ষক ও সহপাঠিদের কাছ থেকে প্রীতি, ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু নিজের আচরণ ও ধ্রুব বিদ্বেষী মনোভাবই তাহা পাওয়ার একমাত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার এরূপ ধ্রুববিদ্বেষী-মনোভাব ও স্বভাবের জন্যই সে ছিল সকলের নিকট অবহেলিত। ইহা বুঝতে পেরে সে তার চরিত্র সংশোধনে চেষ্টা করেছিল এবং সাফল্য অর্জন করেছিল, কিন্তু তাহা ছিল ক্ষণস্থায়ী। তার চরিত্রে এরূপ পরিবর্তন দেখে সকলেই খুসী। কিন্তু কতদিন এই পরিবর্তন স্থায়ী হয়, কেবল তাহাই ছিল লক্ষ্য করার বিষয়। কারণ মন দ্বারা পরিচালিত মানুষের স্বভাব পরিবর্তনশীল। সৎ ও অসৎগুন প্রভাবিত মন বড়ই চঞ্চল। এই চঞ্চল মনকে সংযত করা অসাধ্য ব্যাপার। কেবল সদাচার পালন ও নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই কেবল এই মনকে বহুলাংসে সংযত করা যায়। তপনের মন অসৎগুণ প্রভাবিত। সে কারণ ইন্দ্রিয় ও মন পরিচালিত স্বভাব সে কোনোরকমে সংযত করতে পারে নি। তাই তার চরিত্রে সৎ অপেক্ষা অসদগুণের প্রভাব বেশী ছিল। কারণ তার চরিত্র বৈচিত্রে ভরা। কখনও সৎগুণ প্রভাবিত আবার কখনও অসদ্‌গুণ প্রভাবিত হ'তো। পৃথিবীতে এ জাতীয় চরিত্রের লোক অত্যধিক হয়ে থাকে অপরদিকে ধ্রুব সদ্‌গুন যথা শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাশ্রিত বলে তার চরিত্র ছিল নির্মল ও পবিত্র। এরকম চরিত্রের লোক সংসারে প্রায় দুর্লভ। সদ্‌গুণের প্রভাবে মাঝে মাঝে তপনের চরিত্রে পরিবর্তন হতো বটে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। অসদ্‌গুণের প্রাবল্য সদ্‌গুণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে অসদগুণাভিমুখী করে তুলতো।

উমা ও কমলা বি. এ. পড়ছে, ধ্রুবও পরবর্তি বছর উচ্চ মাধ্যমিক ফাইন্যাল দেবে। মেনকাদেবী প্রিয়নাথবাবুকে টাকার প্রয়োজনের কথা না বলিলেও, মেনকাদেবীর সংসারের খরচ সামাল দেওয়ার জন্য প্রিয়নাথবাবু স্কুল থেকে ঋণ করে কিছু টাকা মেনকাদেবীকে দিলেন। অনেকদিন দাদা আসছেন না দেখে মেনকাদেবী ধ্রুবকে একদিন দাদার খোঁজখবরের জন্য মামা বাড়ী পাঠালেন। মামাবাড়ী প্রবেশ করে বাড়ীর ভেতর থেকে চেচামেচির শব্দ শুনে সে ধীর পদক্ষেপে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে মামাকে বলতে শুনে, তোমার মত একজন লৌহ ব্যবসায়ির পরিবারে আমার ভাগ্নিকে বিয়ে দেব কখনও তাহা মনে

স্হান দিও না। তোমার টাকা দু' একদিন বাদে এসে নিয়ে যেও। এ কথার জবাবে ভদ্রলোককে বলতে শুনল, এ কথা তুমি গত দু বছর ধরে বলে আসছ। ভদ্রলোকের এই কথা বলার সময় ধ্রুব ঘরে প্রবেশ করল। তাকে দেখে উভয়ে চুপ করে গেল। ধ্রুব মামাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মামার কাছ থেকে সব শুনে, ধ্রুব ভদ্রলোককে এসে বলল, "আপনার টাকা আগামীকাল মামা শোধ করে দেবেন। আপনি দয়া করে কাল এসে নিয়ে যাবেন।" তারপর মামা ও মামীর সাথে কথা বলে বাড়ী ফিরে আসে। ধ্রুব মাকে সব ঘটনা বলে তার কাছে টাকার কথা বলল। মা সব শুনে মনে মনে ভাবেন, একদিকে সংসার খরচ, অন্যদিকে দাদার অর্থাভাব। তিনি কি করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে প্রিয়নাথবাবুর সাথে রাতে পাওনা পরামর্শ করলেন। প্রিয়নাথবাবু অতি সহজে সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তিনি মেনকাদেবীকে উমার বিয়ের জন্য গচ্ছিত টাকা থেকে তার দাদাকে দিতে বললেন। মেনকাদেবী জানেন যে তার দাদা ব্যবসা চালানোর জন্য মাঝে মাঝে টাকা ধার করেন। দাদার আর্থিক সংকটে তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে উমার জন্য গচ্ছিত টাকা থেকে টাকা তুলে ধ্রুবকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। রাত্রে মেনকাদেবী প্রিয়নাথবাবুকে জানালেন যে সে ধ্রুবকে দিয়ে দাদার কাছে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুনে প্রিয়নাথবাবু বললেন, টাকার সদ্ব্যবহার করেছ, তুমি তোমার উপযুক্ত কাজ করেছ, তোমার অর্থ অনর্থ হয়ে যেত যদি তুমি আপনজনের বিপদে টাকা দিয়ে সাহায্য না করতে। স্বামীর প্রসংসা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। তার মনে আর কোন সংঙ্কোচ রইল না। সামনে সংসারে প্রচুর খরচ, উমার বি. এ. ফাইন্যাল পরীক্ষা এবং ধ্রুবও উচ্চমাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষা, ধ্রুবর পরীক্ষার দুমাস বাকী আর উমার তিনমাস বাকি। ধ্রুবকে তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় বসতে হবে। সুতরাং প্রচুর খরচের কথা চিন্তা করে মেনকাদেবী বিব্রত হয়ে পড়লেন। প্রিয়নাথবাবু এ সব অসুবিধার কথা চিন্তা করে মেনকাদেবীর হাতে কিছু টাকা দিলেন আচমকা টাকা পেয়ে মেনকাদেবী উৎফুল্ল চিত্তে তার রাধা-মাধবকে প্রণাম করলেন। ধ্রুবর ফাইন্যাল পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসছে, প্রঃ শিক্ষক মহাশয়ের মন ততই অধির ও চঞ্চল হচ্ছে, কি হয় কি হয় ভেবে। তবে তিনি এ বিষয় নিশ্চিত ছিলেন, যদি ধ্রুব সুস্হ শরীরে পরীক্ষা দিতে পারে, তবে সে অবশ্যই প্রথম স্হান পাবে। এ কারণ ধ্রুবর স্বাস্হ্য সম্বন্ধে তিনি সর্বদা উদ্বেগে দিন কাটাতেন।

ধ্রুব আগত ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দিনে দু ঘণ্টা ও রাতে এক ঘণ্টা পড়ার সময় বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া স্কুলে কোচিং ক্লাস শেষ করে লাইব্রেরীতে গিয়ে মাসিক ও অর্ধমাসিক মেগাজিন থেকে

বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে মনিষীদের লিখিত প্রবন্ধগুলি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করে আসতো। এ কারন স্কুলের কোচিং শেষে শান্তনু ধ্রুবর জন্য অপেক্ষা না করে তপন রতন প্রভৃতির সাথে বাড়ি ফিরে আসতো। স্কুল থেকে সকলে যখন বাড়ী ফিরছে রতন বলে, "হেড স্যার আশা করেন, ধ্রুব এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হবে। নিঃশন্দেহ ধ্রুব ফার্ষ্ট হওয়ার মত ছাত্র। ধ্রুব প্রথম হলে আমরাও সকলের কাছে গর্ব করে বলব, ফার্ষ্ট বয় আমাদের সহপাঠী ছিল।" তপন রতনকে বাধা দিয়ে বলল সে আগে ফার্ষ্ট হোক, তারপর গর্ব করিস। সাথে সাথে স্বপন বলে ওঠে, "আমরা যতটুকু তার পরিচয় পেয়েছি আর বুঝেছি তাতে ইহা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ধ্রুব অসাধারণ এবং আমাদের অনেক উর্দ্ধে।" ধ্রুবর এত প্রশংসা তপন সহ্য করতে পাচ্ছিল না। সে অন্য প্রসঙ্গ তুলে শান্তনুকে বলে "ভাবছি পরীক্ষার পর একটি ক্রিকেট ক্লাবের সভ্য হবো।" ওর কথা শুনে রতন বলে উঠে, "সেদিনকার খেলা দেখে একটি খ্যাত নামা ক্রিকেট ক্লাব ধ্রুবকে তাদের ক্লাবের সভ্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ধ্রুব এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত তাদের পরে জানাবে।" তপন ধ্রুবর প্রসংগ আলোচনা হচ্ছে দেখে সে রাগে রতনকে বলে উঠলো, আমরা বলছি আমাদের কথা আর তুই শুরু করে দিলি ধ্রুবর কথা! তপনের কথা শুনে রতন চুপ হয়ে গেল। তপনের এরূপ মেজাজ দেখে শান্তনু বলল, কথা প্রসঙ্গে এসে ছ তাই রতন বলছে। এতে রাগের কি কারণ আছে। স্বপন শুনে বলে, অন্য কথা বল। কথায় কথা বাড়ে। ইতিমধ্যে বিপরিতদিক থেকে প্রবীর এসে ধ্রুবর কথা জিজ্ঞেস করলে, রতন তাকে জানিয়ে দিল যে ধ্রুব লাইব্রেরীতে মাসিক পত্রিকা পড়ছে। "তুই আজ কোচিঙে এলি না কেন? জানতে চাইল শান্তনু। প্রবীর জানাল যে বাড়ীতে একটি জরুরী কাজের জন্য সে যেতে পারে নি। "পরীক্ষা এসে গেল। আর কতদিন তোদের আখড়ায় ব্যায়াম অনুশীলন করতে যেতে হবে?" আর তিনদিন যেতে হবে। গুরুজী ধ্রুবকে পরীক্ষার পর নিয়মিত রূপে অনুশীলনে যোগ দিতে বলছিলেন। কিন্তু ধ্রুব দুঃখের সহিত তার অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিয়েছে। ধ্রুবকে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যায়ামবিদ বলে মনে করেন। ওর হাতের অদ্ভূত শক্তি দেখে তার দৃঢ় বিশ্বাস যে নিয়মিত অনুশীলন করলে সে একদিন দেশের চ্যাম্পিয়ন ভারোত্তলনও মুষ্টিযোদ্ধা হবে।"

নিজেকে প্রকাশ করা, নিজেকে সকলের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। যারা দৈব সম্পদের অধিকারি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন তারা তাদের জন্মগত লভ্য শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, সহনশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের দ্বারা সহজেই মানুষের মন জয় করে তাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। ধ্রুবও

দৈবী সম্পদের অধিকারি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। সে তার স্বকীয় গুণের দ্বারা সকলের মন জয় করিত। সে জানে না অহংকার কি বস্তু, জানে না অপরকে ব্যথা দিয়ে কথা ব'লতে বা নিজের মতকে সকলের উর্দ্ধে রাখতে। সে ত্যাগ করে পরকে সুখী করতে চায়। জানে না পরকে পীড়া দিয়ে নিজে সুখী হতে। যা সে পেয়েছে বা যা আছে তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট ও সুখী। যখনই কোন সমস্যা এসেছে, ধীর স্থীর চিত্তে তার সম্মুখীন হয়ে সমাধান করেছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে কোন সময় প্রতিবন্ধিকে দুর্বল মনে করত না। সে বিশ্বাস করতো জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য শ্রমশীলতা আত্মবিশ্বাস, সাধনা, নিষ্ঠা, সহনশীলতা, অধ্যাবসায়, নিয়মানুবর্তিতা ও পরমত সহিষ্ণুতা একান্ত প্রয়োজন। ধ্রুব এই গুণসমূহ নিষ্ঠার সহিত পালন করতো। মহাভারতে উল্লেখিত চরিত্র সমূহের মধ্যে দৈবী সম্পদের অধিকারি অর্জুন ছিল তাহার নিকট আদর্শ চরিত্র। সে ভুলতে পারে না কর্ত্তব্য পালনে অর্জুনের আত্মসংযমের কথা। সে ভুলতে পারে না উলুপি ও উর্বশীর প্রেম প্রত্যাখানের অর্জুনের কথা। এরূপ চরিত্রবান উত্তম পুরুষ সাফল্য লাভের পেছনে ছোটে না, সাফল্য এসে তাদের গলায় বরমাল্য পরিয়ে ধন্য হয়। ধ্রুবও শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত তার জীবন পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ধ্রুব আগত পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত, তবে তার স্বাভাবিক জীবন যাত্রার উপর খুব প্রভাব ফেলতে পারে নি। সে তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ-কর্ম যথারিতি পূর্বের ন্যায় করে যাচ্ছিল। অবশেষে পরীক্ষার দিন উপস্থিত। উমা, কমলা ও মাকে নিয়ে ধ্রুব পরীক্ষা দিতে গেল। প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোলো। দ্বিতীয় দিনের প্রথম পরীক্ষাও নির্বিঘ্নে শেষ হ'লো। দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ধ্রুব নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিচ্ছে। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখনও প্রায় পরীক্ষা শেষ হতে এক ঘণ্টা বাকি। ধরাধরি করে রক্ষীরা ধ্রুবকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। বাইরে অপেক্ষমান মা, উমা, প্রভৃতি ধ্রুবকে অসুস্থ অবস্থায় দেখে হায় হায় করে উঠল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি এ যাবৎ যাকে ভয় করে আসছিলেন তাই ঘটে গেল। এতদিনের তার আশা এক মুহূর্তে কোথায় ভেসে গেল। সারা দুনিয়াটাই একটা আশা নিরাশার খেলার মাঠ। তারপর দুদিন পরীক্ষার বিশ্রাম ছিল। পরের সব পরীক্ষাগুলি বেশ ভালভাবেই ধ্রুব দিতে পেরেছিল। সকলেই হতাশ কিন্তু ধ্রুব উদাসিন, ছিল নির্বিকারও তাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, পরীক্ষা কেমন হোল ? উত্তরে সে বলত পরীক্ষা দিয়েছি। কেমন হ'য়েছে, সে তা বলতে পারি না। মাধ্যমিক পরীক্ষার কয়েকদিন পরে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির পরীক্ষা শুরু হলো। প্রথমে আঞ্চলিক কলেজে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা। তারপর কেন্দ্রিয়

কলেজে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষাই নির্বিঘ্নে শেষ হ'লো। এর কিছুদিন পরেই উমার অনার্স পরীক্ষা আরম্ভ হ'লো। অনেক দূরে পরীক্ষার সিট্ পড়েছে বলে মা আর যেতে পারতেন না। রোজ ধ্রুব ও কমলা উমাকে নিয়ে যেত এবং পরীক্ষার শেষে নিয়ে আসতো। এভাবে উমা ও ধ্রুবর পরীক্ষা শেষ হলো। এখন ফলের জন্য অধীর হয়ে সকলে অপেক্ষা করছে। উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় ধ্রুবর ফলের অপেক্ষা করে আছেন প্রধান শিক্ষক মহাশয়। ধ্রুবর বন্ধু শান্তনু, প্রবীর, তপন, স্বপন ও রতন সকলেই ভাল পরীক্ষা দিয়েছে। তপনের দুজন গৃহশিক্ষক ছিল, তপনের পিতা রমেনবাবু একদিন গৃহশিক্ষকের কাছে জানতে চাইলেন, তারা তপনের পরীক্ষার ফল কিরূপ আশা করেন। উভয় শিক্ষক তাহাকে জানালেন যে পঞ্চাশ জনের মধ্যে স্থান পাবে বলে তারা আশা করেন। শুনে রমেনবাবু খুব খুসী হলেন। তপন একজন বিত্তবান শিল্প মালিকের পুত্র। তার উপর শৈশবে সে মাকে হারিয়েছে। সুতরাং সকলেই তার দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে থাকতো। শৈশব থেকে সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ ও স্বাধীন ভাবে বাস করছিল। পিতা রমেনবাবু পাড়ার সকলের প্রিয় ছিলেন। তার উপর ছাত্র হিসাবেও সাধারণের চেয়ে ভাল এবং সে আশা করে, তার পরীক্ষার ফল ভাল হবে। এ সব কারণে প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বপন ওকে স্নেহ করতো ও ভাল বাসতো। এ হেন অবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা সকলেই তার দোষ ত্রুটি এড়িয়ে যেতেন, কেউ তার চরিত্র শোধনের চেষ্টা ক'রতেন না। যারা ওর চরিত্র শোধনের উপযুক্ত ছিলেন, সেই পিতা ও পিসিমা পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে ছিলেন। তার ফলে তপন বিচার বুদ্ধি হারিয়ে হ'য়ে উঠল উশৃঙ্খল। অহঙ্কারী ও দাম্ভিক। তার পিতা রমেনবাবু তার আত্মত্যাগ ও সমাজ-সেবী ক্রিয়া কর্মের জন্য পাড়ায় জনপ্রিয় ছিলেন। রমেনবাবু উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্প সংস্থাটির মালিক হয়েছিলেন'। তার পিতা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আর রমেনবাবু হলেন একজন কলা বিভাগের স্নাতক। যদিও তিনি ইঞ্জিনিয়ার নন, তথাপি তার তিক্ষ্ণ বুদ্ধি চতুরতা ও দূরদর্শিতার সাহায্যে কারখানার তত্ত্বাবধান এবং উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধান করতেন। সংস্থায় নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীদের সহিত তিনি সদা সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। তপনের পরীক্ষা ভাল হয়েছে, তাই এখন তার সব আশা তপনকে কেন্দ্র করে তপনকে ইঞ্জিনিয়ার করে তার হাতে সংস্থাটির পরিচালনার ভার ছেড়ে দেবেন। ইহাই তিনি মনস্থ করেছিলেন। তারপর দেখে শুনে একটি পুত্রবধূ ঘরে আনবেন। হায় আশা, আশাই মানুষের একমাত্র শান্তনা আর জীবন পথে চলার একমাত্র প্রেরণা। এখন রমেনবাবু সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন তপনের রেজাল্টের জন্য। আর এদিকে তপন হয়ে উঠেছে উশৃঙ্খল।

তার কোন খবরই তিনি জানতেন না। তিনি তার মেনেজারকে বলে দিয়েছিলেন প্রয়োজনবোধে তিনি যেন তপনকে টাকা দেন। পরীক্ষার পর তপন তার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ফুর্ত্তি করে বেড়াচ্ছিল। তপনের স্বেচ্ছাচার লক্ষ্য করে একদিন রমেনবাবু তপনকে ডেকে, তাকে একটি ব্যাঙ্কের একাউন্ট খুলে টাকা রাখতে বললেন। এভাবে মেনেজারের কাছ থেকে তার খরচের টাকা নেওয়া উচিত নয় বলে তিনি তপনকে বলিলেন। তপন বাবার প্রস্তাবে রাজী হয়ে নিজের খরচের টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিল। তপনের জন্মদিন উপলক্ষে রমেনবাবু তার পূর্ব পরিচিত বিশিষ্ট বন্ধু সদানন্দবাবুকে আমন্ত্রণ জানাতে পুত্র তপনকে নিয়ে একদিন তার বাড়ী গেলেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সদানন্দবাবুর একমাত্র কন্যা লোপামুদ্রাকে দেখা আর তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা। লোপামুদ্রা সেদিন বাড়ী ছিল না। সে স্কুলের ফাংশন দেখতে গিয়েছিল। অতএব তার প্রধান উদ্দেশ্য সফল হ'লো না বলে তিনি হতাশ হলেন। তিনি সদানন্দবাবুকে অবশ্যই তার পরিবারের সকলকে নিয়ে জন্মদিনে যেতে অনুরোধ করে বাড়ী ফিরে এলেন।

সদানন্দবাবু দক্ষিণ কলকাতার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তিনি নিজের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন। প্রায় পাঁচশত শ্রমিক কর্মচারী ও ইঞ্জিনিয়ার এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিলে তিলে গড়া প্রতিষ্ঠানটি সদানন্দবাবুর প্রাণ। সর্বত্রই শ্রমিক আন্দোলন ও লকআউটের ঘটনা ঘটছিল। কিন্তু সদানন্দবাবুর উদার নীতি ও দক্ষ পরিচালনার গুণে তাকে কোন শ্রমিক আন্দোলনের সম্মুখিন হতে হয় নি। তিনি সব সময় ইহা উপলব্ধি করতেন যে শ্রমিকদের উন্নতি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি। বোর্ড অফ্ ডিরেকটর কর্ত্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত রূপায়িত করিত একটি এক্সিকিউটিভ কমিটি। কমিটিতে ছিল চিফ এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার, মেনেজিং ডিরেক্টর, চেয়ার ম্যান তিনজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আর দুজন শ্রমিক প্রতিনিধি। কোম্পানি যখন সমস্যার সম্মুখীন হ'তো, কোম্পানীর সুপারিশ মত এক্সিকিউটিভ কমিটি তাহা রূপায়িত ক'রে থাকতো। প্রতি সেক্সনের দায়িত্বে এক একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকতো। প্রতিষ্ঠানটি এমন নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত যে ইহার সুষ্ঠু পরিচালনায় কোন বিঘ্ন বা অসুবিধা দেখা দিত না। এ ভাবে তিনি কারখানাটিকে একটি সুস্থ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠানে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ঘরে অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন তার পরিবারে ছিল তার স্ত্রী সুরুচিদেবী, এক কন্যা লোপামুদ্রা ও শিশুপুত্র অশোক কুমার। সদানন্দবাবু ছিলেন সহজ, সরল, নিরহঙ্কার হৃদায়বান একটি মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সংস্থার মালিক। কিন্তু তার স্ত্রী ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। যৌবনে

সুরুচিদেবী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। তিনি গৃহকর্ম, পুত্র কন্যার লালন পালন, স্বামীর যত্ন, তত্বাবধান প্রভৃতি গৃহকাজ করা পছন্দ ক'রতেন না। তিনি ঘর অপেক্ষা বাহিরে থাকা অধিক পছন্দ করতেন। তিনি আধুনিকা রমনীর ন্যায় ধনি সমাজে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসতেন। তার এরূপ মতিচ্ছন্ন মতি দেখে সদানন্দবাবু মনে মনে খুব দুঃখ অনুভব করতেন। কিন্তু মুখ ফুটে কোনদিন তার অসন্তোষের কথা ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু তার কন্যা লোপামুদ্রা মার এরূপ অরুচিকর উগ্র সাজ পোষাক দেখে মাকে শোধবার চেষ্টা করতো বটে কিন্তু তার বিপরিত ফল হয় দেখে, সে দুঃখে আর কিছু বলত না। বাবার দুরবস্থা দেখে সে বাবার সেবা যত্নের ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন। সে প্রাণে বড় ব্যাথা পেত। একটু বড় হয়েই সে বাবা ও মার জন্য প্রতিদিন চা জলখাবার নিয়ে আসতো। বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে বাবার ক্লান্তি দূর করে দিত। বাবা ও মার সেবা ও যত্ন করা তার প্রথম কর্ত্তব্য ছিল। লোপামুদ্রার জন্মের পর সুরুচিদেবী তাকে আই মার হাতে তুলে দেন। লোপামুদ্রা আই-মাকেই মা ব'লে জেনেছিল। মাতৃস্নেহ কি বস্তু সে কোনদিন তা বোঝেনি। মার কাছ থেকে স্নেহ ভালবাসার পরিবর্তে সে পেয়েছে কেবল অবহেলা ও ঘৃণা। কন্যার প্রতি সুরুচিদেবীর এরূপ ব্যবহার দেখে সদানন্দবাবুর হৃদয় ব্যথিত হোতো। এ করণে তিনি তার পিতৃস্নেহ দিয়ে লোপার মনের ব্যাথা দূর করার চেষ্টা করতেন। এভাবে পিতার স্নেহ ও ভালবাসা পেয়ে লোপা ভুলে যেত মাতৃস্নেহের অভাব। বাবা উৎসাহ দিতেন তার জীবন পদ্ধতিতে, আর মা চাইতেন লোপামুদ্রাও তার মত আধুনিকা সেজে ধনি সমাজে মিশে জীবন উপভোগ করুক। ফুলের বাগান থেকে ফুল তুলে মালা গেঁথে রাধামাধবকে পরিয়ে জীবন কাটানো তিনি পছন্দ করতেন না। আইমার সাথে ফুলের বাগানের পরিচর্য্যা করাকে তিনি ছোট কাজ বলে মনে করতেন। স্ত্রীর এরূপ মনোভাব ও আচরণে সদানন্দবাবু মনে আদৌ সুখী ছিলেন না বটে, কিন্তু কন্যা লোপার সেবা যত্নে ও স্বভাবে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। একমাত্র কন্যা লোপাই ছিল ঘরে তার একমাত্র আকর্ষণ। লোপার মধুর সম্বোধন, মিষ্টি হাসি তার মনের সব দুঃখ জ্বালা দূর করে দিত। দেখতেও যেমন অনিন্দ্যসুন্দরী লোপা-মুদ্রা আবার স্বভাবে ও গুণেও তেমনি ছিল অনন্যা। মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু কিছুতেই মার মুখের হাসি দেখত না বা শোনে নি কোনদিন তার মুখে মিষ্টি সম্ভাষণ। এ কারনে সে নিজেকে হতভাগিনি বলে ধিক্কার জানাত ও নিরবে চোখের জল ফেলত। তার এই স্বল্পকালীন জীবনের মধ্যে সে সব পেয়েছে, পেয়েছে পিতার অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা, পেয়েছে স্কুলে শিক্ষিকা ও সহপাঠিনিদের স্নেহ প্রীতি ও ভালবাসা। পায়নি কেবল ঘরে মায়ের সুধামাখা সম্ভাষণ ও মাতৃস্নেহ।

সে ছিল মাতৃস্নেহের কাঙ্গালী। প্রাণভরা হাসি নিয়ে হাসতে হাসতে স্কুল থেকে যখন বাড়ী ফিরে তার প্রাণ মন দুঃখে ভরে যেত। মাকে ঘরে না দেখে মার জন্য প্রাণ কাঁদতো। সকলের মত সেও কত আশা করে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে মাকে দেখবে বলে, কিন্তু হায় মা বাড়ী নাই। দুঃখে ও হতাশায় কাতর হ'য়ে লোপা বিছানায় শুয়ে থাকতো। সে যেন শুনছে, "দুঃখ কোরোনা লোপা! পৃথিবীতে সকলেই সব পায় না। তুমিও পাওনি মাতৃস্নেহ। যাহা পেয়েছ তাহাকেই ভালবাস, তাই নিয়ে সুখে থাক। তাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোল লোপা।" বিবেকের বাণী শুনতে শুনতে লোপা ঘুমিয়ে পড়ল। আই-মা খাবার এনে ডাকলে, লোপা খেয়ে তার দৈনন্দিন কাজ করে ফেলে। একটু পরেই সঙ্গীত শিক্ষক এসে গেলেন লোপা গান শিখতে বসল।

তপনের জন্মদিনে সদানন্দবাবু তার স্ত্রী সুরুচিদেবী, পুত্র অশোক ও কন্যা লোপামুদ্রাকে নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলেন। জন্মদিন উৎসবে যোগ দিতে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রচুর সমাগম হয়েছিল। ধ্রুব ও প্রবীর ব্যতিত তপন তার সব সহপাঠীদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এদের মধ্যে শান্তনু ব্যতিত সকলেই এসেছিল। তপনের কয়েকজন পরিচিত বান্ধবীও এসেছিল। অনুষ্ঠানে যথাসময় উপস্থিত হয়ে সরুচিদেবী তার বন্ধু ও তপনের পিসিমা রেবাদেবীকে সঙ্গে করে তপনকে আশীর্বাদ করে এলেন। তারপর চারিদিক ঘুরে ঘুরে অতিথী আপ্যায়ন ও তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। তার এরূপ কাজ দেখে সদানন্দবাবু ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। লোপা চুপ করে বাবার পাশে বসে রইলো। লোপাকে তার সাথে চারিদিক ঘুরে দেখার জন্য বললে, লোপা কিছুক্ষণ ঘুরে পুনরায় বাবার পাশে এসে বসল। রমেনবাবু এসে সদানন্দবাবুর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছেন আর লোপাকে দেখছিলেন। লজ্জাবনত মুখে লোপা চুপ করে বসে রইল। লোপাকে দেখেই সকলে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো। লোপামুদ্রা ছিল ওর মার চাইতেও রূপসী ও সুন্দরী। একবার দেখলে আবার দেখার আকাঙ্খা হতো। কিছুসময় পর রেবাদেবীকে সঙ্গে এনে সুরুচিদেবী তার মেয়ে লোপার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। লোপাকে দেখে তিনি মনে মনে বলল, যেন সদ্য ফোটা একটি ফুল। "কি নাম তোমার মা?" জানতে চান রেবাদেবী। রেবাদেবীকে প্রণাম করে নাম বললো। লোপাকে দেখে রেবাদেবী মনে ভাবেন, "এমন মায়ের এরূপ মেয়ে। আশ্চর্য্য রহস্য সবই লিলাময়ের লীলা।" তারপর লোপাকে বললেন, "চলো পাশের ঘরে, ওখানে তোমার বন্ধুরা আছে। ওদের সাথে আলাপ করবে চল।" বলে রেবাদেবী লোপাকে নিয়ে ওঘরে গেলেন। ওকে দেখে সব ছে'লে ও মেয়েরা চুপ হ'য়ে

লোপার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। লোপাকে দেখে তপন জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম জানতে পারি?" জানাল লোপামুদ্রা। নাম শুনে একটি মেয়ে ব'লে উঠল, 'সুন্দর, মিষ্টি নাম।' একটি মেয়ে ব'লে উঠলো, "ওরকম সুন্দর ও মিষ্টি নাম অনেক আছে।" ওদের বাদানুবাদ শুনে তপন লোপাকে বলল, "ওদের কথা শুনে আপনি কিছু মনে করবেন না।" 'না মনে করার মত কিছু বলোনি ত। মনে করবো কেন?' লোপার এরূপ জবাব শুনে সব ছেলে মেয়েরা চুপ হয়ে গেল। তারপর তপনের দীর্ঘ ও সুখী জীবন কামনা করে, লোপা এসে বাবার পাশে বসল। লোপা চলে আসার পর তপন এসে লোপাকে বলে, "আপনার সাথে আলাপ করাই হোলো না। আসুন, আমার বন্ধুদের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। একটু সকলে মিলে গল্প সল্প করি।" তপনের কথা শুনে লোপা খুব অস্বস্তি বোধ কচ্ছিল। সে বলে, "আলাপ করেইত এসেছি, আর কি আলাপ করার আছে?" বলে লোপা চুপ করে বাবাকে বলে, "চলো বাবা, মাকে ডেকে আনি।" বলে সে মাকে ডাকতে গেল। ঐ ঘরের মধ্যে অত হৈ হট্টগোল, হাসি হুল্লোড় লোপার ভাল লাগছিল না। মাকে না দেখে সে আবার বাবার পাশে এসে বসলো, পাশের ঘর থেকে হৈ হট্টগোলের শব্দ তার কানে আসছিল। সে তপনকে বলতে শোনে, ধ্রুবর মত একটি সাধারণ পরিবারের ছেলেকে আমি বন্ধু বলে স্বীকার করি না। তাই তাকে আমি আমন্ত্রণ করিনি। হঠাৎ ধ্রুব নামটি শুনে লোপা চমকে উঠলো এবং তার মন চঞ্চল হোলো। ক্ষণিকের জন্য সে অন্যমনস্ক হয়ে বাবাকে বলে, "চলো বাবা।" "হ্যাঁ যাব তোমার মাকে আসতে দাও" বললেন সদানন্দবাবু। এক মুহূর্তে ধ্রুব নামকে সে ভালবেসেছে আর ধ্রুব সম্বন্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও ঘৃণাসূচক উক্তি শুনে তপনের প্রতি তার মন ঘৃণায় ভরে গেল। তপনের ধ্রুব সম্বন্ধে এরূপ উক্তি শুনে সহপাঠিদের অনেকেই ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু মুখে কেউ কিছু প্রকাশ ক'রলো না। তপনের জন্মদিন অনুষ্ঠানে যোগদান করে বাড়ী ফিরে সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে বল্লেন, "তুমি বাড়িতে তোমার আভিজাত্য নিয়ে থাক। আর ওদের বাড়ীতে গিয়ে তোমার অতিথি আপ্যায়ণে এত আগ্রহ এবং সব বিষয় তোমার খোজ খবর ও তদারকি করা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। সুরুচি! এমন কি তুমি মেয়েকে অজানা অচেনা লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে ত্রুটি করোনি। আমরা ওখানে অতিথী হয়ে গিয়েছিলাম, মেয়েকে দেখতে যাইনি, এ জ্ঞান পর্য্যন্ত তুমি হারিয়ে ফেলেছিলে। জানি না তোমার মনের উদ্দেশ্য কি! তোমার নাম সুরুচি কিন্তু তোমার ক্রিয়াকর্ম মোটেই রুচিকর নয় সুরুচি। কিন্তু লোপা রুচিশীলা, মার্জিতা ও সুরূপা বলে সে সকলের প্রিয়া। সুতরাং ওভাবে ওকে অযাচিত হয়ে অজানা অচেনা লোকের সাথে পরিচয় না করালেই বোধ হয় মায়ের উপযুক্ত

কাজ করা হতো।" সদানন্দবাবুর এরূপ কটূক্তি শুনে সুরুচিদেবী কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

স্কুলে লোপার মধুর স্বভাব ও মুখের মিষ্টি হাসি এবং নাচে ও গানে তার অসামান্য দক্ষতা দেখে দিদিমণিরা লোপাকে মেয়ের মত স্নেহ করতো। সহপাঠীনীরা যেমন ছিল তার প্রিয়, আবার সেও তেমনি সহপাঠীনীদের প্রিয় ছিল। লোপা গাড়িতে করে স্কুলে যেত ও স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতো। ওর একজন বন্ধুকে স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার সময় গাড়ীতে এনে বন্ধুর বাড়ীর রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব একদিন সে বাবা ও মার কাছে বলল। বাবা সব শুনে প্রস্তাবে কোন আপত্তি করলো না কিন্তু সাবধান করে দিল যেন কোন গলিতে বা কোন বন্ধুর বাড়ী সে না যায়। সুরুচিদেবী লোপার প্রস্তাব শুনে এ প্রসঙ্গে তাকে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। একটি স্কুলের ছাত্রী তার একজন বন্ধুর সহিত স্কুলে যেত। ক্রমেই দুজনার মধ্যে নিবিড় ঘনিস্ঠতা হয়, মাঝে মাঝে মেয়েটি ওর বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যেত। এভাবে যাতায়াত করে মেয়েটি পাড়ার সবাইর পরিচিত হয়ে ওঠে। একদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার সময় বন্ধুটি ওকে তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। বন্ধুর বাড়ী প্রবেশ করার স্বাভাবিক পথ দিয়ে না গিয়ে, অন্য পথ দিয়ে তারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রল। স্বাভাবিক পথ শুনে মেয়েটির মনে কোন সন্দেহ হয় নি। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র দুতিনটি যুবক ওকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে বার থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। দুদিন অনাহারে, অনিদ্রায় ঐ আবদ্ধ ঘরে কাটায়। ভয়ে মেয়েটি মানসিক রোগে আক্রান্ত হল। দুদিন পর মেয়েটির বাবার কাছ থেকে মুক্তি পণ আদায় করে মেয়েটির চোখ বেঁধে তাকে একটি নির্দিষ্ট রাস্তায় বাবার হাতে সমর্পণ করলো। মনোস্তক রোগাক্রান্ত মেয়েটির দীর্ঘ চিকিৎসক ও বাবা মায়ের অক্লান্ত যত্নে ও সেবায় মেয়েটি ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে। সুস্থ এ স্বাভাবিক হ'য়ে সে স্কুলে গেল কিন্তু ঐ বন্ধুটিকে তারপর কেউ স্কুলে দেখেনি।" গল্পটি শেষ করে সুরুচিদেবী লোপাকে বল্লেন, "দেখ কোথায়, কখন, কিভাবে বিপদ লুকিয়ে থাকে কেউ বলতে পারে না। তারপর কার মনে কি আছে তাও কেহ জানে না। সুতরাং ভেবে কাজ করা উচিত। অপ্রয়োজনীয় ঝুকি না নেওয়াই উচিত।" মার কাছ থেকে এই মূল্যবান শিক্ষা চিরদিন স্মরণ করে রেখেছিল লোপা। সুতরাং তার মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। লোপা মাঝে মাঝে বন্ধুদের সহিত হেঁটে স্কুলে যেত এবং স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতো। একদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছে এমন সময় একজন যুবক, যাকে সে প্রায়ই তার এক বন্ধুর সহিত স্কুলে আসতে দেখত, সে এসে লোপাকে বলে, "আপনার নাম কি লোপামুদ্রা।" "হ্যাঁ" লোপা জবাব দিল। "আপনার বন্ধু অনুসুয়া কদিন পর্যন্ত অসুস্থ, সে আপনাকে দেখতে

চায়।' লোপা ভুলে গেল তার মার উপদেশ এবং বলে 'কতদূর ওর বাড়ী।' "এইত কাছেই আসুন আমার সাথে" যুবক জানাল লোপাকে। নিঃসঙ্কোচ চিত্তে লোপা বন্ধুদের ছেড়ে ঐ যুবকটির পেছন কিছুদূর গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আর কতদূর" "এইত দুটো বাড়ীর পর" যুবক উত্তর দিল, হঠাৎ মার গল্প তার মনে পড়ল, আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে দৌড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তার বন্ধুদের সহিত মিলিত হোলো। এইভাবে সে একটি অনিবার্য্য বিপদ থেকে রক্ষা পেল। সে তার রাধামাধবকে মনে মনে অসংখ্য প্রণাম জানাল, রাখেন হরি মারে কে! সেদিন থেকে লোপা আর কোনদিন অজানা অচেনা নারী বা পুরুষের সহিত কোথাও যায়নি। সর্বদা তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতো, এভাবে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মার প্রতি তার ভক্তি আরও গাঢ় হ'লো।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে। পরীক্ষার পর থেকে প্রধান শিক্ষক মহাশয় হতাশা ও উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন। তার এতদিনের সাধনা সব বিফল হয়েছে। যার জন্য তার এত হতাশা ও দুঃখ সেই ধ্রুব নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। তার পরীক্ষার রেজাল্ট কি হবে না হবে, সে নিয়ে তার কোন উদ্বেগ বা অশান্তি নেই। বিকেলে শান্তনুর বাড়ীতে গেল। শান্তনু ধ্রুবকে জানাল যে আগামিকাল রেজাল্ট প্রকাশ হবে, শান্তনুর বাবা ও মা মাঠে বসে কথা বলছিলেন আর গোপা শান্তনুর সাথে ব্যাডমিণ্টন খেলছিল। শান্তনুর বাবা ধ্রুব পরীক্ষায় কিরূপ ফল আশা করে জানতে চাইলে ধ্রুব তাকে জানাল যে সে এরূপ প্রশ্নের ঠিক জবাব জানে না। ধ্রুব পরে গোপার সাথে ব্যাডমিণ্টন খেলে, শান্তনুকে নিয়ে প্রবীরের বাড়ী গেল। প্রবীরকে নিয়ে গুরুজীর সাথে দেখা করতে গেল। তারপর বাড়ী ফিরল। পরদিন সকালে রেজাল্ট দেখতে যাওয়ার জন্য ধ্রুব প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় তার কানে ভেসে এল প্রবীরের গলা। সে শুনছে প্রবীর বলতে বলতে আসছে, ধ্রুব তুই ফাষ্ট হয়েছিস, ধ্রুব ফাষ্ট হয়েছিস বলে প্রবীর গেজেট হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। উমা শুনে চেঁচিয়ে বলে উঠল, মা সোনাভাই ফাষ্ট হ'য়েছে। হঠাৎ খবর শুনে ধ্রুবর মুখ থেকে কোন কথা বেরোলো না। সে বিস্ময় হতবাক হ'য়ে রইল, যখন মা এসে ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন সে মার পা ধরে প্রণাম করলো। মা ছেলেকে বুকে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। ইতিমধ্যে প্রধান শিক্ষক মহাশয়, শান্তনু, প্রবীর, বন্ধুরা এসে আনন্দে যোগ দিল। ধ্রুব তারপর বাবা ও পিতৃস্থানীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে প্রণাম করলো। মা মেনকাদেবী প্রত্যেককে চা ও মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ণ করিলেন। তারপর ধ্রুব শান্তনু ও প্রবীরকে নিয়ে শান্তনুর মা ও বাবাকে প্রণাম করতে গেল। লোপা খুশী মনে ধ্রুবকে বলে, "তুমি ফাষ্ট

হয়েছে ধ্রুবদা, মিষ্টি খাওয়াবে না ?" নিশ্চয় খাওয়াব। বলে ওদের বসিয়ে রেখে ধ্রুব শান্তনুর বাবা মা ও লোপার জন্য মিষ্টি আনল, তারপর ওখান থেকে সকলে স্কুলে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ধ্রুবকে ডেকে নিয়ে বললেন, "আজ যে আমার কতবড় আনন্দের দিন তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পাচ্ছি না ধ্রুব। আমার এবং সকল শিক্ষকের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তুমি নিশ্চয় ফাষ্ট হবে। কিন্তু তোমার পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটার পর থেকে আমি বড়ই হতাস হয়ে পড়েছিলাম ও গভীর উদ্বীগ্নে দিনাতিপাত কচ্ছিলাম। ভগবান আমার অনেকদিনের আশা ও স্বপ্ন পূর্ণ করলেন। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে করি ধ্রুব। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি এভাবে ভবিষ্যতে অধিকতর সাফল্য অর্জন করে তুমি তোমার মা ও বাবার মুখ উজ্জ্বল করো। আমি নিশ্চিত যে তুমি একদিন দেশের সুসন্তান বলে সকলের নিকট প্রশংসিত হবে। স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রবীরকে নিয়ে গুরুজীর কাছে গেল। গুরুজী তখন আখড়ায় ছিলেন। ব্যায়াম অনুশীলন কারীদের বিভিন্ন পদ্ধতির ও প্রক্রিয়ার কথা বলছিলেন। ধ্রুব যে ফাষ্ট হয়েছে সে খবর তিনি ইতিমধ্যে পেয়েছিলেন। ধ্রুবকে দেখে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালেন। সে ধ্রুবর আগ্রহ, একাগ্রতা ও অদম্য ক্ষমতার পরিচয় তিনি গত এক বছর ধরে পেয়েছেন। ধ্রুব অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী বুঝে, তিনি মনে মনে আশা করেছিলেন, ধ্রুবকে তিনি একদিন ভারোত্তলন ও মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন তৈরি করবেন। সুতরাং ধ্রুবকে পরীক্ষায় ফাষ্ট হতে দেখে তিনি মোটেই বিস্মিত বা আশ্চর্য্য হন নি। তুমিও খুসী এবং আমিও খুব খুসী ধ্রুব। এই আখড়ার দরজা তোমার জন্য সর্বদা খোলা থাকবে ধ্রুব। আমি তোমার কোন প্রয়োজনে যদি আসতে পারি, তবে আমাকে জানাতে কোন রকম দ্বিধা কোরো না, আমি সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি জীবন যুদ্ধে তুমি জয়ী হও ধ্রুব। গুরুজীর এরূপ মর্মস্পর্শী কথা শুনে ধ্রুব অভিভুত হয়ে পড়ে এবং নতজানু হয়ে গুরুজীকে প্রণাম করলো। ধ্রুবকে বুকে নিয়ে বলেন, "তুমি দৈবসম্পদের অধিকারী ধ্রুব। তোমার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ভগবান তোমার সহায় হউন।" বলে ধ্রুবকে বিদায় দিলেন। রাতে রেডিওতে অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দিয়েও এরূপ অনবদ্য সাফল্যের প্রশংসা প্রচারিত হোলো। রেডিওতে ধ্রুবর সাফল্য ও প্রশংসা শুনে লোপার মন আনন্দে অধীর ও চঞ্চল হ'লো। এবারও সে ইহাকে সাময়িক বিভ্রান্ত বলে মনে করে শান্ত হ'লো বটে কিন্তু তার মনের চঞ্চলতা পূর্বের ন্যায় এবার ক্ষনস্থায়ি হ'লো না। ধ্রুবর পরীক্ষায় সাফল্য ও প্রশংসা লোপার মনকে পুনঃ পুনঃ আলোড়িত ক'রছিল। সব বন্ধুরা ভাল ভাবে পাশ করেছে শুনে ধ্রুব খুব খুশি। শান্তনু ও তপনের

স্থান পঞ্চাশ জনার মধ্যে আছে দেখে তপনের পিতা রমেনবাবু খুব খুশি হ'লেন। আর খুশি হ'লেন লোপামুদ্রার মা সুরুচিদেবী। সুরুচিদেবী তপনদের বাড়ী গিয়ে তাকে তার আনন্দ ও আশীর্বাদ জানিয়ে এলেন। প্রবীরও খুব ভালভাবে পাশ করেছিল। সুতরাং ধ্রুবর মনে আর কোন রকম আক্ষেপ রইল না। প্রবীরের সহজ সরলতা, প্রীতি আর প্রাণভরা ভালবাসা এবং মুখ-ভরা হাসি ও আনন্দ দেখে ধ্রুব প্রবীরকে আপনজন বলে মনে ক'রতো। আর প্রবীর যে ধ্রুবকে কত ভালবাসতো তার প্রমাণ ধ্রুব ইতিপূর্বে অনেকবার পেয়েছিল। ধ্রুবর ফার্ষ্ট হওয়ার খবর গেজেটে দেখে যেভাবে সে আনন্দে ও উচ্ছাসে ধ্রুবকে জানাতে এসেছিল তাহা সকলের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছিল। ধ্রুব কোনদিন প্রবীরের চরিত্রে কোন অহঙ্কার বা হিংসার মনোভাব দেখেনি। দেখেছে কেবল প্রবীরের প্রাণ-ভরা আনন্দ আর মুখভরা হাসি। এর কারণ ধ্রুবও অরুপনের মত প্রবীরকে ভালবাসতো। স্বভাবতই বন্ধুরা ধ্রুবকে প্রবীর অনুরাগি ব'লে মনে ক'রতো। প্রবীর সদা ধ্রুবর কাছে থাকে তাই সে ধ্রুবর সঙ্গ সুখ বেশী ভোগ করে। ইহাকে ধ্রুবর পক্ষপাতিত্ব বলা যায় না। যেমন আগুনের কাছে যে অবস্থান করে, সে অধিক তাপ ভোগ করে আর দূরে অবস্থান করিয়া কম তাপ ভোগ করে। এ কারণ কি ইহাকে আগুনের পক্ষপাতিত্ত্ব বলা যায়? না, তা নয়! কারণ তারা আগুনের কাছে অবস্থান করে ব'লেই বেশী তাপ অনুভব করে থাকে। আগুনের কোন পক্ষপাতিত্ত্ব নাই। প্রবীর সদা ধ্রুবর কাছে থাকে বলেই প্রবীর ধ্রুবর প্রেম প্রীতি ভালবাসা বেশী অনুভব করে। এ কারণ প্রবীরকে ধ্রুবর বেশী প্রিয় ব'লে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ধ্রুবর পক্ষপাতিত্ত্ব ছিল না। তবে প্রবীরের বন্ধুবাৎসল্য, প্রেম প্রীতি ভালবাসা, সহনশীলতা আন্তরিকতা ও পরমত সহিষ্ণুতার গুণে সে ধ্রুবর অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। আর ধ্রুবর নিরহঙ্কার, অমায়িক ব্যবহার, ব্যক্তিত্ত্ব ও পাডিত্য প্রবীরকে ধ্রুবমুখী করেছিল। প্রবীর যে কেবল ধ্রুবর প্রিয় ছিল তাই নয়, সে তার অমায়িক ব্যবহারের গুনে ধ্রুবর মা মেনকাদেবী, বোন উমা এবং কমলার খুব প্রিয় ছিল। অন্যান্য বন্ধুরা ধ্রুবর থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছিল, প্রবীর তত ধ্রুবর নিকটবর্ত্তী হ'তো। ধ্রুবর এরকম একজন আস্থাশীল প্রকৃত বন্ধুর প্রয়োজন ছিল। কারণ ধ্রুবর অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্য দেখে বন্ধুরা তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা ক'রতো, এমন কি শান্তনুও পর্যন্ত। পক্ষান্তরে প্রবীর দোষগুণ নির্বিশেষে সদা ধ্রুবর সময়-অসময় পাশে ছিল। যে শান্তনুকে ধ্রুব একদিন প্রকৃত বন্ধু বলে মনে করেছিল, সেও একদিন ধ্রুবকে বলেছিল, সে নিজেকে তার সাথে মেশার উপযুক্ত বলে মনে করে না। শান্তনুর মুখ থেকে এরূপ কথা সে আশা করেনি। শান্তনুর এরূপ কথা শুনে ধ্রুব মনে খুব ব্যাথা

পেয়েছিল। ধ্রুব জীবনে এর চাইতে বড় ব্যাথা পায় নি। শান্তনুর এরূপ ধারণা যে অমূলক তা সে বোঝবার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে সফল হয় নি। তবুও ধ্রুবর বিশ্বাস ছিল যে শান্তনু একদিন তার ভুল বুঝতে পারবে এবং এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। ধ্রুবর পাশের খবর জানাতে মেনকাদেবী ধ্রুবকে মামাবাড়ী পাঠালেন। মামা মামীমাকে প্রণাম করে সুখবর জানিয়ে ধ্রুব যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন ছিল শীতের রাত। রাস্তায় লোকজন নাই বল্লেই চলে। সকলে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে ছিল। বাইরের কোন শব্দ ঘরে বসে স্পষ্ট ভাবে শোনা যেতনা। মাঝে মাঝে দু'একখানি গাড়ী, গাড়ীর রাস্তায় চলার শব্দ শোনা যেত। এরকম নির্জন রাতে একখানি গাড়ী হঠাৎ চলতে চলতে রাস্তায় থেমে গেল। গাড়ীতে ছিলেন একজন পৌঢ় ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রলোক গাড়ী চালিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ গাড়ী থেমে যাওয়ায় ভদ্রলোক খুব বিপদে পড়লেন। গাড়ীকে না ঠেললে গাড়ী start নেবে না। তিনি একা চেষ্টা করে পাচ্ছিলেন না। কাছাকাছি কোন লোকও দেখছেন না যার সাহায্য নেবেন। ধ্রুব তখন ঐ পথ দিয়ে বাড়ী ফিরছিল। ভদ্রলোকের দুর্দশা দেখে সে এগিয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে চাইলো। দুজনে ধাক্কা দিল কিন্তু গাড়ী ষ্টার্ট নিচ্ছে না দেখে ধ্রুব ভদ্রলোককে গাড়ী ষ্টার্ট দিতে বললো, আর ধ্রুব একাই গাড়ী ঠেলে গাড়ী ষ্টার্ট নিল। ভদ্র-লোক ধ্রুবর শক্তি দেখে অবাক্ হলো এবং ধ্রুবকে কিছু জলপানির টাকা দিতে চাইলেন। ধ্রুব জানাল টাকার প্রয়োজন হবে না। কথা শুনে ভদ্রলোক ধ্রুবর নাম জিজ্ঞেস করলে ধ্রুব তার নাম বলে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। ধ্রুবকে তার বাড়ী পেঁছে দেওয়ায় কথা বল্‌লে ধ্রুব তাকে জানাল যে সে হেঁটেই যাবে। কারণ তার বাড়ী এখান থেকে খুব কাছে। ব'লে ধ্রুব চলে গেল। এদিকে ভদ্রলোক ও ধ্রুবর মধ্যে যখন এরূপ কথাবার্ত্তা চলছিল, তখন পাশের বাড়ীর দরজা খুলে একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা ও একটি অল্পবয়সি ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে বলছেন, "একাই গাড়ীখানি ঠেলে দিল ছেলেটি। অদ্ভুত জোর গায়, আপনি ছেলেটিকে চেনেন।" "হাঁ, আমি ওকে চিনি। ও এ পাড়ার ছেলে। খুব ভাল ছেলে। কাছেই ওদের বাড়ী। ও এবার উচ্চমাধ্যমিকে ফার্ষ্ট হয়েছে।" জানালেন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলার কথা শুনে "তাই নাকি, বড়ই দুর্ভাগ্য যে এরকম ছেলের সহিত আলাপ করতে পারলাম না।" বল্লেন ভদ্রলোক। "আসুন, ভেতরে আসুন। আপনি কোথায় থাকেন?" ভদ্রমহিলার এই প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক তাকে ঠিকানা জানিয়ে বল্লেন, আমার একমাত্র পুত্রের জন্য একটি পাত্রী দেখে বাড়ী ফিরছিলাম। আর পথে এই গাড়ীর বিভ্রাট। যাক্ আপনার সাথে আলাপ হয়ে খুব খুসী হ'লাম। পরে আর একদিন আসবো ব'লে যেতে উদ্যত হ'লে

ভদ্রমহিলা তাকে বললেন, "পাত্রী পছন্দ হয়েছে?" "না, অনেক পাত্রী দেখলাম, কিন্তু পছন্দ করতে পারলাম না। বড় আধুনিকা, তাই ঠিক পছন্দ করতে পারি নি। তবে শেষ অবধি একজনকে পছন্দ করতে হবে। বুঝলেন যুগের পরিবর্ত্তন মানতেই হবে।" শুনে ভদ্রমহিলা বলেন, "তা অবশ্যই। আমি একটি ভাল পাত্রীর সন্ধান আপনাকে দিতে পারি। যোগাযোগ করে দেখতে পারেন।" "বলুন, কি সৌভাগ্য আমার। অবশ্যই যোগাযোগ ক'রবো ভদ্রলোক উৎসাহের সহিত তাকে বললেন। ধ্রুবর বড় বোন এবার অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। দেখতেও যেমন গুণেও তেমন। ওদের সাথে যোগাযোগ করুন।" "অশেষ ধন্যবাদ। আমি শীঘ্রই ওদের সহিত যোগাযোগ করবো।" বলে তারা বাড়ী ফিরে এলেন। এদিকে বাড়ী ফিরে ধ্রুব তার পরোপকারের কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ মা ও দিদিদের শোনাল। শুনে তারা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। বিশেষ করে ভদ্রলোকের পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা শুনে। "তুই একাই একজন যাত্রী সহ গাড়ীখানি ঠেলে দিলি?" উমা বিস্মিত হয়ে বলল।

ধ্রুবর আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভর্ত্তির পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আঞ্চলিক পরীক্ষায় প্রথম আর কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। ধ্রুবর পরীক্ষায় এরূপ অসাধারণ সাফল্য ও কৃতিত্বের কথা রেডিওতে প্রচারিত হোলো। খবর শুনে লোপার মন পুনরায় চঞ্চল ও অধীর হোল। বাবা সদানন্দবাবু রেডিওতে ধ্রুবর সাফল্যের খবর শুনে বললেন, অপূর্ব ও অসামান্য কৃতিত্ব।" ধ্রুবকে দেখার তীব্র বাসনায় লোপার মন ও প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। তার মনে হয় ধ্রুব তার অনেকদিনের পরিচিত ও একান্ত আপনজন। মনে মনে বলে, 'কে এই ধ্রুব, কোথায় থাকে?" ভেবে তার মন ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। এরপর থেকে লোপার জীবনের গতি ও জীবন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। জ্বলল তার হৃদয়ে প্রথম প্রেমের আলো। ফুটল প্রথম প্রেমের ফুল। সবকিছু লাগছে সুন্দর, মনোরম ও মধুময়। সে জানেনা এ প্রেমের পরিণতি, সে বোঝে না ইহার মর্ম। সে শুধু জানে তার মন ও হৃদয় দখল ক'রে আছে ধ্রুব নাম। তখন থেকেই শুরু হোলো লোপার প্রেমের পূজা। শুরু হ'লো ধ্রুব নামের মানুষটির প্রতীক্ষা। প্রেম বড় নিষ্ঠুর ও নির্দয়, কিন্তু প্রাণ মন ভরে দেয় স্বর্গীয় আনন্দে। যার প্রাণে একবার প্রেমের ছোঁয়া লাগে তার মনের সব মলিনতা দূর করে তোলে তাকে করে পবিত্র ও নির্মল। বাইরে যদিও এর কোন প্রকাশ নেই তবে লোপার অন্তরে জ্বলছে প্রেমের আলো। ইতিমধ্যে ধ্রুব আঞ্চলিক কলেজ থেকে ভর্ত্তি নেওয়ার চিঠি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট থেকে তখনও কোন খবর আসেনি। আঞ্চলিক কলেজ কর্তৃপক্ষ

তাকে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেবে বলে জানিয়েছিল যদি ধ্রুব ওখানে ভর্ত্তি হয়। কিন্তু ধ্রুব দুঃখের সহিত তাহার অক্ষমতার কথা তাদের জানিয়ে দিল। কোন্ বিষয় নিয়ে সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, ধ্রুব বাবা ও মার কাছে জানতে চাইলে, প্রিয়নাথবাবু তাকে বললেন "বিষয় নির্বাচন করার পূর্বে তাকে তার জীবনের লক্ষ্য স্থির ক'রতে হবে। তার ভবিষ্যত জীবনের লক্ষ্য জানতে পেরে প্রিয়নাথবাবু ওকে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়তে বললেন। আনন্দের সহিত ধ্রুব বাবা মা'র প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বিশ্বাবদ্যালয়ের চিঠির উত্তরে ধ্রুব তাদের ওখানে ভর্ত্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে চিঠি দিল। তপন, শান্তনু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তির পরীক্ষা দিয়েছিল। দুঃখের বিষয় তারা ওখানে মনোনীত হয় নি। তারা সকলে আঞ্চলিক কলেজে ভর্ত্তির সুযোগ পেয়েছে শুনে ধ্রুব খুব খুশী। তপনের বাবা রমেনবাবু ছেলের আঞ্চলিক কলেজে ভর্ত্তির সুযোগ এসেছে দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি ছেলের এরূপ সাফল্যের জন্য একটি ছোট খাটো টি পার্টির আয়োজন করবেন বলে স্থির করেছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে পার্টি অনুষ্ঠিত হোল। পার্টিতে পাড়ার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়াও তপনের কয়েকজন বন্ধুও যোগদান করেছিল। সদানন্দবাবুকেও আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল কিন্তু তার পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হয় নি, তবে সুরুচিদেবী পুত্র অশোককে নিয়ে পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। তপনের মাধ্যমিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্ত্তি পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য সকলেই প্রশংসা করে ও ভবিষ্যতে তপনের আরও সাফল্য কামনা করে যে যার বাড়ী চলে গেলেন। টি-পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোপামুদ্রাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু সে না আসায় রমেনবাবুর উদ্দেশ্য সফল হ'ল না। তপন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলে তাকে বিলেত পাঠিয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করে রেখেছেন রমেনবাবু। তারপর তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দেবেন। ইহাই তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আর এদিকে সদানন্দবাবুর পুত্র নাবালক। তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা এখন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তার ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থাটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইহার পরিচালনার জন্য তার একজন দক্ষ, আস্থাশীল ও নির্ভর-যোগ্য পুত্রস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারকে প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন। কিন্তু সমস্যা হোলো, কোথায় তিনি এমন পুত্রস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার পাবেন যার উপর তিনি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দিতে পারবেন? রেডিওতে ধ্রুবর অসামান্য সাফল্য ও নানাবিধ গুনের কথা শুনে তিনি আগ্রহের সহিত ধ্রুবর ভবিষ্যত কার্য্যকলাপ ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখতে মনস্থ করলেন।

এদিকে প্রবীর মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তির পরীক্ষায় পাশ করেছে শুনে ধ্রুব

খুশী। গুরুজীকে খবর জানাতে ধ্রুবকে নিয়ে প্রবীর গুরুজীর আখড়ায় গেল। গুরুজী শুনে খুশী মনে আশীর্বাদ করে প্রবীরকে বললেন "তুমি এখন যে বিদ্যা শিখতে যাচ্ছ, তাহা মানব কল্যানে নিয়োজিত করলেই আমি খুব খুশী হবো প্রবীর। আর্তের সেবা করার সুযোগ ক'জন লোক জীবনে পায় প্রবীর! জীবনে ইহা একটা পরম সৌভাগ্য। তুমি শীঘ্রই সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। ডাক্তার হ'য়ে দীন, ধনি, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সেবায় তোমাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। পক্ষপাতিত্ব বা অর্থলোভ যেন তোমাকে কর্মে লিপ্ত না করে। সদা একথা মনে রাখবে যে তুমি সেই বিশ্বপিতা পরমেশ্বরের সেবা করছ। এই ভাব মনে রেখে তুমি সকলের সেবা করবে।"
"আপনার উপদেশ আমি চিরদিন স্মরণ রাখব গুরুজী!" বলে গুরুজীকে প্রণাম করে ধ্রুবর সাথে প্রবীর আখড়া থেকে বেরিয়ে এল। ধ্রুব বাড়ী চলে গেল। প্রবীর শান্তনুর বাড়ী গেল তার পাশের খবর দিতে, এবং সকলে মিলে একটি পার্টি দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে গেল। প্রবীরের প্রস্তাব শুনে শান্তনুও খুব আগ্রহ দেখাল। পরামর্শ করে ঠিক করলো, ধ্রুবর সাথে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। তারপর দিন প্রবীর শান্তনুকে নিয়ে ধ্রুবর বাড়ী গেল। প্রস্তাব শুনে ধ্রুব খুশী মনে প্রস্তাবে রাজী বলে তার মত ব্যক্ত করলো। ধ্রুবর মত জেনে তারা অন্যান্য বন্ধুর সাথে দেখা করে তাদের অভিমত জেনে নিল। সকলেই একমত যে পার্টি বোটানিক্যাল গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু তপন চায় অনুষ্ঠানটি তার বাড়ীতে হউক। রতন ব্যতিত তার এরূপ প্রস্তাবে কেহই খুশী হোলো না, কারণ তবে অনেকেই পার্টিতে যোগ দেবে না। দ্বিতীয়তঃ কোন বাড়ীতে অনুষ্ঠিত, হ'লে পার্টির উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যাহত হবে। তার উপর প্রধান সমস্যা দেখা দেবে ধ্রুবকে নিয়ে। সে যদি তপনের বাড়ীতে পার্টি অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব সমর্থন না করে। যাহা হউক তারা ধ্রুবর মতামত জানার জন্য তার সাথে কথা বলল। ধ্রুব শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে তপনের প্রস্তাবে তার সমর্থন জানাল। ধ্রুব যে রাজী হবে একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। অগত্যা তপনের বাড়ীতে পার্টি অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হোলো। তপনের এরূপ প্রস্তাব করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধ্রুবকে এড়িয়ে যাওয়া। সে মনে করেছিল, তার বাড়ী পার্টি হলে ধ্রুব অবশ্যই এখানে আসবে না। তপনও চায় নি যে ধ্রুব তার বাড়ী আসুক, সে মনে করতো যে ধ্রুব যেখানে থাকবে সেখানে তার কোন গুরুত্ব থাকবে না। পার্টি নির্দ্দিষ্ট দিনে তপনদের বাড়ী অনুষ্ঠিত হোলো। তপন তার দুজন গার্লফ্রেন্ড নিয়ে পার্টিতে এসেছিল। আনন্দ নিরানন্দের মধ্যে কাটিয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল। ধ্রুব বাড়ী ফিরে দেখে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাকে পনের দিনের মধ্যে ভর্ত্তি নেওয়ার

অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছে। প্রিয়নাথবাবু একটি শুভ দিন দেখে দিলেন এবং ধ্রুবকে ঐ দিন ভর্তি হতে বললেন। প্রবীর ও শান্তনুকে নিয়ে শুভদিনে শুভক্ষনে ধ্রুব সেন্‌ট্রাল ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অফ সাইন্‌স্‌ ও টেকনলজিতে ভর্ত্তি হয়ে এল। ভর্ত্তি হয়ে বাড়ী ফিরে শোনে সোনাদি বেশ ভাল ভাবে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে। তারপর দিন উমার পাশের খবর জানিয়ে মেনকাদেবী সুলতাকে চিঠি দিলেন। তারপর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে উমার পাশের খবর জানাল।

মানুষ প্রিয়জন নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে ভালবাসে। সে কখনো মনে ভাবে না যে তার জীবনে দুঃখ, কষ্ট বা প্রিয় বিয়োগের ব্যথা বেদনা আসবে। তাই মানুষ এই সংসারের দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার কথা প্রায় ভুলে যায়। কিন্তু নিয়তির আলো-অন্ধকার ও সুখ-দুঃখের চক্র অবিরাম ঘুরিতেছে। কখনও আসছে আলো, সুখ ও আনন্দ। আবার কখনো আসছে শোক দুঃখ কষ্ট ও অন্ধকার। এরূপ আবর্ত্তময় সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে মেনকাদেবী গড়ে তুলেছেন তার সোনার সংসার। কে জানে, কবে কখন ঝড় উঠে ভেংগে দিয়ে যাবে কিনা তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় সংসার। তিনি কি পূর্বে ভেবেছেন যে তার প্রানাধিক পুত্রকে ছেড়ে তাকে থাকতে হবে, তিনি কি ভেবেছেন তার প্রিয়তমা উমা ও কমলাকে একদিন ছাড়তে হবে। তারপর কত উত্থান পতন, শোক দুঃখ, আনন্দ আর নিরানন্দর খেলা চলবে তার জীবনে। ভেবে তিনি বিচলিত হন বটে কিন্তু আলো অন্ধকার নিয়েই মানুষের জীবন এবং ইহাই জীবনের সত্য মনে করে, তিনি মনকে ধীর স্থীর ও শক্ত করেন। উমা বি এ পাশ করেছে। সুতরাং এখন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রিয়নাথবাবুর সহিত আলাপ করা বিশেষ প্রয়োজন। এত কম বয়সে উমার বিয়ের কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। তার উপর বিয়ে দিতে চাইলেইত বিয়ে দেওয়া যায় না। উপযুক্ত পাত্র বা তিনি কোথায় পাবেন, আর ঘরে বসিয়ে রাখাও যায় না। এই সব বিবেচনা করে তিনি রাতে প্রিয়নাথবাবুর নিকট তার মতামত ব্যক্ত করে প্রিয়নাথবাবুর মতামত জানতে চাইলেন। মেনকাদেবীর কথা শুনে তিনি বললেন, "এত কম বয়সে যখন বিয়ে দিতে চাইছ না, তবে এখন যা কচ্ছে, তাই করুক। এর মধ্যে যদি কোন সুপাত্র পাও তখন বিয়ের কথা ভাববে। তবে যে সিদ্ধান্তই নাওনা কেন, মেয়ের মত যাচাই করে নিও। মেয়ে যা চাইবে তাই আমাদের ক'রতে হবে। তবে কি জান যে মোহ বশতঃ তুমি আজ মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে চাইছনা, প্রকৃতির ইচ্ছায় তোমার আজকের মোহ দূর হবে এবং তোমাকে একদিন মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে হবে। দেখ, কেহই তোমার কাছে চিরদিন থাকবে না, বা আমরাও থাকবো না। প্রত্যেককেই নিয়তি চিহ্নিত পথরেখায় চলতে

হবে। কখন কি ঘটবে কেহই জানেনা। সুতরাং বর্ত্তমান তুমি যাহা কর্ত্তব্য বলে মনে কর, তাহাই অবিচল চিত্তে তোমার করা উচিত। অহেতুক ভাবনা চিন্তা করে মনে কষ্ট পেও না। "প্রিয়নাথবাবুর সুচিন্তিত মূল্যবান কথা শুনে মেনকাদেবী মনে সাহস ও বল পেলেন। উমার বন্ধু সীতা উমার সাথে পাশ করে এম্ এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হবে ঠিক করেছে। কিন্তু উমা এম্ এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হতে চায় না। সে মাকে জানাল যে সে বি, এড্ করবে। উমার এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনে সকলেই বিস্মিত হোলো কেবল হলেন না মেনকাদেবী। মেয়ের এরকম মনোভাবের কারণ তিনি জানেন। উমা একদিন তার এক বন্ধুর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গিয়েছিলেন তার এক বন্ধুর এম. এ. তে ভর্ত্তির বিষয় খোঁজ নিতে। তারা প্রধান অধ্যাপকের নিকট জানতে গেলে। তিনি ভর্ত্তির বিষয় ছেড়ে দিয়ে তিনি উমার পারিবারিক জীবনের খবর জানতে চান। ইহাতে উমা খুব ক্ষুব্ধ হ'লো। আকারে ইঙ্গিতে উমা তার অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করলেও তিনি ক্ষান্ত হন না দেখে উমা অধ্যাপকের কোন কথার জবাব না দিয়ে বন্ধুর সাথে বাড়ী ফিরে আসে। মাকে সব ঘটনা জানালে, মা মেনকাদেবী ঐ বন্ধুর সাথে কোনোদিন কোথাও যেতে নিষেধ করে দেন। উমা যে বিষয় নিয়ে এম্. এ. পড়বে তার প্রধান হলেন ঐ অধ্যাপক। এ কারণে উমা এম্, এ, পড়ল না। সে বি, এড্এ ভর্ত্তি হয়ে এল। ধ্রুবর কলেজ-হোষ্টেলে যাওয়ার দিন উপস্থিত। সকাল থেকে মা ও উমার মনে কথা নেই। ছলছল চোখ দুজনে ধ্রুবর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। যাত্রা করার পূর্বে মাকে প্রণাম করে চোখে জল দেখে, মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা তোমার চোখে জল আমাকে দুর্বল করবে মা। তুমি আমার জীবন পথের আলো মা। তুমি আমায় হাসিমুখে বিদায় দিও মা। তোমার আশীর্বাদে আমি আমার জীবনের সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে জীবন পথে অগ্রসর হবো মা। "ধ্রুবর হৃদয়গ্রাহী কথা শুনে মেনকাদেবী আবেগে চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। ধ্রুব মার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, "মা আমাকে হাসি মুখে বিদায় দাও।" হাসি-মুখে মেনকাদেবী তার প্রিয়তম পুত্রকে "এস বাছা" বলে তার যাত্রা পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। প্রবীরকে সাথে করে ধ্রুব চলে গেল। ধ্রুব চলে যাওয়াতে উমা খুব ব্যথা পেল। উমা ধ্রুবকে খুব ভালবাসতো এবং ডাকতো সোনা ভাই বলে। ধ্রুবও উমাকে সোনাদি বলে ডাকতো। যদি কোন কারণে ধ্রুবর স্কুল থেকে ফিরতে দেরী হ'তো তবে উমা অস্থির হয়ে উঠতো, ধ্রুব অপেক্ষা চার বছরের বড় উমার ভাইয়ের প্রতি এরূপ স্নেহ ও টান দেখে মেনকাদেবী পর্য্যন্ত বিস্মিত হতেন। কিছুদিন পর উমা প্রবীর ও কমলাকে নিয়ে ধ্রুবকে দেখতে গেল, হঠাৎ সোনাদি ছোড়দিকে দেখে ধ্রুব আনন্দে লাফিয়ে

উঠলো। "সোনাভাই, কেমন লাগছে তোর নতুন পরিবেশ? কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত? পড়াশুনা কেমন হচ্ছে সোনাভাই? নানাবিধ প্রশ্ন করল উমা। "না সোনাদি, কোন অসুবিধা হচ্ছে না। সবই ভাল, তবে? "তবে কি সোনা ভাই? উদ্বিগ্ন চিত্তে উমা জিজ্ঞেস করল।" "ইংরেজী-লেকচার আমার বুঝতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। আশাকরি কিছুদিনের মধ্যে শুধরে নিতে পারবো. সদ্য সদ্য স্কুল থেকে এসেছিতো, তাই প্রথম প্রথম অসুবিধা হচ্ছে, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন চিন্তা করিস না সোনাদি।" বলল ধ্রুব। কলেজ ছুটির পর ধ্রুব প্রবীর উমা ও কমলাকে ষ্টেশনে নিয়ে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ছাত্রাবাসে ফিরে এল। এরপর থেকে উমা ও কমলা মাকে ও বাবাকে নিয়ে ধ্রুবকে দেখতে আসতো। ক্রমে ক্রমে ধ্রুবর মন থেকে ইংরাজী ভীতি কাটতে থাকে। তিন মাস পরে অনুষ্ঠিত যোগ্যতা পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ধ্রুবকে আর একটি সুযোগ দিলেন। সব জানিয়ে মাকে চিঠি দিল ধ্রুব। ধ্রুবর চিঠি পেয়ে মা মেনকাদেবী ধ্রুবকে লিখলেন, ভীত হইও না। ঠাকুর তোমার সহায় আছেন। তুমি তোমার কাজ অনলসভাবে করে যাও। অবশ্যই কৃতকার্য্য হবে।" মার চিঠি পেয়ে ধ্রুব নতুন উৎসাহ ও উদ্যমে যোগ্যতা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্রুব আছে ছাত্রাবাসে, উমা বি এড্ কচ্ছে, আর কমলা বি, এ, ক্লাসের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, আর প্রিয়নাথবাবু স্কুলের শিক্ষক যে যার কাজে বেরিয়ে গেলে মেনকাদেবী ঘরে একলা বসে কাটান। এরকম একটি দিনে যখন উমা, কমলা কলেজে আর প্রিয়নাথবাবু স্কুলে ছিলেন। এমন একটি দিনে বেলা প্রায় দশটার সময় একখানি প্রাইভেট গাড়ী এসে মেনকাদেবীর বাড়ীর সামনে থামল। হঠাৎ গাড়ীর শব্দ শুনে মেনকাদেবী এসে ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন। দেখলেন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা গাড়ী থেকে নেমে এলেন। ভদ্রলোক মেনকাদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, ·এটা কি ধ্রুব জ্যোতির বাড়ী? হ্যাঁ, সে এখন বাড়ী নেই। আসুন, ভেতরে এসে বসুন। সে ছাত্রাবাস চলে গেছে। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? ধ্রুব আমার পুত্র, তার কাছে আপনাদের কি প্রয়োজন?" মেনকাদেবীর কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম অশেষবাবু, আর এই আমার স্ত্রী-মায়া দেবী। আমি একজন ইঞ্জিনিয়র এবং একটি টেকনিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ।" শুনে মেনকাদেবী বললেন, "আমার ছেলের সাথে আপনার পরিচয় হ'লো কি করে?" সে এক

আশ্চর্য্য ঘটনা! একদিন শীতের রাতে আমার একমাত্র পুত্রের জন্য একটি পাত্রী দেখে স্ত্রীকে সঙ্গে করে বাড়ী ফিরছিলাম। হঠাৎ গাড়ী খারাপ হয়ে গেল। গাড়ী না ঠেললে গাড়ী ষ্টার্ট নেবে না। এমত অবস্থায় ধ্রুব এসে একা গাড়ী ঠেলে ষ্টার্ট করে দিল। ঘটনাক্রমে পাশের বাড়ীর এক ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ হোলো। তার কাছ থেকে ধ্রুব এবং আপনাদের অনেক প্রশংসা শুনে আপনাদের সাথে আলাপ করার জন্য উদ্‌গ্রিব হয়ে ছিলাম। কথায় কথায় তিনি আমাকে বল্‌লেন যে ধ্রুবর একটি বড় বোন বি. এ. অনার্স পরীক্ষা দিয়েছে। তার সাথে আমার পুত্রের সম্বন্ধের প্রস্তাব করার জন্য আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে বল্‌লেন। আমি আজ সেই প্রস্তাব নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। আমার ধৃষ্ঠতার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন? "শুনে মেনকাদেবী বল্‌লেন," না, না, এতে লজ্জার কি আছে। এত আনন্দের কথা। এই পদ্ধতিতেই আমাদের দেশে বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করা হয়। দেখুন আমার মেয়ের বয়স বর্ত্তমানে মাত্র কুড়ি বছর। বর্ত্তমানে বি. এড্‌ ক'রছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল এম্‌. এ. তে ভর্তি হোক্‌। কিন্তু কোন এক অনিবার্য্য কারণে মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি না হ'য়ে বি. এড্‌. এ ভর্ত্তি হয়েছে। এযাবৎ বিয়ের ব্যাপারে ওর সাথে আমার কোন কথাই হয়নি। এমতাবস্থায় আমি আপনাকে কি বলে আশ্বাস দিতে পারি বলুন? আপনাকে কিছু বলার পূর্বে মেয়ের সাথে আমার আলাপ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে যদি আপনি কোন পাত্রী ঠিক না করতে পারেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, এক বছর পরে যোগাযোগ করতে। মেয়ের পরীক্ষা শেষ হ'লে আমি ওর মতামত জেনে নেব।" "উত্তম প্রস্তাব। 'আমি আপনার অনুরোধমত এক বছর অপেক্ষা করে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবো।" বলে অশোকবাবু ও তার স্ত্রী মায়া দেবী বাড়ী ফিরে গেলেন। পথে তিনি সেই ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ করে তাকে বিস্তারিত জানিয়ে গেলেন। প্রিয়নাথবাবুকে রাতে সব ঘটনা জানালে প্রিয়নাথবাবু শুনে খুব খুশী হলেন। মেয়ের পরীক্ষার পর মতামত জানবেন বলে স্থির করলেন। ছেলের মনের হতাশার ভাব দূর করার জন্য এবং তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মেনকাদেবী একদিন সকালে উমা ও কমলাকে নিয়ে ধ্রুবকে দেখতে গেলেন। প্রথম দিনের মত যে গেট দিয়ে উমা ছাত্রাবাসে প্রবেশ করেছিল, সেখানে গিয়ে প্রবেশ পত্র দেখালে দারোয়ান তাদের দ্বিতীয় গেটে পাঠিয়ে দিল। দ্বিতীয় গেটে এলে দ্বিতীয় গেটে দারোয়ান তাদেরকে আর একটি গেটে যেতে বল্‌লে মেনকাদেবী হতাশ হ'য়ে পড়লেন। তখন একজন অধ্যাপক ঐ গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। তাকে প্রবেশ পত্র দেখালে তিনি তাদের প্রথম গেটে যেতে বললেন। তার কথা শুনে মেনকাদেবী তাকে জানালেন যে তারা ওখানেই প্রথম গিয়েছিল, কিন্তু দারোয়ান তাদের এ গেটে আসতে বলেছিল।

এখানকার দারোয়ান তাদের আর একটি গেটের কথা বললো। মেনকাদেবীর কথা শুনে অধ্যাপক তাদের নিয়ে প্রথম গেটে গেলেন এবং দারোয়ানকে প্রবেশ পত্র দেখালে, দারোয়ান তাদের প্রবেশ করতে দিল। তখন অধ্যাপক মহাশয় কেন এনাদের অন্য গেটে পাঠিয়ে দিয়েছিল জানতে চাইলে দারোয়ান চুপ করে থাকে। সরকারি কর্মচারিদের ইচ্ছাকৃত কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য জনসাধারণকে প্রায়ই অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয়। ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মেনকাদেবী উমা ও কমলাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ধ্রুবর সাথে দেখা করল। ধ্রুব তখন ক্লাসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মা ও সোনাদিকে দেখে তাদেরকে গেষ্ট হাউসে বসিয়ে রেখে সে ক্লাস করতে গেল। বিশ্রামের সময় এসে মা ও দিদিদের নিয়ে ক্যানটিনে খাইয়ে পুনরায় গেষ্ট হাউসে রেখে ক্লাসে চলে গেল। ক্লাস শেষ করে ধ্রুব মাকে এত দেরী হওয়ার কারণ জানতে চাইলে মেনকাদেবী তাকে ঘটনাটি শোনাল। মা ও দিদিদের কলেজ ও ছাত্রাবাসের চারিদিক দেখিয়ে তাদের ষ্টেশনে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে ধ্রুব ছাত্রাবাসে ফিরে এল। ধ্রুবর এখন আর অধ্যাপকদের ইংরেজী লেকচার শুনতে অসুবিধা হয় না শুনে মেনকাদেবী মনের শান্তিতে বাড়ী ফিরলেন। এরপর তারা ছাত্রাবাসে ধ্রুবকে দেখতে গিয়ে ঐ দারোয়ানকে আর তারা দেখেনি। অনুমান করলেন, হয়ত তাকে অন্য কোথাও বদলি করেছে, অথবা ওকে বরখাস্ত করেছে। ভেবে মেনকাদেবী বেশ দুঃখিত হলেন। এক মুহূর্তে কি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। এর জন্য কে দায়ী? কেউ নয়। এ সবই হোলো নিয়তির খেলা। মেনকাদেবী নিমিত্ত মাত্র।

সদানন্দবাবু ও সুরুচিদেবী তাদের কাজকর্ম শেষ করে গল্প করছেন। অশোক গৃহশিক্ষকের নিকট পড়ছে আর লোপামুদ্রা তার গানের অনুশীলন করছে। এমন সময় রেবাদেবী তার ভ্রাতুষ্পুত্র তপনকে নিয়ে বেড়াতে এলেন। উদ্দেশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রাবাসে যাওয়ার পূর্বে তপন তার আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের সাথে দেখা সাক্ষাত করে যেতে চায়। সুরুচিদেবী সাদরে তপনকে ও রেবাদেবীকে অর্ভ্যর্থনা করে বসতে বললেন। তপনের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি ও ছাত্রাবাসে যাওয়ার কথা শুনে সুরুচিদেবী খুব খুশী। কবে ছাত্রাবাসে যাবে জানতে চাইলে তপন বলল, "বাবার ইচ্ছা আমি আগামী কাল যাই।" শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "বাবা যা বলেছেন তাই কর।" তপন জানাল, "আমার দু'একদিন সময় প্রয়োজন। তাই দুদিন পরে যাব বলে ঠিক করেছি।" "তুমি কোন বিষয় নিয়ে পড়বে ঠিক ক'রেছো?" জানতে চাইলেন সদানন্দবাবু। ' আমার ইলেকট্রিসিটি ও ইলেকট্রোনিক নিয়ে পড়ার ইচ্ছা, বাবার ইচ্ছা আমি মেকানিক্যাল নিয়ে পড়ি। আমি দুটো বিষয়ই উল্লেখ করেছি। এক বছর পরে যোগ্যতা পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিষয়

নির্ণিত হবে। তবে মেকানিক্যাল লাইনে গেলে বাবার অনেক সাহায্য হবে বলে বাবা আমাকে মেকানিক্যাল লাইন নিয়ে পড়তে বলছেন।" শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "তোমার বাবার ইচ্ছানুসারে তোমার মেকানিক্যাল পড়াই বাঞ্ছনিয়।" "হ্যাঁ, এক বছর পরেই জানতে পারবো।" তপনের কথা শুনে সদানন্দবাবু খুশী হলেন এবং তার সাফল্য কামনা করলেন। সুরুচিদেবীর ইচ্ছা হয়েছিল, উর্মিলাকে ডাকতে। সুরুচিদেবী কন্যা লোপামুদ্রাকে উর্মিলা ব'লে ডাকতেন। কিন্তু সদানন্দবাবু পছন্দ করবেন না বলে তাকে ডাকলেন না। কিছু সময় পর সঙ্গীত শিক্ষক চলে গেলে লোপা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রেবাদেবীকে প্রণাম করে মা'র পাশে বসলো। রেবাদেবী লোপাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ? তোমার পড়াশুনা, নাচ গান কেমন চলছে? ছাত্রাবাসে যাওয়ার পূর্বে তপন তোমাদের সকলের সাথে দেখা সাক্ষাত করে যেতে চায়, তাই ওকে নিয়ে এলাম। দেখা সাক্ষাত হোলো, এবার তবে চলি।" বলে তারা চলে গেলেন।

শান্তনু, তপন, স্বপন ও রতন সকলে একই কলেজে ভর্ত্তি হ'য়েছে। ভর্ত্তি হয়ে শান্তনু ধ্রুবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল। সকলেই ছাত্রাবাসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে গেছে, কেবল তপন তখনও আসেনি। তার আসতে দুদিন দেরী হবে বলে ছাত্রাবাসে অধিকারিকে জানিয়েছিল। দুদিন পরে তপন ছাত্রাবাসে উপস্থিত হ'লো। ধ্রুব তার ইংলিশ লেকচার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে জানিয়ে শান্তনুকে চিঠি দিয়েছিল। তিন মাস পরে যোগ্যতা পরীক্ষা হওয়ার কথা জানিয়ে, ধ্রুব শান্তনুকে আর একখানি চিঠি দিল। শান্তনু জানাল যে তাদের যোগ্যতা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এক বছর পরে।

পরেশবাবু বিকেলে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ী বেড়াতে এলেন। তিনি ধ্রুব ও উমার পরীক্ষায় সাফল্যের কথা শুনে খুব খুশী মনে প্রিয়নাথবাবুর সহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলেন। কথা প্রসঙ্গে সেই দুর্ঘটনায় আহত ভদ্রলোকের খবর তিনি জানতে চাইলেন। প্রিয়নাথবাবু মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, দেখুন প্রায় দুবছর হ'তে চলল, এখনও মামলার মিমাংসা হ'লো না। গৃহ কাজ ও স্কুল কামাই করে আমাকে মাঝে মাঝে কোর্টে উপস্থিত থাকতে হয়। ভগবানের কৃপায় ভদ্রলোক এখন হাঁটতে পারেন, কিন্তু ব্যথা এখনও আছে। এখন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের সুরাহা হোলো না। আদৌ হবে কি না ভগবান জানেন। দেশের আইনের ত্রুটি বিচ্যুতির সুযোগ নিয়ে গাড়ীর মালিক ক্ষতিপূরণ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কতদিন এভাবে চলে কে জানে?' 'তারপর ছেলের খবর কি? নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশ খুব অসুবিধা হচ্ছে না ত?' জানতে চান পরেশবাবু। না সেরকম কোন অসুবিধা হচ্ছে না, তবে ইংলিশ লেকচার

বুঝতে প্রথম একটু অসুবিধা হয়েছিল বটে, এখন সে অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই যোগ্যতা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রত্যেকের পাঠ্য বিষয় নির্ধারিত হবে। কি রকম ফল করে, সে নিয়ে একটু উদ্বিগ্ন আছি।" আরে ওর বিষয়ে, আপনি মন খারাপ করবেন না। উমা এম. এ. না পড়ে বি. এড্. এ ভর্তি হয়েছে শুনলাম। ওর বিয়ের কথা ভাবছেন?" "না, আপাততঃ ওর বিয়ের কথা ভাবছি না। তবে সুপাত্রের সন্ধান পেলে, তখন ভাববো।" "ওর বিয়ে নিয়ে আপনার বেগ পেতে হবে না, যে একবার দেখবে সেই ওকে পছন্দ করবে।" পরেশবাবুর কথা শুনে 'সবই আপনাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ' বললেন প্রিয়নাথবাবু, তারপর পরেশবাবু চলে গেলেন।

মানুষ আশায় বুক বেঁধে তার জীবনপথে চলেছে তার মনের আকাঙ্খা মেটাতে। হতাশা, দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে আশাই মানুষের একমাত্র পথের সাথী এবং মানুষের প্রেরণা। লোপা ধ্রুবকে কখনও দেখেনি, আদৌ দেখবে কি না, তাও সে জানেনা। তবু সে মনেপ্রাণে ভালবেসেছে ধ্রুবর নামকে, তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে সে একদিন ধ্রুবকে দেখবে এবং তার মনের কথা সে তাকে জানাতে পারবে। এই আশাই তার এখন একমাত্র আশা প্রেরণা এবং জীবন পথে চলার একমাত্র সাথী। লোপা পূর্ণ যৌবনা না হলেও প্রায় যৌবনের দ্বারে উপস্থীতা। একদিন সে ফুলের মত ফুটে উঠবে। সে সুরূপী ও অনিন্দ্য সুন্দরী, নম্র, সদা হাস্যময়ী, চঞ্চল ও মধুর ভাষিণী এবং সকলের প্রিয়া। এহেন লোপা যদিও সে ধ্রুবকে দেখেনি, তবু মাঝে মাঝে তার মন ধ্রুবর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতো। সে যেন তার মনের মধ্যে ধ্রুবর স্পন্দন অনুভব করে। যখন সে কোথাও বেড়াতে যায়, তার মন ও চোখ খুজে বেড়ায় তার মনের মানুষকে। ধ্রুব নামের প্রেমে অনুপ্রাণিত লোপার নিকট সারা পৃথিবী হয়ে উঠেছে সুন্দর ও মধুময়। চঞ্চলা লোপা ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে ধীর, স্থির, শান্ত ও প্রেমময়ী। একদিন সুরুচিদেবী লোপাকে নিয়ে গেছেন মন্দিরে পূজা দিতে। সেদিন মেনকাদেবী উমা ও কমলাকে নিয়ে গেছেন মন্দিরে মায়ের পূজা দিতে। তারা সকলেই সকলের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারলো না। বা কোন আলাপ হ'লো না। লিলাময়ের কি সুন্দর লীলা। পরে যখন লোপা ও তার মা ফিরছিল বাড়ী, লোপা দেখে উমা সকলের সাথে একটা দোকানে কেনাকাটা করছে, লোপার ইচ্ছা হয়েছিল উমার সাথে গিয়ে আলাপ করে, কিন্তু মার ব্যস্ততা দেখে তার সাহস হ'লো না। তারপর লোপা মার সাথে বাড়ী ফিরল। সেদিনে মেনকাদেবীও ধ্রুবর যোগ্যতা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে পূজা দিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

লোপার জীবনে যে একটি পরিবর্তন ঘটছে, লোপা না বুঝতে পারলেও

তার সহপাঠী বন্ধুরা তা বেশ উপলব্ধি করতে পারছে। এ নিয়ে বন্ধুরা ওর সাথে হাসি ঠাট্টা করে থাকতো। একদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছে, এমন সময় শীলা নামে ওর একজন প্রিয় বন্ধু ওকে প্রশ্ন ক'রল, "কিরে লোপা তুই আজকাল বেশ গম্ভির হয়ে থাকিস। বেশী কথা বলিস না! কি হয়েছে রে তোর? আমাদের কাছে কিছু লুকোচ্ছিস না তো?" "নারে, লুকোবো কেন? আমার কিছুই হয়নি। আমি যা ছিলাম এখনও তাই আছি। এখন আর আগের মত ছোট নেই, যে আগের মত ছটফট কোরবো," বলে লোপা হেসে উঠল। লোপার কথা শুনে সকলে হো, হো, করে হেসে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে শীলা বলে, "এবার সরস্বতী পুজায় দুদিন নৃত্য গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, শুনেছিস লোপা," "হ্যাঁ, শুনেছি," উত্তর দিল লোপা। উভয় দিনই তোর প্রধান ভূমিকা। প্রথম দিন গানের, দ্বিতীয় দিন নৃত্য-নাটিকায়।" "হাঁ। স্কুলের ফাংশনে অংশগ্রহণ করতে আমার আপত্তি নাই। কথা বলতে বলতে লোপা বাড়ীর কাছে এসে যায়। লোপা বড় হ'য়েছে। তাই এখন সে ঘরের কাজে অধিকতর মনোযোগী হয়েছে। মা যে সব কাজ করেন না লোপা সে সব কাজ করে! স্কুল থেকে এসে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দেয়। তারপর গৃহশিক্ষকের কাছে গান ও পড়া করে সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে রাধামাধবের সেবা করে এবং দুখানি ভজন গান করে, ইতিমধ্যে বাবা অফিস থেকে ফিরলে, বাবা ও মাকে চা জলখাবার দিয়ে পড়তে বসে। এখন সে সব কাজ এত ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে করে থাকে যে ঘর বাড়ী দেখলে একখানি ছবি বলে মনে হবে। প্রত্যেক কাজেই লোপার আগ্রহ, সে কোন কাজকেই ছোট বলে মনে করে না বা করতে ভয় পায় না। স্কুলে পড়াশুনা থেকে নৃত্য ও সঙ্গীতে তার অসাধারণ আগ্রহ ও চেষ্টা। সুকণ্ঠি লোপা যখন মধুর কণ্ঠে গান করতো, সকলে তন্ময় হয়ে তার গান শুনতো। নৃত্যেও অসামান্য আগ্রহ ও চেষ্টার জন্য সে একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী নামে খ্যাত হতে পেরেছিল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছাড়া সব রকমের সঙ্গীতেই সে পারদর্শী। তাই বাবা সদানন্দবাবু ওর জন্য একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষকের চেষ্টা করছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখাবার জন্য, যে পর্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষক না পাওয়া যায়, সঙ্গীত শিক্ষকের কাছেই লোপা সঙ্গীতচর্চা করতো। বর্তমান সঙ্গীত শিক্ষককে নিয়ে লোপা ও তার ভাই অশোক মাঝে মাঝে বেশ আনন্দ উপভোগ করতো। শিক্ষক তার আসার সময়ের বেশ আগে এসে যেতেন। তবলচি তখনও আসতো না। বাড়ীতে কাজের লোকেরা তখনও বিশ্রাম নিত, লোপা নিজেই গুরুমশায়ের জন্য চা জলখাবার করে নিয়ে আসতো। যখন চা তার সামনে রাখতো, তিনি বলতেন "এ আবার কেন আনলে" ব'লে তিনি চা জলখাবার খেয়ে নিতেন। এভাবে মাঝে মাঝে আগে আসতেন বলে

একদিন লোপা কৌতূহল বশতঃ গুরুকে বলল: "এখানে এসে অযথা সময় নষ্ট না করে আপনি অন্য কোন ছাত্রীকে গান শেখাতে পারেন। মাস্টার মহাশয়।" লোপার এরূপ কথা শুনে তিনি লোপাকে বললেন, কেন সকালে আসি জানতে চাও। দেখ আমি অনেক ছাত্রীকে গান শিখিয়েছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তোমার মত একনিষ্ঠ ও সুকণ্ঠি ছাত্রী আমি পাইনি। তুমি যখন গান কর তখন মনে হয় যেন আমার কানে কেউ মধু ঢেলে দিচ্ছে। আমি ভুলে যাই আমার দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, ভুলে যাই আমার অভাব অভিযোগ, আনন্দে ভরে যায় আমার মন ও প্রাণ। এ কারণে একটু আগেই আমি তোমার গান শুনতে আসি। আমার জীবনধন্য এবং আমি গর্বিত যে তোমার মত একজন প্রতিভাশালী ছাত্রীকে আমার গান শেখাবার সৌভাগ্য হয়েছে। সঙ্গীতে আমার যতটুকু বিদ্যা জানা ছিল, সবই তোমাকে দিয়েছি, অবশিষ্ট আর আমার কিছুই নাই। আমি প্রাণ মন দিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি ভবিষ্যতে একজন প্রতিভাময়ী সঙ্গিত শিল্পী হও। তোমার মধুরস্বভাব ও ভালবাসা দিয়ে সকলের মন জয় করো।" গুরুজীর কথা শুনে লোপা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল। নিজের ব্যবহারে ব্যথিত ও অনুতপ্ত লোপা গুরুজীকে প্রণাম করে তার প্রগলভতার জন্য তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। গুরুজী তার মাথায় হাত দিয়ে লোপাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর লোপা মধুর কণ্ঠে কয়েকখানা গান করে গুরুজীকে শোনাল। যে পর্য্যন্ত না নতুন শিক্ষক আসেন সে পর্যন্ত গুরুজীকে যথারীতি আসতে বলে লোপা। কিছুদিনের মধ্যেই সদানন্দবাবু ছয় মাসের জন্য একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীকে নিযুক্ত করলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার দু'মাসকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সঙ্গীতাচার্য্য সঙ্গীতে লোপার অসাধারণ প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন। সদানন্দবাবুর নিকট লোপাকে তার সঙ্গীত শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। মেয়ের ও মায়ের মতামত নিয়ে তাকে পরে জানাবেন। লোপাকে একবার জিজ্ঞেস করতেই সে তার অমত জানিয়ে দিল। সদানন্দবাবুও কয়েকদিন পর লোপার অমত শিক্ষাগুরুকে জানিয়ে দিলেন। এর কিছুদিন পর শিক্ষাগুরু সদানন্দবাবুকে জানালেন যে লোপার প্রতিভা এবং তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে তিনি লোপাকে তার বাড়ীতে এসে গান শেখাবেন। সদানন্দবাবু রাজী হলেন এবং জানালেন যে তার আসার পূর্বে মেয়ের সাথে পুণরায় তিনি আলাপ করবেন। বাবার কথা শুনে লোপা বাবাকে জানিয়ে দিল যে তার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কোন রুচী নাই। লোপার এরকম যুক্তি শুনে পরদিন গুরুজী সদানন্দবাবুর সাথে দেখা করতে আসেন তার ইচ্ছানুসারে সদানন্দবাবু লোপাকে ডেকে পাঠালেন। লোপা নমস্কার করে বাবার পাশে বসলে সঙ্গীত শিক্ষক লোপাকে বলল। "সঙ্গীতে

তুমি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারি। তোমার প্রতিভা বিকাশের জন্য আমার অসুবিধা সত্ত্বেও আমি তোমাকে বাড়ী এসে উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখাতে চাই। তোমার কোন আপত্তি আছে?" "আমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রুচী নেই গুরুজী। তাই আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কোরব না" বলে বাবা ও গুরুজীকে নমস্কার করে উঠে গেল লোপা। দুমাসের শিক্ষায় লোপার অরুচি ধরেছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর। আর আস্থা হারিয়েছে শিক্ষকের উপর। বিফল মনোরথে ফিরে গেলেন সঙ্গীতশিল্পী, তারপর থেকে পুরান শিক্ষকের নিকট লোপা নিয়মিত রূপে গানের চর্চা করে আসছে। লোপাকে তার সংকল্পে অচল দেখে সদানন্দবাবু বুঝলেন লোপা অন্য মেয়েদের মত মত যশ খ্যাতিতে আকাঙ্খিত নয়। নয় সে ভোগবিলাসে লালায়িত। একমাত্র প্রেম ভালবাসা ও সেবাই তার জীবনের লক্ষ্য। সরস্বতী পূজায় স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোপা উভয় দিন অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রথম দিন সঙ্গীত পরিবেশন করার পর রমেনবাবু লোপার পিতা সদানন্দবাবুকে বললেন "অপূর্ব গান ক'রেছে আপনার কন্যা লোপামুদ্রা। গান শুনে আমি অভিভুত।" তারপর দিন নৃত্যনাটিকায় লোপার কৃষ্ণের ভূমিকায় নৃত্য দেখে সব দর্শকরা তার উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিল। সকলেই ধারণা করেছিল সে ভবিষ্যতে একজন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করবে। এর পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নৃত্য-সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করার ও গান রেকর্ড করার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু লোপামুদ্রা ইহা তার জীবনাদর্শের বিরোধী বলে কোন প্রস্তাব সে গ্রহণ করে নি। পিতা সদানন্দ-বাবু লোপার এরূপ দৃঢ় সংকল্প ও তার জীবনাদর্শের প্রশংসা করতো। সুতরাং তিনি কোনদিন লোপার আদর্শের বিরোধিতা করেন নি। কারণ তিনি লোপাকে একজন অনন্যাসাধারণ মেয়ে বলে মনে করতেন ও গর্ব অনুভব করতেন।

এদিকে ধ্রুব ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্ত্তি হয়ে প্রথম প্রথম তাকে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, সে সব অসুবিধা কাটিয়ে সে তার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিল। তার মেধা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অধ্যাবসায় ও একাগ্রতা চেয়ারম্যান ও অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার মেধার অসাধারণ পরিচয় পেয়ে অধ্যাপকমণ্ডলী বিস্মিত হ'য়েছিলেন। সে যে কেবল পড়াশুনায় অসাধারণ ছিল তাই নয়, খেলাধূলা, সাঁতার, ভারোত্তলন ও মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ভারোত্তলন, ক্রিকেট সাঁতার ও বক্সিংএ তার সমকক্ষ কলেজে কেউ ছিল না। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল। ইহার পূর্বে ধ্রুবর মত উত্তম পড়াশুনা এবং এত উচ্চমানের ক্রীড়ানিপুণ ছাত্র কলেজে আসেনি ব'লে চেয়ারম্যান ও অধ্যাপকমণ্ডলীর অভিমত। কলেজে প্রথম বাৎসরিক

পরীক্ষায় তার ফল আশানুরূপ হ'য়েছে শুনে মা খুব খুশী হলেন। উমাও তার বি. এড্ পরীক্ষা প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। উমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে শুনে অশেষবাবু একদিন মেনকাদেবীর সহিত সাক্ষাত ক'রতে এলেন। তিনি এর মধ্যে কয়েকটি পাত্রির সহিত যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও তার পুত্রের জন্য কোন পাত্রি মনোনিত করেন নি। অশেষবাবুকে দেখে মেনকাদেবী অপরাধীর ন্যায় অশেষবাবুকে জানালেন যে উমা সবে বি. এড্ পাশ করেছে। এখন মেয়ের সাথে আলাপ করার সুযোগ হয় নি। এর জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত এবং অশেষবাবুকে জানালেন যে মেয়ের মতামত জেনে মেয়ের পিতা প্রিয়নাথবাবু গিয়ে তার সহিত যোগাযোগ করবেন। অশেষবাবুকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। এই সুযোগে মেনকাদেবী দেনা পাওনার উল্লেখ করলে অশেষবাবু বললেন, "দেনা পাওনা নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনি আপনার মেয়েটি দেবেন আর আমি তাকে আমার পুত্রবধূ করে বরণ করে নেব। এর বেশী আপনি আমাকে কি দেবেন।" বলে অশেষবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আর বিলম্ব না করে সেদিন দুপুরে উমাকে বললেন।" বেদনাদায়ক হলেও মেয়েদের বিয়ে দেওয়া প্রত্যেক পিতা মাতার প্রধান ও পবিত্র কর্তব্য। প্রায় এক বৎসর পূর্বে একটি সুপাত্রের সন্ধান এসেছিল। ধ্রুব যে ভদ্রলোকের গাড়ী ঠেলে ষ্টার্ট ক'রে দিয়েছিল, তার নাম হ'লো অশেষবাবু। তার দুটি পুত্রের মধ্যে বড়টির জন্য তিনি একটি পাত্রীর খোঁজে সেদিন গিয়েছিলেন। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিক্যাল স্কুলের মালিক ও অধ্যক্ষ। পাত্রটি সুদর্শন সি. এ করে একটি সরকারী ব্যাঙ্কের শাখা ম্যানেজার। নিজস্ব বাড়ী ব্যতীত গাড়ীও আছে। খুব সুন্দর পরিবার। ভদ্রলোক তারপুত্রের সহিত তোমার সম্বন্ধে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। তোমার মতামত জেনে তাকে জানাব বলে কথা দিয়েছি। পাত্রটি হাতছাড়া করা উচিৎ হবে না, কারণ সাধা লক্ষ্মী সরিয়ে দেওয়া শাস্ত্রসম্মত নয়। তাই আমাদের ইচ্ছা যে ভদ্রলোকের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তার সাথে কথা বলি। হবে কি না হবে, তাহা শুধু ঠাকুর জানেন। এ প্রস্তাবে যদি তোমার কোন অসুবিধা বা আপত্তি থাকে আমাকে নিঃসঙ্কোচে ব'লতে পার মা।" মার কথা শুনে উমা বলল, তোমাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমার স্বতন্ত্র কোন মত নেই মা।" উমার উত্তর শুনে খুব খুশী মনে রাতে মেনকাদেবী তার স্বামী প্রিয়নাথবাবুর সাথে আলাপ করে প্রিয়নাথবাবুকে তারপরদিন অশেষবাবুর বাড়ী পাঠালেন। প্রিয়নাথবাবু অশেষবাবুর সহিত দেখা করে তার কন্যা উমাকে একদিন এসে দেখে যেতে অনুরোধ কললেন। প্রস্তাব মত অশেষবাবু তার স্ত্রী মায়াদেবীকে সঙ্গে করে একটি শুভদিন দেখে উমাকে দেখতে এলেন। পাত্রী দেখে তারা উভয়ে খুব খুশী

হলেন। তারপর তারা প্রিয়নাথবাবুকে তার পুত্র শিবশঙ্করকে দেখে আসতে অনুরোধ করলেন। একটি শুভদিন দেখে প্রিয়নাথবাবু তার বড় সম্বন্ধি সুকুমার বাবুকে সঙ্গে করে পাত্র শিবশঙ্করকে দেখতে গেলেন। সুদর্শন ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র শিবশঙ্করকে দেখে তারাও খুশী হলেন। সম্বন্ধের কথা-বার্তা সব পাকা হলো, কেবল শুভকাজের দিন ঠিক করা হবে ধ্রুবর কাছ থেকে খবর পেয়ে। ধ্রুবর কাছ থেকে খবর পেয়ে শুভকাজের দিন ঠিক করা হ'লো। প্রিয়নাথবাবুর বোন সুলতাকে খবর দেওয়া হ'লো। সকলের উপস্থিতিতে ধুম-ধামের সহিত উমার শিবশঙ্করের সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হ'লো। শ্বশুরালয়ে গমনের দিন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। দীর্ঘদিনের পিতা, মাতা, ভাই, বোনের স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা ছেড়ে মেয়েকে যেতে হয় শ্বশুরালয়ে নব আশায় নতুন জীবন শুরু করার জন্য। ইহা যতই হৃদয় বিদারক হোক না, ইহাই সংসারের নিয়ম। শ্বশুরালয়ে গিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে উমা তাহার রূপে ও গুণে সকলের হৃদয় জয় করলো। উমার গুণে মুগ্ধ হয়ে একদিন শশ্রুমাতা মায়াদেবী বললেন, "নামেও উমা আবার গুণেও উমা।" উমার আগমনে অশেষবাবুর সংসারের চেহারার আমূল পরিবর্ত্তন দেখে অশেষবাবু ও মায়াদেবী উভয়ে খুব খুশী। চারিদিকে তারা বৌমার প্রশংসা করছিলেন। একদিন রাতে অশেষবাবু বৌমা উমাকে এম এ. পড়ানর কথা মায়াদেবীকে বললেন। প্রস্তাবে মায়াদেবী কোন আপত্তি করলেন না। তারপর উমাকে এম. এ. পড়ানর ইচ্ছা শিবশঙ্করকে জানালে, শিবশঙ্কর বাবাকে বলল, "এম. এ. ভর্ত্তি হ'লে ওকে কলেজ ও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে এ কারণে ওর পক্ষে মাকে সাহায্য করা সম্ভব হবে না। মার এতে অসুবিধা হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে এসব বিষয় ভাল করে বিবেচনা ক'রে দেখ। আর ওর মতামত জেনে নিও।" "তোমার মার কোন আপত্তি নেই। সময় করে যতটুকু সাহায্য ক'রতে পারে তাতেই চলবে।" শিবশঙ্করের সাথে কথা বলে অশেষবাবু উমাকে ডেকে পাঠালেন। "আমাকে ডেকেছেন বাবা।" উমা এসে অশেষবাবুকে বললেন, "হ্যাঁ, মা। তোমার মা অর্থাৎ বেয়ান সম্বন্ধ ঠিক করার পূর্বে তোমার এম. এ. পড়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাই আমার ইচ্ছা তুমি এম. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হও।" প্রস্তাব শুনে উমা বলল, "আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তবে ভর্ত্তি হলে আমি কলেজ ও পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকব, এতে মার খুব অসুবিধা হবে বাবা। এ কারণে মার স্বাস্থ্যের উপর অধিক চাপ পড়বে। উমার কথা শুনে অশেষবাবু খুব খুশি হ'য়ে বললেন, "তুমি যা বলেছ সবই যুক্তি পূর্ণ। কিন্তু বিয়ের পূর্বে তোমার মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, তোমাকে এম. এ. পড়াব। এখন যদি আমি তা রাখতে না পারি তবে আমি তার কাছে দায়ী হয়ে থাকব মা।" বললেন

অশেষবাবু। "তখনকার পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতি এক নয় বাবা। যাহা হউক আপনার আদেশ আমি সানন্দে পালন করব বাবা।" বলে অশেষবাবু ও মায়াদেবীকে প্রণাম করে উমা নিজের ঘরে চলে এল। বৌদি এম. এ. তে ভর্ত্তি হবে শুনে টুলু বৌদি অর্থাৎ উমাকে বললে, তুমি এম. এ তে ভর্ত্তি হবে বৌদি, বেশ ভাল হবে। আমি আর তুমি এক জায়গায় বসে পড়ব। কি বল বৌদি ?" "বেশ তাই করবো, কিন্তু তোমার স্কুলে যাওয়ার পূর্বে আমি কলেজে চলে যাব আবার ফিরবো তোমার স্কুল থেকে ফেরার পরে। তবে তোমাকে কে খেতে দেবে ?" শুনে টুলু বলে, "ও তাইত! তাতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। স্কুলে যাওয়ার পূর্বে রঘুদা খেতে দেবে, আর তুমি কলেজ থেকে ফিরলে আমি তোমার সাথে খাবো। তুমি রাজি বৌদি ?" "হ্যাঁ, আমি খুব রাজি।" উত্তরে জানালো উমা। উমা টুলুকে খুব ভালবাসে এবং স্নেহ করে। কারণ ওর মধ্যে দেখেছে ওর ছোটবেলার সোনা ভাইকে। আজ কোথায় তার প্রাণাধিক সোনাভাই আর সে কোথায়। ভাবতে ভাবতে উমার চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে। পরে শ্বাশুড়িমাকে বলে বিকেলে শিবশঙ্করকে নিয়ে মাকে দেখতে গেল। মেনকাদেবী মেয়ে উমাকে নতুন সাজে নতুন বেশে দেখে মনের আনন্দে জড়িয়ে ধরে। "যেন মা উমাই আমার ঘরে এসেছে।" মনে মনে বলেন মেনকা। এম. এ. তে ভর্ত্তি হওয়ার প্রস্তাব শুনে তিনি খুব খুশী হলেন। আগত সেসনে উমা এম. এ. তে ভর্ত্তি হয়ে এল। কলেজে যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। উমা কলেজে যায় ট্রামে বা বাসে। আর অশেষবাবু উমাকে কলেজ থেকে বাড়ী নিয়ে আসেন। এভাবে উমা তার নতুন জীবন নতুন আনন্দ ও উৎসাহে শুরু করলো।

সোনাদির বিয়ের পর ধ্রুব কলেজে ফিরে মনোযোগ সহকারে তার পড়া চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও সে প্রথম বৎসর প্রথম হ'তে পারেনি, কিন্তু অনলস পরিশ্রম করে দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় সে অনায়াসে প্রথম হয়েছিল। এম. এ. তে ভর্ত্তি হওয়ার পর উমা শঙ্কর, টুলু ও কমলাকে নিয়ে একদিন ধ্রুবর সাথে দেখা করে আসে। শঙ্করদাকে ঘুরে কলেজ ভবন ও ছাত্রাবাস দেখিয়ে দিল। ধ্রুব তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা উত্তর ভারত সফরে বেরোবে। সফরের উদ্দেশ্য ওখানকার বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা পরিদর্শন করে ব্যবহারিক ও প্রশাসনিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা। ছুটির পূর্বে ভ্রমণে বেরোবে। ফিরে এসে সফরের একটি রিপোর্ট প্রধান অধ্যাপকের নিকট দাখিল করবে। ধ্রুব সব জানিয়ে মাকে ও সোনাদিকে চিঠি দিল। এর কারণ ছুটির পূর্বে মার সাথে দেখা করতে যেতে পারবে না। যদি সম্ভব হয় মা যেন সকলকে নিয়ে একবার দেখা করে যায়। মেনকাদেবী, শঙ্কর, উমা ও কমলাকে নিয়ে একদিন ধ্রুবর সাথে দেখা করতে

গেলেন। সকলকে দেখে ধ্রুব খুব খুশী হ'লো। সবাই সারাদিন ধ্রুবর ওখানে কাটিয়ে রাতে বাড়ী ফিরে এলেন।

এদিকে সদানন্দবাবু ধ্রুবর খবরাখবর পেতেন সুপ্রিয় নামে তার এক পরিচিত বন্ধুর পুত্রের কাছ থেকে। সুপ্রিয় শান্তনুদের কলেজে পড়ছিল। সে ওদের অপেক্ষা এক বছরের সিনিয়র। শান্তনুর কাছ থেকে ধ্রুবর খবর জেনে তিনি সদানন্দবাবুর কাছে বলতেন। ধ্রুবর খবর সম্বন্ধে তিনি কেন এত আগ্রহী তা জানার কৌতুহল সুপ্রিয়র হতো। কিন্তু সদানন্দবাবুর নিকট তা প্রকাশ করেনি। শেষ খবর, ধ্রুব উত্তর ভারত সফরে যাচ্ছে জেনে সুপ্রিয় একদিন কথায় কথায়, সেকথা সদানন্দবাবুকে জানালো। তপন কলেজ থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী এল। তার এরূপ নিয়মতান্ত্রিক জীবন ভাল লাগে না। বিশেষতঃ ছাত্রাবাস সে মোটেই সহ্য করতে পাচ্ছে না। যোগ্যতা পরীক্ষায় সে মেকানিক্যাল বিষয় নিয়ে পড়ার অনুমতি পেয়েছিল। এদিকে মেকানিক্যাল আর একদিকে ছাত্রাবাস, দুটোই তার নিকট অসহ্য। এরূপ অস্থিরতার ফলে সে ছাত্রাবাসে হ'য়ে উঠেছে উশৃংখল আর পড়ায় অমনযোগী। বরাবর বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাছে প'ড়ে এসেছে, তাকে এখন নিজে পড়ে শিখতে হচ্ছে। সুতরাং কলেজের পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে। সে যদিও তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। কিন্তু তাকে কয়েকটি অতিরিক্ত পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। তার ফল আশানুরূপ হচ্ছে না দেখে সে চিন্তিত হ'য়ে পড়ল। সে আশা করেছিল ইনঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বিলেত থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে নিজেদের কারখানায় যোগ দেবে। কিন্তু সে সবই বুঝি বিফল হ'তে বসেছে! সে ভীত ও সন্ত্রস্ত, ইহা ভেবে যে সে আদৌ পাঁচ বছর পর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেরোতে পারবে কি না। তাই সে আগ্রহ ও একাগ্রতার সহিত পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হ'ল। যাতে সে পাঁচ বছর পর এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেরোতে পারে। আর ওদিকে ধ্রুবর পড়াশুনা থেকে আরম্ভ করে খেলাধুলা পর্য্যন্ত সব বিষয় সাফল্যের কথা শুনে সে হিংসায় চুপ করে থাকে। তপন ধ্রুবর সাফল্য বা প্রশংসার কথা শুনতে ভালবাসে না। এই ধ্রুব বিরোধী মনোভাব তপনের জীবনের প্রবল শত্রু।

তপন ও ধ্রুবর জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক। দৈবী-সম্পদের অধিকারি ধ্রুবর জীবন পদ্ধতি ছিল সহজ, সরল আরম্বরহীন। আর অসুর-সম্পদের অধিকারি তপনের জীবনযাত্রা ছিল রজো ও তমঃ গুণ প্রভাবিত অশান্ত ও উশৃংখল। ধ্রুব কাম, ক্রোধ ও লোভের বিষময় ফল সম্বন্ধে ছিল সর্বদা সচেতন। কামনা বাসনা ও লোভ থেকে নিজেকে সংযত রাখতো আর যাহা পেত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতো। অপরদিকে রজ ও তমগুণাশ্রিত তপন কাম, ক্রোধ ও লোভ হতে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে কোন কিছুতেই

সন্তুষ্ট হতে পারতো না। তার মন ছিল অস্থির এবং জীবন পদ্ধতি ছিল অনিশ্চিৎ ও উদভ্রান্তের ন্যায় চঞ্চল। কোন বিষয়ে সে মনকে নিবদ্ধ করতে পারতো না। ঘৃতাহুতির ন্যায় ওর তৃষ্ণার আগুন বাড়তেই ছিল। আত্ম-মর্যাদা সম্বন্ধে তপন সদা সচেতন ছিল, কিন্তু মর্যাদা আদায় করা বা তাহা রক্ষা করার কলা কৌশল সম্বন্ধে সে অজ্ঞ ছিল। এ হেন শ্রেণীর পুরুষ বা নারী সে যতই ধনবান বা বিদ্যান হোক না কেন, সে সমাজে বা দেশে কোন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। পুঁথিগত ব্যবহারিক বিদ্যা সে পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি যাহা থাকিলে জীবন সুন্দর ও মনোরম হয়, তাহা তপনের ছিল না। এ কারণ সে জীবনে কোনদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। তপনের টাকা ছিল, এর জন্য সে তার বন্ধুদের প্রশংসা পেত। ইহা যথার্থ কিনা, সে তাহা বুঝতে পারতো না। তপন তার অহঙ্কার ও অজ্ঞানোচিত আচরনের জন্য সে সকলের অপ্রিয় হয়েছিল। তার উশৃংখল আচরণ দেখে ছাত্রাবাস অধিকারি তাহাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পরীক্ষার ফল সাধারণ মান অপেক্ষা নীচে হওয়ার কারণ কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। তার সহপাঠি বন্ধুরা একে একে তার সঙ্গ ত্যাগ করতেছিল। সে ইহার কারণ বুঝতে পেরে, তার কু-অভ্যাস ত্যাগ করার চেষ্টা করতো। কিন্তু সে কোন ক্রমেই নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি। কারণ তার চরিত্রে রজ ও তমগুণের প্রভাব অধিক ছিল। কখনও কখনও সত্ত্বগুণের প্রভাবে তার মনে সৎ চিন্তার উদয় হতো, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। আর ধ্রুবর চরিত্রে সত্ত্বগুণের আধিক্যের কারণ তার চরিত্রে রজ বা তমগুণ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাই ধ্রুবর চরিত্র ছিল নির্মল ও মধুর এবং ছিল সকলের প্রিয়।

সদানন্দ শিল্পোদ্যোগে একজন প্রধান কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করে চেয়ারম্যান পরিচালকমণ্ডলির অনুমোদনের জন্য বোর্ডের সভায় প্রস্তাব পেশ করলেন। বোর্ড প্রস্তাবটি অনুমোদন করলে, ঐ পদের জন্য দৈনিক কাগজে এবং বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপন পাঠান হ'লো। এ বিষয়ে আলাপ করার অভিপ্রায়ে তিনি একদিন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান রাজারামবাবুর সাথে দেখা করতে মনস্থ করলেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করে তিনি একদিন রাজারামবাবুর সহিত সাক্ষাত করে তাকে সদানন্দবাবুর প্রয়োজনের কথা জানালে রাজারামবাবু খুব দুঃখের সহিত তাহার অক্ষমতার কথা সদানন্দবাবুকে জানিয়ে বল্লেন যে এরকম কোন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার তার সন্ধানে নেই, যে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে পারে। এক কালে রাজারামবাবু তার সহপাঠি ছিলেন। তাই তিনি আশা করে গিয়েছিলেন যে রাজারামবাবু বোধ হয় তাহাকে সাহায্য করতে পারবেন। তাহা হলো

না দেখে তিনি রাজারামবাবুকে তার চার জন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজনের কথা জানালেন। সদানন্দবাবুর কথা শুনে রাজারামবাবু তাকে বললেন, "দেখুন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সেরা সেরা ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে। শিক্ষান্তে প্রায় সকলে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থে গমন করে। বিদেশ থেকে শিক্ষান্তে হয় ওখানে বড় বড় কোম্পানিতে থেকে যায়। আর যারা দেশে ফিরে আসে তারা পূর্বেই হয় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি করে থাকে। যারা ওখানে থেকে যায়, তাদের যুক্তি, এখানে কাজের সুস্থ পরিবেশের অভাব। এখানে তাদের আতঙ্কের মধ্য কাজ করতে হয়। তার উপর শ্রমিক মালিকের দ্বন্দ্ব যাহা তারা শিল্প নীতির পরিপন্থি বলে মনে করে দ্বিতীয় যুক্তি হলো এখানে গবেষণা কাজের সুযোগ সুবিধার অভাব বা থাকিলে তাহা খুবই সিমিত। প্রথম যুক্তি মেনে নিলেও দ্বিতীয় যুক্তি কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। ইহা কেবল দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার একটি অভিনব উপায় ব্যতিত আর কিছুই নয়। এরা ভালবাসে সাজান বাগান পরিচর্য্যা করতে, চায়না নতুন বাগান তৈরি করে, তাহা সুন্দর ও মনোরম করে সাজাতে। দেশ গড়া এবং তার উন্নতি যাদের উপর নির্ভর করে, এবং যাদের দিকে সারা দেশবাসী সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে তাদের এরূপ স্বার্থপর মনোভাব বড়ই দুঃখের ও বেদনাদায়ক। যাদের পিছনে সরকার যথাসাধ্য খরচ করে যাচ্ছে, তাদের এরূপ মনোবৃত্তি ও আচরণ দেশোদ্রোহীর সমতুল্য বলে আমি মনে করি। পাশ্চাত্তের দেশসমূহ আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যে এত উন্নত তার প্রধান কারণ, দীর্ঘ-দিন ধরে তাদের বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে অনলস চেষ্টা ও সাধনা। দিনের পর দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পাশ্চাত্তের বৈজ্ঞানিক ও মনিষীগণ মানব কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের মনে ছিল না এরূপ হীন স্বার্থপরতার মনোভাব। তাই আজ তারা এত উন্নত। তাদের অনলস পরিশ্রম ও ত্যাগে গড়ে উঠেছে বর্তমানের উন্নত ও মহান দেশ। তারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেনি। তারা ইহা গঠন করেছে তাদের অনলস সাধনার দ্বারা। সুতরাং ক্ষুদ্র স্বার্থ-পরতা ত্যাগ করে তাদের দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসা উচিৎ। দূর করতে হবে গ্রাম ও শহরেরর অর্থনৈতিক বৈষম্য। নচেৎ দেশের ভবিষ্যত অন্ধকার। রাজারামবাবুর কথা শুনে সদানন্দবাবু হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে তিনি তার পূর্ব পরিচিত ধনেশবাবু নামে একজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করে তিনি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জানালেন। ধনেশবাবু তাকে একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন বলে জানালেন। পরে তাকে পুনরায় একদিন আসতে বললেন। বাড়ী ফেরার পথে সদানন্দবাবুর অতীত দিনের কথা মনে পড়ল। সদানন্দ উদ্যোগের কারখানাটা যে জমির উপর স্থাপিত

হয়েছিল, তার জন্য ধনেশবাবুও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সদানন্দবাবু সরকারের কাছ থেকে ঐ জমি নিজে লাভ করলেন। এ কারণে সদানন্দবাবুর প্রতি ধনেশবাবুর চাপা ক্রোধ ছিল। ইহা ব্যতিত আরও একটি কারণ ছিল বিয়ের ঘটনা নিয়ে। সুরুচিদেবীর বিয়ের পাত্র হিসাবে রমেনবাবু, ধনেশবাবু ও সদানন্দবাবু তিন জনেই প্রার্থী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় সদানন্দবাবু জয়ী হলেন এবং সুরুচিদেবীর সহিত তাহার বিবাহ সম্পন্ন হলো। এভাবে কর্মক্ষেত্রে ও বিবাহ সভায় পরাজিত হয়ে ধনেশবাবুর মন হিংসায় তুষের আগুনের মত জ্বলতে ছিল। বাহিরে তার প্রকাশ হয় নি। এমন কি সরল সদানন্দবাবু তাহার সহিত বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন এবং তাহাকে তার প্রয়োজনের কথা জানাতে দ্বিধা করেন নি। সদানন্দ উদ্যোগের ক্ষতি সাধন করাই ছিল ধনেশবাবুর একমাত্র অভিপ্রায়। যে উপায়ে হোক সদানন্দ শিল্প সংস্থার হয় অবলুপ্তি, নয়তো হস্তগত করা তার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তার অনুগত আত্মীয় ইঞ্জিনিয়ার এবং তার পুত্র দেবেশকে সদানন্দ সংস্থায় চাকুরি দেওয়ার অনুরোধ করবেন বলে স্থির করলেন। এরূপ স্থির করে তিনি সদানন্দবাবুর অপেক্ষায় রইলেন। পূর্ব কথামত সদানন্দবাবু তার সাথে দেখা করতে এলে ধনেশবাবু তাহার পরিকল্পনা মত সদানন্দবাবুর নিকট তার প্রস্তাব করলেন। সদানন্দবাবু প্রস্তাবে রাজী হলেন এক শর্তে যে উভয়কে ইন্টারভিউ বোর্ডে পাশ করতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধনেশবাবু প্রস্তাবে রাজী হলেন। ইন্টারভিউতে উভয় অকৃতকার্য হলো। ইহা না নেওয়ার অভিনব উপায় বলে ধনেশবাবু মনে করলেন। এদিকে কোন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার না পাওয়ার কারণ অবশেষে তিন বছরের চুক্তিতে ওদের দুজনকে সদানন্দ উদ্যোগে নিযুক্ত করলেন। সদানন্দ উদ্যোগে চাকুরী নেওয়ার পূর্বে ধনেশবাবু তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা ও রূপায়ণ করার কার্য প্রণালী তার আত্মীয় ইঞ্জিনিয়র তরুণ কুমারকে বিশেষ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম কাজে ঢুকে সে নিষ্ঠার সহিত সব কাজ করছে দেখে সদানন্দবাবু সন্তুষ্ট ছিলেন। তখন চারিদিকে শ্রমিক অসন্তোষ, বন্ধ ও লক আউট চলছে। একমাত্র সদানন্দ-উদ্যোগে তখন কোন শ্রমিক আন্দোলন ছিল না। তবে মাঝে মাঝে কারখানার কাছে সভা অনুষ্ঠিত হতো এবং তার প্রতিক্রিয়া সদানন্দর উদ্যোগেও হতো। কতিপয় শ্রমিক মিলে দাবি ক'রল, তারা একটি বামপন্থি শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করবেন। হঠাৎ শ্রমিকদের এরূপ মনোভাব ও দাবীর কথা শুনে সদানন্দবাবু খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি কিছু প্রকাশ না করে, দেখে শুনে চলার নীতি গ্রহণ করাই ভাল মনে করে চুপ রইলেন। তবে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছিলেন। তিনি পরিচালকমণ্ডলীর সভা ডেকে তাদের নতুন পরিস্থিতি জানিয়ে রাখতে ত্রুটি

করলেন না। কার্য্যনির্বাহক কমিটির সভা ডেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের করনিয় কাজ সম্বন্ধে সজাগ থাকার উপদেশ দিলেন। ঠাণ্ডা জল তাপ পেলেই গরম হয়ে ফুটতে থাকে। সে রকম এই শান্ত কারখানাও বাহিরের তাপ পেয়ে ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। অন্যান্য শিল্প সংস্থায় উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যহত হচ্ছে। ফলে দেশের অভ্যন্তরিণ চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। স্বভাবতই শিল্প দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কেবল সদানন্দ সংস্থার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য দেশে এরূপ পরিস্থিতি চলতে থাকলে সদানন্দ উদ্যোগেও অচিরে স্থিতিশিল ছিল। লাগবে মনে করে সদানন্দবাবু প্রতিরোধমূলক সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি তার হাতে গড়া তার ছোয়া প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। সুতরাং উদ্যোগকে হঠাৎ ঝরে ধূলিস্যাত্ হতে দেবেন না। বিশ্বপিতা যেমন তার সৃষ্টি রক্ষার্থে পূর্বেই সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন তিনিও সেরূপ সদানন্দ শিল্প সংস্থা তার ঝড় ঝঞ্ঝার হাত থেকে শিল্প সংস্থাকে রক্ষা করার জন্য সব ব্যবস্থা পাকা করে তার হাতে গড়া উদ্যোগকে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

মহাকালের রথ চলিছে অবিরাম গতিতে। মানুষের জন্য নিয়া আসছে কখনও সুখ আবার কখনও দুঃখ। দুঃখের পথ করে দিয়ে ক্ষণিকের সুখ আবার বাতাসে ভেসে যায় অনন্তে। এরূপ সুখ দুঃখের আসা যাওয়ার খেলা অবিরত চলছে এই জগতে। তাতে মহাকালের কোন ভ্রূক্ষেপ বা আক্ষেপ নাই। সে অবিরাম গতিতে চলেছে। কখনও সে পিছনে তাকায় না। শেষ নাই তার চলার পথে। জানা নেই তার গন্তব্যস্থল। সে জানে না থামতে। জানে না মানুষের সুখ দুঃখের সমভাগি হতে। বড় নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর এই মহাকাল। ক্ষনিকের সুখে মানুষ ভুলে য়ায় দুঃখ। আবার অনুকূল অবস্থায় পড়ে মানুষ নব আশায় ও নব উদ্যোমে বুক বেঁধে থাকে সুখের সন্ধানে। লোপার মনেও এরূপ আশা নিরাশার খেলা চলতে থাকে সেদিন থেকে যেদিন ধ্রুব নামকে সে অন্তর দিয়ে ভাল বেসেছিল। সে সর্বদা তার অন্তরে অজানা অদেখা ধ্রুবকে অনুভব ক'রতো ও আনন্দে তার মন ও প্রাণ পুলকিত হতো। আবার কিছু সময় পর সে আনন্দ ও অনুভূতি বাতাসে ভেসে যেত। এই ক্ষণিকের আনন্দই লোপার মনে ধ্রুব প্রতিক্ষার প্রেরণা জোগাত। ধ্রুব নাম স্মরণ করে সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ত। সে অনুভব করতো যেন স্বর্গীয় প্রেমের ফল্গুধা'রা তার মন হৃদয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই স্বর্গীয় পবিত্র প্রেমের ছোঁয়ায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলতো। যেখানে কেবল সে আর তার মনের মানুষ নতুন প্রেমের রাজ্যে [illegible] ধ্রুব নামে তার মনের মানুষকে চাক্ষুস দেখার জন্য। ওর অনমনস্কতা লক্ষ্য [illegible] যদি কোন বন্ধু জিজ্ঞেস করতো, কি হয়েছে তোর? চুপ করে আছিস কেন?" শুনে হাসতে হাসতে বলতো।

"কে কিছু হয় নিত।" বলে বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরত। প্রেমের জোয়ার বইছে লোপার মনে প্রাণে। প্রতীক্ষা করে আছে তার মনের অবস্থা অন্তর্য্যামি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। যাকে সে মন প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছে। যাকে সে তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান বলে মনে করে, তার জন্য সে যে কোন ত্যাগ, দুঃখ কষ্ট, যন্ত্রনা হাসি মুখে অনায়াসে সহ্য করতে প্রস্তুত। এ জীবনে যদি সে ধ্রুবকে না পায়, তাতে তার ধ্রুবর প্রতি প্রেম ম্লান হবে না, বরং আরও প্রেমময় হবে। সে জন্ম জন্ম ধরে ধ্রুবর জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। ধ্রুব তার অজানা অদেখা হলেও হাজার জনার মধ্যে সে তার প্রাণের মানুষ ধ্রবকে চিনতে পারবে। তাই মেনকাদেবীর সাথে উমাকে দেখে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কারণ উমার মধ্য সে দেখেছিল তার মনের মানুষ ধ্রুবর প্রতিচ্ছবি।

ঘন কালো মেঘে ছেয়ে আছে সারাটা আকাশ। মাঝে মাঝে দু-এক পশলা ভারি ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাস খুব বেগে বইছে। জলের ঝাপটা ঘরের মধ্যে আসছে দেখে লোপা জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর গান করতে বসলো। হঠাৎ তার কানে ভেসে এল তার বাবা মায়ের কণ্ঠস্বর। গান থামিয়ে বাবার ঘরে প্রবেশ করলো, লোপাকে দেখে উভয়ে ঘেমে গেছে। লোপা অনুমান করে নিল, তার সম্বন্ধেই তারা কথা বলছিলেন। যাহা হউক লোপা বাবা মার জন্য চা করে নিয়া আসে। মুখ ফিরিয়ে মাকে বলতে শুনে, আমি এ বাড়ীর কেউ নই। আমার কাউকে কিছু বলার অধিকার নেই। মার কথার মাঝখানে মার সম্মুখে চা রেখে বলে, "নাও চা খেয়ে নাও মা" বলে মা ও বাবাকে লোপা চা এগিয়ে দিল। তারপর লোপা মা ও বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "বাইরে কারখানায় চলছে অশান্তি। ঘরে এসেও বাবাকে যদি অশান্তি ভোগ করতে হয়, তবে কি মা তুমি খুসী হবে? বাবা তুমি মাকে এমন কথা বলো না যাতে মা মনে ব্যথা পান।" লোপার কথা শুনে "আমি শুধু বলেছি যে তোমার তপনের পিসিমার সাথে অত মেলামেশা করা উচিত নয়। বল্ এতে আমার এমন কি অপরাধ হয়েছে?" বললেন সদানন্দবাবু। শুনে সুরুচিদেবী বললেন, "আমি ওদের কথা দিয়েছি যে আমি ওদের সাথে বেড়াতে যাব। এখন আমি কি করে বলি যে আমার যাওয়া হবে না।" "তোমার, বাবাকে একবর বলা উচিত ছিল মা। যাক্ এবার থেকে বাবাকে না জানিয়ে তুমি কাউকে কোন কথা দিও না।" বলল লোপা। আমি তো তোর মাকে যেতে বারণ করিনি। আমি বলেছি তুমি যাও তবে লোপার এভাবে যাওয়া উচিত হবে না। কারণ আমি ঠিক করেছি আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা সকলে মিলে উত্তর ভারত বেড়াতে যাব।" বললেন সদানন্দ বাবু এক মুহূর্তে সব ব্যাপার লোপার নিকট পরিস্কার হয়ে গেল। সে মাকে বলল্ "বেশত মা তুমি ওদের সাথে বেড়িয়ে আস। তারপর তুমি ফিরলে আমরা সকলে উত্তর

উত্তর ভারত বেড়াতে যাব।" লোপার প্রস্তাব শুনে মা চুপ করে রইলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের যাওয়ার অক্ষমতার কথা টেলিফোন করে সুরুচীদেবী জানিয়ে দিলেন রেবাদেবীকে। তপনের ইচ্ছানুসারে ওদের ভ্রমণ সূচী তপন তৈরী করেছিল। সুরুচিদেবীর যাওয়া হবে না শুনে তপনও তার ভ্রমণসূচী বাতিল করে দিল। তপন ভ্রমনসূচী বাতিল করেছে শুনে তপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোপার মনে গভীর সন্দেহ হ'ল। তপন সুরুচিদেবীর কাছে শুনলো যে ওরাও উত্তর ভারত গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে যাবে। কবে এবং কোথায় যাবে তা বলতে পারলো না কারণ তখনও তাদের ভ্রমনসূচী ঠিক হয় নি বা টিকিটও কাটা হয় নি। তারপর ভ্রমণসূচী ঠিক করে নির্দিষ্ট তারিখে তারা রওনা হলো উত্তর ভারতের পথে। তারা গিয়ে একটি ছোটপাহাড়ি শহরের বাংলোতে উঠলো। অভিনব অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। অপূর্ব শোভায় শোভামণ্ডিত এই বাংলোর চারিদিক। বাংলোটি একটি বড় চওড়া পাথারি রাস্তার পাশে অবস্থিত। বাংলোয় বসেই সর্পিল রাস্তায় ঘেরা পাহাড়ের শোভা নিরীক্ষণ করা যেত। তারা স্থির করলেন এখানে কয়েকদিন থাকবেন। একদিন লোপা ও অশোক ঘরে বসে খেলছে। এমন সময় ধ্রুব ধ্রুব বলে চিৎকার লোপার কানে এল। মুহূর্তে লোপা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে কয়েকটি ছেলে দ্রুত গতিতে সাইকেল চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার ঘড়ে এসে খেলতে থাকে অশোক জানতে চায়, "কি দিদি, তুই ওখানে অত ছুটে গেলি কেন ? কি হয়েছে রে ?" লোপা শান্ত হয়ে বলল, "কিছু না।" বলে আবার অশোকের সাথে খেলা শুরু করল। ঘটনাটা হলো, প্রতিবারের মত এবারও বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সাইকেল দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ধ্রুবও তার মধ্যে একজন ছিল। যখন একজন প্রতিযোগী ধ্রুবকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন পেছন থেকে আর একজন 'ধ্রুব ধ্রুব' বলে চিৎকার করে ধ্রুবকে সতর্ক করে দিচ্ছিল। সেই ধ্রুব ডাকের শব্দ লোপা শুনেছিল এবং ছুটে গেল বারান্দায়। কিন্তু সে দেখল না কাউকে, হতাশ হয়ে ফিরে এল। তারপর দিন সকলকে নিয়ে সদানন্দবাবু ঐ পাহাড়ী রাস্তা ধরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় কয়েকটি সাইকেলারোহী দ্রুত বেগে শো শো শব্দে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। লোপা আকুল আগ্রহে ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবে এদের মধ্যে ওর মনের পুরুষ ধ্রুব আছে। কয়েক মিনিট পর আবার সাইকেলারোহীরা ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। লোপা কৌতুহল বশতঃ বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "ওরা কারা এবং এভাবে এত দ্রুত সাইকেল চালাচ্ছে কেন ?" সাইকেলারোহীদের পেছনে একজন ভদ্রলোক আসছিলেন। তাকে সদানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন সাইকেলারোহীরা কারা এবং এত দ্রুত সাইকেল চালাচ্ছে কেন ? ভদ্রলোক

বললেন, যে এরা হ'লো দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ইঞ্জিনিয়ারিং। মহাবিদ্যালয়ের মাত্র প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও পঞ্চাo মাইল সাইকেল দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে তারা বাড়ী ফিরলো। বাংলোয় ফিরে হতাশ হয়ে লোপা ভাবে। জীবনে হয়ত কোথাও সে ধ্রুবকে দেখতে পাবে না। কতদিন আর এভাবে সে অপেক্ষা করে থাকতে পারবে? সে যে নিয়মের অধীন। সে অধীর হয়ে রাধামাধবকে তার প্রাণের কথা জানাল। তার মন বলছে, "লোপা কোন সাধনাই বিফল হয় না। ধৈর্য্য ধর। মন প্রাণ দিয়ে সেই পরম পুরুষের শরনাপন্ন হও। কায় মন বাক্যে তার সেবা কর। তিনি যে প্রেমময় লোপা, তোমার পবিত্র প্রেমকে তিনি বিফল হতে দেবেন না লোপা। তোমার ব্রতে তুমি জয়ী হবে লোপা। ভুলে যেওনা শিবপ্রিয়া সতীকে ভুলে যেয়ো না। শিব বিদ্বেষী পিতা দক্ষরাজের ভয়ে সতীর শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য শিবের আরাধনা ও পূজার কথা এবং তার লাঞ্ছনা ভোগের কাহিনী। সদা প্রেমের পূজা কর। প্রেম তোমাকে প্রতারণা করবে না। প্রেমে অবিচল থেকে তুমি তোমার কর্ত্তব্য করে যাও। প্রেমময়ের কৃপায় তুমি অবশ্যই জয়ী হবে। সে একদিন তার প্রেমস্পদের দেখা পাবে। এই আশাই তার প্রেরনা ও তার জীবন পথের আলো। তারপর ঐ শহরের পর আরও কয়েকটি ছোট পাহাড়ী শহরে বেরিয়ে তার নিরাপদে বাড়ী ফিরল।

কমলা প্রথম শ্রেণীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে। এম এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এহেন সময় শান্তনুর বোন গোপার জন্মদিন উপলক্ষে, শিবশঙ্কর, উমা, কমলা ও মা মেনকাদেবীকে নিয়ে ধ্রুব শান্তনুর বাড়ী গেল। ঐ দিন শান্তনুর মাসীমা আশাদেবী তার ডাক্তারপুত্র গৌতমকে নিয়ে গোপার জন্মদিন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন, কমলাকে দেখে আশাদেবী মুগ্ধ হলেন। তিনি সহজ ও তার সরলমনে মেনকাদেবীর সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন, দুজনার মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি গড়ে উঠল। বাড়ী ফেরার পূর্বে আশাদেবী মেনকাদেবীকে হঠাৎ বলে উঠলেন, "যাব একদিন আপনাদের বাড়ী বেড়াতে। তাড়িয়ে দেবেন না ত?" হাসতে হাসতে তিনিও আপন জনের মত উত্তর দিলেন, "আমার বাড়ীতে আপনার পদধূলি পড়লে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করিব। আপনার জন্য আমার ঘরের দরজা সদা উন্মুক্ত। কবে আসবেন বলুন?" "আসবো খুব শিঘ্রই" বলে তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বাড়ী ফিরে মেনকাদেবী প্রিয়নাথবাবুকে মনোমুগ্ধকর ঘটনা শোনালেন। তিনি অনুমান করেন এবং আশা করেন আশাদেবী খুব শীঘ্রই তাদের বাড়ী বেড়াতে আসবেন এবং তার ডাক্তার পুত্রের সহিত কমলার সম্বন্ধে প্রস্তাব করবেন। ওদিকে আশাদেবীও তার স্বামী সদাশিববাবুকে কমলার রূপ ও গুণের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গৌতমের সহিত তার সম্বন্ধের প্রস্তাব

করবে বলে স্বামীর মতামত জানতে চাইলেন। এও জানালেন যে গৌতমের কমলাকে খুব পছন্দ হয়েছে। সদাশিববাবুও সব শুনে খুশি মনে তার সম্মতি জানালেন। গৌতম ডাক্তারি পাশ করে দুবছর যাবৎ একটি সরকারি হাসপাতালে হাউস্ সারজন্ হিসাবে কাজ করছে। বাবা একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী অফিসার ছিলেন। অবসর প্রাপ্ত। বাড়ী এবং গাড়ী সবই আছে। সুতরাং পাত্র হিসাবে যে গৌতম সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নাই। পাত্রী এবং মেনকাদেবীর ব্যবহার ও আন্তরিকতায় আশাদেবী খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি স্থির করলেন আর দেরী না করে তিনি একদিন গিয়ে গৌতম-এর সহিত কমলার সম্বন্ধের প্রস্তাব করবেন। একটি দিন স্থির করে একমাত্র মেয়ে মিত্রাকে নিয়ে বিকেলে মেনকাদেবীর বাড়ী গেলেন। আশাদেবীকে দেখে মেনকাদেবী খুসী মনে বল্লেন, খুব খুশী হলুম এই গরিবের বাড়ীতে আপনার পদধূলি দেখে। সব খবর ভাল ?" "হ্যাঁ সব ভাল। আপনার ছেলের খবর ভাল ত ?" জানতে চান আশাদেবী। "হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্বাদে সে কুশলে আছে।,' উত্তর দিলেন মেনকাদেবী, "পুজোর ছুটিতে আসবে ?" জানতে চাইলেন আশাদেবী। "হ্যাঁ আর পুজোর ছুটিতে আসবে।" মেনকাদেবী জানালেন। "আপনার কাছে আমি একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।" বললেন আশাদেবী। হাসতে হাসতে মেনকাদেবী বল্লেন, "প্রার্থনা, তাও আবার আমার কাছে।" "হ্যাঁ আপনার কাছে। আপনার মেয়ে কমলাকে আমার পুত্রবধূ করে নিতে চাই। ইহাই আমার প্রার্থনা।" ক্ষণিক চুপ করে থেকে মেনকাদেবী বল্লেন, "ইহা প্রার্থনা নয়। বলুন ইহা আপনার হুকুম।" বল্লেন মেনকাদেবী। ইতিমধ্যে প্রিয়নাথবাবু স্কুল থেকে বাড়ী ফিরলেন। তাকে আশাদেবীর সম্বন্ধের প্রস্তাবের কথা বলতে তিনি কোন আপত্তি জানালেন না। প্রিয়নাথবাবু ও মেনকাদেবীর সম্মতি পেয়ে আশাদেবী তার পুত্র গৌতমকে দেখে আসার প্রস্তাব করলে। মেনকাদেবী জানালেন তার কোন প্রয়োজন হবে না! পরে প্রিয়নাথবাবু একদিন গিয়ে সব কথা পাকা করে আসবেন। তিনি আশাদেবীকে বল্লেন। আশাদেবী বাড়ী ফিরতে উদ্যত হলে মেনকাদেবী দেনা-পাওনার কথা বলতে গেলে আশাদেবী তাকে বাধা দিয়ে বল্লেন, "আপনি আপনার মেয়েকে দিচ্ছেন, এর বেশী আপনি আমাকে কি দিবেন আর আমিই বা কি পারি দিদি।" বলে আশাদেবী উৎফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরে গেলেন। একটি দিন ঠিক করে প্রিয়নাথবাবু, উমা, মামা সুকুমারবাবু ও প্রতিবেশী পরেশবাবুকে নিয়ে কমলার সম্বন্ধ পাকা করতে আশাদেবীর বাড়ী গেলেন। শদাশিববাবু তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। উপস্থিত আত্মীয় স্বজন সকলে উমাকে দেখে পাত্রী সম্বন্ধে ধারণা করলেন যে সে অবশ্যই উমার মত সুন্দরী হবে। যাহা হউক সব শেষে দেনা-পাওনার কথা উঠলে সদাশিববাবু বললেন, আমরা

পরস্পর পরস্পরের আত্মীয় হতে চলেছি, সুতরাং আমরা এমন কিছু করবো না বা করতে চাই না যাহা আত্মীয়র পীড়াদায়ক হউক। সুতরাং আমার ইচ্ছা যে যার বাড়ীর খরচ বহন করবেন। একথা শুনে একজন ভদ্রলোক বলে উঠেন, বর যাত্রীদের যাতায়াতের খরচ কে বহন করবে ?" শুনে শদাশিববাবু বললেন, "কেন ? বরযাত্রী নিয়ে যাব আমরা, আর তাদের খরচ বহন করবেন আর এক জনে। এ কেমন যুক্তি। সুতরাং বরযাত্রীর খরচ আমাদের বহন করতে হবে।" শুনে ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। তারপর শুভ কাজের দিন ঠিক করে প্রিয়নাথবাবু সকলকে নিয়ে খুশী মনে বাড়ী ফিরলেন। সব শুনে মেনকাদেবী খুব খুশী হলেন। সেদিন ধ্রুব এবং সুলতাকে চিঠি দিয়ে সুখবর জানিয়ে দিলেন। উমার বাবার আর্থিক অবস্থা জানা ছিল। এখন এতবড় খরচ বহন করা বাবার পক্ষ্যে অসাধ্য ব্যপার বুঝে উমা শঙ্করকে বিয়ের খরচের কথা বললে। উমার কথা শুনে শঙ্কর কমলার বিয়ের সব খরচ বহন করার অভিপ্রায় মেনকাদেবীকে জানালে মেনকাদেবী কোন আপত্তি করলেন না। তিনি শঙ্করকে তার পুত্রের মত স্নেহ করতেন। সুতরাং তিনি নিঃসঙ্কোচে শঙ্করের প্রস্তাবে রাজী হলেন। এভাবে তাহার আর্থিক সঙ্কট মোচন করে দেওয়ার জন্য তিনি করুণাময়কে প্রণাম করে বললেন, "তোমার করুণাই তোমার মহিমা প্রভু। তুমিও কেবল তোমার মহিমা জান।" তারপর দিন পরেশবাবু প্রিয়নাথবাবুর কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে তিনি খুব খুশী হয়ে বললেন, "পাত্রপক্ষের এরূপ উদার মনোভাব ও যৌক্তিক আচরণ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সৎ লোকের সহিত সৎলোকের সাক্ষাত ঘটে। আপনি একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। আপনার সাথে অনুরূপ ব্যক্তির সাক্ষাত হওয়াই স্বাভাবিক। এখন শুভকাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক, ইহাই আমি সর্বান্তকরনে প্রার্থনা করি।" খবর পেয়েই ধ্রুব পূজোর ছুটিতে বাড়ী এসেছে। এসেই প্রবীরকে নিয়ে গুরুজীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ পথে তপনের সাথে দেখা হলো। আনন্দে তপনকে ধরে ধ্রুব বলল, "অনেক দিন পরে দেখা হ'লো। কেমন আছিস্ তপন ?" "চলছে মোটামুটি। তুই কেমন আছিস ?" জানতে চাইল তপন। "ছোড়দির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হ'য়েছে শুনে বাড়ী এসেছি। এখন গুরুজীর সহিত দেখা করতে যাচ্ছি।" ধ্রুবর কথা শুনে তপন ধ্রুবর নিকট জানতে চাইল, ধ্রুব কবে হোষ্টেলে ফিরে যাবে। তপনের প্রশ্ন শুনে ধ্রুব বলল, "আমাকে কয়েকদিনের মধ্যে যেতে হবে। তোরা কবে যাচ্ছিস্ ?" ধ্রুবকে তপন জানাল। "আমরা সকলে কালী পূজোর পর যাবো।" তপনের সহিত তার একজন গার্ল্-ফ্রেণ্ড্ ছিল। সুতরাং দেরী না করে ধ্রুবও প্রবীরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তপন গেল শান্তনুর সাথে দেখা করতে। আর ধ্রুব গেল প্রবীরকে নিয়ে গুরুজীর সাথে দেখা করতে। অনেকদিন পর গুরুজী

ধ্রুবকে দেখে খুব খুশী। আসার কারণ জানতে চাইলে ধ্রুব গুরুজীকে বলল, "একটি প্রার্থনা নিবেদন করতে এসেছি গুরুজী।" শুনে গুরুজী বললেন, আমার কাছে প্রার্থনা নিয়ে এসেছ! বল, কি তোমার প্রার্থনা? তোমার প্রার্থনা মেটাতে পারলে আমি খুব খুশী হব ধ্রুব! গুরুজীর আশ্বাসবাণী শুনে ধ্রুব বলল, "আমার ছোড়দির বিয়ে। আমার প্রার্থনা, আপনি বিয়েতে উপস্থিত থেকে ছোড়দিকে আশীর্বাদ করবেন।" ধ্রুবর কথা শুনে গুরুজী বললেন, "তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। আমি নিজে উপস্থিত থেকে তোমার ছোড়দির শুভকাজ সম্পন্ন করাইব। তুমি নিশ্চিন্তমনে কলেজে ফিরে গিয়ে নিজের কাজে মন দেও।" গুরুজীর কাছ থেকে বেরিয়ে ধ্রুব গেল প্রধান শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করতে। প্রধান শিক্ষক অনেকদিন পর ধ্রুবকে দেখে প্রধান শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "শুনেছিলাম তোমার নাকি ইংলিশ লেকচার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। একথা কি সত্য ধ্রুব। আশা করি সে অসুবিধা আর অনুভব কচ্ছো না। এখন নিশ্চয় সে সব অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছ।" ধ্রুব উত্তরে জানাল, যাহা শুনেছেন তাহা সত্য। হ্যাঁ স্যার সে সব সঙ্কট কাটাতে পেরেছি। "এখন ক্লাসে তোমার স্থান কি?" জানতে চান প্রধান শিক্ষক মহাশয়, "ওখানে প্রথম স্থান স্যার।" ধ্রুব একথা জানালে প্রধান শিক্ষক আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "বল কি? আমি যে শুনেছিলাম একজন দক্ষিণ ভারতীয় প্রথম হয়েছে?" "ঠিকই শুনেছিলেন স্যার। সে প্রথম বৎসর প্রথম হয়েছিল। তারপর থেকে আমি প্রথম হচ্ছি।" বলল ধ্রুব। এতবড় সুসংবাদ আমি আজ পর্য্যন্ত জানতে পারিনি। আমি শুনে খুব খুশী ধ্রুব এবং আশীর্বাদ করি, তুমি জীবনে উন্নতির শিখার আরোহণ কর ধ্রুব। তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজারামবাবু কেমন আছেন? ইনি আমার পূর্বপরিচিত। ইনি একজন সজ্জন ও ন্যায়পরায়ণ শিক্ষাবিদ্। তোমার সাথে তার নিশ্চয় আলাপ হয়? "হ্যাঁ স্যার, তার সাথে আমার প্রায়ই সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। তিনি ভাল আছেন স্যার।" "এরপর তুমি কি করবে?" জানতে চান প্রধান শিক্ষক। "স্যার ও নিয়ে এখনও কিছু ভাবিনি। ভবিষ্যতে নিয়ে ভাবলে চঞ্চল মন আরও চঞ্চল হবে স্যার। আমি বর্ত্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত আছি। বর্ত্তমানকে দিয়েই আমার ভবিষ্যত জীবন তৈরী হবে স্যার।" বলল ধ্রুব। ধ্রুবর এরূপ দৃঢ়প্রত্যয়ের ভূয়সি প্রশংসা করলেন প্রধান শিক্ষক মহাশয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধ্রুব ও প্রবীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এমত সময় লোপা তার বন্ধুদের সাথে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিল। তখন বিপরীত দিক থেকে ধ্রুব ও প্রবীর আসছিল। হঠাৎ প্রবীরের মুখে ধ্রুব নাম শুনে লোপা চমকে উঠল এবং ধ্রুবকে দেখে লোপার মাথা ঘুরে গেল। কে এই সুন্দর সৌম্যকান্ত যুবক। এই

কি সেই তার মানব মানুষ ধ্রুব। যাকে দেখার জন্য সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে দিন গুনছে। তার মুখ থেকে কোন কথা বেরোলো না। তার দৃঢ় বিশ্বাস এই যুবকই তার মনের মানুষ যাকে দেখে তার মন ব্যাকুল হ'লো। সে প্রতিদিন কত যুবক দেখছে, কৈ কারুর জন্য তার মন এত চঞ্চল বা ব্যকুল হয় না। তবে আজ কেন তার মন এত চঞ্চল ও অধীর হলো। পাশে দাঁড়ান শীলাকে লোপা ধরে ফেল্‌ল। "কি রে শরীর খারাপ লাগছে না কি?" জিজ্ঞেস করে শীলা। "হঠাৎ মাথা কেমন ঘুরছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।" জানিয়ে লোপা ওদের সাথে হাঁটতে থাকে। নিঃশব্দে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বাড়ী চলে গেল। বাড়ী গিয়ে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়ল। লোপা বাড়ী চলে গেলে রুবী শিলাকে বলছে, "দেখ শীলা, হঠাৎ লোপা কি রকম অসুস্থ হয়ে পড়ল। হাসি আর আনন্দে ভরা মুখখানি হঠাৎ কি রকম ম্লান হয়ে গেল। ও নিশ্চয় আমাদের কাছে কিছু লুকোচ্ছে।" "কৈ না। আজ পর্যন্ত সে রকম কিছু দেখিনি ত। দাঁড়া পরদিন সকলে মিলে ওকে চেপে ধরব, তবেই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।" বল্‌ল শীলা। "না না পরীক্ষার আগে এ নিয়ে হৈ চৈ না করাই ভাল।" বল্‌ল রুবী। তারপর পরীক্ষার পূর্বে লোপার মধ্যে এরূপ কোন চাঞ্চল্য না দেখে ওরা চুপ করে রইল।

তপন ধনীর পুত্র। চিরদিন স্বাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দের মধ্যে মানুষ হয়েছে। সে এখন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে। তার বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই। কলেজ থেকে ছুটিতে বাড়ী ফিরে তার বন্ধুদের সাথে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিতে সে দিন কাটায়। ভুলে যায় তার ভবিষ্যত জীবনের কথা। পুত্রের এরকম উশৃংখলতা দেখে রমেনবাবু একদিন তপনকে ডেকে তার পড়াশুনা কিরূপ অগ্রগতি হচ্ছে জানতে চাইলে তপন উত্তরে জানাল, "মোটামুটি চলছে। পুত্রের কথা শুনে তিনি বল্‌লেন, "শুনলাম তোমার পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হচ্ছে না। যদি আশানুরূপ না হয় তবে তুমি বিদেশের কলেজে ভর্ত্তির সুযোগ পাবে না। সুতরাং সময় থাকিতে তোমার সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অযথা বন্ধুদের সাথে আনন্দ ফুর্তি করে অমূল্য সময় নষ্ট কোরো না। তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তোমার নিজের ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হয়েছে। যদি কোন বিষয় দুর্বল মনে হয় এবং কোন প্রফেসারের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন মনে কর, তবে কোন প্রফেসারের নিকট গিয়ে তাহার সাহায্য নাও। তারপর রমেনবাবু তার মাতার ফটো দেখিয়ে বলেন, খুব ছোট বেলায় তুমি তোমার মাকে হারিয়েছ। তার মৃত্যুর সময় আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম। তোমার ছেলের ভার আমি গ্রহণ করলাম। সেই অবধি তোমাকে নিয়ে সুখে দুঃখে দিন কাটাচ্ছি। তুমি এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছ। তোমার কৃতিত্ব দেখে তোমার মা খুব আনন্দ পাবে। এবং আমিও খুব আনন্দিত। তুমি তাকে হতাশ করো না বাবা। তবেই

তোমার মাকে আমার দেওয়া কথা পালন করা হবে। আর তোমার মা তোমাকে প্রাণ ভরে আশির্বাদ করবেন। তাই তুমি এই অসৎ পথ ছেড়ে সৎ পথে চলো। এই আমার অনুরোধ।" বাবার আবেগময় করুণ কথা শুনে তপন অভিভূত হ'য়ে পড়ল। সে তার নিজের ঘরে গিয়ে ভাবছে তার হতভাগ্য জীবনের কথা। মাকে তার মনে নেই। কেবল ফটোতেই সে মাকে স্মরণ করছে। মাতৃস্নেহ, ভালবাসা কি বস্তু! সে তার স্বাদ কোনদিন পায় নি। জন্মান্ধ যেরূপ পৃথিবীর অপরূপ শোভা সৌন্দর্য্যের আস্বাদ থেকে চিরদিন বঞ্চিত। তপনও সেরূপ মাতৃস্নেহ থেকে চিরদিন বঞ্চিত। সে বড়ই দুঃখী, সে অবুঝ, সে কিছুতেই তার দোষ ত্রুটি বুঝতে চায় না। আর তার বন্ধুরা কেবল তার প্রশংসা করেই যায়, কেউ তার ত্রুটির উল্লেখ করে না। যখন সে তার ভুল বোঝে তখন সে চেষ্টা করেও এই অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। ধ্রুব তার কোনদিন কোন অনিষ্ট করে নাই, তবে কেন সে সদা ধ্রুবর বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে। পক্ষান্তরে ধ্রুব তার সহিত বন্ধুসুলভ আচরণ করে আসছে। সে তার এরূপ কাজের জন্য খুবই অনুতপ্ত। ভুলে যেতে চায় 'ধ্রুবর প্রতি তার বিদ্বেষ মনোভাব। কিন্তু হায়! ক্ষণিকের এই সৎ চিন্তা পরক্ষনেই আবার কোথায় বিলিন হয়ে যায়। চিন্তার জালে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে এবং পরক্ষণেই বেড়িয়ে পরে বাড়ি থেকে। যায় তার এক গার্ল ফ্রেন্ডের বাড়ি। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যায়। পথে ধ্রুব ও প্রবীরের সাথে সাক্ষাত হলো। ধ্রুব ও প্রবীরের সাথে কিছু সময় কথা বলে তপন তার গার্ল-ফ্রেন্ডকে সঙ্গে করে শান্তনুর বাড়ীর দিকে রওনা দিল। কিছুদূর গিয়ে তার গার্ল-ফ্রেন্ড জুলি শান্তনুর বাড়ী যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলো, জুলিকে ছেড়ে সে একাই শান্তনুর বাড়ী গেল। শান্তনু ও গোপা তখন ব্যাডমিণ্টন খেলছিল। তপনকে দেখে শান্তনুর মা চামেলিদেবী খুব খুশী হলেন। শান্তনু কবে হোস্টেলে ফিরে যাবে জানতে চাইলে, শান্তনুর মা তপনকে জানাল যে শান্তনু ভাই ফোঁটার পরের দিন যাবে। তপনও ঐদিন যাবে। সুতরাং সকলে ভাই ফোঁটার পরের দিন কলেজ হোস্টেলে ফিরে গেল। ওদের কলেজে এবার শেষ বর্ষ শুরু হবে। কলেজে গিয়ে শুনতে পায় যে এবার আন্তকলেজ স্পোর্টস ধ্রুবদের কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক প্রতিযোগিদের নাম এবং প্রতিযোগদানকারীদের মান নির্ণয় পরীক্ষার তারিখ জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। মান নির্ণয় পরীক্ষায় মাত্র দুজন উত্তীর্ণ হয়েছে। তপন, রতন ও স্বপন দৌড়ে নাম দিয়েছিল বটে কিন্তু কেহই মান নির্ণয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। পূজার ছুটির পর ধ্রুব হোস্টেলে ফিরে গিয়ে শুনতে পেল যে গ্রীষ্মের ছুটির পর আন্তকলেজ স্পোর্টস ধ্রুবদের কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। ধ্রুবকে ডেকে বিজ্ঞপ্তি-

খানি চেয়ারম্যান রাজারামবাবু তার হাতে দিলেন। তখন ছোড়দির বিয়ের জন্য ধ্রুব তার নিকট কয়েকদিন ছুটির প্রার্থনা করলে, চেয়ারম্যান কোন কথা না বলে তার ছুটি মঞ্জুর করলেন।

ছোড়দির বিয়ের দুদিন পূর্বেই ধ্রুব বাড়ী এল, গৌতম শান্তনুর মাসতুতো ভাই একারণ শান্তনু বিয়ের দুদিন আগে এসে গেল। বিয়ের আগের দিন গুরুজী এসে সব খোঁজ খবর নিয়ে ধ্রুবকে আশ্বাস দিয়ে বিয়ের দিন আসবেন বলে চলে গেলেন। পিঙ্কি সুলতা বিয়ের দুদিন পূর্বে এসেছিল। সকলের উপস্থিতিতে মহা ধুমধামের সহিত কমলার বিবাহ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হোলো। সকলের উপস্থিতিতে ধ্রুব বলল এবার তাদের কলেজে সর্বভারতীয় আন্ত কলেজ স্পোর্টস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ধ্রুব সাঁতার, ভারোত্তলন ও বক্সিং তিনটি বিভাগে তার যোগদান করার কথা। সে বক্সিং-এ যোগদান করার অনিচ্ছা সে জানিয়েছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার আবেদন গ্রাহ্য করেনি। যোগদান না করলে ফলাফল তার পক্ষে শুভ হবে না ব'লে কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়েছিল। তাই সে বক্সিং-এ অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কমলার বিয়ের পর ছাত্রাবাসে ফিরে যাওয়ার আগে ধ্রুব শান্তনু ও প্রবীরকে সঙ্গে করে কিছু জিনিষপত্র কিনতে বেরিয়েছিল। তখন বিকেল তিনটা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিনী লোপা তখন তার কয়েকজন বান্ধবীর সাথে কোচিং ক্লাস শেষ করে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় ধ্রুব, শান্তনু ও প্রবীরের সাথে বিপরীত দিক থেকে হেঁটে যাচ্ছিল। লোপা গাড়ীতে উঠতে যাবে এমন সময় তার দৃষ্টি পড়ল ধ্রুবর উপর। আবার সেই শান্ত ধীর স্থির সৌম্য কান্তি ধ্রুবকে দেখে লোপা স্থির থাকতে না পেরে মাথা ঘুরে ফুটপাতের উপর পড়ে গেল। ওর বান্ধবীরা সকলে ধরাধরি করে গাড়ীতে তুলে দিল। রাস্তায় ভীড় হচ্ছে দেখে ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ী ছেড়ে দিল। ওর দুজন বান্ধবী ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। মা সব শুনে লোপাকে বিশ্রাম নিতে বললেন। ধ্রুব ওদের সাথে কথা বলতে বলতে চলে গেল। তারা এই ঘটনার কিছুই জানতে পারলো না। কয়েকদিনের মধ্যে লোপার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সদানন্দবাবু লোপার শরীর খারাপের কথা শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ছোড়দির বিয়ে খুব আনন্দে কাটিয়ে ধ্রুব সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যথা সময় কলেজে ফিরে গেল। ছোড়দির বিয়েতে সাত দিন কলেজ কামাই হয়েছিল বটে কিন্তু অনলস পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ে ক্ষতি সে পূরণ করতে পেরেছিল। এদিকে করুণাময়ের কৃপায় লোপার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও নির্বিঘ্নে শেষ হলো।

তখন দেশের সর্বত্র শিল্পে মন্দাভাব চলছিল। শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ না হয় লক আউট। কাঁচা-

মালের অভাবে রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে, আর দেশের বাজারের চাহিদা মেটান সম্ভব হচ্ছে না বলে ব্যবসায়িরা চড়া দামে মাল বিক্রয় করছে। শিল্পে এরূপ মন্দাভাবের ছোঁয়া সদানন্দ উদ্যোগেও লেগেছে। সরকার কর্তৃক কাঁচামালের সরবরাহ কমিয়ে দেওয়াতে বাজারের চাহিদামত মাল সরবরাহ করতে পাচ্ছে না। সরকারের কাজ থেকে বর্তমানে যেটুকু কাচামাল তারা পাচ্ছে। তা দিয়ে সরকার ও বিদেশে রপ্তানি করে যৎসামান্য অবশিষ্ট মাল কেবল দেশের বাজারে তারা সরবরাহ করে থাকে যাহা চাহিদার তুলনায় খুবই যৎসামান্য সুতরাং কোম্পানির আয় উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পেয়েছে। যে পর্যন্ত না আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় শ্রমিক ও কর্মচারীদের পালাক্রমে বসিয়ে রাখার আদেশ দেওয়া হল। কোম্পানির চিরাচরিত নিয়মমত এই কাজ হচ্ছে না বলে শ্রমিকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দিল। বিভাগীয় অধিকর্ত্তারা অভিযোগ করলেন দক্ষ ও পুরান কর্মিদের বসিয়ে রাখলে উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্রধান কর্মকর্ত্তা তাদের জানালেন কর্মিদের দক্ষতা ও প্রশংসাপত্র বিচার করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, অনুসন্ধান করে দেখা গেল নতুন শ্রমিক সংঘের কোন কর্মিকে বসিয়ে রাখা হয়নি। সকলেই সন্দেহ কচ্ছেন যে শ্রমিক সংঘের সহিত প্রধান কর্মকর্তার নিশ্চয় কোন যোগাযোগ আছে। কারণ সংঘের কয়েকজন শ্রমিক কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু অংশ অসদুপায়ে কারখানা থেকে সরিয়ে বাজারে বিক্রয় করছে। এই সব শ্রমিকের প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারিও নতুন ইউনিয়নের সভ্য, প্রশাসনিক ত্রুটির জন্য কোম্পানির এরূপভাবে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু প্রধান কর্মকর্ত্তা ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। উপায়ন্তর না দেখে সদানন্দবাবু ধনেশবাবুর কাছ থেকে এবং সরকারের কাছ থেকে টাকা ঋণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি কর্মপরিষদের সভা ডাকলেন। সভায় কোম্পানিতে শ্রমিক অসন্তোষ ও তাহা দূরিকরণ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হলো। পরোক্ষভাবে সকলেই প্রধান কর্মকর্ত্তার অযোগ্যতা ও শিল্পী বিরোধী মনোভাবের নিন্দা করলেন। যাহা হউক তিনি ইঞ্জিনীয়ার এবং শ্রমিক কর্মচারিদের প্রতি আবেদন রেখে কোম্পানি এই সঙ্কট সময় যে তারা যেন সকলে তাদের মতভেদ ও বিবাদ ভুলে গিয়ে বললেন সততা ও নিষ্ঠার সহিত পূর্বের ন্যায় একযোগে কাজ করে কোম্পানির উন্নতি সাধনে সহযোগিতা করেন। তারপর তিনি সরকারের সহিত দেখা করে কাঁচামালের অভাবের কথা তাদের জানিয়ে আবেদন করলেন, যদি সরকার তাকে নির্দ্ধারিত মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন। তবে অনন্যোপায় হয়ে তিনি সরকারকেও মাল সরবরাহ বন্ধ করতে বাধ্য হবে। তিনি আশা করেন যে সরকার তার আবেদনে সাড়া দেবেন। তার আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকার তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অনতিবিলম্বে তাকে নির্দ্ধারিত মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ

ব্যবস্থা করা হবে। সরকারের কাছ থেকে মালের সরবরাহ পেয়ে পুনরায়, সদানন্দ উদ্যোগের উৎপাদন ও বাজারে মাল সরবরাহ স্বাভাবিক হলো। বসিয়ে রাখা সব কর্মচারি আবার কাজে যোগ দিল, সকল কর্মচারি খুসী। সদানন্দ-বাবু তার কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করে সরকারের কাছে বর্দ্ধিত হারে কাঁচামাল সরবরাহের আবেদন করেছিলেন। বর্দ্ধিত হারে কাঁচামাল সরবরাহের আশ্বাস দিয়ে সরকার তাকে চিঠি দিলেন। চিঠি পেয়ে তার পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য চারজন ইঞ্জিনীয়ার ও পঞ্চাশ জন শ্রমিক কর্মির নিয়োগ পরিচালক মণ্ডলি সভায় অনুমোদন করিয়ে নিলেন। তারপর কর্মপরিষদের সভায় পরিকল্পনাটি সবিশেষ আলোচিত হ'লো সব সভ্যই পরিকল্পনা শুনে খুব খুশী হলেন এবং অনুমোদন করলেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে কোন কর্মিকে বসিয়ে রাখার পূর্বে, তা কর্মপরিষদের অনুমোদন নিয়ে করতে হবে বলে সভা অনুমোদন করিল। এরূপ সিদ্ধান্ত শুনে সব শ্রমিক কর্মচারি খুব খুশী হলেন। কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে প্রধান কর্মকর্ত্তাকে চারজন ইঞ্জিনীয়ার ও পঞ্চাশজন শ্রমিক কর্মচারিকে নিযুক্ত করার সব ব্যবস্থা পাকা করতে বললেন। নব নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের দায়িত্ব উৎপাদক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত্তার উপর ন্যস্ত করা হ'ল। সব ব্যবস্থা পাকা করে সদানন্দবাবু তার এককালের ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু ও উমার শ্বশুর অশেষবাবু টেক্‌নিকার স্কুলে গেলেন ধ্রুবর বিষয়-খবর শোনার আগ্রহে এবং তার ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজনের কথা জানাতে। অশেষবাবু সদানন্দবাবুর সাহসের কথা শুনে খুব খুশী হলেন এবং তিনি তাহাকে সম্ভাব্য সব সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। তারপর তারা দুজনে পারিবারিক আলোচনা করতে করতে অশেষবাবু সদানন্দবাবুকে বল্‌লেন, "জানো সদানন্দ, আমার বৌমাটি নামেও উমা আর রূপে এবং গুণেও উমা। বাপ-মায়ের তিনটিই রত্ন। এই ত কিছুদিন আগে ছোট বোন কমলার বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা। আর ছেলে ধ্রুব সম্বন্ধে কি আর বলব। বুঝলে ওখানেও ক্লাশে প্রথম ছাত্র। কি তার মেধা ও ব্যক্তিত্ব। সব বিষয়ে পারদর্শী। যেমনি পড়াশুনায় তেমনি খেলাধূলায়। অনেক ছেলেকেই ফার্ষ্ট হতে দেখেছি। কিন্তু এরকম কচি বয়সে এর মত বিভিন্নমুখী প্রতিভার ছাত্র এর আগে আমি কোনদিন দেখিনি। একদিকে যেমন তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা আবার অন্যদিকে তেমনি কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা ও অনুরাগ। এরকম ছেলে জগতে দুর্লভ। ধ্রুবর অভূতপূর্ব প্রশংসা শুনে ওখান থেকে বেরিয়ে শান্তনু ও তপনের কলেজে গেলেন। উদ্দেশ্য অধ্যক্ষের সহিত আলাপ করে যদি উৎসাহ যুবক ইঞ্জিনীয়ারের সন্তান পান। প্রতি কলেজে ফাইনাল পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। সকলেই এখন ব্যস্ত। সকলের মুখে ধ্রুবর এত প্রশংসা শুনে তার একবার ধ্রুবকে স্বচক্ষে দেখে আলাপ

করার ইচ্ছা হল। তিনি ঠিক করলেন জানুয়ারি মাসে রাজারামবাবুর সহিত দেখা করতে গিয়ে ধ্রুবর সহিত আলাপ করে আসবেন। মনে মনে তিনি ধ্রুবকে নিয়ে অনেক পরিকল্পনা করে রেখেছেন। তিনি ধ্রুবকে ছেলের মত আপন করে নিতে চান। প্রয়োজন হলে কোম্পানির সব দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দিতে দ্বিধা করবেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল ধ্রুব কি এরকম প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে রাজী হবে, লোপা কি ওর অনুপযুক্ত হবে? যাহা হউক একবার ধ্রুবর সাথে আলাপ করলে ওর মনোভাব বোঝা যাবে। এরূপ বিভিন্ন চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সবচেয়ে তার বড় বাধা তার স্ত্রী সুরুচিদেবী। তিনি আবার তপনমুখি। যদিও তপন একজন ধনি শিল্পপতির পুত্র ও ভবিষ্যতে ইঞ্জিনীয়ার হবে। তথাপি ধ্রুবর জায়গায় তাকে ভাবাই যায় না। তার উপর সে উশৃঙ্খল ও অহঙ্কারী যুবক। তপনকে সে ভালভাবে জানে। জানে তার অসদাচরণের জন্য বন্ধুসমাজে ও শিক্ষক মহলে অপ্রিয় হওয়ার কথা, পিতার অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারীতার কথা। এরকম যুবককে যদি তার স্ত্রী সুরুচিদেবী লোপার উপযুপ্ত পাত্র বলে মনে করে থাকেন, তা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ও লোপার হবে আত্মহত্যার সামিল। তিনি ধ্রুবকে নিয়ে যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন তা যে সবই বাতাসে ভেসে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। ধ্রুব অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারি হলেও লোপাও যে রূপে গুণে অসাধারণ, সে বিষয়ে সদানন্দবাবুর কোন সংশয় নাই। যদি লোপাও তার মার মত তপনমুখি হত, তবে এতদিনে অবশ্যই তার পরিচয় পেতেন। তাই লোপার আচরণ গতিবিধির ও মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন বলে তিনি স্থির করলেন। এর মধ্যে হঠাৎ তপন একদিন তার পিসিমা রেবাদেবীর সহিত বেড়াতে এল। উদ্দেশ্য তপনের জন্মদিনে আমন্ত্রণ করতে। সদানন্দবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না। সুরুচিদেবী তাদের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি করলেন না। তপন লোপাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার পরীক্ষা কেমন হল। মোটামুটি হয়েছে, জানাল লোপা। কি রকম ফল আশা করছেন? তপনের প্রশ্নের উত্তরে লোপা তপনকে বলল, পরীক্ষা দিয়ে অনেকেই অনেককিছু আশা করে থাকে, তা কি সে পায়? শুনে তপন বলল, তবুও একটা ধারণা করা যায়। এই ত দেখুন না, আমি আশা করেছিলাম আমার নাম পঞ্চাশ জনের মধ্যে থাকবে। তাই পেয়েছি। "না আমি সেরকম ধারণা করতে পারি না। পরীক্ষকরা যা দেবেন তাই আমি পাব।" লোপার উত্তর শুনে তপন চুপ করে যায়। ওরা দুজনে কথা বলছে দেখে সুরুচিদেবী রেবাদেবীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেলেন। সাথে সাথে লোপাও তপনকে বসুন বলে উঠে তার নিজের ঘরে চলে গেলেন। লোপার এরূপ চলে যাওয়া তপন ক্ষুব্ধ হল। বাইরে তার প্রকাশ না করে তপন পিসির অপেক্ষায় চুপ করে বসে রইল। তপনকে একা চুপ করে বসে থাকতে

দেখে সুরুচিদেবী বিস্মিত হলেন বটে কিন্তু হাসিমুখে তপনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাল তোমার জন্মদিন। আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছা! কিন্তু কাল লোপার গানের পরীক্ষা। ওর বোধহয় যাওয়া হবে না। লোপাকে সম্বোধন করে সুরুচিবেদী জিজ্ঞেস করলেন, "কাল তুই যেতে পারবি লোপা ?" মার কথা শুনে লোপা তাকে জানাল।" গানের পরীক্ষার জন্য সে যেতে পারবে না। যাহা হউক অশোকের বাবা আসুক। তার সাথে আলাপ করে একটা সিন্ধান্ত নেওয়া যাবে। লোপাকে সম্বোধন করে তপন বল্ল, আপনার গানের পরীক্ষার পর যাবেন ? শুনে লোপা জানাল যে গানের পরীক্ষার পর তার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না।" "গেলে আমরা খুব খুশী হতাম। বল্লেন রেবাদেবী। তারপর রেবাদেবী ও তপন চলে গেল। সদানন্দবাবু বাড়ী ফিরলে তপনের জন্মদিনে যাওয়ার নিমন্ত্রণের কথা সুরুচিদেবী তাকে বললেন। শুনে সদানন্দবাবুর জরুরী কাজের জন্য যেতে পারবে না বলে জানিয়ে দিল। তারপর সুরুচিদেবী লোপাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বল্ল। লোপা গানের পরীক্ষার জন্য তার যাওয়া সম্ভব হবে না বলে সে মাকে জানিয়ে দিল। লোপার ইহা একটি না যাওয়ার অজুহাত মনে করে তিনি লোপাকে তিরস্কার করলেন। ইহা শুনে সদাদন্দবাবু স্ত্রীকে বললেন, "তুমি শুধু শুধু ওকে তিরস্কার করছ। ও বলছে ওর গানের পরীক্ষা সুতরাং ওর পক্ষে যাওষা সম্ভব নয়। ও ত কিছু অযৌক্তিক বা অন্যায় বলে নি। দ্বিতীয়ত তপনের জন্মদিনে ও গিয়ে কি করবে ? আত্মীয় হলেও একটা কথা ছিল, তাও নয়। ওখানে গিয়ে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে ওকে পড়তে হবে। তাই ওর না যাওয়াই ভাল। তুমি অশোককে নিয়ে আশীর্বাদ করে এস তাতেই হবে। তাই হল। পরদিন সুরুচিদেবী পুত্র অশোককে নিয়ে তপনের জন্মদিনে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। জন্মদিনে পাড়ার বন্ধু ব্যতীত তপনের কয়েকজন গার্ল ফ্রেন্ডও এসেছিল। তাদের নিয়ে তপন খুব আনন্দ, হৈ হুল্লোর করছে। অশোক পাশে দাঁড়িয়ে ওদের ফুর্ত্তি দেখছিল। হঠাৎ একটি বন্ধু বলে উঠলো, অনেক রাত হল, কোথায় তোর লোপা নামে নতুন গার্ল-ফ্রেন্ড। তাকে দেখতে পারছি না ত। শুনে তপন বল্ল, সে আজ আসতে পারে নি। পরে একদিন দেখাব। তপনের এই কথাগুলি অশোক শুনতে পায়। বাড়ী ফেরার সময় অশোক মাকে তপনের কথাগুলি বলল। মা শুনে বল্ল, "বাড়ীতে গিয়ে একথা কাউকে বলিস না।" অশোক শুনে বলে, "কেন মা, বল্লে কি হবে।" অশোকের কথার জবাব না দিয়ে সুরুচিদেবী চুপ করে গেলেন। কিন্তু বাড়ী ঢুকেই অশোক প্রথমে বাবাকে তারপর লোপাকে সব বলে দিল। অশোকের কথা শুনে সুরুচিদেবী চুপ করে তার ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, আর সদানন্দবাবু গম্ভীর মুখে তার ঘরে গেলেন। আর লোপা লজ্জায় ও ঘৃণায় মাথা হেট করে চুপ করে বসে রইল। সুরুচিদেবীকে

সম্বোধন করে সদানন্দবাবু বললেন, "বুঝলে এখন। দেখ কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ভগবান জানেন। তুমি ও বাড়ীতে আর না গেলেই আমি খুশী হবো। আর তপনকেও তুমি প্রশ্রয় দিও না। সুরুচিদেবী আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন, "তোমার এত উত্তেজিত হওয়ার কোন কারন ঘটেনি। এ বয়সে ওর পক্ষে এরকম আচরণ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।" হ্যাঁ, তুমি ত তাই বলবে। তবে মেয়েকে নিয়ে তুমি কোনদিন ওদের বাড়ী যাবে না। বললেন সদানন্দবাবু। লোপা তারপর ওখান থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। এই ঘটনার পর থেকে হাসি আর আনন্দে ভরা লোপার মনে নেমে এল ভয় ও আতঙ্কের ছায়া। কিন্তু সে বিশ্বাস করে যে এর মধ্যেই নিহিত আছে কোন অজানা মঙ্গলের ইঙ্গিত। ভগবান যা করেন সবই মানুষের মঙ্গলের জন্য করে থাকেন। সুরুচিদেবী বলতে থাকেন অসাক্ষাতে মানুষ অনেক কথাই বলে থাকে। তাতে কান না দেওয়াই উচিত। আমার মেয়ে ওর সাথে কথা বলতে বা বেড়াতে যায় না। সুতরাং এই সাধারণ বিষয় নিয়ে তোমার এত উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। একটা বাচ্চা ছেলের কথা শুনে এত হৈ চৈ কেউ করে না। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে তপনের এখনও ছেলেমানুষি বুদ্ধি যায় নি। ভালমন্দ বিচার করে কোন কথা বলতে শেখেনি। সুতরাং ও যদি কোন অন্যায় বা অবাঞ্ছিত কথা বলে থাকে, তার কোন গুরুত্ব না দেওয়াই উচিত। এরকম বয়সে ওরকম কথা ও কাজ বহু ছেলেই করে থাকে' বলে সুরুচিদেবী চুপ হয়ে গেলেন। "বাচ্চার মুখে বাচ্চা কথা শুনতে ভাল লাগে কিন্তু এতে যে কেউটে বিষ।" বললেন সদানন্দবাবু।

কিছুদিন পরে লোপার উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হ'লো। লোপা প্রথম বিভাগে দুটি লেটার সহ পাশ করেছে, বিকেলে ওর কয়েকজন বন্ধু ওকে অভিনন্দন জানাতে এল। এমন সময় রেবাদেবী ও তপন এল তাকে অভিনন্দন জানাতে। লোপা সব বন্ধুদের সহিত হাসি ঠাট্টা ও গল্প করে কিছু সময় কাটিয়ে মিষ্টি দিয়ে তাদের অপ্যায়ণ করলো। ইতিমধ্যে তপন গিয়ে লোপার বন্ধুদের সাথে আলাপ করতে শুরু করলো। লোপা কিছুসময় চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনে হাসতে থাকে। এদের মধ্যে সোমা নামে সুরুচিদেবীর দূর সম্পর্কের একটি আত্মিয়াও ছিল। যাহা হউক কিছু সময় পর বন্ধুরা সব চলে গেল লোপা গিয়ে রেবাদেবীকে প্রণাম করে তার পাশে বসলো। রেবাদেবী লোপার ভাল ফল হয়েছে শুনে খুব খুশি হয়ে লোপাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ জানালেন। লোপা রেবাদেবীকে বললেন, সঙ্গীত গুরুর আসার সময় হয়েছে। "বলতে বলতেই তিনি এসে গেলেন। লোপা ওখান থেকে উঠে মাষ্টার মহাশয়কে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। সঙ্গীত শিক্ষক পরীক্ষার রেজাল্ট জানতে চাইলো লোপা তাকে জানালেন যে দুটো লেটার

নিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। সঙ্গীতেও লেটার পেয়েছে জানিয়ে সঙ্গীত গুরুকে প্রণাম করলো। গুরু শুনে খুব খুশি ও আনন্দে লোপাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে দুজনের মধ্যে অনেক সময় ধরে কথাবার্তা হলো। কিছু সময় পর লোপা নিজে সঙ্গীত গুরুর জন্য নানা প্রকারের খাদ্য দ্রব্য এনে দিলেন। লোপাকে না আসতে দেখে রেবাদেবী তপনকে দিয়ে লোপাকে ডেকে পাঠালেন। লোপা এলে রেবাদেবী তাকে বল্লেন, "আজ তবে চলি। খুব খুশি হ'লাম তোমার ভাল ফলের খবর শুনে। যেও মার সাথে। এখন ত কয়েকদিন স্কুল কলেজ নেই। তপনও দুটো লেটার পেয়ে পাশ করেছিল। কোন্ কলেজে ভর্ত্তি হবে ঠিক করেছে? এখন কিছু ঠিক করিনি।" লোপা উত্তর দিল। তারপর তপন ও বেবাদেবী চলে যাওয়ার একটু পরেই বাবা অফিস থেকে ফিরলেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবা ও মায়ের চা জলখাবার নিয়ে এল। সুরুচিদেবী তপন ও রেবাদেবীর রেজাল্ট্ জানতে আসার খবর সদানন্দবাবুকে জানালেন। ওদের আসার কথা শুনে তার মনের ভাব অনেক বদলে গেল। ইতিমধ্যে সঙ্গীতের মাষ্টার এসে বসলেন সদানন্দবাবুর কাছে। সদানন্দবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন। আপনার ছাত্রী কেমন রেজাল্ট্ করল পরীক্ষায়? হাসতে হাসতে গুরুজী বললেন, আপনি তো সবই জানেন। আমি আর কি বলবো। ও যে সঙ্গীতে লেটার পাবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। বুদ্ধি, বিবেচনায়, রূপে, গুণে, এরকম মেয়ে আমি দুটি দেখিনি। কেবল অপরূপাই নয়, গুণেও গুণবতী। এরকম মেয়ের পিতা মাতা হয়ে আপনারা খুবই ভাগ্যবান। আর ওকে গান শেখাবার সুযোগ পেয়ে আমিও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। দেখে শুনে একটি ভাল গার্লস্ কলেজে ভর্তি করে দিন। পড়বে আর গান করবে। ওর বিয়ের জন্য আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। ওর যোগ্য বর ভগবান পাঠিয়েছেন। তাকে আপনাদের খুঁজতে হবে না যথা সময়ে যথাস্থানে আপনার ঘরের দড়জায় এসে উপস্থিত হবে। আমি ওর সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করি। তারপর সঙ্গীত শিক্ষক নমস্কার জানিয়ে সদানন্দবাবু এবং সুরুচিদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। গুরুর এরূপ প্রশংসা শুনে সদানন্দবাবু বিস্ময়ে মুগ্ধ হলেন। তাকে বল্লেন আপনি যখনই প্রয়োজন মনে করবেন, আসতে দ্বিধা করবেন না। আপনার জন্য আমাদের দরজা সদা উন্মুক্ত থাকবে। লোপা যে বুদ্ধিমতী মেয়ে তার প্রমাণ তপনের সহিত লোপার আচরণ দেখে সদানন্দবাবু ইতিপূর্বে বুঝতে পেরেছিলেন। লোপা বুঝেছিল যে তপনকে দূরে রাখতে হ'লে তার সাথে এরূপ সংযত আচরণ করতে হবে। যাতে তপন কোন সময় বুঝতে না পারে যে তাকে আমি অবহেলা করি বা এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করি। একজন পরিচিত লোকের সহিত যেরূপ

আচার-আচারণ করা উচিত সে ঠিক সে ভাবেই তপনের সহিত করিয়া থাকে। সে তপনকে দূরে রাখতেও চায় না। আবার আপ্যায়িত করতেও চায় না। সে তপন সম্বন্ধে যেরূপ নির্লিপ্ত ও নির্বিকার আছে, ঠিক সেই ভাবেই থাকতে চায়। সে তপনকে বেশী আলাপ করার সুযোগ দেবে না। আজকের আচরণ দ্বারা লোপা তাই প্রমাণ করলো। সে বুঝতে পেরেছে একবার আগুনে পা দিলে, পা পুড়বেই। সে চায় সকলের শুভেচ্ছা, প্রেম, ভালবাসা, শত্রুতা বা ঘৃণা নয়। সকলের অজান্তে নিভৃতে ও নিরালায় বসে সে তার মাধুরি দিয়া মনের মানুষকে রচনা করে। তাকে সে চোখে দেখেনি তবে সে তাকে অন্তরে দেখেছে ও পেয়েছে। তাই নিয়ে সে মনের আনন্দে বিভোর হ'য়ে দিনাতিপাত করে। এ জীবনে সে তার মনের মানুষকে পাবে কিনা, সে জানে না। তবে সে তাকে তার মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারবে এবং জন্ম জন্ম ধরে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। শোনাবে তাকে তার কণ্ঠের সুমধুর গান। দেখাবে তার নৃত্যের ঝঙ্কার। হাসি আর আনন্দে ভরা সুখ নিয়ে তার কানে কানে বলবে তার প্রাণের কথা। ইহাই তার জীবনে বাস্তব সত্য, স্বপ্ন ও স্মৃতি হয়ে থাকবে।

ধ্রুবদের কলেজে আন্তকলেজ স্পোর্টস প্রতিযোগিতা শুরু হতে আর মাত্র এক মাস বাকি। ধ্রুব নিয়মিত অনুশীলন করে যাচ্ছে। তাকে একদিন চেয়ারম্যান ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়াতে তোমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না তো? ধ্রুব তাঁহাকে জানালেন, "না স্যার। প্রতিযোগিতার দিন সকলে উপস্থিত। প্রথম হবে সাঁতারের প্রতিযোগিতা। বাবা মাকে নিয়ে উমা, কমল, শিবশঙ্কর ও গৌতম যথা সময়ে সাঁতার প্রতিযোগিতা দেখতে উপস্থিত হলো। সাঁতারের তিনটি বিষয় ধ্রুব অংশ গ্রহণ করলো। দুটো বিষয় প্রথম আর একটিতে দ্বিতীয় স্থান পেল। সকলে খুব খুশি মনে বাড়ী ফিরে গেল। ভারোত্তলন প্রতিযোগিতা দেখতে সকলকে নিয়ে গৌতম নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই এসে বসল। এখানেও দুটি স্টাইলে প্রথম হলো এবং একটিতে তৃতীয় হলো। ধ্রুব সকলের চেয়ে বেশী পয়েন্ট পেয়ে এগিয়ে রইল। বক্সিং হওয়ার দিন সকলে এসে বসলো বক্সিং দেখতে। ধ্রুবর অনিচ্ছা সত্বেও তাকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। উদ্বিগ্ন চিত্ত, তাদের মুখে কোন কথা নেই। ইহার কয়েকমাস পরেই ধ্রুবকে ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে হবে। কি হয় কি হয়, এই চিন্তায় সকলেই ভীত। গুরুজী প্রবীরকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। শুরু হওয়ার পূর্বে গুরুজী ধ্রুবকে কতকগুলি মূল্যবান কৌশলের কথা বলে দিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতা শুরু হলো। আট রাউণ্ডের প্রতিযোগিতা। চতুর্থ রাউণ্ড শেষে ধ্রুব অক্ষত অবস্থায় পয়েণ্ট পিছিয়ে আছে। উমা ও কমল নিৰ্ব্বাক ও নিস্পদ হয়ে তাকিয়ে

রইল নিচের দিকে। সপ্তম রাউণ্ড শেষে ধ্রুব পয়েণ্টের ব্যবধান অনেক কমিয়ে ফেলেছে। উভয় প্রতিযোগিই খুব ক্লান্ত। শেষ রাউণ্ড শুরু হলো। ধ্রুব একবার পড়ে গেল এবং গণনা শেষ হওয়ার পূর্বে ধ্রুব উঠে দাঁড়ালো। ধ্রুবর সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মাংশপেশী ফুলে লোহার মতো শক্ত হয়ে গেল। চকিতের মধ্যে ধ্রুবর একটি পাঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্ব মাটিতে শুয়ে পড়ল। গণনা শেষ হয়ে গেল কিন্তু সে আর উঠতে পারল না। ধ্রুবকে বিজয়ী ঘোষনা করা হলো। রিং থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র দুই বোন ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরল। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়ে কিছু সময় বিশ্রাম করে বলল, "জীবনে কোনদিন আর বক্সিংয়ে অংশ গ্রহণ করবো না। ধ্রুবকে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান বলে ঘোষনা করা হলো। গুরুজী ও প্রবীর ধ্রুবর এরূপ নৈপুণ্য ও সাফল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। দলগত চ্যাম্পিয়ন হলো দক্ষিণ ভারতের একটি কলেজ। ধ্রুবর এরূপ সাফল্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্ররা ধ্রুবর প্রশংসায় মুখর। ধ্রুবকে খুব শান্ত ও ক্লান্ত দেখে শিবশঙ্কর ও গৌতম বাড়ী গিয়ে কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার কথা বললে। ধ্রুব তাদের জানাল যে দুদিন পরে তার ক্লাশ শুরু হবে। গৌতম বাজার থেকে কয়েকটি ঔষধ এনে ধ্রুবকে কয়েকদিন সেবন করার জন্য দিল। গৌতম ওখানে দুদিন থাকার প্রস্তাব করলে, ধ্রুব জানাল যে গেস্ট হাউসের প্রচণ্ড ভাড়া। শিবশঙ্কর ও গৌতম সকলকে নিয়ে দুদিন ওখানেই থেকে গেল। প্রবীরের মারফত মা ও বাবাকে সব খবর জানিয়ে দিল। ওরা সকলে গেস্ট হাউসে রয়ে গেল। তারপর দিন দৈনিক কাগজে ধ্রুবর অসামান্য উল্লেখ করে খবর ছাপা হলো। সদানন্দবাবু ধ্রুবর এরূপ সাফল্যের কথা পড়ে আনন্দে অভিভুব হলেন। পড়ায় প্রথম স্থান, আবার স্পোর্টসেও চ্যাম্পিয়ন। তিনি ভাবতেও পারেন না। বাবার পড়ার পর লোপা বার বার ধ্রুবর সাফল্য ও ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। আনন্দে ওর মন ভরে যায়। লোপা জানালো প্রণাম তার রাধামাধবকে। ধ্রুবর এরূপ সাফল্যে শান্তনু, স্বপন, রতন প্রভৃতিরা ধ্রুবকে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠাল। ধ্রুবর ব্যক্তিগত সাফল্যে অভিভুত হয়ে চেয়ারম্যান রাজারামবাবু ধ্রুবকে নিজের চেম্বারে ডেকে অভিনন্দন জানালেন, জানালেন স্পোর্টস অধ্যক্ষ। অনুষ্ঠান শেষে হলে অংশ-গ্রহণকারিরা যে যার কলেজে ফিরে গেল। ধ্রুব দুদিন বিশ্রামের পর সুস্থ হয়ে ক্লাশে যোগ দিল। আর উমা, কমলা, গৌতম ও শঙ্কর বাড়ী ফিরে গেল। পূজার ছুটির পূর্বে তার বাড়ী যাওয়া হবে না। সে কথা সে সোনাদিকে জানিয়ে দিল। সাত মাস পরে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং তার এখন পড়ায় অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে।

এ যাবৎ শান্তনু ধ্রুবর সহপাঠি বন্ধু ছিল। কিন্তু ছোড়দির বিয়ের পর ধ্রুব এখন শান্তনুর একজন নিকট আত্মীয় হয়েছে। কারণ শান্তনু গৌতমের

মাসতুতো ভাই বলে। তাদের এই নতুন সম্পর্কের কথা তপন ছাড়া আর সকলেই জানতো। ধ্রুব তার সব বন্ধুদের এমন কি তপনকেও তার ছোড়দির বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু তপন আসে নি। এর জন্য তাদের এই নতুন সম্পর্কের কথা সে জানতো না। একদিন কলেজের রেস্টুরেণ্টে বসে সকলে চা খাচ্ছে। তখন কথায় কথায় তপন তাদের এই নতুন সম্পর্কের কথা জানতে পারে। তপনের এরূপ ধ্রুব-বিরোধী মনোভাবের জন্য সকলেই খুব দুঃখিত এবং ইহা যে তার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়, সে কথা তাকে অনেক বুঝিয়েছে। কিন্তু তপন তাদের কথায় কর্ণপাত করে নি। বরং ধ্রুব বিরোধী মনোভাব আরও তীব্র বেড়েছে। ফাইনাল পরীক্ষার আর সাতমাস বাকি, সুতরাং সকলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

পুজার ছুটিতে বাড়ী ধ্রুব এসে প্রবীরকে নিয়ে গুরুজীর আখড়ায় গেল। গুরুজী ধ্রুবকে দেখে খুব খুশী হয়ে বলে তুমি আমার প্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করেছো ধ্রুব। আমি চিন্তা করতে পারি না যে মাত্র একবছরের অনুশীলতে কোন মুষ্টি যোদ্ধা এরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে! একমাত্র দৈবীশক্তির গুনেই এরূপ সাফল্য লাভ করা যায়। তুমি নিশ্চয় দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছ ধ্রুব। সেই জগৎ গুরু যাহার সহায় ' সর্বত্রই তাহার জয় অবশ্যম্ভাবি ধ্রুব। শুনে ধ্রুব বলল, আপনার আশীর্বাদ গুরুজী। আজ আমি যে সাফল্য অর্জন করেছি সবই আপনার যোগ্য শিক্ষার গুণে। গুরুজী জিজ্ঞেস করেন, "কবে কলেজে ফিরে যাবে ?" লক্ষ্মীপুজার পর যাব তারপর কালীপুজায় এসে ভাইফোঁটার পরের দিন ফিরে যাব। যদি সময় হয় যাওয়ার পূর্বে আপনার সাথে দেখা করবো, গুরুজী। জানাল ধ্রুব। কলেজে এত বড় উৎসব হলো, পড়াশুনায় কোন ক্ষতি হয়নি তো ? "না গুরুজী।" তারপর পরীক্ষায় পাশ করে ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু ভেবেছো কি ?" গুরুজীর প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব বললে "বর্তমানই আমার ভবিষ্যত গুরুজী বর্তমানই গড়ে মানুষের ভবিষ্যত। সুতরাং ও নিয়ে আমি ভাবি না গুরুজী।" উত্তর শুনে গুরুজী বললেন, খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে। আমি সর্বান্তকারনে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার জয়যাত্রা অম্লান থাকুক আর তোমার পিতা মাতা ও দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।" গুরুজীর কাছ থেকে বেড়িয়ে ধ্রুব প্রবীরকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। শান্তনু তখন মেনাকাদেবী ও প্রিয়নাথ-বাবুর সাথে কথা বলছিলেন। কাল আমাদের কলেজে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি এসেছে। বৃত্তি দিয়ে তিনজন চার বছরের জন্য বিদেশে পাঠাবে। যারা এবার ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তারাও আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। স্পোর্টস প্রতিভার অধিকারি প্রার্থীর দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। "শুনে ধ্রুব বলল তাই নাকি।" আমি এখনও খবর

পাইনি। বলে ধ্রুব চুপ করে গেল। এতদিন মাকে ছেড়ে আছি। আবেদন করলে যদি এখানে মনোনিত হই তবে আবার আমাকে মাকে ছেড়ে থাকতে হবে। মনে মনে ভাবে ধ্রুব সব দিক দিয়ে তুই একজন আদর্শ প্রার্থি হবে ধ্রুব। কিছুতেই এ সুযোপ ছাড়বি না," শান্তনুর কথা শুনে ধ্রুব শান্তনুকে বলল, "এতদিন মাকে ছেড়ে আছি।" ধ্রুবর কথা শুনে শান্তনু বুঝতে পারলো যে ধ্রুব মাকে ছেড়ে যেতে আগ্রহী নয়। সুতরাং ও প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তারা অন্য বিষয় নিয়ে গল্প করলো। তারপর শান্তনু প্রবীরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পূজার ছুটিতে তপন বাড়ী এলে রমেনবাবু পুত্র তপনকে ডেকে তার পড়াশুনা কেমন চলছে জানতে চাইলে তপন জানালো, "মোটামুটি চলছে" পুত্রের উত্তর শুনে রমেনবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, "দেখ ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রথম বিভাগে পাশ না করলে বিদেশে গিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না। সুতরাং এখন যে সময় আছে তার সদ্ব্যবহার করতে ভুল না। যদি প্রাইভেট্ কোচিং নেওয়া প্রয়োজন মনে কর, তবে তার ব্যবস্থা অবশ্যই ক'রবে। তুমি এখন সাবলিক নিজের ভাল মন্দ বুঝতে শিখেছ। সুতরাং নিজের ভবিষ্যত মনে রেখে যাহা ভাল বলে মনে করবে তাহা করবে। এই অমূল্য সময় অপচয় করো না। সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে পাবে না। পরে অনুতাপ করবে। যারা একদিন তোমার প্রশংসা করতো, তোমার সঙ্গ কামনা করতো, তারাও তোমার নিন্দা করবে। সুতরাং অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে নিজের কাজে ব্রতি হও। সাধনা কর। অবশ্যই সফল হবে। নচেৎ তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত অন্ধকারময় হয়ে যাবে। সব কিছু ত্যাগ করে আমি তোমার মুখ চেয়ে আছি। আমাকে হতাশ করো না। আমি তোমার পিতা তোমার মঙ্গলই আমার কাম্য। তোমার মঙ্গলার্থে আমার যাহা বলা প্রয়োজন আমি তোমাকে তাই বলিলাম। এখন তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই কর।" রমেনবাবুর কথা শেষ হলো তপন নতশিরে বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। মা নেই যিনি তপনকে শান্ত্বনা দেবেন। বাবাব উপদেশ সে শুনেছিল বুঝেছিল, .কিন্তু পর মুহূর্তেই ভুলে যায়। মা হলেন সন্তানের অসময়ের আশ্রয় স্থল। এখন মা যার নেই, সে ভাগ্যহীন। সেই মাতৃ হীনা তপন মনে করে সে একা ও নিঃস্বহায়। গৃহ তার কাছে মনে হয় একটা কারাগার। উদ্ভ্রান্তের মত সে চারিদিকে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে মা মা করে। কেবল তার কানে আসছে নাই, মা নাই। শোনেনি সে মায়ের মধুর সম্বোধন, পায়নি সে মায়ের প্রাণভরা ভালবাসা, স্নেহ ও মমতা। মায়ের স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা সংসারকে করে তোলে স্বর্গ। আবার তার বিহনে সংসারে নেমে আসে নরক। অপূর্ব সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি লীলা। কেউ মাতৃস্নেহ পেয়ে আনন্দে হাসে।

আবার কেউ না পেয়ে দুঃখে কাঁদে। তপন মাকে পেয়েও শৈশবে হারিয়েছে। তাই সে মায়ের অভাব বেশী অনুভব করছিল। তপন চুপ করে বসে ছিল। এমন সময় স্বপন ও রতনের ডাকে তার মনের দৈন্যভাব কেটে গেল। তপন তাদের সহিত বেড়াতে বেরিয়ে গেল। তপন বাবার মনের আক্ষেপের কথা ওদের জানালে, ওরাও ওর বাবার কথা পূর্ণ সমর্থন করে বলল "আমাদেরও সেই অভিমত তপন। তুই যদি এখনও আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিস আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তুই অবশ্যই প্রথম শ্রেণী পেয়ে পাশ করবি।" "হ্যাঁ বুঝলাম, যখন সব শেষ হতে চলেছে" তপনের কথা শুনে রতন বলল।" "না তপন সব শেষ হয়নি। এখনও প্রচুর সময় আছে তুই চেষ্টা কর। ভগবান তোর স্বহায় আছেন। মার জন্য দুঃখ করিস না। তিনি আর ফিরে আসবেন না। বরং তোর সাফল্য ও উন্নতি দেখে তিনি সুখী হবেন তপন, আর তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবেন। মাকে মনে ধারণ করে তুই তোর কাজ করে যা তপন।" ওদের কথা শুনে তপন মনের আবেগে কঠোর পরিশ্রমের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল। সে নতুন আশায় সঞ্জিবীত হয়ে ওঠে। কিন্তু হায়! কোথায় ভেসে যায় তার শপথ! যখনই সে বাড়ীতে প্রবেশ করে তার অস্থির মন হয় আরও অস্থির। সে চার দেওয়ালের মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে। এত বড় বাড়ীর নির্জনতা তাকে ধিক্কার দিচ্ছে এবং তার প্রাণ ও মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এক মুহূর্তে সে ভুলে যায় জগতের অস্তিত্ব। সে জানে না সে কি চায়, জানে না কি পেলে তার এই অশান্ত ও দুরন্ত মন শান্ত হবে। শুধু অনুভব করছে কেবল শূন্যতা, নিবিড় শূন্যতা তাকে চারিদিক থেকে গ্রাস করতে আসছে। সে আলো চায়, চায় উন্মুক্ত আকাশ ও বাতাস। অসহ্য হয় তার বুকের জ্বালা। সে আর্তস্বরে 'মা' 'মা' করে চিৎকার করে, ওঠে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তপন ঘুমের কোলে আশ্রয় নেয়। পিসিমার স্নেহ মাখা মধুর কণ্ঠের ডাক শুনে তার ঘুম ভাঙ্গে। মানুষ যেমন তার প্রিয়জনকে হারিয়ে তার অভাব বেশী অনুভব করে এবং শোকে অভিভূত হয়ে পড়ে, তপন তার মা'র অভাব অনুভব করে শোকে ও দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল। কিন্তু তপনের মা'র অভাবজনিত শোক ও দুঃখ কি তার জীবনের গতি স্তব্ধ করতে পারে? না তা পারবে না। জীবনের গতি তার নিজস্ব পথ ধরে চলতে থাকবে। জীবন পথের গতি কখনও থেমে থাকে না।

যে আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধনেশবাবু তার আত্মিয় ও পুত্রকে সদানন্দ শিল্পো সংস্থার চাকুরিতে পাঠিয়েছিল, তাতে সে কোন সফলতা অর্জন করতে পারে নি। কোন আর্থিক সংকট বা শ্রমিক আন্দোলন সে সংস্থায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। শ্রমিকদের উৎপাদন বোনাসের দাবি উঠেছিল বটে কিন্তু কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত লাভের একটা অংশ শ্রমিকদের দিয়ে দাবি পূরণ করেছিল।

তারই দেওয়া প্রধান কর্মকর্তা ও তাহার পুত্র দেবেশকুমার ইউনিয়নের মধ্যে কোন বিভেদ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। অপরদিকে প্রধান কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছিল যাহা পরিচালক মণ্ডলি ও কার্য্য-নির্বাহি সভায় আলোচিত হয়েছিল এবং এরূপ পক্ষপাতিত্বের জন্য তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। যাহা হুউক, শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের আন্তরিক সহযোগিতায় কোম্পানির আর্থিক অবস্থার দিন দিন উন্নতিই হচ্ছিল। যে সব বাড়তি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যাহার কাজকর্ম খুব শীঘ্রই শুরু হবে। এমন সময় হঠাৎ দুইটি উৎপাদন যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ল। পাঁচটি যন্ত্রের দুটিকে একমাস করে চালান হতো আর তিনটিকে বিশ্রাম দেওয়া হতো। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করে মাল উৎপন্ন করা হতো। একটিকে সদা বাড়তি হিসাবে রাখা হতো। দুটি যন্ত্র খারাপ হওয়ায় বাকি তিনটির উপর অত্যধিক চাপ এড়াতে, যন্ত্রের ব্যবহার কমিয়ে দিতে বাধ্য হলো। এ কারণ উৎপাদম হ্রাস পেল এবং উৎপাদন বোনাস কমতেও বাধ্য হলো, কোন শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। সদানন্দবাবু অবিলম্বে যন্ত্র সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য প্রধান কর্মকর্তাকে আদেশ দিলেন। এদিকে যদি কোম্পানির কোন ইঞ্জিনিয়ার ঐ খারাপ যন্ত্র দুটি সারাতে সক্ষম হয়, তার জন্য একটা নোটিস দিলেন। নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার অব্যবাহিত পরেই এরূপ দুর্ঘটনা একটি প্রচণ্ড আঘাত। সদানন্দবাবু এরূপ আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়লেন। হঠাৎ এরূপ খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। প্রত্যেকটি যন্ত্রের কার্য্য ক্ষমতা তিরিশ বৎসর। বর্তমানে যিনি এই যন্ত্রগুলির দায়িত্বে আছেন, তিনি তার খুবই বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল ইঞ্জিনিয়র। তিনি অনেক চেষ্টা করেও যন্ত্রের কোথায় ত্রুটি নির্ণয় করতে পারেন নি। তার সাথে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে যন্ত্র দুটির মেয়াদের পূর্বে এরূপ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। তার সংস্থায় এমন কোন ইঞ্জিনিয়ারও নেই যিনি যন্ত্র দুটি সারাতে পারেন। যাহা হুউক কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ায় না আশা পর্যন্ত চুপ করে থাকা ব্যতিত অন্য কোন উপায় নেই। সদানন্দবাবুর মন খুব উদ্বিগ্ন। কথা খুব কম বলেন। লোপা বাবার মানষিক অবস্থা বুঝতে পেরে সেও চুপ করে থাকে। এরূপ জরুরী পরিস্থিতিতে কোম্পানীর পূর্ব নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রমিকদের না বসিয়ে প্রধান কর্মকর্তা সব দক্ষ ও পুরানো কর্মিদের বসিয়ে রাখল। বিভাগীয় অধিকর্তারা প্রধান কর্মকর্তার এরূপ অন্যায় কাজ দেখে প্রতিবাদ করল। বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে চেয়ারম্যানের সই করা আদেশ পত্র প্রধান কর্ম-

কর্তার কাছে পৌঁছায় নি। চেয়ারম্যান ভেবে খুবই আশ্চর্য্য হলেন যে জরুরী পরিস্থিতিতে শ্রমিক বসাবার নতুন নিয়ম প্রধান কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করেই গৃহিত হয়েছিল। তবে সে এখন কি করে বলে যে সে ঐ আদেশ পান নি? দ্বিতীয়তঃ ঐ আদেশ পত্র তার কাছে পৌঁছাল নাইবা কেন? খুবই অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক বিষয়। সবচেয়ে আশ্চর্য্যকর হলো যে ঐ আদেশ পত্রখানির এখন কোন হদিশ পর্য্যন্ত নেই। যাহা হউক তারপর ঐ আদেশ পত্রের প্রতিলিপি করে প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানদের নজরে আনা হলো। ইতিমধ্যে যাদের বসিয়ে রাখা হয়েছিল, তাদের পালা করে ডাকা হবে, ইহা স্থির করা হলো। স্থায়ী কর্মিদের অন্য বিভাগে বদলী করা হলো। আর অস্থায়ী কর্মিদের বসিয়ে রাখা হলো। কোম্পানীর উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার দরুণ কোম্পানীর আয় অনেক কমে গেছে। বর্তমানে যে মাল উৎপাদন হচ্ছে তা দিয়ে কেবল রপ্তানি ও সরকারকেই মাল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। দেশী বাজারে সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে হঠাৎ আয় কমে যাওয়া ও কর্মি ছাঁটাইয়ের কারন শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। অকেজো যন্ত্র দুটি শীঘ্র কার্য্যোপযোগি না হলে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার সমূহ ক্ষতি হতে বাধ্য। আর অতিরিক্ত চাপের জন্য চালু যন্ত্র তিনটিও অকেজো হয়ে পড়তে পারে চিন্তা করে সদানন্দবাবু খুব বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি অবিলম্বে কোম্পানীকে আর একখানি জরুরী চিঠি লিখতে বললেন। এবং কোম্পানীর স্থানীয় এজেণ্টের নিকট খোঁজ নিতে বললেন।

পূজার ছুটির পর ধ্রুব কলেজে যাওয়ার দুদিন পর চেয়ারম্যান তার চেম্বারে ধ্রুবকে ডেকে পাঠালেন। ধ্রুব বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে চেয়ারম্যানের সামনে দাঁড়ালে চেয়ারম্যান তাকে বসতে বললেন। তিনি সরকারের একখানি জরুরী বিজ্ঞপ্তি ধ্রুবর হাতে দিয়ে ভারত সরকারের বৃত্তির কথা জানাল। তিনি তাকে আরও জানালেন যে কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়ে তিনজন ছাত্রর নাম সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠাতে মনস্থ করেছেন। অতএব তিনি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ধ্রুবকে আবেদন পত্র জমা দিতে বলিলেন। তিনি আশা করেন যে ধ্রুব অবশ্যই মনোনিত হবে। তারপর ধ্রুবর অভিমত জানতে চাইলে, ধ্রুব ধীর স্থির ও শান্ত কণ্ঠে বলল, "স্যার আমাকে এই বৃত্তির উপযুক্ত মনে করে আমার নাম প্রস্তাব করার জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। স্যার আমি বিনয়ের সহিত আপনাকে জানাই যে গত পাঁচ বছর ধরে আমি মাকে ছেড়ে এখানে কাটিয়েছি। এখন যদি বৃত্তির জন্য মনোনিত হই তবে আমাকে আবার পাঁচ বছর মাকে ছেড়ে থাকতে হবে। আমি মনে করি ইহাতে মা মনে বড় ব্যথা পাবেন। সুতরাং মার অনুমতি ও আশীর্বাদ না পেয়ে আমি এখন আবেদন করতে অসমর্থ স্যার। আশা করি আপনি আমার অবাধ্যতা ক্ষমা করবেন। সুতরাং

আমাকে দয়া করে দু-দিন ছুটি দিন। আমি মার অভিমত জেনে আসি। মা যদি হাসি মুখে অনুমতি দেন তবেই আমি আবেদন করতে পারবো" ধ্রুবর এরূপ মাতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত অধ্যাপক মহোদয়গণ মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। চেয়ারম্যান তাকে দু-দিন ছুটি দিলেন বাড়ী গিয়ে মার অনুমতি আনার জন্য। আবেদন পত্র নিয়ে ধ্রুব তৎক্ষনাৎ বাড়ীর দিকে রওনা দিল। হঠাৎ ধ্রুবকে বাড়ী আসতে দেখে উমা, কমলা ও মা অবাক্ হয়ে গেলেন। ধ্রুব মাকে বলল, "মা, শান্তনুর কাছে যে সরকারি বৃত্তির কথা তুমি শুনেছিলে আজ চেয়ারম্যান মহাশয় আমাকে ডেকে নিয়ে সে কথা জানিয়ে আবেদন পত্র জমা দিতে বলিলেন। মা আমি পাঁচ বছর তোমাদের ছেড়ে কাটিয়েছি। যদি আমি মনোনিত হই। তবে আবার পাঁচ বছর তোমাদের ছেড়ে থাকতে হবে। আমাদের সকলের পক্ষে ইহা বড়ই বেদনা দায়ক হবে মা। তাই আবেদন পত্র না জমা দিয়ে তোমাকে জানাতে এলাম। আমি কি করবো মা।" মা শুনে আনন্দে বলে উঠলেন। তুই দেরি না করে অবিলম্বে আবেদন পত্র জমা দিয়ে দে বাবা। তোমার আনন্দই আমাদের আনন্দ বাবা। তুমি বড় হলেই আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে বাবা। "আমি তোর মা আর তুই আমার ধ্রুব। পুত্র দশজনার একজন হলে এর চাইতে মায়ের কাছে আর কি বেশী আনন্দ থাকতে পারে বাবা। করুণাময় তোকে আজ যে করুণা করেছেন তাকে কি ত্যাগ করা যায় বাবা। তার দান অবশ্যই গ্রহণ করে আমাকে সুখী কর বাবা। ইহাই আমার ইচ্ছা এবং আদেশ। ধ্রুব মাকে প্রণাম করে বলল, "তোমার ইচছায় পূর্ণ হোক মা। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো মা।" "আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি তোমার যোগ্য স্থান খুজে নাও। যশ, মান, ধন যেন তোমাকে কোনদিন কোন কাজে লিপ্ত না করতে পারে। নিষ্কাম কর্মই যেন তোমার জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম ও সাধনা হয়।" "বললেন মা মেনকাদেবী। সুখবর পেয়ে বিকেলে শিবশঙ্কর গৌতম ও মামা সুকুমারবাবু খবর নিতে এলেন। শুনে সকলেই খুব খুশি হলেন। তারপর দিন ধ্রুব বাবা ও মাকে প্রণাম করে কলেজে গিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে তাহার সম্মতি জানাল। চেয়ারম্যানের সম্মতি পেয়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে ধ্রুব আবেদন পত্র জমা দিল। সে দিনই শান্তনু ও প্রবীরকে বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি দিল। ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে যে সে বাড়ী আসতে পারবে না। সে কথা মাকে বলে এসেছিল।

সদানন্দ ইণ্ডাষ্ট্রীর অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। যন্ত্র দুটি এখন খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কোম্পানিকে পুনঃ পুনঃ চিঠি লেখা সত্ত্বেও কোম্পানির কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে চেয়ারম্যান সদানন্দবাবু কি করবেন। কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। কোম্পানির স্থানিয়

এজেণ্টের অফিস কিছুদিন যাবৎ বন্ধ আছে। তিনি সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি সুরুচিদেবীর সহিত বসে কথা বলছিলেন। এমন সময় সুরুচিদেবী হঠাৎ বলে উঠলেন, "দেখ কেউ কোন অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করেছে কি না ?" সুরুচিদেবীর কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "এরকম একটা সন্দেহ আমার মনেও আসে। কিন্তু ভাল মন্দ বিবেচনা করে আমি কাউকে কোন প্রশ্ন করতে পারি না। তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে। কোম্পানির লোক না আসা পর্যন্ত আমার চুপ করে থাকাই উচিৎ। যদিও বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ার সব সময় উপস্থিত থেকে কার্যক্ষম যন্ত্র দুটি চালিয়ে থাকেন। তা হলেও প্রত্যেক যন্ত্রের কাজ করার ক্ষমতার একটা সীমা নির্ধারিত থাকে। সুতরাং কখন অকেজো হয়ে পড়ে ঠিক নেই। তাই আমরা সকলেই খুব উদ্বিগ্ন, উপায়ান্তর না দেখে তিনি একদিন চেয়ারম্যান রাজারামবাবুর সাথে দেখা করতে যাবেন বলে ঠিক করলেন। একটি দিন স্থির করে রাজারামবাবুর সহিত দেখা করে তার সঙ্কট ও পরিস্থিতির কথা তাকে জানালেন। তিনি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করলেন, তিনি যদি তার একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা তার খারাপ যন্ত্র দুটি সারিয়ে দিতে পারেন। সদানন্দবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধ শুনে রাজারামবাবু তার অক্ষমতার কথা সদানন্দবাবুকে জানিয়ে বললেন যে আজকালকার ছেলেরা পরোপকার করতে শেখে নি, তবে হ্যাঁ, ধ্রুব নামে একটি ছেলে আমার আছে। যার মত ছাত্র আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। পরোপকার করা এই যুবকের ধর্ম। এরকম মেধাবি, সৎ ও মাতৃভক্ত ছেলে এখানে পূর্বে এসেছে কি না জানি না। যেমনি পড়ায় সকলের সেরা তেমনি খেলাধূলায় তার অসাধারণ নৈপুণ্য। এবার সর্বভারতীয় আন্তকলেজ স্পোর্টস সম্মেলনে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমাদের কলেজের মুখ উজ্বল করেছে। যখন তার কাছে জানতে চাইলাম যে তাহার এখানকার শিক্ষা শেষ হলে সে কি বিদেশে যাবে। দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল "না স্যার।" ভারত সরকারের বৃত্তির জন্য আবেদন করতে বলা হলে, সে জানাল মার অনুমতি না পেয়ে সে আবেদন করবে না। তারপর মার অনুমতি নিয়ে সে আবেদন করলো। আশা করি ধ্রুব অবশ্যই মনোনিত হবে। অমায়িক, সদা হাসি মুখে পরোপকার করা এই যুবকের ধর্ম। একমাত্র ধ্রুবই পারে আপনাকে সাহায্য করতে। আপনি বরং ওর সাথে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। "বেশ ওর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিন।" বললেন সদানন্দবাবু। "ওর এখন ক্লাস, তারপর ওয়ার্কশপে ক্লাস। আপনি বরং ওর ক্লাস শেষ হওয়ার পর ওর ঘরে গিয়ে আলাপ করুন।" বলেই একজন বেয়ারাকে ডেকে ধ্রুবর ক্লাস শেষ হওয়ার পর সদানন্দবাবুকে ধ্রুবর ঘরে নিয়ে যেতে বললেন। সদানন্দবাবু ধ্রুবর অপেক্ষায় গেণ্ট হাউসে বিশ্রাম করছিলেন। ক্লাস শেষে ধ্রুব নিজের ঘরে বিশ্রাম করছে, এমন সময় বেয়ারা সদানন্দবাবুকে নিয়ে ধ্রুবর ঘরে

প্রবেশ করল। বেয়ারা ধ্রুবকে বলল, যে চেয়ারম্যান সাহেবের আদেশে সে সদানন্দ-বাবুকে তার কাছে নিয়ে এসেছে। ধ্রুব সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে তাকে বসতে বলল। আসার কারণ জানতে চাইলে, সদানন্দবাবু তার পরিচয় জানিয়ে ধ্রুবকে বললেন যে, সে এমন একজন ইনঞ্জিনীয়ারের অনুসন্ধানে রাজারামবাবুর নিকট এসেছিলেন, যে ভবিষ্যতে তার শিল্প সংস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। রাজারামবাবুর কাছ থেকে তোমার প্রশংসা ও অন্যান্য বিষয়ে তোমার দক্ষতা অবগত হয়ে তোমার সাথে আলাপ করতে এলাম, যদি তুমি আমার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে সম্মত হও, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। যদি তুমি আমার অনুরোধ মত আমার সংস্থায় যোগদান কর, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তোমার সাহায্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দেশের একটি অন্যতম সেরা শিল্প সংস্থায় পরিণত করতে পারব। সদানন্দবাবুর সহজ সরল ও অমায়িক প্রস্তাব শুনে ধ্রুব ক্ষণিক চুপ করে থেকে বলল, "আপনি আমার মত একজন সামান্য ইঞ্জিনীয়ারকে এতবড় দায়িত্ব দেওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করেন?" "আমি সেই ধারণা নিয়েই এসেছি।" বললেন সদানন্দবাবু। "কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে সরকারি বৃত্তি দিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ পাঠাবার জন্য আমার নাম প্রস্তাব করে সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। মনোনিত হবো কি না জানি না। কাজেই এর মিমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে আমি কোন প্রকার কথা দিতে পারছি না।" বললে ধ্রুব। "রাজারামবাবুর কাছ থেকে ইতিমধ্যে আমি একথা শুনেছি। যদি তোমার কোন আপত্তি বা অসুবিধা না থাকে তবে আমি পরীক্ষার পর তোমার সাথে দেখা করবো।" বলল সদানন্দবাবু। "বেশ পরীক্ষার পরেই আমাদের বাড়ীতে আপনার সাথে আমার আলাপ হবে।" জানাল ধ্রুব। কথা শেষে ধ্রুব সদানন্দ-বাবুকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। সদানন্দবাবু এমন সরল, সহজ, হৃদ্যতাপূর্ণ ও আপনজন সুলভ আচরণ ও আলাপে সন্তুষ্ট হ'লেন। ধ্রুবও সদানন্দবাবুকে একজন আপনজন বলে মনে করলেন। ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বেই সরকারি বৃত্তির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত তিনজন প্রার্থির মধ্যে ধ্রুবকে মনোনিত করে কেন্দ্রিয় সরকারের উচ্চশিক্ষা পর্ষদ কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল একটি সর্ত্তে যে ফাইনাল পরীক্ষায় ধ্রুবকে প্রথম বিভাগে পাশ করতে হবে। খবরটি শুনে সকলে খুব খুশি হয়ে ধ্রুবকে অভিনন্দন জানাল। ধ্রুব তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে সোনাদি, ছোড়দিকে চিঠি লিখে খবরটি জানিয়ে দিল।

এদিকে সদানন্দ শিল্প সংস্থায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে বিফল হয়ে ধনেশবাবু খুব হতাশ হয়ে পড়ল। তারই দেওয়া প্রধান কর্মকর্ত্তা ও পুত্র দেবেশকে ডেকে তাদের সাথে আলাপ করে জানলেন যে যন্ত্রদুটি এখনও খারাপ হয়ে পড়ে আছে। যদি আরও কিছুদিন এভাবে বিকল হয়ে পড়ে থাকে, তবে একদিকে অর্থ সঙ্কট ও অন্যদিকে চালু যন্ত্র তিনটির উপর অতিরিক্ত

চাপ পড়ার ফলে চালু যন্ত্র তিনটিও বিকল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। প্রধান কর্মকর্তাকে আইন বাঁচিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার উপদেশ দিলেন। তবেই অর্থনৈতিক চাপে ও তৎজনিত শ্রমিক আন্দোলনে সদানন্দ শিল্পসংস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হবে। এদিকে প্রধান কর্মকর্তার ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় পেয়ে সদানন্দবাবু খুবই ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন। প্রধান কর্মকর্তা খুব চতুরতার সহিত আইন বাঁচিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বলে তাকে সরাসরি অভিযুক্ত করার কোন সুযোগ পাচ্ছেন না। যদি কোম্পানীর স্বার্থবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হয় তবেই কেবল তাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং প্রধান কর্মকর্তার চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে, আর তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে। ইহা মনস্থ করে সদানন্দবাবু চুপ করে গেলেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রধান কর্মকর্তার দুটি কাজে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু সে ত্রুটি ছিল প্রশাসনজনিত। তাই তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার সততা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসান হয় নি। এহেন পরিস্থিতিতে ধ্রুবর সাথে দেখা করার পর থেকে তার মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে ধ্রুবর মত একজন সৎ ও যোগ্য বিশ্বাসী ইঞ্জিনীয়ারের উপরই কেবল সকল দায়িত্ব নিঃসন্দেহে ছেড়ে দেওয়া যায়। ধ্রুব সম্বন্ধে রাজারামবাবুর প্রশংসা এবং নিজের উচ্চ ধারণার কথা রাতে সকলের সাথে খেতে বসে সদানন্দবাবু বলছিলেন। লোপা অধীর আগ্রহে ধ্রুবর প্রশংসা শুনছিল। বাবা বললেন ভারত সরকারের বৃত্তি আমাদের কাছে স্বপ্ন। আমরা এর কল্পনাও করতে পারিনি কোনদিন। আর চেয়ারম্যান যখন তাকে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে বললেন, সে মা'র অনুমতি ভিন্ন আবেদন করবে না বলে চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দিল। কারণ সে পাঁচ বছর মাকে ছেড়ে আছে, পুনরায় মাকে ছেড়ে বিদেশে যেতে চায় না। হঠাৎ মা সুরুচিদেবী প্রশ্ন করলেন, "তুমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলে, তা কি সফল হয়েছে?" প্রশ্ন শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "না, ফাইনাল পরীক্ষার পর ওদের বাড়ীতে পুনরায় আলোচনা হবে।" অশোক প্রশ্ন করলো, "যখন বক্সিং-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, নিশ্চয় খুব হাড়মুগুরে চেহারার মানুষ!" "না রে, এক সৌম্যকান্তি গৌরবর্ণ সুদর্শন যুবক।" সুরুচিদেবী প্রশ্ন করেন, "ওর বাবা কি করেন?" "তা আমার জানার সুযোগ হয় নি।" উত্তর দিলেন সদানন্দবাবু। ভাবি আমিও ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ইনজিনীয়ার হয়েছি, আর এও ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ইঞ্জিনীয়ার হবে। তারপর সরকারি বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাবে। কত পার্থক্য আমাদের দুজনের মধ্যে। ওর এমন সুন্দর, সহজ ও আপনজন সুলভ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত। চেয়ারম্যান সত্যিই বলেছেন যে, এর মধ্যে এমন এক

শক্তি লুকায়িত আছে, একবার দেখলে ও আলাপ করলে, আবার আলাপ করার বাসনা হয়। নিরহঙ্কার, নির্লোভ এই যুবকটি হাসি ভরা চোখে সকলের মন জয় করে। ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসে আমাকে হাসিমুখে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। আমি কোন এক অজানা স্নেহের টানে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম, যে পর্য্যন্ত না ও আমার চোখের অন্তরালে চলে গেল। লোপা এবং অশোক মুগ্ধ হয়ে বাবার কথা শুনছিল। সাধারণত বাবা-মা যখন অন্য কোন অজানা অদেখা ব্যক্তির প্রশংসা করেন, তখন পুত্র কন্যারাও খুব আগ্রহের সহিত তাদের কথাবার্তা শোনে এবং তাদের প্রতি অনুরাগী হয়। বাবার মুখে ধ্রুবর প্রশংসা শুনে অশোক কৌতুহল বশতঃ বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, "বাবা ওনাকে একদিন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এসো না ?" "চেষ্টা করে দেখব।" বাবা জানালেন। আর লোপা যে ধ্রুবকে মনে কল্পনা করে রেখেছে, এই হল সেই ধ্রুব। সে যার জন্য অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন তপস্যা করে আসছে। জানে না, জীবনে সে কোনদিন তার দর্শন পাবে কি না। দর্শন পেলেও সে কি তাকে পাবে ? এরূপ বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে তার মনে এবং সে ধ্রুবর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে। সে যেন শুনছে, "কঠোর তপস্যা ও পুজা করে সতী যেমন শিবের সাক্ষাত পেয়েছিলেন এবং অবশেষে তাকে পতিরূপে লাভ করেছিলেন, তুমিও তোমার মনের মানুষের জন্য তপস্যা কর। তবেই তার দর্শন পাবে এবং তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ধৈর্য্য হারিও না। মনকে শান্ত করে একমনে তার তপস্যা কর, অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবে।" প্রেমের পুজারি লোপা। প্রেমের জ্বালা বড় জ্বালা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের জ্বালায় জ্বলেছেন রাধিকা। সদা প্রেমার অনলে পুড়েছেন শ্রীরাধা। প্রেমিকের এই জ্বালাই তার আনন্দ। প্রেমিকার মন বিভোর হয়ে থাকে এক স্বর্গীয় আনন্দ। ভুলে যায় সে পার্থিব জ্বালা যন্ত্রণা। প্রেমের স্পর্শে সে হয়ে ওঠে ফুলের মত নির্মল ও পবিত্র। আনন্দে আত্মহারা লোপা ক্ষণিকের জন্য হয়ে যায় বিভোর ও অন্যমনস্ক। আহারের পর বাবা মার আহারের বাসনপত্র নিতে গেলে মা বলে ওঠেন, "কি হয়েছে তোর, এগুলো নিচ্ছিস কেন ?" হাসতে হাসতে 'ও' বলে রেখে দিল। হঠাৎ অশোক বলে ওঠে, "দিদি কাল তোকে আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে গান করতে হবে।" শুনে লোপা হাসতে হাসতে বলে, "তোদের আবার ক্লাব আছে নাকী" ? বা রে, তুই জানিস না, আমাদের ক্লাবের নাম 'বন্ধুর ক্লাব।' বল্‌ল অশোক। হাসতে হাসতে বলে লোপা, "নামটাতো বেশ সুন্দর। কজন বন্ধু তোমাদের ক্লাবে এ পর্য্যন্ত হয়েছে, জানতে পারি ?" "তা অনেক"। জানাল অশোক। "তবে আমার গান কি কেউ শুনবে ?" অশোক বলে, "কেন, আমার বন্ধুরা বলছিল যে তুই নাকি খুব ভাল গান করিস্‌।" "হ্যাঁ নিশ্চয় গাইব।" লোপা জানিয়ে দিল। অশোক দৌড়ে

গিয়ে ক্লাবের সম্পাদক নূপুরদাকে খবর দিয়ে এল, যে তার দিদি গান করবে। মনের আনন্দে চঞ্চলা, চপলা, সদা হাস্যময়ী ও আনন্দময়ী লোপা গুন গুন সুরে গান ধরে আর কাল মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে, আর রঙ্গে রসে রচনা করে তার মনের মানুষকে। একটু পরে কাল মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টির ধারা নেবে আসে পৃথিবীর বুকে। আর তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে সুমধুর গান। ঘরে থাকাকালিন সে কোন না কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেই। তার প্রধান কাজ ফুলের বাগান থেকে ফুল তুলে তার রাধামাধবের মালা গাঁথা। তারপর স্নান করে শুদ্ধ চিত্তে মালা রাধামাধবের গলায় পরিয়ে প্রণাম করা। সারা বিকেল ঘর, বিছানা পরিস্কার করে সাজিয়ে রাখা এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করা ও তারপর ভক্তিমূলক গান করা, শেষে রাধামাধবকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানিয়ে বলে, "হে মাধব! আমাকে তার সাক্ষাত পাইয়ে দিও প্রভু। আমাকে তার উপযুক্ত করে গড়ে তোলো দয়াময়।" অশোকের ক্লাবে গান করার জন্য অশোক তার দিদিকে নিয়ে গেল। পাড়া এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আসা শিল্পীরা গান পরিবেশন করার পর লোপা প্রথমে একখানা ভজন গাইল। আসরে হর্ষধ্বনি ও করতালি। প্রথমে কয়েকজন দর্শক উপস্থিত ছিল। লোপার গান শুনে দর্শকের ভীড় হতে থাকে এবং তারা লোপাকে আর একখানি গান গাইবার অনুরোধ করলে লোপা একখানি আধুনিক গান শোনাল। নিস্তব্ধ দর্শক আর একখানি গান শোনাবার জন্যে অনুরোধ করলে লোপা এবার শোনাল রবীন্দ্র সঙ্গীত, তুমুল হর্ষধ্বনি আর করতালির পর লোপা নজরুল সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও লোক সঙ্গীত শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিল। লোপা তার জীবনে এই প্রথম সঙ্গীতের আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করে তার সঙ্গীতে অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল। লোপার বাড়ী ফিরতে দেরী দেখে সদানন্দবাবু লোপাকে নিতে এলেন। তখন সম্পাদক নূপুরদা লোপাকে বলছে, "সব দর্শক মধুর গান শুনে কেবল তোমার প্রশংসা করছে লোপা মুদ্রা। এখন থেকে বিভিন্ন আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানাব লোপা মুদ্রা।" শুনে লোপা বলে, "মাপ করবেন নূপুরদা, বাইরে কোন সঙ্গীত আসরে আমি গান করবো না। সুতরাং দয়া করে ভবিষ্যতে এরকম কোন অনুরোধ করবেন না।" বলেই গাড়ীতে উঠে অশোককে নিয়ে লোপা বাবার সাথে বাড়ী ফিরল।

ধ্রুবর ভারত সরকারের বৃত্তি পাওয়ার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। স্বপন, রতন প্রভৃতি সকলেই শুনে খুব খুশী। কেবল তপন চুপ করেছিল। "ও যে একজন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তার প্রমাণ এর পূর্বে আমরা অনেক পেয়েছিলাম। সত্যিই ও আমাদের গর্ব। আমরা গর্বিত। এই ভেবে যে

ও আমাদের সহপাঠি ছিল। পরীক্ষার পর বাড়ী ফিরলে আমরা সকলে ওকে অভিনন্দন জানিয়ে আসবো।" বল্‌ল রতন। রতনের প্রস্তাব শুনে তপন বলে ওঠে, "তোমরা যেও, আমি যাব না।" শুনে রতন তপনকে উদ্দেশ্য করে বলে, "এখনও তোর ধ্রুব বিরোধী মনোভাব গেল না তপন। আমরা সকলে যার জন্য গর্বিত. তুই তাকে সহ্য করতে পারছিস না। ধ্রুব তোর কোন ক্ষতি করেনি, তবে কেন ওর প্রতি তোর এরূপ মনোভাব। গুণির গুণ প্রশংসা করা গুণির ধর্ম তপন। মহৎ ব্যক্তির মহত্ব শত্রুও .স্বীকার করে, শত্রুতা ভুলে যায়।" বল্‌ল রতন। তপন রতনকে এপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথা বলার অনুরোধ করলো।

কয়েকদিনের মধ্যেই ধ্রুবর পরীক্ষা শুরু হল। ধ্রুবর পরীক্ষা শেষ হওয়ার পূর্বেই শান্তনু, তপন প্রভৃতির পরীক্ষা শেষ হয়েছিল। পরীক্ষা শেষে সকলে ছাত্রাবাস ত্যাগ করে যে যার বাড়ী ফিরে এল। ধ্রুবর পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর চেয়ারম্যান রাজারামবাবু ধ্রুবকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বললেন। বৃত্তির জন্য তথ্যাদি ও অন্যান্য নিয়মকানুন জানার জন্য ধ্রুবর আসতে দেরী হচ্ছে। সদানন্দবাবু ধ্রুব বাড়ী ফিরেছে মনে করে ছুটির দিন ধ্রুবদের বাড়ী গেলেন। তখন কেবল মেনকাদেবী বাড়ীতে ছিলেন, প্রিয়নাথবাবু স্কুলে। মেনকাদেবীকে দেখেই চিনতে পারলেন যে ইনিই ধ্রুবর মা। নমস্কার করে ধ্রুব বাড়ী ফিরেছে কি না, মেনকাদেবীর কাছে জানতে চাইলেন। মেনকাদেবী তার পরিচয় শুনে তাকে সাদরে ভেতরে এনে বসালেন এবং ধ্রুব যে তখনও কলেজ থেকে বাড়ী ফেরেনি সে কথা তাকে বলিলেন। মেনকাদেবীর কথা শুনে সদানন্দবাবু যেতে উদ্যত হলে মেনকাদেবী তাকে বসতে অনুরোধ করে চা নিয়ে এলেন। চা খেয়ে মেনকাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরে একদিন আসব বলে চলে গেলেন। সেদিন বিকেলে তপন ব্যতিত ধ্রুবর সব বন্ধুরা ধ্রুবকে অভিনন্দন জানাতে এসে শোনে ধ্রুব তখনও বাড়ী আসে নি। মেনকাদেবী ধ্রুবর বন্ধুদের ছেলের মত আদর আপ্যায়ণ করে তাদের সাথে দীর্ঘসময় ধরে কথাবার্ত্তা বল্‌লেন। বন্ধুরা সব হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে গেল। তাইতো সাতদিন হয়ে গেল, ধ্রুব এখনও বাড়ী ফিরছে না কেন? পুত্রের জন্য মা মেনকাদেবীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এত অল্পতেই তার অধীর হলে চলবে না। তাকে তার মন শক্ত করতে হবে। এখনও দীর্ঘদিন পড়ে আছে। তিনি ভাবেন জীবনে কত উত্থান পতন ঘটবে। আমি কেবল তার জন্মদায়িনী মা। আরও কত জননী আমার মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। তাদের কথা ভেবে মেনকাদেবী তার মনকে শান্ত করেন এবং ধ্রুবর মঙ্গল কামনা করে মহাপ্রভুর স্মরণ নিলেন। এদিকে সদানন্দবাবু মেনকাদেবীর সহিত দেখা সাক্ষাত করে বেরিয়ে তিনি তার বন্ধু অশেষবাবুর টেক্‌নিক্যাল স্কুলে গেলেন।

তার কাছে শুনলেন ধ্রুবর প্রশংসা আর তার সাফল্যের কথা। যখন বাড়ী ফিরলেন লোপা তখন আইমার সাথে ফুলের বাগানে কাজ করছিল। বাবাকে দেখে লোপা বাগান থেকে ঘরে এসে বাবার জন্য চা তৈরি করে চা জলখাবার এনে দিল। তারপর ভাই অশোককে নিয়ে পুনরায় ফুলের বাগানে কাজ করতে থাকে। সদানন্দবাবুর ইচ্ছা ছিল মেয়েকে একটি বড় কো-এডুকেশন কলেজে ভর্ত্তি করে দেওয়ার। কিন্তু মেয়ের আপত্তির কারণ তিনি তাকে দক্ষিণ কলকাতার একটি সুপ্রসিদ্ধ গার্লস্ কলেজে অনার্স ক্লাশে ভর্ত্তি করে দিলেন। লোপা ঐ কলেজ কর্তৃক পরিচালিত নৃত্য-সঙ্গীত বিভাগেও ভর্ত্তি হল। কলেজের শিক্ষয়িত্রীরা এবং নৃত্য-সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই মহিলা, কেবল একজন পুরুষ অধ্যাপক। সুতরাং লোপা খুব খুশী। যিনি পুরুষ অধ্যাপক তিনি ওদের অনার্স বিষয় পড়ান। লোপা খুব আনন্দে ও উৎসাহে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে থাকে। কিছুদিন নির্বিবাদে ক্লাস করার পর লোপা পুরুষ অধ্যাপকের পড়ানোর ভঙ্গিমা, আচরণ ও কথাবার্ত্তা দেখেশুনে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে লক্ষ্য করে থাকতো যে অধ্যাপক ভদ্রলোক পড়ানোর চাইতে ছাত্রীদের সহিত হাসি ঠাট্টা ও আলাপ করতেই বেশী পছন্দ করত। বিশেষতঃ লোপার সহিত। লোপা অধ্যাপকের এরূপ অশোভনীয় আচরণ প্রথম প্রথম উপেক্ষা করে চলত বটে কিন্তু মনে সে মোটেই শান্তি পাচ্ছিল না। ফলে সে সব সময় ঐ অধ্যাপককে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। অধ্যাপক কারণে অকারণে লোপার সাথে কথা বলত, তার পড়া কি রকম চলছে, তার খোঁজ খবর নিতে আসতো। এহেন পরিস্থিতিতে লোপা কি করবে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছিল না। কলেজের পরিবেশ বিষময় হয়ে উঠলো লোপার কাছে। অবশেষে ঠিক করলো যদি পরিস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন না হয় তবে এ কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে সে যেতে বাধ্য হবে। তার মানষিক অবস্থার এত অবণতি হয়েছে যে কলেজে যাওয়ার কথা মনে পড়লেই সে ভীত হয়ে পড়ত। তার এরূপ মানষিক অবস্থার কথা কলেজের সহপাঠি বা বাড়ীতে কারোর কাছে প্রকাশ করে নি। কলেজে তার এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য দায়ী কে? তবে কি লোপার অসাধারণ রূপ গুণ মুখের হাসি ও মধুর ব্যবহার এর জন্য দায়ি। কারণ রাস্তা ঘাটে, বাসে ট্রামে ও দোকানে যেখানে যায় সেখানে লোপাকে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সবই লোপা হাসিমুখে সহ্য করে। কোন কোন সময় ওকে বাসে ট্রামে বাড়ী ফিরতে হয়। প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য রাস্তায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তখন দাঁড়ান স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সব পথচারিরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সুন্দরী ও প্রিয়দর্শিনী লোপা, লজ্জাবণতা লোপা নির্বাক হয়ে, নত শীরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। একদিন লোপা কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার জন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় গৌরবর্ণা

উজ্জ্বল চওড়া লাল পাড়ের শাড়ী পরিহিতা, সিঁথি সিন্দুরে আবৃতা এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার দিকে লোপার দৃষ্টি পড়ল। লোপাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। তিনি মনে মনে বলছেন, "কি সুন্দর মেয়েটি। যেন সাক্ষাত লক্ষ্মীপ্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে!" তিনি তার কৌতুহল থামাতে না পেরে লোপার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় যাবে মা? তুমি কি অনেক সময় দাঁড়িয়ে আছ?" লোপা ভদ্রমহিলার মধুর সম্ভাষণ শুনে এবং তার জ্যোতির্ময়ী মুখ দেখে মুগ্ধ হয়ে ভক্তিভরে তাকে প্রণাম করল এবং তার সাথে কথা বল্‌ল। ভদ্রমহিলা লোপার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, "দীর্ঘজীবি ও সৌভাগ্যবতী হও মা।" বলে লোপার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। লোপা অজানা অচেনা ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন তার পরিচিত আপনজন। এই ভদ্রমহিলা আর কেউ নন, ইনি হলেন ধ্রুবর মাতা মেনকাদেবী। তখন কি লোপা একবার স্বপ্নেও ভেবেছিল যে ইনিই একদিন তাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করবেন? নিয়তির খেলা তিনি খেলেই যাচ্ছেন। কেউ জানে না কখন কার কি হবে। ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ্য রহস্য। সেদিন মেনকাদেবী মন্দির থেকে বাড়ী ফিরছিলেন আর সারা পথ লোপার কথা ভাব-ছিলেন। সত্যিই কি সুন্দর ও অনুপম লিলাময়ের লীলা। মেনকাদেবীর চলে যাওয়ার কিছু সময় পর লোপা ট্রামে করে বাড়ী ফিরে গেল। আর এক দিনের ঘটনা লোপার মনে পড়ল সেদিন। কলেজ থেফে বাড়ী ফিরছে। ফুটপাথের উপরের একটি দোকান থেকে একটি ব্লাউজ কেনার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানি একটি একটি করে তার সব ব্লাউজ লোপার নিষেধ সত্ত্বেও তাকে দেখাতে ছিল। লেপো একটি বেছে দাম জানতে চাইলে, দোকানি বলল, "আর একটু দাঁড়ান ভাল ব্লাউজ এনে দিচ্ছি।" কিন্তু লোপা তাকে নিষেধ করলো। ইতিমধ্যে ওখানে আরও দু'তিনটি ছেলে এসে লোপার পাশে এসে দাঁড়াল। লোপা হাসতে হাসতে তাদের বলল, "তোমরা কি চাও, কিছু কিনবে?" না দিদিমণি কিছু কিনবো না। তোমাকে দেখছি, কি সুন্দর তুমি দিদিমণি! উত্তর দিল ছেলেটি। লোপা লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেল এবং বলল তোমরাও তো সুন্দর! বলে লোপা ছেলেদুটির গাল টিপে আদর করে সহাস্যে যাওয়ার উদ্যোগ করলে দোকানি বলে, এই যে দিদিমণি, আপনার ব্লাউজ পছন্দ হয়েছে ত? খুব পছন্দ হয়েছে। তবে এত দেরী করলেন কেন? লোপা জানতে চাইলে দোকানদার দ্বিধা না করে বলে ফেলল, তবে যে আপনি এর মধ্যে চলে যেতেন। কথা শুনে হাস্যময়ী লোপা হাসতে হাসতে বাড়ী চলে যায়। সর্বত্র তাকে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো এবং লোপা তার জন্য সদা প্রস্তুত হয়ে থাকত। কিন্তু কলেজের পরিস্থিতি যে অন্য ধরনের, তার জন্য লোপার আর এ কলেজ ভাল লাগে না। তবে কি সে বাবাকে বলবে সব

ব্যাপার খুলে। শুয়ে শুয়ে ভাবে লোপা, না আর কয়েকদিন সে অপেক্ষা করবে, তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। আতঙ্ক ও ভয় নিয়ে সে কলেজে যায়। কলেজে গিয়ে শোনে অন্যান্য অনেক মেয়ে অধ্যাপকের এরূপ অশোভন আচরণ অধ্যক্ষার গোচরে এনেছিল। তারপর অধ্যাপক কিছুদিন বেশ চুপচাপ ছিল কিন্তু লোপার প্রতি তার অবিচল নজর থাকতো। যাহা হউক এভাবেই লোপা কলেজে যাচ্ছিল। কলেজের অশান্তির জন্য সে পড়ায় মনোযোগ দিতে পারছিল না। সাধারণতঃ বাবার সাথে কলেজে যেত এবং বাড়ী ফিরতো বাসে বা ট্রামে। একদিন সদানন্দবাবু লোপাকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে ফেরার পথে ধ্রুবদের বাড়ী নামলো। ধ্রুব ইতিমধ্যে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরেছে। সদানন্দবাবু যখন ধ্রুবদের বাড়ী গিয়েছিলেন তখন ধ্রুব মায়ের সাথে কথা বলছিল। কমলাও সেসময় ওখানে উপস্থিত ছিল। সদানন্দবাবুকে দেখে দ্রুতপায় গিয়ে মেনকাদেবী নমস্কার বিনিময় করে তাকে বসতে বললেন এবং ধ্রুবকে ডেকে দিলেন। সদানন্দবাবু ধ্রুবকে দেখে বললেন, "তোমার স্কলারশিপের সব কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে?" "হ্যাঁ আপাতত সব কাগজপত্র জমা দিয়ে এলাম। এখন সরকার ও দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ রাখতে হবে," জানাল ধ্রুব। তোমাকে কত বছর ওখানে থাকতে হবে? প্রায় পাঁচ বছর। প্রথম দু বছর পর যদি আমি সিলেকশন পরীক্ষায় পি, এইচ, ডি করার জন্য মনোনিত হই তারপর থাকা নির্ভর করবে আমার যোগ্যতার উপর। কথায় কথায় সদানন্দবাবু জানতে চান যে শিক্ষান্তে তার ওখানে থাকার কোন পরিকল্পনা আছে কি না। উত্তরে ধ্রুব জানান যে তার ওখানে থাকার কোন পরিকল্পনাই নেই। "খুব খুশী হলাম তোমার কথা শুনে," সদানন্দবাবু বল্লেন। "আপনার কারখানা কেমন চলছে? শুনছি সর্বত্রই ত এখন শিল্পে মন্দা চলছে।" বলল ধ্রুব। "না, মোটামুটি চলছিল কিন্তু দুটি যন্ত্র কিছুদিন যাবৎ খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। কিছু কর্মিদের বসিয়ে রাখতে হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। যন্ত্রের মেরামতির দায়িত্ব যে কোম্পানির উপর ন্যস্ত তাদেরকে চিঠি লেখা হয়েছে। কিন্তু কোন জবাব নেই। কোম্পানির স্থানীয় অফিসও বন্ধ হয়ে আছে। ভয়ানক সমস্যার সম্মুখীন। বাজারে মাল সরবরাহ করতে পারছি না। এই অবস্থা চলতে থাকলে কতদিন যে কোম্পানি চালু রাখতে পারব, জানি না।" বলে সদানন্দবাবু চুপ করে বসে আছেন দেখে ধ্রুব বলল, "যদি আপনি কিছু মনে না করেন, তবে একটা অনুরোধ করবো। আমাকে আপনার অকেজো মেসিন দুটো দেখালে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতাম যদি মেরামত করতে পারি।" ধ্রুবর কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "নিশ্চয় দেখতে পার। কবে যাবে বল?" ধ্রুব তার

ডায়রি দেখে সদানন্দবাবুকে একটি তারিখ নির্দ্দিষ্ট করে দিল এবং ঐ যন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে যন্ত্রের সারকিট ডায়গ্রাম নিয়ে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করলেন। সদানন্দবাবু ধ্রুবর দরকারমত সব বন্দোবস্ত করে রাখবেন বলে জানালেন। তারপর ধ্রুব শান্তনুর সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আশার আলো নিয়ে সদানন্দবাবু ওখান থেকে বেরিয়ে কারখানায় গিয়ে যন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার মনোতোষবাবুকে সব জানিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে ধ্রুব শান্তনুকে নিয়ে যথা সময়ে কারখানায় উপস্থিত হলো। মনতোষবাবু তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে মেসিনরুমে নিয়ে গেলেন। মেসিন দুটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সারকিট ডায়গ্রাম নিয়ে সদানন্দ-বাবুর ঘরে গিয়ে ধ্রুব সারকিট ডায়গ্রাম পরীক্ষা করতে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে সারকিট পরীক্ষা করে মেসিনরুমে ফিরে গিয়ে কতকগুলি স্থান পরীক্ষা করে দেখল। তারপর ছুটির পর মনতোষবাবুকে মেসিনের দায়িত্বে রেখে শান্তনুকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। পরদিন শান্তনুকে নিয়ে আবার যথা সময় কারখানায় এল। কিছু সময় পরীক্ষার পর একটি যন্ত্রাংশ অকেজো হয়েছে বলে ধ্রুব নিশ্চিত হলো। তারপর দিন এসে দ্বিতীয়টির ফল্ট বার করার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে অনুসন্ধান শুরু করে দিল। বহু চেষ্টা করেও ফল্ট নিরূপণ করতে পারলো না। ঐ অবস্থায় রেখে শান্তনুকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। পরদিন এসে অন্য একটি পয়েণ্ট পরীক্ষা করতে থাকে। ঐ পয়েণ্ট পরীক্ষা করার সাথে সাথে মেসিনের যথার্থ ফল্ট বলে নিশ্চিত হলো। তারপর ইঞ্জিনিয়ার মনতোষবাবুকে দিয়ে পুনরায় পয়েণ্টগুলি পরীক্ষা করিয়ে নিলেন। এই ফল্টগুলি সারাতে প্রয়োজন হবে তিনখানি যন্ত্রাংশ এবং তাহা কোন কোম্পানিতে পাওয়া যাবে ধ্রুব তাহা জানিয়ে সেখান থেকে আনিয়ে রাখতে বলে ধ্রুব শান্তনুকে সঙ্গে করে বাড়ী চলে গেল। পরদিন শান্তনু বিশেষ জরুরী কাজে আটকে যাওয়ার জন্য ধ্রুবর সাথে যেতে পারলো না বলে ধ্রুব একাই কারখানায় চলে গেল। যন্ত্রাংশ তিনটি ধ্রুব নিজে লাগিয়ে পুনরায় একবার পরীক্ষা করে দেখে যন্ত্র দুটির সুইচ টিপতেই যন্ত্র দুটি চালু হয়ে গেল। দীর্ঘ চার মাস পর মেসিন দুটি চলছে দেখে সকলে আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল। সদানন্দবাবু তার চেম্বার থেকে দ্রুত পায়ে মেসিন ঘরে এসে দেখেন মেসিন দুটো চলছে। তিনি উৎফুল্লচিত্তে ধ্রুবর হাতদুখানি চেপে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। কারখানায় সব শ্রমিক কর্মচারির ভিড় জমে গেল। সকলে বলতে থাকে, “আমরা আপনাকে আমাদের কারখানায় চাই স্যার।” অনেক পীড়াপিড়ির পর ধ্রুব বলল, “আমি বর্ত্তমানে দেশের বাইরে যাচ্ছি।” আর কিছু না বলে ধ্রুব বাড়ীতে যেতে উদ্যত হলো। তখন দুপুর প্রায় বারটা। ধ্রুবকে যেতে দেখে সদানন্দবাবু তাকে তার চেম্বারে

ডেকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাইলে ধ্রুব নম্র সুরে বলল, "আমি এখানে টাকা নিয়ে কাজ করতে আসিনি স্যার।" লজ্জা পেয়ে সদানন্দবাবু চেকখানি তুলে রাখলেন। ধ্রুব বাড়ীর দিকে চলছে, এমন সময় সদানন্দবাবু ধ্রুবকে বললেন, "একটি অনুরোধ রাখা সম্ভব হবে।" "অনুরোধ বললে খুব দুঃখ অনুভব করবো। বলুন কি বলতে চান।" বলতেই সদানন্দবাবু ধ্রুবকে তাঁর বাড়ীতে এক কাপ চা খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ ক'রলেন। ধ্রুব বলল, বেশ চলুন। মা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। দয়া করে বেশী সময় আমাকে আটকে রাখবেন না।" "বেশ তাই হবে।" বলে সদানন্দবাবু ধ্রুবকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন। সেদিন লোপা কলেজে যায় নি কারণ সে ঠিক করেছিল, সে আর ঐ কলেজে পড়বে না। ঐ পুরুষ অধ্যাপকের অশোভনীয় প্রস্তাব শুনে লোপা খুবই লজ্জিত। তাই সে ঠিক করেছে ওখানে পড়বে না। রাতে অবসর সময় বাবা এবং মাকে এ বিষয় সব ঘটনা জানাবে বলে স্থির করে রেখেছিল। ইহা সাব্যাস্ত করে লোপা একা বাবার প্রতীক্ষায় বাড়ী আছে। হঠাৎ দুপুরে দরজার ঘণ্টার শব্দ শুনে মা এসেছেন মনে করে দরজা খুলতে গেল। দরজা খুললে বাবা ভিতরে প্রবেশ করলে, তার পেছনে দেখে এক গৌরবর্ণ শান্ত সৌম্য এক সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। এ আর কেউ নয়, এ সেই তার মনের মানুষ। যার দর্শনের প্রতিক্ষায় অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন কাটাচ্ছিল, যাকে সে ইতিপূর্বে দুবার রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছিল। আজ তার সেই মনের মানুষ ধ্রুব দরজার সামনে ধীর স্থীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দয়াময়ের কি অসীম করুণা। ধ্রুবকে হঠাৎ এভাবে দেখে লোপা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল, হারিয়ে ফেলল তার দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা। বিস্ময়ে ও আনন্দে কাঁপতে থাকে তার শরীর। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ধ্রুবর দিকে। নিরবতা ভেঙ্গে ধ্রুবই কথা বলে ওঠে, "কেমন আছ ?" উত্তর দেওয়ার ভাষা লোপা হারিয়ে ফেলেছিল। কোন রকমে অস্পষ্ট উচ্চারণ করে বলল, "তু-মি। এস ভিতরে এস।" মুখে তখনও কালির দাগ ছিল। তাড়াতাড়ি একখানা তোয়ালে এনে মুখে লেগে থাকা ইঞ্জিনের কালির দাগ মুছিয়ে দিল এমন করে যেন ধ্রুব তার বহু দিনের পরিচিত। ধ্রুব তাকিয়ে থাকে লোপার দিকে, যেন সেও পেয়েছে তার পরম পাওয়ার সন্ধান। বাবা ইতিমধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বলতে থাকেন, "এই হোলো সেই ধ্রুব, যার কথা তোদের নিকট একদিন গল্প করেছিলাম। ও খুব ক্লান্ত। চারদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিকল মেসিন দুটো সারিয়ে আমাকে রক্ষা করেছে। ওর জন্য চা নিয়ে আয়। ও বেশী সময় বসতে পারবে না। ওর মা ওর জন্য অপেক্ষা করে আছেন। বলে তিনি পুনরায় তার অফিস ঘরে গেলেন। ইতিমধ্যে লোপা দ্রুত পায় তার নিজের ঘরে গিয়ে একখানি চিরকুটে লিখে আনলো

"কাল বিকেল চারটের সময় আমার কলেজ গেটে অপেক্ষা করবে—লোপা।" চিরকুট দিয়ে দ্রুত গিয়ে বাবা ও ধ্রুবর জন্য চা ও জল খাবার এনে বাবাকে ডেকে নিয়ে এল। লোপার মুখের পরিবর্তন সদানন্দবাবুর চোখ এড়াল না। তিনি ধ্রুবকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লোপা জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল তার মনের মানুষের দিকে। এক মুহূর্তে ভুলে গেল অধ্যাপকের দুর্ব্যবহার। জ্বললো তার প্রাণে এক নতুন প্রেমের আলো। ওর প্রতীক্ষার হলো অবসান। সার্থক হলো লোপার তপস্যা। ওরা চলে যাওয়ার সাথে সাথে এক অনির্বচনীয় আনন্দে লোপা বেরিয়ে পড়ল কলেজের উদ্দেশ্যে। কলেজে পৌঁছে দেখে অনার্স ক্লাস শুরু হয়েছে। সে ধীরে ধীরে ক্লাসের গেটে গিয়ে দাঁড়ালো। অবাক হয়ে দেখে পিতৃতুল্য একজন প্রৌঢ় অধ্যাপক ওদের অনার্স ক্লাস নিচ্ছেন। লোপাকে দাঁড়ান দেখে অধ্যাপক মহাশয় ওকে ভেতরে আসতে বললেন। লোপা মনে মনে কৃতজ্ঞ চিত্তে তার রাধামাধবকে স্মরণ করে ও প্রণাম জানিয়ে ক্লাসে গিয়ে বসলো। তারপর লোপার নাম জিজ্ঞেস করলেন। লোপা সসম্ভ্রমে জানাল, "লোপামুদ্রা।" "দেরী হলো কেন?" জানতে চাইলে লোপা চুপ করে নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর পীড়াপিড়ি না করে অধ্যাপক মহাশয় বসতে বললে লোপা বসে পড়ল। ক্লাস শেষে সুনয়না নামে লোপার এক বন্ধু জানাল যে পূর্বের অধ্যাপকের পরিবর্তে ইনিই এখন থেকে অনার্স ক্লাস নেবেন। শুনে লোপার মন পুলকে নেচে উঠল এবং তার মন থেকে কলেজ ভীতি দূর হলো। আজকের দিনটি তার মনে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেখা পেল তার আকাঙ্ক্ষিত মনের মানুষের। আবার দূর হলো তার কলেজ-ভীতি। মনের আনন্দে সারা পথ ভাবছে, ঠাকুরের কি অপার করুণা। সে স্বপ্নেও যাহা কল্পনা করে নি, এক মুহূর্তে তাহা ঘটে গেল। ঠাকুর ধ্রুবকে দরজার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। "এর আগে রাস্তায় দেখা ধ্রুবকে সে চিনতে ভুল করে নি, ভেবে সে বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে পড়ল। তার মন চাইছিল বিহঙ্গের মত উড়ে গিয়ে আইমাকে তার প্রাণের কথা জানায়। তাড়াতাড়ি লোপা বাড়ী ফিরল। দেখে মা তখন বাড়ী ফিরেছেন। মাকে প্রথমে বলেছিল যে সে আজ কলেজে যাবে না, কিন্তু মা যখন জানতে চাইলেন, কেন সে কলেজে গেছে? তার উত্তরে লোপা মাকে জানাল যে একজন নতুন অধ্যাপকের আজকের অনার্স ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল মনে করে সে কলেজে গিয়েছিল। মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। মাকে বাড়ী দেখে সে তার মনের কথা আইমাকে বলতে পারলো না। সন্ধ্যায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাধামাধবের আরতি করে সুমধুর কণ্ঠে ভজন করলো। তারপর প্রণাম করে রাধামাধবের চরণে তার মনের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, "হে সুন্দরতম, হে প্রিয়তম মোর, হে মাধব! আজ ধন্য করেছ জীবন আমার। তোমার হউক

জয় প্রভু।" আজ কলেজ যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে লোপা মাকে সত্য ঘটনা বলতে পারেনি বলে লোপা খুব অনুতপ্ত ও দুঃখিত। এত আনন্দেও তার মন বিষন্ন। সে তার কৃত অপরাধের জন্য তার রাধামাধবের কাছে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করলো। শুয়ে মনে ভাবে, "কাল সে যাবে তার মনের মানুষের সাথে মিলতে, কি জানি কি লেখা আছে তার কপালে!" ভাবতে ভাবতে লোপা ঘুমিয়ে পড়ল। রাতে সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে দিনের সব ঘটনা বলতে গিয়ে বলল, "ধ্রুব গত চারদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিকল মেসিন দুটি সারিয়ে আমাকে রক্ষা করে গেল। এত বড় মহান যে একটি পয়সাও এর জন্য নিল না। কয়েক মিনিটের জন্য তাকে ঘরে আনতে পেরেছিলাম। মাতৃভক্ত ছেলে মার অসুবিধা হবে মনে ভেবে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে গেল। লোপা বাড়ী ছিল বলে তার আপ্যায়ণ করা সম্ভব হয়েছিল। দুমাস পরেই ধ্রুব উচ্চ শিক্ষার্থে সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিদেশ যাত্রা করবে। কি অমায়িক ব্যবহার, তুমি একবার আলাপ করলে বুঝতে পারতে ওর মহত্ব ও সদাশযতা।" বললেন সদানন্দবাবু। কোন প্রকার ভাল মন্দ না বলে সদানন্দবাবুকে জানাল যে সে আজ রেবাদেবীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। তপন পাশ করেছে, তাই রেবাদেবী তাকে না খাইয়ে ছাড়লো না বলে তার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়েছিল। তারপর সুরুচিদেবী বললেন, "আমার ইচ্ছা রেবা ও তপনকে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব।" "যেমন তোমার অভিরুচি," জানালেন সদানন্দবাবু। "তবে বেশী ঘনিষ্ঠতা না করাই ভাল বলে আমি মনে করি।" সদানন্দবাবুর কথা শুনে সুরুচিদেবী বললেন, "এমন কি ঘনিষ্ঠতা তুমি দেখলে। রেবা আমার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই ও আমাকে খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলো। আমি অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। তাই খেয়ে এসেছি। এতে এমন কি অপরাধ হয়েছে। না কোন অপরাধ হয় নি। বলে আর কোন কথা না বাড়িয়ে সদানন্দবাবু চুপ করে গেলেন। তারপর একটি ছুটির দিন দেখে সুরুচিদেবী রেবাদেবী ও তপনকে নিমন্ত্রণ করে এলেন।

আজ লোপার ধ্রুবর সাথে সাক্ষাত হবে। সকাল থেকেই তার বুক দুরদুর করে এক অজানা আশঙ্কা ও ভয়ে কাঁপছিল। একটু অন্যমনস্ক ও চিন্তান্বিত। নিজের দৈনন্দিন কাজ করে ফুলের বাগান থেকে বিভিন্ন রকমের ফুল এনে রেখে দিল। স্নান সেরে ফুলের মালা গেঁথে তার প্রেমের দেবতা রাধামাধবের গলায় পরিয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাকে প্রণাম করে কলেজের দিকে রওনা হলো। মনে হচ্ছিল, সময় আর কাটে না। যদি ধ্রুব না আসে। আমার চিরকুটখানি কি সে পড়েছে। যদি সে আসার কথা ভুলে যায়। এরূপ শঙ্কায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। পা তার চলে না। ভাবে ধ্রুব যদি তাকে তার উপযুক্ত বলে মনে না করে! এরূপ

দোদুল্যমান চিত্তে কলেজে প্রবেশ করলো। ক্লাসে ঢুকে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় চুপ করে বসে রইল। মুখে হাসি নাই, নাই আনন্দ। ঘড়ির দিকে কেবল উদাস মনে তাকিয়ে থাকে। যতই সময় এগিয়ে আসে, ততই লোপার মন অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। অবশেষে সেই শেষ মুহূর্ত এল। ক্লাস থেকে সব বন্ধুরা বেরিয়ে গেল। লোপা ধীরে ধীরে সকলের পিছনে এগোচ্ছিল। হঠাৎ একটি বন্ধু ওকে বলে, কি রে চল! হ্যাঁ বলে লোপা ওর পিছনে যেতে থাকে। সব চলে গেছে, লোপা ধীরে ধীরে জানালার কাছে শঙ্কিত চিত্তে দাঁড়িয়ে দেখে ধ্রুব গেটে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়ের বেগে, মানে না বাধা, দৌড়ে গিয়ে মধুর হাসি হেসে ধ্রুবর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কখন এসে দাঁড়িয়েছ?' শান্ত স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে ধ্রুব উত্তর দিল, 'এই কয়েক মিনিট হল।' বলে ধ্রুব লোপার কাছ থেকে তার বইয়ের ভারী ব্যাগটি নিজের হাতে নিল! তখন থেকে ধ্রুব লোপার জীবনের সব ভার গ্রহণ করল, আর অশান্ত নদী শান্ত হ'য়ে বিলীন হয়ে গেল সাগরের বুকে। রাস্তার ধুলো ধ্রুবর সারা গায় ও মাথায় লেগে আছে দেখে লোপা অতি যত্নে তার রুমাল দিয়ে ঝেড়ে দিয়ে বলল, 'চলো।' বলে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলল। লোপার মুখে কোন কথা নাই। আছে কেবল প্রাণ ভরা হাসি আর আনন্দ। সফল জীবন, সফল তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। সে খুঁজে পেয়েছে তার প্রাণের মানুষকে। কারও মুখে কোন কথা নেই কেবল একজন আর একজনকে দেখছে, আর আনন্দের হাসি হাসছে। হঠাৎ লোপা ধ্রুবর সামনে গিয়ে বলে, 'তুমি আমার চিরকুটখানি কখন দেখলে?' "তুমি যখন দিলে তখনই দেখলাম।" ধ্রুব জবাব দিল। "তাই নাকি" বলে লোপা হেসে উঠল। তারপর লোপার মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত কথা বেরিয়ে আসছিল। হাস্যময়ী ও আনন্দময়ী লোপা মনের আনন্দে বলছে, আর ধ্রুব একাগ্র চিত্তে সব শুনছে। পথচারিরা ওদের দুজনার দৃশ্য দেখছে আর চলে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে তারা একটি রেণ্টুরেণ্টে গিয়ে প্রবেশ করে একটি ছোট কেবিনে গিয়ে বসল। গত চার বছরের প্রতীক্ষা, উদ্বিগ্ন, ব্যথা ও বেদনার কথা সব একের পর এক লোপা বলে যাচ্ছিল, আর ধ্রুব তার সুন্দর আঁখি দুটির দিকে তাকিয়ে অভিন্ন চিত্তে শুনছিল। ধ্রুবর কাছ থেকে তার মা, উমা ও কমলার কথা সব জেনে নিল। মন চায়না এত সকালে ধ্রুবকে ছেড়ে যেতে। লোপার মুখে ফুটে উঠল ব্যাথার চিহ্ন। তারপর বলল, 'চল এবার যাই, দেরী হলে মা কারণ জিজ্ঞেস করতে পারেন।' রেণ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাকসি করে ধ্রুব লোপাকে নামিয়ে দিতে গেল। গাড়ীতে লোপা চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, 'কবে আবার দেখা হবে?' 'যেদিন তুমি বলবে।' উত্তর দিল ধ্রুব। লোপা একটি তারিখ নির্দ্দিষ্ট করে ধ্রুবকে জানিয়ে দিল। গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর দিকে রওনা দেওয়ার সময় লোপার মনে পড়ল এবং

ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করে, "তোমার রেজাল্ট কবে বেরোবে ?' "আজ বেরোবে," সুব বলল। "তোমার আজ যাওয়া হোলো না। এখন তুমি বাড়ী গিয়ে মাকে কি বলবে ? আমার জন্যই তোমাকে আজ অপ্রস্তুত হতে হবে।" লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলে, 'না লোপা, আজ আমার জীবনে পরম আনন্দের দিন লোপা। তুমি দুঃখ করো না। তুমি এখন এস। আমি চলি বলে ধ্রুব একখানি ট্যাকসি করে ষ্টেশনের দিকে ছুটলো। তার জন্য মা ও অন্যান্য সকলে উদ্বেগে সময় কাটাচ্ছে। সুতরাং কোন খবর না নিয়ে সে বাড়ী যেতে পারে না। সুতরাং সে কলেজে গেল। তখন রাত আটটা। ছাত্ররা ওকে অসময়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। ওকে সকলে বলল যে সেই কেবল প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। নোটিশ বোর্ডে টাঙান রেজাল্ট দেখে দেরী না করে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। বাড়ীতে সব ওর জন্য দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছেন। মেনকাদেবী অস্থির চিত্তে বিছানায় শুয়ে আছেন। প্রিয়নাথবাবু খোঁজ খবরের অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোন খবর জানতে পারেন নি। অগত্যা আগামীকাল পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। সকলে শুতে যাবে এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত শুনতে পেয়ে প্রিয়নাথবাবু দরজা খুলে দেখেন ধ্রুব দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকেই ধ্রুব বাবাকে প্রণাম করে জানাল যে সেই কেবল প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। মা, উমা ও কমলা আনন্দে ধ্রুবকে আলিঙ্গন করলো। রেজাল্ট শুনে মা পুত্রকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। মাকে জানাল যে সে ভোরে কলেজে গিয়ে তার জিনিষপত্র নিয়ে আসবে। তারপর দিন কলেজে গিয়ে চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করতে গেল ধ্রুব। চেয়ারম্যান গতকাল না আসার কারণ জানতে চাইলে ধ্রুব একটি বিশেষ জরুরী কাজের জন্য আসতে পারে নি বলে জানিয়ে চেয়ারম্যানের নিকট দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করল। চেয়ারম্যান ধ্রুবর পিঠ চাপড়ে রেজাল্টখানি তার হাতে তুলে দিলেন। রেজাল্ট নিয়ে ধ্রুব চেয়ারম্যানকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ারম্যান ধ্রুবকে জানালেন যে তার স্কলারশিপের সব কাগজপত্র শিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে সরকারের কাছ থেকে সব খবর তার বাড়ীর ঠিকানায় যাবে। "আমি বিশ্বাস করি তোমাকে বৃত্তি দিয়ে দেশ যে আস্থা ও বিশ্বাস তোমার উপর স্থাপন করেছে, তুমি তার মর্যাদা রক্ষা করতে কোন রকমে ত্রুটি করবে না ধ্রুব।" 'আমি আমার প্রাণ দিয়েও দেশের সম্মান রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকব স্যার। আমি সর্বান্তকরণে আশীর্বাদ করি তুমি তোমার সাধনায় সফল হও, জানালেন চেয়ারম্যান। ওখান থেকে বেরিয়ে পরিচিত সহপাঠীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সব জিনিষপত্র গুছিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা দিল। বাষ্পাদ্র চোখে হাসি ঠাট্টা ও আনন্দ বিজড়িত স্মৃতি সঙ্গে করে ধ্রুব ষ্টেশন অভিমুখে রওনা দিল। ষ্টেশনে এসে সে যেন স্বপ্ন দেখছে, চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে

না সে যাহা দেখছে। দূরে থেকে দেখে লোপা ষ্টেশনের গেটে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে "লো-পা তুমি এমন সময় কি করে এলে। তুমি কি করে জানলে যে আমি এখানে এসেছি এবং আজ এখান থেকে যাব?' "যেভাবে বুঝেছিলাম তোমাকে সেদিন রাস্তার উপর দেখে, যে তুমিই আমার প্রাণের মানুষ।" লোপা বলল ধ্রুবকে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ধ্রুব কি বলবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত ধ্রুব তাকিয়ে থাকে লোপার দিকে আর লোপা তাকিয়ে থাকে ধ্রুবর দিকে। ধ্রুব ধীরে রেজাল্টখানি বার করে লোপার হাতে দিল। লোপা রেজাল্টখানি হাতে করে তাকিয়ে থাকে ধ্রুবর দিকে। মন প্রাণ যাহা দিতে চায় ধ্রুবকে তাহা না দিতে পেরে, দুঃখিত লোপা রেজাল্টখানি তার বুকের মধ্যে রেখে দিল। তারপর গাড়ীতে বসে ধ্রুবকে দেখিয়ে ধ্রুবর স্যুটকেসের মধ্যে রেখে দিল। গাড়ীতে বসে লোপা জিজ্ঞেস করে, 'কাল তুমি কলেজে এসে রেজাল্ট জেনে গেছ, তাই না?' "হ্যাঁ লোপা। তুমি কি করে বুঝলে?" "তোমাকে রেজাল্টের কথা বলতেই তোমার চোখ মুখ দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি রেজাল্ট আনতে যাবে এবং পুনরায় সকালেও যাবে। এ যদি আমি বুঝতে না পারি তবে কি করে আমি তোমার লোপা হবো?" 'লো-পা, সত্যিই তুমি সুন্দর, অপূর্ব ও মনোরম' বলল ধ্রুব, "তোমাকে নামিয়ে দিয়ে, মা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে মনে করে, পাগলের মত ষ্টেশনের দিকে ছুটলাম। তারপর রেজাল্ট নিয়ে রাত প্রায় বারটার সময় বাড়ী ফিরলাম। তুমি খুশী ত লোপা?" 'আমি খুব খুশী।' লোপা জানাল। বাবার মুখে শোনা তোমার মাতৃভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রমাণ আজ দেখে আমি মুগ্ধ।' বলে লোপা ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে থাকে। 'তারপর তুমি এত সকালে কি করে এলে, বাবা মাকে বলে এসেছ?' 'হ্যাঁ, বলে এসেছি যে আমি আমার এক বন্ধুর সহিত দেখা করতে যাচ্ছি। ফিরতে দেরী হতে পারে।' বলতে বলতে গাড়ী প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। দুজনে বেরিয়ে ট্যাকসি করে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। লোপাকে নামিয়ে দিয়ে ধ্রুব বাড়ী ফিরে গেল। লোপা বাড়ী ফিরে দেখে মা বাড়ী নাই। সে উৎফুল্ল চিত্তে তার মনের কথা আইমাকে একের পর এক জানাল। বাবা অফিস থেকে ফিরলে তাকে চা খাবার দিয়ে বাবার পাশে বসল। 'আজ কলেজে যাওনি?' বাবা জানতে চাইলে লোপা বলল, 'না বাবা, ফিরতে দেরী হয়েছিল। তাই যেতে পারিনি।' 'মা এখনও ফেরেনি?' সদানন্দবাবু জানতে চাইলে লোপা মাথা নেড়ে না জানাল। সদানন্দবাবু চুপ করে গেলেন। কিছু সময় পর সুরুচিদেবী বাড়ী ফিরলেন। লোপা মাকে চা এনে দিয়ে মায়ের পাশে চুপ করে বসে আছে, এমন সময় রেবাদেবী তপনকে সঙ্গে করে দরজার ঘণ্টা বাজাতেই লোপা দরজা

খুলে দেখে তপন ও রেবাদেবী দাঁড়িয়ে আছেন। 'আসুন বলে তাঁদের ভিতরে এসে বসতে বল্‌ল লোপা। তারপর লোপা মাকে ডেকে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। সুরুচিদেবী হাসতে হাসতে এসে বললেন, 'একটু শুনেছিলাম। তারপর আজ এমন সময় হঠাৎ কি মনে করে?" রেবাদেবী বললেন।' "তপন পাশ করেছে সে খবর দিতে এলাম। ওর সব বন্ধুরা মিলে আগামীকাল পাশের সেলিব্রেট করতে চায়। তাই ওর একান্ত ইচ্ছা যদি আপনারা সকলে কাল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।" তুমি পাশ করেছ, শুনে খুব খুশি হলাম। তুমি জীবনে আরও সাফল্য অর্জন করে তোমার স্বর্গতঃ মা'র আত্মাকে শান্তি দিও ও বাবার মুখ উজ্জ্বল করো, ইহাই আমি সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি। তোমরা তোমাদের বন্ধুদের নিয়ে পাশের আনন্দ উপভোগ করো, তবেই আমরা খুশি হবো।" বলে সদানন্দবাবু উঠে চলে গেলেন। তপন সদানন্দবাবুর মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, 'বাবারও ইচ্ছা যে আপনাদের খবরটা দিয়ে সেলিব্রেটে যোগদান করার অনুরোধ করি। তাই আপনারা গেলে বাবাও খুব খুশী হবেন' বলে তপন চুপ করে গেল। 'দেখি আমি যদি সময় করে উঠতে পারি তবে যাব।' সুরুচিদেবী তপনকে বললেন। এমন সময় লোপা ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বলল, 'শুনে খুব খুশী হলাম যে আপনি পাশ করেছেন।' 'হ্যাঁ আর আমিও খুব খুশী আপনার সাক্ষাত পেয়ে। আমরা সব বন্ধুরা মিলে কাল পাশের সেলিব্রেট করবো। যদি দয়া করে কাল যেতে পারেন তবে খুব খুশী হবো।' মা যাবেন নিশ্চয়, আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।' বলল লোপা। 'কারণটা জানতে পারি?' তপনের প্রশ্নের উত্তরে লোপা বলল, 'কারণ কি সব সময় সকলকে বলা যায় তপনবাবু? কিন্তু আমার ধারণা ছিল অন্যরূপ, তাই কারণ জানার আগ্রহ করেছিলাম।' তপনের কথা শুনে লোপা আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেল। গিয়ে আইমাকে দিয়ে তপন ও রেবাদেবীর জন্য চা পাঠিয়ে দিল। কিছু সময় পর রেবাদেবী তপনকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন দেখে সুরুচিদেবী ওদের একটু এগিয়ে দিয়ে এলেন। পথে বেরিয়ে রেবাদেবী তপনকে বলে, 'ওরা এত ছোটখাটো ব্যাপারে নিমন্ত্রণ পছন্দ করে না। ওরা বিশেষতঃ সদানন্দবাবু ও লোপার আদৌ পছন্দ নয়। কেবল ওদের অপ্রস্তুত করা। এভাবে এসে ফিরে যাওয়া লজ্জাকর ব্যাপার। ভবিষ্যতে এরকম ছোটখাটো অনুষ্ঠানে ওদের ব্যতিরেকেই করো। তপন আশা করেছিল যে সদানন্দবাবু তার পরিবারের সকলকে নিয়ে সেলিব্রেটে আসবেন; আসবে না শুনে তপন নিরাশ হোলো। লোপাকে তার বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সাধ ছিল। কিন্তু সে সাধ মিটল না। যার জন্য সে আয়োজন করেছিল, সে-ই যদি না এল তবে সেলিব্রেটের কি প্রয়োজন? না, সে তার মন থেকে ক্ষণিকের দুর্বলতা মুছে ফেল্লো।

সে এখন স্বাবলম্বী একজন ইঞ্জিনিয়র। তার এরূপ দূর্বলতা শোভা পায় না। ওদের না আসার জন্য সে মোটেই দুঃখিত নয়। তারপর দিন পাশের সেলিব্রেশন অনুষ্ঠিত হবে। সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে বললেন, 'তুমি অশোককে নিয়ে ওদের সেলিব্রেশনে যোগদান করো। দেখি, যদি সম্ভব হয় যাব।" "ভাবছি সেই সাথে ওদের দুজনকে এখানে একদিন খেতে বলব।' বললেন সুরুচিদেবী। "বেশ আজ করে এসো। ভবিষ্যতে এরকম নিমন্ত্রণ না করলেই খুশী হবো।" বিকেলে অশোককে নিয়ে সুরুচিদেবী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলেন। অনুষ্ঠানে কেবল রতন ও গার্লফ্রেন্ডরাই অংশ গ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠান শেষে সুরুচিদেবী বাড়ী ফেরার পূর্বে রেবাদেবী ও তপনকে একদিন রাতে আহারের নিমন্ত্রণ করে এলেন।

সকাল বেলা মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। লোপা কলেজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু সারা আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। মেঘে ঢাকা আকাশ মাথায় নিয়ে লোপা কলেজের দিকে রওনা হলো। কিছুদূর যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেখে লোপা একটি বাড়ীর বারান্দার নীচে রাস্তার উপর আশ্রয় নিল। বৃষ্টি থেমে গেলে লোপা সোজা পথ ধরে ট্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় তার চোখে পড়ে তপন তার একটি গার্ল-ফ্রেন্ডকে নিয়ে ওর দিকে হেঁটে আবছে। ওদের এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য লোপা পিছনের অন্য একটি পথ ধরে ট্রাম ধরার জন্য এগিয়ে গেল। কলেজে পেঁাছানর সাথেই ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠল। লোপা তাড়াতাড়ি গিয়ে তার আসনে বসে পড়লো। কলেজের অনার্স ক্লাস শেষ করেই কলেজ থেকে বেরিয়ে দূতাবাসের গেটে ধ্রুবকে দাঁড়ান দেখল। হাসতে হাসতে গিয়ে ধ্রুবর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "চল আজ কোন পার্কের গাছের নীচে গিয়ে বসি', বলে লোপা ধ্রুবকে নিয়ে একটি পার্কে গিয়ে বসল। গতকাল তপনবাবু তার পিষিমা রেবাদেবীকে নিয়ে আমাদের বাড়ী এসেছিল। তপনবাবু পাশ করেছে। তারা সব বন্ধুতে মিলে পাশের সেলিব্রেট করবে বলে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। 'তোমরা যাও নি?' ধ্রুব জানতে চাইল। 'না বাবা এবং আমি যাই নি, তবে মা অশোককে নিয়ে গিয়েছিলেন" বলল লোপা। 'প্রতি ব্যাপারে কেবল নিমন্ত্রণ। বাবা একদম পছন্দ করেন না।' বলল লোপা। এই প্রসঙ্গে লোপা বলতে থাকে, আমি তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন তপনের জন্মদিনে বাবার সাথে গেলাম। সেদিনই প্রথম তোমার 'নাম' আমার কানে আসে। আমি তখন বুঝিনি যে এই নামই হবে একদিন আমার জীবনের ধ্যান জ্ঞান। পুনরায় ওদের বাড়ী ওর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের সেলিব্রেশনে ওর বাবার নিমন্ত্রণে যোগদান করি। ওর বন্ধুদের মধ্যে তোমার নাম পুনরায় শুনে আমার মন চঞ্চল ও অধীর হয়ে উঠল, কিন্তু

বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিনি। সেদিন থেকেই তোমার অস্তিত্ব আমি প্রাণে মনে বহণ করে আসছিলাম। তারপর আমি যখন দশম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমরা সকলে উত্তর ভারত বেড়াতে গেলাম। একটি ছবির মত সুন্দর পাহাড়ী শহরের বাংলোতে গিয়ে উঠলাম। আমি আমার ছোট ভাই অশোকের সাথে একদিন খেলা করছি। হঠাৎ কয়েকবার তোমার নাম ধরে ডাকার আওয়াজ আমার কানে ভেসে এল। আমি চকিতের মধ্যে তোমাকে দেখার আশায় বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। হায়! কাউকেই দেখতে পেলাম না। নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। পরে বিকেলে যখন বেড়াতে বেরোলাম, তখনও দেখতে পেলাম অনেক যুবক সাইকেলে চড়ে দৌড়চ্ছে। বাবা এক ভদ্রলোকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে প্রতিবারের মত এবারও সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের সাইকেল দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বলে লোপা ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, সে ওরকম কোন সাইকেল দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল কিনা? "হ্যাঁ, আমি তখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। শিল্পকারখানা পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আমরা উত্তর ভারত ভ্রমণে এসেছিলাম। আমি কোনদিনই দক্ষ সাইক্লিস্ট ছিলাম না, তথাপিও বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে আমাকে যোগদান করতে হয়েছিল। প্রতিযোগিতা চলাকালীন অনেক বন্ধু আমাকে ডেকে উৎসাহিত করছিল। তুমি তাহাই শুনতে পেয়েছিলে। কিন্তু আমি প্রধান দৌড়ে, যাহা তোমরা বিকেলে দেখেছ, তাতে স্থান পাইনি।" বলে ধ্রুব হেসে ওঠে। লোপাও হেসে বলে, "ভালই হয়েছে।" বলে লোপা বলতে থাকে, 'তারপর আমি একদিন স্কুল থেকে আমার বন্ধুদের সাথে বাড়ী ফিরছি। হঠাৎ আমার চোখে পড়ে, তুমি তোমার এক বন্ধুর সাথে বিপরিত দিকে যাচ্ছ। দেখেই আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চলতে থাকি। সেদিন থেকেই তোমাকে দেখার ও পাওয়ার প্রতীক্ষা শুরু হলো। সারা জগত হয়ে ওঠে আমার কাছে সুন্দর ও মধুময়। এভাবে কিছুদিন কাটাবার পর একদিন স্কুলের কোচিং শেষ করে বাড়ী ফিরছি, গাড়ীতে উঠতে যাব এমন সময় তুমি বিপরিত ফুটপাত দিয়ে তোমার দুজন বন্ধুর সাথে যাচ্ছিলে। দেখে আমি স্থির থাকতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম রাস্তার উপর। বন্ধুরা শরীর খারাপ হয়েছে মনে করে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল। বাড়ী এসে সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আজ আমার সেই প্রতিক্ষা বাস্তবে রূপায়িত হোলো। আমি নত শীরে জানাই তাকে অজস্র প্রণাম যার কৃপায় তোমাকে আজ আমি আমার সামনে দেখে আমার চোখ জুড়োচ্ছি। আবার কয়েকদিন পরে তোমাকে ছেড়ে দেব। তুমি চলে যাবে দূরে, বহুদূরে আমাকে ছেড়ে। আমি তোমার পথ চেয়ে কখনও আশায় আবার কখনও নিরাশায় দিন কাটাব। সত্যই লীলাময়ের লীলা কি

সুন্দর ও অনুপম। তুমি জয়ী হয়ে ফিরে আস, তোমার জীবনের আলোতেই যেন আমি আলোকিত হই। কেবল ইহাই আমার একমাত্র কামনা সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের কাছে।" "আমিও সেই পরমপুরুষের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে তোমাকে ছেড়ে থাকার সাহস ও শক্তি দেন।" তারপর ব্যাগ থেকে খাবার বার করে দুজনে খেতে থাকে। খেতে খেতে লোপা খরচের টাকার কথা ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করলো। কয়েকদিনের মধ্যেই টাকা পাবো বলে ধ্রুব লোপাকে জানাল। ধ্রুব আরও বলল যে প্রচুর টাকা সে পাবে কোম্পানির কাছ থেকে যেখানে সে ব্যবহারিক কাজ করবে। বলে ধ্রুব লোপাকে জানাল যে তার টাকার অভাব হবে না। মার মত অহেতুক তাকে টাকার জন্য চিন্তা করতে নিষেধ করলো ধ্রুব। ধ্রুবর কথা শুনে লোপা বলল, "মা ভাববেন আর আমাকেও ভাবতে হবে।" লোপার দিকে তাকিয়ে বলে যে মাকে সব বুঝিয়ে দেওয়ার পর মা নিশ্চিন্ত হলেন। শুনে তুমি এখন নিশ্চিন্ত হতে পেরেছ লোপা?" "আমি কোনদিন নিশ্চিন্ত হতে পারবো না গো, যতদিন না তোমাকে আমার কাছে পাই।" বলল লোপা। ভাবছি কলেজ ছেড়ে দেব তুমি চলে যাওয়ার পর। আমার একা একা পথ চলতে বড় ভয় হয়। আমি নিজেকে খুব অসহায় মনে করি। মাকে নিয়েই আমার সবচেয়ে বেশী ভয়। মা বড় সহজ, সরল। তাকে যে যেরকম বোঝায় মা সেইরকম বোঝেন। মার মন বড় দুর্বল। তাই আমার বেশী ভয় আমার মাকে নিয়ে। অপরদিকে বাবা হলেন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও হৃদয়বান পুরুষ। বাবা মার সব দোষত্রুটি শুধরিয়ে মাকে সঠিক পথে চালান। আমিও মার জন্য বড় দুঃখিত। তোমার রেজাল্ট দেখে মা কি বললেন? রেজাল্ট আনতে তোমার অত রাত হওয়ার কারণ মা জিজ্ঞেস করলেন?" লোপা জানতে চাইল। ধ্রুব উত্তরে জানাল রেজাল্ট দেখে মা ও সকলে খুব খুসি। আমার মাথায় হাত দিয়ে মা, সোনাদি ও ছোড়দি আশীর্বাদ করলেন। তারপর লোপা ধ্রুবর ফটোসহ খবরের কাগজের কাটিং বার করে ধ্রুবকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, "দেখত এ ছবি কার?" "তুমি বল কার?" ধ্রুব জিজ্ঞেস করলে লোপা উত্তর দিয়ে বলে, "তোমার।" তারপর দুজনে হাসতে থাকে। "দেখ ত কি লেখা আছে ফটোর নীচে? ধ্রুব পড়ে, লোপাকে বলল, "তুমি এবার পড়।" লোপা পড়ল, "অপূর্ব সাফল্য। ধ্রুব জ্যোতিই কেবল প্রথম শ্রেণী। ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে শীঘ্রই উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা। আমরা তার জীবনে আরও সাফল্য কামনা করি।" "কখন তোমার চোখে পড়ল?" ধ্রুবর প্রশ্নের উত্তরে লোপা বলল, "বাবার টেবিলের উপর খবরের কাগজ পড়েছিল, তোমার ফটো দেখে আমি দ্রুত গিয়ে একখানি খবরের কাগজ কিনে আনলাম। তারপর কাটিং কেটে ব্যাগে রেখে দিলাম। তুমি আমাকে ফটোখানি বাঁধিয়ে এনে দেবে?" বলে ধ্রুবর ব্যাগের

মধ্যে ফটোখানি রেখে দিল লোপা। "তোমার ফটো ও প্রশংসা খবরের কাগজে দেখে আমার মন ও প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। ইচ্ছা হচ্ছিল তোমার কাছে ছুটে যাই, কিন্তু তা আর হোলো না। মনের আনন্দ মনেই রইল! পাশে বসা লোপাকে তার মুখোমুখি হয়ে বসতে বলে ধ্রুব লোপাকে বলল, "তোমার অমন সুন্দর ও মধুর হাসি ভরা চোখ আর মুখখানি আমার চোখের সামনে রাখ লোপা আমি প্রাণভরে তোমাকে দেখি।" লোপা নিরবে সামনে বসে মনে মনে ভাবে, "ঠাকুর জানেন ও কি করে দীর্ঘ দিন একা কাটাবে।" লোপা প্রার্থনা করে "ঠাকুর ওর সহায় হও প্রভু!" লোপা আমি যেখানেই থাকি মা এবং তুমি সেখানে সর্বদা আমার মনে উজ্জ্বল তারা হয়ে ফুটে থাকবে। মা আমার চেতনা আর তুমি আমার প্রেরণা ও শক্তির উৎস লোপা। তোমরা কোন চিন্তা কোরো না। তুমি প্রেমময়ী, পবিত্র ও স্নিগ্ধ লোপা! প্রেমই তোমার মুদ্রা! ভগবান তোমার সহায় হউন! দুঃখ কষ্ট, ক্লেশ ব্যাথা বেদনার আর এক নাম প্রেম লোপা। কখনও এদের দেখে ভয় পেও না। এদের সহ্য করলেই তুমি অনায়াসে জয়ী হবে।" লোপা ধ্রুবর কথা শুনে সজল নেত্রে বলে, "সেদিনই আমি চিনেছিলাম, তুমি আমার কে, যে দিন প্রথম তোমাকে দরজায় দাঁড়ান দেখেছিলাম, বুঝেছিলাম সেদিন তুমি আমার জীবনের সার আর আমি তোমার শক্তির উৎস আর জীবন সঙ্গিনী। "চল এবার যাই।" বল্লে লোপা। "হ্যাঁ চলো যাই।" বলে ধ্রুব ও লোপা হেঁটে চলছে। চলতে চলতে ধ্রুব লোপাকে জিজ্ঞেস করে,"তপন কি তোমাদের আত্মীয় ?" না কিছু নয়। মার পরিচিত এক ভদ্রমহিলার ভাইয়ের পুত্র। সেই সূত্র ধরে তারা প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসেন। তপনকে নিয়ে বাবা ও মার মধ্যে খুব অশান্তি। বাবা তপনের ঘন ঘন আসা মোটেই পছন্দ করেন না। আবার মা অন্যদিকে তপনের খুব প্রিয়। বাবা মাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, "এভাবে ঘনিষ্ঠতা করে খাল কেটে কুমির ডেকে এনো না।" মাও চেষ্টা করেন এড়িয়ে যেতে কিন্তু মা তা পাচ্ছেন না তার তপনের প্রতি দুর্বলতার কারণে। "তোমার বাবা খুব অযৌক্তিক কথা বলেন নি। তপনকে এড়িয়ে চলবে নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে। তপন অহঙ্কারি, দাম্ভিক ও ভয়ানক অশান্ত। ওর কাজে ও কথায় কোন মিল থাকে না।" লোপাকে নামিয়ে দিয়ে ধ্রুব তারপর বাড়ি ফিরে গেল। মা বাড়ীতে ধ্রুবর ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। ধ্রুবকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাকে কয়েকটি দরকারি কথা বলার ছিল বাবা।" "বলো মা" বলে ধ্রুব মার পাশে বসল। তারপর মা মেনকাদেবী বলতে থাকেন, "উমা ও কমলার বিয়ের পর আমি বড়ই একা হয়ে পড়েছি। তার উপর এখন তুইও চলে যাবি, ঘর একেবারে শূন্য হয়ে যাবে, এমতাবস্থায় আমি একা একা কি করে ঘরে কাটাব বাবা! তাই আমার বাসনা, তোর বিয়ে দিয়ে ঘরে গৃহলক্ষ্মী আনি। তোর

অভিমত জেনে আমি ব্যবস্থা নেব।” ধ্রুব কিছু সময় চুপ করে থেকে বলে, “হ্যাঁ, মা তোমার নিঃসঙ্গ অবস্থা দেখে তোমার প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে মা তুমি পুত্রবধূ ঘরে আনতে পারবে। কিন্তু সে তোমার গৃহলক্ষ্মী হবে কি না, একমাত্র ভগবান জানেন। তোমার পুত্রবধূ আনার অধিকার কেবল তোমারই। তুমি যাকে মনোনিত করে ঘরে আনবে, তাকেই আমি তোমার পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করবো মা। এ প্রসঙ্গে তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি মা, এখন সময় খুব কম। এক মাসের মধ্যে আমাকে চলে যেতে হবে। তার উপর এখন আমি খুবই ব্যাস্ত মা। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন পাত্রী মনোনিত করা তোমার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে। সুতরাং আমি বলছিলাম, দু বছর পরে আমি এক মাসের অবসর পেয়ে বাড়ী আসবো। তুমি এর মধ্যে তোমার মনমত পাত্রী নির্বাচন করে রাখ। আমি এলে পর, তুমি তোমার পুত্রবধূ ঘরে আনবে। যদি তুমি এই একমাসের মধ্যে কোন পাত্রী নির্বাচন করে পুত্রবধূ আনতে চাও, তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই মা।” ধ্রুবর কথা শুনে মা বললেন, “না বাবা, দুবছর অপেক্ষা করে থাকাই উত্তম প্রস্তাব বাবা। তাড়াহুড়ো করে শুভ কাজ করা শুভ হয় না।” মার কথা শুনে ধ্রুব বলল, “বেশ তাই করো।” পুত্রের অভিমত জানাই ছিল মার উদ্দেশ্য। পুত্রের কথা শুনে মার বাসনা পূর্ণ হলো এবং তিনিও খুব খুসি হলেন।

তপনের অহঙ্কার ও হিংস্র মনোবৃত্তির ফলে সে তার বন্ধুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল কারণ সে সব সময় মনে করতো যে সে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং ধনি শিল্পমালিকের একমাত্র পুত্র। সে প্রাচুর্য্য স্বাচ্ছন্দ্য, ও স্বাধীনভাবে মানুষ হয়েছে। সে কারও কাছে শির নত করতে বা হুকুম পালন করতে শেখেনি। কিন্তু হুকুম করতে জানে। যে তার অনুগামি হয়ে তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, কেবল তাদেরকেই সে তার বন্ধু বলে স্বীকার করে। দাম্ভিক তপন স্কুলে বা পরে ধ্রুবর প্রতিভা স্বীকার না করে পদে পদে তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তার দোষানুসন্ধান করে বেড়াত। পরশ্রীকাতর তপন ধ্রুবর সাফল্য ও কৃতিত্ব সহ্য করতে পারতো না। সে সর্বদা মনে করতো সে একজন সাধারণ স্কুল মাষ্টারের ছেলে তার অপেক্ষা উচ্চাসনে স্থান পেতে পারে না। তার এই হিংস্র প্রবৃত্তির পৃষ্ঠপোষক ছিল তার অনুগত ও আজ্ঞাবহ কতিপয় বন্ধু। পুত্রের এরূপ বিপথগামি মনোভাবের পরিচয় পেয়ে পিতা রমেনবাবু পুত্রকে ডেকে বললেন, “তুমি এখন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক ও একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমি আশা করি তুমি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে সচেতন আছ! বন্ধুদের নিয়ে তোমার এই অমূল্য সময় নষ্ট করা মোটেই শোভা পায় না পুত্র আজ তুমি যাদের বন্ধু বলে মনে কর

এবং তোমার জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠা বোধ ক'রবে না ব'লে মনে কর, তারাই তোমার অসময়ে একদিন তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে দ্বিধা করবে না। সদা একটি কথা স্মরণে রেখো যে ধন সম্পদ আহরণ করা অপেক্ষা রক্ষা করা আরও কঠিন কাজ। যে সঞ্চিত সম্পদ রক্ষা করতে জানে সেই প্রকৃতপক্ষে সম্পদ সঞ্চয় করছে।" বাবার এই মূল্যবান কথাগুলি তপন অনুধাবন করতে পারলেও পরিস্থিতির চাপে ও কার্য্যকালে সে ভুলে যেত। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশের সেলিব্রেশনে রতন ব্যতীত আর কোন বন্ধুই যোগদান করেনি। কেবল কয়েকজন গার্ল-ফ্রেন্ড ও আত্মীয় স্বজন এসেছিল। তার মা সুরুচিদেবীকে কেন্দ্র করে। ফাংশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোপা এবং তার এরূপ লোপা যে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গার্ল ফ্রেন্ড তপন তার বন্ধুদের নিকট প্রমাণ করতে পারে নি। তবে সে সুরুচিদেবীর আপ্যায়নে বিশেষ মনোযোগী হয়েছিল এবং কোন রকম ত্রুটি করে নি। সে বুঝতে পেরেছিল যে ও বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত রাখতে পারলেই সে লোপার সংস্পর্শে আসতে পারবে এবং তার সার্থোদ্ধার হবে। এ উদ্দেশ্যে সুরুচিদেবী এবং লোপার ছোট ভাই অশোককে তার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবে। অশোককে হাত করার চেষ্টায় সে সফলও হয়েছিল। সে দিন সেলিব্রেশন শেষে অশোক তপনকে তাদের বাড়ী যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে এসেছে। তপন অশোককে বলেছিল "হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।" নির্দ্দিষ্ট দিনে রেবাদেবী তপনকে সঙ্গে করে সুরুচিদেবীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। বাড়ীতে তখন সদানন্দবাবু ও লোপা উপস্থিত ছিলেন। লোপা অতিথীদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি রাখলো না। তার বুদ্ধি বিবেচনা ও কাজের শৃঙ্খলা-বোধ দেখে রেবাদেবী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সুরুচিদেবীকে সম্বোধন করে লোপার প্রশংসা করে বল্লেন, "সুরুচি তোমার মেয়ে সাক্ষাত লক্ষ্মী এবং গুণে সরস্বতী, তারপর লোপাকে একখানা গান শোনাতে বললেন। সদানন্দবাবু চুপ করে বসেই ছিলেন। লোপা একখানি গান শোনালো। তারপর ওদের আহারের ব্যবস্থা করে দিয়ে লোপা নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করলো। যাওয়ার সময় রেবাদেবী লোপাকে ডেকে বলে, "খুব খুশী হলাম, আজ তবে চলি।" "আচ্ছা আসুন।" বলে লোপা নমস্কার জানাল।

একথা সত্য যে একজন ধনির পুত্র সমাজে ও জীবনে যত সহজে বা অল্পায়াসে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে প্রয়োজনে তাহা একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের পুত্র তত সহজে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা, সে যত বড়ই প্রতিভাবান হোক না কেন। সমাজের দুর্নিতীর ফলে সমাজে তার যোগ্য স্থান করে নিতে অনেক দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। অথচ একজন ধনি পুত্রের জীবনে সব কঠিন সমস্যা দেখা দিলেও, তাহা সে ধনজনের সাহায্যে সমাধান করতে পারে। ধনির পুত্র তপন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার অনুগামি

বন্ধুরা তার প্রশংসায় সদা মুখর ও মৌমাছির মত তার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় একটু মধু পাওয়ার আশায়। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসার পর এই সব মৌমাছি বন্ধুরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারা এমন ভাব প্রকাশ করে যে তারা তপনের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। এই সব খল বন্ধুদের হাত থেকে ছেলেকে মুক্ত করার জন্য রমেনবাবু ছেলেকে ডেকে তাকে কারখানার কাজকর্ম দেখে নিতে বললেন, যাতে ভবিষ্যতে সে এই কারখানার সব দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। তিনি তপনকে সব ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিক কর্ম্মচারীদের সহিত পরিচয় করিয়ে দিয়ে মিলেমিশে কাজ করার পদ্ধতি অনুসরণ করতে বললেন। কারণ এদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার উপর কেবল নির্ভর করে কোম্পানির উন্নতি ও ভবিষ্যত। তিনি তাকে আরও বললেন, "তুমি এখন ইঞ্জিনিয়ার। প্রতক্ষ্যভাবে কারখানার সাথে জড়িত থাকলে তুমি যে ব্যবহারিক শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করবে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তোমাকে বিদেশে যেতে হবে না। আর যদি উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাও তবে তোমার এই লব্ধ জ্ঞান তোমাকে প্রভুত সাহায্য করবে। তুমি চতুর ও বুদ্ধিমান। আশা করি তুমি অযথা সময় নষ্ট না করে আগামীকাল থেকেই নতুন কাজে যোগ দেবে।" "আমি তোমার কথামত আগামী কাল থেকেই কারখানার কাজে যোগ দেব বাবা।" বল্লো তপন। "ভগবান তোমার সহায় হউন।" তপনকে আশীর্বাদ করে রমেনবাবু বলতে থাকেন, "কোম্পানিতে কাজ করার সাথে উচ্চ শিক্ষার্থে যাতে বিদেশে যেতে পার সে চেষ্টাও করে যাবে। তিন চার বৎসর বিদেশে কাটিয়ে বাড়ী ফিরলে দেখে শুনে একটি গৃহলক্ষ্মী ঘরে নিয়ে আসবো। ইহাই ছিল তোমার মার আকাঙ্খা। তুমি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখী হলেই তোমার মা শান্তি পাবেন এবং আমিও সুখী হবো। আশা করি তুমি আমার মনোবাসনা উপলব্ধি করতে পেরেছ।" "হ্যাঁ বাবা" বলে তপন চুপ করে থাকে আর রমেনবাবু তার ঘরে চলে যান। তপন তারপর দিন কারখানার কাজে যোগ দিল। সে কারখানার প্রতিটি বিভাগের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে থাকে। কিন্তু অসংযত আচরণের জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই সে সকলের অপ্রিয় ভাজন হয়ে উঠলো। সে মনে করে যেহেতু সে ইঞ্জিনিয়ার এর কারণ সে সকলের চেয়ে বেশী জানে ও বোঝে, সে সকলকে সন্দেহ করতে থাকে। এমন কি অনেকদিনের পুরান ও অভিজ্ঞ কারিগরদের পর্যন্ত সে সন্দেহ করতে দ্বিধা করে না। একারণে শীঘ্রই কর্মিদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও অসন্তোষ দেখা দিল। প্রধান কর্মকর্তা তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তার এই কথায় কর্ণপাত করে নি। সে এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল যে সে এই শিল্প সংস্থার একমাত্র উত্তরাধিকারী। এরূপ আত্মাহঙ্কারের জন্য সে কাউকে বিশ্বাস করে নি বা কাউকে ভালবাসতও

পারে নি। পুরান ও অভিজ্ঞ শ্রমিক ও কর্মচারিদের মন জয় করা বা তাদের সহিত মানিয়ে চলার মানুষিক বুদ্ধি বা চতুরতা, তা তপনের মধ্যে ছিল না। তার ফলে কারখানায় সৃষ্টি হলো শ্রমিক অসন্তোষ ও বিশৃংখলা। কোম্পানির আর্থিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করার জন্য তপন একদিন ধনেশবাবুর সাথে সাক্ষাত করলো। এই সুত্রেই ধনেশবাবুর পুত্র দবেশের সহিত তপনের আলাপ ও পরিচয়ও হোলো। তারপর একদিন টেক্‌নিক্যাল স্কুলে গিয়ে উমার শ্বশুর অশেষবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করলো। তিনি তপনকে জানালেন যে তাদের কোম্পানি এমন সব নিম্নমানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে থাকে, যা দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তিনি তপনকে আরও জানালেন যে তিনি এ বিষয় নিয়ে তাদের একখানা চিঠিও লিখেছেন। কিন্তু মানের কোন উন্নতি হয় নি। তিনি আশা করেন—যে শীঘ্রই উন্নত মানের যন্ত্রপাতি তাকে সরবরাহ করা হবে। এভাবে তপন তাদের কোম্পানি যাহাদের মাল সরবরাহ করে থাকে তাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের মতামত সংগ্রহ করতে থাকে। টেকনিক্যাল স্কুল থেকে বেরিয়ে তপন শান্তনুর সাথে দেখা করতে তার বাড়ী গেল। শান্তনুও উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছে বলে শান্তনু তপনকে জানাল। কথায় কথায় শান্তনু তপনকে জানাল যে স্বপন ও রতন বিদেশে যেতে খুব আগ্রহী। কিন্তু কোন খবর সংগ্রহ করতে পারছে না। প্রত্যেক বিদেশী দুতাবাসের শিক্ষা বিভাগে আবেদন করেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও কোন জায়গা থেকে জবাব আসে নি। তপন তাদের জানাল যে সে তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে কাজে যোগ দিয়েছে। সে পর্য্যন্ত বিদেশে যাওয়ার কোন সুযোগ না পায় সে ওখানেই থেকে ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। শান্তনু উৎসাহ দিয়ে বলল, খুব সুন্দর সিদ্ধান্ত নিয়েছিস। "শান্তনু মনে মনে বলে," তপন খুব ভাগ্যবান। পাশ করে চাকুরির জন্য কারও দ্বারস্থ হতে হয় নি। অন্যদিকে সে এবং তার বন্ধু স্বপন ও রতন চাকুরীর জন্য অপেক্ষা করে আছে। তারা প্রত্যেক দুতাবাসে চাকুরীর জন্য আবেদন করে এসেছে। আশা করে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার কোন সুবিধা না হলেও, চাকুরীর আবেদনে সাড়া পাবে। শান্তনুর কথা শুনে তপনও অনুরূপ আবেদন করে এসেছে। ইতিমধ্যে, তপন দেশের অনেক সংস্থায় চাকুরির জন্য আবেদন করে রেখেছে। শান্তনুর কাছ থেকে বেরিয়ে তপন তার জুলি নামে এক তরুণী বান্ধবীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে এমন সময় ধ্রুবর সহিত তাহার সাক্ষাত হ'লো। তপনের দুহাত চেপে ধরে ধ্রুব বলে, "কি তপন কেমন আছ ? অনেকদিন পরে দেখা হোলো। মেসোমহাশয় ভাল আছেন ?" তপন উত্তর দিয়ে বলে," হ্যাঁ অনেকদিন পরে দেখা হোলো। বাবা ভাল আছেন। তুই কেমন আছিস ? ধ্রুব উত্তর দিয়ে বলল ভাল।

শুনলাম তুই তোদের কারখানার কাজে যোগ দিয়েছিস্ এবং বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিস ?" "হ্যাঁ আপাতত তাই করছি। আচ্ছা চলি এখন। সিনেমার টিকিট কাটা আছে। দেরী হয়ে যাবে। পরে দেখা হবে।" বলে তপন জুলিদের বাড়ী চলে গেল। তারপর জুলিকে নিয়ে সিনেমায় চলে গেল। ধ্রুব তপনের কাছ থেকে চলে গেল সরকারি উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারির সহিত দেখা করতে। সেখানের কাজ সেরে লোপার কলেজে যেতে দেরী হবে ভেবে ট্যাকসি করে লোপার কলেজ গেটে গিয়ে নামলো। লোপার কলেজ ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোপা ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখে ধ্রুব দাঁড়িয়ে আছে। ভারি বইয়ের ব্যাগ সামলে নিয়ে দ্রুতগতিতে গিয়ে ধ্রুবর সামনে দাঁড়াল এবং জিজ্ঞেস করল, কখন এসে দাঁড়িয়েছ ? লোপার কাছ থেকে ব্যাগ ও ছাতাটি নিয়ে ধ্রুব জানাল, এই ত এসে দাঁড়িয়েছি। বলে দুজনে চলতে থাকে। একটি রেস্তোরায় প্রবেশ ক'রে লোপা বলে," দেখ আমি মাকে একদিন দেখেছি বোধ হয়। একদিন আমি কলেজ থেকে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একজন গৌঢ়বর্ণা লাল চওড়া পাড়ের শাড়ী পরিহীতা কপাল ও সিঁথি সিন্দুরে ঢাকা অবস্থায় সাক্ষাত মা ভগবতীর মত আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখ অবিকল তোমার মত। নিশ্চয় তিনি মা। লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলল, তুমি ঠিকই চিনেছ লোপা। আমি, মা এবং সোনাদির মুখের গঠনে ভয়ানক মিল আছে। একজনকে দেখে আর একজনকে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। ধ্রুবর কথা শুনে লোপা বলছিল, মা তখন মায়ের মন্দির থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। আমার সামনে এসে বললেন, কোথায়— যাবে মা ? আমি ভুবনমোহিনী রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং আমি তাঁকে কোথায় যাব জানিয়ে তাঁর অজান্তে, ভক্তিভরে প্রণাম করলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, সৌভাগ্যবতী হও মা। "বলে তিনি চলে গেলেন। বলতে বলতে লোপার চোখে জল এল।" আমার মাকে দেখতে ইচ্ছা করে। ঐ একবার দেখার পর থেকে সদা ঐ মুখ আমার মনে পড়ত। তুমি মাকে একবার আমাদের কথা বল না ? তুমি চলে যাওয়ার পর আমি অসহায় হয়ে পড়ব। আমি কি করে এত বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে বেঁচে থাকব! হয়ত এ জীবনে আর তোমার দেখা পাব না। আমার মনের দুঃখ কেবল তিনিই বুঝবেন। তুমি আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিও! "বলে লোপা চুপ করে বসে থাকে, তা সম্ভব নয় লোপা ধ্রুব লোপাকে শান্তনা দিয়ে বলতে থাকে, "চোখের জল ফেলোনা লক্ষ্মীটি! তোমার চোখের জল আমাকে দুর্বল করবে। মাকে আমাদের পরিচয়ের কথা কেন বলতে পারি না শোনো। পুত্রবধূ নির্বাচন করার অধিকার কেবল 'মা'য়ের। আজ যদি মাকে তোমার কথা বলি, মা আনন্দের সহিত তোমাকে তার পুত্রবধূ করে ঘরে

তুলে নেবেন লোপা। কিন্তু মা এতে মনে ব্যথা পাবেন কারণ তার অধিকার অমান্য করে আমি তোমাকে মনোনিত করেছি। আমি মার মনে ব্যথা দিয়ে তোমাকে অসুখী করতে চাই না লোপা। সেদিন তোমাকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরলে সোনাদি ও ছোড়দির বিয়ে হয়ে চলে যাওয়ার পর মা তার মানষিক অবস্থার কথা বলে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। ধ্রুবর কথা শুনে লোপা ঔৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি মাকে কি বললে। আমি মাকে বললাম, মা তোমার ঘরে একজন সঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন। তুমি পুত্রবধূ এনে সে অভাব পূরণ করতে পার। তোমার প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে মা পুত্রবধূ নির্বাচন করে ঘরে আনতে পারবে, কিন্তু সে গৃহলক্ষ্মী হবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে তুমি যাকে তোমার পুত্রবধূ করে ঘরে আনবে তাকেই আমি কোন দ্বিধা না করে আমার ধর্ম্মপত্নী বলে গ্রহণ করবো মা। আমার বিদেশ যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে, আর আমিও এখন খুব ব্যস্ত। যদি তুমি এর মধ্যে কোন পাত্রী মনোনিত করতে না পার, তবে আমি দুবছর পরে যখন এক মাসের অবসর পেয়ে বাড়ী ফিরবো, তখন তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ করো। আর এর মধ্যে তুমি একজন পাত্রী মনোনিত করে রেখো। মা আমার প্রস্তাব শুনে খুসী মনে মেনে নিলেন। ধ্রুবর কথা শুনে লোপা নিরাশ হয়ে অশ্রুসজল নেত্রে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে বলে, "যদি মার সাথে কোনদিন সাক্ষাৎ না হয় বা মা-এর মধ্যে অন্য কোন পাত্রী মনোনিত করেন অথবা আমার বাবা যদি আমার জন্য অন্য কোন পাত্র স্থির করেন তবে আমাদের কি হবে?" লোপার চোখের জল মুছিয়ে ধ্রুব ধীরে ধীরে বলে, যদি এর মধ্যে তোমার পিতা তোমার জন্য কোন পাত্র নির্বাচন করেন, তবে তুমি তাহা স্বীকার করে নেবে লোপা, কারণ পিতা মাতার আদেশ পালন করে দুঃখ কষ্ট পাওয়াও অধিকতর সুখের। আর আমার মাও যদি অন্য কোন পাত্রী ঠিক করেন তবে আমিও তাকে সাদরে গ্রহণ করবো লোপা। এ জন্মে আমাদের আর মিলন হবে না বটে কিন্তু তোমাকে বাইরে না পেলেও তুমি আমার অন্তরকে চিরদিন আলোকিত করে রাখবে। তুমি আমার জীবনের আলো লোপা। ধ্রুবর কথা শুনে বলে ওঠে, "মার সাথে কি আমার কোনদিন সাক্ষাত হবে?" লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলে, "বিধির বিধানে যদি লেখা থাকে তবে অবশ্যই মার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে লোপা। চোখের জল ফেলো না। হৃদয় শক্ত কর, একবার ভেবে দেখ লোপা, কোথায় ছিলাম আমি আর কোথায় ছিলে তুমি। যার কৃপায় আমাদের সাক্ষাত হলো, সেই করুণাময়ের কৃপাই মাকে তোমার কাছে টেনে নিয়ে আসবেন লোপা। দুঃখে অভিভুত হ'য়ে পড় না। তার উপর ভরসা রাখ তাকে ডাকো। তিনি নিশ্চয় আমাদের মনোস্কামনা পূর্ণ করবেন লোপা।" ধ্রুবর কথা শুনে লোপা

বলে, "তোমার মাতৃভক্তি হবে আমার প্রেরণা ও শক্তি। জীবনে যত বাধা বিঘ্ন আসুক, আমার রাধামাধবকে মনে রেখে আমি সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো। তোমাকে পাওয়াই হবে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। আমি সর্বান্তকরণে তোমার জয় কামনা করে পরমপিতার নিকট তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করব।" "তোমার এবং আমার এই গোপন সাক্ষাত ও আলাপের কথা কারও কাছে প্রকাশ করবে না, পাছে মার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে মা মনে খুব ব্যথা পাবেন।" ধ্রুবর কথা শুনে লোপা বলে, আমি তোমার কথা মনে-প্রাণে পালন করবো। বলে লোপা বলতে থাকে, "আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে আমাকে নৃত্য ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতে বললে, আমি কি করব।" জানতে চাইলে ধ্রুব বলল, অবশ্যই কেবল কলেজের ফাংশনে অংশ নেবে। জনসাধারনের সভায় যোগদান করবে না। হয় বাবা নতুবা আইমাকে নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। তপনের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে বটে তবে ওর ক্রোধের কারণ হয়ো না। তারপর রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি করে লোপাকে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দিয়ে ধ্রুব বাড়ী ফিরে গেল। ধ্রুবর মন আজ চিন্তিত ও বিষণ্ণ। পথে শান্তনুর বাড়ীতে নামলো। শান্তনুর কাছে তপনের পরিকল্পনা শুনে ধ্রুব খুসী মনে গোপার সহিত ব্যাড্‌মিন্টন খেলে বাড়ী ফিরল। শুয়ে লোপার মানষিক অবস্থার কথা ভেবে ধ্রুব খুব বিচলিত হয়ে পড়ল। হতাশ মনে বিছানায় শুয়ে থাকে। সে শুয়ে ভাবে যদি মার সাথে লোপার সাক্ষাত বা পরিচয় না হয় এবং মা যদি এর মধ্যে অন্য কোন পাত্রী মনোনিত করে ফেলেন অথবা লোপার পিতা মাতা অন্য কোন পাত্রের সহিত লোপার বিবাহ দেন তবে ব্যর্থ হবে ধ্রুবর সারা জীবন আর ব্যর্থ হবে লোপার এতদিনের প্রতীক্ষা, প্রেম, ভালবাসা ও সাধনা। ধ্রুব ভাবতেও শিহরিয়া ওঠে। একদিকে মাকে সুখী করা আর এক দিকে তার প্রাণপ্রিয়া লোপাকে হারান। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। ভাবতে ভাবতে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে লোপা বিষন্ন মনে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাবছে প্রতীক্ষা, আমরণ প্রতীক্ষা করবে সে ধ্রুবর জন্য। ধ্রুব ছাড়া তার এ জীবনে অন্য কিছু নাই। ধ্রুবই তার ধ্যান। ধ্রুবই তার স্বপ্ন। সে কিছুতেই ধ্রুবর জীবন ব্যর্থ হতে দেবে না। রাধামাধবের নিকট সে করুণ কণ্ঠে ধ্রুবর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা জানাল। অবসন্ন হয়ে অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়লো। বাবা বেরিয়ে গেলেন সেদিকে তার খেয়াল হোলো না। ধ্রুব সেদিন চলে যাওয়ার পর থেকেই লোপার মধ্যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে আসছেন সদানন্দবাবু। পূর্বাপেক্ষা লোপা বেশী চঞ্চলা ও হাস্যময়ী হয়ে উঠেছে। যে লোপা কলেজ থেকে ফিরতে দেরী করতো না, সে মাঝে মাঝে দেরী করে বাড়ী ফেরে। ধ্রুবর সম্বন্ধে কোন কথা বললে গভীর আগ্রহে সে শোনে।

সদানন্দবাবু সন্দেহ করেন তবে কি ধ্রুবর সহিত লোপার আলাপ পরিচয় ঘটেছে ? যাহা হউক সময় হলেই সব জানা যাবে। এরূপ চিন্তা করে তিনি ধ্রুবর সাথে দেখা করতে বেরোলেন। সদানন্দবাবু ধ্রুবদের বাড়ী গেলে মা মেনকাদেবী ধ্রুবকে ঘুম থেকে ডেকে দিলেন। ধ্রুবকে দেখে সদানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে আজ বেশ চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে। সব খবর ভাল ত ? "হ্যাঁ, সব খবর ভাল।" ধ্রুবর কথা শুনে সদানন্দবাবু ধ্রুবকে বললেন, "তোমার সাথে কয়েকটি দরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি ধ্রুব।" "বলুন" ধ্রুব জানালে। সদানন্দবাবু বলতে শুরু করলেন, "অকেজো যন্ত্রদুটি সম্বন্ধে কোম্পানি আজ চিঠি দিয়ে জানাল যে তারা এ সম্বন্ধে কোন চিঠি পায়নি। তারা কয়েকদিনের মধ্যে যন্ত্রদুটি সারাবার ব্যবস্থা করছে। আমি তাদের বেতারে জানিয়েছি যে তার কোন প্রয়োজন হবে না কারণ মেসিন দুটো সারান হয়েছে। কেন কোম্পানি চিঠি পায়নি তার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম যে ডিস্‌প্যাচার চিঠি নথিভুক্ত করে পিওন মারফত ডাকে দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তারপর কি হয়েছে কেউ জানে না। প্রশ্নের উত্তরে পিওন বলল যে ডিস্‌প্যাচার তাহাকে যত চিঠি দিয়েছিল, সে সবই ডাকে দিয়েছিল এবং পোষ্টমাষ্টারের সই করা রসিদ সে দেখিয়েছিল। সব শুনে ধ্রুব বললে পিওন ও ডিস্‌প্যাচারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য এরূপ ঘটেছে। এখন থেকে পিওন ডাকে দেওয়ার সব চিঠি ডিস্‌প্যাচারের রেজিষ্টারে সই করে নেবে অবশ্য যদি পিওন লিখতে পড়তে পারে। নচেৎ ওকে ওখান থেকে সরিয়ে একজন লেখাপড়া জানা পিওনকে ইহার দায়িত্ব দিন। দ্বিতীয় প্রধান কর্মকর্ত্তা এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। ইহা বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার। তার অধিকতর দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন ছিল। সদানন্দবাবু ডিস্‌প্যাচার ও পিয়োনকে সাস্‌পেন্ড করতে চাইলে ধ্রুব বাধা দিয়ে বলল, "কে দোষি, তাহা নির্ণয় না করে কাউকে কর্ম থেকে সরান উচিত হবে না, এতে আরও বিষয়টা জটিল হয়ে উঠবে। আপনি এই পদ্ধতি চালু করে দিন। দুরভিসন্ধিমূলক কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে, আমি প্রধান কর্মকর্তাকে সতর্ক করে দিয়েছি।" ধ্রুবর সাথে কথা শেষ করে সদানন্দবাবু মেনকাদেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কেমন আছেন দিদি ? প্রশ্ন শুনে মেনকাদেবী বললেন, "বেশ ভালই আছি, একটু মানষিক অশান্তি আছে।" শুনে সদানন্দবাবু বললেন, ছেলে চলে যাবে বলে মানষিক অশান্তি ? "হ্যাঁ, ছেলে চলে গেলেই আবার একা হয়ে পড়ব।" ছেলের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ ঘরে নিয়ে আসুন তবেই সমস্যার সমাধান হবে।" বললেন সদানন্দবাবু। "হ্যাঁ, তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সময় যে খুবই কম, তার উপর ছেলেও এখন খুব ব্যস্ত। তাই এত অল্প সময়ের মধ্যে পুত্রবধূ আনা সম্ভব হোলো না।

দু'বছর পর ছেলে যখন একমাসের অবসরে বাড়ী আসবে। তখন বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। এর মধ্যে একটি পাত্রী মনোনিত করে রাখবো।" বললেন মেনকাদেবী। "খুব সুসিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার খোঁজে একটি সুপাত্রী আছে। দেখলে আপনার নিশ্চয় পছন্দ হবে। সেই হবে আপনার ছেলের যোগ্য পাত্রী। সুতরাং আপনি পাত্রীর জন্য মোটেই চিন্তা করবেন না। দু'বছর পর সময় হলেই আমি আপনাদের খবর দেব।" বললেন সদানন্দবাবু। "বেশ শুনে নিশ্চিন্ত হলাম ও খ ব খুসী হলাম, আমি আপনার উপর নির্ভর করে থাকবো।" বললেন মেনকাদেবী। দৈব নিবন্ধন, কে খণ্ডাতে পারে। ধ্রুবদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে খুব উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরলেন। লোপাকে ধ্রুবর নিশ্চয় পছন্দ হবে! ভাবতে ভাবতে সদানন্দবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন। তার মনস্কামনা পূর্ণ করার পথ তিনি পরিস্কার করে এসেছেন। লোপা চা নিয়ে এল, লোপার মুখে হাসি নেই। "এখন ধ্রুবর সাথে দেখা করে এলাম। একটা জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম।" বলেই নিচের দিকে তাকিয়ে বললেন। আজ কিন্তু ধ্রুবর মুখে হাসি দেখলাম না খুব চিন্তিত লাগলো।" "তোমার কাজ হয়েছে বাবা?" বলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। "হ্যাঁ আমার কাজ হয়েছে মা।" বললেন সদানন্দবাবু। ধ্রুবর বিষণ্ণ হওয়ার কারণ বুঝতে পেরে ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। অন্তর্যামি ব্যাতিত তখন লোপার মনের অবস্থা কেউ বুঝতে পারেনি। লোপার জীবনে নেমে এল দুঃখ, কণ্ট, যাতনা ও বিরহজ্বালা। সে তার প্রিয়তম ধ্রুবর জন্য সব হাসিমুখে সহ্য করতে প্রস্তুত। বাবার মুখে ধ্রুবর বিষণ্ণতার কথা শুনে লোপা দুঃখে অবসন্ন হয়ে পড়ল। প্রেমের জ্বালা বড় জ্বালা। সে বাবাকে ঘটনা জানালে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। এই ভয়ে লোপা তার মনের ব্যথা মনে রেখে দিল। ধ্রুবকে প্রথম দিন দেখেই সদানন্দবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে ধ্রুব একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রতিভাশালী ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ধ্রুবর দিব্যকান্তি ও সুদর্শন চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেদিনই মনে মনে তার কন্যা লোপামুদ্রার উপযুক্ত পাত্র বলে ধ্রুবকে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন। তার মনের এই গোপন বাসনা তিনি প্রকাশ করেন নি। আজ মেনকাদেবীর ধ্রুবর জন্য একটি পাত্রীর প্রয়োজনের কথা জানতে পেরে, পরোক্ষে তিনি লোপার কথাই তাকে জানিয়ে এলেন। পরমেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, তিনি যখন ধ্রুবর সহিত তার সাক্ষাত করিয়ে দিয়েছেন, তিনিই আবার ধ্রুবকে লোপার পাত্র হিসাবে পাওয়ার সুযোগ করে দেবেন। ইহা ভেবেই সদানন্দবাবু খুব আনন্দিত ছিলেন। এদিকে ধ্রুবর যাওয়ার দিন যতই এগিয়ে আসছে, লোপা ততই অন্যমনস্ক ও আনমনা হয়ে পড়ছে। পাছে তার মনের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই ভয়ে সে নিজেকে আরও শক্ত করার চেষ্টা করে। কেবল আই-মা

তার মানষিক অবস্থা বুঝেছিল। সকলের অগোচরে তার সব ত্রুটি শুধরে দিত। অনার্স ক্লাশ শেষ করে সে দূতাবাসের দিকে রওনা দিল। বাবার কাছে শুনেছিল যে ধ্রুব খুব চিন্তিত ও বিমর্ষ। সুতরাং এ সময় ধ্রুবর সাহস ও মন প্রফুল্ল থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা মনে রেখে সে তার মনের ব্যথা মনে রেখে ধ্রুবকে উৎসাহিত করিবে, ধ্রুবর সাহস যোগাবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করে সে দূতাবাসে পৌঁছে দেখে ধ্রুব দাঁড়িয়ে আছে। বইয়ের ভারি ব্যাগটা নিয়ে ধ্রুব লোপাকে বলছে, "এতবড় ভারি ব্যাগ নিয়ে তোমার আসতে খুব কষ্ট হয়েছে!" তারপর লোপাকে নিয়ে দূতাবাসের অফিসে গিয়ে সব কাজ সেরে লোপাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ধ্রুবর সাথে লোপা সিনেমায় যাবে বললে ধ্রুব লোপাকে বলল, "তবে তোমার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে যাবে।" "আমি বাবাকে ও মাকে বলে এসেছি।" ধ্রুব লোপাকে নিয়ে সিনেমায় প্রবেশ করলো। তারপর সিনেমা শেষে লোপাকে বাড়ীর কাছে নামিয়ে দিয়ে ধ্রুব চলে গেল। লোপা বাড়ী ফিরে দেখে মা তখনও বাড়ী ফেরেনি। সুতরাং নির্ভয়ে লোপা ফুলের বাগানের পরিচর্য্যা করে। বাবা মার শোবার ঘর ও বিছানার সাজ-সজ্জা শেষ করে বিশ্রাম করতে গেল। প্রতিদিন কলেজে যাওয়ার পূর্বে এবং কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে ঘরের যাবতীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারপর সন্ধ্যা হলে সন্ধ্যা প্রদীপ ও আরতী করে মধুর কণ্ঠে রাধামাধবের ভজন করে। বাবা মা বাড়ীতে না থাকলে মাঝে মাঝে দেবদাসীর ন্যায় রাধামাধবের নৃত্য করতো। এ অভিনব দৃশ্য কেবল আইমাই দেখত। ধ্রুব চলে যাওয়ার পর সে এভাবে তার দিন কাটাবে বলে স্থির করলো। সে ধ্রুবর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করবে। আইমাকে নিয়ে কলেজে যাবে এবং বাবার সাথে বা আইমার সাথে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরবে। ধ্রুবর বিদেশ যাত্রার আর তিন দিন বাকি। বাবা ধ্রুবকে কোম্পানি সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরী কাজ দিয়েছেন। গিয়েই তার করে বাবাকে পৌঁছে সংবাদ জানাবে। তারপর বাবার সাথে ধ্রুবর নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে। এভাবে সে ধ্রুবর খবর জানতে পারবে। সে ধ্রুবর কাছে চিঠি দেবে, কিন্তু ধ্রুব লোপাকে কোন চিঠি দেবে না প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে। প্রয়োজন হলে দূতাবাসে গিয়ে ধ্রুবর খবর জানাও যাবে বটে, তবে সেরকম ঝুঁকি সে নেবে না। ধ্রুবর যাত্রার দু'দিন পূর্বে লোপা ধ্রুবর সহিত মিলিত হওয়ার জন্য মাকে বলে গেল যে তার কলেজ থেকে বাড়ী ফিরতে দেরী হতে পারে। দুটো ক্লাশ করে লোপা কলেজ থেকে বেরিয়ে দেখে ধ্রুব গেটে তার জন্য অপেক্ষা করছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মন্থর গতিতে লোপা ধ্রুবর সামনে এসে "কখন এসে দাঁড়িয়েছ" বলে দাঁড়াল, "এই কয়েক মিনিট হল," বলে ধ্রুব ব্যাগটি লোপার হাত থেকে নিলে লোপা বলল, "আজ অন্য কোথাও চল, আমি বাড়ীতে বলে এসেছি যে আমার বাড়ী ফিরতে দেরী হতে

পারে।" বলে ধ্রুবকে নিয়ে লোপা দক্ষিণেশ্বরের দিকে ট্যাক্সিতে রওনা দিল। দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে গঙ্গার তীরে একটি গাছের নীচে বসল। লোপার মুখে কোন কথা নেই। কিছু সময় পর লোপা আর স্থির থাকতে না পেরে কেঁদে বলতে থাকে, "বাবা সেদিন তোমাকে খুব চিন্তিত ও বিষণ্ন দেখে এসেছেন। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না আমার জন্য। আমি তোমার অপেক্ষায় সব দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রতে পারবো। তোমার স্মৃতিই হবে আমার একমাত্র জীবন সাথি।" বলে লোপা আবার কাঁদতে থাকে, লোপাকে শান্তনা দিয়ে ধ্রুব বলল," তুমি অধীর হয়ো না লোপা! তোমার চোখে জল দেখলে আমার মন চঞ্চল হয় এবং আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। আমি মনে শান্তি পাই না। লোপা তুমি আমার শক্তির উৎস, তুমি কাঁদলে আমি শক্তিহীন হয়ে পড়ব। তুমি হাসি মুখে আমাকে বিদায় দিও লোপা, সাহসে বুক বাঁধো লোপা। এতদূরে এসে এখন আমাদের ভেঙ্গে পড়লে সব বিফল হবে লোপা।" করুণাময় ব্যথা পাবেন লোপা। তাঁর ওপর ভরসা রাখ। তিনি মঙ্গলময়। তিনি সদা আমাদের মঙ্গল করে থাকেন," বলে ধ্রুব লোপার চোখের জল মুছিয়ে দিলে লোপা মধুর হাসি হেসে স্নিগ্ধ নয়নে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে রইল। লোপার নয়নাশ্রু বিগলিত সুন্দর মুখখানি দুহাতের মধ্যে নিয়ে ধ্রুব বলল," তোমার ধ্রুব চিরদিন তোমার থাকবে লোপা। লোপা হাসতে হাসতে ব্যাগ থেকে খাবার বার করলো এবং দুজনে খেয়ে মায়ের মন্দিরের চারদিকে ঘুরে মাকে দর্শন করে এল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোপা বলল," তুমি চলে যাবে কতদূরে আর আমি তোমার ফেরার পথ চেয়ে দিন গুণব। তুমি থাকবে কোথায় আর আমি থাকবো কোথায়।" তারপর লোপা ধ্রুবকে চোখ বুঝতে বললে ধ্রুব চোখ বুঝলে লোপা বলল," আমি যখন চোখ খুলতে ব'লবো, তখন খুলবে," বলে অতি যত্নে তৈরি ক'রে আনা "তোমার লোপা" নামাঙ্কিত লকেট সহ সোনার হার বার করে ধ্রুবর সামনে ধরে চোখ খুলতে ব'ল্‌ল। সোনার হার দেখে ধ্রুব বল'লে," চমৎকার, কার জন্য বানিয়েছ? জানতে চাইলে লোপা বল্‌ল," তোমার লোপা এনেছে তোমার জন্য," বলে লোপা ধ্রুবর গলায় পরিয়ে দিল। আর সাথে সাথে লোপা সাবধান করে দিল, বাড়ীতে যেন কেউ জানতে না পারে। ধ্রুব মুগ্ধ নয়নে লোপার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্লেনে উঠে গলায় দিয়ে রাখবে। প্রেমময়ের আশীর্বাদে আমাদের জীবনে যদি সেই শুভদিন আসে। তবে সেই শুভ মহামিলনের সময় ঐ হার পরে আমাকে গ্রহণ করো, নচেৎ স্মৃতি করে রেখে দিও। "তারপর লোপা কিভাবে তার বেদনাতুর দিনগুলি কাটাবে, তা সব একের পর এক ধ্রুবকে বলতে থাকে। সে থামতে চায় না, মানে না কোন মানা। ধ্রুবকে সব না বলে সে শান্তি পাবে না। লোপার চোখে চোখ রেখে ধ্রুব মনযোগ

দিয়ে শুনতে থাকে লোপার কথা। লোপাদের কলেজের অনুষ্ঠান কবে হবে জানতে চাইলে লোপা বলল দেরী আছে।" বলে লোপা মধুর কণ্ঠে একখানি হৃদয়গ্রাহী গান ধ্রুবকে শুনিয়ে তার মনের সাধ মিটাল। গান শুনে ধ্রুব অভিভূত হয়ে পড়ে এবং আনন্দোচ্ছ্বাসে ব'লল, "কি অপূর্ব তোমার কণ্ঠস্বর। আমি কি তোমার প্রেম ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য লোপা। তুমি আমার দোষত্রুটি ক্ষমা করে আমাকে তোমার উপযুক্ত করে নিও লোপা।" শুনে লোপা আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে, "একথা বলে তুমি আমাকে ব্যথা দিও না। আমার মত একজন গুণহীনা নারী তোমার প্রেম ভালবাসা পেয়ে জীবন ধন্য করেছে। বনলতা যেমন বৃক্ষকে জড়িয়ে বেঁচে থাকে আমিও তেমন তোমাকে জড়িয়ে বেঁচে থাকতে চাই প্রিয়তম।" ধ্রুব লোপার হাত দুখানি নিজের হাতে নিয়ে বলল, "লোপা, মা আমার চেতনা ও পথপ্রদর্শক আর তুমি আমার জীবনের আলো। লোপা আমরা অভিন্ন, একজন আর একজনার পরিপূরক।" বলে লোপা ও ধ্রুব পরস্পরের দিকে নিরবে তাকিয়ে থাকে। কিছু সময় পর তারা বাড়ীর দিকে রওনা দিল। হাঁটতে হাঁটতে লোপা চোখ মুছতে মুছতে লোপা ধ্রুবকে বলল, "বাবা তোমাকে বিদায় জানাতে এয়ারপোর্টে যাবেন। পেঁছেই বাবাকে তার করে খবর জানাবে।" লোপাকে নামিয়ে বিদায় দিয়ে ধ্রুব এক দৃষ্টে লোপার দিকে তাকিয়ে ছিল, আর লোপা যেতে যেতে পিছন দিকে ধ্রুবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ীর দিকে চলতে থাকে। ধ্রুবর শক্ত মন নরম হয়ে গেল। বাড়ীতে মা, সোনাদি ও ছোড়দিরা অপেক্ষায় বসে ছিলেন। ধ্রুব তাদের জানাল যে সে সব কাজ শেষ করে এসেছে। "সোনাভাই প্লেন থেকে নেমে এবং ছাত্রাবাসে গিয়ে তার করে পেঁছানো সংবাদ দিতে ভুলো না," সোনাদি বলল ধ্রুবকে। পর দিন যাওয়ার সব জিনিস পত্র গুছাতে থাকে সোনাদি। এমন সময় প্রবীর এলে তাকে নিয়ে গুরুজীর সাথে দেখা করতে গেল ধ্রুব। গুরুজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রবীরকে নিয়ে ধ্রুব বাড়ী ফিরলো। মা, উমা কমলার মুখে কোন শব্দ নাই। সব গোছান শেষ হ'লে মা ধ্রুবকে বললেন, "অন্তত দুখানা করে চিঠি দিও বাবা।" হ্যাঁ মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক তুমি কিছু ভেবো না, তোমার আশীর্বাদে তোমার ধ্রুব সব বিপদ, বাধা, বিঘ্ন কাটিয়ে উঠবে মা।" যাওয়ার দিন সকালে শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবদ গীতা, বাবা এবং সকলের ফটো ও লোপার দেওয়া হার এবং জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ফটোখানি সযত্নে রেখে দিল স্যুটকেসে। বিদায় নেওয়ার পূর্বে মার কাছে গিয়ে ধ্রুব আর স্থির থাকতে পারলো না। মাকে প্রণাম করে জড়িয়ে ধরে বলল, "মা তোমার ধ্রুব চিরদিন তোমার থাকবে এবং তোমার কোলে ফিরে আসবে মা। হাসিমুখে আমাকে বিদায় দাও মা। তুমি আমার মা আর আমি তোমার ধ্রুব। তুমি আমার চেতনা ও পথপ্রদর্শক

মা। তোমার ছেলে তোমাকে কোনদিন ভুলবে না মা। ইহা দিবা রাত্রির ন্যায় সত্য।" বলে মাকে পুণরায় প্রণাম করলো। মাথায় হাত বুলিয়ে মেনকাদেবী তার প্রাণাধিক্ পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। বাবাকে প্রণাম করে সোনাদি ও ছোড়দির চোখের জল মুছিয়ে সকলে গাড়ীতে গিয়ে বসল। এয়ারপোর্টে গিয়ে ধ্রুব দেখে সদানন্দবাবু ও মনতোষ তাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। প্লেন যাত্রা করলে মেনকাদেবী সদানন্দবাবুর সাথে কিছু সময় আলাপ ক'রলেন। পরে শঙ্কর, গৌতম, উমা ও কমলাকে নিয়ে প্রিয়নাথবাবু ও মেনকাদেবী বাড়ী ফিরলেন। কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি এয়ারপোর্টে উপস্থিত থেকে ধ্রুবকে বিদায় জানিয়েছিল। দু'দিন পরে নিরাপদে প্লেন থেকে তার করে জানাল। ছাত্রাবাসে গিয়ে পুনরায় মাকে এবং সদানন্দবাবুকে তার করে নিরাপদে পেঁছানর সংবাদ পাঠাল। লোপা তার আসবে বলে সেদিন কলেজে যায়নি। তার এসেছে জেনে লোপা নিশ্চিত হ'য়ে এবং কলেজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মা কার তার এসেছে জানতে চাইলে লোপা মাকে জানাল যে আমেরিকা থেকে। বোধ হয় ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তার এসেছে। বলে লোপা কলেজে চলে গেল। সদানন্দবাবু অফিস থেকে ফিরে ধ্রুবর তার পড়ে রেখে দিলেন। সুরুচিদেবী কার তার এসেছে জানতে চাইলে সদানন্দবাবু বল্লেন, ধ্রুবর কাছ থেকে। সুরুচিদেবী শুনে কোন কথা না বলে চুপ করে গেলেন। চা খেতে খেতে সদানন্দবাবু জানালেন, "পুজার ছুটিতে তারা উত্তর ভারতে বেড়াতে যাবে। বাবার কাছ থেকে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব শুনে লোপা এবং অশোক খুব আনন্দিত। অশোক জানতে চাহিল, "টিকিট কাটা হয়েছে বাবা।" শুনে সদানন্দবাবু জানাল, "না টিকিট কাটতে দিয়েছি। আজ বিকেলে টিকিট কেটে দিয়ে যাবে। তোমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠা উৎসব কবে অনুষ্ঠিত হবে লোপা?" বাবার কথা শুনে লোপা তারিখ জানিয়ে বললো, "বাবা আমি তোমার সাথে অনুষ্ঠানে যাব এবং ফিরবো। তুমি না গেলে আমি অনুষ্ঠানে অংশ নেব না বাবা।" "বেশ আমি তোমাকে নিয়ে যাব এবং ফিরবো চিন্তা কোরো না," বল্লেন সদানন্দবাবু। তারপর মা ও বাবাকে লোপা জানাল, "বাবা কাল থেকে আমি আইমাকে নিয়ে কলেজে যাব এবং ওর সাথে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরবো। তুমি ব্যতিত আমি আর অন্য কারও সাথে গাড়ীতে যাতায়াত করবো না বাবা। তোমার কোন আপত্তি নেই ত মা?" "তোমার হঠাৎ এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ কি লোপা?" জানতে চান সদানন্দবাবু। "আমার একা যেতে ভয় করে বাবা।" আর কোন কথা না বলে লোপা চুপ করে থাকে। হঠাৎ লোপার মনে এরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করে সদানন্দবাবুর মনে সন্দেহ হয়, তবে কি ধ্রুবর সাথে লোপার কোন সম্বন্ধ ঘটেছে। মাত্র কয়েক মিনিট ধ্রুব বাড়ীতে ছিল। এর মধ্যে কি কোন

সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্ভব ? তিনি সঠিক কারণ নির্ধারণ করতে পাচ্ছেন না। তবে কি তপনের ভয়ে লোপার মনে এরূপ পরিবর্তন ! যেদিন আশোকের মুখে তার সম্বন্ধে তপনের কুৎসিত মন্তব্য শুনেছিল, সেদিন থেকেই তপন লোপার নিকট এক বিভীষিকার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার উপর একদিন লোপা গাড়ীর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল এমন সময় তপন এসে ওর গাড়ী করে লোপাকে বাড়ী পেঁাছে দেওয়ার প্রস্তাব করলে, লোপা ভয়ে ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করে আত্মরক্ষা করেছিল। সম্ভবত লোপা তপনের ভয়ে এরূপ ব্যবস্থার কথা তার কাছে প্রস্তাব করেছে।" বলে সদানন্দবাবু মনে করলেন। লোপা অনুভব করেছিল যে তপন তাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। তপনের সম্বন্ধে তার এরূপ ধারণার কথা সে মাকে বলতে চেয়েছিল কিন্তু সাহস করে বলতে পারলো না। এমন কি লোপা তার ভয়ের কথা কেবল ধ্রুব এবং আইমা ব্যতীত কাউকে বলে নি। যদি প্রয়োজন হয় তবে লোপা তপনের ভয়ে কলেজ ছেড়ে দিতে দ্বিধা করবে না। লোপার সাথে কলেজে যাওয়ার প্রস্তাব শুনে সদানন্দবাবু বেরিয়ে গেলেন। পরে লোপা ধ্রুবর তার খুলে ভাল করে পড়ে দেখল। তারপর যত্ন করে টেবিলের উপর রেখে দিল। এর সাতদিন পর ধ্রুবর চিঠি মা, উমা ও কমলার নিকট এলো। ধ্রুব মাকে লিখেছে, "মা তোমার ও বাবার আশীর্বাদে আমি নিরাপদে এসে পেঁাছেছি। মা তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না। তোমার চরণ স্মরণ করে আমি আমার জীবন পথে অগ্রসর হবো। তুমি আশীর্বাদ কর মা, যেন আমি আমার কর্ত্তব্য সাধিতে কখনও পিছেয়ে না পড়ি। এখানে এসে আমার কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। আগামিকাল আমি কলেজে যোগদান কোরব। ছাত্রাবাস খুব সুন্দর, ছবির মত সাজান। রুচিপূর্ণ ও পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু খেতে দেয়। আমার খেতে কোন অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন চিত্রকলা শোভিত বিরাট ছাত্রাবাসে বাস করার সব সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও আছে খেলাধুলার প্রকাণ্ড মাঠ, সাঁতার কাটার সুন্দর পুকুর ও ব্যায়ামাগার। স্থানটি সুশীতল ও শিক্ষার মনোরম পরিবেশ। তোমাকে এবং বাবাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করলাম। ইতি প্রণত তোমার ধ্রুব। সদানন্দবাবুকে প্রণাম জানিয়ে চিঠিতে তাকে ধ্রুব লিখেছে যে তার প্রয়োজনীয় ব্যবসা সংক্রান্ত সব খবর সংগ্রহ করে পরে তাঁকে জানাবে। চিঠিখানা পড়ে তার সব প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করে লোপা নিজের কাছে রেখে দিল। সেদিনই রাত্রে এখানকার সব খবর জানিয়ে লোপা ধ্রুবর কাছে চিঠি লিখে রেখে দিল। তারপর দিন নিজে গিয়ে চিঠি ডাকে দিয়ে এল। ধ্রুব একদিনেই মা ও লোপার চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। লোপা ধ্রুবর কাছ থেকে কোন চিঠি পাবে না, কেবল বাবার কাছে লেখা ধ্রুবর চিঠি থেকে সে ধ্রুবর খবর জানতে পারবে। এছাড়া ধ্রুবর কোন খবর জানার

লোপার আর কোন উপায় নাই। লোপা হতাশ হয়ে ভাবে, ভাগ্যের চাকা ঘুরিতেছে। লোপার ভাগ্যাকাশে এখন হতাশা ও বিরহ জ্বালা। এর জন্য লোপা মোটেই দুঃখিত নয়। সে হাসি মুখে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করবে। সে তার প্রেমের মাধুরি দিয়ে ধ্রুবকে তার মনে এঁকেছে। যদিও বাহ্যত ধ্রুব তার অনেক দূরে হলেও, সে আছে তার অন্তর আলো করে। অতয়েব সে কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বলে মনে করে না। মা মেনকাদেবীকে দেখার আশায় আইমাকে নিয়ে সে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করে থাকে। হায়, প্রতিদিনই হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে আসে, মেনকাদেবীর সাক্ষাত তার ভাগ্যে নেই। ধ্রুবর প্রেমে বিভোর হয়ে লোপা উঠেছে আরও সুন্দর ও প্রেমময়ী। সকলের নিকট প্রিয়দর্শিনী লোপা।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপে পড়ে অনেক সময় মানুষকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজে অংশ গ্রহণ করতে হয়। লোপাকেও সেরূপ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপে পড়ে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের নৃত্য-গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। লোপা অনুষ্ঠানে কোন-প্রকারে নৃত্য ও দুখানি গান পরিবেশন করে তাড়াতাড়ি এসে বাবার পাশে বসে পড়ল। অনুষ্ঠান শেষে বাবার সাথে বাড়ী ফিরে আসে। হঠাৎ লোপার মধ্যে এত পরিবর্ত্তন দেখে সদানন্দবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইহার কারণ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করতে পারেন না। তিনি ভাবেন ইহা আর কিছুই নয় কেবল বয়সের পরিবর্ত্তন মনে করে চুপ করে যান। অনুষ্ঠানের পরের দিন কয়েকজন সাংবাদিক লোপার সাথে সাক্ষাত করতে এলে বাবার সামনে বসে তাদের সাথে আলাপ করলো। সাংবাদিকদের সহিত কথা বলার সময় লোপা তাদের হাসিমুখে জানিয়ে দিল যে সে কোন জনসভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করিতে বা তার গানের রেকর্ড করিতে সে মোটেই আগ্রহী নয়। দিদির কথা শুনে অশোক তাকে বলে, দিদি আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে তুই গান করবি ত ?" অশোকের কথা শুনে লোপা ভাইয়ের গাল টিপে আদর করে বলে, "হা নিশ্চয় করবো"। যদি তপনদা তাদের অনুষ্ঠানে তোকে গান করতে বলে ? "না, তা আমার সীমানার বাইরে হয়ে যাচ্ছে ভাই।" উত্তরে জানিয়ে দিল লোপা।

সাধারণতঃ যখন কোন সুন্দরী নারী বা পুরুষ রাস্তা, বাস বা ট্রামে যাতায়াত করে, তখন পার্শ্ববর্ত্তী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব যাত্রীদের দৃষ্টি তাদের উপর নিবদ্ধ হয়। অনিন্দ্য সুন্দরী লোপা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় বা বাসে ট্রামে যাতায়াত করে তখন পথচারী বা সহযাত্রীরা ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। লোপা তা বুঝতে পেরে তার

চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিত। লোপার রূপের জন্য যে ওর দিকে তাকাত, তা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তবে লোপার ভেতরে এমন এক মোহিনী শক্তি ছিল যার আকর্ষণে সহযাত্রীরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত বা ওর সাথে দুটো কথা বলতে উৎসাহী হত। বাসে বা ট্রামে যাতায়াত করার সময় যদি কোন যাত্রী ওর সাথে কথা বলতে আসত, সে হাসিমুখে তাদের সহিত কথা বলতে দ্বিধা করত না। একদিন দীর্ঘসময় অপেক্ষা করে ট্রামে উঠে ভীড়ের মধ্যে লোপা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তখন এক ভদ্রমহিলা একটু জায়গা করে দিয়ে লোপাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। বসিয়ে ভদ্রমহিলা সারাটা পথ লোপার সাথে আলাপ করতে করতে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, তোমার সাথে আলাপ করে খুব আনন্দ পেলাম মা। সব সময় অনুকূল পরিস্থিতি হত না। মাঝে মাঝে তাকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পড়তে হত। একদিন সে বাবার সাথে মার্কেটিংয়ে বেরিয়ে একখানি শাড়ীর দোকানে শাড়ী কিনতে গেল। দোকানের কর্মচারীরা সকলেই লোপাকে ডাকছিল তার কাছে যাওয়ার জন্য। লোপা একটি কাউণ্টারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালে, দোকানের সব কয়টি ছেলে এসে হৈ চৈ শুরু করে দিল, ইহা বলে যে দিদিমণি তার কাউণ্টারে প্রথমে গিয়েছিল। এরূপ কথা বলতে বলতে শেষে দুটি ছেলের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়েছে দেখে দোকানের মালিক এসে তাদের ছাড়িয়ে দেয়। এদিকে অন্যান্য কাউণ্টারে খরিদ্দার এসে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সদানন্দবাবু অবাক হয়ে বল্লেন, "তোমরা এই কাউণ্টারে এসে সব ঝগড়া করছ, আর অন্যান্য কাউণ্টারে খরিদ্দার এসে দাঁড়িয়ে আছে।" ছেলেগুলো চলে গেল। পূর্বেও লোপা এরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে বলে, সে কিছু না বলে চুপ করে ছিল। শাড়ী কিনে বাবার সাথে বেরিয়ে এল। এই প্রসঙ্গে তার আর একদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। সে ভাই অশোককে নিয়ে গেছে একটি ছোট ষ্টেশনারি দোকানে। দোকানে কোন ভীড় ছিল না। দোকানদার তাকে মাল দিতে গরিমসি করছিল। ইতিমধ্যে খরিদ্দার আসছে এবং তারা মাল নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে লোপা তাকে তাড়াতাড়ি দেওয়ার অনুরোধ করলে 'দিচ্ছি' বলে অন্য খরিদ্দারকে মাল দিচ্ছে। দোকানে ভীড় হয়েছে দেখে লোপা অশোককে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সব খরিদ্দার চলে গেলে পর দোকানদার লোপাকে মাল দিয়ে বলল, 'দেখলেন আপনি এসেছেন তাই কত খরিদ্দার এল। মাঝে মাঝে আসবেন দিদিমণি'। কথার কোন জবাব না দিয়ে লোপা মাল নিয়ে চলে এল।

বিকেলের দিকে একদিন তপন তার একজন অনুগত সহকারীকে নিয়ে সদানন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থায় এল সদানন্দবাবুর সহিত ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়

নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। সদানন্দবাবু তখন অফিসে ছিলেন। বর্ত্তমানে একটি বিদেশী কোম্পানি কতকগুলি বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম তপনদের কারখানায় সরবরাহ করছিল। সে সব যন্ত্রাংশ সদানন্দর সংস্থায় তৈরি হ'তো। সদানন্দ সংস্থা সেগুলি অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকত। তপনের ইচ্ছা যে বিদেশী কোম্পানির পরিবর্ত্তে দেশী সদানন্দ সংস্থা তাদের ঐ বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করুক। উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু তপনের জানা ছিল না যে ইহা কোম্পানি আইন বিরুদ্ধ কাজ। কোন দেশী কি বিদেশী সংস্থার সহিত একবার ব্যবসা সংক্রান্ত কোন চুক্তি হলে, সে চুক্তি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত্ত রক্ষা করতে হবে। কেবল বাড়তি মালের প্রয়োজন হলে, সে অন্য কোম্পানির সহিত বাড়তি মাল সরবরাাহের চুক্তি করতে পারে। অথবা পূর্বে্কৃত সম্পাদিত চুক্তি উভয় বাতিল বলে স্বিকারোক্তি দিলে অন্য সংস্থার সহিত মাল সরবরাহের নতুন চুক্তি করা সম্ভব। কাজেই সদানন্দবাবু তপনকে জানালেন যদি তাদের কোন বাড়তি মালের প্রয়োজন হয় তবেই কেবল তারা অন্য কোম্পানির সহিত চুক্তি করিতে পারে। সদানন্দবাবুর কাছ থেকে সব জেনে শুনে তপন বলল, "বিষয়টা বেশ জটিল।" কথা বলতে বলতে বেশ দেরী হয়ে গেল। সদানন্দবাবু বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে তপন তার সহকারীকে উদ্দেশ্য করে বাড়ী যেতে বলল। তারপর সে সদানন্দবাবুর সাথে তাদের বাড়ী গেল মাসীমার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে। দরজা খুলে দিয়ে লোপা তপনকে দেখে চুপ করে তার ঘরে চলে গেল। সুরুচিদেবী তপনকে দেখে খুসী হয়ে, 'কখন এসেছ?' জানতে চাইলে তপন উত্তর দিয়ে জানাল ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে মেসোমহাশয়ের সহিত আলাপ করার জন্য ওনার অফিসে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে আপনাদের সহিত সাক্ষাত করতে এলাম। শুনে সুরুচিদেবী বললেন, "খুব খুসী হলাম। তারপর সব ভাল আছ? তোমার বাবা এবং তোমার পিসিমা কেমন আছেন?" উত্তর দিয়ে তপন বলল, "সব ভাল আছেন।" "তারপর তোমার বিলেত যাওয়ার কিছু ঠিক করতে পারলে?" জানতে চান সুরুচিদেবী। উত্তর দিয়ে তপন বলল, "না এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি। কারণ আমি আমাদের কারখানা নিয়ে ব্যস্ত আছি। একটু নিজেকে হাল্‌কা করে নিয়ে ওর জন্য চেষ্টা করবো।" শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "তোমার বাবা সেদিন ফোন করে বলছিলেন যে তোমাকে বিলেত পাঠাবার তার খুব ইচ্ছা এবং শীঘ্রই তুমি যাবে বলে তিনি বলেছিলেন।" "হ্যাঁ, বাবা চান আমি আর সময় নষ্ট না করে বিলেত চলে যাই কিন্তু আমার ইচ্ছা, আমাদের কারখানায় আরও কিছুদিন কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত যাই। এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।" তপনের কথা শুনে সদানন্দবাবু জানতে

চাইলেন। তোমাদের মধ্যে আর কেউ যাচ্ছে নাকি? উত্তরে তপন বলল, শান্তনুও যাওয়ার চেষ্টা করছে। বলে তপন হাঁপিয়ে ওঠে। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সে সুরুচিদেবীকে বলে, "চলুন মাসীমা এবার পূজায় কোথাও বেড়িয়ে আসি।" তপনের কথা শুনে সুরুচিদেবী বললেন, "হাঁ, আমরা ছুটিতে উত্তর ভারত বেড়াতে যাব বলে ঠিক করেছি। যাওয়ার টিকিট কাটা হয়ে গেছে।" তপন প্রশ্ন করে জানতে চাইল, "কবে এবং কোথায় যাচ্ছেন?" "প্রথমে হরিদ্বার গিয়ে প্রোগ্রাম করা হবে।" বললেন সুরুচিদেবী। "যাওয়ার তারিখ আমি জানি না।" ইতিমধ্যে অশোক মাঠ থেকে বাড়ী ফিরে তপনকে দেখে আনন্দে বলে ওঠে, "তপনদা আমরা পূজায় বেড়াতে যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে?" "দেখি, চেষ্টা করবো যদি যেতে পারি।" উত্তর দিল তপন। ওখান থেকে বেরিয়ে তপন গেল তার সোনালী নামে এক বান্ধবীর কাছে। সোনালীর পিতা একজন সরকারি অফিসার ছিলেন। তখন অবসর প্রাপ্ত এবং মা একজন স্কুলের শিক্ষয়ীত্রী। সোনালী বি.এর পরীক্ষার্থিনী। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াকালীন সোনালীর সহিত তপনের পরিচয় হয়। সোনালী রুচিশীলা, সুন্দরী ও সুগায়িকা তরুণী। তপন সোনালীদের বাড়ী যখন গেল সোনালীর মা স্কুল থেকে ফেরেন নি। তবে পিতা বাড়ীতে ছিলেন। তিনি তপনের সহিত আলাপ করছেন, এমন সময় মা স্কুল থেকে ফিরলেন। তপনকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ? অনেকদিন পর দেখা হল।" বলে তিনি চলে গেলেন। সোনালী ইতিমধ্যে বাবা ও তপনের জন্য চা নিয়ে এল। অস্থির চিত্ত তপন এত আদর, যত্ন, স্নেহ ও ভালবাসা সহ্য করতে পারে না। ইহাকে সে কপট ভালবাসা দ্বারা আর কিছুই মনে করে না। তাদের মেয়ে সোনালীকে তার হাতে তুলে দেওয়ার এক চাতুরি মাত্র বলে মনে করে। তাই যদি হয় তবে কেন সে সোনালীদের বাড়ী যায়? তপনের ভাগ্যে পবিত্র প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসা লেখা নেই। যে তাকে চায় না। তপন তাকে পেতে চায়। যে তপনকে সুখী করতে চায়। তপন তাকে চায় না। পবিত্র প্রেম প্রীতিকে উপেক্ষা করে সে মরিচীকার পিছনে ছুটছে অশ্বের মত। তপন পূজার ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাবে নাকি সোনালীর প্রশ্নের উত্তরে তপন জানাল, সে এখনও কিছু ঠিক করেনি। সোনালী কোথাও যাবে নাকি জানতে চাইলে সোনালী তপনকে বলল, "মা বলেছিলেন যাওয়ার কথা। তুমিও চলনা আমাদের সাথে। যাবে?" বলে তপনের দিকে তাকিয়ে রইল। তপন উত্তর দিল, "এখনও কিছু ঠিক করিনি। তোমাকে পরে জানাব।" বলে তপন ওখান থেকে বেরিয়ে গেল তার আর এক বান্ধবীর বাড়ী। সোমা নামে তার এই বান্ধবী সবে বি.এ. পাশ করে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ নিয়েছে। পরে এম.এ. ক্লাশে

ভর্ত্তি হওয়ার ইচ্ছা। তপন যেদিন লোপার মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য লোপাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিল সেদিন তপনের সাথে সোমার পরিচয় হয়। সোমা সুরুচিদেবীর সম্পর্কে আবার আত্মীয়। সেই সূত্র ধরে তপন সোমার খুব কাছে আসে। তপন সোমাকে বাড়ীতে না পেয়ে বাড়ী ফিরে আসে। বাড়ী ফিরে তপন হাঁপিয়ে ওঠে। তার যেন মনে হয় সারা বাড়ীটা তাকে গ্রাস করতে আসছে। মন স্থির করতে পারছে না। সে কি চায়! সে যেন শুনছে তাকে বিদ্রূপ করে বলছে, 'তুমি শান্তিকে ত্যাগ করে অশান্তিকে আশ্রয় করেছ। তুমি যাকে পেয়েছ তাকে ত্যাগ করে, যাকে পাবে না তার পেছনে ছুটছ। সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই গ্রহণ করো যাহা পেয়েছ, তাতেই সুখী হবে, শান্তি পাবে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তপন। সে কি করবে বা কি করা উচিত সে কিছুতেই ঠিক করতে পারে না। লোপাকে সে প্রথমে তার গার্লফ্রেন্ড বলে মনে করতো। কিন্তু লোপা যে রূপে-গুণে অসাধারণ তাহা বুঝতে পেরে, তপন এখন তাকে তার জীবন সঙ্গিনীরূপে পেতে চায়। এমনকি লোপাকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে সে মনে করে। লোপার একটু সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সে এখন লালায়িত কিন্তু লোপা তাকে এড়িয়ে গিয়ে সদা দূরে থাকে। এর কি কারণ? তপন কি তার উপযুক্ত নয়, না লোপা অন্য কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত? তবে কে সে ভাগ্যবান পুরুষ! সে শুনেছিল, সদানন্দ কারখানার দুটো অকেজো মেসিন ধ্রুব সারাতে গিয়েছিল। তবে কি ধ্রুবর সাথে লোপার কোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে! তপন কিছুই ঠিক করতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

তপন চলে যাওয়ার পর সদানন্দবাবু ঘরে প্রবেশ করলে অশোক বলে ওঠে, "জান বাবা তপনদাও যাবে আমাদের সাথে। খুব ভাল হবে, না বাবা।" শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "দেখ টিকিট পাওয়া যায়, কি না? তপনের যাওয়ার কথা শুনে সুরুচিদেবী খুশী হয়ে বললেন, খুব ভাল হবে, একজন সাথি হবে।" সুরুচিদেবীর কথা শুনে তিনি বুঝলেন যে তপনের যাওয়ার কথা শুনে সুরুচি খুব খুশী হ'য়েছে, কিন্তু ইহার ভবিষ্যত জটিলতা চিন্তা করে তিনি ভ্রমণ বাতিল করে দিবেন বলে স্থির করলেন। তপনের যাওয়ার কথা শুনে লোপা খুব ভীত হয়ে পড়েছিল। কয়েকদিন পর সদানন্দবাবু একটি জরুরী কাজের অজুহাত দেখিয়ে এ যাত্রা যাওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিলেন। জটিল পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুরুচিদেবী চুপ করে গেলেন। কিন্তু অশোক খুব হতাশ হয়ে পড়ল, খবর শুনে লোপার মনে আনন্দ আর ধরে না, ইহার কয়েক-দিন পরে কলেজ থেকে ফেরার পথে লোপা আইমাকে নিয়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তপন এসে লোপার সামনে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলে, ভয়ে লোপা কোন কথা না বলে সরে দাঁড়াল, যেন তপনকে

লোপা চেনে না। তারপর বাস এলে আইমাকে নিয়ে ভীড়ের মধ্যে বাসে উঠে গেল। ভবিষ্যত চিন্তা করে লোপা তপনকে আলাপ করার কোন প্রকার সুযোগ দিতে চায় না। তপন এভাবে অপমানিত হয়েও কেন লোপার পিছনে ঘুরে বেড়ায়! মানুষের প্রধান শত্রু কাম তপনকে আশ্রয় করেছে। তার প্রভাবে সে তার বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পাগলের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তপন দেখে নিল যে লোপা আইমাকে নিয়ে কলেজে যাতায়াত করে। বাড়ী ফিরে লোপা এ ঘটনার কথা কারও কাছে প্রকাশ করলো না। সে আরও সতর্ক হয়ে চলবে বলে মনস্থ করলো। তাদের সাথে তপন গেলে এরকম অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে পারে মনে করেই সদানন্দবাবু তাদের উত্তর ভারত ভ্রমণ বাতিল করতে বাধ্য হলেন। কয়েকদিন পর সুরুচিদেবী লোপা এবং অশোককে নিয়ে পূজার বাজার করতে বেরিয়েছেন। বাজারের একটি প্রসিদ্ধ শাড়ীর দোকানে শাড়ী দেখছে এমন সময় হঠাৎ পিছনে এসে তপন দাঁড়াল। তপনকে দেখে অশোক বলে, "তপনদা আমাদের যাওয়া হবে না।" শুনে তপন অশোককে বলল "তুমি যাবে আমার সাথে?" "বাবাকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব।" উত্তর দিল অশোক। শাড়ী কিনে সুরুচিদেবী টাকা দিতে উদ্যত হ'লে তপন বলে উঠে, 'আমি দিচ্ছি' বলে সব শাড়ীর দাম দোকানদারকে দিল। বাজার শেষ করে তপন একটি ট্যাকসি ডেকে সকলকে উঠতে বললে, লোপা কাউকে কিছু না বলে দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে ট্রামে বসে পড়ল। অশোক বলে "মা দিদি ট্রামে যাচ্ছে। চল মা আমরাও ট্রামে যাই। মা সুরুচিদেবী কোন উত্তর না দিয়ে ট্রামের দিকে এগিয়ে গেল। লোপা বাড়ী ফিরে ঘরে গিয়ে আইমার সাথে কথা বলছিল, যেন কিছু ঘটেনি, লোপা মনের কথা কাউকে বলতে পারে না। কারণ সে বোঝে মার অবস্থা। মা চান তপনের সাথে লোপা অবাধে মেলামেশা করুক, অপর দিকে লোপা বদ্ধপরিকর যে তপনকে সে দূরে সরিয়ে রাখবে। এই সত্যি কথাটা সে মাকে বলতে পারে না, তার মা মনে আঘাত পাবে বলে। বাড়ী ফিরে সুস্থ হয়ে সুরুচিদেবী খুশি মনে শাড়িখানা লোপাকে দিতে গেলে লোপা বলে, "তোমার মেয়েকে যদি তোমার একখানা শাড়ী দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে মা, তবে আমি শাড়ী না পড়েই সুখী হবো। তবু পরের দেওয়া শাড়ী আমি পড়বো না মা, আমি বুঝি না মা তুমি কি করে পরের টাকায় কেনা শাড়ী দিতে চাও?" বলে লোপা কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুরুচিদেবী বুঝতে পারলেন যে তপনের টাকায় কেনা শাড়ী মেয়ে পরবে না। ক্ষণিক চুপ করে থেকে বললেন, "আমার খুব ভুল হয়েছে লোপা। আমি বুঝতে পারিনি যে তুই এজন্য আঘাত পাবি। আমি কালকের গিয়ে শাড়ী রেবাকে ফেরত দিয়ে আসবো। কি করবো, আমার নিষেধ করা সত্ত্বেও তপন শাড়ীর টাকা দিয়ে দিল।" মার কথা শুনে লোপা চুপ করে বসে থাকে, বাবা একটু পরে

বাড়ী ফিরলে লোপা বাবা ও মার জন্য চা এনে দিল। তার পরের দিন সুরুচিদেবী সব শাড়ী রেবাদেবীকে ফেরত দিয়ে এলেন। ইহার তাৎপর্য্য রেবাদেবীর বুঝতে কোন কষ্ট হোলো না। কিন্তু তপন ইহাকে নিছক একটি রাগ-অনুরাগের ঘটনা বলে মেনে নিল। সে মনে করে নিল যে এই রাগ-অনুরাগই পরে একদিন ভালবাসার রূপ নেবে। কিন্তু পূজোর পর সুরুচিদেবীকে বিজয়ার সাক্ষাত করতে না আসতে দেখে তপন ঘটনাকে আর হাল্কা মনে নিতে পারলো না। লোপার সান্নিধ্যে যাওয়ার একমাত্র দরজা হলেন সুরুচিদেবী। তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে লোপাকে হস্তগত করার সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে তপন শঙ্কিত হোলো। লোপার করুন ক্রন্দন সুরুচিদেবীর সরল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং তার মনে জ্ঞানের উন্মেস হ'য়েছিল। তাই তিনি অযাচিত তপনের টাকায় কেনা শাড়ী ফেরত দিয়ে আসতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু তিনি তপনের এরূপ কাজকে উচ্চ মনের পরিচয় ব'লে মনে করতেন। বিজয়ার দেখা করতে না যাওয়ার কারণ সদানন্দবাবু অশোকের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে ওদের সাথে আর কোন ঘনিষ্ঠতা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। মার এরূপ অপমান দেখে লোপা মনে খুব আঘাত পেল। মার এরূপ সহজ, সরল ও উদার মনের সুযোগ গ্রহণ ও মার তপনানুরাগী মনোভাব দেখে লোপা খুব শঙ্কিত। তপন যে মার সাহায্যে তাদের ঘরের সব খবর জেনে নেয়, সে বিষয় তার আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং এ হেন পরিস্থিতিতে মার ভুল ত্রুটি শোধ্‌রাবার চেষ্টা করাও যেমন তার উচিৎ নয়, আবার তেমনি মার সাথে কোথাও যাওয়া আর মোটেই নিরাপদ নয় বলে মনে করে। তবে এখন সে কি করবে? লোপা কিছুই ঠিক করতে পারে না। অবশেষে স্থির করলো যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখিন সে হোক না কেন, তাহা সে সাহসের সহিত মোকাবিলা করবে। বিজয়ার চিঠিতে লোপা তার এরূপ অসহায় অবস্থার কথা ধ্রুবকে জানাতে চেয়েছিল। খবর পেয়ে ধ্রুব বিচলিত হতে পারে মনে করে লিখলো না। এখানকার উদ্বেগজনক কোন খবরই সে ধ্রুবকে জানাবে না বলে স্থির ক'রলো। কারণ ইহাতে লোপার কোন উপকার হবে না বরং ধ্রুবর মানষিক উদ্বেগ বাড়বে। সে এমন সব খবর ধ্রুবকে জানাবে যাতে ধ্রুবর মন প্রফুল্ল থাকে। এবার পাড়াতে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করা হ'য়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সদানন্দবাবু। উদ্যোক্তরা লোপাকে সঙ্গীত পরিবেশন করার অনুরোধ করলে লোপা কোন আপত্তি করলো না। খবরটি লোপা সেদিন ধ্রুবকে জানিয়ে ছিল। বিজয়ার পাঁচ দিন পর ধ্রুবর বিজয়ার চিঠি এসেছে দেখে লোপার মন আনন্দে ভরে গেল। রাধামাধবকে জানাল তার প্রণাম। উৎফুল্লচিত্তে লোপা মন ভোলান গান করে অনুষ্ঠানে সমবেত শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রল। বাবা ধ্রুবর চিঠিখানা পড়ে টেবিলের উপর রেখে

দিয়েছিলেন। লোপা সকলের অগোচরে চিঠিখানা পড়ে টেবিলের উপর যথাস্থানে রেখে দিল। ধ্রুব বাবাকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে লিখেছে যে সে ভাল আছে। প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করে পরে জানাবে। মনের আনন্দে আনন্দময়ী লোপা তার মনের কথা আইমাকে বলে সে তার মন হাল্কা ক'রলো। সকালের সব কাজ সেরে স্নান করে নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত রাধামাধবের সেবা করে লোপা আইমাকে নিয়ে কলেজে গেল। কলেজের অধ্যক্ষা ক্লাশ শেষ করে লোপাকে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে গেলেন। লোপার জানা ছিল যে অধ্যক্ষা পূর্ববর্ত্তি অনার্সের তরুণ অধ্যাপক এবং তপনের খুব নিকট আত্মীয়া। লোপা সন্ত্রস্ত হয়ে অধ্যক্ষার কক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। অধ্যক্ষা তার কাজ সেরে লোপাকে সম্বোধন করে বলেন, "লোপামুদ্রা তুমি একজন উচ্চমানের নৃত্য ও সঙ্গীতশিল্প এবং মাঝে মধ্যে তুমি কোন কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাক। আমাদের বাড়ীতে একটি ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ইচ্ছা।কয়েকজন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর যোগদান করার সম্ভাবনা। ঐ অনুষ্ঠানে তোমাকে সঙ্গীত পরিবেশন করার অনুরোধ করতে আমি এখানে ডেকেছি। আশাকরি তোমার কোন আপত্তি হবে না।" অধ্যক্ষার কথা শেষ হলে লোপা নত শীরে বলতে থাকে, "দিদিমণি আপনাকে ব'লতে আমি খুব দুঃখিত যে স্কুল, কলেজ ব্যতিত বাইরে অনুষ্ঠিত কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বা জনসভায় নৃত্য বা সঙ্গীত পরিবেশনে অংশ নিই না।" শুনে অধ্যক্ষা ইহার কারণ জানতে চাইলে লোপা উত্তরে বলে, "ইহার সঠিক কারণ আমার পক্ষে বোঝান সম্ভব হবে না। তবে ইহা আমার রুচিসম্মত নয়। ইহাই আমার সঙ্কল্প।" বলে লোপা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। লোপার কথা শুনে অধ্যক্ষ বল্লেন, "ইহা তোমার দাম্ভিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। জান তোমার এই দাম্ভিকতার জন্য তোমাকে পরে অনুতাপ করতে হবে।" লোপা কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। "আমি বুঝি না, তোমার নৃত্য সঙ্গীত যদি লোকে দেখতে বা শুনতে না পারে, তবে এত পরিশ্রম ও সাধনা করে তোমার শেখার স্বার্থকতা কি ?" বল্লেন অধ্যক্ষা "তুমি আর একবার ভেবে দেখ লোপামুদ্রা।" "মাপ করবেন দিদিমণি, আমি যাহা আপনাকে ব'লেছি তাহা আমি ভেবেই বলেছি। এর বেশী আমার কিছুই বলার নেই দিদিমণি। আমি এখন যেতে পারি দিদিমণি।" বলে দাঁড়িয়ে থাকে লোপা। পরে অধ্যক্ষার অনুমতি পেয়ে লোপা ক্লাসে ঢুকলে সকলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি বলেছেন রে দিদিমণি।" লোপা তাদের সব জানালে, একজন, ছাত্রী বলে উঠল, "এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন আগের অনার্সের অধ্যাপক এবং তপনবাবু নামে তাদের এক আত্মীয়, তার জন্মোদিন উপলক্ষ্যে। বাড়ী ফিরে লোপা বাবাকে সব বললো। সদানন্দবাবু তপনের জন্মদিনের কথা শুনে তিনি চারখানি

এলাহাবাদের টিকিট আনতে বলে কাউকে কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। সুরুচিদেবীকে বলে রাখলেন যদি তপনের পিসিমা রেবাদেবী নিমন্ত্রণ করতে আসেন তবে তাকে জানিয়ে দিতে হবে যে তারা এলাহাবাদে তার এক আত্মিয়ের বাড়ী বেড়াতে যাবেন। ওদিকে তপন তার জন্মদিনে লোপাকে আনার পরিকল্পনা বিফল হ'য়েছে দেখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন বাতিল করে দিল। জন্মদিনের ঠিক তিন দিন পূর্বে তপন তার পিসিমা রেবাদেবীকে নিয়ে লোপাদের বাড়ী এল তাদের নিমন্ত্রণ করতে। তখন সদানন্দ-বাবু অফিসে। সুরুচিদেবী লোপাকে ফোন করে সদানন্দবাবুর মতামত জানতে বল্লেন। সদানন্দবাবু ফোনে লোপাকে জানালেন যে ওদিন আমরা সকলে এলাহাবাদে বেড়াতে যাব। টিকিট কাটা হ'য়েছে। বাবার কথা মাকে জানিয়ে লোপা নিজের ঘরে চলে গেল। অগত্যা আর কিছুই করার নাই ভেবে সুরুচিদেবীর সহিত কিছু সময় আলাপ করে বাড়ী ফিরে গেলেন। রেবাদেবী ভাবেন, এখানেও ব্যর্থতা। ঠিক জন্মদিনের দিন এদের এলাহাবাদ যাত্রা! ভাগ্যের কি অদ্ভুত পরিহাস! তপন পিসিমাকে নামিয়ে দিয়ে সোনালীদের বাড়ী গেল তাকে জন্মদিনের আমন্ত্রণ জানাতে। তপনের জন্মদিনের নিমন্ত্রণের কথা শুনে সোনালীর বাবা স্পষ্ট করে তপনকে জানিয়ে দিলেন যে সে তার মেয়েকে এরূপ অনুষ্ঠানে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না কারণ তার মেয়ের ভবিষ্যত আছে এবং ইহা মনে করেই তাকে এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তিনি তপনকে আরও জানিয়ে দিলেন আমি চাই না, ভবিষ্যতে তুমি আমার মেয়ের সাথে এভাবে মেলামেশা কর। ইহা অন্যায় ও অশোভনীয়। তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ার ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের পুত্র বলে জানি। আশাকরি ভবিষ্যতে তুমি সেরূপ শিষ্ট আচরণ করবে। কথা শুনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত তপন এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোমাদের বাড়ীর উদ্দেশ্য রওনা হ'লো। পথে যেতে যেতে ভাবছে, যদি সোমার বাবার কাছ থেকেও তাকে অনুরূপ কথা শুনতে হয়! যাবে কি যাবে না ভাবছে! কিছুই ঠিক করতে পারলো না। অবশেষে সোমাদের বাড়ী গেলে সোমার বাবা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বল্লেন, সোমা তোমার কে? তুমি অপেক্ষা না করে চলে গেলে'ই সুখী হবো।" মুখ নীচু করে তপন চলে গেল। আর সোমার বাবা দরজা বন্ধ করে ভেতরে গেলেন। তপনকে মাথা নিচু করে চলে যেতে দেখে সোমা খুব দুঃখ পেল। সে অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল। তপনের সাথে মিশে সে বুঝেছে যে তপন একজন অহঙ্কারী, দাম্ভিক ও আত্মকেন্দ্রিক যুবক। সে নিজেকে অসাধারণ বলে মনে করে যার জন্য সে প্রাণ খুলে মানুষের সহিত মিশতে পারে না। সে শোষণ করতে ভালবাসে, আর ভালবাসে তোষণ পেতে কিন্তু তোষণ করতে জানে না। আত্মীয়স্বজন নিয়ে

তপনের জন্মদিন পালন করা হোলো বটে কিন্তু কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোলো না।

প্রায় এক বছর হ'তে চলল তপন তাদের কারখানায় কাজ করে আসছে। ইহাতে যে তার প্রভুত ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু শ্রমিক কর্মচারিদের সহিত তার আচরণের কোন পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি, বরং পূর্বাপেক্ষা আরও কঠোর হ'য়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও তপন বিরোধী মনোভাব ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছে। যে স্বতস্ফুর্ত মনোভাব নিয়ে শ্রমিকরা পূর্বে কাজ ক'রে থাকত, তপন আসার পর থেকে তাহা বহুলাংসে খর্ব হ'য়েছে। যদিও কোম্পানিতে অনেক পুরান ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে কিন্তু তপন তাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে অনেক সময় শ্রমিক বিরোধী সিদ্ধান্ত নিত বলে তপন তাঁদের অপ্রিয়ও হয়েছিল। যার ফলে উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। সে মনে করতো, কোম্পানির ভবিষ্যত উত্তরাধিকারি হয়ে কোম্পানির উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটানোর কোন অপচেষ্টা সহ্য করা বা উপেক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং ভাল মন্দ বিচার করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, কিন্তু সে ভুলে যায় যে সে একা এই কোম্পানি পরিচালনা করতে পারবে না। সংস্থা সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালনা করতে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা ও উচ্চপদস্থ অফিসার, কর্মচারি ও অভিজ্ঞ শ্রমিকদের সহিত সম্প্রীতি বজায় রেখে চলা। একটি প্রধান গুণ যাহা কোন সংস্থা বা সংগঠন পরিচালনা করতে অপরিহার্য্য তাহা হোলো সহনশীলতা ও ধৈর্য্য। তপনের মধ্যে এই গুণের অভাব ছিল বলেই তাকে প্রায়ই কারখানায় প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখিন হ'তে হোতো। কর্তৃত্বের মনোভাব ছিল কিন্তু কর্তৃত্ব প্রকাশ করার পদ্ধতি তার জানা ছিল না। তার এরূপ শ্রমিক বিরোধী আচরণের কারণ কারখানায় কখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হোতো যাহা মিমাংসার জন্য রমেনবাবুর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হোতো। তিনি তপনের এরূপ বিরোধী আচরণ দেখে তপনকে ধৈর্য্য ও সহানুভুতির মনোভাব নিয়ে সকলের সহিত কাজ করিতে উপদেশ দিতেন। কয়েকদিন তার উপদেশ মত কাজ করে পরে সে ভুলে যেত। অপরিণত বয়সে তপনের উপর এতবড় দায়িত্ব দেওয়াই হয়ত ইহার কারণ উপলব্ধি করে রমেনবাবু তপনকে বিদেশের কোন বড় প্রতিষ্ঠানে এক বছর শিক্ষনবিষী করিয়ে শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার পদ্ধতি ও উপকারিতার শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে তপনকে বিদেশে পাঠাতে স্থির করলেন। এরূপ স্থির করে তার বিলেতে চাকরি রত একজন ইঞ্জিনিয়ার আত্মিয়ের নিকট রমেনবাবু চিঠি দিলেন। একদিন অবসর সময় রমেনবাবু তার পুত্র তপনকে ডেকে সব বুঝিয়ে তার মনোবাসনার কথা জানালেন, তপন কোন আপত্তি কোরলো না। তিনি এখন তার আত্মিয়ের

জবাবের অপেক্ষায় আছেন। তপনের জন্মদিনে সোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে গেলে তপনের প্রতি বাবার দুর্ভাগ্যজনক আচরণে সোমা মনে খুব ব্যথা পায়। তপনকে সে একদিন ভালবেসেছিল এবং এখনও ভালবাসে বলে সে তার মনোবেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করে তপনের নিকট ক্ষমা চাইবে ঠিক করিল। এরূপ মনস্থ করে তপনের অফিসে সে ফোন করলো। তপন ফোন ধরলে সোমা তাকে সে-দিনকার ঘটনার জন্য গভির বেদনা প্রকাশ করে তাকে বিকেলে তার সাথে দেখা করার অনুরোধ করলো এবং তপন প্রস্তাবে রাজী হলো। সোমা পূর্বে বহুবার বলেছিল যে বাবা তাদের এরূপ মেলামেশা পছন্দ করেন না। কিন্তু তপন সে কথা গ্রাহ্য করে নি। তারপর সোমা একদিন বিয়ের প্রস্তাব করলো। কিন্তু তপন বিয়ের প্রস্তাব এড়িয়ে যায় দেখে সোমার সন্দেহ হল এবং তপনের সাথে আর কোন সম্বন্ধ না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সোমা বুঝতে পেরেছিল যে তপন তাকে নিয়ে খেলা করছে। কিন্তু সেদিনকার সেই দুঃখজনক ঘটনার পর সে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করেছিল। তাই সে ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে তপনকে ফোন করেছিল। বিকেলের দিকে তপন সোমার সহিত সাক্ষাত করলে, সোমা সেদিনকার ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করে তপনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে এরকম অবৈধ মেলা-মেশা না হওয়াই বাঞ্ছনিয় বলে সোমা বাড়ী ফিরতে উদ্যত হ'লে প্রায় পনের কুড়িজন যুবক হাতিয়ার নিয়ে তাদের আক্রমণ করল। ভয়ে সোমা তপনকে নিয়ে একটি নিবটবর্ত্তি বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিল। বাড়ীর সম্মুখে হৈচৈ করে ওদের বাড়ী থেকে বার করে দেওয়ার দাবি করতে থাকে। বাড়ীর মালিক চেঁচামেচি শুনে বাড়ীর বাহিরে এসে হাত জোড় করে যুবকদের শান্ত হ'তে অনুরোধ করেন। যুবকরা দাবী করতে থাকে সে বিলম্ব না করে পুলিশকে খবর দেওয়া হউক। ওদের দাবি শুনে ভদ্রলোক সোমা এবং তপনের সাথে আলাপ করে ঘটনা সম্যক উপলব্ধি করলো। তিনি তপন ও সোমার পিতার নিকট তাদের পুত্র ও কন্যার জীবন বিপন্ন বলে খবর পাঠালেন। তারপর তিনি যুবকদের সম্বোধন করে বললেন যে তারা যদি ইচ্ছা করে, তবে সব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে পুলিশকে খবর দিতে পারে, তার কোন আপত্তি নাই। তার প্রস্তাব শুনে কোন ব্যক্তি সব দায়িত্ব গ্রহণ করে পুলিশকে খবর দিতে এগিয়ে এল না দেখে তিনি তাদের ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কেহই ফিরে গেল না। খবর পেয়ে রমেনবাবু ও তার বোন রেবাদেবী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। ঘটনা শুনে এবং তপনকে দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট করে ব'সে রইলেন। ভদ্রলোক নেতৃস্থানিয় দুজন যুবককে ডেকে রমেনবাবুর সহিত আলোচনা করে একটি সুসিদ্ধান্তে আসতে অনুরোধ করলেন। দুটি প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চ'লল, একটি প্রস্তাবে তপন ও সোমার মধ্যে বিবাহ অন্যথায়

যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তপনকে মুক্ত করে নেওয়া। বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হয়ে—রমেনবাবু ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হলেন। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে রমেনবাবু তপনকে মুক্ত করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। আর সোমার বাবা লজ্জায় মাথা নীচু করে সোমাকে নিয়ে বাড়ী গেলেন। ভালয় ভালয় সব মিটমাট হ'য়ে যাওয়ার পর পাড়ার লোকেরা সন্দেহ করছিল যে-এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র ছিল। কারণ পাড়ার একটি যুবকের সাথে সোমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঐ যুবকটি তপন ও সোমার মধ্যের ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে না পেরে সে তার পাড়ার বন্ধুদের সাহায্য চাহিল. এই ঘটনাটাই হ'লো তাহার শেষ পরিণতি। তপনকে নিয়ে বাড়ী ফিরে কালবিলম্ব না করে রমেনবাবু আর আত্মীয়ের নিকট জরুরী চিঠি লিখে যত শীঘ্র সম্ভব• ওখানে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে গেল যে মুষ্টিমেয়, লোক ব্যতীত কেহই জানতে পারলো না। এমন কি কারখানার শ্রমিক বা অন্যান্য কর্ম্মচারিরাও কিছু জানতে পারলো না। সদানন্দবাবু ঘটনাটি জানতে পারলেন তার বন্ধু উমার শ্বশুর অশেষবাবুর কাছ থেকে। অশেষবাবু খবরটা শুনেছিলেন তার স্কুলের একটি ছাত্র মারফত। ছাত্রটির বাড়ী ছিল ঐ পাড়াতেই যেখানে ঘটনাটি ঘটেছিল। এ ভাবে ধীরে ধীরে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশস্থ আত্মীয়ের কাছ থেকে জরুরী চিঠি পেয়ে তপনকে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তপন বিলেত যেতে বাধ্য হোলো। ওখানে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে আত্মীয় ভদ্রলোক তপনকে একটি শিল্প সংস্থায় সহকারী কার্য্যনির্বাহীক পদে চাকুরির বন্দোবস্ত করে দিলেন। ইহার কয়েকদিন পর তিনি তপনকে একটি টেক্‌নিক্যাল কলেজের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তি করে দিলেন। তপনের শাপে বর হোলো। রমেনবাবু খবর পেয়ে খুবই খুশি হলেন। হঠাৎ তপনের এরূপ বিলেত যাওয়া এবং সেখানে উভয় চাকুরী ও পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে শুনে সকলে বিস্মিত হয়ে গেল। রমেনবাবু কল্পনাও করতে পারেন নি যে এত তাড়াতাড়ি তার আত্মীয় বিলেতে তপনের জন্য চাকুরি ও পড়ার ব্যবস্থা পাকা করতে পারবেন। এরূপ সহৃদয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রমেনবাবু তার আত্মীয়কে চিঠি লিখলেন। এদিকে সোমা বাড়ী ফিরে তার জন্যই তপনের এরূপ দুর্দশা, অপমান ও দুরবস্থা হয়েছে মনে করে লজ্জায়, অপমানে ও দুঃখে ভেঙ্গে পড়ল। সে এম. এ. ক্লাশের ছাত্রী ছিল। সে লজ্জায় একমাস যাবৎ বাড়ীর বার হয় না বা কলেজেও যায় না। সে চুপ্ চাপ্ ঘরে বসে থাকে এবং নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনা করে। মা বাবার কোন কথা শুনতে চায় না। কখন কি করে বসে এই ভয়ে মা এবং বাবা সতর্ক থাকেন। মা একদিন ডেকে বল্‌ল, "এভাবে চুপচাপ থাকলে শরীর ও মন উভয় ভেঙ্গে পড়বে। কলেজে যাতায়াত থাকলে মন ভাল থাকবে আর শরীর সুস্থ হবে। অযথা এভাবে শরীর নষ্ট করে

কি হবে। যা হবার তাত হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনা না ঘটে সে বিষয় সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এরকম ভুল যেন আর কোনদিন না হয়। মার এরূপ উপদেশ শুনে সোমা কয়েকদিন পর মন স্থির করে কলেজে যাতায়াত শুরু করে দিল। এই ঘটনা ঘটার পর চার মাস অতিবাহিত হতে চলল। তপন বা রেবাদেবীর কোন খবর না পেয়ে সুরুচিদেবী মনে মনে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তিনি ভাবছেন, তবে কি ওরা আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছেন যার জন্য তারা আর এদিকে আসছেন না। যাহা হউক, তিনি একবার খোঁজ নিতে যাবেন বলে ঠিক করলেন। হঠাৎ একদিন গিয়ে রেবাদেবীর কাছে শুনলেন যে রমেনবাবু তার বিলাতস্থ এক আত্মীয়ের কাছ থেকে জরুরী খবর পেয়ে তিনি তপনকে বিলাত পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে তপন একটি টেকনিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছে ও একটি শিল্প সংস্থার উচ্চ পদে চাকুরী পেয়েছে। শুনে সুরুচিদেবী খুব খুশী হলেন এবং তপনের প্রশংসা করলেন। রেবাদেবী সুরুচিদেবীকে অন্য কোন ঘটনার কথা জানালেন না। সুরুচিদেবী বাড়ী ফিরে কেবল তপনের প্রশংসা করে বেড়াচ্ছেন। সুরুচিদেবী বলতে থাকেন," কি ছেলে তপন! এর মধ্যে বিলেত গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হোলো, আবার চাকুরীতেও যোগ দিল। "আমাদের একটু জানিয়ে যাবার পর্যন্ত সময় পেলো না। আমি জানতাম যে, ওসব ছেলে একদিন উন্নতি ক'রবেই।" মার কথা শুনে লোপা মাকে জিজ্ঞেস করল," কি হ'য়েছে মা? কার কথা বলছ মা?" "এই তপনের কথা ব'লছিলাম। সে এর মধ্যে বিলেতের একটি কলেজে গিয়ে ভর্তি হ'য়েছে," বললেন সুরুচিদেবী। শুনে লোপা আনন্দে নেচে উঠলো এবং বলল, "তাই না কি মা? একটি দারুণ সুখবর মা। এবার ওখানেই থেকে যাবে না মা?" জিজ্ঞেস করলো লোপা, "এবার বিয়ে করে বৌ নিয়ে ঘরে ফিরবে।" বললেন সুরুচিদেবী, আর কোন কথা না বাড়িয়ে মনের আনন্দে লোপা রাধামাধবের স্মরণ নিলো। লোপার মন থেকে দুশ্চিন্তা, শঙ্কা ও ভয় সব দূর হ'য়ে গেল। মঙ্গলময় সর্বদা তার সন্তানদের মঙ্গল করে থাকেন। তপনের বিলেত যাওয়া যেমন তপনের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ইহা লোপার পক্ষে মঙ্গলজনক, হয়েছিল, পরমপিতার পরমকরুণার শেষ নাই। তপন ভয়ে ভীতা-সন্ত্রস্তা লোপা হ'লো ভয়মুক্ত। কোন পথ দিয়ে যে তিনি তার সন্তানদের মঙ্গল করবেন কেবল তিনিই জানেন। লোপা প্রাণ খুলে মনের আনন্দে তার রাধামাধবের মহিমা কীর্ত্তন করিল। সদানন্দবাবু বিকেলে বাড়ী ফিরতেই সুরুচিদেবী তাকে এই সুখবরটি জানাতে এক মুহূর্ত দেরী করলেন না। শুনে সদানন্দবাবু ঠাট্টা করে বললেন, "এমন সুখবরটি তুমি আমাকে ফোন করে জানালে না কেন? কবে ফিরবে কিছু বলে গেছে?" "তা আমি জানি না।" বললেন সুরুচিদেবী।

বলে অন্যত্র চলে গেলেন। সুরুচিদেবী মনে ব্যথা পান এই ভয়ে সদানন্দবাবু তাকে সত্য ঘটনা বলিলেন না। লোপা বাবার চা জলখাবার এনে বাবাকে দিল। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে তপনের বন্ধু স্বপন, রতন প্রভৃতিরা তপনের এরূপ হঠাত বিলেত গমন শুনে সকলে অবাক্ হয়ে গেল। তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এভাবে বিদেশের কোন ছাত্র বিলেতে গিয়ে কোন কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হতে পারে। অবশ্য তারা সকলে শুনে খুশি হল। কিন্তু তাদের সন্দেহ রয়ে গেল। এমন কি পরিস্থিতি হয়েছিল যার জন্য তাদের কাউকে কিছু না বলে তপন বিলেত চলে গেল। এদিকে লোপা তপনের সব খবর জানিয়ে ধ্রুবকে চিঠি দিল।

সদানন্দবাবুর কাছে লিখিত শেষ চিঠিতে ধ্রুবর খবর পাওয়ার পর প্রায় তিন মাস কেটে গেল ধ্রুবর খবর না পেয়ে লোপা উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে। লোপা তার মনের ব্যকুলতা জানিয়ে ধ্রুবকে পরপর দুখানা চিঠি দিলে ধ্রুব লোপার পত্র পেয়েই সদানন্দবাবুকে তার প্রয়োজনীয় একটি খবর জানিয়ে চিঠি দিল আর বাকি খবরটি সংগ্রহ করে পরে জানাবে। ধ্রুবর খবর পেয়ে লোপার ব্যকুল হৃদয় শান্ত হল। ধ্রুবর খবর পেয়ে লোপা তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম সেরে কলেজে হাসিমুখে চ'লে গেল। এখন তার মনে কোন অশান্তি নাই, নাই কোন ভয়। লোপার চেয়ে এক বছরের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী রুবী নামে একজন বন্ধুর সাথে উৎপুল্ল চিত্তে লোপা কলেজ থেকে বাড়ী ফিরছিল। হঠাৎ রুবী প্রশ্ন করল, "কি রে লোপা, তুই তোর মনের মানুষের দেখা পেলি?" লোপার কোন উত্তর না পেয়ে রুবী বলতে থাকে "দেখ লোপা, তুই বাস্তব ছেড়ে অবাস্তবকে আঁকড়ে ধরে আছিস্! এ কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। একজন অদেখা অজানা লোকের নামকে মনে রেখে এবং ভালবেসে তাকে তপস্যা করে যাচ্ছ!" রুবির কথা শুনে লোপা মৃদুস্বরে বলতে থাকে, "কেন রুবি, এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। রুক্মিণীদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণর কঠোর তপস্যা করে তাকে পতিরূপে পেয়েছিলেন। সতী কঠোর তপস্যা ও পূজা করে শিবকে পতিরূপে পেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগিণী সুভদ্রা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে বীরশ্রেষ্ঠ্য অর্জুনের প্রশংসা শুনে তিনি অর্জুনের প্রতীক্ষা করেছিলেন। অবশেষে তাকে পতিরূপে লাভ করেছিলেন। রাণী পদ্মাবতী কঠোর তপস্যা ও সাধনা করে অঙ্গাধিপতি কর্ণকে পতিরূপে লাভ করেছিলেন। দেখ মানুষ যাহার কল্পনা করতে পারে না, এমন সব বস্তুও ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে সাধনা করলে তাহা লাভ করতে পারে বলে আমি মনে করি রুবী!" বলে লোপা রুবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আইমার সাথে বাড়ী চলে গেল। নারী অসীম ক্ষমতা ও ধৈর্য্যের অধিকারিণী। যে সব গুণ থাকিলে নারী শ্রীময়ী ও সকলের প্রিয় হ'তে পারে, লোপার ভেতর তার সব গুণই বিদ্যমান ছিল। তাই সে তার

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছিল। নারী হল অপার ক্ষমতার অধিকারিণী। একসময় নারী থাকে ঘরে পিতামাতার স্নেহের কন্যারূপে, আবার সেই স্নেহময়ী ও মমতাময়ী জননীরূপে সংসার প্রতিপালন করে থাকেন। নারী চরিত্রের নারীরূপকে শেষ নাই তাই নারী চরিত্র বিচিত্র, সুন্দর ও মহিমামণ্ডিত। বোধহয়, একারণ হিন্দুরা নারীরূপকে শক্তিময়ীরূপে কল্পনা করে পূজা করে থাকেন। লোপা একজন নারী এবং নারীর সব গুণের অধিকারিণী হয়ে সব দুঃখ কষ্টকে অঙ্গের ভুষণ করে ধ্রুবর সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করেছিল। তার প্রতীক্ষার ফলস্বরূপ অবশেষে সে ধ্রুবর সাক্ষাত পেয়েছিল।

জীবনে চলার পথে মানুষকে কখনও আলো আবার কখনও অন্ধকারের সম্মুখিন হতে হয়। লোপার জীবনেও সেরূপ আলো-অন্ধকারের খেলা চলছে। ধ্রুব দূরে বিদেশে চলে যাওয়ার পর তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। সে ধ্রুবর খবরের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। তখন হাসি আর আনন্দে তার মন ভরে যায় যখন সে ধ্রুবর খবর পায়। আবার নেমে আসে অন্ধকার ধ্রুবর খবর না পেলে। এভাবে হাসি কান্নার মধ্যে লোপার দিন কাটছে। বিধাতা এতেও বোধহয় সুখী নন। প্রায় তিন মাস হল ধ্রুবর কোন খবর না পেয়ে লোপা অস্থির হয়ে পড়ল। সে কোন কাজে মন স্থির করতে পারছিল না। কি উপায়ে সে ধ্রুবর খবর সংগ্রহ করবে ? সে কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না। সে তার দৈনন্দিন কাজ অধিকতর মনযোগ ও নিষ্ঠার সহিত করতে থাকে। সে ধ্রুবকে জানাল তার মনের ব্যাকুলতা। কিন্তু ধ্রুবর কোন উত্তর আসছে না কেন ? সে বিস্মিত হয়ে ভাবে, "তবে কি ধ্রুব তাকে ভুলে গেছে ? না, তাহা কিছুতেই হতে পারে না। চন্দ্র সূর্য যদি সত্যি হয় তবে ধ্রুবর ভালবাসাও সত্যি ! তবে কি বাবাকে জানাবার মত আর কোন খবর নেই। তাই যদি হয় তবে কি করে সে ধ্রুবর খবর জানতে পারবে ?" এরূপ বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় তার মন আছন্ন হ'য়ে আছে। বাগান থেকে ফুল এনে মালা গেঁথে রাধামাধবের সেবা করে। তার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে লোপা ভক্তিসহকারে রাধামাধবকে প্রণাম করে আইমাকে নিয়ে কলেজে গেল। কয়েক মাস পরেই বি. এ. অনার্সের ফাইনাল পরীক্ষা। তার জন্য কয়েকখানা বইয়ের প্রয়োজন। বই কেনার জন্য সে একটি বড় গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলো। এদিকে উমার শীঘ্রই এম. এ. পরীক্ষা। তারও কয়েকখানা বই কেনা প্রয়োজন। ঘটনাক্রমে উমাও বই কেনার জন্য ঐ দোকানে তখন বই দেখছিল। লোপা একজন বিশেষ লেখকের নাম করে দোকানে বইখানি চাইলে উমা সহৃদয়বশতঃ লোপার মুখের দিকে তাকিয়ে অপর একজন লেখকের বই কিনতে বলল। কারণ ঐ বইখানি লোপাকে বেশী সাহায্য করবে। কৌতুহলবশতঃ লোপা মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। সে কি দেখছে ! এ মুখ যে একেবারে সেই ধ্রুবর

মুখ। সে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, 'সো-না-দি। থেমে গিয়েই লোপা বলল, "আপনি বলছেন ঐ বইখানি কিনতে কিন্তু আমাদের ক্লাশের প্রায়ই সব ছাত্রী এই বইখানা কিনেছে। যাহা হউক আমি ঐ বইখানিই কিনবো।" বলে লোপা আবার উমাকে বলে, "দিদি আমি এর পূর্বে আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?" "কোথায় দেখেছ, মনে পড়ে?" "মায়ের মন্দিরের কাছে। আমি একদিন মা'র মন্দিরে গিয়েছিলাম। তখন দেখি আপনারাও মায়ের মন্দির থেকে বেড়িয়ে এলেন"। "হ্যাঁ, তা হতে পারে। আমরা প্রায়ই মায়ের সাথে মন্দিরে যাই," উমা জানাল। উমার কাছে এসে লোপা জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এখন কি করেন দিদি?" "আমি এবার এম. এ পরীক্ষা দেব," উমা জানাল। যতই দেখছে লোপা ততই বিস্মিত হচ্ছে। এ যে তার ধ্রুবর সোনাদি, তাতে কোন সন্দেহ নাই। লোপার মন থেকে এই মুহূর্তে সব বাথা বেদনা দূর হয়ে গেল। আনন্দে লোপার মনে ঝড় উঠেছে। কি করবে সে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। অবাক হয়ে উমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এদিকে লোপার মুখ থেকে উচ্চারিত অস্ফুট 'সোনাদি' ডাক উমার কানে যেতেই উমার অন্তরে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হ'ল। সে মনে ভাবে যে লোপা নিশ্চয় ধ্রুবর পরিচিত হবে। কেবল ধ্রুবই তাহাকে সোনাদি বলে ডাকে। সুতরাং উমা গভীর আগ্রহে লোপার কাছে এসে বলে, "তোমার নাম কি বোন? তুমি কোথায় থাক?" "লোপামুদ্রা। এইত কাছেই থাকি। যাবেন দিদি আমাদের বাড়ী?" লোপা উত্তর দিয়ে জানাল, "না ভাই, আজ আমার যাওয়া হবে না, পরে একদিন সময় করে যাওয়া যাবে। তোমার জামাইবাবু একটু পরেই এসে পড়বেন।" বলল উমা। উমার কথা শুনে লোপা মনে ভাবে, তোমার জামাইবাবু! কি মধুর সম্ভাষন! তারপর উমাকে বলল, "আচ্ছা দিদি, দয়া করে আপনার টেলিফোন নাম্বার দেবেন? পরে আপনার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ ক'রে কবে আপনার আমাদের বাড়ী আসা সম্ভব হবে জেনে নেব।" "বেশ তাই ক'রো", বলে উমা তার টেলিফোন নাম্বার লোপাকে দিল এবং বলল, "পরীক্ষার পর আমি অবশ্যই একদিন তোমাদের বাড়ী যাব।" বলে উমা তার সন্দেহ নিরসনের জন্য বলল, "আমার ভাই, তাকে সোনাভাই বলে ডাকি, সে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় আছে। প্রায় দু'বছর হ'তে চলল সে ওখানে আছে," বলল উমা, "গিয়েই তার কাছে চিঠি লিখবো।" উমার কথা শুনে লোপার মনে আর কোন সন্দেহ রইল যে ইনিই ধ্রুবর সোনাদি। ধ্রুবর খবর পেয়ে লোপা নিশ্চিন্ত হোলো। এর কিছুসময় পর শিবশংকর গাড়ী নিয়ে উপস্থিত হোলো। 'ইনিই বুঝি জামাইবাবু?' বলে লোপা শঙ্করকে প্রণাম করে বলল, "আচ্ছা আজ

চলি দিদি। কবে আমাদের বাড়ী আসবেন, তা আমি পরে ফোন করে জেনে নেব,'' বলে আইমাকে নিয়ে মনের আনন্দে লোপা বাড়ী ফিরে গেল। পৃথিবীতে এমন সব ঘটনা ঘটে যার কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। লোপা স্বপ্নেও ভাবেনি যে তার সাথে উমার দেখা হবে এবং তার কাছ থেকে ধ্রুবর খবর পেয়ে যাবে। কেউ জানে না কখন কি ঘটবে! কি অলৌকিক প্রকৃতির নিয়ম। যার খবর জানার জন্য লোপা ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করছিল, করুণাময়ের কৃপায় বিনা আয়াসে লোপা তাহার খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে গেল। এদিকে লোপার সম্বন্ধে উমার যে কৌতূহল হয়েছে সে কথা সে কারুর কাছে প্রকাশ করবে না বলে ঠিক করলো। তার অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে লোপা পুনরায় ধ্রুবর খবর জানার জন্য তাকে অবশ্যই ফোন করবে বলে সে মনে করে। গাড়ীতে শঙ্কর লোপা কে জানতে চাইলে উমা জানাল, যে বই কেনার সময় আলাপ হয়ে গেল। এর বেশী সে কিছুই বলল না কারণ অনুমানের উপর ভিত্তি করে আর কিছু না বলাই ভাল। এদিকে উৎফুল্ল চিত্তে লোপা বাড়ী ফিরে দেখে রেবাদেবী তার মার সাথে কথা বলছেন। রেবাদেবীকে দেখেই, "ভাল আছেন মাসিমা ?" বলে লোপা তার ঘরে চলে গেল। কিন্তু তার মনে এক অজানা ভয়। কি জানি আবার কি খবর নিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে গানের মাস্টার এসে গেলেন। তার কাছে বসে লোপা গান অনুশীলন করছিল। বাবা অফিস থেকে বাড়ী ফিরলে তার জন্য চা জলখাবার এনে বাবাকে দিল। তারপর গিয়ে গান করতে বসলো। গান শেষ করে লোপা রেবাদেবীর এতদিন পর আসার কারণ জানতে চাইলে মা সুরুচিদেবী জানালেন যে তপনের জন্য মন খুব খারাপ ছিল তাই আসতে পারে নি। উমা বাড়ী ফিরেও লোপার কথা চিন্তা করছিল। মনে মনে লোপার মুখের স্পস্ট 'সোনাদি' ডাক সে শুনেছে। এতে কোন ভুল নেই। উমা বিশ্বাস করে যে ধ্রুবর সাথে নিশ্চয় লোপার পরিচয় আছে এবং লোপা শীঘ্রই ধ্রুবর খবর জানার জন্য ফোন করবে। ইহার প্রায় একমাস পরে, তখন উমা শুয়ে আছে, লোপা টেলিফোন করলো উমাকে। লোপা বলছে, কেমন আছেন দিদি। সব খবর ভালত ? প্রভৃতি খবর জানতে চাইল। "হ্যাঁ, আমাদের সব ভাল। তোমাদের সব খবর ভাল ত ?" "হ্যাঁ আমাদের সব ভাল। আপনার মা, ভাই ও বোন সকলে ভাল আছেন ?'' "হ্যাঁ সকলে ভাল আছেন," উত্তর দিল উমা। টেলিফোনের কথাবার্তা থেকে উমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে সোনাভাইয়ের সাথে লোপার পরিচয় আছে। সে ধ্রুবর কাছ থেকে সব না জেনে কিছুই প্রকাশ করবেনা বলে পুনরায় স্হির করলো। কারণ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়। লোপা কেবল অনিন্দ্যসুন্দরীই নয় সে বুদ্ধি-

মতী, মধুরভাষিনী ও প্রিয়দর্শিনী, যতটুকু সময় তাহার সহিত আলাপ হয়েছে এর মধ্যেই উমা তাহার অমায়িক ও মিষ্টি ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছে। সে আশা করে যে শীঘ্রই লোপা ফোন করবে। উমা মনে ভাবে, ধ্রুবর সাথে যদি লোপার পরিচয় থাকে, তবে তাহা গোপন করার কারণ কি? হয়ত ধ্রুবই লোপাকে পরিচয় গোপন রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকবে, যাহা হউক ধ্রুবর কাছ থেকে সব না জানা পর্যন্ত সেও সব ব্যাপার গোপন রাখার সিদ্ধান্ত করলো। এদিকে লোপা ঐ ঘটনার দিন রাতে বিস্তারিত জানিয়ে ধ্রুবকে চিঠি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ হ'য়ে যাওয়ার ভয়ে ধ্রুবকে কিছুই জানাল না। ইহার কয়েকদিন পর উমার কবে পরীক্ষা শুরু হবে জানার জন্য লোপা উমাকে টেলিফোন করলো। "দিদি আপনার পরীক্ষা কবে শুরু হবে? আমি তখন আপনার সাথে দেখা কোরব দিদি। আপনার কোন আপত্তি হবে না ত?" "না, না আপত্তি কেন হবে? তুমি এলে আমি বরং খুশি হবো। দেখ, এর পর থেকে তুমি আমাকে সোনাদি বলে ডেকো। তুমি আমার বোনের মত। আমার ভাই এবং বোন আমাকে সোনাদি বলে ডাকে। তুমিও তাই বলে ডেকো।" "বেশ তাই বলে ডাকবো সোনাদি। তোমার পরীক্ষার পূর্বে আর একবার ফোন কোরব। সোনাদি মা কেমন আছেন?" "ভাল আছেন।" বলে ফোন ছেড়ে দিল। ওর সাথে যত কথা বলছে, ততই উমার মনে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। কালবিলম্ব না ক'রে ধ্রুবকে সব ঘটনা জানিয়ে চিঠি দেবে বলে ঠিক করলো। কিন্তু পরক্ষনেই তার মনে জাগলো, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাইকে এখন বিব্রত না করাই উচিত। বরং সে লোপার কাছ থেকেই সত্য ঘটনা জানার চেষ্টা করবে। এরূপ সাব্যস্ত করে সে ধ্রুবকে কিছু জানাল না। তবে সে মাকে বলবে যেন মা ধ্রুবর জন্য কোন পাত্রী কোথাও পাকা না করেন। উমা লোপাকেই ধ্রুবর যোগ্য পাত্রী বলে মনে করে। কারণ সে যত মেয়ের সংস্রবে এসেছে, সে কখনও লোপার মত এমন অপরূপা ও মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে দেখে নি। ধ্রুব এবং লোপা উভয় উভয়ের উপযুক্ত বলে উমা মনে করে, উমা আশ্চর্য হল ভেবে সে এত কম সময়ের আলাপে লোপা তাহার মিষ্টি স্বভাব দিয়ে কিরূপে তাকে আপন করে ফেলেছে। উমার পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগের দিন লোপা উমাকে ফোন ক'রলো, "সোনাদি তোমার পরীক্ষার বিশ্রাম সময়ে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা কোরবো।" "বেশ, এসো। আমি খুব খুশি হবো।" বলল উমা। পরীক্ষার দিন লোপা গিয়ে ঠিক সময় দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে আরও দর্শক উপস্থিত ছিল। তারা সকলে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। লোপা চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ লোপার কানে

আসে "এই, লোপা যে।" বলে রবী এসে লোপার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "তোর কোন পরীক্ষার্থী আছে নাকি?" "হ্যাঁ" লোপা উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোর কে পরীক্ষা দিচ্ছে? "আবার কে!" হাসতে হাসতে রবী জানাল লোপাকে। "ও বুঝেছি" বলে লোপাও হাসতে থাকে। বলে রবী ওখান থেকে চ'লে গেল। বিশ্রামের ঘণ্টা পড়তেই উমা বেড়িয়ে এসে দেখে লোপা এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো "কখন এসেছ?" "কয়েক মিনিট হ'লো," উত্তর দিল লোপা। ইতিমধ্যে শিবশংকর এসে উপস্থিত হ'লো। লোপা তার ব্যাগ থেকে টিফিন বার করে সোনাদিকে বলল, "সোনাদি, তোমার জন্য এই যৎসামান্য টিফিন ক'রে এনেছি, এটুকু তোমাকে খেতে হবে। আর জামাইবাবুর জন্য রইল এইটুকু," বলে লোপা হাসতে থাকে। তিনজনে টিফিন ভাগ করে খেয়ে নিল। পাশে দাঁড়ান একজন ভদ্রমহিলা উমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটি বুঝি তোমার বোন!" "হ্যাঁ" উত্তর দিল উমা। "বেশ চমৎকার মিষ্টি মেয়ে। কি করে তোমার বোন?" জানতে চাইলে উমা তাকে জানালো যে এবার বি. এ অনার্স দেবে। শুনে ভদ্রমহিলা বললেন, "বাঃ, কি সুন্দর, যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। এর একটি যোগ্য পাত্র আছে। বিয়ে দেবে নাকি? শুনে উমা বলল, "না, এর সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে।" বলতে বলতে ঘণ্টা বেজে গেল। লোপা সোনাদিকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল তার কলেজে। পথ চলতে চলতে কেবল লোপা মনে করে উমার একটি কথা, 'না, এর সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। কি সুন্দর পরিষ্কার জবাব। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি মধুর স্বভাব।'' লোপা আনন্দে প্রণাম জানাল তার বাবামাধবকে। বাড়ী ফেরার পথে উমা কেবল লোপার কথাই ভাবছে, "কে এই ফুলের মত সুন্দরী লোপা? কে এই রহস্যময়ী তরুণী? কোথায় বাড়ী। কে-ই বা ওর পিতা? কেনই বা সে বলল ভদ্রমহিলাকে যে ওর সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে।" উমা পরীক্ষার পর সে লোপার কথা মাকে জানিয়ে রাখবে। লোপার যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, উমা তার সোনাভাইয়ের জন্য লোপাকে পাত্রীরূপে মনোনীত করে রাখল। উমা মনে ভাবে, আমার সোনা-ভাইয়ের জন্য বিশ্বপিতা লোপাকে সৃষ্টি করেছেন! গদগদ চিত্তে সেই বিশ্বপিতাকে উমা প্রণাম জানাল। প্রতিদিন পরীক্ষার বিশ্রাম সময় লোপা উমার সাথে সাক্ষাত করে বাড়ী ফিরে যায়। উমার পরীক্ষা মোটামুটি ভাল হ'য়েছে শুনে লোপা খুব খুশী। উমা পরীক্ষা শেষ হওয়ার কয়েকদিন পর দেরী না করে ধ্রুবকে চিঠি দিল। উমা ধ্রুবকে বিস্তারিত জানিয়ে ধ্রুবর কাছে জানতে চাইল যে ধ্রুবর লোপামুদ্রা নামে কোন তরুণীর সহিত পরিচয় আছে কি না। বিলম্ব না ক'রে জানাতে। সোনাদির চিঠি পেয়ে ধ্রুব সোনাদিকে

কি জানাবে, কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিল না, যদি সে লোপার সহিত পরিচয় আছে বলে জানায়, তবে মার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং মা মনে ব্যথা পাবেন। আর যদি পরিচয় নেই বলে জানায় তবে তাহার লোপাকে চিরদিনের তরে হারানোর সম্ভাবনা। এহেন পরিস্থিতিতে সে কি করবে, কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিল না। অবশেষে ধ্রুব স্থির করলো যে সে লোপার সহিত পরিচিত নয়। এরূপ সিদ্ধান্ত করে ধ্রুব তার ইষ্ট দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে সোনাদিকে জানিয়ে দিল যে সে লোপামুদ্রা নামে কোন তরুণীর সহিত তাহার পরিচয় নেই। ইহার পরিণাম চিন্তা করে তার মন ব্যথিত হোলো। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। যাহাকে সে তাহার জীবন-মরণের সঙ্গিনীরূপে স্বীকার করেছে, নিয়তির নির্মম খেলায় তার প্রাণপ্রিয়কে অস্বীকার করতে হয়েছে। যে নিয়তি একদিন লোপার সহিত ধ্রুবর সাক্ষাত ঘটিয়েছিলেন। তিনিই আবার তাদের বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করছেন। লীলাময়ের কি সুন্দর লীলা। নিয়তি হেসে বলছেন, "একদিন আমিই তোমাকে তোমার লোপার সহিত সাক্ষাত ঘটিয়েছিলাম। আবার আমিই আজ তুমি তাকে চেননা বলে লিখতে বাধ্য করলাম। আমিই প্রিয়জনের মধ্যে মিলনের সেতু রূপে কাজ করি আবার সময় হ'লে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকি।" ভাবতে ভাবতে ধ্রুব ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিন সে আর কলেজে যেতে পারে নি। উমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে বটে কিন্তু তার মন বড়ই চঞ্চল। সদা এক চিন্তা। কে এই লোপামুদ্রা নামে অপরূপা তরুণী। রহস্যময়ী লোপা উমার কাছে রহস্যই রয়ে গেল। কারণ ধ্রুব তাহার চিঠির উত্তরে উমাকে জানিয়েছে যে সে লোপামুদ্রা নামে কোন তরুণীকে চেনে না। সুতরাং রহস্য আরও ঘনীভূত হলো। কি করে এই রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় সেই চিন্তাই উমার মনে প্রবল হয়ে দেখা দিল। প্রকাশ হ'য়ে পড়ে এই ভয়ে সে কারুর সাথে এ বিষয় আলাপ করতেও পারে না। সে এখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে লোপার মুখের অস্পষ্ট উচ্চারিত সোনাদি সম্বোধন, সে ভুল শুনেছে। যদি সে ভুলই শুনে থাকে তবে ধ্রুব ও মা'র খবর জানার জন্য লোপাই বা কেন এত আগ্রহান্বিত হবে। সে কি উপায়ে এই রহস্যের সমাধান করবে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছে না। সে স্থির ক'রলো মাকে বলার পূর্বে সে একবার লোপার সাথে আলাপ করে নেবে। ধ্রুবর দুবছর শেষ হতে আর কয়েকমাস বাকি। ধ্রুবর জন্য পাত্রী নির্বাচন করার পূর্বে তার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলতে হবে। তাই সে আর কাল-বিলম্ব না করে লোপার সাথে টেলিফোনে আলাপ করে নেবে। ইতিমধ্যে উমা একদিন মার সাথে দেখা করতে গেল, মাকে উমা জানাল যে ধ্রুবর জন্য তার কাছে একটি ভাল পাত্রীর সন্ধান আছে। তাকে না জানিয়ে মা যেন কোন পাত্রীর পিতা-

মাতাকে পাকা কথা না বলেন। সে মাকে জানাল যে পাত্রী সম্বন্ধে সব খোঁজ খবর নিয়ে পরে তাকে জানাবে। এর বেশী, উমা মাকে কিছু বলল না বা মাও আর কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। লোপার পরীক্ষার তারিখ একদিন ফোন করে উমাকে জানাল। আশ্চর্য যে লোপা উমাকে তার পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে বলল না বা উমাও লোপার পরীক্ষার তারিখ জেনে যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখাল না। উমা আশা করেছিল যে লোপা টেলিফোন করলে লোপার কাছ থেকে জেনে নেবে যে সে ধ্রুবকে জানে কি না, তা' আর জানা সম্ভব হ'লো না। কারণ লোপার পরীক্ষা। এখন ওকে বিরত না করাই উচিত। পরীক্ষার পর সে লোপাকে টেলিফোন করতে বলেছিল। তখন ফোন করলে তার কাছ থেকে খবরটা জেনে নেবে ব'লে স্থির করলো। এদিকে সদানন্দবাবুর কাছ থেকে ধ্রুবর জন্য পাত্রীর কোন খবর না পেয়ে মেনকাদেবী বেশ উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি প্রিয়নাথবাবুকে তার উদ্বেগের কথা জানালে প্রিয়নাথবাবু মেনকাদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে অযথা অধীর হতে নিষেধ করলেন। তিনি জানালেন যে সদানন্দবাবু একজন দায়িত্বশীল ও সম্মানিত ভদ্রলোক। তিনি যখন কথা দিয়েছেন, সময় হলে নিশ্চয় তিনি খবর দেবেন। চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রিয়নাথবাবুর কথা শুনে মেনকাদেবী আশ্বস্ত হ'য়ে চুপ করে গেলেন। ইহার কয়েকদিন পর ধ্রুবর চিঠি পেলেন মেনকাদেবী। ধ্রুব লিখেছে, ''মা আগামী মার্চ মাসে দুবছরের ফাইনাল পরীক্ষা হবে। আমরা তিনজন ভারতীয় এই পরীক্ষায় বসবো, ওরা দুজন দক্ষিণ ভারতীয় এবং উচ্চ মানের ছাত্র। পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করতে পারলেই ডক্টরেট করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবো। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ভারতীয় পি এইচ্ ডি করার সুযোগ পায়নি। ভগবান জানেন আমার ভাগ্যে কি লেখা আছে। ঠাকুরের কৃপা এবং তোমার আশীর্বাদ মাথায় করে পরীক্ষা দেব। যদিও পরীক্ষা খুব প্রতিযোগিতামূলক, তবু চেষ্টার ত্রুটি করবো না। বাবা এবং তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো।'' আর এক চিঠিতে সদাদন্দবাবুকে ধ্রুব তার এম. টেক্ পরীক্ষার কথা জানিয়ে চিঠি দিল। সদানন্দবাবু চিঠিখানা যখন পড়ছেন তখন সুরুচিদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "কার চিঠি এসেছে?" সদানন্দ-বাবু জানালেন, "ধ্রুব লিখেছে যে কিছুদিন পর সে খবর সংগ্রহ করে পাঠাবে।" আর কোন প্রশ্ন না করে সুরুচিদেবী বেরিয়ে গেলেন। চিঠিখানা পড়ে সদানন্দবাবু টেবিলের উপড় রেখে অফিসে চলে গেলেন। এই অবসরে লোপা চিঠিখানি পড়ে আবার টেবলের উপর যথাস্থানে রেখে দিল, ধ্রুব লিখেছে যে এই পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারলেই কেবল ডকটরেট করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারপর লোপা ধ্রুবর চিঠির জবাবে তার পরীক্ষা

শেষ হওয়ার খবর এবং অন্যান্য খবর জানিয়ে ধ্রুবকে চিঠি দিল। ইহার কয়েকদিন পর মা বেরিয়ে গেলে অবসর সময়ে লোপা উমাকে টেলিফোন করলো, "কেমন আছ সোনাদি? সব ভাল আছেন?" উত্তরে উমা বলল, "হ্যাঁ সব ভাল। তবে সোনাভাইয়ের মার্চ মাসে পরীক্ষা শুনে একটু চিন্তিত। তারপর তোমার খবর কি? সব ভাল? তোমার পরীক্ষা কেমন হ'লো?" ওধার থেকে লোপা ব'লছে, "পরীক্ষা দিয়েছি কেবল, কেমন হবে তা বলতে পারি না সোনাদি।" লোপা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বলে ভাবছি। অনেক দিন ধরেই ভাবছি জিজ্ঞেস করবো, কিন্তু সুযোগ পাইনি। আমার সোনাভাইয়ের নাম ধ্রুব। তোমার কি তার সাথে কোন পরিচয় আছে? হঠাৎ এরূপ প্রশ্ন শুনে লোপা চমকে উঠলো এবং বেসামাল হ'য়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামাল দিয়ে ব'লে ফেলল, "না সোনাদি। এরকম কোন লোকের সাথে আমার পরিচয় নাই।" উমা পুনরায় জানতে চায় যে সে ধ্রুবকে চেনে কি না? কিন্তু ওধার দিয়ে আর কোন জবাব আসে নি। লোপার অস্পষ্ট উত্তর ও আচরণে উমার লোপা সম্বন্ধে কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। লোপার ফোন নম্বর না জানার জন্য উমা লোপার সাথে তখন যোগাযোগ করতে পারলো না, হঠাৎ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য লোপা প্রস্তুত ছিল না। সোনাদিকে মিথ্যা বলার জন্য লোপার বুক ফেটে কান্না এল। কিছু সময় পর শরীর সুস্থ হ'লে লোপা ঠিক করল যে সে সোনাদিকে প্রতারিত করতে পারবে না, তাতে সে যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত। সে অকপট চিত্তে সোনাদির কাছে সব স্বীকার করে তাকে সব ঘটনা জানাতে দ্বিধা করবে না। এরূপ স্থির করে সে পুনরায় ফোন করতে গেল। কিন্তু মাকে আসতে দেখে ফোন করতে পারলো না। সে রাতেই সব ঘটনা জানিয়ে লোপা ধ্রুবকে চিঠি লিখবে বলে ঠিক করলো। কিন্তু ধ্রুব সব খবর জেনে বিব্রত হয়ে পড়তে পারে ভেবে লোপা ধ্রুবকে কিছু জানাল না। এদিকে উমা ভাবছে, লোপা তার প্রশ্নের উত্তর দিতে থতমত করেছে কেন? এবং কথা শেষ না হতেই কেন সে ফোন ছেড়ে দিল? এ কারণে উমা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি যে লোপা ধ্রুবকে চেনে না। ইহা লোপার উত্তর দেওয়া এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা ধ্রুবর সাথে লোপার পরিচয় গোপন রাখার প্রয়াস মাত্র। এ সব ভেবে উমা লোপার সাথে যোগাযোগ করার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠল। লোপার পরীক্ষা শেষ হ'য়েছে। লোপা কলেজেও যায় না। তবে সে কি করে লোপার সাথে দেখা করতে পারে! বাড়ীর ঠিকানা বা টেলিফোন নম্বর সে জানে না। তার মন ছট্ ফট্ করছে এক অশুভ চিন্তায়, কাউকে কিছু বলতেও পারে না প্রকাশ হওয়ার ভয়ে। অনন্যোপায় হয়ে উমা

বিকেলে মার সাথে দেখা করতে গেল। মার কাছ থেকে জেনে এল কবে ধ্রুবর পরীক্ষা শুরু হবে এবং কতদিন চলবে। প্রথমে সে ঠিক করেছিল যে ধ্রুবকে পুনরায় সব জানিয়ে চিঠি দেবে। কিন্তু ইহাতে অনেক দেরী হয়ে যাবে বলে, তাও সম্ভব নয়। তার উপর ধ্রুবর পরীক্ষা শীঘ্রই আরম্ভ হবে। ওকে এখন বিব্রত না করাই উচিত। সে এক কঠিন সমস্যায় পড়েছে। কারুর সাথে কোন পরামর্শও করতে পারে না প্রকাশ হ'য়ে যাওয়ার ভয়ে। অনন্যোপায় হয়ে তাকে ধ্রুবর পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এবং লোপার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া বিকেলে মার সাথে দেখা করতে গিয়ে শুনলো ধ্রুবর পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং চলবে একমাস ধরে। ধ্রুব তার পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা সদানন্দবাবুকেও জানিয়েছিল, যাতে লোপাও খবরটা জানতে পারে। ধ্রুবর পরীক্ষা শেষ হওয়ার খবর এবং ফল প্রকাশের তারিখ ধ্রুব, মা, সোনাদি ও ছোড়দিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল। একারণ সকলে উদ্বিগ্নে দিনাতিপাত করছিল। মার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে উমা ও কমলা মার কাছে থেকে গেল। মেনকাদেবী উমা ও কমলাকে নিয়ে দুপুরে খেতে বসেছেন, এমন সময় একটি টেলিগ্রাম এল। ভয় ও আতঙ্কে টেলিগ্রাম পড়ে উমা চেঁচিয়ে উঠল, "মা সোনাভাই কৃতিত্বের সহিত পাশ করেছে এবং ডক্টরেট করার জন্য মনোনীত হয়েছে।" খবর শুনে মেনকাদেবী আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। কমলা ও উমা মাকে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখে তারা মার শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুললো। কিছু সময় পর মেনকাদেবী উঠে বসলেন। তারপর তিনি উমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি লিখেছে ধ্রুব?" উমা টেলিগ্রাম প'ড়ে শোনালে মা মেনকাদেবী খুশি মনে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রলেন। ক'য়েকদিন পর ধ্রুবর চিঠি পেয়ে সকলে বিস্তারিত অবগত হ'লো। ধ্রুব লিখেছে, "মা আমি তোমার আশীর্বাদে কঠিন বাধাবিঘ্ন পার হ'য়ে ডক্টরেট করার উপযুক্ত বলে মনোনীত হ'য়েছি। বাবাকে আমার প্রণাম জানিও।" ধ্রুব শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত সাধনা করে শিক্ষা জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জনের অধিকারী হোলো। ধ্রুব আরও লিখেছে। মা! তোমাকে, সোনাদি ও ছোড়-দিকে অনেকদিন দেখিনি। দেখার জন্য আমার মন প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে আছে। বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে পরের চিঠিতে জানাতে পারবো। ইহার কয়েকদিন পর ধ্রুব বিস্তারিত জানিয়ে মাকে চিঠি দিল। ডক্টরেট করার জন্য আমাকে আবার তোমাদের ছেড়ে থাকতে হবে। ইহা যে কি বেদনাদায়ক, তাহা তোমাকে লিখে জানাবার ক্ষমতা আমার নেই মা। দ্বিতীয়ত ডক্টরেট শুরু করার পূর্বে যে দুমাস বিশ্রাম পাব, তার মাসাধিক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে কাটাতে হবে। অতএব তোমাদের কাছে বেশীদিন থাকা সম্ভব হবে না।

সুতরাং এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমাকে তোমার পুত্রবধূ ঘরে আনতে হবে মা। তোমার মতামত জেনে আমার অভিমত কর্তৃপক্ষকে জানাব।" ধ্রুবর সাফল্যের সংবাদ পেয়ে সকলে খুব খুশি। ধ্রুব সদানন্দবাবুকেও তার সাফল্যের কথা জানিয়েছিল। তিনি শুনে খুব খুশি হলেন। তিনি এখন অপেক্ষায় আছেন কি উপায়ে ধ্রুবর সহিত লোপার সম্বন্ধের প্রস্তাব করবেন। লোপার জন্মদিন উপলক্ষে প্রিয়নাথবাবুর পরিবারকে নিমন্ত্রণ করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে তিনি সন্ধ্যার সময় প্রিয়নাথবাবুর বাড়ী গেলেন। প্রিয়নাথবাবু তার কুশল জিজ্ঞেস করে তাকে সমাদরে বসালেন। সদানন্দবাবু তার আসার কারণ বলতে গিয়ে বললেন, "আমার মেয়ের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। দয়া করে আপনারা একটু কষ্ট স্বীকার করে যোগদান করলে আমি খুব খুশী হব।" প্রস্তাব শুনে মেনকাদেবী বললেন, "নিশ্চয়ই যাবো। আপনার মেয়ে এখন কি করে।" উত্তর দিয়ে সদানন্দবাবু জানালেন যে তার মেয়ে বি. এ. অনার্স পরীক্ষা দিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। বলে তিনি ধ্রুবর খবর জানতে চাইলে মেনকাদেবী ধ্রুবর সব খবর তাকে জানালেন। ধ্রুবর খবর শুনে তিনি ধ্রুবর খুব প্রশংসা করলেন। কিন্তু সম্বন্ধের ব্যাপারে কোন কথাই তুললেন না দেখে মেনকাদেবীর মনে সন্দেহ হ'লো। তবে কি সদানন্দ-বাবু শেষে তার মেয়ের সাথে ধ্রুবর সম্বন্ধের প্রস্তাব করবেন? তার সন্দেহ নিরসনের জন্য তিনি সদানন্দবাবুকে ধ্রুবর সম্বন্ধের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। তিনি জানালেন যে তার সব মনে আছে। সময় হলেই তিনি সব খবর তাকে জানাবেন। সদানন্দবাবু মেয়ের জন্মদিনে যাওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করে বাড়ী চলে গেলেন। এর কিছু সময় পর উমা এবং কমলা ধ্রুবর চিঠি এসেছে কিনা জানতে মার কাছে এল। মেনকাদেবী বিষণ্ণ চিত্তে ধ্রুবর চিঠি বার করে দিলেন। মা'র মন বিষণ্ণ ও তাকে চিন্তান্বিত দেখে উমা জিজ্ঞেস করলে "কি হয়েছে মা? তোমাকে খুব বিষণ্ণ ও চিন্তান্বিত লাগছে?" শুনে মেনকা-দেবী বললেন যে সদানন্দবাবু এসেছিলেন তার মেয়ের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করতে। তাকে সম্বন্ধের বিষয় জিজ্ঞেস করাতে তিনি জানালেন যে তার সব মনে আছে। সময়কালে তিনি সব জানাবেন, বলে মেনকাদেবী উমাকে আশংকিত হয়ে বললেন, তিনি কি তবে শেষে তার মেয়ের কথা বলবেন। বলুক না তিনি তার মেয়ের কথা। আমাদের পছন্দ না হলে ত আর সম্বন্ধ পাকা হবে না। তুমি ও নিয়ে চিন্তা করো না মা। বলল উমা। "কিন্তু সময়ত খুবই কম। এর মধ্যে একজন পাত্রী নির্বাচন করতে না পারা গেলে—" উত্তর দিয়ে জানালেন মেনকাদেবী। "তারপর আমার সেই মেয়েটির সাথে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর যোগাযোগ হয়নি মা। চেষ্টা করছি তার সাথে যোগাযোগ করার। তুমি

এসব নিয়ে চিন্তা করে শরীরকে কষ্ট দিও না মা?" বলল উমা। "তারপর পাত্রী ঠিক করে কি এত কম সময়ের মধ্যে বিয়ে সম্ভব হবে মা? ধ্রুবত জানিয়েছে মাত্র কয়েকদিনের জন্য সে এসে থাকতে পারবে। সুতরাং ধ্রুব এলে তার সহিত আলাপ করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসব। তুমি এ নিয়ে এখন আর চিন্তা করো না।" উমার সুবিবেচিত উত্তর শুনে মেনকাদেবী সুস্থ হলেন। এদিকে ধ্রুবর এরূপ সাফল্য শুনেও লোপার মনে আনন্দ নেই। সে সোনাদির নিকট সত্য গোপন করার পর থেকে সে খুব মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। ধ্রুবর এরূপ সাফল্যের কথা শুনেও সে তার মনকে স্থির করতে পারে না। তার জন্মদিনে সে সোনাদিকে নিমন্ত্রণ করতে পারেব না বলে দুঃখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। সে সুযোগ পেলেই সোনাদিকে ফোন করবে। কিন্তু ফোন করার সুযোগ পেল না।

এদিকে সদানন্দবাবুর শিল্প সংস্থায় বিপর্যয় ঘটান বা ইহাকে রুগ্ন করার সব অপচেষ্টা ব্যর্থ হ'লে ধনেশবাবু সদানন্দবাবুর মেয়ে লোপার সহিত তাহার পুত্র দেবেশের সম্বন্ধের প্রস্তাব নিয়ে তার স্ত্রী মনোরমাদেবীকে সঙ্গে করে একদিন বিকেলে সদানন্দবাবুর বাড়ী বেড়াতে এলেন। সদানন্দবাবু খুব খুশী হয়ে সাদরে তাকে বসতে বললেন। বিভিন্ন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা শেষে তিনি তার প্রস্তাব সদানন্দবাবুকে জানালেন। প্রস্তাব শুনে সদানন্দবাবু আশ্চর্য হয়ে জানালেন যে মেয়ে সবে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি এখন কিছুই ভাবছেন না। সদানন্দবাবুর উত্তর শুনে হতাশ হ'য়ে ধনেশবাবু বাড়ী ফিরে এলেন। বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে তিনি নতুন ভাবে প্রতিহিংসার পথ খুঁজতে থাকেন।

লোপার জন্মদিনে লোপার মনে আনন্দ নেই। প্রথমত সে সোনাদির নিকট সত্য গোপন করেছে এবং সে তাকে তার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত জানাতে পারেনি। এ কারণ সে সারাদিন চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখে কোন হাসি বা আনন্দ নাই। সকলেই লোপার জন্মদিনে এসেছেন, কেবল আসেনি সোনাদি। দুঃখে লোপার বুক ফেটে কান্না আসছিল। মা; সুরুচিদেবী তার বন্ধুদের সহিত হাসি ঠাট্টা করে আনন্দে সময় কাটাচ্ছিলেন। গান শুনতে চাইলে লোপা 'কাজে খুব ব্যস্ত' বলে এড়িয়ে গেলো। এদিকে সদানন্দবাবুও খুব উদ্বিগ্ন। কারণ তখনও প্রিয়নাথবাবু ও মেনকাদেবী আসছেন না দেখে। সবাই এসেছেন কেবল তাঁরাই আসেন নি। তিনি খুব চিন্তিত হ'লেন। এদিকে জন্মদিনের আগের দিন মেনকাদেবী তার মনের সন্দেহ প্রিয়নাথবাবুকে জানিয়ে তার না যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মেনকাদেবীর কথা শুনে তাকে শান্তনা দিয়ে সদানন্দবাবু বলতে থাকেন,

"এই সামান্য কারণে তোমার না যাওয়া শোভনীয় নয়। তোমাকে যদি তিনি তার মেয়ের কথাই বলেন, তোমার পছন্দ না হ'লে তুমি কেন সম্বন্ধ করবে? তিনি ত তোমাকে বলেন নি, তার মেয়ের সাথে তোমার পুত্রের সম্বন্ধ ক'রতে। অহেতুক তুমি শঙ্কিত হচ্ছো। তুমি যখন তার মেয়ের জন্মদিনে যাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছ? তখন তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করাই বিধেয় মেনকা!' প্রিয়নাথবাবুর যুক্তি মেনে নিয়ে প্রিয়নাথবাবুকে নিয়ে মেনকাদেবী সদানন্দবাবুর বাড়ী গেলেন। লোপা তখন অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সময় হঠাৎ তার দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল। বিস্ময়ে চমকে উঠল লোপা, সে কি দেখছে। সে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না। মনের আনন্দে বলে ওঠে 'মা'। আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল তার মুখ। সে ছুটে গেল তার মাকে আনতে। মেনকাদেবী লোপাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। মাটি যেন তাঁর পা'র নীচ থেকে সরে যাচ্ছে। এ কি দেখছেন তিনি। একেই তিনি একদিন মায়ের মন্দির থেকে ফেরার পথে দেখেছিলেন। তারপর তিনি এই মেয়েকে ভুলতে পারেন নি। অস্ফুট স্বরে তিনি লোপাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি সদানন্দবাবুর মেয়ে! তোমার জন্মদিন?" 'হ্যাঁ মা' বলে লোপা মেনকাদেবীকে প্রণাম করল। দু'হাত দিয়ে তুলে মুখখানি দু হাতে ধরে মেনকাদেবী জিজ্ঞেস করলেন। "তোমার নাম কি মা?" "লোপামুদ্রা"। "খুব সুন্দর নাম।" বলেন মেনকাদেবী। প্রিয়নাথবাবুকে প্রণাম করে লোপা বলল চলুন। বলে তাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। লোপার এরূপ কাজ দেখে সকলে অবাক হয়ে চুপ করে রইল। লোপার মুখে হাসি আর আনন্দ দেখে সকলে বিস্মিত হ'ল। এতদিন পর সদানন্দবাবু বুঝলেন যে তার অনুমান সত্য। কিছু প্রকাশ না করে তিনি চুপ করে রইলেন। সকলের অনুরোধে, লোপা গান করতে শুরু করলে, মেনকাদেবী গিয়ে লোপার পাশে বসলেন। গান শেষ হ'লে মেনকাদেবী লোপাকে বললেন, "আমি তোমাকে একদিন মায়ের মন্দিরের কাছে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তাই না?" শুনে লোপা বলে, "হ্যাঁ ঠিকই দেখেছেন।" "তুমি আমাকে চিনতে পেরেছিলে?" জানতে চান মেনকাদেবী। "হ্যাঁ, মা চিনতে পেরেছিলাম।" "সে দিনই তোমাকে আমি আমার ঘরের লক্ষ্মী বলে মনে করেছিলাম মা।" "মা" বলে মেনকাদেবীকে প্রণাম করলো লোপা। "কিন্তু তারপর আর তোমাকে না দেখে বুক ভরা দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলাম। ঠাকুরের কৃপায় তোমাকে আজ দেখে আমি অতীতের সব বেদনা ভুলে গেছি মা" বললেন মেনকাদেবী। মুখ নীচু করে লোপা জানাল, "আমি কলেজ থেকে ফেরার পথে আপনাকে দেখতে পাব আশা করে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে

থাকতাম মা।" দু একজন ছাড়া প্রায় সব অতিথি চলে গেছেন, এমন সময় সদানন্দবাবু মেনকাদেবীকে ডাকতে এসে দেখেন মেনকাদেবী লোপার সাথে কথা বলছেন। লোপা দিদিকে নিয়ে খেতে এস," বলে চলে গেলেন। "চল মা, বলে থেমে বলল।" "চলুন মা" বলে মেনকাদেবীকে নিয়ে গিয়ে খেতে বসিয়ে দিলে। বড় মামা এবং দিদিমা ব্যতীত সকলে চলে গেছেন। আহার শেষ হলে মেনকাদেবী সদানন্দবাবুকে বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই।" "নিশ্চয়, মনে করবো কেন? "বলে সদানন্দবাবু তাদের নিয়ে তার ঘরে বসালেন। সেখানে বড় মামা, দিদিমা এবং সুরুচিদেবীও উপস্থিত ছিলেন। সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর মেনকাদেবী বলতে থাকেন, "আমি একদিন যখন মায়ের মন্দির থেকে বাড়ী ফিরছিলাম, তখন আপনার মেয়ে লোপামুদ্রাকে রাস্তার উপর দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে ও কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওকে দেখার পর থেকে আমি আর ওকে ভুলতে পারিনি। তারপর প্রায়ই যেতাম ওকে দেখার আশা নিয়ে। ওর বাড়ীর ঠিকানা না জানার জন্য কিন্তু ওর সাক্ষাত পাইনি। এখন কি আশ্চর্য! করুণাময়ের অসীম করুণা যে আজ তিনি লোপামুদ্রার সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। তাই আপনার নিকট আমার প্রার্থনা যে আপনি দয়া করে আপনার মেয়ে লোপামুদ্রাকে আমাকে ভিক্ষা দিয়ে আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন সদানন্দবাবু। ওই একমাত্র আমার ঘরের লক্ষ্মী হওয়ারউপযুক্ত। মেনকাদেবীর কাতর আবেদনে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। সকলেই প্রস্তাব শুনে খুব খুশী হ'লো। সদানন্দবাবু হাতজোড় করে জানালেন, "এটা আপনার প্রার্থনা বা ভিক্ষা নয় দিদি, এটা আমার সৌভাগ্য। আপনার প্রস্তাবে আমি খুব খুশি এবং এ প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে মেয়ের মতামত না জেনে আপনাকে পাকা কিছু বলতে অসমর্থ বলে আমি দুঃখিত। আমি তার মতামত জেনে আপনাকে জানিয়ে দেব।" একথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, "উত্তম প্রস্তাব, আপনার উত্তরের আশায় পথ চেয়ে থাকব। লোপা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মেনকাদেবীর করুণ প্রার্থনা শুনে অভিভূত হ'ল এবং তার চোখে জল নেমে এলো। কিন্তু সুরুচিদেবী প্রস্তাব শুনে কিছু না বলে সারাক্ষণ চুপ করে ছিলেন। লোপা মার মনের অবস্থা মনে করে খুবই ভীত ও শঙ্কিত হ'লো, কারণ সে এখনও মাকে চিনতে পারে নি। তবে বাবার বুদ্ধির প্রশংসা করে লোপা। কারণ বাবা চতুরতার সঙ্গে শেষ সিদ্ধান্ত তার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। উৎফুল্ল চিত্তে লোপা অপেক্ষায় আছে কখন মেনকাদেবীর সাথে সে কথা বলতে পারবে। মেনকাদেবী দিদিমা, সুরুচিদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লোপার কাছে এসে বললেন, চলি আজ মা। বলে যেতে উদ্যত হ'লে লোপা

তাকে প্রণাম করলো। "কবে তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার শূন্য ঘর পূর্ণ করবো, কেবল বিধাতাই জানেন," বলে মেনকাদেবী লোপার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বাড়ী ফিরে তিনি প্রেমনাথবাবুকে বললেন, "ধ্রুব বাড়ী ফিরলেই শুভকাজ করতে যেন কোন বাধা না ঘটে।" লোপাকে দেখে এসে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও লোপাকে ভুলতে পারছেন না। তিনি ঠাকুর ঘরে গিয়ে প্রার্থনা ক'রে জানালেন, "হে মাধব যদি সাক্ষাত ঘটিয়েই দিলে, আর ফিরিয়ে নিও না প্রভু!" অনুষ্ঠানের পর দিন বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে মাও বেরিয়ে গেলেন। এই অবসরে লোপা উমাকে ফোন করলো।

শিবশঙ্কর তখন বাবার সাথে কথা বলছিল। "আমি সোনাদি, কেমন আছ তুমি?" বলল লোপা। "কি খবর? অনেকদিন বাদে এই সময়? সব ভাল আছোত? ওপাশ থেকে জানতে চাইল উমা। লোপা বলছে,' কাল তিনটের সময় মায়ের মন্দিরের সামনে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।" বলেই ফোন ছেড়ে দিল কারণ মা সুরুচিদেবী আসছেন। উমা ফোন নাবিয়ে রেখে দিল। উমা বুঝতে পারলো নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটেছে। লোপা নিশ্চয় সংকটে পড়েছে। মা সুরুচিদেবী পুনরায় বেরিয়ে গেলে লোপা আবার উমাকে টেলিফোন করলো। "সোনাদি তোমার সাথে ফোনে কথা বলার পর থেকে আমি অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। তোমাকে সব না জানালে আমি শান্তি পাব না সোনাদি।" "বেশ আমি আজ তিনটের সময় যাব লোপা।" বলে ফোন ছেড়ে দিল উমা। ঠিক তিনটের সময় উমা গিয়ে লোপার সামনে দাঁড়ালে লোপা বলে, "চল একটু কোথাও পার্কে গিয়ে বসি।" তারপর তারা দুজনে নিকটবর্তী পার্কের একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল, "কি হয়েছে তোমার লোপা? তোমাকে আজ খুব রুক্ষ ও শুকনো দেখাচ্ছে কেন?" লোপা আর চোখের জল রাখতে পারলো না। সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। উমা তার মুখ তুলে চোখের জল মুছিয়ে বললে, "বল কি হয়েছে?" একটু সুস্থ হয়ে লোপা বলতে থাকে, 'আমি তোমার নিকট সত্য গোপন করেছি সোনাদি।' "মুখ তুলে উমা বলছে" কি সত্য গোপন করেছ? আমি তোমার কোন কথা বুঝতে পাচ্ছি না লোপা।" হ্যাঁ আমি সত্য গোপন করে তোমাকে বলেছি যে আমি তোমার সোনাভাইকে চিনি না। গত দু'বছর ধরে আমাদের পরিচয় সোনাদি। এরূপ মিথ্যা কথা বলার পর থেকে আমার মনে শান্তি নাই। বলে, আবার ছোট মেয়ের মত কান্না। লোপার মুখ দুহাতে তুলে মধুমাখা হাসিতে উমা বলে. "এতে কান্নার কি আছে? এত খুব ভাল কথা বোকা মেয়ে। বল তারপর আর কি খবর।" "কাল আমার জন্মদিন গেল। তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারলাম না সব প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে। আমি সারাদিন মনের

দুঃখ কাটিয়েছি সোনাদি। আমার সব দুঃখে কষ্ট দূর হ'য়ে গেল যখন মাকে আমার জন্মদিনে আসতে দেখলাম। আমি জানতাম না যে বাবা মাকে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। তুমি আমাকে ক্ষমা করে ভালবাসবে সোনাদি!" "আজ থেকে তুমি আমার শুধু বোন নও সোনা বোন।" উমার কথা শুনে লোপাও উমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "আর আজ থেকে তুমি আমার সোনাদি।" তুমি মাকে চিনলে কি করে? উমার প্রশ্নের উত্তরে লোপা উমাকে বিস্তারিত বলতে গিয়ে জানাল, যে ধ্রুবর সাথে সাক্ষাত হওয়ার পূর্বেই সে মাকে মায়ের মন্দিরের সামনে দেখেছিল। সে যখন রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল তখন মা এসে লোপার সাথে আলাপ করেন। লোপা মাকে প্রণাম করলে তিনি লোপাকে সৌভাগ্যবতী হও বলে চলে গেলেন। তারপর তোমার সোনাভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর সে আমাকে জানিয়েছিল যে মা, সোনাদি ও তার মুখের আকৃতিতে বিশেষ প্রভেদ নাই। একজনকে জানা থাকলে আর একজনকে সহজেই চেনা যায়। তাই তোমাকে বইয়ের দোকানে দেখেই 'তুমি যে সোনাদি' আমি বুঝতে পেরেছিলাম। এই সূত্র ধরেই তারপর তোমার সোনা-ভাইকে জানালাম যে আমি তার মাকেও দেখেছি। তারপর থেকে আমি মাকে দেখার আগ্রহ নিয়ে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকতাম। কিন্তু আর কোন দিন তাকে দেখিনি সোনাদি। আমার জন্মদিনের দিন হঠাৎ মাকে দেখে আমি আমার সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম। সোনাভাইয়ের সাথে লোপার সাক্ষাৎ হ'লো কি করে জানতে চাইলে লোপা বলতে থাকে, "আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। মার সাথে তার এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে ওর নাম শুনলাম। নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম। তখন এর বেশী অনুভব করিনি। এই ঘটনার কয়েকদিন পর পুনরায় ওর নাম শুনে ওর প্রতি আমার অনুরাগ জন্মে। তখন থেকে ওকে দেখার বাসনা জাগে আমার মনে। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্রী। আমরা উত্তর ভারতের একটি পাহাড়ী শহরে বেড়াতে গেলাম। আমি এবং আমার ভাই ঘরে বসে খেলছিলাম। তখন হঠাৎ আমার কানে এল ওর নাম ধরে ডাকার চিৎকার। দৌড়ে গেলাম দেখা পাওয়ার আশায়। কিন্তু দেখতে পেলাম না। তারপর বাবার মুখে ওর প্রশংসা শুনে ওকে দেখার আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকি।" উমা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "তুমি ওকে কোনদিন দেখোনি। তুমি কি করে চিনতে পারবে যে ওই সেই ধ্রুব?" সোনাদির কথা শুনে লোপা বলে, "আমি একদিন স্কুল ছুটি হওয়ার পর কয়েকজন বন্ধুর সাথে বাড়ী ফিরছি। এমন সময় কানে এল ওর এক বন্ধু ওকে নাম ধরে ডাকছে। দেখি ওকে একজন বন্ধুর সাথে হেঁটে যেতে। দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। বন্ধুরা 'কি হোলো' বলে উঠলো, আমি নিজেকে সামলে নিয়ে চলতে থাকি। আর এক

দিন স্কুল থেকে কোচিং ক'রে ফিরছিলাম। গাড়ীতে উঠতে যাব এমন সময় ওকে দেখি বিপরীত ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যেতে। আমি মাথা ঘুরে রাস্তার উপর পড়ে যাচ্ছিলাম। আমার বন্ধুরা আমাকে ধরে গাড়ীতে তুলে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেল। সকলেই অনুমান করে নিল যে পরীক্ষার পড়ার চাপে আমার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মা আমাকে বিশ্রাম নিতে বলে চলে গেলেন। ভয়ে মায়ের নিকট আমি সত্য ঘটনা কোনদিন বলতে সাহস করিনি। মা ছিলেন আমার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি চেয়েছিলেন আমি আধুনিকতার সাজ সেজে তার সঙ্গে ধনী সমাজের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াই এবং তারপর একজন ধনী শিল্পপতির পুত্রবধূ হয়ে তার ঘরে প্রবেশ করি। আমি মা'র এরূপ মনোভাব বুঝতে পারি। মার জীবনাদর্শ দেখে কোন সময় আমি মনে সুখ পাইনি। তার জীবন ধারা পরিবর্তন করার অনেক চেষ্টা আমি করেছি কিন্তু সফল হইনি। মা'র একজন পরিচিত ভদ্রমহিলার তপন নামে একজন ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম দেখে যে মা ঐ উচ্ছৃঙ্খল ও অহঙ্কারী ধনী শিল্পপতির পুত্রের সহিত আমার মেলা মেশা খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু আমি ওর ভয়ে সব সময় ওকে এড়িয়ে যেতাম ও দূরে যাবার চেষ্টা করতাম। এ নিয়ে বাবা ও মার মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকতো। যাহা হউক আমার জীবন সুখে ও দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটতে থাকে। আমাদের কারখানার দুটি মেসিন খারাপ হয়ে পড়েছিল। আমি জানতাম না যে ঐ মেসিন দুটি সারাবার জন্য তোমার সোনাভাই কারখানায় এসেছে। আমি কলেজে না গিয়ে বাড়ীতে ছিলাম। এমন দিনে দুপুর বেলা দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি বাবা এবং তার পিছনে ধীর স্থির শান্ত চিত্তে তোমার সোনাভাই দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আমার বুক কাঁপছিল এবং মাথা ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবী ঘুরছে। ও আমাকে ধীর স্থির শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছ? যেন আমি ওর পূর্ব পরিচিত। আমিও দেখে চিনেছি যে এই সেই মানুষ যার প্রতীক্ষায় আমি আছি। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম, প্রত্যুত্তরে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। কোন রকমে ঘাড় নেড়ে হাত দেখিয়ে বসতে বললাম। ইতিমধ্যে বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, তোদের কাছে যার কথা বলেছিলাম এ সেই ধ্রুব। বলে তিনি তার অফিস ঘরে গেলেন। আমি দৌড়ে গিয়ে একটা চিরকুটে লিখে আনলাম, 'কাল চারটের সময় কলেজ গেটে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তারপরদিন ঠিক চারটের সময় তোমার সোনা ভাই কলেজ গেটে দাঁড়িয়েছিল। তারপর থেকে আমরা প্রায়ই মিলিত হতাম। এই সাক্ষাতের পূর্বে যে দুদিন তাকে দেখে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, সে কথা শুনে ও আমাকে জানিয়েছিল, যে ঐ দুদিন ওর দুই বন্ধুর সঙ্গে ঐ পথ দিয়ে

হেঁটে যাচ্ছিল। আমি যখন ওকে মার কথা বলে আমাদের সাক্ষাতের কথা মাকে বলতে বললাম, তোমার সোনাভাই আমাকে জানাল যে তা সম্ভব নয়। কারণ পুত্রবধূ নির্বাচন করার অধিকার কেবল মা'র। মা'র সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে সে মা'র মনে ব্যথা দিতে পারবে না। একারণে যদি তাদের মিলন না হয় তাতেও তার কোন দুঃখ হবে না। আর আমার বাবা-মা যদি আমার জন্য অন্য কোন পাত্র নির্বাচন করে ফেলেন ? আমার এরূপ প্রশ্নের উত্তরে ও আমাকে বলল, যে সে আশা করে আমি বাবা-মার আদেশ পালন করবো। তারপর আমাকে সাবধান করে বলল যে আমাদের এই পরিচয় যেন ততদিন গোপন থাকে যতদিন না মা তার পুত্রবধূ নির্বাচন করছেন। বলে লোপা উমার পা ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কেবল তোমাকে তার সত্যভঙ্গ করে সব ঘটনা সংক্ষেপে শোনালাম সোনাদি। তোমার ও আমার এই আলাপ তুমি কোনদিন কোন অবস্থাতেই কারুর কাছে প্রকাশ কোরো না। তবে মা মনে আঘাত পাবেন আর তোমার সোনাভাইয়ের সত্যভঙ্গ হবে। উমা লোপার পা ছাড়িয়ে মুখখানি দুহাতের মধ্যে রেখে বললে, "আমার সোনা-বোন লোপা ! তোর কোনরূপ ক্ষতি হয়, এ রকম কিছু করা আমি কি ভাবতে পারি বোন ! এ বিষয় তুই নিশ্চিন্ত থাক। আমি প্রার্থনা করি, "তুই যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি তা থেকে উত্তীর্ণ হও এবং তুমি তোমার পবিত্র প্রেমকে চিরদিন অক্ষয় করে রাখতে সমর্থ হও বোন। তারপর জন্মদিনে মা গিয়ে কি কিছু বললেন তোমার বাবাকে ? "হাঁ, মা আমাকে তার পুত্রবধূ করার প্রস্তাব করলেন বাবার কাছে। তখন মা, দিদিমা ও বড়মামা সকলে উপস্থিত ছিলেন। বাবা মার প্রস্তাবে খুশি হলেন এক শর্তে যদি আমার কোন আপত্তি না থাকে। বাবা যখন মতামত জানতে চাইবেন তখন তুমি কি জবাব দেবে ? লোপাও হাসতে হাসতে জানতে চাইল, "তুমি বলো না, সোনাদি আমি কি বলবো ?" বলে দুজনে হাসতে থাকে। হঠাৎ উমা প্রশ্ন করলো, "তোমার মা কোন বাধা হ'য়ে দাড়াবেন না ত ?" "কি জানি, একমাত্র ভগবান জানেন।" এখন একটি সমস্যা দেখা দেবে শুভকাজ কবে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে। সোনা-ভাই এখন এসে কয়েকদিন মাত্র থাকতে পারবে। তাই সে প্রস্তাব দিয়েছে মা'র কাছে, যে এক বৎসর পর সে এক মাস ছুটি নিয়ে এলে, মা তার পুত্রবধূ ঘরে তুলতে পারবেন। কিন্তু আমি ভাবছি মা'কে বলবো যে এক বৎসর পরে পড়াশুনা নিয়ে সোনাভাই খুব ব্যস্ত থাকবে। এমন সময় বিয়ে হ'লে সোনাভাইয়ের গবেষণা পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সুতরাং এক বৎসর পর শুভ কাজ যেন অনুষ্ঠিত না হয় ; দুই বৎসর পর সোনাভাই ফিরে এলে, শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হলে সর্বোৎকৃষ্ট হবে বলে, উমা তার অভিমত ব্যক্ত ক'রলো।

তোমার মতামত জেনে তোমার বাবা যখন মা'র সাথে দেখা করতে আসবেন, মা তখন তোমার বাবাকে এরূপ প্রস্তাব জানিয়ে তার মতামত জেনে নেবেন। তোমার বাবা যাহা স্থির করেন, তাহাই হবে। তোমার কোন আপত্তি আছে বোন?' সোনাদির প্রশ্ন শুনে লোপা উত্তর দিয়ে জানাল যে সোনাদির সিদ্ধান্তেই তাহার সিদ্ধান্ত। তারপর দুজনে বাড়ী ফেরার জন্য প্রস্তুত হ'লো। "চল তোমাকে নামিয়ে দিয়ে মা'র সাথে দেখা করতে যাব। খুব সাবধানে থাকবে "বলে লোপার বাড়ীর ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার উমা নিজের কাছে রেখে দিল। তারপর লোপাকে নামিয়ে দিয়ে মা'র সাথে দেখা করতে গেল। মা'র কাছ থেকে সব শুনে লোপার কাছে বর্ণিত শুভ কাজের প্রস্তাব মা'কে সবিস্তারে জানাল। মা শুনে খুশী মনে উমার প্রস্তাবের গুণাগুণ বিচার ক'রে দেখলেন এবং প্রস্তাব শেষ অবধি মেনে নিলেন। তিনি লোপার বাবার সহিত আলাপ করে তার মতামত জেনে নেবেন বলে উমাকে বললেন। "তবে সদানন্দবাবু যেরূপ অভিমত প্রকাশ ক'রবেন মা যেন তাহাইস্বীকার করে নেন," মাকে এরূপ বলে উমা মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী চলে গেল। লোপা বাড়ী ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছে এমন সময় সদানন্দবাবু অফিস থেকে বাড়ী ফিরলেন। লোপা বাবার জন্য চা জলখাবার এনে দিল। চা খেয়ে ধ্রুবর সাফল্যের অভিনন্দন জানিয়ে সদানন্দবাবু ধ্রুবকে একখানি চিঠি লিখলেন। সেই স'থে কারখানার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ধ্রুবর মতামত জানতে চাইলেন। তারপর সদানন্দবাবু সকলের সাথে গতকালের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে থাকেন। এমন সময় সদানন্দবাবু লোপাকে সম্বোধন করে বললেন, "মা লোপা! মেয়ে বড় এবং উপযুক্ত হ'লে তাকে সৎ পাত্রে দান করা প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য। ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমাকে একটি সৎপাত্রে দান করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। এই বাসনা মনে রেখে আমি অনেক পাত্রের সাথে মিশেছি এবং আলাপও করেছি কিন্তু সেরকম কোন পাত্র আমার চোখে পড়েনি, যার হাতে তোমাকে নির্ভয়ে দান করতে পারি। কেবল একটি পাত্রই আমার হৃদয় অধিকার ক'রে আছে, সে হ'লো সকলের প্রশংসিত ও প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার ধ্রুব। গতকাল তার মা আমাদের সকলের সামনে তার একমাত্র পুত্র ধ্রুবর সাথে তোমার সম্বন্ধের প্রস্তাব করেছিলেন। তোমার অভিমত জেনেই আমি তাকে আমাদের মতামত জানাব বলে স্থির করছি। ধ্রুবর গুণাগুণ সম্বন্ধে তোমরা সকলে অবহিত আছ। তুমি তাকে কয়েকমিনিটের জন্য দেখেছ। আমি তাকেই তোমার উপযুক্ত পাত্র বলে স্থির করেছি। তাই মা তুমি নির্ভয়ে, দ্বিধাশূন্য চিত্তে ও নিসঙ্কোচে তোমার মতামত জানালে আমি তার মা মেনকাদেবীকে আমার

সিদ্ধান্ত জানিয়ে আসবো।" বলে সদানন্দবাবু চুপ করে গেলেন। সুরুচিদেবী কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় লোপা বলে উঠলো, "বাবা তোমার মত ব্যতীত আমার দ্বিতীয় কোন মত নেই বাবা।" বলে বাবা ও মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ঘরে চলে গেল। মা সুরুচিদেবীর কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। এক মুহূর্তে লোপার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ভয় দূর হয়ে গেল। মা সুরুচিদেবী আর কোন কথা বলতে পারলেন না। কারণ পাত্র মনোনয়ন করা মেয়ের উপর ছেড়ে দেওয়াতে তিনি তপনের নাম উল্লেখ করতে ভরসা পেলেন না। কারণ লোপা যে তপনকে কোন সময়ে স্বীকার করবে না, তিনি তাহা বুঝে সারাক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। অপর দিকে তিনি ধ্রুবকেও আদর্শ পাত্র বলে মেনে নেবেন না। কারণ সে যতই প্রতিভাবান হোক না কেন, সে একজন স্কুল শিক্ষকের পুত্র। তার ইচ্ছা ছিল মেয়েকে একজন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ধনী শিল্পপতির পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়ে মেয়ের এবং তার নিজের সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। এই উদ্দেশ্য মনে রেখে তিনি ধনী শিল্পপতি রমেনবাবুর একমাত্র পুত্র তপনকে লোপার জন্য উপযুক্ত পাত্র হিসাবে মনোনীত করে রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাহার বিবাহের সময় যে ঘটনা ঘটেছিল, তিনি তাহা স্মরণ করিলেন। তখন তার বয়স কুড়ি কি একুশ। হঠাৎ বাবার মৃত্যু হওয়াতে তার বিয়ের দায়িত্ব পড়ল তার দাদা অনিমেশবাবুর উপর। রমেনবাবু, ধনেশবাবু ও সদানন্দবাবু তিনজনই তাকে পছন্দ করেছিলেন। সুরুচিদেবী ধনবান শিল্পপতি ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত পিতার একমাত্র পুত্র রমেনবাবুকে তাহার উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তাহার দাদা ও মা মনোনীত করেছিলেন উৎসাহী ও উদ্‌যোগী এন্‌জিনিয়ার শিল্পপতি সদানন্দবাবুকে। অবশেষে তাহার বিয়ে সদানন্দবাবুর সহিত সম্পন্ন হলো। সুতরাং তিনি যেভুল করেছিলেন সেদিন সেই ভুল, তিনি শোধরাতে চেয়েছিলেন তার মেয়েকে ধনী শিল্পপতির পুত্র ও এন্‌জিনিয়ার তপনের সহিত বিয়ে দিয়ে। কিন্তু সদানন্দ-বাবু অপরদিকে অনন্যসাধারণ ও প্রতিভাবান এন্‌জিনিয়ার চরিত্রবান ধ্রুবকে তার মেয়ে লোপামুদ্রার উপযুক্ত পাত্ররূপে মনোনীত করে রেখেছিলেন। মা চেয়েছিলেন মেয়ের বিনিময়ে সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা, আর বাবা চেয়েছিলেন মেয়েকে উপযুক্ত ও সৎপাত্রে দান ক'রতে। পিতা-মাতার এরূপ সংঘাত বিপরীতমুখী আদর্শের কারণে সংসারে নেমে এসেছিল চরম অশান্তি। সুরুচিদেবী কখনও ধ্রুবকে তার মেয়ে লোপার উপযুক্ত পাত্র বলে মেনে নেননি। অথচ মেনকাদেবী যখন প্রস্তাব ক'রলেন, তখন তিনি তার কোন আপত্তি না জানিয়ে চুপ করেছিলেন। তিনি তার বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করলেন কেবল সেদিনের পর থেকে যেদিন সদানন্দবাবু লোপার মতামত জানতে চেয়েছিলেন।

লোপার মতামত জেনে তার পরদিন সদানন্দবাবু মেনকাদেবীর সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। প্রিয়নাথবাবু ও মেনকাদেবী তাকে সমাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করলেন। মেনকাদেবী সর্বশেষ পরিস্থিতি সবিস্তারে সদানন্দবাবুর নিকট বর্ণনা করে তার মতামত জানতে চাইলেন। এই কঠিন সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করার জন্য মেনকাদেবী সদানন্দবাবুর সাহার্য্য প্রার্থনা করলেন। সর্বদিক বিবেচনা করে সদানন্দবাবু তার অভিমত ব্যক্ত করে বললেন যে ধ্রুব এসে যে ক'দিন এখানে থাকবে তার মধ্যে শুভ কাজ সম্পন্ন করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার এক বছর পরে ধ্রুব বাড়ী ফিরলে শুভ কাজ করা যায় বটে, তবে ধ্রুবর গবেষণা কাজে বাধা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। ইহা মোটেই কাম্য নয়। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে দু'বছর পরে ধ্রুব ফিরে এলেই শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। সদানন্দবাবুর প্রস্তাবে মেনকাদেবী সানন্দে সম্মতি জানালেন। তারপর মেনকাদেবীর করুণ আবেদন শুনে সদানন্দবাবু মেনকা-দেবীর মনোরঞ্জন করে বললেন যে তার মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। এমনকি যদি লোকাচারের দিক থেকে কোন আপত্তি না ওঠে তবে ওর এখানে দু' এক দিন থাকায় অসুবিধা হবে না। সদানন্দবাবুর এরূপ উদার মনোভাব দেখে মেনকাদেবী তাকে কৃতজ্ঞচিত্তে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন। "কেবল বাধার পর বাধা আসছে। জানি না বিধি কি লিখেছেন তাঁর বিধানে। কি আছে অদৃষ্টে আমার।" আক্ষেপ করে বললেন মেনকাদেবী। "ভাববেন না তাঁর কৃপায় সব বাধা দূর হয়ে যাবে," বললেন সদানন্দবাবু। ওখান থেকে ফেরার পথে সদানন্দবাবু মনে মনে আশংকা প্রকাশ করে বলছেন, "তার স্ত্রী সুরুচিদেবী এ সম্বন্ধে মোটেই খুশী নন। এ বিবাহ সম্পন্ন না হলে তিনি খুব খুশি হবেন। এমন কি ইহা বানচাল করতে সে ধনী শিল্পপতিদের সাহায্য নিতে দ্বিধা করবে না, তার এই আশংকা তিনি প্রকাশ না করলেও লোপার ভবিষ্যত নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েই তিনি মেনকাদেবীর প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। পরিস্থিতি যতই জটিল ও কঠিন হোক না কেন তিনি সাহসের সহিত তার সম্মুখীন হবেন।" বাড়ী ফিরে তিনি সুরুচিদেবীকে বিস্তারিত জানাতে ত্রুটি করলেন না। অবশ্য লোপাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া বা রাখার মত অপ্রয়োজনীয় কথা তিনি তখন সুরুচিদেবীকে বললেন না।

সেদিন লোপার জন্মদিনে উপস্থিত ধনী শিল্পপতিরা সদানন্দবাবুকে একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষককে এত আপ্যায়ন করতে দেখে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করলেন। এ কারণে অনেকেই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পূর্বে বাড়ী চলে গিয়ে-ছিলেন। সুরুচিদেবীর কাছ থেকে রেবাদেবী শুনলেন যে ধ্রুব নামে স্কুল

শিক্ষকের পুত্রের সহিত লোপার বিবাহের কথাবার্তা চলছে। এরূপ খবর শুনে তপনের পিতা মনে আঘাত পেলেন। যখন লোপা বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন একদিন তিনি সদানন্দবাবুর নিকট তপনের সহিত লোপার সম্বন্ধের প্রস্তাব 'করলে লোপার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে তিনি ভাবছেন না' বলে রমেনবাবুকে জানিয়েছিলেন। তিনি আশায় ছিলেন যে সদানন্দবাবু তার প্রস্তাবে রাজী হবেন। সুতরাং হঠাৎ এরূপ খবর শুনে তিনি মর্মাহত হলেন। অন্যান্য শিল্পপতিরাও সদানন্দবাবুর এরূপ অসামাজিক কাজের নিন্দা করলেন এবং তাঁর এই কাজকে চ্যালেঞ্জ বলে সকলে মনে করলেন। তারা সদানন্দবাবুকে সতর্ক করে দিলেন যে তাঁর এরূপ অন্যায় আচরনের ফল ভবিষ্যতে পেতে হবে। আবার অনেক শিল্পপতি সদানন্দবাবুর কাজকে প্রশংসা ও সাহসিকতাপূর্ণ বলে অভিহিত ক'রলেন। সুতরাং শিল্পপতিদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল।

লোপার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে দেরী দেখে লোপা বাবার নিকট উত্তর ভারত বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব করেছিল। লোপা হাঁপিয়ে উঠেছে। 'তার একটু হাওয়া পরিবর্তন করা দরকার, এরূপ চিন্তা করছে। এমন সময় বাবা অফিস থেকে ফিরে তাদের উত্তর ভারত বেড়াতে যাওয়ার কথা জানালেন। শুনে লোপা এবং অশোক খুব খুশি হলেও মা'র গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হলো। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি মেয়ের বাপ হ'তে পার, কিন্তু ভুলে যেওনা যে আমিও মেয়ের মা। মেয়ের পাত্র নির্বাচন করার পূর্বে তুমি আমাকে একবার জানানোও প্রয়োজন মনে করোনি। তুমি তোমার নিজের খেয়াল খুশি মত একজন সাধারণ স্কুল শিককের পুত্রকে নির্বাচন করলে? তোমার এরূপ কাজের জন্য আমি সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করছি। এভাবে তুমি আমাকে সকলের সামনে হেয় প্রতিপন্ন ক'রলে। আমি যদি সেদিন সকলেব সামনে তোমার নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমার অভিমত ব্যক্ত ক'রতাম, তবে তোমার সম্মান কোথায় থাকতো? তারপর এখন আবার পাত্র নির্বাচনে মেয়ের মতামতকে তুমি চরম সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিয়েছ। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কি এইটুকুই পিতা-মাতার দায়িত্ব? তোমার এরূপ অবিবেচিত কাজের জন্য তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হ'চ্ছে আমাকে।" সুরুচিদেবী থামলে সদানন্দবাবু বললেন, "তোমার এত মাতৃত্ববোধের পরিচয় আগে কোনদিন পাইনি। যখন মেনকাদেবী করুণ কণ্ঠে তোমার মেয়েটিকে প্রার্থনা ক'রলেন, তখন তোমার মাতৃত্ববোধ কোথায় ছিল? তখন তুমি আমার পাশেই ব'সেছিলে, তখন তুমি কোন অভিমত ব্যক্ত করোনি। তখন তুমি জানতে যে পাত্র একজন স্কুল শিক্ষকের পুত্র। তৎসত্বেও তুমি চুপ ক'রে

ছিলে। স্কুল শিক্ষক সম্বন্ধে তোমার এরূপ নগ্ন ধারনা, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতাই প্রমাণ করে। তারপর একবার বিচার ক'রে দেখ, যে পাত্র মনোনীত করা হয়েছে, তার গুণ, যোগ্যতা বিচার করে তোমার গর্ব করা উচিৎ। যদি আজ তুমি এরূপ পাত্রকে তোমার মেয়ের উপযুক্ত বলে মনে না কর, তবে আর একজন ধনী শিল্পপতি তার কন্যার জন্য তাকে সমাদরে বরণ করে নিয়ে যাবে সুরুচি! তুমি জাননা, তুমি কি বলছ। মনের অন্ধকার কাটিয়ে আলোয় ফিরে এস। সব তোমার কাছে দিনের মত পরিস্কার হয়ে যাবে। তোমার মত মাতারাই অজ্ঞানতাবশত তাদের মেয়েদের চরম দুর্গতির কারণ হয়ে থাকে। মা হয়ে তারা ভুলে যায় যে তারাও একদিন মেয়ে ছিলেন। প্রকৃতির কি নির্মম পরিহাস!" সদানন্দবাবুর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই সুরুচিদেবী উঠে চলে গেলেন। ওদিকে তখন লোপা সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করে ঠাকুরের ভজন করতে শুরু করে দিল। লোপা মা'র মনোবেদনার কারণ অনুভব ক'রে দুঃখ পেত। কিন্তু মুখ ফুটে সে মাকে কোন কথা বলল না। মা'র মনোব্যথা দূর করার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে মা'র সেবা ক'রছিল। মা'র মনোভাব দেখে সে দুঃখ পেয়ে মনে মনে বলে, "কোন মা চান মাতৃত্বের অমৃত ধারায় মেয়ের জীবনকে সুখী ও মধুময় করতে। আবার কোন মা চান মেয়ের জীবনের সুখের বিনিময় নিজের উচ্চাকাংখা ও সমাজে উচ্চাসন লাভের কামনা চরিতার্থ করতে। উভয়ই মা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। বিধাতার কি বিচিত্র নিয়ম। কি আশ্চর্য অলৌকিক তাঁর সৃষ্টি রহস্য। ঘটনার পরদিন লোপা মাকে নিয়ে দিদিমাকে দেখতে যাওয়ার কথা বললে সুরুচিদেবী না গিয়ে লোপাকে গিয়ে দেখে আসতে বললেন। কেবল লোপাকে দেখে দিদিমা, "সুরুচি এলো না কেন জানতে চাইলে" লোপা দিদিমাকে জানাল যে মা পরে আসবেন। "হ্যাঁরে দিদিভাই তোর পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে, অনার্স পাবিতো দিদিভাই? তোকে একবার পাত্র দেখবে না দিদিভাই? না মা-বাবার দেখাতেই তার দেখা হল?" দিদিমার সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে লোপা দিদিমাকে জানাল যে পাত্র তাকে দেখতে আসবে না। শুনে দিদিমা বললেন, "আধুনিক যুগে এরকম দেখা যায় না। তোর একবার দেখতে ইচ্ছা করে না দিদিভাই?" দিদিমার এক নাগাড়ে এত প্রশ্নের উত্তর দিতে লোপা হিম সিম খেয়ে গেল। তবু প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একের পর এক দিয়ে গেল। "অনার্স পাওয়া বড় শক্ত দিদিমা। কয়েকদিনের মধ্যে রেজাল্ট বেরোবে আশা করি। না দিদিমা আমার পাত্র দেখার ইচ্ছা নেই। বাবাইত দেখছেন।" লোপার কথা শুনে দিদিমা বললেন, "খুব সুন্দর কথা। শুনে খুব খুশী হ'লাম দিদিভাই। তোর এখন কুড়ি বছর বয়স। বিয়ের ইটাই সুন্দর ও

উপযুক্ত বয়স দিদিভাই। বুঝলি দিদিভাই, আমার বয়স যখন আঠারো ছিল যখন আমার বিয়ে হয়। জানিস দিদিভাই স্বামীর প্রেম ভালবাসা পাওয়া নারীর পরম পাওয়া। আবার স্ত্রী লাভ হ'লো পুরুষের পরম পাওয়া। একজন আর একজনের পরিপূরক, দিদিভাই। একথা জীবনে কোনদিন ভুলোনা দিদিভাই।" দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিদিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লোপা আইমাকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী ফিরলো। ফিরে দেখে মা ও বাবা চুপ করে বসে আছেন। তাড়াতাড়ি মা ও বাবার জন্য চা জলখাবার নিয়ে এল। তারপর মাকে বলল, "মা তোমাকে দিদিমা একবার যেতে বলেছেন। তুমি ও বাবা একবার দিদিমার সাথে দেখা করে এস।" মেয়ের কথা শুনে সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন। তারপর দিন মা-দিদিমাকে নিয়ে বেড়িয়ে এল। মা'র ঠাণ্ডা মেজাজ দেখে লোপা খুব খুশি এবং মনে করলো মা বোধহয় সব মেনে নিয়েছেন। সেদিন রাতে লোপা ধ্রুবকে সব জানিয়ে চিঠি দিল। তারপর সে মনের আনন্দে মধুর কণ্ঠে একখানি গান ধরলো। সে অনুভব করে ধ্রুবর পরশ তার সারা অঙ্গে লেগে আছে। ধ্রুবর ফিরতে এখনও প্রায় একমাস। এখানে এসে ধ্রুব যে ক'দিন থাকে প্রতিদিন তাদের সাক্ষাত হবে। এরূপ কথা সে ধ্রুবকে জানিয়ে দিল। ইহার কয়েকদিন পর লোপার পরীক্ষার ফল প্রকাশ হ'লো। লোপা প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। আশাতীত ফল দেখে খুব খুশি মনে সেদিন রাতে পুনরায় ধ্রুবকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল। ইহাও জানিয়ে দিল যে ধ্রুব না আসা পর্যন্ত সে আর পুরুষ অধ্যাপকের কলেজে পড়তে চায় না। সেদিনই দিদিমাকে তার আশাতীত রেজালটের খবর ফোন করে জানিয়ে দিল। পরীক্ষার ফল শুনে সকলেই খুশি। খুশি হয়েছেন পিতা সদানন্দবাবু। কিন্তু মা'র মুখে কোন কথা শুনে না লোপার মন খারাপ হয়ে গেল। লোপার ইচ্ছা হয়েছিল, তার বন্ধুদের নিয়ে একদিন আনন্দোৎসব করবে। কিন্তু মা'র কাছ থেকে কোন উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া না পেয়ে সে এগোতে সাহস পেলো না। সেদিন বিকেলে কয়েকজন বন্ধু ওর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে এলে, তারা সকলে মিলে কয়েকখানা গান করলো। একজন বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে লোপা জানাল যে তার আর এম. এ. পড়ার ইচ্ছা নাই, তবে পরিস্থিতির চাপে পড়ে কি করে, সে তা বলতে পারে না। বন্ধুরা চলে গেল। সোনাদিকে ফোন করে রেজালট জানাতে না পেরে লোপার মনে শান্তি ছিল না। সোনাদি দুবার ফোন করেছিল, কিন্তু ভুল নাম্বার বলে ফোন কেটে দিয়েছিল, কারণ মা উপস্থিত ছিলেন। মা আজকাল খুব কম বাইরে যান। তিন দিন পরে মা বেরিয়ে গেলে লোপা সোনাদিকে ফোন ক'রল। ফোন

ধরেই উমা ব'লতে থাকে, "কি-রে, ভুল নম্বর বলে ফোন নাবিয়ে রেখেছিস ?" "সোনাদি আমি প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছি। তোমাকে জানাবার চেষ্টা করেও জানাতে পারিনি সোনাদি। দুবার তোমার ফোন আমি তুলে নাবিয়ে রেখেছিলাম। আজ সুযোগ পাওয়া মাত্র ফোন করলাম। এ ছাড়া সঙ্গীতে প্রথম ও নৃত্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছি। তুমি খুশী সোনাদি ?" "খুব খুশী। তোমাকে এখন একবার দেখতে ইচ্ছা করে। এতবড় সুখবর কি ফোনে শুনে প্রাণ ভরে বোন ?" বলল উমা। লোপা উত্তর দিয়ে বলল কবে তোমার সাথে দেখা করতে পারবো জানি না। তোমার সোনাভাইকেও পাশের খবর জানিয়েছি। তোমার সোনাভাই কবে আসবে, তুমি জানো সোনাদি ? মনে বড় ইচ্ছা হ'য়েছিল তোমাদের এনে সকলে মিলে পাশের উৎসব করবো, কিন্তু সাহস পেলাম না। মা'কে বড় দেখতে ইচ্ছা করে। মা কেমন আছেন সোনাদি ? মা'র আসার খবর শুনে লোপা ফোন নাবিয়ে রেখে দিল। উমা বুঝতে পারলো, মাকে আসতে দেখে লোপা ফোন কেটে দিয়েছে। মাকে দেখে লোপা বলল, "মা চল আজ দিদিমার সাথে দেখা করে আসি। "মা সুরুচী দেবী কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলেন। তারপর মা'কে বলে লোপা আইমাকে নিয়ে দিদিমার বাড়ী গেল। লোপাকে দেখে দিদিমা আনন্দে বলে উঠল, "খুব খুশী হয়েছি তোর খবর জেনে। সঙ্গীতে প্রথম হয়েছিস শুনে খুব খুশী হ'লাম। এবার একখানি গান শোনাও দিদিভাই।" লোপা পর পর তিনখানি গান শুনে দিদিমা মুগ্ধ। এমন মধুর কণ্ঠের গান শুনে পাশের বাড়ীর এক ভদ্রমহিলা, 'কে এমন গান করছে' জানতে এলেন। দিদিমার কাছে লোপার প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে পাশ এবং সঙ্গীতে ও নৃত্যে সাফল্যের কথা শুনে তিনি লোপার খুব প্রশংসা করলেন। তিনি চলে গেলে দিদিমা বললেন, "হ্যাঁরে দিদিভাই দু'বছর পরে বিয়ে হবে। এতে তোর কোন আপত্তি নেই ত ?" বলে হেসে ওঠেন দিদিমা। "না দিদিমা, আমার আপত্তির কিছু নাই। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিনই ত তোমাদের কাছে থাকতে পারবো।" তা যা বলেছিস, একবার বিয়ে হলেই তো আর এমুখো মাড়াবার ফুরসত পাবি না দিদিভাই," বললেন দিদিমা, আসার সময় দিদিমা সুরুচীদেবীকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। অনেক সময় দিদিমার সাথে কাটিয়ে মনের আনন্দে লোপা আইমার সাথে বাড়ী ফিরলো। বাড়ী ফিরে লোপা দেখলো মা রেবাদেবীর সাথে কথা বলছেন। রেবাদেবীকে প্রণাম করে 'কেমন আছেন' জানতে চেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইল। "তোমার পাশের খবর শুনে খুব খুশী হয়েছি মা," বললেন রেবাদেবী। রেবাদেবী ও মা কথা বলছেন দেখে লোপা নিজের ঘরে চলে গেল। তপন কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ী ফিরছে। সে কথা জানাবার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

তপনের সহিত লোপার সম্বন্ধের কথা বলতে দাদা অর্থাৎ রমেনবাবু খুব আগ্রহী শুনে সুরুচীদেবী বললেন যে একটি পার্টির সহিত কথা চলছে। এ কথা শুনেও যদি তিনি কথা বলতে আগ্রহী হন, তবে তিনি কথা বলতে পারেন। তবে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। সুরুচীদেবীর এরূপ জবাব শুনে রেবাদেবী চুপ করে গেলেন। ঠিক এই সময় লোপা দিদিমার বাড়ী থেকে ফিরেছিল। লোপার রূপ লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে লোপার দিকে তাকিয়েছিলেন। কিছু সময় পর রেবাদেবী বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ী ফিরে গেলেন। 'পাত্র কে এবং কি করে' মনের দুঃখে তিনি তাহাও জানতে চাইলেন না। রেবাদেবী চলে গেলে লোপা মাকে বলল, "মা তোমাকে দিদিমা বার বার যেতে বলেছেন। কালকে যাবে মা? আমিও তোমার সাথে যাব।" "আমার কিছু ঠিক নাই," বলে চলে গেলেন সুরুচিদেবী। এদিকে সদানন্দবাবু পাকা কথা স্থির করে চলে যাওয়ার পর বিস্তারিত জানিয়ে মেনকাদেবী ধ্রুবকে চিঠি দিলেন। চিঠি পেয়ে ধ্রুব আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পরমেশ্বরকে প্রণাম করলো এবং মা'র সব কাজ সমর্থন করে বাবা ও মাকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিল। সে কবে বাড়ী আসতে পারবে, তাহা সে নিশ্চিত করে তখনও মাকে জানাতে পারে নি। কারণ গবেষণার কর্মসূচী শুরু হওয়ার পূর্বে যে দু-ম্যাস ছুটি পাবে তার মধ্যে এক মাসের অধিক প্রয়োজন হবে তার বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করতে। সুতরাং কবে এবং ক'দিন এসে থাকবে তাহা সে পরে জানাবে বলে মাকে চিঠিতে জানিয়েছিল।

তপন বিলেতের একটি বড় কারখানায় এক বছর ওয়ার্কস্ ম্যানেজার পদে শিক্ষানবিসি করে একজন দক্ষ প্রশাসক রূপে নিজেদের কারখানায় যোগ দিয়েছিল। বিদেশে এক বছর শিক্ষানবিসি থাকাকালীন কোম্পানির আইন, প্রশাসন ও শ্রমিক সংগঠন প্রভৃতি বিষয় সে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছিল। পূর্বাপেক্ষা সে অধিকতর নিষ্ঠার সহিত কারখানার কাজকর্ম পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়া থাকতো। প্রত্যেকটি শ্রমিক কর্মীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট করত। সে যে এই কোম্পানির মালিক ও একজন বিলেত ফেরত এঞ্জিনিয়ার, এ ধারণা তার মনে সদা জাগ্রত থাকতো। কাজে যোগদান করার পূর্বে তার বাবা ও মামা তাকে অনেক সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, শ্রমিকদের সহিত সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার জন্য। রমেনবাবু কিছুদিন পূর্বে শহর থেকে দূরে একটি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের মধ্যে একটি বাগান বাড়ী কিনেছিলেন। ইহার সংলগ্ন ছোট কারখানা করার উপযোগী একটি শেডও ছিল। তপন একদিন ঘুরে দেখে এসে ঐ শেডটিতে একটি ফটোর যন্ত্রপাতি নির্মানের কারখানা স্হাপন করতে বাবার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করলো। পুত্রের প্রস্তাবে রমেনবাবু খুশি হতে পারেন নি। কারণ একার পক্ষে দু-জায়গায় দুটো কারখানা পরিচালনা করা

একেবারে অসাধ্য কাজ, তবু পুত্রের আগ্রহ দেখে তিনি আপত্তি করলেন না। তপনের বরাবরই ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করার উৎসাহ ছিল। বিদেশে শিক্ষানবিসি থাকাকালীন ফটোগ্রাফি বিষয়ে ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরেছে। সে এখানে ফিরে তার জ্ঞানকে রূপ দিতে আগ্রহী। এর সাথে থাকবে ফটো কালচার ইউনিট। এখানে পুরুষ ও নারীদের ফটো তুলে একটি এক্জিবিশন রুমে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সাজিয়ে রাখা হবে এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনে বাজারে সরবরাহ করা হবে। ইহা সাব্যস্ত করে সে তার পরিকল্পনার রূপরেখা রচনা করলো। তপনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়! বিদেশে এইরূপ ব্যবসার প্রচলন থাকতে পারে, কিন্তু স্বদেশের বাজারে এইরূপ ব্যবসা ফলপ্রসূ হবে কি না তাহা সে অনুধাবন করতে পারে নি। কারণ নারী পুরুষের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফটো তুলে বাজারে বিক্রয় করার মত উপযুক্ত পরিবেশ তখনও দেশে তৈরি হয় নি। তপন তার বাবাকে জানিয়েছিল যে সে কারখানায় যন্ত্রপাতিই তৈরি করবে। ফটো তুলে তার ব্যবসা করবে, একথা সে তার বাবার কাছে গোপন রেখেছিল। এরকম ব্যবসা না করার জন্য তার শুভাকাঙ্খীরা তাকে উপদেশ দিয়েছিল। কিন্তু তাদের উপদেশ সে অগ্রাহ্য করে সে তার পরিকল্পনা মত অগ্রসর হ'তে বদ্ধপরিকর। পিতা রমেনবাবু তপনের পরিকল্পনার কথা শুনে এরূপ ব্যবসার স্বার্থকতা সম্বন্ধে হুঁসিয়ার ক'রে দিয়েছিলেন। তপন এই নতুন উদ্যোগের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত বলে বাবাকে জানিয়েছিলো। তপন আশা করে, যে এক বছরের মধ্যেই সে তার নতুন উদ্যোগের কাজ শুরু করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে কারখানা থেকে তার অনুগত ও বিশ্বস্ত কয়েকজন শ্রমিক কর্মীদের সংগ্রহ করে তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে। আর অর্থের বিনিময়ে শিক্ষিত ও সুদর্শন পুরুষ ও শিক্ষিতা রুচিসম্পন্না ও সুন্দরী মহিলা কর্মীদের সংগ্রহ করে তাদের ফটো তুলে প্রদর্শনীর ঘরে সাজিয়ে রাখাব। প্রথমে যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা চালু করার উদ্দেশ্যে সে কয়েকজন কর্মী নিয়োগ করে তাদের প্রশিক্ষন দেবে। তার এরূপ পরিকল্পনার কথা শুনে তার আত্মীয়-স্বজন, পিতা ও মামারা তাকে পুনরায় বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই বিফল হয়েছিল। দাম্ভিক দুর্যোধন কোন দিন গুরুজন পিতা বা মাতার উপদেশে কর্ণপাত করেনি। যার ফলে কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। শ্যামা পোকার ডানা বেরোলে আগুনের দিকে উড়ে যায় পুড়ে মরবার জন্য। তপনের সেরূপ ডানা বেরিয়েছে পুড়ে মরিবার জন্য। তাই সে কোন বাধা মানতে চায় না। নিয়তির ভাগ্যচক্র নির্দেশিত পথে অবিরাম চলিতেছে। কে জানে কার ভাগ্যে কি আছে? তপন একজন

এন্‌জিনিয়ার। তার উপর বিদেশ থেকে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে ফিরেছে। সুতরাং নিজেকে অনন্যসাধারণ বলে মনে করে। তার দাপটে ও শ্রমিকবিরোধী মনোভাবে কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হ'য়েছে। অহংকারি তপন ইহার পরিণাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। প্রতি দিন দুটো পর্যন্ত সে কারখানার কাজকর্ম দেখা শুনা করে বেরিয়ে যেত তার বান্ধবীদের কাছে। বিদেশ থেকে ফিরে সে প্রথমে গেল সোনালীর কাছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে বৎসরাধিক পর হঠাৎ সোনালী তপনকে দেখে অবাক হয়ে গেল এবং জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন তপনদা! এতদিন কোথায় ছিলেন? সেই জন্মদিনের পর থেকে আপনার আর কোন খবর নেই।" "আমি গত এক বছর এখানে ছিলাম না সোনালী। হঠাৎ আমাকে বিলেত যেতে হলো উচ্চ শিক্ষার জন্য। এন্‌জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা করে কিছুদিন আগে দেশে ফিরলাম। তারপর তুমি কেমন আজ সোনালী?" জানতে চাইল তপন। "তোমার সাথে আমার একটি জরুরী কথা ছিল। চল একটু কোথাও গিয়ে বসি।" বলে তপন। "না তপনদা, আজ আমার সময় হবে না। বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ আছে। 'আপনি বরং অন্য আর একদিন এই সময় আমার স্কুলে আসুন। তখন আমাদের কথা হবে, বলে সোনালী চলে গেল। এদিকে তপন সোনালীর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে গেল, স্বপনের সাথে দেখা করতে। স্বপনকে বাড়ী না পেয়ে গেল রতনের বাড়ী। রতন একটি সংস্থায় দু'মাস ধরে কাজ কচ্ছিল। তখনও সে অফিস থেকে বাড়ী ফেরেনি। সুতরাং রতনের দেখা না পেয়ে তপন গেল শান্তনুর বাড়ী। শান্তনুও তখন বাড়ী ছিল না। তারপর সোমার কথা মনে হতেই তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। এই সোমাই তাকে ষড়যন্ত্র করে বিপদের মুখে টেনে এনেছিল বলে সে মনে করে। তপন বিশ্বাস করতে পারে না যে সোমা, যাকে সে সত্যিই ভালবাসতো একদিন, এভাবে তাকে টেলিফোন করে ডেকে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করতে পারে? সোমাকে সে যতদূর চিনেছে বা জেনেছে, তাতে সোমাও তপনকে ভালবাসতো বলেই সে বিশ্বাস ক'রতো। তবে কি সোমার ভালবাসা মিথ্যা। তবে কি সে তাহার সহিত ছলনা করেছে। তপনের মনে নানারূপ চিন্তা ও সংশয় দেখা দিল। সে মন স্থির করতে পারে না, সে কি করবে? অবশেষে স্থির ক'রলো যে সোমার সাথে দেখা করবে। কোথায় সে সোমার সাথে দেখা করবে? বাড়ীতে! তাকে যদি পুনরায় অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। তবে কি কলেজের গেটে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি এর মধ্যে তার বিয়ে হয়ে থাকে। থাক শেষ পর্যন্ত কলেজের গেটে বিকেলে দাড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত করলো। এরূপ সিদ্ধান্ত করে তারপর দিন তপন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিন সোমার বিশেষ কারণে কলেজে আশা হয় নি। সুতরাং সোমাকে না দেখে বাড়ী ফিরে গেল তপন, তারপর দিনও দাঁড়িয়ে আছে তপন, এমন সময় সোমা তার এক বন্ধুর সাথে কলেজ থেকে বেরিয়ে তপনকে এতদিন বাদে দেখে অবাক হয়ে গেল। "এতদিন কোথায় ছিলে ? ভাল আছ ত ? বাবা কেমন আছেন ?" তপনকে প্রশ্ন করলো। সোমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তপন সোমাকে নিয়ে একটি পার্কে গিয়ে বসল। "বেশী সময় বসতে পারবো না। যেতে দেরী হলে বাবা মা খুব চিন্তা করেন" বলল সোমা। "ঐ ঘটনার কয়েকদিন পর এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করতে বিলেত চলে যাই। কোর্স শেষ করে সেখান থেকে এক মাস আগে ফিরলাম। ঐ ঘটনার পর তোমার উপর আর কোন হামলা হয় নি ?" জানতে চাইল তপন। "না, সে রকম কোন উপদ্রব হয় নি। তবে পূর্বে যে স্বাধীনতা ছিল, তা' আর নাই, "জানাল সোমা।" সোমার কথা শুনে তপন জিজ্ঞেস করলো, "তুমি ঐরূপ ঘটনা ঘটতে পারে বলে কি পূর্বে অনুমান করতে পেরেছিলে ?" তপনের প্রশ্ন শুনে সোমা মনে খুব ব্যথা পেল এবং তপনকে বলল, 'তার মানে তুমি সন্দেহ কচ্ছ যে আমি ষড়যন্ত্র করে তোমাকে অপমানিত করার জন্যই ফোন করে তোমাকে ডেকেছিলাম। তোমার কথা শুনে আমার ভাবতেও লজ্জা হয় যে আমি তোমাকে একদিন ভালবেসে-ছিলাম এবং আজও ভালবাসি।"বলে সোমা উঠে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে চলে গেল। সোমা চলে যাওয়ার পর তপন বুঝতে পারলো যে তার সোমাকে ঐরূপ কথা বলা উচিৎ হয়নি, খুব চিন্তিত মনে তপন বাড়ী ফিরলো। তপন বাড়ী ফিরলে রমেনবাবু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য তপনকে ডেকে পাঠালেন। তপন গেলে রমেনবাবু তপনকে বললেন," তুমি বিলেত থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এসেছ। এখন তুমি স্বাবলম্বী। কিছুদিনের মধ্যে এই সংস্থার মালিক হবে। ইহা মনে রেখে আমি তোমাকে বলতে চাই যে তুমি এখন বিয়ে করে সংসারী হও। বাবার কথা শুনে তপন বাবাকে বললে, "আমাকে আর কিছুদিন সময় দাও।" "দেখ একটি মনোমত পাত্রীর সন্ধান পেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং অযথা সময় নষ্ট না করে একটি পাত্রীর সন্ধান করতে হবে। তারপর মনোমত পাত্রী পেলে তোমার সুবিধামত সময় শুভকাজ সম্পন্ন করলেই চলবে।" শুনে তপন বলল, "বেশ তাই কর।" পিতাপুত্রের আলোচনার সময় রেবাদেবীও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তপনের পিছন পিছন চলে গেলেন এবং তপনকে বললেন, "বাবা, আর দেরী করিস না। দুটি পাত্রী হাতে আছে। চল, তুই আর আমি গিয়ে একদিন পাত্রী দুটিকে দেখে আসি। এখনই তোর বিয়ে করার উপযুক্ত বয়স। বিয়ে করলেই তোর মনের অস্থিরতা দূর হবে। যদি তুই কোন পাত্রী মনোনীত করে থাকিস, তবে বল, আমরা তাকে দেখে বরণ করে ঘরে নিয়ে

আসি। "পিসিমার কথা শুনে তপন বলে উঠলো," কেন সদানন্দবাবুর মেয়ে লোপামুদ্রার খবর কি ? সেখানে একবার খোঁজ করে দেখ না ?" "যতদূর আমি জানি সে মেয়ের জন্য পাত্র স্থির হয়ে আছে। কেন, ও মেয়ে ছাড়া কি অন্য কোন পাত্রী নাই। তাদের হাবভাব দেখে আমি বুঝেছিলাম যে তারা আমাদের সাথে সম্বন্ধ করতে আগ্রহী নয়। তবু দাদা বোধ হয় সম্বন্ধের প্রস্তাব নিয়ে সদানন্দবাবুর সাথে দেখা করবেন।" "তাই দেখ। ওদের মতামত জেনে তারপর আমাকে বল।" এই প্রসঙ্গে সুরুচিদেবী যে একদিন তার মেয়ের সাথে তপনের সম্বন্ধের প্রস্তাব করেছিলেন, তাহাও উল্লেখ করতে ভুললো না। তপন বেরিয়ে গেল। রেবাদেবী জানতেন যে তপন লোপাকে খুব পছন্দ করে। এ কারণ তিনি লোপার জন্য পাত্র যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তিনি তাহা পরিষ্কার করে বললেন না। পিসিমার কথা শুনে তপনও লোপাকে পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে পারে নি। লোপার প্রতি তপনের আগ্রহের কথা শুনে রমেনবাবু সম্বন্ধের প্রস্তাব নিয়ে সদানন্দবাবুর সাথে একদিন দেখা করতে গেলেন। যদিও তিনি জানতেন যে লোপার জন্মদিন উৎসবে সদানন্দবাবু একজন স্কুল মাষ্টারের পুত্রকে পাত্ররূপে নির্বাচন করেছেন। পাকা কথা হয়েছে কি না তিনি সে খবর পাননি। যদি পাকা কথা না হয়ে থাকে তবে তিনি তপনের জন্য প্রস্তাব করার বাসনা নিয়ে সদানন্দবাবুর সহিত সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। সুরুচিদেবী ও সদানন্দবাবু তাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন। খুব খুশি হয়েছি "আপনাকে দেখে রমেনবাবু। সব খবর ভাল ত ?" বললেন সদানন্দবাবু। 'হ্যাঁ, সব ভাল। তপন 'ব্যবসা পরিচালন' বিষয়ে এক বছরের শিক্ষানবীশ থেকে সবে বিলেত থেকে দেশে ফিরেছে পুত্রের এখন বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে আপনার মেয়ের সহিত তপনের সম্বন্ধের প্রস্তাব করে আপনার অভিমত জানতে এলাম। "বলে রমেনবাবু সদানন্দবাবুর উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন। সদানন্দ-বাবু বললেন, "আমি বড়ই দুঃখিত রমেনবাবু। আমি ইতিমধ্যে আমার মেয়ের জন্য একটি পাত্রর সন্ধান পেয়েছি এবং কথা পাকাও করে ফেলেছি।" এর বেশী সদানন্দবাবু কিছু বললেন না। রমেনবাবু শুনে বললেন, "শুনে খুব খুশি হলাম। আচ্ছা তবে চলি।" বলে রমেনবাবু বাড়ী ফিরলেন। বাড়ী ফিরে তপন পিসিমার কাছ থেকে শুনে কোন কথা না বলে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেল। পিসিমা তাকে পরে জানাল যে ধ্রুবর সাথে লোপার সম্বন্ধ পাকা হয়েছে। শুনে হিংসায় তার মন জর্জরিত হল। সে বলে উঠল "ধ্রুব, ধ্রুব তাহার জীবনপথের কাঁটা। সাধারণ একজন স্কুল মাস্টারের পুত্রের কাছে তাকে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে। সে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিল না। ধ্রুব এখন কোথায় এবং কি করে জানার জন্য সে

বিকেলের দিকে শান্তনুর বাড়ী বেড়াতে গেল। কথা বলতে বলতে তপন ধ্রুবর খবর জানতে চাইল শান্তনুর কাছে। তপনের এরূপ ধ্রুবর খবর জানতে চাওয়ায় শান্তনু আশ্চর্য হয়ে গেল। যাই হোক শান্তনু ধ্রুবর সব খবর তপনকে জানাতে দ্বিধা করল না। ধ্রুবর কৃতিত্ব ও সাফল্যের কথা শুনে তপন আর কিছু শোনার আগ্রহ দেখাল না। তারপর তপন তার পরিকল্পনার কথা শান্তনুকে বললে, শান্তনু ওর সাহসের প্রশংসা করলো বটে কিন্তু তাকে সতর্ক করে দিতে ভুললো না। পাশ্চাত্যে ও ধরণের ব্যবসা চললেও, আমাদের দেশে ওরকম ব্যবসা চলার মত পরিবেশ এখনও গড়ে ওঠেনি। শ্যামা পোকার মত তপনের ডানা বেরিয়েছে পুড়ে মরার জন্য, সে মনে করে করে, সে এখন সাবালক এন্‌জিনিয়ার ও বিলেত থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন ধনী শিল্পপতির পুত্র। এ কারণ সে উপদেশ শুনতে প্রস্তুত নয়। সে অহঙ্কারের ডানা মেলে স্বেচ্ছাচারির মত জীবন যাপন করতে অভিলাসি। ইহাতে তাহার যে পরিণাম হয় হোক সে তাহা পরোয়া করে না।

মাত্র পনেরো দিনের ছুটি পেয়ে ধ্রুব বাড়ী ফিরেছে। বিশেষ দরকারি কাজ শেষ করে তার পরদিন মন্দিরের পাশে লোপার জন্য অপেক্ষা করে আছে। লোপা চুপ করে এসে ধ্রুবর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কখন এসে দাঁড়িয়েছ?" "এই ত কয়েক মিনিট হ'লো।' বলল ধ্রুব। "দু'বছর পর আমাদের সাক্ষাত হ'লো। তোমাকে আজ ফুলের মত সুন্দর ও নির্মল লাগছে লোপা। দু বছর অদেখা লোপাকে আমি যে রূপে রচনা করেছিলাম, আজকের দেখা লোপা তদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও মধুময় লাগছে আমার কাছে। তুমি সুন্দর ও অভিনব লোপা। তোমার বিষণ্ণ কালো মুখ আমাকে দহন কচ্ছে লোপা হেসে আমাকে নিশ্চিন্ত কর।" লোপা হেসে বলল "মাত্র কয়েক দিনের জন্য তোমাকে কাছে পাব। আবার প্রতীক্ষা।'' প্রতীক্ষাকে ভয় কোরো না। ভালবাসার লোকের জন্য প্রতীক্ষাই হলো স্বর্গীয় আনন্দ লোপা। দেখ আমি তোমার প্রতীক্ষা করে নানা রঙের জাল বুনে মধুর আবেশে দিনগুলি কাটিয়েছি। বলে লোপাকে নিয়ে ট্যাক্সি করে গঙ্গার তীরে গিয়ে একটি গাছের ছায়ায় বসল। তারপর লোপা মনের আবেগে ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে একের এক সব ঘটনা বলতে থাকে। লোপার জন্মোৎসবে এসে মা'র করুণ আবেদনের কথা বলতে বলতে লোপার চোখে জলের ধারা নেমে এল। করুণ কণ্ঠে ধ্রুবকে মাকে দেখার করুণ আবেদন জানাল। "দীর্ঘ দু বছর ধরে মাকে না দেখে আমি কি করে দিন কাটাব। সদা মনে পড়ে মা'র সেই সুধা মাখা কথা, কবে তোমাকে আমি আমার ঘরের লক্ষ্মী করে তুলবো!" "বাড়ীতে আসার পর থেকে মা'র মুখে কেবল তোমার কথাই শুনছি। কবে তোমাকে মা ঘরে নেবেন। কেবল এই

কথা। ভাবছি মা আবার অসুস্থ হয়ে না পড়েন!" "তুমি মা'র সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও "বলল লোপা।" "দেখি সোনাদিকে ব'লব।" উত্তর দিয়ে জানাল ধ্রুব। লোপা ধ্রুবকে সব বলল, বলল না কেবল সোনাদির সহিত তার সাক্ষাতের কথা এবং তার পরবর্তি ঘটনার কথা। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে লোপা বলে। এই দু বছরের মধ্যে কত পরিবর্তন ঘটবে। জানিনা বিধি কি লিখেছেন তার বিধানে। শান্তনা দিয়ে ধ্রুব লোপাকে বলে। তিনি যা লিখেছেন তার কোন পরিবর্তন হবে না লোপা। লোপার চোখে জল দেখে ধ্রুব বলে, "তোমার চোখে জল কেন লোপা?" ভাবছি যার জন্য আমার প্রতীক্ষা ও সাধনা, তাকে কাছে পেয়েও কিছুই দিতে পাচ্ছি না। এ কি কম দুঃখের কথা! এ জ্বালা প্রতীক্ষা ও বিরহ বেদনা অপেক্ষা অধিক তীব্রতর, বলল লোপা। শুনে ধ্রুব বলে, "তুমি দিয়েছ তোমার প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা। এর অপেক্ষা মানুষ কি বেশী দিতে পারে লোপা?" দুঃখ কোরো না। তোমার প্রেম পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। পবিত্র ও নির্মল করেছ আমার জীবন। বলে ধ্রুব তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধ্রুবর কথা শুনে লোপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ধ্রুবর পায়ের উপর। লোপার মুখ দুহাত দিয়ে তুলে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ধ্রুব বলে, লোপা তুমি দূরে নও। তুমি আছ আমার অন্তরে এবং সদা আমার কাজে প্রেরণা ও সাহস যোগাচ্ছ লোপা। আর আমি তোমারনাম মেখে রেখেছি আমার সারা অঙ্গে। জানাল লোপা। ধ্রুবর উদাস চোখের করুণ দৃষ্টি দেখে ব্যথিত হৃদয়ে লোপা ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ধ্রুবকে বলে। তুমি যখন এক বছর পর ফিরে আসবে, তোমার চোখে পড়বে কত পরিবর্তন! হ্যাঁ, পরিবর্তনশীল জগতে কেবল পরিবর্তন হয়ে চলেছে। চলেছে কেবল পরিবর্তনের ঢেউ। এই ঢেউয়ে কেউ তার প্রিয়জন হারিয়ে শোকে কাতর হয়ে পড়ে, আবার কেউ বেড়াবে সাথে নিয়ে নতুন সাথী। ঢেউয়ের আঘাতে কত সুন্দর ও মনোরম বস্তুর বিনাশ ঘটবে। আবার নতুন বেশে, নতুন রূপে নতুনের জন্ম হবে লোপা। ইহা চিরন্তন সত্য। তারপর লোপা ধ্রুবর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমাকে তোমার কখন মনে পড়বে? "শুনে ধ্রুব বলল," তুমিই ত ছিলে আমার মন। মানুষ মনকে কি কখনও সরিয়ে রাখতে পারে লোপা?. "চল এবার যাই" বলে দুজন বাড়ীর দিকে রওনা হলো। পথে যেতে যেতে লোপা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি বাবার সাথে করে দেখা করবে?" লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলতে থাকে, "আগামীকাল দশটার সময় অফিসে গিয়ে দেখা করবো ব্যবসা সংক্রান্ত কতগুলি জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য।" তারপর যদি সময় করে উঠতে পারি তবে, তোমাদের বাড়ী যাব। কালকে তুমি দূতাবাসের সামনে অপেক্ষা কোরো।" শুনে লোপা জিজ্ঞেস করলো,

"কাল তোমার সময় হবে?" "সময় করে নেব।" জানান ধ্রুব। লোপাকে নাবিয়ে দিয়ে ধ্রুব শান্তনুদের বাড়ী গেল। দেখে গোপা তার একজন বন্ধুর সাথে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলছে। ধ্রুবকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গোপা বলে উঠলো, কবে এলে ধ্রুবদা? কেমন আছ?" "এই ত কাল বিকেলে এসেছি। আমি ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ? শান্তনু কোথায়? প্রভৃতি প্রশ্ন করলো ধ্রুব। "বাবা মা বা দাদা কেউ বাড়ী নেই। কোথায় গেছেন জানি না, এস, খেলবে এস।" গোপার সাথে একটু সময় খেলে তারপর গেল সোনাদির শ্বশুর ও শ্বাশুরীর সাথে দেখা করতে। ধ্রুবকে দেখে তারা উভয়ে খুব খুশি হলেন। তারপর গেল ছোড়দির বাড়ী। সকলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে তারপর গেল মামাবাড়ী। মামা মামী ও বোনের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে বাড়ী ফিরে এল। শিবশংকর ও গৌতম তার অপেক্ষায় ছিল। গৌতম ধ্রুবকে একবার পাত্রী দেখে আসতে বলাতে ধ্রুব গৌতমকে বলল, মা তার পুত্রবধূ মনোনিত করেছেন। আমার আবার দেখার প্রয়োজন কি আছে, গৌতমদা? আপনারা সকলে গিয়ে একদিন দেখে আসুন গৌতম-দা!" "হ্যাঁ তাই একদিন ব্যবস্থা করে পাত্রী দেখে আসবো।" জানাল গৌতম। উমা কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। গৌতম ও শিবশংকর বাড়ী চলে গেল আর উমা ও কমলা মা'র কাছে থেকে গেল।

তারপর দিন ধ্রুব লোপার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। দূতাবাসের সকলে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে।" "কেন আজ এত দেরী কচ্ছে? তবে কি কিছু অঘটন ঘটেছে। সে এখন কি করবে? কি করে লোপার খোঁজ করবে?" সে কিছুই ঠিক করতে পারে না। প্রায় চল্লিশ মিনিট হয়ে গেল। খুব চিন্তার বিষয়। অবশেষে ধ্রুব উদ্বিগ্ন চিত্তে বাড়ী ফিরে গেল। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় তার সারা রাত ঘুম হয়নি। ঠিক সময় সে গিয়ে আজও দূতাবাসের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে লোপা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ধ্রুবর সামনে দাড়াল। একটু সুস্থ হয়ে লোপা বলতে থাকে, গতকাল আসবো এমন সময় বড় মামা এলেন, কিছুতেই তাকে ফেলে রেখে আসতে পারলাম না। তার সাথে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল, বড় মামা না যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে কথা বললাম। তুমি কত সময় আমার জন্য অপেক্ষা করেছিলে?" "প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করে বাড়ী ফিরে গেলাম। সারা-দিনরাত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় কাটিয়ে আজ এসে আবার দাঁড়িয়েছি। লোপা জানাল যে আজ তারা দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে যাবে। ট্যাক্সি ডেকে ধ্রুব লোপাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেল। সেখানে সেই পুরান গাছের নীচে তারা দুজনে বসে পড়ল, দু বছর পূর্বে এসে এখানে বসেছিল। লোপার দেওয়া সোনার হার ধ্রুবর গলায়

দেখে তা ধরে বলে ওঠে, "বা কি সুন্দর মানিয়েছে ? "বলে ব্যাগ থেকে খাবার বার ক'রে দুজনে খেয়ে নিল। তারপর লোপা মনের মত একখানা গান গেয়ে ধ্রুবকে শোনাল। লোপার সুমধুর গান শুনে লোপাকে ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, "তোমাকে দেখে মা কি বললেন ?" আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, "তুমি কি সদানন্দবাবুর মেয়ে ? তোমার জন্মদিন ?" আমার উত্তর শুনে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি সৌভাগ্যবতী হও মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী হবে ?" আমি তাকে প্রণাম ক'রে আমার মনোবাসনা জানালাম। "তোমার মাকে কেমন লাগলো ?" জানতে চাইলে লোপা জানাল, "আমি মা পেয়েছি। আমার জীবনের সাধ মিটিছে। কবে আবার দেখবো ভগবান জানেন।" বলে গভীর আগ্রহে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ধ্রুবকে বলল, "তোমার রওনা হওয়ার আগের দিন এখানে এসে ব'সবো। কি সুন্দর ও নির্জন স্থান। আমার খুব ভাল লাগে। এর মধ্যে আর আসবো না। "চল এবার উঠি" পথে চলতে চলতে লোপার সোনাদির সহিত আলাপ পরিচয় হওয়ার কথা ধ্রুবকে জানাবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বলল না। এদিকে ধ্রুব লোপার সহিত তাহার পরিচয়ের কথা সোনাদির কাছে অস্বীকার করেছে। সে কথাও সে লোপার কাছে বলতে পাচ্ছে না, পাছে সত্য ঘটনা মা'র কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুদূর পথ চলার পর ধ্রুব হঠাৎ লোপাকে প্রশ্ন করলো, তুমি একটি খবর আমাকে বলোনি।' "কি কি খবর বলো" ব'লে লোপা ধ্রুবর সামনে দাঁড়িয়ে তার পকেট থেকে অগোছান রুমালখানি বার করে পরিপাটি করে রেখে আবার বলল, "বলো কোন খবর আমি তোমাকে বলিনি।" শুনে ধ্রুব বলল, সোনাদির সাথে তোমার পরিচয়ের কথা আমাকে বলোনি, ধ্রুব হেসে বলল। "ওঃ এই খবর ! একটু আগেও আমি এই কথাই তোমাকে ব'লবো বলে ভাবছিলাম। পাছে মাকে দেওয়া সত্যভঙ্গ হয় এই ভয়ে তোমাকে বলি নি। প্রায় তিন মাস যাবৎ তোমার খবর না পেয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটছিল। তোমার খবর পাওয়ার জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় রাধামাধবের কৃপায় হঠাৎ একদিন একটি বইয়ের দোকানে সোনাদিকে দেখি। তোমার দেওয়া সোনাদির মুখের বর্ণনা থেকে আমি সোনাদিকে চিনতে পারি, এবং আনন্দে 'সোনাদি' বলে ডেকে উঠি। আমার দিকে ক্ষণিক তাকিয়েছিল, কিন্তু কোন প্রশ্ন ক'রলো না। তোমাদের অনেক কথা আমাকে বলেছিল, তা থেকে আমি তোমার খবর অনুমান করে দিলাম। তারপর থেকে তোমার খবর ঠিক সময় না পেলেই সোনাদিকে ফোন করে তোমার খবর জেনে নিতাম। এভাবে কিছুদিন চলার পর হঠাৎ একদিন সোনাদি ফোনে জানতে চান, তোমার সাথে আমার পরিচয়

আছে কি না। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে জানালাম যে তার সাথে কোন পরিচয় নাই। এরূপ মিথ্যা বলার পর থেকে আমার মন চঞ্চল ও অধীর হয়। আমি মানসিক জ্বালায় ভুগতে লাগলাম। অবশেষে ঠিক করলাম সোনাদিকে সত্য কথা বলবো। কিন্তু ফোন করে জানাবার সুযোগ হ'লো না। জন্মদিনের দিন আমার মনে কোন আনন্দ ছিল না কারণ আমি যে সোনাদিকে মিথ্যা কথা বলেছি এবং তাকে আমার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি। কিন্তু আমার সব দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা এক মুহূর্তে কোথায় ভেসে গেল যখন দেখলাম মাকে। তারপর দিন সোনাদির সহিত সাক্ষাত করে সব স্বীকার করে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েনিলাম। সেদিন সোনাদি আমাকে 'সোনা বোন' বলে জড়িয়ে ধরে আশ্বস্ত করে বললেন যে এ কথা তিনি কোনদিন কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না। সব শুনে ধ্রুব বলল, "তুমি সকলের সোনা। আর তুমি আমার মিষ্টি সোনা। আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবো যদি আমি তোমার যোগ্য হ'তে পারি লোপা।" শুনে লোপা বলে, "এরূপ কথা বলে আমাকে ব্যথা দিও না গো। ভগবানের চরণে প্রণাম করে এই প্রার্থনাকরি। আমি যেন চিরদিন তোমার লোপা হয়ে থাকতে পারি এবং তোমাকে সুখী করতে পারি।" লোপা আর না পড়ার কথা বললে ধ্রুব কারণ জানতে চাইল। লোপা বললে কলেজের পরিবেশ তার ভাল লাগে না, আর তার এমন রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করতে ভয় করে। এ কথা শুনে ধ্রুব বলল কোন একটা কাজ নিয়ে তোমাকে থাকতে হবে। নচেৎ তুমি তোমার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে! যদি সম্ভব হয় বাড়ীতে নৃত্যে সঙ্গীতের শিক্ষক রেখে নৃত্য-সঙ্গীতের অনুশীলন করবে। বাইরে আইমার সাথে যাতায়াত করবে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। গাড়ীতে যাবে শুধু বাবার সাথে। মনে রেখো অন্য লোক বা আত্মীয়স্বজনের সাথে গাড়ীতে ভ্রমণ করবে না। লোপাকে নাবিয়ে দিয়ে ধ্রুব প্রবীরের সাথে দেখা করতে গেল। প্রবীরকে না পেয়ে গেল, গুরুজীর সাথে সাক্ষাত করতে। তারপর দিন ধ্রুব সদানন্দবাবুর অফিসে গেল তার সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলাপ করতে। শ্রমিক কর্মচারী সব তাকে হঠাৎ অফিসে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হোলো। ধ্রুব শেষে চেয়ারম্যান সদানন্দবাবুর ঘরে গিয়ে তার সাথে কোম্পানির বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলো। আলোচনা শেষ করে যাওয়ার উদ্যোগ করলে সদানন্দবাবুর বিশেষ অনুরোধে ধ্রুব তার সঙ্গে তাদের বাড়ী গেল। বাড়ীতে তখন সুরুচিদেবী ও লোপা উপস্থিত ছিল। ধ্রুবর এরূপ হঠাৎ আসার জন্য লোপা প্রস্তুত ছিল না। আইমাকে দিয়ে চা ও জলখাবার পাঠিয়ে দিল। মা সুরুচিদেবী ঘর থেকে বেড়িয়ে এলে সদানন্দ-বাবু তার সাথে ধ্রুবর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ধ্রুব সুরুচিদেবীকে প্রণাম করে

বসল। সুরুচিদেবী ধ্রুবর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল, আর তাকিয়ে ছিল লোপা। সদানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওখানে কতদিন থাকবে আশা কর? ভেবেছিলাম এক বৎসর পর ছুটিতে এলে শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে তুমি ফিরে এলেই শুভকাজ অনুষ্ঠিত করা হবে বলে ঠিক করলাম। শুভ কাজ শীঘ্র হলেই ভাল হোতো। তোমার কি অভিমত?" "আমার আর কি মত থাকবে! আপনারা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।" তারপর সদানন্দবাবু বললেন, "তুমি কি কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে? না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যেতে আগ্রহী? "শুনে ধ্রুব বলল," এখন আমি কিছুই ঠিক করে বলতে পারি না। সরকারি বা বেসরকারির উপর আমার বিশেষ কোন আকর্ষণ নাই। তবে গ্রামান্নয়নের জন্য কৃষিশিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে গ্রামের সর্বাঙ্গিন উন্নতি সাধনে সরকারের সহিত সহযোগিতা করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। আমার এই কর্মসূচী ছোট বা বড় যে শিল্পোসংস্হা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে, আমি সেখানেই যোগ দেবো। দেশের সামাজিক বৈষম্য দূর ক'রতে হলে, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা আজ প্রয়োজন আর অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হ'লে গ্রমোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাহাদের দ্রুত রূপায়ন প্রথমে প্রয়োজন। স্হানীয় সম্পদের ছোট ছোট শিল্প স্হাপন ও স্হানীয় জনসম্পদ কর্তৃক ঐ ছোট শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে হইবে। তবেই গ্রামে শিল্প বিপ্লব ঘটান সম্ভব হবে। তবেই গ্রামের বেকার সমস্যার সমাধান এবং শহর ও গ্রামের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।" এরূপ কর্মসূচি ব্যাপক এবং ইহার রূপায়ন খুব সময়সাপেক্ষ ও ব্যয় বহুল। "তোমার একার পক্ষে এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ করা কি সম্ভব হবে?" বললেন সদানন্দবাবু। "উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করবেন ও অর্থ যোগাবেন সরকার। তারপর সরকারী সহযোগিতায় পরিকল্পনা রূপায়ন করবেন গ্রামের ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগীরা। প্রথমে দুটো ব্লক গ্রহণ করে তাকে আদর্শ গ্রামে রূপায়িত করা হবে। এর জন্য প্রথমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হবে, তারপরই প্রশিক্ষকগণ অঞ্চলের গ্রামবাসিদের প্রশিক্ষণ দেবেন। তারপর এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রামবাসিগণকে গ্রামোন্নয়ন কাজে নিযুক্ত করা হবে। এই সব গ্রামবাসি কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য স্হানিয় বাজারে কিছু অংশ সরবরাহ করা হবে আর অবশিষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য দেশ-বিদেশে সরকারি সাহায্যে সরবরাহ করা হবে। এভাবে গ্রামের অর্থনৈতিক সমস্যার অনেক সমাধান হবে আর গ্রামবাসিরা নিজেরাই গ্রামের অর্থনীতি উৎজিবীত করে রাখতে শিখবে। গ্রামের দ্রুত উন্নয়ন গ্রামবাসিদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতিত সম্ভব নয়। যাহার অভাবে সরকারের সব গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা খুব মন্হর গতিতে চলে।

এ কারণ কেবল অর্থের ও সময়ের অপচয়ই হয়ে থাকে। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলির রূপায়নের দায়িত্ব গ্রামবাসিদের উপড় ছেড়ে দিলে, গ্রামবাসিরা উৎসাহ ও উদ্দিপনার সহিত দায়িত্ব পালন করিতে এগিয়ে আসবে এবং গ্রামে গড়ে উঠবে ছোট ছোট শিল্প কারখানা। দূর হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্রতা। দেশ হবে সমৃদ্ধশালি। ধ্রুবর জীবনের লক্ষ্য শুনে সদানন্দ-বাবু খুব খুশি হলেন এবং তিনি তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শুনেছি ডক্টরেট ক'রে ওখানে অনেকে থেকে যায়। তোমারও সেরূপ কোন পরিকল্পনা আছে কি না, জানতে চাইলে ধ্রুব দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিয়ে জানাল যে তার সেরকম কোন পরিকল্পনা নাই। "ওখানে থাকার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে যদি তোমাকে প্রতিষ্ঠান ডক্টরেট না করেন!" প্রশ্ন করলে ধ্রুব জানাল, আমি ওখানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে গিয়েছি, থাকতে নয়।" ধ্রুব দৃঢ়তাপূর্ণ উত্তর শুনে সদানন্দবাবু আর কোন প্রশ্ন করতে পারলেন না। সুরুচীদেবী এক দৃষ্টে তাকিয়ে ধ্রুবর কথা শুনছিলেন। তার মন থেকে ধ্রুব বিদ্বেষী মনোভাব দূর হোলো। ওখান থেকে ধ্রুব বেরিয়ে টেলিফোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার সহিত দেখা করে তাদের বাড়ীতে একটি টেলিফোনের যোগাযোগ স্থাপন করতে অনুরোধ করলে প্রধান কর্ম্মকর্তা তাদের বাড়ীতে দ্রুত টেলিফোন যোগাযোগের আশ্বাস দিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে সচিবালয়ে গিয়ে কয়েকজন সচিবের সহিত আলাপ পরিচয় করে বাড়ী ফিরল। মাকে জানিয়ে দিল যে শীঘ্রই টেলিফোন কানেকশন পাওয়া যাবে। বিকেলে শান্তনুর বাড়ী গিয়ে তাকে না পেয়ে গেল প্রবীরের সাথে দেখা করতে। হঠাৎ ধ্রুবকে দেখে প্রবীর বিস্মিত ও আনন্দিত। প্রবীরকে সঙ্গে করে তারপর গেল রতন ও স্বপনের সাথে দেখা করতে। তাদের দুজনকে নিয়ে গেল তপনের সাথে দেখা করতে। তপন তখন বাড়ী ছিল না। ধ্রুব তার বাবা রমেনবাবুর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে কথাবার্তা বললে। তিনি ধ্রুবকে জানালেন তপনের এক বছরের বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষার কথা। শুনে খুব খুশী হোলো।

আমেরিকা যাওয়ার আগের দিন লোপাকে নিয়ে ধ্রুব দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত সেই গাছটির নীচে গিয়ে বসল। তখন গঙ্গায় বাণ এসেছিল, বাণের জলে ফুলে ওঠা গঙ্গার তখন এক অপূর্ব মনোরম শোভা। বাণ আসার শব্দে উড়ে যাওয়া পাখীরা আবার গাছের উপর ফিরে এসে বসছে। মাঝিরা তাদের যাত্রী বোঝাই নৌকো নিয়ে আবার মাঝ গঙ্গায় চলেছে। কখনও ঢেউ এসে প্রচণ্ড জোরে তীরে এসে আছড়ে পড়ছিল। লোপা প্রশ্ন করলো "তোমার কলেজের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে এরূপ বান আসে?" না, ওটা পাহাড়ী নদী। সব সময় তার গতি এক দিকে থাকে। কাছাকাছি কোন সাগর বা সমুদ্রও

নাই, সুতরাং বাণ আসার কোন সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ি নদী ধীর স্থির শান্ত গতীতে অবিরাম বয়ে চলেছে। নদীর উভয় তীরের দৃশ্য খুবই সুন্দর ও নয়নাভিরাম! মনের উপর খুব প্রভার বিস্তার করে। এরূপ সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের কারণে এখানে গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। কাল তুমি চলে যাবে তোমার সুন্দর পরিবেশে। আর আমি পড়ে থাকবো তোমার পথ চেয়ে। "আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, তুমি হয়ত মনোরম পরিবেশে থেকে আমাকে একদিন ভুলে যাবে। আশংকা প্রকাশ করে বলল লোপা।" লোপা তুমি আমার মন প্রাণ। তোমাকে ভুলে যাব সেদিন যেদিন আমি আমার অস্তিত্বকে ভুলে যাব। ওকথা বলে তুমি আমাকে ব্যথা দিও না লোপা। তুমি প্রেমের মূর্ত প্রতীক। প্রেমই তোমার মুদ্রা লোপা! তুমি ছাড়া আমার কোন অস্তিত্ব নেই লোপা।" "আর তুমি আমার জীবনের ধ্রুব তারা। যতই অন্ধকার নেবে আসে আসুক, তোমাকে লক্ষ্য করেই আমি আমার জীবন পথে অগ্রসর হবো। ব'লে দাও মোরে তোমার বিহনে কি হবে আমার, জীবনের পথরেখা?" বলল লোপা। "তুমিই তোমার জীবনের পথরেখা লোপা। মহেশ্বর কি কোনদিন সতীকে পথরেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন লোপা?" লোপা যখন সজল নেত্রে ধ্রুবর দিকে তাকিয়েছিল, তখন মনোমুগ্ধকর সদ্য গড়িয়ে আনা সোনার হার ধ্রুব লোপার গলায় পরিয়ে দিয়ে লোপার দিকে তাকিয়ে থাকে। লোপা হাত দিয়ে ধরে দেখল। তারপর অশ্রুজলে ভেসে গেল সারা মুখ। মুখ দুহাতে তুলে ধ্রুব চোখের জল মুছিয়ে দিল। লোপা নিজেকে আর সামলাতে না পেড়ে কেঁদে ভেঙ্গে পরল ধ্রুবর পায়ের উপড় এবং বলতে থাকে "আমি ধন, ঐশ্বর্য, খ্যাতি, মান কিছুই চাই না। কেবল তোমাকে পাওয়াই আমার পরম চাওয়া ও পাওয়া। তোমার প্রেম ভালবাসা সবই তুমি আমাকে দিয়ে আমার জীবন ধন্য করেছ। আর আমার কিসের প্রয়োজন!" ধ্রুব বুঝতে পারলে যে তার দেওয়া হার লোপার পবিত্র প্রেমকে আঘাত করেছে। সে লোপার হাত দুখানা ধরে কাতর কণ্ঠে বলতে থাকে, "লোপা, আমার প্রাণাধিক লোপা, আমি না বুঝে তোমার প্রেমের অবমাননা করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর লোপা। প্রিয় যেমন প্রিয়ার, মাতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা কর লোপা। তোমার চোখের জল আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না। জীবনে কোনদিন আমার চোখে জল আসেনি লোপা। আজ তোমার চোখের জল দেখে আমি আমার চোখের জল রোধ করতে পাচ্ছি না। তুমি শান্ত হও লোপা। আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে শান্তি দাও লোপা।" বলে ধ্রুব লোপার মুখখানি নিজের দুহাতে তুলে ধরলো। লোপা ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে বলছে, "তোমাকে আমি কি বলে ক্ষমা ক'রবো। তুমিই যে আমার ক্ষমা

প্রেম ও ভালবাসা। তুমিই আমার জীবন মরণ, তোমার এই দানই হবে আমার নিকট তোমার স্মৃতি ও আমার জীবন।" বলে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে থাকে। এত দেখেও দেখার সাধ মেটে না লোপার। তারপর ধ্রুবকে বলল, "চল আজ একবার ঐ নৌকোতে বেড়িয়ে আসি।" 'চল' বলে ধ্রুব উঠতে যাচ্ছে দেখে লোপা তাকে থামিয়ে বলে, "না, আজ নয়, আর একদিন যাব। আচ্ছা যদি আমি নদীতে পড়ে যাই, তবে তুমি আমাকে নদী থেকে তুলে আনতে পারবে?" 'যদি তোমাকে তুলে না আনতে পারি, তবে দুজনে একত্রে এ সুন্দর জগৎ থেকে চলে যাব লোপা এবং তাই হবে আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য।" জানাল ধ্রুব। শুনে লোপা ধ্রুবকে বললে কাল তুমি চলে যাবে। কি আছে আমার? কি দেব তোমায়। শুধু প্রার্থনা আঁমার, রেখো মনে লোপাকে তোমার। কর্তব্য সেরে ফিরে এসো হৃদয়ে আমার। তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে ধন্য ক'রবে জীবন লোপার। কতদিন লাগবে বাড়ীতে টেলিফোন আসতে? "লোপা জানতে চাইলে ধ্রুব যেতে যেতে বলল," এক মাসের মধ্যেই এসে যাবে আশা করি।" লোপা তার ব্যাগ থেকে একটি সুন্দর টিপ বার করে ধ্রুবর হাতে দিয়ে বলল টিপটি তার কপালে পরিয়ে দিতে। ধ্রুব খুব যত্ন করে টিপটি লোপার কপালে পরিয়ে দিলে লোপা ধ্রুবকে বলল, "আমি এই টিপ খুলবো সেদিন যেদিন তোমার পেঁাছানর খবর পাব। কালকে তুমি যখন পাখীর ডানা মেলে উড়ে যাবে তখন আমি ছাদে গিয়ে হাত নেড়ে তোমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বলব, "এস, ফিরে এস হৃদয়ে লোপার।" বলে লোপার চোখজলে ভরে গেল। ধ্রুব তার রুমাল বার করে দিল লোপাকে তার চোখের জল মুছতে। চোখের জল মুছে লোপা রুমাল রেখে দিল তার ব্যাগের মধ্যে, আর নিজের রুমালখানা রেখে দিল ধ্রুবর ব্যাগে। তারপর ধ্রুবকে একখানি রুমাল কিনে দিল। দেরী হচ্ছে দেখে লোপা বলে উঠল,, "তাড়াতাড়ী চলো মা চিন্তা করবেন।" "না আমি মাকে বলে এসেছি যে ফিরতে আমার দেরী হবে।" বলল ধ্রুব। "তখন ঘরে আর কে ছিলেন?" লোপার প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব জানাল, "তখন মা ও সোনাদি ছিল।" "শুনে লোপা বলল, সোনাদি নিশ্চয় বুঝতে পারবে দেরী হওয়ার কারণ।" ধ্রুব জিজ্ঞেস করলো, "তোমার অনেক দেরী হয়েছে। মা নিশ্চয় ইহার কারণ জানতে চাইবেন?" "না আমার মা কোন-দিন আমার দেরী হওয়ার কারণ জানতে চান নি।" উত্তর দিল লোপা। কথা বলতে বলতে গাড়ী নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে পেঁাছোলে দুজনে নেবে দুজনেই দুজনার কাছ থেকে বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় নিয়ে বাড়ী গেল। ঘরে ঢুকতেই সোনাদি ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে জানতো যে কোথায় ছিল তার সোনাভাই। "সব কাজ বেশ ভাল ভাবে শেষ করতে পেরেছ সোনাভাই।'

জানতে চাইলে উমা। "হ্যাঁ, সোনাদি উত্তর দিয়ে জানাল ধ্রুব। যাওয়ার দিন উমা ধ্রুবের জিনিষপত্র গুছিয়ে দিতে দিতে তার চোখে পড়ল লকেটের উপর. "তোমার লোপা' লেখা সোনার হার। তারপর দেখলো "লোপা" নাম লেখা রুমাল। খুব যত্ন করে যথাস্থানে রেখে দিল উমা। উমা মনে মনে ভাবে, এক অপূর্ব প্রেমের পরিচয়! সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যথা সময়ে ধ্রুব প্লেনে রওনা দিল তার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অভিমুখে। লোপা ছাদে গিয়ে রুমাল নাড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন জানাল। পেঁছেই ধ্রুব সকলকে তার নিরাপদে পেঁছিনোর সংবাদ তার করে জানিয়ে দিল। লোপা ধ্রুবর নিরাপদে পেঁছিনোর খবর পেয়ে সে তার কপাল থেকে টিপটি খুলে ধ্রুবর দেওয়া হারের সহিত একত্র করে রেখে দিল। প্রেম ও ভালবাসার এক অভিনব দৃষ্টান্ত। ধ্রুব বলে গেছে তাকে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হতে। পেঁছিনোর সংবাদ পেয়ে সেদিন রাতেই ধ্রুবকে জানিয়ে দিল যে বিলম্ব না করে এম. এ.-তে ভর্তি হয়ে আসবে। এম. এ-তে ভর্তি হয়ে সে গেল একটি বিখ্যাত নৃত্য-সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বাড়ীতে গিয়ে নৃত্য শেখাবার জন্য কোন নৃত্য, শিল্পী পাওয়া যাবে কি না জানার জন্য। অধ্যক্ষা তাকে পরে খোঁজ করতে বললেন। বাড়ী ফিরে লোপা বাবা ও মাকে সব জানিয়ে রাখলো। পরের চিঠিতে সে সব কথা ধ্রুবকেও জানিয়ে দিল।

রমেনবাবুর সহিত সাক্ষাত করে ধ্রুব বেরিয়ে এলে পরে রেবাদেবীকে ডেকে দুঃখ করে ব'লছিলেন, "পিতার রক্ত-মাংসে গড়া এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান আর বেশী দিন বোধহয় থাকবে না। তপনের এন্‌জিনিয়ারিং পাশ করার পর ভেবে-ছিলাম, তপন প্রতিষ্ঠানটির বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণে আমাকে সাহায্য করবে। তা'ত নয়ই, বরং শ্রমিক কর্মচারিদের সহিত আচরণ আশানুরূপ না হওয়ার কারণে শ্রমিক অসন্তোষ। তার উপর ঘটে গেল দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যাই হ'ক প্রচুর টাকা দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে বিলেত গিয়ে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বাড়ী ফিরল। কারখানার কাজে যোগ দিল। কিন্তু চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। শুনছি রোজ দুটোয় অফিস থেকে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, কি করে ভগবান জানেন, ভাবলাম বিয়ে দিলে হয়ত চরিত্রের পরিবর্তন হবে। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব এড়িয়ে গেল। অতএব আমি আর কি করতে পারি! তার উপর এখন একটা নতুন পরিকল্পনার পিছনে প্রচুর অর্থের অপচয় ক'রে যাচ্ছে। সব সময় মনে অস্থিরতা। সব জেনেও সেদিন সদানন্দবাবুর নিকট সম্বন্ধ প্রস্তাব করে অপমানিত হয়ে এলাম। বল আমি আর কি করতে পারি। একদিন ওর শৈশবকালে সদানন্দবাবুর স্ত্রী সুরুচিদেবী তার কন্যার সাথে তপনের সম্বন্ধের করেছিলেন। পরে নিশ্চয় তপনের চরিত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হয়ে তারা

অন্যত্র সম্বন্ধ ঠিক করেছেন। যদি একটি পাত্রী ঠিক করে ওর বিয়ে দেওয়া যায়, এবং যদি তাতে ওর চরিত্রে কোন পরিবর্তন না হয়, তখন তা হবে এক মর্মান্তিক শোকাবহ পরিস্থিতি। তুমি ওকে জিজ্ঞেস কর, সোমা নামে সেই মেয়েটিকে যদি ও বিয়ে করতে রাজী হয়, তবে আমি তার পিতার সহিত সম্বন্ধের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে পারি। ওর পছন্দই আমার পছন্দ। আমার কোন আলাদা পছন্দ নেই।" দাদারমনের ব্যাখ্যা অনুভব করে তার ইচ্ছানুসারে রেবাদেবী একদিন তপনকে তার বাবার মনের কথা জানালো। তপন স্পষ্ট করে সম্বন্ধের কোনো চেষ্টা করতে নিষেধ করল। যখন প্রয়োজন হবে সে তাদের বলবে। এ কথা শুনে রমেনবাবু হতাশ হ'য়ে চুপ করে গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে তপনকে ডেকে রমেনবাবু বললেন, "তুমি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অযথা অর্থ ও সময় অপচয় না করে, তোমার যে শিল্প-সংস্থা আছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া তোমার প্রথম কর্তব্য। আমার বর্তমান শারিরীক অবস্থা বিবেচনা করে তোমার অবিলম্বে বিয়ে করা উচিত! একটি সুপাত্রীর সন্ধান পেয়েছি। আমার ইচ্ছা তুমি পিসিকে নিয়ে একদিন পাত্রীটিকে দেখ এস।" বাবার কথা শুনে তপন বাবার কাছে আরও কিছুদিন সময় চাইল। তখন তপনকে উদ্দেশ্য করে রমেনবাবু বলতে থাকেন, "দেখ! প্রকৃতির নিয়মে মানুষের জীবনে সাধারণত চারটি ভাগ আছে। শৈশব কাটে মা এবং স্বজনের স্নেহ-ছায়ায়। তারপর কৈশোর কাটে বিদ্যাভ্যাস ও নানাবিধ জ্ঞানার্জনের মধ্যে দিয়ে। তৃতীয়, তারপর নেবে আসে জীবনের মধুময় কাল বসন্ত ঋতু যৌবন। তখন মন হয় চঞ্চল ও অধীর এবং খুঁজে ফিরে তার জীবন সঙ্গিনীকে। তারপর জীবন সঙ্গিনীকে নিয়ে নবজীবনের যাত্রা শুরু করে। ধীর স্থীর শান্ত হয় তার মনের চঞ্চলতা। জীবন সঙ্গিনীকে পেয়ে হয় তার জীবন পরিপূর্ণ এবং সংসারে মানুষ বলে স্বীকৃতি পায়। তারপর প্রৌঢ়ে স্ত্রী, পুত্র কন্যা নিয়ে সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। তারপর জরা, ব্যাধি ও রোগগ্রস্ত হয়ে মানুষ বার্ধক্যে উপস্থিত হয় এবং তখন শরণ নেয় সেই পরম পুরুষের চরণে এবং পায় পরম শান্তি। যেরূপ শৈশবে শিশুকে মাতৃক্রোড়ে সুন্দর দেখায়, কৈশোরের সৌন্দর্য হল তার বিদ্যাভ্যাস, সেরূপ যৌবনের সৌন্দর্যই হ'ল জীবন সঙ্গিনী নিয়ে নতুন জীবন যাত্রা শুরু করার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত এই নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ করলেই সে সমাজে কুৎসিত ও সমালোচনার পাত্র হয়ে থাকে। তুমি এখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত। প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ না করে অবিলম্বে তোমার জীবন সঙ্গিনীকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করে জীবনকে পরিপূর্ণ সুন্দর ও মধুময় করে তোলো। আমি তোমার পিতা ও গুরু এবং

তোমার হিতকামী। আমি তোমাকে যাহা বললাম সবই তোমার হিতার্থে বললাম। তুমি বুদ্ধিমান। এখন তোমার ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হয়েছে। এখন তুমি যাহা ভাল মনে কর তাহাই কর।" বলে রমেনবাবু তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাবার কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থেকে বলল। "আমাকে একটু ভাবতে দাও।" বলে চলে গেল।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তপন ফটো তুলে আসছে। ফটো তোলার নেশায় প্রচুর টাকাও সে খরচ করতো, ফটো তোলার কৌশলও আয়ত্ত করেছিল। সুযোগ পেলেই প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য শিল্প ও নর-নারীর ফটো তুলে সাজিয়ে রাখত। বিলেতে থাকাকালীন তপন যে কোম্পানিতে কাজ করতো সেখানে বিভিন্ন ভঙ্গীমায় নর-নারীর ফটো তোলা হ'ত। সে ঐ কোম্পানি থেকেই ফটো তোলার বিভিন্ন কলা-কৌশল শিখে এসেছে। ফটো তোলার এই সব নতুন কলা-কৌশল ওর মনে গভীর রেখাপাত ক'রেছিল। সে দেশে ফিরে নতুন কলাকৌশলে ওর মন দিল। ফটো তুলে ফিলমগুলি নিজেই ডেভেলপ করে শো রুমে সাজিয়ে রাখতো। প্রদর্শনীতে কখনও কখনও যোগদান করে সে বেশ সুনামও অর্জন করেছিল। যে পর্যন্ত না সে ফটো কালচার ইউনিট স্থাপন করতে পারছে, সে পর্যন্ত ফটো জনসাধারনের দেখার জন্য শো-রুমে রাখাই যুক্তিযুক্ত। একার পক্ষে এত সব কাজ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত ইহা একটি খরচ বহুল সখের ব্যবসা ছাড়া কিছুই নয়। যদি বিদেশের মত ইহাকে একটি অর্থকরী ব্যবসায় রূপান্তরিত করতে হয় তবে দুজন কারিকরের প্রয়োজন। সে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ফটো সেণ্টারের কাজে নিযুক্ত করবে যাতে তার অবর্তমানে তার ফটো তোলা ও ডেভেলপিং-এর কাজ করতে পারে। পরে শোরুমে প্রদর্শনীর জন্য ফটোগুলি রাখা হবে। প্রথমে সোনালীর ফটো তুলে শোরুমে রাখার উদ্দেশ্যে সে এক-দিন কারখানা থেকে বেরিয়ে সোনালীর স্কুল থেকে ফেরার পথে দাঁড়িয়েছিল। সোনালীর সঙ্গে দেখা করে তপন তার মনের ইচ্ছা সোনালীকে জানাল, তপনের প্রস্তাব শুনে সোনালী বলল "কি উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম প্রস্তাব করতে এলেন? দয়া করে আপনি আর না এলেই আমি খুশী হবো।" বলে তপনের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে বাড়ী চলে গেল। তপনও ধীরে ধীরে ওখান থেকে চলে গেল ধনেশবাবুর বাড়ী। ধনেশবাবু তপনকে দেখে বলল— আপনার নতুন ব্যবসা কবে শুরু হবে? "এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে" —জানাল তপন। "ওসব ব্যবসা এদেশে চলবে না। ওদেশের মত মহিলা-পুরুষ প্রার্থী আপনি এখানে পাবেন না। যাদের পাবেন, তাদের জন্য আপনার প্রচুর অর্থ খরচ করতে হবে। তারপর বাজার সংগ্রহ করা। সে এক দুরূহ

ব্যাপার। তার চেয়ে নিজেদের বাপ ঠাকুদার নিজ হাতে গড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি সাধনে মনোযোগ দিন। কাজে লাগে এরূপ দ্রব্যের উৎপাদনেরও উদ্যোগ নিন। অযথা এর পেছনে অর্থের অপচয় না করাই উচিৎ, বললেন ধনেশবাবু। ইতিমধ্যে দেবেশ সেখানে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে তপন জিজ্ঞেস করলো, এ কথা কি সত্যি যে 'সদানন্দ শিল্প সংস্থার প্রধান কর্মকর্তার, চুক্তির মেয়াদ বাড়ান হবে না।" তপনের কথা শুনে ধনেশবাবু দেবেশকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এরকম কিছু শুনেছো না কি?" "প্রধান কর্মকর্তার কাজে চেয়ারম্যান মোটেই খুশী নয়, এটাই আমি শুনেছি," জানাল দেবেশ। "শুনেছি ধ্রুবজ্যোতি ফিরে এলে সে ঐ সংস্থার প্রধান পরিচালক নির্দেশক পদ গ্রহণ করবে।" তপনের কথা শুনে ধনেশবাবু বললেন "আমিও শুনেছি। তবে আমার বিশ্বাস হয়নি। একজন পি, এইচ, ডি, এনজিনিয়ার এসে ওরকম একটি ছোট প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে কেন? আমি শুনেছি সে ডক্টরেট্ করে ঐ কেন্দ্রেই গবেষণা কাজে যোগ দেবে। যদি সে ঐ কেন্দ্রের গবেষনা কাজে যোগ দিতে স্বীকার না করে তবে তাহাকে ডক্টরেট করা সম্ভব হবে না। সুতরাং তাকে ওখানেই থাকতে হবে।" বললেন ধনেশবাবু। ধনেশবাবুর এই শোনা খবরটি বিকৃত হয়ে লোক মুখে প্রচারিত হ'লো যে ধ্রুব আর দেশে ফিরবে না কারন সে ঐ গবেষণা কেন্দ্রেই গবেষণা করবে। এই খবর সুরুচিদেবীর কানেও গেল। তিনি একদিন সদানন্দবাবুকে একথা বলতে সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে জানালেন, "ধ্রুবর দেশে ফেরার ব্যপারে কোন কিছুর সহিত মিমাংসা করবে না। এরজন্য প্রয়োজন হ'লে সে হাসিমুখে ডক্টরেট্ ত্যাগ করে দেশে ফিরবে। তুমি ত নিজেই শুনেছ ওর কথা। এসব অপপ্রচারে কান দিও না। "শুনে সুরুচিদেবী বললেন, মানুষের মন পরিবর্তনশীল," বলে সুরুচিদেবী চলে গেলেন।

ধনেশবাবুর উদ্দেশ্য সদানন্দবাবুর এনজিনিয়ারং প্রতিষ্ঠানকে যে কোন উপায়ে হোক রুগ্ন ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অচল ক'রা। আর তপনের উদ্দেশ্য হোলো ধ্রুবকে সদানন্দ পরিবার সংস্রব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। এ কারণে ধনেশবাবু তার আত্মীয় এনজিনিয়ার যে এখন সদানন্দ শিল্প কারখানায় প্রধান কর্মকর্তা পদে কাজ করিতেছে, তাকে কাজে লাগাচ্ছেন আর তপন লোপাকে লাভ করার আশায়—কাজে লাগাচ্ছে সদানন্দবাবুর স্ত্রী সুরুচিদেবীকে। যেহেতু দুজনার উদ্দেশ্য মূলতঃ এক, এ কারণ উভয়ে একযোগে কাজ করতে সম্মত হোলো। এদিকে ধ্রুব তার শিক্ষালয়ে ফিরে যাওয়ার পূর্বে কয়েকজন শিল্পপতি ধ্রুবর সহিত একটি চুক্তি করার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ধ্রুবর ব্যস্ততার জন্য ধ্রুবর সহিত যোগাযোগ করার সুবিধা

তাদের হয়ে ওঠেনি। তার উপর সদানন্দবাবু তার কন্যার জন্য ইতিমধ্যে ধ্রুবকে পাত্র নির্বাচন করার কারণে তাদের কোন উৎসাহ ছিল না। আর একজন শিল্পপতি ধ্রুবর খ্যাতি ও নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে তার একমাত্র কন্যার সাথে ধ্রুবর বিবাহ দিয়ে তাঁর কোম্পানিতে নিযুক্ত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু লোপামুদ্রার সহিত ধ্রুবর সম্বন্ধ পাকা হয়েছে শুনে তিনি আর অগ্রসর হ'লেন না। এ কারণ সদানন্দবাবুর বিরুদ্ধে তার মনোভাব কঠোর হয়েছিল। লোপামুদ্রার সহিত তপনের সম্বন্ধ না করার কারণে রমেনবাবু সদানন্দবাবুর কাজে মোটেই খুশি ছিলেন না। এভাবে সদানন্দবাবু ধ্রুবর কারণে প্রায় সব শিল্পপতির রোষানলে পড়িলেন। সদানন্দবাবু শিল্প সমাজের কয়েকজন শিল্পপতির ক্রুদ্ধ মনোভাবের কথা অবগত হয়ে তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন এরূপ মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কিন্তু পরিস্থিতি যে ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে, তিনি টের পেলেন সেদিন যেদিন তার একজন আস্থাভাজন কর্মকর্তা মনোতোষবাবু এসে তাকে খবর দিলেন যে চারিদিকে খবর ছড়িয়েছে যে ধ্রুব বলে গেছে, সে আর দেশে ফিরবে না। ধ্রুব যাওয়ার পূর্বে তাকে যাহা বলে গেছে সে কথা মনোতোষকে জানিয়ে সদানন্দ-বাবু আশ্বস্ত করে বললেন, "ইহা কেবল অপপ্রচার।" ইতিমধ্যে লোপা চা এনে দিল। লোপা মনোতোষবাবুকে খুব শ্রদ্ধা ক'রতো। বৌদিকে একদিন নিয়ে আসার কথা বলাতে মনোতোষ লোপাকে বলল, "সে সবসময় ব্যস্ত। স্কুলের কাজ শেষ করে গ্রাম্য মহিলা উন্নয়ন সমিতির কাজ নিয়ে বেড়িয়ে যায়। সময় খুবই কম। চেষ্টা করবো একদিন সময় করে নিয়ে আসতে। তুমি একদিন যদি যেতে পার ছুটিতে, আমি তাকে সেদিন বাড়ী থাকতে বলবো। সাধারণত সে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে কোথাও যায় না। কেবল ছুটির বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকে।" সদানন্দবাবুর সাথে কিছু সময় আলোচনা করে মনোতোষবাবু বাড়ী ফিরে গেলেন। ধ্রুবর বিরুদ্ধে যাহা শুনেছেন তাহা যে সব মিথ্যা, ইহাতে তিনি খুব খুশী। সদানন্দবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কি করে এরূপ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ধ্রুবর সাথে যখন কথা বলেছিলেন, উপস্থিত ছিলেন কেবল স্ত্রী সুরুচিদেবী। বোধ হয় তার কাছ থেকে খবরটি জেনে বিকৃতরূপ নিয়ে চারিদিকে প্রচারিত হচ্ছে। এইরূপ মনে করে তিনি সুরুচিদেবীর কাছে জানতে চান যে ধ্রুবর শিক্ষান্তে দেশে ফিরার বিষয়ে তিনি কাউকে কিছু বলেছেন কি না। উত্তরে সুরুচিদেবী জানালেন যে ধ্রুব যাহা বলেছে, তিনি কেবল সেই কথাই রেবাদেবীকে ব'লেছেন, তার উত্তর শুনে সদানন্দবাবু তাকে বললেন যে চারিদিকে ছড়িয়েছে যে ধ্রুব আর দেশে ফিরবে না। এরূপ কথা তিনি কাউকে বলেছেন কি না জানতে চাইলে সুরুচিদেবী উত্তর দিয়ে বললেন যে সে

এরূপ কথা কোথাও বলে নি। সুরুচিদেবীর উত্তর শুনে সদানন্দবাবু বুঝতে পারলেন, 'ধ্রুব এবং তার অশুভাকাঙ্খিরা সত্য খবরকে বিকৃতভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। সদানন্দবাবু এই বিষয় আর কোন কথা না বলে চুপ করে গেলেন। তিনি সুরুচিদেবীর এরূপ সরলতার সুযোগ গ্রহণ করে শত্রুপক্ষ ধ্রুবর ক্ষতি সাধন করতে পারে ভেবে তিনি খুব আশংকিত হ'লেন। তিনি একারণে সুরুচিদেবীকে সতর্ক করে দিলেন।

এই প্রসঙ্গে সদানন্দবাবু তার স্ত্রী সুরুচিদেবীর নিষ্ঠুর আচরণের কথা মনে পড়ে। লোপার জন্মের পরদিন তাকে আইমার হাতে তুলে দিলেন লোপার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। ফুলের কুড়ির মত লোপা যখন মা'র কাছে মা'র স্নেহ ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ছুটে যেত সুরুচিদেবী হাত দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিত। মা চিরদিন তাকে কেবল করেছে অবহেলা। মাতৃস্নেহ ও ভালবাসা যে কি বস্তু, লোপা জীবনে তার স্বাদ পায় নি। সুরুচিদেবীর এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ দেখে সদানন্দবাবু কাতর হ'য়ে পড়তেন। কিন্তু তিনি কোন-দিন সুরুচিদেবীর নিকট অভিযোগ জানান নি। তিনি তাহার স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মেয়ের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতেন। এতৎসত্ত্বেও লোপার মার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা কোনদিন কমে নি। অনেকে সুরুচিদেবীর এরূপ বিমাতৃসুলভ আচরণের মূল কারণ লোপা প্রথম মেয়ে সন্তান বলে ধরে নিয়েছেন। লোপা একবার কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হলো, মেয়ের তত্ত্বাবধান, সেবা, শুশ্রূষা করা তো দূরের কথা একবার ঘরে ঢুকে পর্যন্ত খোঁজ করেন নি। কেবল সদানন্দবাবু ও আইমার সেবা শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করেছে। কঠিন রোগে ভুগে লোপার হার্ট খুব দুর্বল হয়েছিল, হঠাৎ প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেলে হার্টফেল করতে পারে বলে ডাক্তার সাবধানে থাকতে বলেছেন। ধ্রুবকে পাত্র হিসাবে নির্বাচন করেছেন পিতা সদানন্দবাবু মা সুরুচিদেবীর সাক্ষাতে। ইহাতে লোপার কোন অপরাধ নেই। কিন্তু সুরুচিদেবী মনে করতেন লোপাই ধ্রুবকে নির্বাচন করেছে। এ হেন কারণে সুরুচিদেবী লোপার সাথে কদাচিত কথা বলতেন। এভাবে ঘৃণিত অবহেলিত ও মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিতা লোপার মন খুঁজে বেড়াত মাতৃস্নেহ। তাই তার অন্তরের ব্যথা অন্তরেই ছিল। সে তার মাতৃস্নেহের আশা আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছিল মাতৃস্বরূপিনী স্নেহময়ী জননী মেনকাদেবীকে পেয়ে। প্রথম দর্শনেই মেনকাদেবী যখন লক্ষ্মী বলে তাকে কোলে তুলে নিলেন, নিমেষে লোপা ভুলে গেল মাতৃস্নেহের অভাব। ভুলে গেল মার অবহেলা ও ঘৃণা! তার হৃদয়ে জ্বলে উঠলো এক নতুন আলো। সে পেয়েছে তার মাকে আর পেয়েছে মন্দাকিনীর মত পবিত্র, মাতৃস্নেহ। সে আর নিজেকে দুঃখিনী বলে মনে করে না। তপন ভয়ে ভীতা লোপা মাকে ভয় করে। কারণ

মার তপনপ্রিয়তা ও তপনমুখী মনোভাবের জন্য মা তাকেও তপনমুখী ক'রে তুলতে চান এবং তপনের সাথে কথা বললে মা খুব খুশী হন। এ কারণ সে মা'কে ভয় করে। ভয় করে তার সাথে একা ঘরে থাকতে। কখন কি ঘটে যায় এই ভয়ে। মা-ই হলেন মেয়েদের আশ্রয়। সেই মা-ই যদি বিরূপ হন, তবে সে কোথায় পাবে নিরাপদ আশ্রয়। লোপা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

তপনের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে রেবাদেবী তপনকে সঙ্গে করে সদানন্দবাবুর বাড়ী এলেন। লোপা কলেজ থেকে ফিরে রেবাদেবীকে দেখে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন মাসীমা?" রেবাদেবী উত্তর দিয়ে জানালেন, "হাঁ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?" 'ভাল আছি মাসীমা' বলে লোপা ঘরের মধ্যে চলে গেল। আজকাল ট্রাম বাসে যাতায়াত করা আমাদের নিকট বিভীষিকা বলে মনে হয়। আমি গাড়ী ছাড়া কোথাও যেতে পারি না. বললেন রেবাদেবী, "যতই গাড়ী বাড়ছে ততই লোক বাড়ছে!" কারণ জীবিকা নির্বাহের জন্য দূর দুরান্ত থেকে লোক এখানে আসে। তাই লোকের এত ভীড় এবং গাড়ী ঘোড়ার এত সমস্যা। এ সমস্যার আর কোনদিন সমাধান হবে না, বললেন সুরুচিদেবী। শুনে তপন বলল, "সরকারের সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব ও অদূরদর্শিতাই ইহার মূল কারণ। একদিকে মুখে বলছেন বিকেন্দ্রীকরণের কথা, আর কাজে কচ্ছেন ঠিক তার বিপরীত কেন্দ্রীয়করণ।" বলে তপন চুপ করে গেল। কেবল সুরুচিদেবী অশোককে নিয়ে তপনের জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন।

এম. এ তে ভর্তি হওয়ার পর লোপা আইমার সাথে নিয়মিতরূপে ইউনিভার্সিটি যাতায়াত করে। ক্লাশে সাধারণতঃ একদিকে মহিলা এবং একদিকে পুরুষ ছাত্ররা বসত। যদিও ইহা নিয়ম নয়, তথাপি প্রথা বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এ কারণেই ইহা এখন নিয়ম বলেই সকলে মেনে নিয়েছে। লোপা ক্লাশে মেয়েদের সাথেই বেশী আলাপ আলোচনা করতো। পুরুষদের সে সর্বদা এড়িয়ে চলত। কিন্তু অন্যান্য ছাত্রীরা পুরুষ ছাত্রদের সাথে গল্প হাসি ঠাট্টা করতে দ্বিধা করতো না। পুরুষ ছাত্ররা কদাচিৎ কোন প্রশ্ন করলে সে কেবল উত্তর দিত। ক্লাশে ওর এরূপ নির্লিপ্তভাব দেখে একটি ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে লোপা জানাল যে সে একটু চুপচাপ থাকা পছন্দ করে। ওর জবাব শুনে ছাত্ররা চলে যেত। ক্রমে ছাত্রদের সম্বন্ধে তার মনোভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে অন্যান্য ছাত্রীদের মত সেও ছাত্রদের সাথে কথা বলত। এ ভাবে কিছুদিন চলার পর লোপার ভুল ভাঙ্গলো। একদিন সে ক্লাশ থেকে বেড়িয়ে আসছে তখন একজন ছাত্র লোপাকে এসে বলে "চলুন যাই পার্কে গিয়ে গল্প করি।" ক্ষণিক চুপ করে থেকে লোপা ছাত্রটিকে বলে "মাপ করবেন

আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি বেড়ান পছন্দ করি না। বাবা মা চিন্তা করবেন।" জবাব শুনে ছাত্রটি আর কোনদিন লোপাকে কোন অনুরোধ করে নি। এরূপ উত্তর দিতে যদিও লোপার বিবেকে লেগেছিল, কিন্তু ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা ভেবে একথা বলা ছাড়া তার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। লোপা বাড়ীতে একজন মহিলা অধ্যাপকের নিকট পড়তো। কিন্তু গৃহে এসে শিক্ষা দেওয়ার মত নৃত্য শিল্পী না পেয়ে তার নৃত্য শিক্ষা বন্ধ আছে। অবশ্য সঙ্গীতের অনুশীলন সে তার পুরান সঙ্গীত গুরুর কাছে নিচ্ছে। সে সব ঘটনা ধ্রুবকে জানিয়েছিল। জানিয়েছে কলেজের ক্লাশে তাহার নির্লিপ্ত থাকার সঙ্গে জড়িত ঘটনা এবং তার কলেজে যাওয়ার অনিচ্ছার কথা। ধ্রুবকে জানিয়েছে যে সে নিয়মিত কলেজে যায় না। পড়ার চাপ ক্রমেই বাড়ছে। সামনেই পরীক্ষা। পরীক্ষায় সে কি করবে নিজেই বুঝতে পাচ্ছে না। পরীক্ষার পর সোনাদিকে ফোন করবে। সব জানিয়ে সে ধ্রুবর কাছে চিঠি দিল। একদিন কলেজ থেকে ফিরছে। আইমাকে নিয়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ পেছন থেকে তপন বলে ওঠে। "বাসের জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করে আমার গাড়ীতে উঠুন, নির্বিঘ্নে বাড়ী পেঁছে দেব।"

ধন্যবাদ। আমার বাসে যেতে কোন অসুবিধা হবে না। আপনি দয়া করে আসুন, "বলে লোপা আইমাকে নিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। তারপর আইমাকে নিয়ে লোপা বাড়ী ফিরে এল। সেদিন রাতে লোপা বাবা ও মাকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখল। তারপর দিন সুযোগ বুঝে লোপা সোনাদিকে ফোন করলো। সেদিন উমা বাড়ী না থাকায় শিবশংকর টেলিফোন তুলে লোপাকে জানাল যে উমা মা'র সাথে দেখা করতে গেছে। শংকর লোপাকে জানিয়েছিল যে ধ্রুবদের টেলিফোন এসেছে এবং শংকর লোপাকে টেলিফোন নম্বর দিয়ে দিল। লোপা শুনে খুব খুশী হোলো কিন্তু মাকে টেলিফোন করলো না পাছে মা'র কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ার ভয়ে। সব ভাল আছে শুনে লোপা খুব সন্তুষ্ট। সে রাতে বাড়ীতে টেলিফোন আসার খবর ধ্রুবকে আনন্দের সহিত জানাল কিন্তু সেই সঙ্গে ধ্রুবকে জানাল তার গভীর দুঃখের কথা কারণ সে মা'র সহিত ফোনে কথা বলতে পারে নি।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার কয়েকদিন পর লোপা কলেজে গেলে বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তাকে ডেকে পাঠালেন। লোপা তার ঘরে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছু সময় পর বিভাগিয় প্রধান অধ্যাপক লোপার পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না হওয়ার জন্য তাকে একজন অধ্যাপকের সাহায্য নিতে বললেন। ইতিমধ্যে লোপা গৃহে একজন অধ্যাপিকার নিকট পড়ছে শুনে

প্রধান অধ্যাপক আগামি পরীক্ষায় যাতে ভাল ফল করতে পারে সেরূপ চেষ্টা করতে বললেন। বাড়ীতে ফিরে লোপা গৃহে নিযুক্ত মহিলা অধ্যাপককে একথা জানালে তিনি কোন কিছু না ব'লে চুপ করে ছিলেন। তিন মাস পরে পুনরায় পরীক্ষা হলে পূর্বাপেক্ষা লোপার ফল ভাল হ'য়েছে দেখে বিভাগিয় প্রধান সন্তুষ্ট হ'লেন। একদিন সুযোগ পেয়ে লোপা উমাকে ফোন ক'রলে। বাড়ীতে ফোন এসেছে কিন্তু লোপা মাকে ফোন করতে না পেরে তার দুঃখের কথা উমাকে জানাল। সকলের খবর জেনে লোপা ফোন ছেড়ে দিল। মা'র অনুরোধে সাড়া দিয়ে সদানন্দবাবু যে লোপাকে মা'র সাথে দেখা ক'রতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন, সে কথা উমা লোপাকে জানাল না। আবার একদিন কলেজ থেকে ফিরছে, হঠাৎ তপন এসে লোপা ও আইমাকে তার গাড়ীতে যাওয়ার অনুরোধ করলে লোপা আইমাকে নিয়ে কয়েকজন ভদ্রমহিলার মধ্যে ঢুকে যায় এবং বাসের অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বাসে অত্যধিক ভীড় থাকা সত্ত্বেও আইমাকে নিয়ে বাসে উঠে বাড়ী ফিরল। বাড়ী ফিরে রাতে বাবাকে সব ঘটনা জানিয়ে বলে যে সে আর কলেজে যাবে না। বাবা লোপার কথা শুনে বললেন, ''এতদূর এগিয়ে এসে এখন কি পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিৎ হবে ? বরং কাল থেকে আমি গিয়ে তোমাদের কলেজ থেকে নিয়া আসবো।'' বাবার কথা শুনে লোপা খুশি হ'য়ে বলল, তাই কোরো বাবা। তারপর থেকে লোপা পিতা সদানন্দবাবুর সাথে প্রতিদিন কলেজ থেকে বাড়ী ফিরতো। এভাবে ভয় ও আশংকার মধ্যে লোপা তার কলেজ কচ্ছিল। সে উপলব্ধি করতে পাচ্ছে যে তাকে কেন্দ্র করে চারিদিকে এক অশান্তির ঢেউ বয়ে চলছে। আশংকা ও ভয়ে লোপার মন আচ্ছন্ন। এখন সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোন তুলে কথা বলতেই মেনকাদেবীর গলার স্বর তার কানে এল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, ''মা, আমি লোপা কথা বলছি মা। তুমি কেমন আছো মা ? ব্যকুল হয়ে তোমাকে দেখার অপেক্ষায় আছি মা।'' ওধার থেকে মেনকাদেবী বললেন, তুমি কেমন আছ ? তোমার বাবা মা ভাল আছেন ? কেমন আছ তোমরা জানার জন্যে ফোন করলাম। তোমার মা, বাবা বাড়ী আছেন ? না মা, বাবা বাড়ী নেই। মা আছেন, ডেকে দিচ্ছি। বলে লোপা মাকে ডেকে আনলো। সুরুচিদেবী 'কে' বলে ফোন তুললে ওধার থেকে মেনকাদেবী বললেন আমি মেনকাদেবী কথা বলছি, কেমন আছেন দিদি ? উত্তর দিয়ে সুরুচিদেবী বললেন, আমরা সকলে ভাল আছি। আপনারা কেমন আছেন ? উত্তরে মেনকাদেবী জানালেন, আমরাও ভাল আছি। তবে লোপাকে অনেকদিন দেখিনি তাই মন বড়ই চঞ্চল। ওকে দেখতে ইচ্ছা করে। যদি দয়া করে একবার দেখিয়ে নিয়ে যান, তবে খুবই খুশি হবো দিদি।

মেনকাদেবীর কাতর উক্তি শুনে সুরুচিদেবী বললেন "ওর বাবার সাথে আলাপ করে আপনাকে জানিয়ে দেব।" সুরুচিদেবীর কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন "খুব খুশী হলুম শুনে।" বলে ফোন ছেড়ে ছিলেন। খাওয়া সেরে সুরুচিদেবী বেরিয়ে গেলেন। সদানন্দবাবু অফিসে। লোপা আইমার সাথে কথা বলছে, এমন সময় দরজায় ঘণ্টা বাজলে লোপার মনে ভয় হলো, হয়তো মা এসেছে মনে করে আইমাকে দরজা খুলতে বলল। আইমা দরজা খুলে দেখে যে তপন দাঁড়িয়ে আছে। তপন মাসীমা আছেন কিনা জানতে চাইলে, আইমার উত্তর শুনে তপন দিদিমণি আছে কিনা জানতে চাইল। আইমা তাকে জানাল যে দিদিমণিও নেই। সে একাই বাড়ীতে আছে। শুনে তপন কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে বেড়িয়ে গেল। যাওয়ার সময় তার আসার কথা মাসীমাকে বলতে বলে চলে গেল। আইমা ঘড়ে গিয়ে দিদিমণিকে সব জানালে। লোপা আইমাকে ভবিষ্যতে এরূপ কাজ করতে নির্দেশ দিল। সদানন্দবাবুর বাড়ী থেকে বেড়িয়ে তপন ধনেশবাবু সাথে দেখা করতে গেল। তপন ধনেশবাবুকে জানাল যে তার নতুন উদ্যোগ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাদের সকলের উপস্থিতি কামনা করে। আমি যেতে নিশ্চয় চেষ্টা করবো জানালেন ধনেশবাবু। তখন দেবেশ অফিস থেকে ফিরল। তাকেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানালো। সেখান থেকে গেল সোনালীদের বাড়ী। সোনালীর বাবা অনেকদিন পরে তপনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "অনেকদিন পর তোমাকে দেখলুম, এতদিন কোথায় ছিলে ? আশা করি সব খবর ভাল।" বলে তপনকে বসতে বললেন। তারপর তপনকে জানালেন যে "সোনালী বা তার মা কেউ বাড়ী নেই।" তপনের যাওয়ার উদ্দেশ্য সোনালীর বাবাকে জানিয়ে তাদের সকলকে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অনুরোধ করে বেরিয়ে এল। ওখান থেকে বেরিয়ে সোমার সাথে দেখা করার অভিপ্রায়ে সোমাদের পাড়ায় গেল। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে গিয়ে তাকে ডাকতে সাহস হ'লো না। সুতরাং বাইরে থেকে ফিরে চলে এল। কিন্তু তার একবার সোমার সাথে সাক্ষাত করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ সে সোমাকে যে আঘাত দিয়েছে, সে তার জন্য খুবই অনুতপ্ত, ক্ষমা চাইবে। তপনের নতুন উদ্যোগের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সদানন্দবাবু সুরুচিদেবী ও লোপাকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তার উদ্যোগের প্রশংসা করে বাড়ী ফিরে গেল। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তপন একদিন সোমার অপেক্ষায় কলেজ গেটে দাঁড়িয়েছিল। সোমা তপনকে দেখে এমন ভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেল যেন সে তপনকে চেনে না। তপন সোমার পিছনে হেঁটে গিয়ে ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলে সোমা কোন কথার জবাব না দিয়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর

পেছনে এসে তপন মিনতি ক'রে সোমার সাথে কয়েকটি কথা বলার আগ্রহ জানালে সোমা কোন কথার জবাব না দিয়ে ট্রাম আসতেই ট্রামেউঠে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। তপনও সোমার পিছনে পিছনে ট্রামে গিয়ে উঠল, কিন্তু সোমার সাথে তার কোন কথা হ'লো না। সোমা ট্রাম থেকে নেমে দ্রুত পায়ে বাড়ীর দিকে চলে যাচ্ছে, কিন্তুএটা লোপাদের বাড়ীর পাড়া এবং বাড়ীর খুব নিকটবর্তি বলে তপন ট্রাম থেকে আর নাবল না। অগত্যা তপনকে বাড়ী ফিরতে হ'লো।

মেনকাদেবীর টেলিফোন করার কয়েকদিন পর একদিন সুরুচীদেবী সদানন্দ বাবুকে মেনকাদেবীর টেলিফোন করার কথা জানালেন। টেলিফোনে মেনকা-দেবী লোপাকে একবার দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেনশুনে সদানন্দবাবু সুরুচি-দেবীর অভিমত জানতে চাইলেন। কথাবার্তা এখনওপাকা হয়নি। সদানন্দবাবুর কথার উত্তরে সুরুচিদেবী তাকে জানালেন যে সম্বন্ধ যখন এখনও প্রস্তাব পর্যায়ে আছে, তখন পাঠান উচিত বলে তিনি মনে করেন না। সুরুচীদেবীর কথা শুনে সদানন্দবাবু তাকে বললেন, "এ তুমি কি বলছ, কথা পাকা হয়ে গেছে। সে দিন আমি মেনকাদেবীরবাড়ী গিয়েছিলাম। তুমিতা জান। এখন তোমার এরূপ বলার কারণ আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, সুতরাং একবার লোপাকে দেখিয়ে আনলে কোন অপরাধ হবে বলে আমি মনে করি না।" "বেশ তুমি যদি মনে কর যে সম্বন্ধের কথা পাকা হ'য়েছে, তবে তুমি দেখিয়ে নিয়ে আসতে পার।" সুরুচিদেবীর কথা শুনে সদানন্দবাবু বল্লেন, তবে একবার মেয়ের অভিমত জেনে নেওয়া উচিত। মনে করে তিনি লোপাকে সব জানিয়ে লোপার মতামত জানতে চাইলে লোপা বাবাকে বলল, "তোমাদের মতামতই আমার মত বাবা। তুমি যাহা বলবে আমি তাহাই করবো বাবা।" ব'লে লোপা চলে গেল। তারপর সদানন্দবাবু লোপাকে বলল, "কাল সকালে অফিসে যাওয়ার পথে তোমাকে মেনকাদেবীর কাছে রেখে যাব, আর যদি সম্ভব হয়, বিকেলেই নিয়ে আসবো, নচেৎ আগামীকাল নিয়ে আসবো, "বলে তিনি সুরুচিদেবীর অভিমত জানার জন্য আগ্রহের সহিত তাহার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে তবে বলো? গম্ভীর কণ্ঠে সুরুচিদেবী জানালেন, "বিয়ের পূর্বে মেয়েকে ভাবি শ্বশুরালয় পাঠান নীতিবিরুদ্ধ" বলে উঠে চলে গেলেন, তারপর ফিরে এসে বললেন, "তাদের জানিয়ে দাও যেন একদিন এসে দেখে যান।" "বেশ তাই বলে দেব," সদানন্দবাবু জানালেন সুরুচীদেবীকে। বাবার কথা শুনে লোপার মনে মা মেনকাদেবীকে দেখার যে আশার সঞ্চার হয়েছিল মা'র কথায় সে আশা বাতাসে মিশে গেল।

গবেষণা কাজে যোগদান করে ধ্রুবর প্রায় এক বৎসর হতে চলল। ঐ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রবীন ও অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের অধীনে ধ্রুবকে কাজ করতে হয়। এলিজাবেথ নামে একটি প্রিয়দর্শিনী মেয়েও ধ্রুবর সাথে গবেষণা কাজে রত আছে। তবে দুজনারই গবেষণার বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। আলাদা হলেও একজনকে আর একজনের উপর নির্ভর করতে হয় বলে দুজনার মধ্যে ক্রমে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। তপনের একজন পরিচিত বন্ধু ধ্রুবর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিকটে কোম্পানীতে কাজ করে আবার একটি দৈনিক কাগজের পক্ষে সাংবাদিকের কাজও করে থাকে। তার মারফত তপনের কাছে খবর গেলে, তপন তাহা আবার জানাল ধনেশবাবুকে, ধ্রুবর সম্বন্ধে সব বানান খবর ঐ বন্ধুটির কাছ থেকে পায় আর তপন তাহা চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলত। ধ্রুবর সম্বন্ধে এরূপ খবর পাওয়ার জন্য তপন প্রায়ই ঐ বন্ধুরে কাছে চিঠি লিখতো। পরে একখানি চিঠিতে তপন ঐ বন্ধুটিকে ধ্রুবর চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে অবিলম্বে জানাতে লিখল কারণ তার একজন নিকট আত্মীয়ার সহিত ধ্রুবর সম্বন্ধের কথাবার্তা চলছে। উত্তরে বন্ধুটি জানাল যে ধ্রুব ও লিজার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দেখে এখানকার সকলে অনুমান কচ্ছে যে ধ্রুব শেষ পর্যন্ত লিজাকেই বিয়ে করবে। এরূপ খবর পেয়ে তপন কাল-বিলম্ব না করে ধনেশবাবুকে জানালেন ধনেশবাবু সব শুনে ব'লে বেড়াচ্ছে যে তার অনুমান ধ্রুব খুব সম্ভব আর দেশে ফিরতে পারবে না। ধ্রুব যে একমাসের মধ্যে এক মাসের ছুটি পেয়ে বাড়ী ফিরবে সে কথাও বন্ধুটি তপনকে জানিয়েছিল। কিন্তু তপন সে কথা প্রকাশ করলো না। ওখানকার ভারতীয়দের মধ্যে ধ্রুবকে ঘিরে খুব কৌতুহল। কেউ বলে বেড়াচ্ছে যে ধ্রুব বিয়ে করে অন্যান্যদের মত ওখানেই থেকে যাবে আবার কেউ বিরূপ মত পোষণ করতো। তারা বলতেন যে ধ্রুব শিক্ষান্তে দেশে ফিরে যাবে। এদের মধ্যে ছিলেন শচিনদেব এবং তার স্ত্রী শুভ্রা তারা উভয় ধ্রুবকে খুব ভালবাসতেন। শচীনদেব প্রায়ই ধ্রুবর ছাত্রাবাসে গিয়ে ধ্রুবর সাথে গল্প গুজব করে আসতো। আর ধ্রুবও মাঝে মাঝে সময় পেলে শচীনদেবের বাড়ী গিয়ে গল্প করতো। ধ্রুব কোনদিন লোপার সহিত তার যোগাযোগের কথা তাদের জানায়নি। ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সে কাউকে কিছু বলে নি। শুভ্রা কথা প্রসঙ্গে একদিন ধ্রুবর কাছে জানতে চায় যে তাহার সহিত কোন মেয়ের পরিচয় বা ভালবাসা হয়েছে কি না। ধ্রুব উত্তরে শুধু জানাল যে হয়েছে, তবে এখনও প্রকাশ করার মত অবস্থা হয় নি। কিন্তু শুভ্রার পিড়াপিড়িতে ধ্রুবকে সব বলতে বাধ্য হলো এই শর্ত্তে যে তারা ইহা গোপন রাখবে। সব শুনে ও জেনে শুভ্রা খুব খুশী হলো। একদিন শুভ্রা ধ্রুবকে বলছিল, সকলে অনুমান কচ্ছে যে আপনি

শেষ পর্যন্ত লিজাকে বিয়ে করে এখানেই থাকবেন। শুনে ধ্রুব বলল, "তাই নাকি! বলতে বা অনুমান করতে তারা পারেন। তবে লিজাকে আমি আমার সহকর্মী বলেই মনে করি। সুতরাং তার সাথে হৃদ্যতা থাকাই স্বাভাবিক, তাকে বিয়ে করা বা আমার এখানে থেকে যাওয়ার কোনটাই আমার কর্তব্যের মধ্যে আসে না।" "যদি ইহাতে আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? শুভ্রার কথা শুনে ধ্রুব দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো, "শিক্ষান্তে দেশে ফিরে যাওয়াই আমার লক্ষ্য। এখানে থাকা আমার লক্ষ্য নয়" ধ্রুবর উত্তর শুনে শুভ্রা আর কোন প্রশ্ন করলো না। তারপর থেকে ধ্রুবর পক্ষেও ধ্রুবর চিন্তাধারা প্রচার হ'তে থাকে। কিন্তু বিরুদ্ধ দলের প্রচার খুব সক্রিয় থাকার কারণ ধ্রুবর নামে সব বানান খবর দ্রুত চারিদিকে প্রচার হতো। তপনের সাংবাদিক বন্ধুটির মারফত সব বানান খবর তপনের কাছে আসতো এবং তারপর যেত ধনেশবাবু ও সুরুচিদেবী প্রভৃতির কানে। একদিন লোপার অসাক্ষাতে সুরুচিদেবী খবরটা সদানন্দবাবুর কানে তুললেন। "শুনেছো একটি খবর এসেছে। ধ্রুব তার একজন মহিলা সহকর্মীকে খুব ভালবাসে এবং ওখানকার সব ভারতীয়রা মনে কচ্ছে যে ধ্রুব হয়ত শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ে করে ওখানেই থেকে যাবে।" শুনে বিস্মিত হয়ে সদানন্দবাবু বললেন, "তুমি এরূপ খবর কোথা থেকে সংগ্রহ কর," "সংগ্রহ করতে হয় না। লোকে খবর দিয়ে যায়।" বলল সুরুচীদেবী, "ঐ পাত্রের আশা ত্যাগ করে অন্য পাত্রের চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি।" বললেন সুরুচিদেবী, "অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ো না, সুরুচি। জান না অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য পর্য্যন্ত পুত্র অশ্বথামার শোকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং প্রচারের আমি কোন গুরুত্ব দেই না। ধ্রুব শীঘ্রই এক মাসের ছুটিতে বাড়ী আসছে। তখনই সব পরিষ্কার হবে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা। যদি সত্য হয় তখন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই চলবে। অযথা বিচলিত হয়ো না।" বললেন সদানন্দবাবু। ধ্রুবর সম্বন্ধে এরূপ মিথ্যা রটিয়ে ধ্রুবকে হেয় করার চেষ্টা দেখে লোপা মনে খুব ব্যথা পেল। বিষণ্ন চিত্তে তারপর দিন সদানন্দবাবুর সাথে কলেজ থেকে ফিরছিল। পথে সদানন্দবাবু ও লোপা তপনকে একজন তরুণীর সহিত বেড়াতে দেখলেন। তারপর বাড়ী ফিরে দেখেন বড় মামা ঘরে ব'সে বাবার জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন। লোপা মামা ও বাবাকে প্রণাম করে দিদিমা কেমন আছেন জানতে চাইল বড় মামার কাছে। 'দিদিমা ভাল আছেন' শুনে লোপা তার নিজের ঘরে চলে গেল। সদানন্দবাবু ধ্রুবর সম্বন্ধে কোন বিশেষ খবর জানে কিনা জানতে চাইলে সদানন্দ যে সব গুজব তার কানে এসেছে সে সব গুজব খবর অনিমেশ বাবুকে জানালে অনিমেশবাবু সদানন্দবাবুকে ওসব অপপ্রচারে কান দিতে

নিষেধ করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তার বন্ধু শচিনদেবের ধ্রুব সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসার কথা বল্লেন। ধ্রুবর প্রশংসা শুনে সদানন্দবাবু খুব খুশি হলেন। ইতিমধ্যে লোপা মামা, মা ও বাবার জন্য চা নিয়ে এল। তখন সুরুচিদেবী বলে উঠলেন, "এই যে শুনলাম, ওখানে এক সহকর্মীর সাথে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাকে বিয়ে করে ঐ প্রতিষ্ঠানের সহকারি বৈজ্ঞানিক হয়ে ওখানেই থেকে যাবে।" শুনে অনিমেশ বাবু বললেন, "হিংসাবশত ওর শত্রুরা ওর বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াচ্ছে। ওর প্রতিষ্ঠানের সব বৈজানিকরা ওর একগ্রতা, নিষ্ঠা, মেধা ও অধ্যবসায়ের প্রশংসায় মুখর। তোমরা কখনও এরূপ অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ো না। কথা প্রসঙ্গে সে একটি ঘটনার উল্লেখ করে জানালেন, "তিনি তার এক বড় শিল্পপতি বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। ঐ শিল্পপতি তার একমাত্র কন্যার সহিত ধ্রুবর সাথে সম্বন্ধের প্রস্তাব করে প্রিয়নাথবাবুর নিকট যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। আমি তার কথা শুনে তাকে জানিয়ে দিলাম যে আমার একমাত্র ভাগ্নির সহিত তাহার সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে। বন্ধুটি আমার কথা শুনে খুব হতাশ হলেন, সুতরাং গুজবে কান দিও না। বিভ্রান্তিকর খবর শুনে বিভ্রান্ত হয়ো না। তারপর লোপাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে মা?" "মোটামুটি চলছে মামা" উত্তর দিয়ে জানাল লোপা। তারপর সদানন্দবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ধ্রুব এলে একবার আমার সাথে আলাপ করিয়ে দিও।" "নিশ্চয় দেব" জানালেন সদানন্দবাবু। 'মা তোকে একবার যেতে বলেছে রুচি। মা খুব অক্ষেপ করে বলছিলেন যে রুচি আজকাল এদিকে একবারও আসে না। দু একদিনের মধ্যে সময় করে অবশ্যই লোপাকে নিয়ে যেতে ভুলবি না, বল্লেন অনিমেশবাবু।" তারপর সদানন্দবাবু মেনকাদেবীর লোপাকে একবার দেখার কথা বললেন, "এতে আপত্তির কি আছে একবার কেন যতবার খুশি দেখে যান।". "ওনাকে দেখে যেতে বলো একদিন" বলে অনিমেশ বাবু বাড়ী ফিরে গেলেন। তারপর সদানন্দবাবু মেনকা দেবীকে একদিন লোপাকে দেখে যেতে বল্লেন। মেনকাদেবী খুশী মনে রাজী হয়ে সদানন্দ বাবুকে জানিয়ে দিলেন যে একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করে তিনি তার দুই মেয়ে ও জামাইদের নিয়ে লোপামুদ্রাকে দেখতে আসবেন। দিন নির্দ্দিষ্ট করে মেনকাদেবী দুই মেয়ে, উমা ও কমলা আর দুই জামাই শিবশঙ্কর ও গৌতমকে নিয়ে লোপাকে দেখতে এলেন। ওদের সকলকে দেখে লোপার মনে আনন্দের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত লোপাকে দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। হাসি আর আনন্দে উদ্ভাসিত লোপার মুখ দেখে সকলে বিস্মিত ও আনন্দিত। 'মা' বলে লোপা মেনকাদেবীকে প্রণাম করলে মেনকাদেবী তাকে বুকে নিয়ে বললেন, "আমার বুকের আগুন ঠাণ্ডা হলো।

তারপর সকলের সহিত লোপার পরিচয় করিয়ে দিল। উমা সাথে সাথে লোপাকে জানিয়ে দিল "আমাকে সোনাদি বলে ডাকবে। আর তুমি আমাদের সোনাবোন।" বলে উমা একটু মুচকি হাসি হাসলো। কমলা জানাল তাকে ছোড়দি বলে ডাকবে। উমা ও লোপাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল ফুটে আছে। "বাড়ীতে টেলিফোন এসেছে। মাঝে মাঝে টেলিফোন করে যোগাযোগ রাখবে।" হাসতে হাসতে বলল উমা। "হ্যাঁ মা একদিন টেলিফোন করেছিলেন" জানাল লোপা। "তোমার ক্লাশ কেমন চলছে?" জানতে চায় উমা। "না, সোনাদি, আমি কিছুতেই মনযোগ দিতে পাচ্ছি না।" বলল লোপা। ওঘরে মেনকাদেবী কথা বলছিল সুরুচিদেবী ও সদানন্দবাবুর সাথে। সুরুচিদেবীর কথার জবাবে মেনকাদেবী তাকে জানালেন, "আমরা এরকম কোন খবর জানি না। কয়েকদিন আগে ধ্রুব চিঠিতে জানিয়েছে।" কবে বাড়ী আসবে পরে জানাবে। পড়াশুনার কাজ খুব ভালভাবে এগোচ্ছে। বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক সকলেই ওর কাজের খুব প্রশংসা করেন।" বাড়ী ফিরিবার সময়ে লোপার চোখের জল পুঁছিয়ে মেনকাদেবী বললেন, "সাবধানে থাকবে। মাঝে মাঝে টেলিফোন করে সব খবর আমাকে জানাবে। ধ্রুবের বাড়ী আসার খবর পেয়ে তোমাকে জানিয়ে দেব। লোকের কথায় কান দেবে না।" বলে মেনকাদেবী সুরুচিদেবী ও সদানন্দবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

শীলা নামে লোপার এক বন্ধু লোপার চেয়ে এক ক্লাশ উপরে পড়ত। বি. এ. পাশ করে রজত নামে এক যুবকের সহিত শীলার বিবাহ হয়েছিল। পিতা মাতার আপত্তি সত্ত্বেও রজত শীলাকে বিয়ে করার কারণে তাকে বাড়ী ছেড়ে একটি ভাড়া বাড়ীতে শীলাকে নিয়ে বাস করতো। রজত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি উচ্চপদে চাকুরি করিত। স্বচ্ছলতার মধ্যে নবদম্পতীর দিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটছিল। রজত অফিসে চলে যাওয়ার পর শীলাকে সাথি-সঙ্গি বিহীন ঘরে একা দিন কাটাতে হ'তো। এভাবে একঘেয়ে জীবন ওর ভাল লাগছিল না। সে ঘরে বসে দেখতো ওর সমবয়সি বিবাহিতা ও অবিবাহিতা তরুণীরা নিত্য নতুন শাড়ি পরে সেজে গুজে অফিসে চাকুরি করতে যায় এবং বাড়ী ফেরে। বিকেলে রজত অফিস থেকে বাড়ী ফিরলেই কেবল ওর একঘেয়েমির ভাব কেটে যেত এবং রজতের সাথে বেড়াতে যেত। এভাবে প্রায় একবছর বাস করার পর শীলার এরকম জীবন আর ভাল লাগছিল না। তার কাছে ইহা জীবন-হীন জীবন বলে মনে হোতো। একদিন হঠাৎ সে তার মনের ইচ্ছা রজতকে জানাল, যে সেও চাকুরি করবে। রজতের একার আয় দ্বারা সংসারের যাবতীয় খরচ

মিটিয়ে সে তার মনের সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে পাচ্ছে না। দুজনের মিলিত আয় দ্বারা তারা আরও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করতেও পারবে। তার উপর একা ঘরে বসে কাটান জীবন তার ভাল লাগছে না। শীলা মনে করে চাকুরি করলে তার জীবনের একঘেয়েমি দূর হবে। "তুমি আমার জন্য একটি চাকুরির সন্ধান ক'রে দেও।" বলে শীলা রজতের দিকে তাকিয়ে থাকে। শীলার কথা শুনে রজত বিব্রত হয়ে বলল, "কোথা থেকে এরূপ অশুভ বুদ্ধি ও অজ্ঞানতা তোমাকে আশ্রয় ক'রলো শীলা? আমি তোমার কথার মর্ম কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা শীলা। তুমি যাদের প্রতিদিন চাকুরি করতে যেতে দেখ, তারা অভাবের তাড়নায় চাকুরী করতে বাধ্য হয় শীলা। আজ দূর থেকে তুমি যাদের জীবন সুন্দর ও মনোরম বলে মনে কর, তাদের নিকটে গিয়ে দেখলে তোমার এ মোহ দূর হবে শীলা। তুমি আজ মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাকে সুন্দর বলে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কচ্ছ, তাহাই তোমার একদিন পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং যা পেয়েছ তাকে নিয়ে সুখী হও শীলা। এরূপ কামনা বাসনার শিকার হয়ে আমাদের সুখের সংসারে অশান্তির আগুন ডেকে এনো না। স্থির হয়ে চিন্তা কর। তুমি যাহা করতে চাও, তাহা কি আমাদের জীবনে শুভ না অশুভ?" বলে রজত চুপ করে গেল। শীলা রজতের কথা শুনে বলল, "তুমি শুধু ভয় পাচ্ছ। এই যে সমস্ত মেয়েরা চাকুরি করতে যায়, তারা কি তাদের অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাকুরি করিতে যায়?" "দেখ জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় আমি যাহা বুঝেছি, তাতে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যদি কোন নারী সুখের সন্ধানে ঘর ছেড়ে সখের চাকুরি করতে বাইরে যায়, তবে সে পরিবারে কোনদিন সুখ শান্তি থাকিতে পারে না।" রজতের কথা শুনে শীলা বলে, "আমি সখ করে চাকুরি করতে চাইনা। আমি চাই ভবিষ্যতের প্রয়োজন মনে করে। আজ আমরা দুজন আছি। আমাদের সংসার একদিন বড় হবে এবং খরচও বৃদ্ধি পাবে। তাই এখন আমি যদি কিছু আয় করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারি, এতে দোষের কি আছে? আমি বুঝতে পাচ্ছি না।" বলে শীলা চুপ করে থাকে। ইহার পর থেকে শীলা নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা দেখে যাচ্ছে, যদি কোন চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে। একদিন তপনের দেওয়া একটি চাকুরির বিজ্ঞাপন তার চোখে পড়ল। ইতিমধ্যে একজন বিবাহিতা গ্রাজুয়েট মহিলা চেয়ে তপনের বিজ্ঞাপন দেখে শীলা রজতের অনুমতি চাইল। রজত বলল, "আমি তোমাকে যা বলার বলেছি।

তোমার যেরকম অভিরুচি, এখন তুমি তাহা করিতে পার। তারপর দিন নির্দিষ্ট সময় শীলা তপনের নতুন কারখানায় উপস্থিত হোলো। গিয়ে দেখে যে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা প্রার্থী ইতিমধ্যে ওখানে উপস্থিত হয়েছেন। শীলাও একপাশে চুপ করে বসে রইল। তপন কুমার ঠিক সময়ে এসে পরপর প্রার্থীদের **Interview** নিল। শীলা এবং আর দুজন পুরুষকে রেখে বাকি সকলকে যেতে বলে দিল। তিনজনকে তাদের কাজ জানিয়ে তপন তাদের পরদিন প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য দুটোর সময় আসতে বলে দিল। শীলা খুব আনন্দের সহিত বাড়ী ফিরে এল। একবারেই যে সে মনোনিত হবে তাহা সে কল্পনাও করতে পারে নি। রজত বাড়ী ফিরলে শীলা তার চাকুরীর কথা জানাল এবং কাল থেকে দুটোর সময় গিয়ে পনেরো দিন সে প্রশিক্ষণ নেবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিদিন দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত অফিসে কাজ করবে। তারপর দিন ঠিক দুটোর সময় শীলা অফিসে হাজিরা দিল। তখনও তপন আসেনি, কিছু সময় পর তপন এসে শীলাকে তাহার কাজ সব বুঝিয়ে দিল। তিন ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিয়ে শীলা বাড়ী ফিরে গেল। প্রথমদিন তার ভালই লাগলো। শীলা প্রশিক্ষণ শেষ করে সে তার কার্য্যভার গ্রহণ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তপনের বিশ্বাসি ও আস্থাভাজন সহকারি হ'য়ে উঠলো। ক্রমে তপন তার প্রতিষ্ঠানটির সব দায়িত্ব শীলার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লো। শীলা তার দায়িত্ব নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত পালন করে যাচ্ছিল। তপনের অমায়িক ব্যবহারে শীলা খুবই সন্তুস্ট। তপন একজন শিল্পপতির পুত্র ও নিজে একজন বিলাত ফেরত এন্‌জিনিয়ার। এ সব ভেবে শীলা তপনের স্বভাবের খুব প্রশংসা করতো। কিন্তু তপন তার পদমর্য্যাদা সম্পর্কে সদা সচেতন ছিল। একদিন অফিস ছুটি হওয়ার কয়েক মিনিট আগে শীলাকে তপন তার বাগান বাড়ীর ফটো কালচার ইউনিটে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলো। বাড়ী ফিরতে দেরী হ'য়ে যাবে, এ ভয়ে শীলা আপত্তি করলে তপন শীলাকে তার বাড়ীর কাছে নামিয়ে দেবে বলে শীলাকে তার পাশে বসতে বলল। শীলার আপত্তি অগ্রাহ্য করে তপন তাকে তার পাশে বসিয়ে বাগান বাড়ীতে নিয়া গেল। বাগান বাড়ী পেঁছে তপন শীলাকে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করতে বললে শীলার মনে সন্দেহ হ'লো এবং সে তপনকে বলল যে ইতিমধ্যে তার অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভেতরে গেলে আরও অনেক দেরী হবে মনে করে সে বাগান বাড়ীর ভেতরে না গিয়ে বাড়ীর দিকে হেঁটে যাওয়ার স্থির করল। অগত্যা তপন আর বাড়ীর ভেতর না গিয়ে শীলাকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। পথে শীলাকে নামিয়ে দিয়ে তপন বাড়ী ফিরলো।

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফেরার পথে শীলা মনে ভাবছে, যে এভাবে তপনকে অবজ্ঞা করা তার উচিত হয় নি। সর্বোপরি সে আমার নিয়োগ কর্ত্তা। কি জানি কার মনে কি আছে। ভেতরে না গিয়ে সে উচিত কাজই করেছে। তপনের সহিত গাড়িতে বাড়ী ফেরার সময় তপনের ফটো তোলার নেশা ও ইহার বিভিন্ন কলাকৌশলের কথা তপন আগ্রহের সহিত শীলাকে বলছিল। শীলা এ সব কথায় কোন উৎসাহ দেখায় নি বটে কিন্তু সে খুব চিন্তিত হ'লো। এরকম ভাবতে ভাবতে সে বাড়ীর সম্মুখে এসে. গেল। বাড়ী গিয়ে দেখে যে রজত ইতিমধ্যে বাড়ী ফিরেছে। শীলার এত দেরী হওয়ার কারণ জানতে চাইলে শীলা রজতকে জানাল যে মালিক তার ফটো কালচার ইউনিট দেখানর জন্য তাকে গাড়ী করে নিয়েছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বে সে গেলে তাকে মালিক বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যেতে চাইলে, না গিয়ে সে যখন হেটে বাড়ী ফিরছিল তখন মালিক তার গাড়ীতে করে পথে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। এ কারণ আসতে দেরী হ'য়েছে।" শীলার কথা শুনে রজত বলে, "দেখ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতে হ'লে নিজের পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে কোন বিচার থাকে না। মালিককে সন্তুষ্ট রাখাই কর্মচারিদের একমাত্র কর্তব্য।" বলে রজত বেরিয়ে গেল। "কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও আমিও যাব" এ কথা বলার সাহস শীলা হারিয়ে ফেলেছে। রজতের কাছে সে কোন আবদার করার অধিকার এর মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে বলে তার মনে হচ্ছে। কাছে থেকেও যেন একজন আর একজন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। শীলা এরূপ জীবনে অভ্যস্ত হ'য়েছে। কিন্তু রজতের কাছে যে ঘরে একদিন স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দ বিরাজ ক'রতো তাহার কাছে সে ঘর হয়েছে দূষিত ও বিষময়। প্রেম. প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন টুটে এখন ছিন্ন পত্রের বন্ধন, শুধু ছিঁড়ে যাওয়ার প্রতিক্ষায় আছে। তাই অফিস থেকে বাড়ী ফিরে সে এক মুহূর্তও বাড়ীতে টিকতে পারে না। শীলাকে সে ভালবাসতো, তাই পিতামাতা, ও স্বজন ত্যাগ করে শীলাকে বিয়ে করে সে আলাদা ঘর ভাড়া করে ঘর বাধতে দ্বিধা করে নি। সেই শীলার এরকম নৈতিক পরিবর্তন হবে, সে কল্পনাও করতে পারে নি। সে হারিয়েছে তার মনের শান্তি, হারিয়েছে তার জীবনের আনন্দ। বিভ্রান্ত রজত শান্তির আশায় চারিদিক অন্ধের মত ঘুরে বেড়ায়। নেমে এল একটি নবদম্পতীর ঘরে ঘন কালো মেঘের ছায়া। যে কোন মুহূর্তেই ঝড় উঠে সব উড়িয়ে নিতে পারে! তারপর দিন শীলা বেশ সন্দিগ্ধ চিত্তে অফিসে গেল। তপন স্বাভাবিক মত শীলার সহিত কথা বলছে দেখে শীলার ভয় মন থেকে

কেটে গেল। সে ঠিক পাঁচটার সময় অফিস থেকে বাড়ী ফিরে এল। সে তপনকে একজন ধনবান, গুণবান ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবক বলে মনে করে থাকে। তপনের গুণ যোগ্যতার কথা চিন্তা করতে করতে তপনের প্রতি শীলার অনুরাগ হওয়াই স্বাভাবিক।

এই রহস্যময় জগতে আশাই কেবল মানুষের জীবন পথের একমাত্র সাথি। আশাকে সাথি করে মানুষ পাড়ি দিচ্ছে কত দুস্তর পাথার পর্বত, মরু প্রান্তর ও নদী সাগর। আবার আশার ছলনায় ভুলে ভুগছে কত দুঃখ কষ্ট ক্লেশ ও যাতনা। আশা কখনও মনের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে উদয় হয়ে পর মুহূর্তে বাতাসে ভেসে যায়। তবুও মানুষ আশাকে ত্যাগ করতে পারে না। আশা নিয়েই সে বাস করে, সে রঙ্গে বশে জীবন স্বপ্ন রচনা করে। লোপা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। কবে তাহার মনের মানুষ ধ্রুব এক মাসের ছুটিতে বাড়ী আসবে? কখনও আশায় তার মন নেচে ওঠে আবার পর মুহূর্তে তার আশা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। যখন ধ্রুব বাড়ী আসবে তখন তার কলেজ থাকবে। তার উপর বাবার সাথে এখন সে কলেজ থেকে বাড়ী ফেরে। তবে কখন এবং কি উপায় সে ধ্রুবর সাথে মিলিত হবে? এই সমস্যার সমাধান সে কি উপায় করবে? সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। যখনই ওর মন কোন কারণে বিষাদ হয় তখন মা মেনকাদেবীর সহিত ফোনে কথা বলার জন্য ওর হৃদয় ব্যকুল হয়ে ওঠে। কারখানার প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মা বেরিয়ে গেলে লোপা মা মেনকাদেবীকে ফোন করলো। ওদিক দিয়ে মা'র কণ্ঠস্বর শুনে লোপা বলে ওঠে, মা আমি লোপা কথা বলছি মা। অনেকদিন তোমার সাথে কথা বলতে না পারার জন্য মন খুব চঞ্চল ও অধীর মা। তুমি কেমন আছ মা?" শুনে মেনকাদেবী বললেন, আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? সব সময় কেবল তোমার কথাই মনে পড়ে। তুমি আজ কলেজে যাবে না। তোমার মা আছেন?" মেনকাদেবীর কথা শুনে লোপা বলল, "না মা। মা একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই কলেজে যাব মা। তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না মা। আমি তোমার আশীর্বাদে ভাল আছি। সুযোগ পেলেই ফোন করবো। সোনাদি ও ছোড়দিকে অনেকদিন ফোন করার সুযোগ পাইনি। ওরা সব ভাল আছে মা?" "হ্যাঁ সব ভাল আছে। গতকাল ধ্রুবর চিঠি পেয়েছি। ভাল আছে। কবে আসবে সে তাহা বলতে পারে নি। সাবধানে থাকবে। মা ও বাবাকে আমার নমস্কার জানিও।" বলে মেনকাদেবী ফোন ছেড়ে দিলেন। তারপর সবকাজ কর্ম

সেরে লোপা আইমাকে নিয়ে কলেজে গেল। কলেজ থেকে ফিরে বাবাকে মেনকাদেবীর টেলিফোনের কথা বলে আইমাকে নিয়ে কিছু জিনিষপত্র কিনতে বাজারে গেল। পথে হঠাৎ শীলার সাথে সাক্ষাত। শীলা তখন অফিস থেকে বাড়ী ফিরছিল। লোপাকে দেখে শীলা বলল, "অনেকদিন পরে দেখা, কেমন আছ লোপা?" লোপা জবাব দিয়ে বলল, "ভাল আছি। তুমি কেমন আছ শীলা?" "আমি ভাল আছি। অফিস থেকে বাড়ী ফিরছি। তারপর তোর মনের মানুষের সাক্ষাত পেলি।" হাসতে হাসতে বলল শীলা। শুনে লোপা বলল, "চল একটু কোথাও গিয়ে বসে কথা বলি।" লোপার কথা শুনে শীলা বলল, "না রে ভাই, দেরী হয়ে যাবে। চাকুরি নেওয়ার পর থেকে আমাদের মধ্যে বড়ই অশান্তি চলছে।" "কবে তোদের বিয়ে হ'য়েছে? আমাকে জানাও নি। যাক শুনে খুব খুশি হ'লাম। আমি তোদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি। চাকুরি কচ্ছিস কেন? তোকে চাকুরিতে যেতে অনুমতি দিয়েছেন?" শুনে শীলা বলল, "না আমি জোর করে চাকুরি নিয়েছি।" শুনে লোপা বলল, "কাজটা কি ভাল করেছিস?" "না আমি একটু স্বাধীন হ'য়ে থাকতে পছন্দ করি লোপা।" শীলার কথা শুনে লোপা বলল, "স্বাধীন ও পরাধীনের কি কোন মাপকাঠি আছে শীলা? তবে আমরা একটাকে বাছাই করতে পারতাম। তাহা যখন নেই তখন লোকাচার মেনে চলাই ভাল বলে আমি মনে করি শীলা। তবে ইহা মানা না মানার স্বাধীনতা আমাদের আছে। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সব কিছুর উপরে শীলা। সুতরাং সময় থাকতে একটু ভেবে দেখিস শীলা।" লোপার কথা শুনে শীলা বলল, সে রকম কিছু বুঝলে চাকুরি ছেড়ে দেব। শুনে লোপা বল্‌ল, তখন খুব দেরী হয়ে যাবে না ত? শীলা কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল।" তারপর তোর মনের মানুষের দেখা পেয়েছ? পেয়েছি, উত্তর দিল লোপা। শীলা জানতে চাইল "কি করেন এবং কোথায় আছেন?" জানতে চাইল শীলা, 'আমেরিকায় পি. এইচ্. ডি. কচ্ছেন।" শুনে লোপা বল্‌ল্, "বেশ ভাল, শুনে খুব খুশি হ'লাম লোপা, কবে ফিরবে?" শুনে লোপা জানাল, "এক মাসের ছুটি পেয়ে শীঘ্রই আসবে।" কেমন দেখতে? জানতে চাইলে লোপা উত্তর দিয়ে বলল, "তা তোরা দেখে বলবি।" লোপার কথা শুনে শীলা হাসতে হাসতে বলল দেখিস শুভ কাজের সময় খবর দিতে ভুলবি না।" তাহা এখনও ঠিক হয়নি।' যখন হবে, নিশ্চয় খবর পাবি।' জানাল লোপা, "আচ্ছা এখন চলি বলে শীলা বাড়ী ফিরে গেল। রজত তখনও বাড়ী ফেরেনি। সাধারণতঃ শীলার বাড়ী ফেরার পূর্বে রজত বাড়ী ফেরে কিন্তু আজকাল সে প্রায়ই দেরী করে বাড়ী ফেরে। যখন রজত বাড়ী ফিরলো

তখন প্রায় রাত ন'টা। দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর শীলা রজতকে বলল, "আজ আমার এক বন্ধুর সাথে অনেকদিন পর সাক্ষাত হলো। অপূর্ব দেখতে। এখনও বিয়ে হয় নি। চল একদিন ওদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি।" "আমার সময় হবে না", বলে রজত চুপ করে রইল। "আজকাল তুমি প্রায়ই দেরী ক'রে বাড়ী ফের। একদিনও একটু বেড়াতে যেতে পারি না।" শীলার কথা শুনে রজত তীক্ষ্ম কণ্ঠে জবাব দিল, সারাদিনই বেড়াও, আরও তোমার বেড়াতে ইচ্ছা করে!" রজতের রুক্ষ কথা শুনে শীলা তবু রজতকে বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে যাওয়ার কথা বললে রজত শীলাকে বলল, আমার বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা নেই। তুমি কাউকে নিয়ে বেড়িয়ে আসতে পার।" আজকাল রজতের কথা সুঁচের মত শীলার কানে বিঁধছে। রজত যে ওর চাকুরিতে মোটেই খুসী নয়, সে কথা শীলা বুঝেও বুঝতে পাচ্ছে না। শীলা সময় মত অফিসে যায় এবং সময় মত অফিস থেকে বাড়ী ফেরে। তৎসত্বেও রজত শীলার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। শীলা অফিসে গেলে তপন শীলার কাছে কম আসতো। কিন্তু সে দূর থেকে শীলার গতি-প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে। তপনের এরূপ নিস্পৃহতা দেখে শীলা বেশ অস্বস্তি বোধ করতো। একদিন শীলা তপনকে প্রশ্ন ক'রল, আজকাল আপনি আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চান ব'লে মনে হচ্ছে।" উত্তরে তপন বলল, "না না সে রকম কোন মনোবৃত্তি আমার নেই, তবে কি জানো, কারখানার কাজ কর্ম শেষ করে এখানে এসে এখানকার কাজ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তাই একটু বিশ্রাম নেই। তপনের কথা শুনে হঠাৎ শীলা প্রশ্ন করে, 'আপনি একজন ধনী শিল্পপতি ও এন্‌জিনিয়ার। কিন্তু এখনও বিয়ে করেন নি কেন? আপনার কিছুরই অভাব নেই। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমি একটি সুপাত্রীর খবর দিতে পারি।" "না ধন্যবাদ" জানিয়ে তপন বলল, "চলুন আপনাকে পথে নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী যাব। তপনের কথা শুনে শীলা এক সমস্যায় পড়ল। সে ঠিক করতে পাচ্ছে না সে তপনকে কি উত্তর দিবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। তপন এসে শীলাকে সামনের সীটে বসতে বললে শীলা হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'না ঐ সিট আপনার অনাগতার জন্য সংরক্ষিত। ওখানে আমার বসার কোন অধিকার নেই। বুঝলেন স্যার।' বলে শীলা আবার হাসতে থাকে। অবশেষে দ্রুতগতিতে গাড়ী চালিয়ে শীলাকে পথে নামিয়ে দিয়ে তপন চলে গেল। শীলা খুব খুশি মনে বাড়ী ঢুকে দেখে রজত তখনও বাড়ী ফেরেনি। ঘরের দরজায় তখনও তালা লাগান। শিলা বিষণ্ণ চিত্তে ঘরে প্রবেশ করে চুপ করে বসে আছে। ইতিমধ্যে রজত বাড়ী ফিরে সে তার করণীয়

কাজ করতে থাকে। কোন কথা নেই দুজনার মধ্যে। নীরবতা ভঙ্গ করে রজত জানাল যে সে রাতে খাবে না। শুনে শীলা বলে ওঠে, 'আমিও খাব না। আমি খেয়ে এসেছি।' তারপর শীলা রজতকে বলতে থাকে, 'দেখ আমি কি এমন অপরাধ করেছি যে তুমি আমার সাথে কথা পর্যন্ত বল না। অনেকেই চাকুরি করে। আমিও নয় সখ করে চাকুরি কচ্ছি। যখনই কোন অসুবিধা দেখবো, চাকুরি ছেড়ে দেব। সারা দিন ঘরের মধ্যে একা ভাল লাগতো না, তাই চাকুরি নিয়েছি। এখন দুপুরটাও ভাল ভাবে কাটে আর আমার মনও প্রফুল্ল থাকে। কেন যে তুমি আমার উপর এত রাগ করে আছ, আমি বুঝতে পারি না। চল খেয়ে নি, "বলে রজতকে টেনে তুলে দুজনে খেতে বসল। তারপর দিন শীলা অফিসে গিয়ে দেখে, তপন বসে আছে। তপনকে নমস্কার জানিয়ে শীলা তাকে বলল, 'আজ আপনাকে এত সকালে দেখে খুব খুশী। তপন কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। 'ভাবছি ফটো কালচর ইউনিট বন্ধ করে দেব। খুব লোকসান হচ্ছে। উপযুক্ত পুরুষ মহিলা প্রার্থীর অভাবে ফটোগ্রাফির কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। যদি আপনারা মাসে তিনটি করে আপনাদের ফটো নেওয়ার অনুমতি দেন, তবেই কেবল এই ইউনিট চালু রাখা সম্ভব হবে।" তপনের এরূপ প্রস্তাব শুনে শীলা কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে থাকে। তপন তারপর একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সকলের মতামত জানতে চাইলে কেবল তিনজন পুরুষ ও দুজন মহিলা কর্মী ব্যতিত কেহই তপনের প্রস্তাবে রাজী হোলো না। শীলা প্রস্তাবের জবাবে কিছু না বলে চুপ করে রইল, যারা প্রস্তাবে রাজী হয়নি, তপন দুঃখের সহিত তাদের জানিয়ে দিল যে তাদের আর এ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন হবে না। এভাবে শীলার সখের চাকুরির জবাব শুনে শীলা হাসি মুখে বাড়ী প্রবেশ করলো। সে আশা করছিল যে খবর শুনে রজত নিশ্চয় খুব খুশি হবে। কিন্তু রজতের কাছ থেকে কোন উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া না পেয়ে শীলা ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলল "তুমি কি চাও যে আমার ফটো নেওয়ার অনুমতি দিয়ে আমি চাকুরিতে বহাল থাকি।" 'ও বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেবল তোমারই আছে।' আর তুমি চাকুরি করবে কি করবে না, তারও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তোমার। আমার নেই শীলা, জানালা রজত। 'কেন তোমার মতামত চাওয়ার অধিকার কি আমার নেই। আমি কি তোমার কেউ নই।" বলে শীলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। "একদিন আমার সে অধিকার ছিল, এখন আছে কি-না, সে বিষয় সন্দেহ আছে।" রজতের কথা শুনে শীলা দুঃখের সহিত রজতকে বলল, 'বেশ তুমি তোমার সন্দেহ নিয়ে থাক, আমি কাল গিয়ে আমার ফটো নিয়ে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়ে চাকুরী নেব।' বলে শীলা ক্ষোভে ও দুঃখে চুপ করে ব'সে থাকে, সে

ভাবতেও শিহরিয়া উঠে যে ওর বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ফটো তোলে এবং সেগুলি তপন বাজারে বিক্রয় করবে আর প্রদর্শনীর জন্য শোরুমে সাজিয়ে রাখবে। অতয়েব শীলা আর তপনের প্রতিষ্ঠানে গেল না। কিন্তু সে চাকুরির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারলো না। রজত বেরিয়ে গেল সেপ চাকুরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত। একবার চাকুরি করার সাধ পেলে, খুব কম মেয়েই সে নেশা ত্যাগ করতে পারে। শীলারও মনের অবস্থা তদ্রূপ হয়েছে। তার আর আগের মতে দুপুরে একা থাকতে ভাল লাগে না। তাই সে চাকুরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে থাকে। একটি কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সচিবের কাজ সে পেয়েছিল। পদটি গ্রহন করার তার খুব ইচ্ছাও হয়েছিল। কিন্তু রজতের মনোভাব দেখে সে রজতকে তার চাকুরীর কথা বলতে সাহস পেল না। অথচ প্রচুর টাকার লোভ সে ত্যাগ করতে পারল না। প্রথম প্রথম বেশ ভাল ভাবে কিছুদিন কাজ করল। তারপর একদিন শীলাকে কর্মকর্তার সহিত একটি সভায় যাওয়ার কথা বললে, শীলা তার অক্ষমতার কথা জানালে কর্মকর্তা শীলাকে বলল "আমার ব্যক্তিগত সচিব হয়ে কাজ করলে আপনাকে আমার সাথে প্রায়ই সভায় যোগদান করতে হবে। যদি এতে আপনার কোন আপত্তি থাকে তবে কালকের থেকে আপনার চাকুরীতে আসার প্রয়োজন নাই। শীলা কোন কথা না বলে চাকুরি ত্যাগ করে বাড়ী ফিরে রজতকে ঘটনা জানিয়ে বলল, সে আর চাকুরি করবে না, চাকুরির জন্য সে তার আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারবে না। খবর শুনে রজত খুব খুশী।

লোপা কিছুদিন পরে মেনকাদেবী কেমন আছেন জানার জন্য ফোন করল। মেনকাদেবী ভাল আছেন জানিয়ে তিনি লোপাকে জানাল কবে ধ্রুব একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী ফিরবে। ধ্রুব ভাল আছে বলে তিনি লোপাকে জানালেন। ধ্রুবর আসার খবর জেনে লোপা সোনাদি ও ছোড়দির সাথেও ফোনে কথা ব'লে সব খবরাখবর সংগ্রহ করলো। কারখানার প্রতিষ্ঠাদিবস শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। বাবা এখন খুব ব্যস্ত। অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ সোনাদি ও ছোড়দিকে জানাবে কি না, সে তাহা ঠিক জানে না। আমন্ত্রণ জানালে লোপা খুশি হ'তো। তার মা সুরুচিদেবী এর মধ্যে গিয়ে রেবাদেবী ও তপনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন। উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তপনের আন্তরিক আগ্রহ ও চেষ্টা দেখে সকলেই খুশি। তপন প্রধান কর্ম-কর্তা ও বন্ধু দেবেশকে নিয়ে অনলস কাজ করে যাচ্ছে দেখে, সুরুচিদেবী তপনের প্রশংসায় মুখর। এ কারণ নির্দ্ধিধায় তপনও বাড়ী প্রবেশ ক'রতো এবং লোপার সাথে কথা বলার সুযোগ পেত। এভাবে কারণে অকারণে তপন বাড়ী আসে দেখে লোপা

সব সময় আইমাকে নিয়ে ঘরে বসে থাকতো। লোপা দৈবাৎ ঘরে থেকে কখনও বেরোলে তপনের সাথে স্বল্পক্ষণ কথা বলে নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাকতো। মা সুরুচিদেবী সদানন্দবাবুকে ব্যস্ত দেখে তপন একদিন লোপাকে কলেজ থেকে বাড়ী আনার প্রস্তাব করলে সদানন্দবাবু সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। এ কথা আইমার কাছ থেকে শুনে লোপা ভয় পেয়ে ভাবে মা'র কি ইচ্ছা! মা কি চান, বাবা আমাকে তপনের হাতে তুলে দিন। তাই যদি মা'র ইচ্ছা, তবে তিনি বাবাকে সে কথা বললেই ত পারেন। সে আর এত যাতনা সহ্য করতে পারে না। কতদিন সে এই অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা বহন ক'রে বেড়াবে। প্রতিমুহূর্তে ঘরে এবং বাইরে তাকে আশংকা এবং উদ্বেগে দিন কাটাতে হচ্ছে। কান্নায় তার চোখে জল আসে। ইহা গভীর দুঃখের বিষয় যে কোন মা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তার মেয়ের জীবনের সুখ শান্তির প্রতি এরূপ উদাসীন হ'তে পারে? মার অভিসন্ধি হ'লো তাকে ধ্রুবর হাত থেকে সরিয়ে এনে তপনের হাতে তুলে দেওয়া। মা'র এরূপ অভিসন্ধি বুঝতে পেরে লোপা মনে মনে ঠিক করলো, যেভাবেই হোক সে মা ও তপনের কাছ থেকে সব সময় দূরে থাকবে। সদানন্দবাবু তার স্ত্রীর এরূপ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা অবগত থেকেও লোকলজ্জার ভয়ে চুপ করে রইলেন। কারখানার অনেকেই তপনের এরূপ অনাবশ্যক সব কাজে হস্তক্ষেপ দেখে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রতো। কিন্তু তপন তার বন্ধু দেবেশ ও প্রধান কর্মকর্তার সহযোগিতায় সব কাজকর্মের তদারকি ও প্রয়োজনমত নির্দেশ দিতে ত্রুটি ক'রছিল না। লোপা জানতো না যে বাবা সোনাদি ও ছোড়দিকে আমন্ত্রণ করে এসেছেন। উৎসবের দিন সকালে উমা লোপাকে টেলিফোন করে জানাল, যে সে এবং কমলা মাকে নিয়ে বিকেলে ওদের বাড়ী আসবে এবং সকালে এক সাথে অনুষ্ঠানে যাবে। সোনাদির কথা শুনে লোপা বিস্মিত ও আনন্দিত হোলো। সোনাদিকে একটু দাঁড়াতে বলে মাকে ডেকে আনতে গেল লোপা। মা নেই দেখে সে এসে সোনাদিকে বলল, "মা নেই সোনাদি। আমি মাকে বলবো। আমি তোমাদের অপেক্ষায় থাকবো সোনাদি। তোমরা এলেই আমি যাব।" বলে ফোন ছেড়ে দিল। লোপার মন থেকে ভয় কেটে গেল। সে মনের আনন্দে গান করতে ছিল। সুরুচিদেবী এলে সোনাদির টেলিফোনের কথা মাকে বললে সুরুচিদেবী তাকে বলল যে সে আগেই যাবে আর তার ইচ্ছা যে লোপাও তার সাথে যায়। মা'র কথা শুনে লোপা বলে, তারা আসবেন আমাদের সাথে একত্র হয়ে যাওয়ার জন্য। আর আমরা তাদের এখানে ফেলে রেখে চলে যাব। তা কি করে

সম্ভব হয় মা? "আমরা সকলে এক সাথে যাব।" শুনে সুরুচিদেবী বললেন, "না আমি আগেই চলে যাব।" "বেশ তুমি তাই যেও আমি ওনাদের জন্য অপেক্ষা করে একসাথে যাব।" "বেশ তোমার অভিরুচি।" বললেন সুরুচিদেবী। মেনকাদেবীর আসার পূর্বেই সুরুচিদেবী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক পাঁচটার সময় শিবশঙ্কর প্রিয়নাথবাবুকে নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। আর গৌতম সকলকে নিয়ে লোপাদের বাড়ী এসে লোপাকে নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেল। মেনকাদেবী ও লোপার মনে আনন্দ আর ধরে না। বহু বিখ্যাত শিল্পীরা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিলেন। ইহা ছাড়া ধনী শিল্পপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশন করার পর উমা ও কমলা সঙ্গীত পরিবেশন করলো। সকলেই ওদের করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করার পর লোপামুদ্রা পর পর দুখানা সঙ্গীত পরিবেশন করার পর আগুন আগুন বলে চেঁচামেচি শুনে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা সকলে ঘটনাস্থলের দিকে গিয়ে আগুন আয়ত্তে আনলো। তখন দূর থেকে দুষ্কৃতকারীরা ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। উপস্থিত পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে দুষ্কৃত-কারীরা পালিয়ে গেল। এরূপ পরিস্থিতির জন্য পরিচালকবর্গ প্রস্তুত ছিলেন না। তাই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন। মেনকাদেবী উমা, কমলাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। সুরুচিদেবী তখন মেনকাদেবীর সাথে না গিয়ে অনেক পরে গেলেন। লোপা বাবা ও মা'র সাথে পরে বাড়ী ফিরতে চাইলে সদানন্দবাবু তাদের যাওয়ায় বিলম্ব হ'তে পারে বলে লোপাকেও মেনকাদেবীর সাথে যেতে বললেন। লোপাকে বাড়ীতে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে মেনকাদেবী বাড়ী ফিরলেন। সুরুচিদেবীর মনোভাব লক্ষ্য করে মেনকাদেবী খুবই শঙ্কিত হ'লেন। বাড়ীতে ফিরে মেনকাদেবী তার অভিজ্ঞতা প্রিয়নাথবাবুকে জানিয়ে শুভকাজ ত্বরা ফিরলে করা সম্ভব কি না, সে বিষয়ে তার অভিমত জানতে চাইলেন। প্রিয়নাথবাবু শুনে বললেন, সদানন্দবাবুর সাথে এ নিয়ে কথা বললে তার অভিমত জানা যেত। কিন্তু তিনি কি এখন তার প্রস্তাব পরিবর্তন করবেন? নতুন প্রস্তাব শুনে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়াও হ'তে পারে। তার চেয়ে বরং যেভাবে আছে তাহাই চলা উচিত বলে আমি মনে করি। যদি ওনাদের কাছ থেকে সেরকম কোন প্রস্তাব আসে, তখনই কেবল বিবেচনা করা যেতে পারে।" মেনকাদেবী তার মত সমর্থন করে বললেন, "ওদিকে লোপা সর্বদা ভয় ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যখন তখন ওর কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে। আমি এখন খুবই অসহায়। আমি কি ক'রবো

কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছি না। আমি আমার মনকে আর কোন প্রকারেই স্থির রাখতে পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত কি ঘটে পরমেশ্বরই জানেন। দুঃখে ভারাক্রান্ত মনে চুপ করে বসে আছেন এমন সময় ধ্রুবর চিঠি এল। ধ্রুব মাকে জানিয়েছে যে আর সাত দিন পরে সে বাড়ী ফিরছে। লোপার দুঃখের কথা ধ্রুবর বাড়ী আসার আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে। মেনকাদেবী ভুলতে পারেন না লোপার অশ্রুসিক্ত মুখের করুণ দৃষ্টি। তার মনে হচ্ছে যেন লোপা করুণ আবেদনে জানাচ্ছে, মা আমাকে উদ্ধার কর মা। আমি এখানে অসহায়ের মত দিন কাটাচ্ছি। ধ্রুব সদানন্দবাবুকেও তার আসার তারিখ জানিয়েছিল। চিঠি পেয়েই লোপা ধ্রুবকে চিঠি দিয়েছিল। সে ধ্রুবকে কোন সময় তার ভয় ও উৎকণ্ঠার কথা জানায়নি। জানিয়েছিল সে প্রতিষ্ঠাদিবসে মায়ের সাথে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল আর জানিয়েছিল কবে কোথায় এবং কখন ধ্রুব বাড়ী ফিরে তার সাথে মিলিত হবে। লোপার সংক্ষিপ্ত চিঠি দেখে ধ্রুব লোপার মানসিক অবস্থা অনুভব করে নেয়। লোপার চিঠি ধ্রুব পেল রওনা হওয়ার আগের দিন। প্লেন থেকে নেমে মা'র বিষণ্ণ মুখ দেখে ধ্রুব কাতর হয়ে পড়ে কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলো না। তারপর চারিদিকে তাকায় লোপাকে দেখার আশায়। "মা তোমাকে খুব বিষণ্ণ লাগছে। কি সব ভাল ত মা?" জিজ্ঞেস করলো ধ্রুব। "হ্যাঁ সব ভাল আছে বাবা" উত্তর দিলেন মেনকাদেবী। তারপর ধ্রুব সদানন্দবাবুর সাথে দরকারি কথা বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকলের সাথে বাড়ী ফিরল। ইতিমধ্যে সান্তনু একটি চাকুরী নিয়ে বাইরে আছে বলে ধ্রুবর সাথে দেখা করতে এয়ারপোর্টে আসতে পারেনি। প্রবীর এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিল। প্রবীর পরে দেখা ক'রবে বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে ধ্রুব মা'র ওরকম বিষণ্ণতার কারণ জানতে চেয়ে ধ্রুব বলল, "মা আমার মন চঞ্চল। তোমার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাতে পাচ্ছি না। কি হয়েছে বলে আমার চিন্তা ও উদ্বেগ দূর কর মা। পুত্রের আকুল আবেদন শুনে মেনকাদেবী তার মনের ব্যথা ধ্রুবকে জানাল। সব শুনে কিছু সময় চুপ ক'রে থেকে ধ্রুব বলল, "এজন্য তুমি মন খারাপ কোরো না মা। তুমি অসুস্থ হ'য়ে পড়বে মা। যার জন্য তোমার এত মনোব্যথা, তারও কোন উপকার হবে না। তুমি ধীর, স্থির, শান্ত থাকলেই সব শান্ত হবে মা।" মাকে সান্ত্বনা দিয়ে ধ্রুব বেরিয়ে গেল। তার সেক্রেটারি বন্ধুর সহিত দেখা করে সে গেল টেলিফোন প্রধানের কাছে। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রবীরদের বাড়ী গিয়ে প্রবীরকে নিয়ে গুরুজীর সাথে দেখা করতে তার আখড়ায় গেল। এদিকে সদানন্দবাবু

বাড়ী ফিরলে লোপা বাবার মুখের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে ধ্রুবর বিষয় কিছু শুনিবার জন্য। সুরুচিদেবী উপস্থিত থাকার জন্য সদানন্দবাবু কিছু ব্যক্ত করলেন না। তিনি আজকাল সুরুচিদেবীকে এড়িয়ে চলেন কারণ তিনি সুরুচিদেবীকে লোপার মা ব'লে মনে করেন না। তিনি এ বিষয় নিশ্চিত যে সুরুচিদেবী তার মনোবাসনা চরিতার্থ করার জন্য ফুলের মত পবিত্র ও সুন্দর লোপার স্বার্থ বলি দিতে সংকোচ বোধ করবেন না। হঠাৎ সুরুচিদেবী প্রশ্ন করলেন সদানন্দবাবুকে, "কি তোমার ধ্রুব বাড়ী ফিরেছে?" শুনে সদানন্দবাবু জানতে চাইলেন, "কেন সে কি তোমার কেউ নয়?" না আমি তাকে একজন স্কুল মাষ্টারের পুত্র ব্যতিত আমার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করি না। সে যত বড় প্রতিভাশালীই হোক না কেন?" গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল সুরুচিদেবী। "আমি তোমার সাথে এ বিষয় আর কথা বলতে চাই না। তুমি অন্ধ হ'য়ে গেছ সুরুচি।" বলে সদানন্দবাবু চুপ করে গেলেন।

তারপর দিন কলেজ থেকে বেরিয়ে লোপা ধ্রুবর সাথে মিলিত হ'লো। ধ্রুবকে দেখে লোপা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো। কেমন আছ?" "বাড়ী ফিরে মা'র বেদনাতুর মুখ দেখে আমি বড়ই ব্যথিত লোপা। তুমি কেমন আছ? মা সব সময় কেবল তোমার চিন্তা করেন লোপা।" ধ্রুবর কথা শুনে লোপা বলল, 'হ্যাঁ, আমিও জানি। মা'র জন্য আমিও সব সময় চিন্তা করি। সুযোগ পেলেই ফোন করি ও মায়ের সাথে কথা বলি। আমাকে মা'র সাথে একবার দেখা করিয়ে দেও না?" লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলল, "লোপা তা সম্ভব নয়। আমি চলে যাওয়ার পর তুমি বরং মা'র সাথে মাঝে মাঝে দেখা ক'রো। এভাবে মা বেশীদিন কাটালে শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়বেন।" ধ্রুবর কথা শুনে লোপা বলল, "মাকে কত বলেছি আমার জন্য চিন্তা না করতে। কবে যে মা'র কাছে যেতে পারবো। কেবল গোবিন্দই জানেন। কথা বলতে বলতে দুজনে একটি ট্যাক্সি করে গঙ্গার তীরে গাছের তলায় গিয়ে বসল। "বাবার কাছে লিখিত তোমার চিঠি পেয়েই আমি চিঠি দিয়েছিলাম। কবে আমার চিঠি পেয়েছিলে?" "যাত্রা করার আগের দিন পেয়েছিলাম।" বলল ধ্রুব। তারপর একের পর এক লোপা তার সব খবর ধ্রুবকে শোনাল। কেবল ওকে এবং লোপাকে ঘিরে যে গুজব বেরিয়েছিল সে কথা বলল না। ধ্রুব এক দৃষ্টে লোপার হাসি ও আনন্দে ভরা মুখের ও চোখের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনছিল আর হাসছিল। তারপর ধ্রুব লোপার মুখ দু হাতের মধ্যে তুলে ধরে বলল, "তুমি আনন্দময়ী লোপা। এত দুঃখ কষ্ট যাতনা তোমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তবু তুমি আনন্দময়ী

লোপা। তোমার তুলনা কেবল তুমিই।" আমি তোমাকে ও মাকে দেখলে আমি আমার সব দুঃখ কষ্ট এক নিমেষে ভুলে যাই। তুমি এবং মা আমার জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান" বলে লোপা ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে থাকে। কলেজে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে দেখে লোপা ধ্রুবর সাথে ট্যাক্সি করে কলেজ গেটে এল। লোপা হাত নেড়ে ধ্রুবকে বিদায় জানিয়ে কলেজে প্রবেশ করলো। তারপর কলেজের গেটে বাবা ও আইমার জন্য অপেক্ষা করে আছে লোপা। এমন সময় একটি পুলিশের গাড়ী ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। সদানন্দবাবু লোপাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। আর ধ্রুব বাড়ী ফেরার পথে সে তাহার বন্ধু উপ-পুলিশ কমিশনারের সহিত দেখা করে সদানন্দবাবু এবং লোপার নিরাপত্তা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলে উপ-কমিশনার বাড়তি পুলিশ পেট্রোলের ব্যবস্থা করে দিলেন। বাবার সাথে প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী প্রবেশ করে লোপা তার ছোট মামাকে দেখে প্রণাম করে কেমন আছ মামা? জিজ্ঞেস করে দাঁড়িয়ে থাকে। "ভাল', বলে তুমি কলেজ থেকে ফিরলে?" জিজ্ঞেস করলেন ছোটমামা। "হাঁ, মামা কলেজ থেকে ফিরলাম উত্তর দিল লোপা। "তোমার বাবা এসেছেন?" জানতে চাইলেন মামা। ইতিমধ্যে সদানন্দবাবু ঘরে ঢুকে দেখেন রমেশবাবু তার অপেক্ষায় বসে আছেন এবং সুরুচিদেবীর সাথে কথা বলছেন দেখে সদানন্দবাবু খুব খুশি মনে তার পাশে গিয়ে বসলেন। "আমি একটি প্রস্তাব নিয়া এসেছি জামাইবাবু।" "বেশ কি প্রস্তাব বল।" উত্তর দিয়ে জানতে চাইলেন সদানন্দবাবু। "পাত্র এক মাসের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। এর মধ্যে কি শুভ কাজ সম্পন্ন করা যায় না? আপনার মতামত জেনে পাত্রপক্ষের সহিত আলাপ করতে পারি।" রমেশবাবুর প্রস্তাব শুনে সুরুচিদেবী বলে উঠলেন, "পূর্ববর্তী প্রস্তাব পরিবর্তনের এমন কি কারণ ঘটেছে, যার জন্য সে প্রস্তাব বাতিল করে এখন নতুন প্রস্তাব করা হবে। না তা হয় না রমেশ।" বলে সুরুচিদেবী উঠে চলে গেলেন। সুরুচিদেবীর নতুন প্রস্তাবে অমত হওয়ার কারণ বোধ হয় তার সম্মানের হানি হবে। যাহা হউক সুরুচিদেবীর মনোভাব দেখে সদানন্দবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। "আমি লোপার নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন রমেশ।" বললেন সদানন্দবাবু। ইতিমধ্যে লোপা মামা ও বাবার জন্য চা জলখাবার নিয়ে এল। লোপা মাকে ডেকে চা জলখাবার দিল। পরদিন ধ্রুব অফিসে গিয়ে মনতোষের সাথে কথা বলছিল ও তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল, এমন সময় সদানন্দবাবু অফিসে গিয়ে ধ্রুবকে দেখে খুব খুশি হ'লেন। একজন এন্‌জিনিয়ার জানাল যে ধ্রুব তার শিক্ষাতে ধ্রুব এখানে যোগ দিলে, তারা খুব খুশি হবে। এন্‌জিনিয়ারের এই

প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব বলল, "বর্তমানের কাজ শেষ না হ'লে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। শিক্ষান্তে ধ্রুব ওখানে থাকবে কি না জানতে চাইলে ধ্রুব সংক্ষেপে উত্তর দিল।" "আমি ওখানে থাকতে যাইনি।" বলে মনতোষবাবুকে নিয়ে সদানন্দবাবুর ঘরে প্রবেশ করলো। কোম্পানীর নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ধ্রুব দীর্ঘসময় ধরে সদানন্দবাবুর সহিত আলাপ আলোচনা করিল। সরকারের নিকট নতুন পরিকল্পনা পেশ করার পূর্বে ধ্রুব সদানন্দ-বাবুকে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে বললো। সদানন্দবাবু তাই করতে রাজী হলেন। ধ্রুব সদানন্দবাবুর সাথে কাজ শেষ করে বাড়ী যাওয়ার জন্য উঠল। সদানন্দবাবু তাকে একবার তাদের বাড়ী যাওয়ার অনুরোধ করলেন। ধ্রুব শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছা মত তাদের বাড়ী গেলেন। লোপা সেদিন তখনও কলেজে যায়নি। মা বাড়ী ছিলেন না কখন ফিরবেন ঠিক নেই। ধ্রুব মিনিট পনেরো ছিল। এর মধ্যে লোপা টিফিন তৈরি করে বাবা ও ধ্রুবর জন্য আই-মাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ঘরের মধ্যে গিয়ে বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে ছিল, আর এক পাশে আইমা দাঁড়িয়ে ছিল। সদানন্দবাবু ধ্রুবর গবেষণা কাজ কেমন চলছে জানতে চাইলে ধ্রুব উত্তর দিয়ে জানাল। "মোটামুটি ভালই চলছে। আশা করি নির্ধারিত সময় শেষ করতে পারবো। বলে লোপার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। লোপা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো," "আপনার কেমন লাগছে কলেজের পরিবেশ" উত্তর দিয়ে ধ্রুব বলল, "ভালই লাগছে। ওখানে যে যাবে তারই ভাল লাগবে। চারিদিকেই মনো-মুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভা। আচ্ছা এখন চলি।" বলে উঠে পড়ল ধ্রুব। "মা অপেক্ষা করে থাকবেন" একথা বলে ধ্রুব উঠলে সদানন্দবাবু বলে উঠেন, "যাওয়ার পূর্বে যদি সময় পাও একবার দেখা করে যাবে।" "আচ্ছা" বলে ধ্রুব চলে গেল। বাবাও বেরিয়ে গেলেন। মাও বাড়ী নেই, এই সুযোগে লোপা মা মেনকাদেবীকে ফোন করল। মা আমি লোপা বলছি। তুমি আমার জন্য কিছু ভেবো না মা। ও এখানে অফিসের কাজে এসেছিল। এই মাত্র এখানে থেকে বেরিয়ে গেল। সব সময় তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে মা।" ওদিক থেকে মেনকাদেবী বলছেন আমি ধ্রুবকে বলে রেখেছি যেন তোমার ও সদানন্দবাবুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা কোন ত্রুটি না রাখেন। আজ কলেজে যাবে না?" "না মা আজ কলেজে যাওয়া হয় নি।" বলতেই সুরুচিদেবী আসছেন শুনে লোপা ফোন নামিয়ে রাখলো। মেনকাদেবীও ব্যপার বুঝে ফোন নামিয়ে রাখলেন। মাকে দেখে লোপা ধ্রুবর আসার খবর জানালে সুরুচিদেবী কোন উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। এদিকে মা ধ্রুবকে দেখে বল্লেন, এই মাত্র লোপা ফোন করেছিল। তুমি সদানন্দবাবুর সহিত কি কথা

বলছিলে ? "ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তার সাথে আমার কথা হ'য়েছিল। আর কোন বিষয় তার সাথে আমার কথা হয় নি।" লোপা তখন কোথায় ছিল জানিতে চাইলে ধ্রুব জানাল যে সে তার বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল।" ওর মা বাড়ী ছিলেন না ?" "যতক্ষণ আমি ছিলাম তাকে দেখিনি।" মা জানতে চাইলে ধ্রুব জানাল। "হাঁ মা। সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা করা হয়েছে মা। সকলের টেলিফোন নম্বর তোমাদের কাছে রেখে গেলাম। প্রয়োজন হলে আমাকে জানাতে ত্রুটি করবে না। গৌতমদা ও শঙ্করদার কাছেও টেলিফোন নম্বর রেখে গেলাম। আমার পক্ষে যা—করা সম্ভব তা করেছি মা। যিনি রক্ষা করার মালিক তিনি রক্ষা করলেই সকলে রক্ষা পাবে মা। অযথা অধীর ও চঞ্চল হ'য়ো না মা। তিনি দয়া করলে তোমার গৃহলক্ষ্মী তোমার ঘরে আসবে মা।" বলে ধ্রুব চুপ করে থাকে। "ওরে ওযে আমার প্রাণ বাবা, ওকে দেখার পর থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পাচ্ছি না বাবা। ও আমার চোখের মনি। জানিনা বিধাতা কি লিখিয়েছেন তার বিধানে।" "বলে মেনকাদেবী চুপ করলেন। বিকেলে ধ্রুব সোনাদির শ্বশুরালয়ে গিয়ে অশোকবাবু ও মায়াদেবীর সাথে দীর্ঘসময় ধরে কথা বলল। অশোকবাবু জানতে চান, তার গবেষণার কাজ কেমন চলছে। ধ্রুব সন্তোষজনক বলে জানালে অশোকবাবু খুব খুশি হলেন। ধ্রুব জানাল যে তার প্রবন্ধগুলি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হচ্ছে। শুনে অশোকবাবু খুব প্রশংসা করলেন। তারপর অশোকবাবু প্রশ্ন করেন যে ধ্রুব যখন দেশে ফিরে আসবে তখন সে তার গবেষণা লব্ধ তথ্য-গুলি দেশে নিয়ে আসতে পারবে কিনা।" ধ্রুব জানাল যে সে এ বিষয় ঠিক জানে না। তবে সে আশা করে যে তথ্য সব নিয়ে আসতে পারবে। শুনে অশোকবাবু ধ্রুবকে উৎসাহ দিলেন এবং আশীর্বাদ করে বললেন "তুমি তোমার কাজে সাফল্য অর্জন করে দেশে ফিরে এস,ইহাই কামনা করি।" "তিনি জানিতে চাইলেন, তাঁর কি এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি হয়েছে যেখানে ফিরে এসে যোগদান করতে পারে। প্রশ্ন শুনে ধ্রুব বলল। "না সে এরকম কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি করেনি।" ধ্রুবর কথা শুনে অশোকবাবু বললেন, "খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ কারণ তোমাদের মত প্রতিভাবানদের কুক্ষিগত করার অভিপ্রায় শিল্পপতিরা সর্বদা সচেষ্ট। তোমার সাথে দেখা ও আলাপ করে খুব খুশি হয়েছি।" অশোকবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে উমা এবং ধ্রুব চলে এল। শঙ্কর তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। ধ্রুব তারপর সোনাদিকে বলল "দেখ সোনাদি,লোপার জন্য মা'র মন খুবখারাপ। বিশেষকরেতার নিরাপত্তার কথা ভেবে। মা'র আদেশ মত ওর এবং সদানন্দবাবুর নিরাপত্তার জন্য আমার পক্ষে যাহা করা সম্ভব। তাহার ব্যবস্থা করেছি। সকলের টেলিফোন নম্বর

তোদের কাছে রেখে গেলাম। প্রয়োজন বোধে ইহার সদব্যবহার করবি। আর প্রয়োজন হ'লে আমাকে খবর দিতে দ্বিধা করবি না। যদি দেখ লোপার পড়া চালান নিরাপদ নয়, তবে ওর পড়া ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিবি।" উত্তরে সোনাদি জানাল "কি করে ওর সাথে কথা বলি। আমাদের সাথে ওর দেখাও হয় না। ওর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারি না। ওর কাছে আমাদের টেলিফোন নম্বর আছে। বলেছি প্রয়োজন হলেই আমাদের টেলিফোন করে জানাতে। নিশ্চিন্ত হ'য়ে তুই তোর কাজ কর সোনাভাই। চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।" কথাগুলি বলে উমা সোনাভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি মুচকি হাসল। হাসছিস কেন সোনাদি?" জানতে চায় ধ্রুব। "সে এখনও পরের মেয়ে। তাকে পড়া ছাড়ার কথা আমাদের কি বলা উচিত? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে তার বাবা। মা ইতিমধ্যে লোপাকে তার মতামত জানিয়েছেন তবু প্রয়োজন বোধ হ'লে সে কথা পুণরায় বলতে হবে। যাক্ তুই এ বিষয় নিয়ে বেশী ভাবিস না। বলে উমা ধ্রুবকে শান্তনা দিল। ইতিমধ্যে শঙ্কর অফিস থেকে বাড়ী ফিরে ধ্রুবকে খুব চিন্তিত দেখে কারণ জানতে চাইলে উমা লোপা ও সদানন্দবাবু নিরাপত্তা নিয়ে মা খুব চিন্তিত বলে জানাল এবং এ কারণ সোনাভাইয়ের মনও খুব খারাপ উমার কথা শুনে শঙ্কর বলল, "তুমি ওদের নিরাপত্তার জন্য যাদের বলেছ, তারা সকলেই দায়িত্বশীল সরকারী অফিসার। সুতরাং নিরাপত্তার ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি হবে না। চিন্তা কোরো না। মাকে আমরা সব বুঝিযে বলবো। ভেবে এর বেশী কিছু করা যাবে না। সুস্থ মনে তুমি তোমার কাজ করে যাও। এদিকের ভাবনা আমাদের ভাবতে দাও।" আস্বস্ত হয়ে ধ্রুব বাড়ী ফেরার উদ্যোগ করলে উমা ধ্রুবকে শান্তনা দিয়া বলে, "তুমি তোমার আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করে বাড়ী ফিরে এস। সব ঠিক হয়ে যাবে সোনা ভাই। "বলে সোনাভাইয়ের পথের দিকে এক দৃষ্টে উমা ও শঙ্কর তাকিয়ে থাকে। ধ্রুব হাত নেড়ে সোনা-দিকে বাড়ী যেতে বলল। উমা লোপাকে দেওয়া তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে ধ্রুবকে সে বেশী কিছুই বলতে পারে নি।

সুরুচিদেবীর অন্ধ আধুনিকতার ফলে সদানন্দবাবুর সংসারে শান্তি ছিল না। ধ্রুবর সাথে সম্বন্ধ ঠিক হয়ে যাওয়ার পর তিনি হয়ে উঠেছেন আরও উগ্র। ঘরে তাহার কোন কর্ত্তব্য ছিলনা। তিনি তার মেয়ে লোপা ও স্বামীকে তার সুখশান্তি বিঘ্নকারী বলে মনে করতেন। দুই বৎসরের সময় তপন তার মাকে হারিয়েছিল। সেই থেকেই তপনের পিসিমা রেবাদেবীর সাথে সুরুচিদেবীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেই সূত্রে তিনি তপনের বাবা রমেনবাবুর সান্নিধ্যে

এসেছিলেন। ঘন ঘন তপনদের বাড়ী যাওয়ার ফলে সুরুচিদেবীর সহিত ঐ পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। প্রতিবেশীরা রমেনবাবুর দুরবস্থার কথা ভেবে তাহার পুনঃ বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। সকলেই তার এই মহানুভবতার প্রশংসা করতেন এবং এ কারণ তাকে সকলে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তার বোন রেবাদেবীর সাহায্যে শৈশবে মাতৃহারা তপনকে বড় ক'রে তোলেন। সত্যি কথা বলতে কি, সুরুচিদেবী প্রায় সারাদিনই তার বন্ধু রেবাদেবীর কাছে থাকতেন এবং রমেনবাবুর সুখ সুবিধার প্রতি নজর রাখতেন। এভাবে নিজের সংসার ফেলে পরের ঘরে কাটান সদানন্দবাবু মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি এ কারণ সুরুচিদেবীকে অনেক বুঝিয়েছিলেন কিন্তু তাতে কোন উপকার হয় নি। যদিও স্ত্রীর এরূপ আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন তবুও সদানন্দবাবু তাকে স্ত্রীর যোগ্য সম্মান থেকে কোনদিন বঞ্চিত করেন নি। পুত্র অশোকের জন্মের পর সুরুচিদেবীর বেপরোয়া মনোভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু পুনরায় লোপার সম্বন্ধ ঠিক হয়ে যাওয়ার পর তাহা তীব্র হয়েছে দেখে সদানন্দবাবু তার কোন কাজে বাধা দিতে সাহস পেতেন না। লোপাকে অনন্যা সুন্দরী রূপসী দেখে তিনি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে তাকে কোন এক ধনী শিল্পপতির পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়ে তিনি সমাজে তার প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। সেই আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে একদিন কথা প্রসঙ্গে রমেনবাবুর নিকট তপনের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করলেন। কিন্তু রমেন-বাবুর কাছ থেকে কোন আশাব্যঞ্জক সাড়া না পেয়ে চুপ করে গেলেন। এমন কি তিনি তার এই মনোবাসনা অন্য কারোর নিকট প্রকাশ করলেন না। ক্রমে তপন বড় উশৃংখল ও অহঙ্কারী হ'য়ে উঠল।. তপনের এরূপ, অসৎ চরিত্রের কথা শুনে সদানন্দবাবু কোনদিন তপনের সম্বন্ধে উৎসাহ দেখান নি। এমত সময় তার পরিচয় হলো ধ্রুবর সহিত। ধ্রুবব সংস্পর্শে এসে ধ্রুবব শ্রদ্ধা ভক্তি, নিষ্ঠা, মেধা ও সততা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর থেকে তিনি ধ্রুবর উপর দৃষ্টি রেখে আসছিলেন। সর্ববিষয় ধ্রুবর সাফল্য দেখে তিনি মনে মনে ধ্রুবকে তার মেয়ে লোপা মুদ্রার উপযুক্ত পাত্র বলে স্থির করে রেখেছিলেন কিন্তু ধ্রুবর মাকে তিনি তার মনের ইচ্ছা কোন সময় জানান নি। তাই যখন লোপার জন্মদিনে এসে মেনকাদেবী তার পুত্র ধ্রুবর সহিত সদানন্দবাবুর কন্যা লোপা মুদ্রার সহিত সম্বন্ধের প্রস্তার করলেন, আনন্দের সহিত প্রস্তাবে তিনি তার সম্মতি জানিয়েছিলেন। তখন সুরুচিদেবী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন নি কিন্তু তারপর তিনি প্রতি পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন যাতে এ সম্বন্ধ পাকা না হয়।

তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে দেখে তিনি সদানন্দবাবু ও লোপাকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না। অহঙ্কারি ও অবুঝ নারী নিজেই তার জীবনের চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। ক্ষণিকের জন্যও জীবনে কোনদিন শান্তি পান না। সুরুচিদেবী সংসারের সর্বময় কর্তা সত্ত্বেও তিনি সর্বহারার ন্যায় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় বিপর্যয় কি হতে পারে ?

ধ্রুবর দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। যাওয়ার দুদিন পূর্বে লোপা ধ্রুবর সহিত মিলিত হ'লো। গৃহে মা ও বাইরে তপনের ভয় ভীতা লোপা ধ্রুবকে তার ভয় সম্বন্ধে কিছুই জানাল না পাছে ধ্রুবর মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তবে লোপা সোনাদিকে যে তাদের পরিচয় জানিয়েছে, সে কথা লোপা ধ্রুবর কাছে প্রকাশ করলো। কারণ সোনাদি কোনদিন তাদের গোপন পরিচয় কোথাও প্রকাশ না করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ধ্রুব শুনে খুব খুশি। 'যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখনই মা ও সোনাদির পরামর্শ মেনে চলবে। বাবাকে বলে কলেজ ছেড়ে দিতে কোন সংকোচ করবে না,' বলল ধ্রুব। তারপর লোপা করুণ কণ্ঠে জানতে চাইল যে ধ্রুব এখন থেকে তাহার কাছে চিঠি লিখতে পারে কি না। লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলল," আমি কলেজ থেকে তোমাকে সোনাদির কাছে নিয়ে যাব। তারপর সোনাদির সাথে আলাপ করে একটি সিদ্ধান্তে আসা যাবে। আইমা চলে যাওয়ার পর তুমি পিছনের গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে।" ধ্রুবর কথা শুনে খুব খুশি হল লোপা। টিফিন বার করে দুজনে খেয়ে নিল। ধ্রুবর বুকের বোতাম খোলা দেখে বুতাম লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'চল এবার ফেরা যাক। বাবার আসার সময় হয়েছে। লোপাকে নামিয়ে দিয়ে ধ্রুব সোনাদির সাথে দেখা করতে গেল। হঠাৎ অসময়ে ধ্রুবকে দেখে উমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি খবর সোনাভাই ?" জরুরী কারণে আসতে হোলো সোনাদি, চল বলছি। "বলে ধ্রুব সোনাদির ঘরে গেল, 'সোনাদি লোপা আজ আমাকে সব ঘটনা বলেছে। তোমার কাছে আমি যে পরিচয় একদিন ব'লতে পারেনি, তাহা আজ আমি লোপার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনলাম। এত ঝড়ের মধ্যেও তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ দেখে আমি গৌরব বোধ কচ্ছি সোনাদি। কাল তোমাকে লোপার সহিত সাক্ষাত করিয়ে দেব, তখন সব জানতে পারবে। আজ আর আমি তোমাকে কিছু ব'লবো না সোনাদি। মনে রেখো আমাদের আলাপ পরিচয় কেবল আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে সোনাদি। মা'র কানে যেন কোন কথা না যায় সোনাদি।"
"হ্যাঁ, আমার তা সব সময় মনে থাকবে। তোমার কোন ভয় নেই।" বলে উমা তাড়াতাড়ি ধ্রুবর জন্য চা করে এনে দিল। তারপর দিন উমা ও ধ্রুব নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। সোনাদিকে দেখে দৌড়ে গিয়ে হাসতে হসেতে.

সোনাদিকে জড়িয়ে ধরল। সোনাদিও লোপাকে নিয়ে ধ্রুব একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। সব শেষে ধ্রুব উমাকে বলল, সোনাদি লোপার কাছে চিঠি লিখতে আমার আর কোন অসুবিধা নাই। তোমার চিঠির মধ্যেই আমি লোপার কাছে চিঠি দেব। তারপর তুমি সেই চিঠি একটি নির্জন স্থানে লোপার সহিত মিলিত হয়ে ওকে দিয়ে দেবে। এক একবার এক এক জায়গায় মিলিত হয়ে দেবে।" লোপা তার সোনাদির কোলে মাথা রেখে ধ্রুবর কথা শুনছিল, সব আলোচনা শেষে ধ্রুব লোপাকে কলেজের গেটে নামিয়ে দিয়ে উমাকে নিয়ে চলে গেল। তারপর নির্দিষ্ট দিনে সকলের কাছ থেকে বিদায় দিয়ে ধ্রুব তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে যাত্রা করল! পেঁছেই সে সকলকে তার পেঁছান সংবাদ জানিয়ে দিল। বাবার কাছে পেঁছান সংবাদ এসেছে দেখে লোপাও বুঝতে পারল যে তার চিঠি সোনাদির কাছে এসেছে। ইহা মনে করে সে সুযোগ পেয়েই উমাকে ফোন করলো। উমা ফোন তুলেই বলে, 'তোমার চিঠি আসেনি সোনাবোন। বলে হাসতে থাকে উমা, লোপাও হাসতে হাসতে বলে, 'আমিও তার পেঁছ সংবাদ জেনে গেছি। আমার আর কোন খবরের প্রয়োজন নেই সোনাদি। আমি কাল কলেজ গেটে দাঁড়িয়ে থাকবো সোনাদি। তুমি এসো কিন্তু। উমা হাসতে হাসতে বলল নিশ্চয় আসবো। বলে ফোন রেখে দিল উমা কারণ লোপা মাকে আসতে দেখে ফোন নামিয়ে রেখে দিয়েছিল। পরদিন লোপা কলেজ গেটে দাঁড়িয়ে আছে সোনাদির অপেক্ষায়। কিছু সময় পর সোনাদিকে আসতে দেখে লোপা হাসতে হাসতে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, চল সোনাদি একটু পার্কে গিয়ে বসি। যেতে যেতে উমা চিঠি বার করে লোপার হাতে দিল। জীবনে এই প্রথম ধ্রুব চিঠি লিখে তার পেঁছান সংবাদ জানাল লোপাকে। আর লোপাও জীবনে এই প্রথম তার প্রাণ পুরুষের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে সে তার জীবন ধন্য কর'লো। সবই কৃপাময়ের কৃপা বলে পরমেশ্বরকে পরম আনন্দে লোপা প্রণাম করলো। উমা প্রশ্ন করে, তুই মাকে ফোন করেছিলি? হাঁ সোনাদি মাকে ফোন করেছিলাম। মা জানালেন যে তোমার সোনাভাই নিরাপদে পেঁছেছে, এবং সে ভাল আছে। সুযোগ পেলেই মাকে ফোন করি সোনাদি। জান সোনাদি, আমি সব সময় মনে আতঙ্ক নিয়া চলা ফেরা ক'রে থাকি। এক পা এগোই আর চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখি, বলল লোপা। "সব সময় ঠাকুরকে স্মরণ করে পথ চলবি। কোন ভয় থাকবে না। তোকে তিনি সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন বোন।" তিনি সব সময় সকলের বন্ধু বলল উমা। তারপর সোনাদিকে লোপা বলল, "সোনাদি জীবনে এই আমার প্রথম প্রেম পত্র। শুনবে কি লেখেছে বলে লোপা চিঠিখানি পড়তে লাগলো" লোপা জীবনে তোমার কাছে ইহাই আমার প্রথম চিঠি। বাহ্যত

যদিও তুমি আমার চোখের সামনে নও, কিন্তু আমি দেখছি তুমি আমার সামনে বসে মুখে হাসি বিছিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মধুর কণ্ঠে আমার কানে মধু ঝরে যাচ্ছে আর আমি অপলক নেত্রে মুগ্ধ হয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে তোমাকে দেখছি আর শুনছি তোমার সুমধুর বাণী। যাঁর কৃপায় আমি আজ তোমাকে চিঠি লেখার সুযোগ পেলাম, এস লোপা আজ আমি, তুমি এবং সোনাদি সকলে মিলে সেই পরম পিতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। ভয় কোরোনা। তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন কারণ তিনি সব সময় সকলের মঙ্গল করেন লোপা। আজ এখানেই শেষ করলাম,—তোমার ধ্রুব।' চিঠি শুনে উমা বলল, 'কি সুন্দর চিঠি সোনা ভাইয়ের!" লোপা বার বার পড়েও তার তৃপ্তি হয় না। অবশেষে চিঠিখানা পড়ে সে তার বুকের মধ্যে রেখে দিল। তারপর সোনাদিকে বলল চল সোনাদি এবার উঠি। বাবার আসার সময় হয়েছে, বলে দুজনে উঠে প'ড়ল। নিরাপদে লোপাকে কলেজের গেটে নামিয়ে দিয়ে উমা বাড়ী ফিরে গেল, উৎফুল্ল চিত্তে লোপা বাবার জন্য অপেক্ষা করে আছে এমন সময় একখানি পুলিশের গাড়ী ওর পাশ দিয়ে চলে গেল। কয়েক মিনিট দাঁড়াবার পর বাবা ও আইমা এলেন এবং তাদের সাথে বাড়ী ফিরে গেল। লোপাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে সদানন্দবাবু একটি জরুরী কাজে অফিসে গিয়েছিলেন। বাড়ী গিয়ে সব কাজ শেষ করে তোমাকে দেখছি সঙ্গীত শিক্ষকের অপেক্ষায় আছে, প্রায় পনেরো মিনিট পূর্বেই শিক্ষক এলে লোপা মনের আনন্দে সব গানের অনুশীলন করলো, সঙ্গীত শিক্ষক চলে গেলে রাধা-মাধবের সন্ধ্যারতি করে কয়েকখানি ভজন গীত করলেন। ইতিমধ্যে বাবা অফিস থেকে ফিরে এলে লোপ মা ও বাবার জন্য চা-জলখাবারএনে মা'র পাশে বসে অশোককে জিজ্ঞেস ক'রলো "তোদের স্পোর্টস কবে হবে অশোক?" অশোক জানাল যে জানুয়ারির মাঝামাঝি তাদের স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হবে।" তুই এবার কোন বিষয় অংশ গ্রহণ করবি?" জানতে চাইল লোপা "ইচ্ছা আছে, দৌড়, লংজাম্প ও হাইজাম্পে নাম দেব।" বলল অশোক কিছু সময় পর মাকে বলল, "মা আজকের তপনদাকে আমাদের স্কুলের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম। তার সাথে দুজন ভদ্রলোকও ছিলেন। আমাকে দেখে হাত নেড়ে চলে গেল, "তপনের ফটো কালচার ইউনিটের সহিত যুক্ত একজন মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তপনের লোপা একজন সহকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তপন জামিনে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে বিষয়টি মিটমাট করার কারণে তপন ঐ মহিলার পিতা ও মামাকে নিয়ে যখন একজন আইনজ্ঞের কাছে যাচ্ছিলেন, তখন অশোক তপনকে দেখেছিল। সাধারণতঃ তপনই ফটো তুলে থাকত। তার অবর্ত্তমানে তার সহকারী ফটো তুলে থাকতো। একদিন

তপনের অবর্ত্তমানে ঐ সহকারী একজন মহিলার ফটো তুলছিল। মহিলার আপত্তি সত্ত্বেও ঐ সহকারী মহিলার আপত্তিকর ভঙ্গিমায় ফটো নেয়। ইহাতে মহিলা ঐ সহকারীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ ক'রলে পুলিশ ষ্টুডিওতে তল্লাশি চালিয়ে কোন আপত্তিকর ফটো হস্তগত করতে পারে নি, বটে কিন্তু ঐ সহকারীর বিরুদ্ধে কেস চলতে থাকে। তপন চেয়েছিল খবরটি যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে। কিন্তু কালক্রমে তার বাবা খবরটি শুনতে পান। ইতিমধ্যে তপন কেসটি মীমাংসা করে তুলে আনতে সমর্থ হলো। রমেনবাবু তপনকে ডেকে একদিন জানতে চাইল, ঘটনাটা সত্য কি না। সত্য স্বীকার করলে, রমেনবাবু তপনকে এই ব্যবসা বন্ধ করতে উপদেশ দিলেন কারণ ইহাতে তাহার সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে। তারপর বাবার উপদেশ মত তপন এই ব্যবসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে পিষির ঘরে প্রবেশ করলো, রেবাদেবী হঠাৎ অসময়ে তপনকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবি তপন।" "হ্যাঁ পিষিমা" বলে তপন বসে পড়ল। তারপর তপন বলতে থাকে, "আচ্ছা পিষিমা, যখন সুরুচিদেবী তার মেয়ে লোপামুদ্রার সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তোমরা তার কোন গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করোনি। কি কারণে জানতে পারি?" এরকম প্রশ্ন শুনে রেবাদেবী অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, তারপর বলতে থাকেন, যখন সুরুচিদেবী ঐ রকম প্রস্তাব করেছিলেন তখন তোমার বয়স মাত্র ছয় বৎসর। তোমার মা'র অকাল মৃত্যুতে তোমার পিতা এবং আমরা সকলেই শোকাভিভুত ছিলাম। এমত সময় হঠাৎ সুরুচিদেবীর প্রস্তাব আমাদের কাছে খুবই অহেতুক ছিল। একারণ প্রস্তাবের কোন গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করি নি। তারপর ঐরকম কোন প্রস্তাব কোন দিন কোন পক্ষ থেকে উৎথাপিত হয় নি। যখন লোপামুদ্রা বি. এ. পরীক্ষা দিল। তখন আমি ও দাদা একদিন গিয়ে সদানন্দবাবুর নিকট তোমার সহিত লোপার সম্বন্ধের প্রস্তাব করলাম। দুঃখের সহিত তিনি জানালেন যে তিনি তার কন্যা লোপামুদ্রার জন্য একটি পাত্রের পিতা-মাতাকে কথা দিয়াছেন। এই হ'লো বিস্তৃত ঘটনা। এ নিয়ে এখন তুমি কেন মাথা ঘামাচ্ছো বাবা। ঐ মেয়ে ছাড়া কি আর কোন মেয়ে নাই।" বলে রেবাদেবী তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তপন আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে তপন প্রতিজ্ঞা করলো যে ভাবেই হোক লোপাকে তার পেতেই হবে। তার মুখের গ্রাস অপর একজন ভোগ করবে, সে ইহা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। তপন কোন মানা না মেনে নিজের পথে চলছিল অবাধ গতিতে যেমন দুর্যোধন সকলের উপদেশ উপেক্ষা করে নিজের পথে চলে কুরুক্ষেত্র মহারণের সুচনা করেছিল। তপন মনে করতো যে

লোপাকে পাওয়ার প্রধান অন্তরায় কেবল লোপার পিতা সদানন্দবাবু। যদি কোন উপায়ে লোপাকে তার হাত থেকে মুক্ত করা যায়, তবে সে তার মা সুরুচিদেবীর সাহায্যে লোপাকে বিয়ে করতে সমর্থ হবে। কারণ লোপার সহিত তপনের বিবাহে সুরুচিদেবীর পূর্ণ সমর্থন আছে। এরূপ স্থির করে তপন দেবেশের পিতা ধনেশবাবুর কাছে সাহায্যের জন্য গেল। ধনেশবাবু তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য এক। ধনেশবাবু চেয়েছিলেন যেন-তেন উপায় সদানন্দ সংস্থাকে দুর্বল ও রুগ্ন করে হস্তগত করা, আর তপনের উদ্দেশ্য ছিল সদানন্দবাবুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লোপাকে বিবাহ করা। ধনেশবাবু তার কার্য সিদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সদানন্দ সংস্থার প্রধান কর্মকর্তাকে ও শ্রমিক ইউনিয়নের বাম দলকে কাজে লাগাচ্ছেন। আর এক দিকে তপন তার উদ্দেশ্য সাধনে কয়েকজন সমাজ বিরোধিকে লোপাকে হরণ করার কাজে নিযুক্ত করলেন। তপন সমাজ বিরোধিদের বুঝিয়েছিল যে তপনের শৈশবকালে সুরুচিদেবী তার কন্যা লোপার সহিত তপনের সম্বন্ধের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু তার পিতা সদানন্দবাবু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে অন্য পাত্র মনোনিত করেছেন।' তিনি এরূপ ভাবে অন্য পাত্র মনোনিত করে তার উপর অবিচার করেছেন বলে তাকে প্রতিকারের জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। তারপর থেকে সমাজ-বিরোধীরা বিকেলে লোপার অপেক্ষায় কলেজ গেটের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকত সুযোগের অপেক্ষায় কিন্তু কোন সুবিধা তারা করতে পাচ্ছিল না, কারণ সদানন্দবাবু লোপাকে নিয়ে বাড়ী ফেরার সময় একখানি পুলিশের গাড়ি পেট্রোল দিয়ে যেত। পুলিশের গাড়ীর কথা তপনকে জানালে তপন ওদের লোপাদের বাড়ীর কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে করতে বলল। এখানেও পুলিশের গাড়ীর পেট্রোল দেখে ওরা আশ্চর্য হয়ে তপনকে জানাল যে তাদের ওরকম জনবহুল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে পথযাত্রীরা তাদের সন্দেহ করবেন; তাদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। তখন আর কোন উপায় না দেখে সে তাদের চলে যেতে বলে। প্রয়োজন বোধে সে তাদের পুনরায় খবর দেবে। সমাজবিরোধীদের একজন লোপাকে স্বচক্ষে দেখে তার মনে দয়া হ'লো। সে এইরূপ ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা টেলিফোন করে সদানন্দবাবুকে জানাবে বলে স্থির করলো। এরূপ স্থির করে সে সদানন্দবাবুর টেলিফোন নাম্বার জানার জন্য সদানন্দ সংস্হায় ফোন করে সদানন্দবাবুর বাড়ীর টেলিফোন জানতে চাইলে। ঐ ভদ্রলোক বললেন না। তারপর আর একজনার সাহায্যে টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে লোপার কলেজে যাওয়ার কয়েক মিনিট পূর্বে লোপাকে ফোন করল। লোপা টেলিফোন তুলে ওধার দিয়ে বলছে শুনছেন "আপনি লোপামুদ্রাদেবী কথা বলছেন?" হ্যাঁ আমি

লোপামুদ্রা কথা বলছি! আপনি কে কথা বলছেন।' লোপার কথা শুনে সমাজ বিরোধী বলছে, আমি কে বলছি জানতে চাইবেন না, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যে আপনাকে অপহরণ করার ষড়যন্ত্র চলছে। আপনি কলেজে খুব সাবধানে যাতায়াত করবেন আর বাড়ীতেও খুব সাবধানে থাকবেন।" বলে ফোন ছেড়ে দিল। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে লোপা ভয়ে কাঁপতে থাকে। একটু সুস্থ হয়ে লোপা বাবাকে টেলিফোনে খবর বলল। সদানন্দবাবু তৎক্ষণাৎ পুলিশ অফিসার ছোটমামা রমেশবাবুকে ফোন করে সব জানিয়ে দিলেন। তিনি সদানন্দবাবুর কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়ে সদানন্দবাবুকে নির্ভয়ে থাকতে বললেন। লোপাকে নির্ভয়ে কলেজে যাতায়াত করতে বলল, লোপা সেদিন আর কলেজে গেল না। কিছুসময় পর সে সোনাদি ছোড়দি ও মাকে ঘটনা জানিয়ে দিল। কিছুসময় পর মা ঘরে ফিরে লোপাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কলেজ যাবে না?" "না মা আজ কলেজে যাব না' বলে মার নিকট টেলিফোনের খবর বললে, মা শুনে কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। পরে ঘর থেকে পুনরায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস ক'রলো। তোমার বাবাকে জানিয়েছ "হ্যাঁ মা জানিয়েছি।" শুনে সুরুচিদেবী নিজের ঘরে চলে গেলেন। তিনি এতবড় মারাত্মক খবর শুনে অবিচলিত ও স্থির হয়ে শুয়ে পড়লেন। লোপা এত অতঙ্কিত হ'য়ে পড়েছে যে তার একা ঘরে থাকতে ভয় কচ্ছে। সে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছে না। উমা লোপার কাছ থেকে খবর পেয়েই শঙ্কর এবং গৌতমকে টেলিফোনে খবর জানিয়ে দিল। গৌতম এক মুহূর্ত দেরী না করে ধ্রুবর বন্ধু উপ-কমিশনারকে খবরটি জানিয়ে দিল।' উপ-কমিশনার তাকে সব সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে নির্ভয়ে থাকতে বললেন। তারপর দিন থেকে লোপা পুনরায় আইমার সাথে কলেজে যাতাযাত কচ্ছিল। বাসে যাওয়ার সময় সে লক্ষ্য করে যে দুজন সাদা পোষাকের লোক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার সময় একখানি পুলিশের গাড়ী পেট্রোল দিয়ে যায়। পুলিশের এরূপ ব্যবস্থা দেখে লোপার সাহস বেড়ে যায়। সদানন্দবাবু ঘরে বসে কথা বলছেন, এমন সময় দারোয়ান এসে জানাল যে তপনবাবু এসেছেন। এ কথা শুনে সুরুচিদেবী ক্রোধে এবং অপমানে ওখান থেকে উঠে গেলেন। তপন ঘরে প্রবেশ করলে, সুরুচিদেবী পুনরায় ঘরে প্রবেশ করলেন আর লোপা তপনকে দেখে নিজের ঘরে চলে যান। তপন ঘরে ঢুকেই বলল, আমাকে স্লিপ ব্যতিত দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছিন না।" শুনে সদানন্দবাবু বল্লেন, হ্যাঁ, বহিরাগতদের আমার অনুমতি ভিন্ন ঘরে প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছি। ইহা সাধারণ নিরাপত্তার কথা ভেবে করা হ'য়েছে, জানালেন সদানন্দবাবু।" তারপর তপনের কাছে

জানতে চাইলেন সদানন্দবাবু, শুনে ছিলাম যে তোমার ফটো সেণ্টারের একজন সহকারী অশোভন ভঙ্গিমায় একজন তরুণীর ফটো তোলার চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল। ইহা কি সত্য ঘটনা? "তপন এরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যাই হউক সে কোন সঙ্কোচ না করে উত্তর দিল, 'কর্মীর ঐরূপ অশোভন আচরণের জন্য আমি বড়ই লজ্জিত। কিন্তু ওদের পরিবারের অবস্থা বিবেচনা ক'রে ওর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যাতে ওর কোন ক্ষতি না হয়, সেরূপ ভাবে আমি কেসটা মিটমাট করার চেষ্টা কচ্ছি।" শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "কাগজে বেরিয়েছে তুমিও নাকি এর সহিত জড়িত আছো ব'লে পুলিশ সন্দেহ কচ্ছে।" শুনে তপন উত্তর দিল, কাগজের খবর, তিলকে তাল করাই ওদের অভ্যাস। খবরের কাগজের খবরের উপর আমার কোন অস্থা নেই।" শুনে সদানন্দবাবু আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলেন। তপন আর কোন কথা না বলে সে বাড়ী যেতে উদ্যত হ'লে, সুরুচিদেবী আইমাকে তপনের জন্য চা আনতে বললেন। তপন চা খেয়ে বাড়ী ফিরে গেল। তপন চলে গেলে। সুরুচিদেবী অভিযোগের সুরে সদানন্দবাবুকে বললেন, "তপনের উপর বাড়ীতে প্রবেশ করার এরূপ বিধি নিষেধ আরোপ করে কাজ মোটেই ভাল কর নি।" শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "আমি করিনি। পুলিশ থেকে আমাকে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে," বলেই আমি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। যদি করেও থাকি, আমি বুঝতে পাচ্ছি না, তোমার তপনের প্রতি এত দরদের কারণ কি? পরের ছেলেকে ঘরে এনে অহেতুক অশান্তি সৃষ্টি করছ। এছাড়া তুমিও প্রত্যক্ষভাবে ওর ক্ষতি ছাড়া উপকার ক'চ্ছো না। সুতরাং আমার অনুরোধ তুমি ওকে আর বাড়ীতে এনো না। আমি তপনকে তোমার চেয়ে অনেক বেশী জানি। সদানন্দবাবুর কথা শুনে সুরুচিদেবী বললেন, "তোমাকে বলার সুযোগ হয়নি, আমি একদিন লোপার সাথে তপনের সম্বন্ধের প্রস্তাব তার পিতা রমেনবাবুর কাছে করেছিলাম।" সুরুচিদেবীর কথা শুনে সদানন্দবাবু হেসে বললেন, "তুমি আমাকে না জানিয়ে তুমি তোমার উপযুক্ত কাজ করেছ। ওর মত উশৃঙ্খল ও অহঙ্কারী যুবকের সহিত আমার মেয়ের বিয়ের কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।" বলে সদানন্দবাবু চুপ করে গেলেন। তপনের উপর হঠাৎ সদানন্দবাবুর বাড়ী প্রবেশ করার অনুমতির প্রয়োজনের কারণ জানাইছিল তপনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্য্যত তার বিপরীত ঘটে গেল। সদানন্দবাবুর কথা শুনে তপন পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলো যে তার ফটো সেণ্টারের গোপন খবর এখন আর গোপন নাই। ইহা সকলের নিকট প্রকাশিত। তপন চলে

যাওয়ার পর সুরুচিদেবী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি রেবাদেবীকে লোপাকে হরণ করার টেলিফোনের ঘটনাটি জানিয়ে চলে এলেন। তপন বাড়ী ফিরলে রেবাদেবী লোপাকে অপহরণ করার ষড়যন্ত্রের কথা তপনকে বলল। শুনে তপন বলল, "তাই নাকি। আমি ওদের বাড়ী গেলে আমাকে কেউ এরকম খবর দেয় নি ত? যাহা হউক একবার যাওয়া দরকার" বলে পিষির ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তপন শুনে ভয় পেয়ে গেল। কে লোপাকে এ ভাবে ভয় দেখাল? এ কারণ পুলিশ ওদের বাড়ীতে বহিরাগতদের প্রবেশের বিধি নিষেধ করে দিয়েছে। ভয়ে সে সমাজবিরোধীদের ডেকে সাবধান করে প্রচুর টাকা দিয়ে বিদায় করে দিল। আর বলে দিল যেন তারা এ কাজে আর অগ্রসর না হয়। ইহার কয়েকদিন পর সে তার ফটো কালচার ইউনিট বন্ধ করে দিয়ে কেবল ফটোগ্রাফিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাটি চালু রাখল। সে আর কোন অবৈধ ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকবে না বলে মনস্থির করল। একদিন ধনেশবাবুর সাথে সাক্ষাত করে তপন তার মনের অভিপ্রায় জানিয়ে দিল। শুনে ধনেশবাবু হেসে তপনকে বলল, ভয় দেখিয়ে বা জোর করে কারোর মন জয় করা যায় না বন্ধু। তুমি যাকে পেতে চাও তার মন জয় করার চেষ্টা কর; তার পিতা মাতার সহানুভূতি ও স্নেহ লাভ করার চেষ্টা কর।" ধনেশবাবুর কথা শুনে তপন বলে, "সে সুযোগ কি তার জীবনে কোন দিন আসবে।" দেখ, কখন কার জীবনে কি আসে, তাহা কেউ বলতে পারে না। মানুষের জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে, যার ব্যাখ্যা করা যায় না। তোমাকেও ইহার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ধনেশবাবু সবই তপনকে বলল, বলল না কেবল তার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম। তপন ধনেশবাবুর কাছ থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। সে ভুলতে পারে না লোপাকে। সে ভুল করেছে সদানন্দবাবুর বিরুদ্ধাচরণ করে সুরুচিদেবীর সাহায্যে লোপাকে লাভ করার চেষ্টা করে। এখন সদানন্দবাবুর সন্তোষ বিধান করেও লোপাকে লাভ করার আশা সুদূরপরাহত। এখন একমাত্র ক্ষীণ আশা আছে ধ্রুবর জীবন নাশের সাহায্যে লোপাকে পাওয়া। কিন্তু এরূপ বীভৎস কাজের পরিণাম! চিন্তা করতেও সে ভয়ে কেঁপে ওঠে। এ কাজ কেবল সম্ভব ধনেশবাবুর দ্বারা। ধনেশবাবু সদানন্দ সংস্থাকে যে কোন উপায় হোক হস্তগত করতে প্রয়াসি। তার সে চেষ্টা ফলবতী হবে না, যদি ধ্রুব এসে সদানন্দ সংস্থায় যোগদান করে। ধ্রুবই হবে তখন ধনেশবাবুর আশা পূরণে প্রথম ও প্রধান অন্তরায়। সুতরাং তপন আশা করে ধনেশবাবু তার প্রধান বাধা অবশ্যই অপসারণ করার চেষ্টা করবে। আর একটি পথের কথাও তপন ভাবছে। সে হ'লো তার

আমেরিকাস্থ বন্ধু সাংবাদিককে তার অবস্থা জানিয়ে তার সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করা। সুতরাং সে কালবিলম্ব না করে সব ঘটনা জানিয়ে তার সাংবাদিক বন্ধুকে চিঠি দিল এবং সে কি উপায় তাহাকে সাহায্য করতে পারে তাহা জানতে চাইল। এদিকে লোপা পুলিশি তৎপরতার ফলে নির্ভয়ে আইমাকে নিয়ে পূর্বের ন্যায় কলেজে যাতায়াত কচ্ছে। এভাবে কিছুদিন চলার পর, হঠাৎ একদিন রেবাদেবী তার ভাইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ওদের নিমন্ত্রণ করার জন্য লোপাদের বাড়ী এলেন। তপনের কথা জিজ্ঞেস ক'রলে রেবাদেবী জানাল, কি যে হয়েছে! সব সময় চুপচাপ থাকে। কি হ'য়েছে জানতে চাইলে কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেয় না। মা হারা ছেলে। ওর দিক তাকালে মনে বড় ব্যাথা লাগে। ভাল ভাল পাত্রীর সন্ধান আসছে। কিন্তু ওর কাছ থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না। এখন সে স্বাবলম্বি হ'য়েছে। বুঝদার হয়েছে। আমাদের কথা না গ্রাহ্য করলে আমরা আর কি ক'রতে পারি বল? যার কপালে যা লেখা আছে, তাহা ত আমরা খণ্ডন করতে পারি না।" রেবাদেবীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই লোপা কলেজ থেকে বাড়ী ফিরলো। মাসিমাকে দেখে প্রণাম করে 'কেমন আছেন মাসিমা' জিজ্ঞেস করলে রেবাদেবী 'ভাল আছি' বলে "লোপা কেমন আছো জানতে চাইলে লোপা 'ভাল আছি' বলে নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর মাসিমার জন্য চা ও জলখাবার এনে তার পাশে ব'সল। বাড়ী যাবার সময় রেবাদেবী লোপাকে সম্বোধন করে বললেন, "যাইও লোপা। মা'র সাথে যেও।" রাতে বাবাকে লোপা সব জানিয়ে সে কি ক'রবে জানতে চাইল। একটু ভেবে সদানন্দবাবু যেতে বললেন। কিন্তু সব সময় সতর্ক থাকতে বললেন। তারপর দিন অফিসে গিয়ে সদানন্দবাবু তার শ্যালক পুলিশ অফিসারকে সব জানিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। এদিকে লোপা মা'র অজান্তে উমাকে ফোন করে সব জানিয়ে রাখল। আর খবর পেয়ে গৌতম উপ-কমিশনারকে জানিয়ে রাখল। অন্নপ্রাশনের দিন কলেজ থেকে ফিরে লোপা মা সুরুচিদেবী ও অশোককে নিয়ে অন্নপ্রাশনে যোগ দিতে গেল। লোপা অনুষ্ঠানে যখন পৌঁছলো, তখন তপন তার কয়েকজন বন্ধুর সাথে একটি ঘরে বসে কথা বলছিল। লোপা তপনের এক বন্ধুকে ব'লতে শুনছে, "শুনেছিস আমাদের প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক ধ্রুবর কাহিনী। সে ওখানকার একজন বৈজ্ঞানিকের এলিজাবেথ নামে এক কন্যার প্রেমে প'ড়েছে। সকলে সন্দেহ কচ্ছে যে ধ্রুব ওকে বিয়ে করে ওখানেই থেকে যাবে।" শুনে তপন জিজ্ঞেস করলো, "তুই এ খবর কোথায় পেলি।" বন্ধুটি জানাল, যে তার বন্ধুর পিতা এ খবর দিয়ে ব'লেছেন যে ধ্রুবকে

ঘিরে তাদের উচ্চাশা ছিল। কিন্তু তাহা ডুবতে বসেছে। ধ্রুব সম্বন্ধে এরূপ উক্তি সুরুচিদেবীর কানে অমৃত বর্ষণ কচ্ছিল আর লোপা শুনে অস্থির হয়ে পড়ল। সে আর স্থির হ'য়ে বসে থাকতে পাচ্ছিল না। সে মাকে বলল, চল মা তাড়াতাড়ি বাড়ী যাই। তারপর তপনকে বলতে শুনছে ওরকম পাত্রের জন্য কত পিতা-মাতা তাদের কন্যার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তার ঠিক নাই। তবে ওরকম অসাধারণ পাত্রকে বিয়ে করে সাধারণ পাত্রীরা সাধারণতঃ সুখী হয় না। শুনে আর এক জনে বলে ওঠে, না, এ তোমার ভুল ধারণা। ওদের এরূপ আলোচনা শুনে লোপা মাসিমাকে গিয়ে বলল, "শরীর ভাল লাগছে না। এখন চলি মাসিমা।" লোপার কথা শুনে রেবাদেবী লোপাকে নিয়ে চারিদিক ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। লোপা খুব সতর্ক হয়ে চলছিল। হঠাৎ তপন ওর সম্মুখে এসে বলল, শুনলাম আপনার শরীর ভাল লাগছে না। নিশ্চয় আসতে খুব কষ্ট হ'য়েছে। একজন ডাক্তার ডাকছি।" 'না ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি বেশ ভালই আছি। আমাদের দিক থেকে কোন ত্রুটি হ'লে মাপ করবেন লোপাদেবী। ছিঃ একথা বলে লজ্জা দেবেন না তপনবাবু। আজ চলি" বলে লোপা যাওয়ার উদ্যোগ করলে তপন তার হাত দিয়ে লোপার পথরোধ ক'রে বলতে থাকে, "আপনি সব সময় আমাকে এড়িয়ে চলেন। আমি এমন কি অপরাধ করেছি আপনার নিকট। যদি দয়া করে বলেন তবে খুবই খুশি হব।" তপনের কথা শুনে লোপা বলল, "এ আপনার নিজ কল্পনা প্রসূত কথা তপনবাবু। আপনার সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় না, তাই কথা বলি না। আপনি চান আমি অনাবশ্যক আপনার সাথে কথা বলব। তাত আমার পক্ষে সম্ভব নয় তপনবাবু। যদি ইহা আপনার ক্ষোভের কারণ হয় তবে আমাকে ক্ষমা করবেন।" বলে লোপা যেতে উদ্যত হ'লে তপন পুনরায় হাত দিয়ে বাঁধা দিলে দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক যেতে চাইলে তপন হাত সরিয়ে নিতে বাধ্য হ'লো। আর লোপা সেই অবসরে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে মাকে ও অশোককে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। গাড়ীতে এসে লোপা মাকে ব'লল, "আমি আর কোনদিন এ বাড়ী আসবো না। সারাটা সময় আমি ভয় ভয় কাটিয়েছি।" দিদির কথা শুনে অশোক জিজ্ঞেস করলো, "তোকে তপনদা কি বলছিল দিদি? তোকে আসতে দিচ্ছিল না কেন? ঐ ভদ্রলোক দুজনকে তুই চিনিস দিদি?" "না আমি চিনি না" লোপা বলল। তারপর মাকে অশোক বলল, "তুমি বুঝি চুপ করে মজা দেখছিলে মা? আমার তখন খুব রাগ হচ্ছিল। দাঁড়াও আমি বাড়ী গিয়ে বাবাকে সব বলে দেব।" বাড়ী গিয়েই অশোক দিদির সাথে তপনের

অভদ্র আচরণ ও মা'র চুপ করে থাকার কথা বাবাকে বলে দিল। তারপর দুজন ভদ্রলোক দিদিকে কিভাবে বাঁচিয়ে দিল সে কথাও অশোক বাবাকে বলতে ত্রুটি ক'রলো না। সদানন্দবাবু সাথে সাথে ওদের ও বাড়ীর কোন অনুষ্ঠানে বিশেষত লোপাকে যেতে নিষেধ করে দিলেন।

সদানন্দ সংস্থায় কাঁচামাল সরবরাহকারী পুরাণ ঠিকাদার হঠাৎ কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সংস্থার প্রধান কর্মাধিকারি তার জায়গায় একজন নতুন ঠিকাদার নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু ঐ ঠিকাদার নিম্নমানের কাঁচা মাল সব ববাহ করার কারণ বিভাগীয় অধিকর্তাদের অভিযোগ পেয়ে প্রধান কর্মাধিকারি ঐ ঠিকাদেরের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেন নি। ফলে উৎপাদিত দ্রব্য নিম্নমানের হওয়ার কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যের চাহিদা খুব হ্রাস পেয়েছিল। অধিকাংশ মাল গুদামে সঞ্চিত হ'য়ে আছে। এ কারণ কোম্পানীর আয় কমে গেছে কিন্তু ব্যয় কমছে না দেখো সদানন্দবাবু খুব উদ্বিগ্ন হলেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান ও উপযুক্ত remedial ব্যবস্থা গ্রহন করার সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করিলেন। কমিটির সুপারিশ হ'লো যে ঠিকাদার কর্তৃক অতি নিম্নমানের কাঁচামাল সরবরাহ করার অভিযোগ পাওয়া সত্বেও প্রধান কর্মাধিকারি কেন যথোচিত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার এই ব্যর্থতাকে কোম্পানি দায়িত্বজ্ঞানহীন ও কোম্পানী স্বার্থ বিরোধী কাজ বলে কেন গন্য করবে না তার কারণ দর্শাতে বলা হোলো। প্রধান কর্মাধিকারিকর উত্তর পেয়ে তাহা কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলির সভায় পেশ করা হবে। প্রধান কর্মাধিকারিকেরউত্তর পরিচালকমণ্ডলির সভায় গৃহীত হোলোনা তারা সুপরিশ করলেন যে এরূপ দায়িত্বজ্ঞান হীনতা ও কোম্পানী স্বার্থ বিরোধী কাজ করার অপবাধে তাহাকে অবিলম্বে ঐ পদ থেকে অপসারণ করে যন্ত্র ইউনিটের অধিকর্ত্তা মনতোষবাবু পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রধান কর্মাধিকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবে। এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কতিপয় এনজিনিয়র ও শ্রমিক ব্যতিত সকলেই খুশি হ'লো, ধীরে ধীরে কারখানায় পূর্বাবস্থা ফিরে আসছে। আর পরিবেশ হয়ে উঠছে সুস্থ ও শান্ত। সদানন্দ খুব খুশি কারণ তার অতি আস্থাভাজন ও বিশ্বাসি এনজিনিয়ার মনতোষবাবু প্রধান কর্মাধিকারি হয়েছেন দেখে। বিদ্যুতগতিতে এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ খবর শিল্পসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। এ খবরে অনেক শিল্প মালিক ক্ষুব্ধ হলেন। এরূপ কাজকে অনেকেই হাল্কা মনে মেনে নিতে পারেন নি। তারা সকলে একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন কিন্তু সদানন্দ সংস্থার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পাবেন নি। কারন সদানন্দ সংস্থা তার প্রধান কর্মাধি-

কারি বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিয়মমাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং প্রতিবাদ সোচ্চার হলেও তার কোন প্রভাব সদানন্দ সংস্থার উপর পড়েনি। ধনেশবাবু ক্ষুব্ধ চিত্তে বাড়ী ফিরে তিনি তার পরবর্ত্তী কার্যক্রমের কথা ভাবতে লাগলেন। ধনেশবাবু আশা করেছিলো শিল্পপতীদের সভা সদানন্দ সংস্থার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করবে. কিন্তু সেরূপ কিছু না হ'তে দেখে ক্রোধে ও হিংসায় জর্জরিত ধনেশবাবু কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিলেন না। তার মানসিক অবস্থা এমন পর্য্যায় এসেছিল যে তিনি যদি পুরাকালের ক্রোধোমত্ত ঋষিদের মত সদানন্দ সংস্থাকে ভস্ম করতে পারতেন, তবে খুশি হতেন। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে ভুলে যাচ্ছেন যে তাকে আইনের অনুশাসন পালন করতে হবে। আইন ধনেশবাবুর আইন মেনে চলিবে না বা তার জন্য আইনের কোন পরিবর্তন হবে না। তাহার আশা পূর্ণ হ'লো না, ইহাই তাহার ক্রোধের কারণ। যে আশা মানুষের প্রেরণা যোগাড় আবার সেই আশাই মানুষকে ছলনা করে, দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত করে। ইহাই জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্য। মানুষ আশার তরী ভাসিয়ে এই জীবন-নদী পাড়ি দিচ্ছে কখনও তাহা ভাসছে আবার কখনও ডুবছে। ইহাই জীবনের খেলা। ধনেশ-বাবুও সেরকম আশার তরনীতে একবার ভাসছে আর ডুবছে। ধনেশবাবুর ধন, জনসম্পদে কোন কিছুর অভাব ছিল না। তবু তার লোভ সদানন্দ সংস্থার প্রতি। ইহাকে পঙ্গু করে করতলগত করাই ছিল তার একমাত্র কামনা। তার এরূপ আশা কি দুরাশা নয়। সদানন্দ সংস্থা তার কোন ক্ষতি করে নি। এই দুরাশাই লোভে পরিণত হয়ে তাকে পাপের দিকে টেনে নিচ্ছে। তিনি সদানন্দবাবুর এরূপ অন্যায় কাজের প্রতিশোধ নেওয়ার কথা চিন্তা করতে গিয়ে একটি মতলব ঠিক করিলেন। সদানন্দবাবুকে কয়েকমাস শয্যাশায়ী করে রাখতে পারলে। কোম্পানির প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে। তবেই শ্রমিক আন্দোলন শুরু হবে আর কোম্পানির অর্থসংকট দেখা, দিবে। এখন সমস্যা হলো কি উপায় সদানন্দকে শয্যাশায়ী করা যায়। ধনেশবাবুর স্ত্রী স্বামীর এরূপ দুরভিসন্ধিমূলক সর্বনাশা পরিকল্পনার কথা শুনে তাকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুষ্টমতি লংকার রাজা রাবন কি রাণী মন্দাদরীর আবেদন শুনে সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? তার দেওয়া প্রধান কর্মাধিকারীকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে বরখাস্ত করে সদানন্দবাবু তার যে অপমান করেছেন, সে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে বলে স্ত্রীকে জানিয়ে দিল। পুত্র দেবেশ প্রধান কর্মাধিকারীর প্রতি এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু পিতার এরূপ প্রতিশোধমূলক মনোভাব সমর্থন করে নি। সুতরাং তিনি তার কয়েকজন অনুগামি

এন্‌জিনিয়ার্সের সাহায্যে এন্‌জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের ক্লাবে একটি সভা ডাকতে সমর্থ হলেন। তিনি আশা করে ছিলেন যে সদানন্দবাবুর অন্যায় আচরনের বিরুদ্ধে সভায় আলোচনা হবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে সব এন্‌জিনিয়ার্স ক্লাবে উপস্থিত হলেন। সুরুচিদেবীও সদানন্দবাবুর সহিত ক্লাবে উপস্থিত হলেন। নিঃসংকোচে তিনি সকলের সহিত হাসি ঠাট্টা করে বেড়াচ্ছেন।

সুরুচিদেবীকে তার এক বন্ধু প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মেয়েকে নিয়ে আসেন নি কেন? শুনেছি সে খুব ভাল গান করে, আনলে একবার তার গান শোনার সুযোগ পেতাম। যাহা হউক মেয়ের সম্বন্ধ যদি করেন তবে আমার হাতে একটি সুপাত্র আছে। সুদর্শন বিলেত থেকে এন্‌জিনিয়ারিং করে এসেছে। যদি সম্বন্ধ করতে রাজী থাকেন তবে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।" সুরুচিদেবীর জবাব দেওয়ার পূর্বেই সদানন্দবাবু ভদ্রমহিলাকে জানিয়ে দিলেন যে তার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। সদানন্দবাবুর কথা শুনে ভদ্রমহিলা আগ্রহ প্রকাশ করে জনতে চাইলেন, কোথায় এবং পাত্র কি করে? "ধ্রুবজ্যোতি নামে এক যুবক এন্‌জিনিয়ারের সহিত সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে," সদানন্দবাবু উত্তর দিয়া জানালেন। ভদ্রমহিলা শুনে অবাক হয়ে বললেন, "কে ধ্রুব, যে এখন এনজিনিয়ারিংএ ডক্‌টরেট অধ্যায়নরত? "হ্যাঁ, সদানন্দবাবু বললেন।" শুনে ভদ্রমহিলা ধ্রুবর প্রশংসা করে বললেন, 'বাঃ অনবদ্য পাত্র পেয়েছেন। শুনেছি ছ'-সাত মাস পরে দেশে ফিরবে যদি ওকে কোন আইনগত বাধার সম্মুখীন না হতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত কি হয় বলা যায় না।" বলে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন। সদানন্দ সংস্থার প্রাক্তন প্রধান কর্মাধিকারী ও তপন ক্লাবে উপস্থিত থেকে ধনেশবাবুর সাথে গোপন পরামর্শ কর্চ্ছিলো। ধনেশবাবু চেষ্টা কর্চ্ছিলেন যাতে প্রধান কর্মাধিকারীর মামলাটি পরিচালকমণ্ডলীর সম্মুখে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা যায়, কিন্তু এসোসিয়েশনের সম্পাদক মহাশয় তাহাকে জানালেন, যে প্রয়োজনীয় সভ্যের অনুমোদনের অভাবে বিষয়টি আলোচিত হবে না।" শুনে ধনেশবাবু হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরলেন। সভা থেকে বাড়ী ফেরার পথে সুরুচিদেবী ধ্রুব সম্বন্ধে ভদ্রমহিলার মন্তব্য উল্লেখ করলে, সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে অযথা শঙ্কিত হ'তে নিষেধ করলেন। যদি সে রকম কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে তারাও তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে দ্বিধা করবে না বলে সাদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে জানিয়ে দিলেন, ধ্রুব সম্বন্ধে ভদ্রমহিলার অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনে সুরুচিদেবীর ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারছেন যে ধ্রুব একজন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী যবুক।

ধ্রুবর এরূপ প্রশংসা শুনে তপনের বুক হিংসায় ফেটে যাচ্ছিল। ধ্রুবকে তপন তার জীবন পথের কাঁটা বলে মনে করত। পথ থেকে এই কাঁটা দূর করতে না পারলে তার জীবনে শান্তি নাই। কটা দূর করার চেষ্টাই তার অন্যতম প্রধান কর্ম বলে সে মনে করত।

লোপা নিয়মিত কলেজ যেতে পারে না। প্রতিদিনই কোন না কোন বাধার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। একদিন কলেজে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই একজন অধ্যাপক তাকে তার ঘরে ডেকে পাঠালেন। শঙ্কিত মনে লোপা দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে অধ্যাপক মহাশয় বসতে বলে তাহাকে বললেন, 'দেখ, প্রয়োজনের তুলনায় তোমার কলেজে উপস্থিতির হার অনেক কম। সুতরাং উপস্থিতির হার তুমি সংশোধন করতে না পারলে তোমার পরীক্ষার ফলাফলের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। কাজেই এখন থেকে এ বিষয় তোমার সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর একটি কথা, আগামি সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হবে, শুনেছি তুমি একজন দক্ষ নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পী। তোমাকে নৃত্য সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতে হবে, অনুষ্ঠান সূচীতে তোমার নাম লিপিবদ্ধ করে দিও।' শুনে লোপা বলল, "না স্যার আমি কোনদিন এতবড় অনুষ্ঠানের মঞ্চে সঙ্গীত বা নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিনি। আমাকে মাপ করবেন স্যার।" বলে উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।" বেশ তোমার একবার পরীক্ষা নেওয়া হবে, তারপর তোমার অনুরোধ বিবেচনা করা হবে।" বলেই অধ্যাপক জানতে চাইলেন লোপার বাবা কি করেন? অধ্যাপকের কথা শুনে লোপা তার বাবা সদানন্দবাবুর পরিচয় তাহাকে জানাল। শুনে অধ্যাপক মহাশয় লোপাকে তার নাম অনুষ্ঠান সূচিতে লিপিবদ্ধ করে তার পরীক্ষার সময় জেনে নিতে বলে লোপাকে কলেজ ছুটির পর তার সাথে দেখা করতে বলল। লোপা দুঃখের সহিত তাহাকে জানালেন যে তাহার পক্ষে কলেজ ছুটির পর কোথাও অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া এতে সে আদৌ অংশ গ্রহণ করবে কি না তাহা বাবার সাথে আলাপ না করে সে কিছুই বলতে পাচ্ছে না। লোপার কথা শুনে অধ্যাপক মহাশয় অবাক হয়ে বললেন, সকলে অংশ গ্রহণে আগ্রহী আর তুমি সুযোগ পেয়েও অংশ গ্রহণ করতে চাও-না। ইহার কি কারণ জানতে পারি? তোমার এরূপ মনোভাবের ফলে তোমার ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার হবে না।' বলে অধ্যাপক মহাশয় লোপাকে যেতে বললেন। লোপা ঘর ছেড়ে ক্লাসে চলে আসে। এত দীর্ঘ সময় ধরে তাদের মধ্যে কি কথা হ'য়েছিল জানতে চাইলে, লোপা তার বন্ধুদের বলল, আগামি ছাত্র সম্মেলনে নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক মহাশয় তাকে অংশ

গ্রহণ করার কথা বললে সে বাবার অনুমতি পেলেই কেবল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে বলে সে তাহাকে জানিয়েছে। ওর বন্ধুরা ওর কথা শুনে অবাক হ'য়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর দিন লোপা কলেজে গেলে অধ্যাপক মহাশয় লোপাকে ডেকে জানালেন যে তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না। তাহার কথা শুনে লোপা বিনীত সুরে বলল, 'স্যার আমি কেবল সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করবো।'' শুনে অধ্যাপক বল্লেন, ''বেশ তাহাই ক'রবে।' কলেজ থেকে ফেরার সময় লোপা বাবাকে সব ঘটনা জানিয়ে বলত, সে কেবল সঙ্গীতেই অংশ গ্রহণ করবে।'' লোপা অনুমান করেছিল, বোধহয় তাহাকে অনুষ্ঠান সূচি থেকে বাদ দেবে। কিন্তু অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্বে অনুষ্ঠান সূচিতে তার নাম দেখে লোপা চুপ হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের দুদিন আগে দুখানি প্রবেশ পত্রের দাবি করলে তাকে জানান হ'লো যে প্রতি সূচির জন্য তিনখানি করে প্রবেশ পত্র দেওয়া হবে। সুতরাং আর কোন কথা না বলে তিনখানি প্রবেশ পত্র নিয়ে বাবার সাথে বাড়ী ফিরলো। লোপা মাকে যাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করেও রাজী করতে পারলো না। সুরুচিদেবী লোপাকে জানাল যে সে এরূপ ফাংশনে যাওয়া পছন্দ করেন না। মার কথা শুনে লোপা মনে খুব দুঃখ পেল। অশোকের বাৎসরিক পরীক্ষা। সুতরাং সেও যেতে পারবে না। কেবল বাবাই যাবেন। বাকি দুখানা টিকেট সে সোনাদি ও ছোড়দিকে দেবে বলে ঠিক করলো। এইরূপ ঠিক করে মার আবর্ত্তমানে সোনাদি ও ছোড়দিকে ফোন করে তাদের যাওয়ার অনুরোধ করল। তারা উভয়ে খুব আনন্দের সহিত যেতে রাজী হ'লো। লেপার মনে গভীর দুঃখ যে মা মেনকাদেবীকে সে তার সঙ্গীত শোনাতে পারলো না। যাহা হউক একদিন সুযোগ বুঝে মা মেনকাদেবীকে লোপা ফোন করে বলে, 'মা আমাদের কলেজে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানে আমি সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ ক'রবো। মা শুনে খুব আনন্দিত। লোপা ভারি গলায় বলতে থাকে, মা তোমাকে আমার গান না শোনাতে পারলে আমার কোন গান বাজনাই ভাল লাগে না। তোমাকে যদি ওদিন অনুষ্ঠানে নিতে পারতাম, তবে তোমাকে গান শুনিয়ে আমার জীবন ধন্য করতাম মা! মা আমার আর কিছু ভাল লাগে না, যত ভাল লাগে তোমার স্নেহ মাধুরি ভরা চোখের দৃষ্টি। জানি না কবে আমার সেদিন আসবে যখন তোমাকে গান শুনিয়ে আমার মন প্রাণ তৃপ্তি করবো, ''আমি আশীর্বাদ কচ্ছি তুমি তোমার মধুর সঙ্গীত শুনিয়ে সাফল্যের মন জয় কর। তোমার জয়ই আমি আমার গান শোনার সমান বলে মনে করি লোপা। ভয় নেই, ঠাকুর তোমার মনোবাসনা একদিন পূর্ণ করবেন। সোনাদি ও ছোড়দি সেদিন অনুষ্ঠান দেখতে যাবে। আর

গৌতম ও শংকর তোমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করবে, ভয় নেই।" বলে মেনকাদেবী ফোন ছেড়ে দিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছু সময় পূর্বে সদানন্দবাবু লোপাকে নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হলেন। পরে উমা, কমলা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে মঞ্চে গিয়ে লোপার সাথে সাক্ষাত করলো, আর শংকর ও গৌতম বাহিরে অপেক্ষা করে ছিল। সোনাদি ও ছোড়দিকে দেখে লোপা আনন্দে জড়িয়ে ধরে। তারপর লোপা সোনাদিকে বলে, 'আমার জন্য কিছু এনেছে সোনাদি ?' 'হ্যাঁ এনেছি' বলে উমা লোপার কপাল স্পর্শ করলো। তারপর লোপা সোনাদিকে বলল, সোনাদি আমার প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার সাথে সাথে তোমরা এখানে চলে আসবে। তারপর আমি গিয়ে তোমাদের পাশে ব'সবো।' বেশ তাই ক'রবো। তোমার মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়ে সকলকে এবার আনন্দ দাও' বলে লোপাকে একটু সোহাগ করে কমলাকে নিয়ে উমা তাদের আসন গ্রহণ করলো। তারপর দর্শকে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান শুরু হ'লো। প্রথমে নৃত্য পরিবেশিত হ'লো, তারপর প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করার পর ঘোষক ঘোষণা করিল এখন কুমারী লোপামুদ্রাদেবী আপনাদের সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এরকম একজন অখ্যাত ও অজানা গায়িকার নাম শুনে দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। লোপা প্রথমে একখানা ভজন করলো। গান শুনে প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ভজন শেষ হলে তুমুল হর্ষধ্বনী ও করতালি দিয়ে দর্শকমণ্ডলী আর একখানি গান গাইবার অনুরোধ করতে থাকে। তারপর একখানা আধুনিক গীত গাইল। সুকণ্ঠী লোপার গান শুনে দর্শকমণ্ডলী আর একখানি গান করার অনুরোধ করলে রবীন্দ্র সঙ্গীত তারপর নজরুল সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও পরে গজল পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিল। গজল শেষ করে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল। দর্শকমণ্ডলী দীর্ঘ সময় ধরে করতালি ও হর্ষধ্বনী দিয়ে লোপাকে অভিনন্দন জানাল। উপস্থিত বিখ্যাত শিল্পীরা এরকম একজন অখ্যাত অজানা শিল্পীর অপূর্ব কণ্ঠসঙ্গীত শুনে বিস্ময় অবাক হ'য়ে গেলেন। এই শিল্পীর গান তারা কোনদিন রেডিও বা কোন সঙ্গীত আসরে শোনেন নি। লোপার গান শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রচুর দর্শক মঞ্চে প্রবেশ করলো লোপাকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে, কে এই অপরিচিতা অখ্যাত সুকণ্ঠী গায়িকা জানার জন্য, উমা ও কমলা মঞ্চে ঢুকে লোপাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তারপর সদানন্দবাবুর পেছনে এল শংকর ও গৌতম লোপাকে জনতার হাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কয়েকজন বলিষ্ঠকায় যুবক হাত জোড় করে জনতাকে চলে যেতে বলে লোপাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কর্মকর্তারা জনতা শান্ত হয়ে আসন গ্রহণ

না করিলে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব হবে না বলে জানালে দর্শক স্ব স্ব জায়গায় গিয়ে তাদের আসন গ্রহণ করিলেন। সেই অধ্যাপক মহাশয় মঞ্চে প্রবেশ করে লোপাকে গিয়ে বললেন, "অপূর্ব সঙ্গিত! আর তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি বিশেষ গান জান না। তুমিই প্রকৃত শিল্পী, বলে তিনি চলে গেলেন।" পর পর পাঁচখানি সঙ্গীত পরিবেশন করে লোপা খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। তার উপর জনতার ভীড়ে সে অস্থির হয়ে পড়ল। উমা ও কমলা ওকে ধরে বাইরে হাওয়ায় নিয়ে গেল। একটু সুস্থ হ'লে উমা ও লোপাকে বলে, "চল সোনাদি এবার আমরা গিয়ে বসি,' ঠিক এই সময় তপন এসে লোপার অপূর্ব সঙ্গীতের প্রশংসা করে লোপাকে অভিনন্দন জানাল।' 'ধন্যবাদ' জানিয়ে উমা ও কমলার সাথে ওদের আসনে গিয়ে বসল। বসে লোপা বলল "ঐ ভদ্রলোক কে জান সোনাদি?" "ওকে জান বোনা! ওরা তিনজনে মিলে আমার সোনাভাইকে মেরে ফেলছিল।" বলতে বলতে উমা ধ্রুবর চিঠিখানি লোপার হাতে দিল এবং চুপ করে গেল। ওদের পিছনের কয়েকজন দর্শক বলে উঠলো, আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। দুজনার সিটে তিনজন বসলে পেছনের দর্শকদের দেখতে অসুবিধা হয়। একজন উঠে যান" বলতে থাকে দর্শকরা। হঠাৎ একজন দর্শক বলে উঠল, 'এ যে সেই লোপমুদ্রাদেবী বসে আছেন! আর একজন দর্শক বলে উঠে, লোপাদি তোমার গানের রেকর্ড আছে?' "না ভাই আমার গানের রেকর্ড নেই।" ভয়ে তাড়াতাড়ি উমা ও কমলাকে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। গৌতম উমা, কমলা ও শঙ্করকে নিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাইয়ে নিয়ে এল। তারপর লোপা বাবাকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিল আর উমা কমলা শঙ্কর গৌতম লোপাকে বিদায় জানাল।

লোপা বাড়ী ফিরে এক নিশ্বাসে ধ্রুবর চিঠি পড়ে ফেলল। মা সুরুচি-দেবী লোপার গানের ভাল মন্দ জানতে চাইলেন না। কিন্তু অশোক জিজ্ঞেস ক'রলো, দিদি ফাংশন কেমন হ'লো। তুই কখনো গান করেছিস। প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লোপা নিজের ঘরে গিয়ে ধ্রুবর কাছে চিঠি লিখতে বসল। মা সুরুচিদেবী কিছু জানতে না চাইলেও সদানন্দবাবু লোপার গানের প্রশংসা ক'রে বল্লেন, "তোমার মেয়ের গান শুনে আসরে হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল। পর পর পাঁচখানা গান করলো। সত্যিই অপূর্ব গান করে তোমার মেয়ে।" সদানন্দবাবুর এত প্রশংসার সত্ত্বেও সুরুচিদেবী তার মুখ খুললেন না। সদানন্দবাবু দুঃখ করে বল্লেন, "তোমাকে দেখলে আমার বড়ই দুঃখ হয় সুরুচি, এই ভেবে যে ভগবান তোমাকে এত কঠিন পাষাণ ক'রে তৈরি করেছেন কেন? মেয়ের এরূপ সাফল্যে যে কোন মা

নির্বাক ও নিরানন্দ থাকতে পারে, তা ভাবতেও অবাক লাগে। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে তুমি প্রকৃতপক্ষে লোপার মা কিনা।" ক্ষোভে ও দুঃখে সদানন্দ বাবু সুরুচিদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি অপরাধ করেছে লোপা তোমার কাছে যার জন্য তুমি ওকে সর্বদা অবহেলা ও ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখ। আর করছ লাঞ্ছনা। মেয়ে হ'য়ে জন্মানই কি ওর অপরাধ। যে মেয়ে রূপে গুনে সকলের প্রিয়, সে তার মার কাছে ঘৃণিতা লাঞ্ছিতা। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস।" "না ও আমার মেয়ে নয়" বল্লেন সুরুচিদেবী। "বেশ তুমি যদি লোপাকে তোমার মেয়ে মনে না কর, তবে ওর এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। আমি তবে ওকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসবো" বল্লেন সদানন্দবাবু। "তোমার যা ইচ্ছা তুমি করতে পার।" উত্তর দিলেন সুরুচিদেবী। লোপা মার এরূপ নিদারুণ কথা শুনে কেঁদে ভেঙ্গে পড়ে এবং মার পা ধরে বলে, "মা আমি তোমার মেয়ে নই আর তুমি আমার মা নও। এ তুমি কি বলছ মা। কেন মা তুমি আমাকে তোমার মেয়ে বলতে চাও না? আমার কি অপরাধ? আমি প্রাণ দিয়েও তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ করবো মা। শুধু একবার বলো যে তুমি আমার মা, আর আমি তোমার মেয়ে। বলে লোপা মার পা ধরে কাঁদতে থাকে। সুরুচিদেবী তার পা সরিয়ে বললেন, "না তুমি আমার মেয়ে নও" বলে উঠে চলে গেলেন নিজের ঘরে। সান্ত্বনা দিয়ে সদানন্দবাবু লোপাকে বললেন, "ওঠ মা লোপা। দুঃখ করিস না। মনে কর তোর মা নেই। আমি তোকে অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসবো। যদি কোনদিন তোর মার তোর জন্য প্রাণ কাঁদে, তখন তোকে এখানে নিয়ে আসবো।" বাবার কথা শুনে লোপা বাবাকে বলল, "না বাবা আমি বাড়ী ছেড়ে, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না বাবা। তুমি আমার নিরাপত্তা নিয়ে কিছু ভেবো না।" বলো নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো মানসিক অশান্তিতে তার নিদ্রা আসছিল না। তারপর দিন বিষন্ন মনে কলেজ অভিমুখে রওনা দিল। কলেজে না গিয়ে সোনাদির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। উমা লোপার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে লোপার বিষন্ন মুখ দেখে কাতর হ'য়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে সোনা বোন? বল কি হয়েছে। তোর কাল মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না। অশ্রু পূর্ণ নেত্রে সোনাদির দিকে তাকিয়ে লোপা বলল, "চল সোনাদি কোথাও গিয়ে বসি।" বলে উমা এবং লোপা একটি পার্কে গিয়ে বসল। "কি হয়েছে বল বোন?" উমার কথা শুনে লোপা গত রাত্রির সব ঘটনা শোনাল। লোপার সব কথা শুনে উমা লোপার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে থাকে। "তুই এর জন্য কোন দুঃখ করিস না বোন," তিনি যাহা করেন সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন

তাঁর কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর যাহা হয়েছে সবই তোর মঙ্গলের জন্য হয়েছে বলে মনে করিস্। দেখ সব মা সমান হয় না বোন। তুই তোর মাকে মায়ের মত ভক্তি করবি। একদিন তিনি তার ভুল বুঝতে পারবেন। মা যদি তার মেয়েকে মেয়ে বলে মনে না করেন, তবে ইহা মাতৃত্বের অবমান না করা ছাড়া আর কিছুই নয় বোন, এ জন্য তোমার দুঃখ করা উচিৎ নয়। শান্ত হয়ে মন স্থির করে তুমি তোমার মাকে ভক্তিভরে সেবা করবে। তবে আর তোমায় মনে কোন দুঃখ থাকবে না বোন। বলে উমা লোপার চোখের জল মুছিয়ে দিল। 'সোনাদি' বলে সোনাদির কোলে মাথা রেখে জিজ্ঞেস করে, "সোনাদি মাকে জানিয়েছ যে আমি গত রাতে কলেজের সঙ্গীত অনুষ্ঠানে নির্বিঘ্নে সঙ্গীত পরিবেশন করে এসেছি।" "হ্যাঁ, মা শুনে বললেন, আমি জানতুম যে আমার লোপা তার মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়ে সকলের মন জয় করবে।" শোনাদির কথা শুনে লোপা চুপ করে গেল। "জান সোনাদি কলেজে আমার উপস্থিতির হার কম হওয়ার কারণ অধ্যাপক মহাশয় আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ভাবছি এবার পড়ায় অধিকতর মনোযোগ দেব এবং উপস্থিতির হার বাড়াবার চেষ্টা করবো। এদিকে কলেজের সহপাঠিরা লোপাকে তার অনবদ্য সাফল্যের অভিনন্দন জানাবার জন্য লোপার অপেক্ষা করে আছে, আর লোপা কলেজে না গিয়ে সোনাদির সাথে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। "চল সোনাদি কাল তোমাকে নিয়ে সুপ্রিয়াদির বাড়ী যাই। আমি মনতোষদাকে বলে সব বন্দোবস্ত করে রাখবো। সুপ্রিয়া বৌদি সারাদিন ব্যস্ত থাকেন একাধারে তিনি একজন স্কুল শিক্ষিকা ও সমাজ সেবিকা, আর এক দিকে এক পুত্রের জননী।" লোপার কথা শুনে উমা বলল, "বেশ চল কাল যাব।" বলল উমা তুমি কাল মায়ের মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকো। আমি তোমাকে নিয়ে আসব তারপর মনতোষদার সাথে আমরা তাদের বাড়ী যাব। সুপ্রিয়াদি ও মনতোষদাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। মনতোষদা ওকে খুব স্নেহ করেন। লোপার কথা শুনে উমা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল "ও কে লোপা?" উমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "ও কে, তুমি বুঝি জান না সোনাদি" বলে লোপা উমার কোলে মাথা রেখে চুপ করে থাকে। তারপর উমা লোপাকে বলে, "জানিস বোন, আমার কি ইচ্ছা করে। সবসময় তুই আর আমি এভাবে হেসে খেলে একসঙ্গে থাকি। এক মুহূর্তও তোকে চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করে না।" উমার কথা শুনে লোপা বলে উঠল, "আমিও তোমাকে ও মাকে দেখে আমার সব দুঃখ ভুলে যাই সোনাদি। সব সময় কেবল তোমাদের কথাই মনে হয়। তোমাদের মনে রেখেই আমি আমার সুখ দুঃখের দিন কাটাচ্ছি সোনাদি। চল সোনা দি এবার কিছু

খেয়ে নি।" বলে লোপা উমাকে নিয়ে একটি খাবারের দোকানে প্রবেশ ক'রলো। দুজনে পাশাপাশি গিয়ে বসলে, ওদের দেখে ছেলেগুলি ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর লোপা উমার কানে কানে বলল, "দেখ সোনাদি ওরা কিরকম তাকিয়ে হাসছে, কেউ কাছে আসছে না। উমার ডাকে একটি ছেলে এসে বলল, "কি খাবেন দিদিমণি"। লোপা মুচকি হেসে বলে, "কত সময় ধরে বসে আছি" বলে ছেলেটিকে যেমনি কিছু আনতে বলতে যাবে, অমনি আর একটি ছেলে এসে বলল, "দিদিমণি যে আমার খরিদ্দার। তুই কেন এলি" বলে দুজনার মধ্যে তীব্র বাক-বিতন্ডা শুরু হয়ে গেল। ইহা দেখে লোপা একজনকে খাবার আনতে বললে, দুজনাই খাবার নিয়ে এল। এই কান্ড দেখে লোপা এবং উমা হাসতে থাকে। ছেলেগুলোর ঝগড়া দেখে ম্যানেজার ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, ওরা ওরকম ঝগড়া করেই থাকে।" "না, না এতে মনে করার কি আছে" উত্তর দিয়ে জানাল উমা। ইতিমধ্যে আর একটি মোটা সোটা বালক এসে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে ওরা আর এখানে না আসতে পারে। ওর কথা শুনে আর একটি ছেলে বলে উঠল, "না দিদিমণি ও দাঁড়িয়ে তোমাদের দেখছে।" "আমাদের দাঁড়িয়ে দেখার কি আছে? আমরা কি চিড়িয়াখানার বাঘ না ভাল্লুক।" "না দিদিমণি তোমরা বাঘ ভাল্লুক হবে কেন? তোমরা কি সুন্দর!" লোপা হাসতে হাসতে উত্তর দিয়ে জানাল, "তোমরা বুঝি সুন্দর নও।" বলে ওরা উঠে গেল। ওখান থেকে বাড়ী ফিরলো দুজনে। বাড়ী ফিরেই লোপা বাবাকে কলেজে যেতে নিষেধ করে দিল। তারপর প্রধান কর্মাধিকারিক মনতোষবাবুকে ফোন করে জানিয়ে দিল যে তারা কাল সুপ্রিয়াদির সাথে দেখা করতে যাবে। দয়া করে তিনি যেন সুপ্রিয়াদিকে বলে রাখেন আর অফিস থেকে বাড়ী ফেরার সময় তাদের যেন সাথে করে নিয়া যান। শুনে মনতোষবাবু বললেন, "বেশ যাওয়ার সময় আমি নিয়ে যাব তোমরা প্রস্তুত থেকো।" তারপর দিনও লোপা কলেজ না গিয়ে সোনাদিকে নিয়ে মনতোষবাবুর সাথে সুপ্রিয়াদেবীর বাড়ী গেল। লোপা এবং উমাকে দেখে সুপ্রিয়াদেবী খুব খুশি। সমাদরে দুজনকে নিয়ে ঘরে বসাল। সুপ্রিয়া উমার পরিচয় জানতে চাইলে লোপা উমাকে একটি চিমটি কেটে ওর পরিচয় বলতে বলল। 'আমি ধ্রুবর বড় বোন নাম উমা'। উমার পরিচয় জেনে সুপ্রিয়া বলল 'ও এবার বুঝতে পারলাম। খুব খুশি হলাম আপনাদের আমাদের বাড়ী কষ্ট করে আসার জন্য। ধ্রুববাবুর খবর কি, ভাল আছেন ত?' "হ্যাঁ ভাল আছে, এখনও প্রায় আট মাস বাকি। যদি আশানুরূপ

ফল না হয় তবে আবার আর এক বছর থাকতে হবে। এ কারণ আমরা সকলেই খুব চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।" উমার কথা শুনে সুপ্রিয়া লোপাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার ক্লাশ কেমন চলছে?" "না বৌদি আমার কলেজে উপস্থিতির হার কম হওয়ার কারণ অধ্যাপক আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কলেজ আমার মোটেই ভাল লাগছে না। জানিনা পরীক্ষার ফল কি রকম হয়!" "শুনলাম ছাত্র অধিবেশনে তুমি অনবদ্য গান শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছ। শোনার সৌভাগ্য হয় নি কারণ যাওয়ার সময় করে উঠতে পারি নি। যদিও একখানা টিকিট পেয়েছিলাম। যাক পরে একদিন তোমার গান শোনার সৌভাগ্য হবে। আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম উমাদি।" তারপর হাসি ঠাট্টার মধ্যে সময় কাটিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো দুজনে। "সুযোগ ও সময় করে আসবেন উমাদি। আমরা এখন অধীর আগ্রহে লোপার বিয়ের অপেক্ষায় আছি।" সুপ্রিয়ার কথা শেষ না হতেই "হ্যাঁ, আমরাও বিয়ের দিন গুণছি" উমা বলে উঠলো। সুপ্রিয়া উমার কথা শুনে বলছে, "ধ্রুববাবুকে চোখে দেখিনি কিন্তু শুনেছি দেখতে নাকি খুব সুন্দর, শান্ত ও সৌম্যকান্তি। দুজনে তবে খুব সুন্দর মানাবে।" সুপ্রিয়ার কথা শুনে উমা বলল, "হ্যাঁ, খুব সুন্দর মানাবে।" আপনাদের দুজনকে দেখলে মনে হয় যেন উমা আর গৌরি।" "আর একজন আছে বৌদি, তাকে দেখে কি নাম রাখবেন?" শুনে সুপ্রিয়া বলল, "একদিন নিয়ে এস না, দেখে নাম রাখবো।" "হ্যাঁ, সুযোগ পেলেই একদিন আসব বৌদি। খুব আনন্দে কাটল বৌদি। আজ তবে চলি।" বলে উমা এবং লোপা বেরিয়ে এল। পথে এসে লোপা বলছে উমাকে, "মাকে অনেকদিন দেখিনি সোনাদি। দেখতে ইচ্ছা করে।" লোপার কথা শুনে উমা বলল, কবে দেখতে চাও বল, সেদিন মাকে নিয়া আসবো। যদি পারি কমলাকেও নিয়া আসবো।" উমার কথা শুনে লোপা বলে উঠলো, "কালকে নিয়ে এসো না" শুনে উমা বলল, "কদিন পর্যন্ত কলেজে যাচ্ছ না, বরং এখন কদিন ক্লাশে যাও। তারপর মাকে একদিন এখানে নিয়া আসবো।" "না সোনাদি তুমি কালকে মাকে এখানে নিয়া আস, মাকে না দেখে আমার কলেজ করতে ভাল লাগবে না সোনাদি। যদি পার ছোড়দিকেও নিয়া এস। আমি এখানে অপেক্ষা করে থাকবো।" "বেশ তাই করবো।" বলে উমা লোপাকে নিরাপদ জায়গায় নাবিয়ে দিয়ে বাড়ী গিয়ে ফোন করে মাকে এবং কমলাকে জানিয়ে দিল যে লোপা ওদের দেখতে চায়। মা থেকেও যার মা না থাকে, সে বড়ই দুঃখিনী। তাই লোপা আকুল হয়ে অপেক্ষা করে থাকে তার খুঁজে পাওয়া মা মেনকাদেবীর

স্নেহ ও মমতা ভরা স্নিগ্ধ চোখের প্রাণ ভরা ভালবাসা পাওয়ার জন্য। আর মেনকাদেবী, তিনি আকুল হয়ে ব্যকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করে থাকেন কোথায় এবং কখন তিনি দেখবেন তার নয়নের মণি লোপাকে। তার নিজের পুত্র ধ্রুব ও কন্যা উমা এবং কমলা অপেক্ষা লোপা তার বেশী প্রাণ দখল করে আছে। কারণ তিনি সকলের মা, তিনি দয়াময়ী মা। লোপা তার মন প্রাণ দখল করে আছে কারণ মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা মেয়ে লোপা অসহায় এবং বড়ই দুঃখিনী। তাই উমার কাছ থেকে লোপার দেখার আগ্রহের কথা শুনে মেনকাদেবীর মন লোপাকে দেখার জন্য আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। তিনিও তাই উমাকে তার গভীর আগ্রহের কথা জানিয়ে দিলেন। বাবাকে কলেজ যেতে নিষেধ করে লোপা বেরিয়ে গেল কলেজের উদ্দেশ্যে। কলেজ না গিয়ে সে গেল সেইখানে যেখানে মা, উমা, কমলা ও জামাইবাবু গৌতমদা তার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। মাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং মৃদুস্বরে ডেকে ওঠে, 'মা'। সেই একাক্ষর মধুর নাম। আর মা মেনকাদেবী সব ভুলে লোপাকে "আমার প্রাণ জুড়োন" বলে জড়িয়ে ধরেন। "মা তোমার মুখখানা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন মা? তোমার হাসি আমি বড়ই দেখতে ভালবাসি মা। কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম! যখনই কোন দুঃখ মনে হয়, তোমার স্নেহ ও মমতা ভরা মুখ মনে করে আমি আমার সব দুঃখ ভুলে যাই মা" বলে মার মাথার চুল সুন্দর করে সাজিয়ে দিল। "চলুন গৌতমদা আমরা সকলে মিলে বেড়িয়ে আসি।" "কোথায় যাবে?" জানতে চাইলে মেনকাদেবী বললেন, "চল দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে যাই। মাকে দর্শন করে পুজো দিয়ে আসি।" দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মাকে দর্শন ও পুজো দিয়ে তারা সকলে গঙ্গার তীরে সেই গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল, যেখানে ধ্রুব ও লোপা দুদিন এসে বসেছিল। লোপার মনে ভেসে আসে সেই পুরান দুদিনের স্মৃতি। গৌতম খাবার আনতে গেলে মেনকাদেবী লোপাকে বললেন, "কাল ধ্রুবর চিঠি পেয়েছি লিখেছে ভাল আছে। এই প্রথম জানাল যে সে এত ব্যস্ত, চিঠি লেখার সময় করে উঠতে পারে না।" শুনে লোপা মুখ নীচু করে থাকে। চন্দনের ফোঁটা দিয়ে উমা লোপার মুখখানি সাজিয়ে দেওয়াতে লোপার মুখ হয়ে উঠেছিল সুন্দর ও নয়নাভিরাম। মেনকাদেবী একদৃষ্টে লোপাকে দেখছিল। "কি দেখছ মা" লোপা জিজ্ঞেস করলে মেনকাদেবী জানাল, "দেখছি তোমাকে, দেখছি আমার নয়নতারা।" বলে তিনি ধ্রুবর চিঠি পড়ে শোনালেন, "মা এখন রাত ভোর চারটে বেজেছে। রাস্তা থেকে

মাঝে মাঝে দু-একখানা গাড়ীর শব্দ কানে ভেসে আসছে। এখন তোমার কাছে চিঠি লিখছি। চিঠি লেখা শেষ করে শুয়ে পড়ব মা। যতই শেষ দিন এগিয়ে আসছে ততই ব্যস্ততা বেড়ে যাচ্ছে। কাজের মাঝে মাঝে তোমাদের কথা মনে পড়ে আর আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। তোমার আশীর্বাদে আমি আমার সব বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে তোমার কোলে ফিরে আসবো মা। বাবাকে আমার প্রণাম জানিও। —প্রণত ধ্রুব। চিঠিখানা পড়া শেষ করে মেনকাদেবী লোপার হাতে দিয়ে বললেন, "নাও তোমাকে চিঠিখানি দিলাম লোপা।" লোপা চিঠিখানি রেখে দিল। সেদিন তুমি সকলকে তোমার গান শুনিয়ে অপার আনন্দ দিয়েছ শুনে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।" মেনকাদেবীর কথা শুনে লোপা মধুর কণ্ঠে "মা আমার এ আকুল মন প্রাণ, শুধুই চায় তোমারে শোনাতে গান।" বলে একখানি মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে শোনাল। গান করতে করতে লোপার সারা চোখ জলে ভরে গেল। গান শুনে মেনকাদেবী তার আঁচল দিয়ে লোপার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, "দুঃখ করিস নে মা। আমি তোমার মা। তুই আমার নয়নের মণি। এ যে তোমার পরীক্ষা। তোমার এ দুঃখের রাতি একদিন ভোর হবে। এখানে তুমি দিচ্ছ তোমার পরীক্ষা আর ওখানে ধ্রুব দিচ্ছে তার পরীক্ষা। জীবনটাই একটা পরীক্ষাক্ষেত্র লোপা। হতাশ হয়ো না। জগৎগুরুর কৃপায় অবশ্যই একদিন তুমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে লোপা। সংসারের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা প্রভৃতি হলো জীবনে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। ইহাদের সহ্য করে তোম কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে মা" মেনকাদেবীর কথা শ্রবণ করে লোপা মা মেনকাদেবীকে প্রণাম করলো। "সৌভাগ্যবতী হও মা" বলে মেনকাদেবী লোপাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। "চল মা এবার যাই" বলে সকলকে নিয়ে মেনকাদেবী ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন। বিদায়ের বেদনায় সকলেই ব্যথিত। লোপাকে নিরাপদে বাড়ী পেঁীছে দিয়ে গৌতম সকলকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। বাড়ী গিয়ে লোপা দেখে মা বাড়ী নেই আর বাবা তখনও অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন নি। অশোক ক্লাব থেকে ফেরেনি। এই অবসরে নিজের ঘরে গিয়ে ধ্রুবর চিঠিখানি বার করে পড়ল। মার প্রতি ধ্রুবর এরূপ অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে লোপা বিস্ময় অভিভূত ও মুগ্ধ হয়ে যায়। সে বিশ্বাস করতে পারে না, যে আধুনিক যুগে এরকম মাতৃভক্ত কোন পুত্র থাকিতে পারে। তার মন প্রাণ অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল। ইতিমধ্যে উভয় মা এবং বাবা বাড়ী ফিরেছেন দেখে লোপা তাদের জন্য চা জলখাবার এনে পাশে বসে

পড়ল। মাকে বলল, "মা কাল চল দিদিমাকে দেখে আসি। অনেকদিন দেখিনি। যাবে মা ?" "না আমার সময় হবে না" গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিলেন সুরুচিদেবী। মার উত্তর শুনে তাকে আর কিছু বলার আগ্রহ হলো না। লোপা চুপ করে রইল। সেই ফাংশন শেষ হওয়ার পর লোপা আজ প্রথম কলেজে গেল। ক্লাশ শুরু হওয়ার ঠিক দু-এক মিনিট আগে ক্লাশে গিয়ে বসলো। ওকে দেখে সকলে বিস্ময় অবাক হয়ে গেল। কৌতূহল দমন করতে না পেরে একজন সহপাঠি এতদিন কেন আসতে পারেনি জানতে চাইলে লোপা খুব নম্র হয়ে তাদের জানাল, যে সে কতগুলি জরুরী কাজের জন্য কলেজে উপস্থিত হতে পারেনি। আর কোন প্রশ্ন না করে যে যার আসনে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে অধ্যাপক ক্লাশে ঢুকে লোপাকে দেখতে পেয়ে জানতে চাইলেন কি কারণে সে এতদিন কলেজে আসেনি ? উত্তরে লোপা তাকে বললেন, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ সে কলেজে আসতে পারেনি। লোপার কথা শুনে অধ্যাপক মহাশয় তাহাকে একখানি ছুটির দরখাস্ত পেশ করতে বললে ইতিমধ্যে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক লোপাকে ডেকে পাঠালেন। লোপা তৃতীয় ঘণ্টায় অধ্যাপকের কক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোপাকে সম্বোধন করে অধ্যাপক মহাশয় বলতে থাকেন, "তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী। কিন্তু তোমার পড়াশুনার মধ্যে আমি সেরকম কোন চিহ্নই খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি নিজেই তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হেলায় নষ্ট করে দিচ্ছ লোপামুদ্রা। জীবনে উন্নতি করতে হলে উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তোমার সে শিক্ষার সুযোগ এভাবে অপচয় করা উচিৎ নয়। এরকম ভাগ্য খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই আসে। আশা করি তুমি তোমার ত্রুটি উপলব্ধি করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হবে।" অধ্যাপকের কথা শুনে লোপা ধীরে তার বক্তব্য বলতে শুরু করল। "স্যার আমার ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তবে এ প্রসঙ্গে আমার দু একটা কথা বলার আছে স্যার। এই শিক্ষাকে আপনি আখ্যা দিচ্ছেন উচ্চশিক্ষা। যে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়ে ওঠে স্বার্থপর, অহংকারি, ও শেষে কর্মকে ত্যাগ করে অপরকে ঘৃণা করতে, যে শিক্ষা পেয়ে মানুষ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে পরের বাণী মুখে আওড়ায়, আর অপরের কীর্তিকলাপ নকল করে নিজের মহিমা প্রকাশ করে, ছলে, বলে, কৌশলে নিজের নিজের কামনা, বাসনা ও লোভ চরিতার্থ করতে শেখে, আমি সেরূপ উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী নই স্যার। আমি সেই শিক্ষায় আগ্রহী যে শিক্ষা পেয়ে মানুষের মন থেকে অজ্ঞানতা দূর হয়, যে শিক্ষা পেয়ে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শেখে, ঘৃণা করতে নয়, যে

শিক্ষা পেয়ে কর্মকেই ধর্ম বলে গ্রহণ করতে শেখে, কর্মকে ত্যাগ করতে নয়। কেবল সেই শিক্ষাকে আমি আদর্শ শিক্ষা বলে মনে করি স্যার।" লোপার কথা শুনে অধ্যাপক লোপাকে বললেন, "দেখ আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই। তবে দেখ, পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতে হলে পর্বত আরোহীকে এক পা এক পা করে উপরের দিকে এগোতে হয়। সেরূপ আদর্শ শিক্ষার চূড়ায় আরোহণ করতে হলে আমাদেরও দেখে শুনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই কেবল আদর্শ শিক্ষার চূড়ায় আমরা আরোহণ করতে পারবো। যদি চেষ্টা না করে চুপ করে বসে থাকি, তবে কিরূপে আদর্শ শিক্ষায় চূড়ায় পৌঁছাব। আজ তুমি যদি সেই চেষ্টায় যোগ না দেও, তবে তুমি যে চিরদিন পিছনে পড়ে থাকবে, এ বিষয় আমার কোন সন্দেহ নাই। কেবল সমালোচনা করলে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। চাই সকলের সমবেত চেষ্টা। সুতরাং এই উচ্চ শিক্ষাকে তোমার অবহেলা করা উচিৎ নয়। শিক্ষা যদি কুশিক্ষাও হয়, তাহা গ্রহণ করাই তোমার ধর্ম এবং কর্তব্য। শিক্ষা ত্যাগ করা নয়। সুতরাং এখনও সময় আছে, তুমি চেষ্টা করলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।" বলে অধ্যাপক মহাশয় চুপ করলেন। "স্যার আপনার উপদেশ শুনে আমার মোহ দূর হয়েছে। আপনার উপদেশ পালন করাই আমার একমাত্র কর্তব্য হবে স্যার" বলে লোপা অধ্যাপক মহাশয়কে প্রণাম করে নিজের ক্লাশে ফিরে এল। তার একজন সহপাঠি এসে লোপাকে তাদের একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান করার অনুরোধ করলে, লোপা দুঃখের সহিত তাহাকে জানিয়ে দিল যে সে বাইরের কোন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে না। বাড়ী ফিরে লোপা ধ্রুবকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখল। জানাল মায়ের সহিত সাক্ষাতের কথা। জানাল অধ্যাপক মহাশয়ের মূল্যবান উপদেশের কথা, তারপর জানাল, "যাহা কিছু আছে মোর তোমাকে দেবার, তোমা তরে সঞ্চিত করে রেখেছি অন্তরে আমার। ফিরে এসে তাহা করিলে গ্রহণ, ধন্য হবেলোপার এ অসার জীবন।" জানিয়ে চিঠি শেষ করলো।

আশা, কেবল আশা আশাই মানুষের একমাত্র প্রেরণা যাহা মানুষকে কোন না কোন কার্য্যে নিয়োজিত করে রাখছে। মেনকাদেবী আশা করে আছেন কবে তিনি তার নয়নের মণি লোপামুদ্রাকে বরণ করে গৃহলক্ষী করে ঘরে তুলবেন, লোপা আশা করে আছে কবে তার মনের মানুষের সহিত মিলিত হবে। তপন আশা করে আছে কবে সে তার জীবন পথের কাটা ধ্রুবকে দূর করতে সক্ষম হবে। ধনেশবাবু আশা করে আছেন কবে তিনি তার অপমানের

প্রতিশোধ নেবেন এবং সদানন্দ প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটাতে পারবেন। সকলেই একটি না একটি আশা নিয়ে ছুটে চলেছেন আর ঘটনার মালায় সংযোজন ক'রছেন ঘটনার পর ঘটনা। এভাবে আশার ভেলা ভাসিয়ে মানুষ তার জীবন নদী পাড়ি দিচ্ছেন। অবশেষে বাতাসে ভেসে মিলে যায় মহা-শক্তিতে। মানুষের মনে বিষয়াশক্তি হতে প্রথমে জন্মে কামনা ও বাসনা। তারপর কামনা থেকে জন্মে তৃষ্ণা ও লোভ। লোভ প্রতিহত হ'লে ক্রোধ জন্মে। তারপর ক্রোধে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায় এবং পাপ কাজে লিপ্ত হয়। ধনেশ, তপন প্রভৃতির লোভ ক্রোধে পরিণত হয়ে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ধনেশবাবু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তার কয়েকজন সহযোগির সাথে মিলিত হয়ে সদানন্দবাবুকে নিহত বা গুরুতর রূপে আহত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হোলো। এ উদ্দেশ্যে তারা একজন আততায়ীকে নিযুক্ত ক'রলেন যে সদানন্দবাবুর গাড়ীর পেছন থেকে ধাক্কা দেবে। এ উদ্দেশ্যে আততায়ি প্রতিদিন সদানন্দ-বাবুর গাড়ীর অনুসরণ কচ্ছিল, কিন্তু সুযোগ সুবিধা হচ্ছিল না। কারণ সদানন্দবাবু গাড়ীর পেছনে একখানি পুলিশের গাড়ী থাকতো। এ কারণ ট্রাফিক পুলিশ খুব সতর্ক থাকতো বলে ঐ আততায়ী কোন সুবিধা করতে পারে নি। অবশেষে একদিন আততায়ীর সে সুযোগ এসে গেল। সদানন্দ-বাবু একদিন নিত্যনৈমিত্তিক কাজ সম্পন্ন করে সচিবালয়ের দিকে রওনা হলেন। তার এরূপ গমন স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত ছিল বলে কেউ জানতো না। সুতরাং ঐ আততায়ি নির্ভয়ে সদানন্দবাবুকে অনুসরণ করে চলেছে। সদানন্দবাবু নির্বিঘ্নে সচিবালয়ে পেঁছে তার কাজ কর্ম সেরে অফিসের দিকে চলেছেন। লোপা গেছে কলেজে, অশোক তখন স্কুলে, কেবল তখন সুরুচি-দেবী বাড়ীতে ছিলেন। সদানন্দবাবু যখন অফিসে ফিরছিলেন, তার পেছনেও একটি গাড়ী আসছিল। ঐ গাড়ীর চালক চেষ্টা কচ্ছিল সদানন্দ-বাবুর গাড়ী ওভারটেক করতে। সদানন্দবাবু ওর অভিসন্ধি বুঝে ওকে পথ করে দিচ্ছিল কিন্তু সে যাচ্ছিল না দেখে সদানন্দবাবুর মনে সন্দেহ হোলো, তিনি তার গাড়ীর গতি কমিয়ে নিরাপদে এক ধারে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ পেছন থেকে ঐ আততায়ীর গাড়ী এসে প্রচণ্ড জোরে সদানন্দ বাবুর ডান দিকে ধাক্কা দিয়ে, ফুটপাথের উপর উঠে পড়ল। দুর্ঘটনার প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক থেকে হৈ চৈ করে পথচরীরা দৌড়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল, সদানন্দবাবু রক্তাক্ত শরীরে অজ্ঞান অবস্থায় গাড়ীর মধ্যে পড়ে আছে। গাড়ীর চালক গাড়ী ছেড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে দেখে জনতা তাকে ধরতে গেলে সে একটি বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। এদিকে সদানন্দবাবু মৃত প্রায় অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে গাড়ীর মধ্যে পড়ে আছেন। পথচারিরা চেষ্টা কচ্ছে

সদানন্দবাবুকে গাড়ীর ভেতর থেকে বার করতে। কিন্তু পাচ্ছে না, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সময় গৌতম বিপরীত দিক থেকে হাসপাতালের ডিউটি শেষ করে বাড়ী ফিরছিল। দূর থেকে গাড়ীখানা দেখে তার খুব সন্দেহ হোলো যে গাড়ীখানি সদানন্দবাবুর। সে দৌড়ে দুর্ঘটনা স্থলে উপস্থিত হোলো। দেখে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে, গৌতম কয়েকজন পথচারির সাহায্যে সদানন্দবাবুকে গাড়ী থেকে বার করে পরীক্ষা করে পুলিশের পাহারায় গাড়ীখানি রেখে নিজে গাড়ীতে করে সদানন্দবাবুকে হাসপাতালে নিয়া এল। এদিকে পুলিশ আততায়ীকে খুঁজে বার করে গাড়ীসহ আততায়ীকে গ্রেপ্তার করলো। সদানন্দবাবুকে হাসপাতালে নিয়েই তাহার চিকিৎসা শুরু করে দিল। গৌতমের সারা শরীর রক্তময় হয়ে গেল। তারপর কমলাকে ফোন করে দুর্ঘটনার খবর সকলকে জানিয়ে লোপাকে কলেজ থেকে নিয়া আসতে বলল। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে ধ্রুবর বন্ধু উপ-কমিশনার হাসপাতালে উপস্থিত হোলো। তিনি এরূপ দুর্ঘটনার জন্য তার আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করে গৌতমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কমলা সকলকে একের পর এক খবর দিল, পারিল না কেবল সুরুচিদেবীকে খবর দিতে। কারণ তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না। পুত্র অশোক মনতোষবাবুর সাথে হাসপাতালের দিকে রওনা দিল। সকলকে খবর দিয়ে কমলা লোপাকে খবর দিতে ইউনিভার্সিটিতে গেল। খবর পেয়ে লোপা দৌড়ে এসে কমলাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, "কেমন আছেন বাবা, কি হয়েছে বাবার ছোড়দি ?' "একটি মটর দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। ঠাকুরের কৃপায় তখন তোমার জামাইবাবু হাসপাতালে থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। তিনি গাড়ী চিনতে পেরে তার কাছে গেলেন এবং তাকে তৎক্ষণাৎ গাড়ী করে হাসপাতালে দিয়া এসেছেন। এখন চিকিৎসা চলছে। তারপর দুজনে হাসপাতালে গেল। বাবাকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখে লোপা বুক ফাটা কান্নায়, ভেঙ্গে পড়ল। কমলা ওকে ধরে অন্য ঘরে নিয়া গেল। গৌতমের সারা শরীরে রক্ত দেখে কমলা মাথা ঘুরে অস্থির হয়ে পড়ল। তখন সে কি এক মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য। গৌতম পোষাক ছেড়ে অন্য একটি পোষাক পরল। একের পর এক অস্ত্রোপচার ও রক্ত দেওয়ার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে উমা ও শঙ্কর হাসপাতালে এল। উমাকে রেখে শঙ্কর মাকে আনতে গেল। মেনকাদেবী এলে তাকে জড়িয়ে ধরে লোপা কাঁদতে থাকে। "কেঁদো না মা। কিছু ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে সেই কৃপাময়ের কৃপায়। কাঁদলে অমঙ্গল হবে। ধৈর্য্য ধরে ঠাকুরকে ডাকো। তোমার মাকে খবর দেওয়া হ'য়েছে ?" "না মাকে খবর দেওয়া যায় নি। মা তখন বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী

ফিরলে খবর পাবে। বলল লোপা। সব শুনে মেনকাদেবী বললেন, "এই যদি গৌতম তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকতো তবে আজ যে কি ঘটে যেতে পারতো তা ভাবাও যায় না। সবই লীলামায়ের লীলা। তিনিই বিপদ দেবেন আবার তিনিই মুক্তির পথ ঠিক করে রাখবেন।" খবর পেয়ে কিছু সময় পর প্রিয়নাথবাবু হাসপাতালে এলেন। মেনকাদেবী লোপার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রিয়নাথবাবুর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার জন্য তারা সকলে অন্য একটা ঘরে গেলেন। তিনি বললেন, যে নিরাপত্তার কথা মনে রেখে এখন লোপাকে বাড়ীতে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। সদানন্দবাবুর জ্ঞান তখনও ফেরেনি। এ কারণ তিনি সুরুচিদেবীর নিকট লোপাকে তাদের কাছে রাখার প্রস্তাব করবেন। যদি সুরুচিদেবী প্রস্তাবে রাজী না হন তবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তাহা উপকমিশনারের সহিত আলোচনা করে ঠিক করা হবে। বিকেলে খবর পেয়ে তপনকে সঙ্গে করে সুরুচিদেবী সদানন্দবাবুকে হাসপাতালে দেখতে এলেন। তখনও সদানন্দবাবুর জ্ঞান হয় নি। সকলেই উদ্বেগও উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছে। গৌতম তখন তার কয়েকজন সহযোগি ডাক্তারের সহিত পরবর্ত্তী চিকিৎসাক্রম নিয়ে আলোচনা কচ্ছিল। গৌতম সুরুচিদেবীকে সব ঘটনা জানিয়ে বললো যে বিপদ এখনও কাটেনি। তারপর মেনকাদেবী সুরুচি-দেবীকে নিয়ে অন্য একটি ঘরে গিয়ে দুর্ঘটনা ও গৌতমের উপস্থিতির কথা বলছিলেন। দুর্ঘটনার বিস্তারিত বলা শেষ করে মেনকাদেবী সুরুচিদেবীকে সম্বোধন করে বলতে থাকেন, দিদি এই বিপদ না কাটা পর্য্যন্ত যদি আপনারা তিনজন আমাদের বাড়ীতে থাকেন তবে আমরা বড়ই খুশি হবো।' মেনকা-দেবীর প্রস্তাব শুনে সুরুচিদেবী একটু ভেবে বলেন, 'আমি অশোককে নিয়ে বাড়ী থকতে পারবো। আপনি বরং উর্মি'কে নিয়ে, যে পর্য্যন্ত না ওর বাবা বাড়ী ফিরে আসেন, আপনার কাছে রাখুন।' সুরুচিদেবীর প্রস্তাব শুনে আনন্দে মেনকাদেবীর মুখ থেকে কোন কথা বেরোলনা। সুরুচিদেবীর হঠাৎ এরূপ বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখে ভাবলেন, বোধহয় ওনার মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে ক্ষণিক চিন্তা করে, 'বেশ আপনি যে রূপ ভাল মনে করেন।'' সুরুচি-দেবীর এরূপ সিদ্ধান্তের কথা শুনে তপন হতাশ হোলো। কার মনে যে একটু আশার আলো দেখা দিয়েছিল, তাহা এক মুহূর্তে নিভে গেল। তপন সুরুচিদেবীকে বললেন, "আপনারা দুজন থাকবেন আপনাদের নিজে বাড়ী আর আপনার মেয়ে থাকবে পরের বাড়ী। এরকম প্রস্তাব করা আপনার মোটেই সুবিবেচিত হয়নি, বরং আপনারা সকলে আমাদের বাড়ী চলুন।"

তপনের প্রস্তাব শুনে সুরুচিদেবী তাকে জানাল, "সে অশোককে নিয়ে বাড়ীতে থাকতে পারবে।" শুনে তপন জানতে চাইল তবে লোপাদেবী কোথায় থাকবেন? তপনের কথা শুনে সুরুচিদেবী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "উর্মি'র যেখানে নিরাপদ সেখানেই সে থাকবে।" সুরুচিদেবীর কথা শুনে মেনকাদেবী বিস্মিত হলেন। সুরুচিদেবী বাড়ী যাওয়ার পূর্বে সদানন্দবাবু কখন কেমন থাকেন তাহা মাঝে মাঝে তাহাকে জানাতে বলে চলে গেলেন। সুরুচিদেবী অশোককে নিয়ে বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ করলে লোপা মাকে বলল, 'মা আমিও তোমার সাথে যাব।" 'না' বলে চলে গেলেন। শংকর তাকে তার গাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তপন তাকে তার গাড়ীতে করে তার বাড়ী পেঁছে দিয়ে এল। একদিন সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে কথাচ্ছলে জানিয়েছিলেন যে লোপার এ বাড়ীতে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। সেই কথা স্মরণ করেই তিনি লোপাকে মেনকাদেবীর আশ্রয়ে রেখে এলেন, কারণ দুর্ঘটনা দেখে তিনি খুব ভীত হ'য়ে পড়েছিলেন এবং লোপার নিরাপত্তার দায়িত্ব তিনি নিজের উপর রাখতে সাহস পেলেন না। প্রিয়নাথ-বাবু বাড়ী ফিরেই মেনকাদেবীর ইচ্ছায় ধ্রুবকে খবর দেওয়ার জন্য একটি ট্রাংককল বুক করলেন। আধঘণ্টা পর ধ্রুবর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হ'লো। মেনকাদেবী দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে অবিলম্বে ধ্রুবকে বাড়ী আসতে বললেন। মার কাছ থেকে এরূপ মর্মান্তিক খবর শুনে ধ্রুব মাকে জানাল। "হ্যাঁ মা, আমি কালকেই যাত্রা কচ্ছি।" ধ্রুবকে ফোন করে মেনকা-দেবী শংকরকে ফোন করে গাড়ী আনতে বললেন। শংকর গাড়ী নিয়ে এলে পরে মেনকাদেবী ও প্রিয়নাথবাবু পুনরায় হাসপাতালে ফিরে গেলেন। ধ্রুবকে ফোন করে আসতে বলা হ'য়েছে, এ খবর কেবল গৌতম ও শংকর ভিন্ন আর কাউকে তিনি জানালেন না। হাসপাতালে এসে মেনকাদেবী উমাকে বললেন, "লোপাকে তাদের বাড়ী নিয়ে রাখতে, কারণ বিয়ের পূর্বে লোপাকে ঘরে তোলা বিধিসম্মত নয় মনে করে তিনি এরূপ ব্যবস্থা করলেন।" তারপর শংকর গিয়ে তার পিতা অশোকবাবু ও মা মেনকাদেবীকে হাসপাতালে নিয়া এলেন। প্রায় বার ঘণ্টা অচৈতন্য থাকার পর গৌতম ও তার সহযোগি অন্যান্য ডাক্তারদের অক্লান্ত চেষ্টায় সদানন্দবাবুর জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং পরমেশ্বরকে প্রণাম করলো। প্রায় আধঘণ্টা পর 'লোপা লোপা' করে ডেকে উঠলেন সদানন্দবাবু। লোপা কাছে গিয়ে বলল, "এই যে বাবা আমি। খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা। আমি ভাল আছি।" গৌতম লোপাকে আর কথা বলতে নিষেধ করে তাকে যেতে বলল। তৎক্ষণাৎ সুরুচিদেবীকে ফোন করে জানিয়ে তাকে আসতে

বললে, তিনি জানালেন, যে সে পরে আসবে। আর দেরী না করে সকলে হাসপাতাল থেকে বাড়ী চলে গেল। কেবল রয়ে গেল গৌতম ও শঙ্কর। অশোকবাবু এবং তার স্ত্রী মায়াদেবী উমা ও লোপাকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরলেন। শঙ্করের ছোট ভাই টুলু লোপাকে দেখে আনন্দে ও খুশিতে তার মন প্রাণ ভরে গেল। মেনকাদেবী বাড়ী যাওয়ার পথে উমার শ্বশুরালয়ে নেমে লোপাকে সুস্থ ও নিরাপদ দেখে নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে গেলেন। এদিকে ধ্রুব মার ফোন পেয়েই কেন্দ্রে চেয়ারম্যানকে তার বিপদের কথা জানিয়ে পাঁচদিনের ছুটির অনুরোধ করলে চেয়ারম্যান তৎক্ষণাৎ ছুটি মঞ্জুর করিলেন। বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার তখন মাত্র দু'ঘণ্টা বাকিছিল, এর মধ্যে ধ্রুব সব কাজ শেষ করে ফেলল। ধ্রুবর গুরুর কৃপা ও তার মা'র আশীর্বাদে তখন শিক্ষাকেন্দ্র একটি উপলক্ষে সাতদিনের ছুটি। সুতরাং পাঁচদিনের ছুটি নিয়েই সে পরবর্ত্তি ফ্লাইটে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তারপর দিন ভোরের দিকে সকলে হাসপাতালে এল। সুরুচিদেবী ও অশোককে নিয়ে তপনকে আসতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন। যাহা হউক সুরুচিদেবী দেখে শুনে সব খোঁজ খবর নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন। কারোর সাথে বিশেষ কোন কথা বললেন না। লোপা মাকে জিজ্ঞেস করলো, আবার কখন আসবে মা শুনে সুরুচিদেবী জানালেন বিকেলে। বলে যেতে উদ্যত হলে লোপা মাকে পুনরায় বলল, "মা অশোককে আমার কাছে রেখে যাবে, মা? বিকেলে তোমার সাথে ফিরে যাবে।" 'না' বলে তপনের গাড়ীতে চলে গেলেন। সুরুচিদেবীর ব্যবহারে হঠাৎ আবার এরূপ পরিবর্ত্তন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সুরুচিদেবী ছিলেন একজন রহস্যময়ী নারী। অতএব মার কথা, এরূপ ব্যবহারে লোপার চোখ দিয়ে জল নেমে আসছিল। মেনকাদেবী শান্তনা দিয়ে লোপাকে বললেন, "কাঁদিস নে মা। এ সব তোর পরীক্ষা। ঠাকুরের কৃপায় একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। যাও এখন উমার সাথে বাড়ী চলে যাও। আমি দুপুরে তোমাকে দেখতে যাব। তারপর বিকেলে আমরা সকলে হাসপাতালে আসবো।" বলে শঙ্করকে উমা ও লোপাকে বাড়ী পৌছে দিয়া আসতে বললেন। সদানন্দবাবু তখনও খুব দুর্বল ও প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে ছিলেন। আর গৌতম আহার নিদ্রা ভুলে তার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে যাচ্ছিল। যিনি মানুষকে বিপদ দেন, সেই দয়াময়ই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ তৈরি করে রাখেন। দৈব ক্রমে যদি গৌতম দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকতো, তবে কি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। সবই সেই করুণাময়ের করুণা বলে তার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানলেন মেনকাদেবী। দুপুরে তাড়াতাড়ি খেয়ে মেনকাদেবী উমার শ্বশুরালয়ে গেলেন। গিয়ে

দেখেন উমার শ্বাশুরী লোপা ও উমাকে নিয়ে খেতে বসেছেন। মাকে দেখে লোপা ও উমা একসাথে আনন্দে বলে উঠলো, "মা তুমি খেয়ে এসেছ ?' 'হ্যাঁ বলে মেনকাদেবী গিয়ে উমার ঘরে বসলেন। মেনকাদেবীর প্রাণ পড়ে ছিল এ বাড়ীতে, কখন গিয়ে তিনি লোপাকে দেখবেন। খাওয়া শেষ হ'লে উমা ও লোপা গিয়ে মার পাশে ব'সল, তারপর মায়াদেবীও গিয়ে বসে কিছু-সময় গল্প করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তারপর মেনকাদেবী উমা ও লোপাকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। সকলেই খুব ক্লান্ত ছিল। সুতরাং শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল। বিকেলে মেনকাদেবী, মায়াদেবী, উমা ও লোপাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। তখনও সদানন্দবাবুর জ্ঞান স্বাভাবিক হয় নি। শরীরের চারিদিকে হাত দিয়ে ব্যথা দেখিয়ে দিচ্ছেন। ডান পায়ে আঘাত খুব বেশী। একস্ুরে করে ডান পা পুরো ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছিল। তৃতীয় দিনের বিকেলে সকলকে অবাক করে দিয়ে ধ্রুব হাসপাতালে উপস্থিত হলো। মাকে বাবাকে প্রণাম করে ধ্রুব সোজা সদানন্দবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে গোতমদার সাথে কিছুসময় কথা বলল। হঠাৎ ধ্রুবকে দেখে গোতম অবাক্ হয়ে গেল। ধ্রুব আর এক মুহূর্ত দেরী না করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেল। এদিকে ধ্রুবকে হঠাৎ দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। লোপা হঠাৎ আচমকা দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মা তুমি ওকে কখন খবর দিলে মা।" বলে মুখ নীচু করে মার পাশে দাঁড়িয়ে ধ্রুবকে বেরিয়ে যেতে দেখল। মেনকাদেবী লোপার কথার উত্তর না দিয়ে লোপার পিঠে হাত বুলোচ্ছিলেন। ধ্রুব চলে যাওয়ার পর তপন মা সুরুচিদেবীকে নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হলেন। এসেছেন ধনেশবাবু ও তপনের পিতা রমেনবাবু। ধ্রুব এসেছে শুনে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ধ্রুব প্রথমেই উপকমিশনারের অফিসে গেল। উপকমিশনার হঠাৎ ধ্রুবকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ধ্রুব বসলে উপকমিশনার ধ্রুবকে জানাল যে ইহা খুবই দুঃখজনক যে এত চেষ্টা করেও সদানন্দবাবুকে দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত রাখতে পারা গেল না। ধ্রুবকে জানাল, "ওদিন সদানন্দবাবুর সচিবালয়ে যাওয়ার কোন আগাম খবর তাদের জানা ছিল না। সদানন্দবাবু কোন খবর না জানিয়েই সেদিন সচিবালয়ে গিয়েছিলেন। যাহা হউক গাড়ীর চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হাজতে রাখা হয়েছে।" সব শুনে ধ্রুব হাসপাতালে ফিরে এল। সুরুচিদেবীকে হাসপাতালে দেখে ধ্রুব সুরুচিদেবীকে প্রণাম করতে গেলে তিনি থাক্ থাক্ বলে পা সরিয়ে নিলেন। তারপর ধ্রুব সদানন্দবাবুর ঘরে গেল। সদানন্দবাবুর ঘরে তখন মনতোষবাবু এবং আরও কয়েকজন এনজিনিয়ার উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ধ্রুবকে দেখে সকলে

খুব খুশি হ'লো। গৌতম সদানন্দবাবুকে ধ্রুবর কথা বললে, সদানন্দবাবু চোখ মেলে ধ্রুবর দিকে তাকালেন। কিছু বলতে চেষ্টা কচ্ছিলেন কিন্তু বলতে পারলেন না। মা, লোপা, উমা, কমলা সকলে সদানন্দবাবুর পাশে দাঁড়িয়েছিল। ধ্রুব গৌতমকে ও মাকে জানাল, যে কাউকে কিছু না বলে সেদিন হঠাৎ প্রোগ্রাম পরিবর্তন করার কারণেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ কমিশনার অনুমান কচ্ছেন। যাহা হউক তারা নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা না ঘটে। তার জন্য আগাম খবর যেন তাকে অবশ্যই জানান হয় বলে উপকমিশনার মন্তব্য করলেন। তপনকে দেখে ধ্রুব জিজ্ঞেস কর'লো, "কেমন আছ তপন ?" ধ্রুবর কথার জবাবে তপন ভাল ব'লে কদিনের ছুটিতে এসেছে জানতে চাইলে ধ্রুব তপনকে জানাল যে সে পাঁচ দিনের ছুটিতে এসেছে। তারপর রমেনবাবুকে প্রণাম করে তার সাথে কিছু সময় ধরে কথা বলে ধ্রুব মাকে নিয়ে বাড়ী চলে গেল। শংকর, লোপা ও উমাকে বাড়ী রেখে কমলাকে রেখে এল তার শ্বশুরালয়ে। আর সুরুচিদেবী তপনকে নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। সদানন্দবাবুর জীবনের আশংকা কেটে গেছে। ক্রমেই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে দেখে সবাই খুশি! তারপর দিন মেনকাদেবী লোপাকে আর দেখতে যেতে পারলেন না। বিকেলে ধ্রুবর সহিত হাসপাতালে গেলেন। শংকর উমা ও লোপাকে নিয়ে হাসপাতালে এল। লোপা এসে মার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কমলা আগেই এসেছিল গৌতমের সাথে। তারপর সকলে সদানন্দবাবুর ঘরে প্রবেশ করলে সদানন্দবাবু ঈশারা করে ধ্রুবকে ডাকলো। ধ্রুব পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ডান হাত নাড়াতে না পেরে বা হাত দিয়ে ধ্রুবর হাতখানি ধরে আছেন, আর তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে দেখে পাশে দাঁড়ান লোপা কান্নায় ভেঙে পড়লো। মেনকাদেবী তাকে শান্তনা দিয়ে বলল, "কেঁদনা মা। বাবা শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবেন। ধ্রুব ধীরে ধীরে সব খবর একের পর এক তাকে জানাল। জানাল উপকমিশনার যাহা তাহাকে বলেছেন। ধ্রুব সদানন্দবাবুকে জানালেন যে সে আর ছুটি পাবে না। দুদিন পরে সে পুনরায় যাত্রা করবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেদিন সুরুচিদেবী অশোককে নিয়ে এলেন বটে কিন্তু কারোর সাথে কোন কথা না বলে সদানন্দবাবুকে দেখে বাড়ী চলে গেলেন। সেদিন কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতিও এসেছিলেন সদানন্দবাবুকে দেখতে। তারা সকলেই ধ্রুবর নাম শুনেছিলেন। ধ্রুবর সহিত আলাপ করার জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করছিলেন। ধ্রুব বেরিয়ে এলে একজন শিল্পপতি বলেন। "আপনি ধ্রুব জ্যোতিবাবু ?" 'হ্যাঁ' উত্তর দিল ধ্রুব। তার পরিচয় দিয়ে শিল্পপতি

বললেন, "খুব খুশি হলাম আপনার সাথে আলাপ করে। আপনি কবে দেশে ফিরবেন আশা করেন।" আমার শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে আসব। কবে আমি সঠিক বলতে পারি না। "ফিরে এসে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে, আমরা আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবো।" একজন শিল্পপতি বললেন। ধ্রুব হাসতে হাসতে তার উত্তরে বলল, "তাহা জানাবার সময় এখনও হয় নি। আচ্ছা, তখন চলি। আমি খুব ব্যস্ত।" বলে ধ্রুব মাকে বলে উমা ও লোপার পাশ দিয়ে বেরিয়ে সচিবালয়ে তার বন্ধু গৃহ সচিবের সহিত দেখা করতে গেল। গৃহসচিব এরূপ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা শুনে খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন, ভবিষ্যতে এরকম ত্রুটি যেন না করেন সে বিষয় সতর্ক করে দিলেন। তারপর পুনরায় ওখান থেকে ধ্রুব হাসপাতালে ফিরে এল। শঙ্কর সকলকে নিয়ে তখন বাড়ী ফিরছিল। তখন লোপা তার বড় মামাকে আসতে দেখে গাড়ী থেকে নেমে বড়মামাকে প্রণাম করে বলল, যে মা তাকে সোনাদির বাড়ী থাকতে বলেছে যে পর্যন্ত না বাবা বাড়ী ফিরে যান। বড় মামা অনিমেশবাবু লোপার নিরাপত্তার কথা মনে রেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন, শঙ্কর মেনকাদেবী ও প্রিয়নাথবাবুকে নামিয়ে দিয়ে লোপা এবং উমাকে নিয়ে বাড়ীতে রেখে হাসপাতালে ফিরে এল। তারপর কমলাকে বাড়ী দিয়ে পুনরায় হাসপাতালে এল। সকলের অক্লান্ত সেবা, যত্নে ও শুভেচ্ছায় সদানন্দবাবু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। ইতিমধ্যে ধ্রুব একদিন হাসপাতালে বসে প্রধান কর্মাধিকারি মনতোষবাবুর সহিত কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়া আলোচনা করলেন। কয়েকটি বিষয় তাকে খুব সতর্ক থাকতে বলে দিলেন। যাওয়ার আগের দিন ধ্রুব সোনাদিকে কতগুলি দরকারি কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য সোনাদির বাড়ী সকালে গেল। যখন সোনাদির সহিত ধ্রুব কথা বলছিল, তখন লোপা ধ্রুবকে জানাল, যে-সে সুযোগ পেলেই মাকে সত্য ঘটনা সব জানিয়ে দেবে। কারণ সে মা'র কাছে আর সত্য ঘটনা লুকিয়ে রাখতে চায় না। লোপার কথা শুনে হাসতে হাসতে ধ্রুব লোপাকে বলল, "বেশ জানিও"। তারপর লোপা জানতে চাইল, "তুমি আমার শেষ চিঠি বোধ হয় পাওনি।" লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলল, "গিয়ে পাব।" বলে ধ্রুব ওদের কাছ থেকে বেরিয়ে গুরুজীর সাথে দেখা করতে গেল? হঠাৎ ধ্রুবকে দেখে গুরুজী এবং প্রবীর অবাক। হঠাৎ এভাবে আসার কারণ বলে ধ্রুব গেল শান্তনুর সাথে দেখা করতে। শান্তনু বা গোপা কেহই বাড়ী ছিল না। মাসিমার সাথে কথা বলে বাড়ী ফিরে এল। তারপর দিন ভোরের প্রথম ফ্লাইটে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধ্রুব তার কর্মস্থলের দিকে রওনা দিল।

আর মেনকাদেবী দুপুরে গেল উমার শ্বশুরালয়ে লোপাকে দেখতে। লোপাকে ও উমাকে দুপাশে রেখে মেনকাদেবী শুয়ে আছেন। তখন লোপা মেনকাদেবীকে বলছেন, "মা এতদিন যাবৎ তোমার কাছে যে ঘটনা প্রকাশ করতে পারিনি, আমি আর তাহা গোপনে রাখতে পাচ্ছি না মা। যদি তুমি অনুমতি দাও। তবে তোমাকে আমার জীবনের পরম সুখের ঘটনা বলবো মা। শুনে তুমি যাহা ভাল মনে করবে তাহাই করো।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, "তুমি নির্ভয় বলতে পার।" তারপর লোপা বলতে শুরু করলো।" মা আমি আমার জন্মাবধি মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা জনম দুঃখিনী। আমি প্রাণ মন দিয়ে মার সেবা যত্ন করে কোনদিন মার স্নেহ, ভালবাসা বা মুখের মিষ্টি কথা শুনিনি। বাবার স্নেহ ও আইমা আমাকে লালন পালন করে মানুষ করেছেন। এভাবে বড় হয়ে যখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন একদিন মা আমাকে তার বন্ধু রেবাদেবীর তপন নামে ভাইয়ের পুত্রের জন্মদিনে নিয়ে গেলেন। আমি বাবার পাশে বসে আছি। তখন হঠাৎ ওর নাম আমার কানে এল। নামটি আমার মনে এঁকে রইল। আমি বাবা মার সাথে বাড়ী এলাম। এভাবে আর একদিন ওর নাম আমি বলতে নিলাম। সেদিন নামটি শুনে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। নামটি যেন আমার অনেক দিনের পরিচিত বলে মনে হোলো। তখন থেকে ওর নাম মনে পড়লে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তাম। আমার অনামনস্কতা লক্ষ্য করে আমার ক্লাশের সহপাঠিনীরা আমাকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা করতো। তারপর একবার ছুটিতে উত্তর ভারতের একটি ছোট পাহাড়ি শহরে বেড়াতে গিয়ে একদিন আমি আমার ভাই অশোকের সাথে খেলা কচ্ছিলাম, এমন সময় ওর নাম ধরে ডাকার শব্দ শুনতে পেয়ে বারান্দায় দৌড়ে গেলাম ওকে দেখার আশায়। কিন্তু দেখতে পেলাম না। তারপর যখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্রী। একদিন আমি স্কুল থেকে বন্ধুদের সাথে বাড়ী ফিরছি আনন্দে কোলাহল করে। এমন সময় হঠাৎ ওর নাম শুনে ওকে দেখি দুজন বন্ধুর সাথে যেতে, ওকে দেখে আমি তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলাম যে ওই হোলো সেই মানুষ, যার জন্য এবং যাকে দেখার জন্য আমি ছটফট্ ক'রে দিনাতিপাত কচ্ছি। আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম দেখে আমার বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে। কি হয়েছে ? উত্তরে আমি কিছু না বলে সুস্থ হ'য়ে ওদের সাথে বাড়ী ফিরে এলাম। তখন আমি একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। স্কুল থেকে কোচিং ক্লাশ শেষ করে গাড়ীর দিকে এগোচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ ওকে দেখলাম এক বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে বিপরীত দিকে যাচ্ছে। সেই মানুষ সেইরূপ সেই কান্তি দেখে আমি অস্থির হ'য়ে রাস্তার

উপর মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। আমি অসুস্থ হ'য়েছি মনে করে আমার বন্ধুরা আমাকে বাড়ী পৌছে দিল। পরীক্ষার পড়ার চাপে আমি অসুস্থ হয়েছি মনে করে মা এবং বাবা আমাকে বিশ্রাম নেওয়ার উপদেশ দিলেন। তখন থেকেই সকলের অগোচরে আমি মনে প্রাণে ওর প্রতীক্ষায় দিন গুণ-ছিলাম। তারপর ওকে অনেকদিন দেখিনি। তারপর আমি কলেজে ভর্তি হলাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি আমার মনের কথা আমার এক প্রিয় বন্ধুকে ব'লতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে শুনে হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বলল, "যাকে কোনদিন দেখোনি, যার সাথে কোন কথা বলোনি কেবল তার নাম শুনে তাকে ভালবেসেছো এবং তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।" বলে হাসতে থাকে। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে ছিলাম। কিন্তু মা, ওকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।" মেনকাদেবী ওর মনমুগ্ধকর অলৌকিক কাহিনী শুনছেন আর ওর মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।" তারপর একদিন আমরা সকলে খেতে বসেছি। তখন বাবার মুখে শুনলাম ওর গুনগান ও অশেষ প্রশংসা। আমি শুনে মনে অনুভব করলাম ওর অস্তিত্ব, জীবনে কোনদিন ওর সাথে পরিচয় হবে কি না, ভগবান জানেন! তবুও আমি নিরাশ হইনি মা। এদিকে কলেজে একজন তরুণ অধ্যাপকের নীচ মনোবৃত্তির জন্য আমি কলেজে সর্বদা উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় থাকতাম। ঐ তরুণ অধ্যাপকের নীচ আচরণের ভয়ে আমি সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতাম। আমার মানসিক অবস্থার কথা কারোর কাছে বলতেও পারতাম না। ইতিমধ্যে একদিন কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার পথে বাসের অপেক্ষায় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছি, মা তুমি তখন মায়ের মন্দির থেকে বাড়ী ফিরছিলে। মা তুমি সাক্ষাৎ মা ভগবতীর মত এসে আমার সামনে দাঁড়ালে। আমি তোমাকে প্রণাম করে জীবন ধন্য করলাম। তুমি আমাকে সৌভাগ্যবতী হও বলে আশীর্বাদ করলে। তারপর থেকে তোমার দেখা পাওয়ার জন্য ঐ সময় ঐ জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, কিন্তু আমার সে ইচ্ছা আর পূরণ হয়নি। তারপর ঐ অধ্যাপকের নীচ মনোবৃত্তির কারণে অবশেষে আমি ঐ কলেজ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে কলেজে গেলাম না। আমি বাড়ীতে বসে আছি। মা বাড়ী ছিলেন না। তখন বেলা দুপুর। হঠাৎ দরজায় ঘন্টার শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই মানুষ, সেইরূপ আর সেই দিব্য কান্তি যুবক। বাবা ভেতরে প্রবেশ করলেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম, সারা পৃথিবী তখন আমার চোখের সামনে ঘুরছিল। ও আমাকে অতি সহজে ও সরল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "কেমন আছ?" আমি তার উত্তর দিতে পাচ্ছিলাম না। গলার

স্বর আটকে আসছিল। কোন রকমে অস্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করলাম, "তুমি এস, ভেতরে এসো, ওকে বসিয়েই এক মুহূর্ত দেরী না করে আমি একখানি চিরকুটে লিখে আনলাম, আগামিকাল চারটের সময় কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে। মা গো, এভাবে আমার প্রতীক্ষার হোলো অবসান ; পেলাম সাক্ষাত আমার মনের মানুষের। করজোড়ে প্রণাম করলাম আমার রাধামাধবকে। আমি তাড়াতাড়ি কিছু খাবার তৈরি করে এনে দিলাম। আমার চিরকুটখানি অতি যত্নে পকেট রেখে, খেয়ে বাড়ী চলে গেল। আমি চেয়ে রইলাম ওর পথের দিকে। তারপর মনের আনন্দে কলেজে গেলাম। গিয়ে দেখি সেই অরুণ অধ্যাপকের পরিবর্ত্তে একজন প্রৌঢ় অধ্যাপক ক্লাশ নিচ্ছেন। সব শুভ লক্ষণ দেখে আমার মন আনন্দে পুলকিত হ'লো। তারপর দিন ঠিক চারটের সময় ওকে গেটে দাঁড়ান দেখে নদীর স্রোতের ন্যায় আনন্দে হাসতে হাসতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, আর ও আমার সব বোঝা নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর থেকে শুরু হ'লো আমার আর এক রোমাঞ্চকর নতুন জীবন। আমেরিকা যাওযার পূর্বে আমরা তিনবার মিলিত হ'য়েছিলাম। দ্বিতীয় সাক্ষাতকারের দিন আমি ওকে জানালাম যে আমি মাকে একদিন দেখেছি। তুমি মার সাথে আমার আলাপ করিয়ে দেও অথবা আমাদের এই পরিচয়ের কথা মাকে বল। উত্তরে আমাকে জানাল যে তাহা সম্ভব নয়। কারণ মা-ই কেবল তার পুত্রবধূ মনোনয়ন করবেন। ইহা কেবল মায়ের অধিকার। সে মার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। ওর কথা শুনে আমি তখন ওকে বল্‌লাম, মা যদি অন্য কোন পাত্রীকে তার পুত্রবধূ-রূপে মনোনয়ন করেন! আমার কথা শুনে সহজ ও সরলভাবে উত্তর দিল। তবে এ জন্মে আমি তোমাকে পাব না। আর যদি আমার বাবা মা আমার ওর পরিবর্ত্তে অন্য কোন পাত্র নির্বাচন করেন। তবে আমি তাঁদের আদেশ বিনা দ্বিধায় পালন করবো। ইহা নরকতুল্য মনে হ'লেও, স্বর্গ বলে গ্রহন করতে ব'লল তবেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাব। যদি এ জন্মে তোমাকে না পাই, তবে ইহাকে বিধির বিধান বলে স্বীকার করলেই সুখী হবে। আমাকে হতাশ ও অবসন্ন দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "একবার ভেবে দেখ, কোথায় ছিলাম আমি আর কোথায় ছিলে তুমি। যার কৃপায় আজ আমাদের শুভ সাক্ষাত ঘটলো, যদি বিধির বিধানে আমাদের মিলন লেখা থাকে, তবে সেই পরমেশ্বরের কৃপায় মার সাথেও তোমার অবশ্যই সাক্ষাত হবে। হতাশ হ'য়ো না। তাঁর উপর বিশ্বাস রাখ। ওর এরূপভাগবদ্ বিশ্বাস দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি কোন দেবতার সহিত কথা বলছি মা। তখন ওকে ধরে, স্থির, শান্ত সৌম্যকান্তি জ্যোতির্ময় এক পুরুষ বলে মনে

হচ্ছিল। আমি আর আমার চোখের জল সম্বরণ করতে না পেরে কেঁদে উঠলাম। আমার চোখের জল মুছিয়ে বলতে থাকে, তুমি কাঁদলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। তুমি আমার শক্তি ও প্রেরণা। বাস্তবে যদি তোমাকে নাও পাই, তুমি আমার অন্তর আলো করে চিরদিন বিরাজ করবে লোপা। তারপর আমাকে বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে গেল। তারপর থেকে কখনও আনন্দ, আবার কখনও হতাশা ও উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করে আসছি মা! আমি ওর অনুমতি নিয়ে আজ তোমার নিকট সত্য প্রকাশ করলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে মা? লোপার অলৌকিক কাহিনী শুনে মা মেনকাদেবী বললেন, "তুমিই আমার ক্ষমা লোপা।" "মা তুমিও কি আমাকে সোনাদি ছোড়দি এবং ওর মত ভালবাসবে মা।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "তুমি আমার চোখের মণি লোপা।" মাও একদিন আমাকে বলেছিল যে তোমার, সোনাদির এবং ওর মুখের গড়ন অবিকল এক। একজনকে একবার দেখলে আর একজনকে অনায়াসে চেনা যায়, সেই অনুভূতি দিয়েই হঠাৎ একদিন সোনাদিকে বইয়ের দোকানে দেখে 'সোনাদি' বলে ডেকে উঠি, আর তোমাকে চিনতে পারলাম যে তুমিই মা। "অপূর্ব' তোমার প্রেম ও অনুভূতি লোপা। তোমার এই পবিত্র ভালবাসা ও প্রেম সকলের নিকট চিরদিন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও আদর্শ' হয়ে বিরাজ করবে ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।" বললেন মেনকাদেবী, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর মা আমি যেন তোমাকে সুখী করতে পারি। "লোপার কথা শুনে মা মেনকাদেবী বললেন, তুমি যেখানে থাকবে, সেখানেই লক্ষ্মী, সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে। ইহাই আমার বিশ্বাস।" তারপর কিছুসময় বিশ্রাম করে সকলে হাসপাতালের দিকে যাত্রা করল। হাসপাতালে গিয়ে দেখে মা সুরুচিদেবী সদানন্দবাবুর সাথে নিভৃতে কথা বলছে। কথা বলার সময় সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে বলছেন যে লোপার নিরাপত্তার কথা ভেবে, লোপাকে এখন বাড়ীতে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। লোপা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে যতদিন না সে বাড়ী ফিরে যায়। অনন্যোপায় হয়ে সুরুচিদেবী তার প্রস্তাব মেনে নিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন যে সদানন্দবাবুকে এক মাসের পূর্বে' ছাড়া সম্ভব হবে না। কলেজ কামাই এড়ানোর জন্য লোপা সোনাদির বাড়ী থেকে কলেজে যাচ্ছিল। উমা লোপাকে কলেজে নিয়ে যায় এবং গৌতমের সাথে কলেজ থেকে হাসপাতালে ফিরে আসে। সদানন্দ-বাবু লোপার মানসিক অশান্তি বুঝতে পেরে লোপাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন, "দুঃখ করিস নে মা। ঠাকুরের কৃপায় সব দুঃখ কষ্ট দূর হবে। তারপর

বাবাকে দেখে সোনাদির সাথে বাড়ী ফিরে আসে। কলেজ ছুটির দিনে মেনকাদেবী দুপুরে লোপাকে দেখতে উমাদের বাড়ী যেতেন আর কথাবার্তা শেষ করে হাসপাতালে লোপাকে নিয়ে যেতেন। কিন্তু শীঘ্রই সুখের দিনের অবসান হোলো। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও গৌতমের অনলস চেষ্টায় সদানন্দ-বাবু সেরে উঠলেন এবং প্রায় এক মাস চিকিৎসার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সদানন্দবাবুকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে ছিলেন। প্রায় একমাস আনন্দময় জীবন কাটিযে লোপা মা মেনকাদেবীকে চোখের জলে ভাসিয়ে বাবাকে নিয়ে নিজের বাড়ী ফিরে এল। গৌতম ও একজন নার্স সদানন্দবাবুর সাথে এল। আর লোপার শুরু হোলো পুনরায় সেই ভয় ও ভীতির জীবন। আইমা তার একমাত্র বাড়ীতে বন্ধু। মা হয়েছেন পূর্বাপেক্ষা আরও কঠিন ও নির্মম। লোপার কথার জবাব তিনি এড়িয়ে যান। আবার দুঃখ কষ্ট ও যাতনা নেমে এল লোপার জীবনে। গত একমাস মা মেনকাদেবী লোপাকে তার স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় রেখে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার সব দুঃখ কষ্ট। বাড়ীতে ফিরে লোপা বাবার সেবা যত্ন করে নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রেখে ভুলে থাকে নিজের দুঃখ কষ্ট। গৌতমদা বলে গেছেন প্রতিদিন দশটার পূর্বে এসে সদানন্দবাবুকে দেখে লোপাকে কলেজে নিয়ে যাবেন। কলেজে যাওয়ার পূর্বে আইমাকে সব বলে বুঝিয়ে দিয়ে গৌতমের সাথে কলেজে চলে যায়। বিকেলে উমা গিয়ে কলেজ থেকে লোপাকে এনে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে নিজে বাড়ী চলে যায়। এভাবে লোপা কলেজ কচ্ছে। বাবার মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য রোজ সন্ধ্যায় রাধাগোবিন্দের ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি শেষ করে এক ঘণ্টা ধরে ভজন করে বাবাকে শোনায়। সাতদিন পর প্রিয়নাথবাবু, মেনকাদেবী উমা ও কমলাকে নিয়ে গৌতম সদানন্দবাবুকে দেখতে এলেন। তখন সদানন্দবাবুর পায় ব্যাণ্ডেজ ছাড়া অন্য সব উপসর্গ দূর হয়েছে। মা মেনকাদেবীকে দেখে লোপা বিস্ময়ে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছে মা তোমার? খুব রোগা হয়েছ কেন মা?" মেনকাদেবী ধীরে ধীরে উত্তর দিয়ে বললেন "কিছু হয় নি, ভাল আছি।" বলে সদানন্দবাবুর ঘরে গিয়ে তার শরীরের খোঁজ খবর নিলেন। সদানন্দবাবু প্রিয়নাথবাবুর সহিত কথা বলছেন আর লোপার ঘরে বসে মেনকাদেবী লোপার সাথে কথা বলছেন। লোপা মার জন্য খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়ল। মার শরীর এরকম খারাপ হওয়ার কারণ লোপা বুঝতে পেয়েছে। মা কাল তুমি সোনাদির বাড়ী আসবে? কাল আমাদের কলেজে একটি মিটিং হবে। আমি কলেজে না গিয়ে সোনাদির বাড়ী যাব না। তুমি যাবে মা লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী আনন্দের সহিত বললেন, "বেশ যাব, তুমি যাও। তারপর দিন গৌতমদাকে নিয়ে লোপা সোনাদির বাড়ী গেল। দুপুরে মা মেনকাদেবী লোপাকে দেখতে এলেন। এইরূপে সুযোগ পেলেই লোপা মা মেনকাদেবীর মন প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতো।

ঘটনার প্রবাহ বয়ে চলেছে বায়ুর মত অবিরাম গতিতে। ঘটনার আর শেষ নাই। না আছে ইহার আদি, না আছে অন্ত। হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, হিংসা, প্রতিহিংসা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি কত ঘটনা প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে এ বিশ্ব জগতে আমাদের গোচরে অগোচরে, তাহার কোন হিসাব-নিকাশ কেউ কোনদিন ক'রতে পারবে না। এরূপ সদানন্দবাবুর পরিবারে কত হাসি কান্না, আনন্দ ও বেদনার ঘটনা ঘটছে। ঘটছে প্রিয়নাথবাবুর সুখের সংসারে সুখের ঘটনা, আবার ওদিকে তপন ও ধনেশ্বরবাবুর ইচ্ছায় ঘটে চলেছে হিংসা ও প্রতিহিংসার ঘটনা। ঘটনা ঘটেছে আর বায়ুর সহিত ভেসে যাচ্ছে অনন্তে। সবই আশ্চর্য্য, অলৌকিক ও রহস্যময়। ধনেশবাবুর এ সংসারে কোন কিছুরই অভাব ছিল না। আর সদানন্দবাবুও তার কোন ক্ষতি করেন নি, তবে কেন তিনি সদানন্দবাবুর ক্ষতি ত করিতে উদ্যত হয়েছেন? আবার তপনকুমার অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হতে পারতো কিন্তু তা না করে সে কেন লোপার পেছনে ছুটে বেড়চ্ছে। উভয়েই যে আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছে। একদিন শ্যামা পোকার মত আগুনে পুড়ে মরার জন্য। তাহা তারা কেহই বুঝতে পাচ্ছে না। ইহাই সংসারের এক দুর্ভেদ্য রহস্য। ধনেশবাবু তার সহযোগির সাহায্যে সদানন্দবাবুকে মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর রূপে আহত করে শয্যাশায়ী করেছেন। তিনি যাহা চেয়েছিলেন তাহা তিনি করতে সমর্থ হয়েছেন বটে কিন্তু তিনি যাহা আশা করেছিলেন তাহা পূরণ হয় নি। কারণ সদানন্দ শিল্পসংস্থার শ্রমিক কর্মচারি ও অধিকারী এনু-জিনিয়ারগণ মালিকের এই বিপদের দিনে তারা তাদের সব বিভেদ ভুলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সদানন্দ সংস্থা অধিকতর দক্ষতা ও যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ধনেশবাবুর দূরদর্শিতা ও বিচারবুদ্ধি ভুল বলে প্রমাণিত হলো। বর্তমান প্রধান কর্মাধিকারী মনতোষবাবু সকলের সহযোগিতা পেয়ে অতি যোগ্যতার সহিত কোম্পানি পরিচালনা করতে থাকেন। সদানন্দবাবু শয্যাশায়ী থাকা সত্ত্বেও তার কোন প্রতিক্রিয়া কোম্পানির উপর না পড়িতে দেখে ধনেশবাবু দিশেহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। সদানন্দ সংস্থায় কাঁচামাল সরবরাহকারী ঠিকাদার ধনেশবাবুকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায় নিম্নমানের কাঁচামাল সরবরাহ করতে শুরু করলো। প্রধান কর্মা-ধিকারী মনতোষবাবু ঠিকাদারকে ডেকে সাবধান করে চুক্তি মত উচ্চমানের মাল সরবরাহ করতে আদেশ দিলেন। আর অবিলম্বে নিম্নমানের সব মাল গুদাম থেকে ফেরত নিতে বললেন, নচেৎ তার বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আদালতে দায়ের করা হবে। ঠিকাদার তার ত্রুটি স্বীকার করে নিম্নমানের মাল ফেরত নিয়ে চুক্তিমত উচ্চমানের মাল সরবরাহ করতে শুরু করল। এভাবে ধনেশ্বরের অপচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল। সদানন্দ শিল্পসংস্থায় শ্রমিক

আন্দোলন ও অরাজকতা সৃষ্টি করতেও ব্যর্থ হয়ে সে অন্য উপায়ের চিন্তা করতে থাকে। এদিকে দুর্ঘটনায় আহত সদানন্দবাবুর বয়ান ভিত্তি করে গাড়ীর চালকের বিরুদ্ধে অসতর্কভাবে গাড়ী চালান এবং হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হলো। চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করার অভিপ্রায়ে পুলিশ হেপাজতে রাখা হয়েছিল। পরে পাঁচ হাজার টাকার জামিনে সে মুক্তি পেয়েছিল। চালক তাহার জবানবন্দিতে জানিয়েছে যে তাহার গাড়ীর ব্রেক হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়ার জন্যই এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সুতরাং সে নির্দোষ। কিন্তু পুলিশ সন্দেহ কচ্ছে যে ইহা একটি ইচ্ছাকৃত অপরাধ এবং ইহার পিছনে একটি গুপ্ত চক্র কাজ করেছিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ সেই চক্রের অনুসন্ধানে চারিদিকে তল্লাশি করিতেছে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়েছে যে ঐ চালক যে শিল্প সংস্থায় কাজ করিত, সেখান থেকে ত্রুটিপূর্ণ ব্রেকের একখানি গাড়ী নিয়ে সে বাহির হইয়াছিল সদানন্দবাবুকে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হত্যা বা আহত করার অভিপ্রায়। কিন্তু তল্লাশি চালিয়ে ঐ সংস্থা হইতে সেরকম কোন তথ্য তাহারা সংগ্রহ করতে পারে নি। পুলিশ কেবল একটি সূত্র খুঁজে পেয়েছিল। দুর্ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে কয়েকজন শিল্পপতিরা এক গোপন জায়গায় মিলিত হয়ে একটি সভা করেছিল। সভায় সকলে সদানন্দবাবুর কাজের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ইহার প্রতি বিধান করার বা সদানন্দবাবুর বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা প্রস্তাবে উল্লিখিত হয়নি। এই সভায় সদানন্দবাবুকে কেন আমন্ত্রণে জানান হয়নি প্রশ্নের উত্তরে তারা ইহার কোন সদুত্তর পুলিশকে দিতে পারে নি। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দবাবুর বিরুদ্ধে ইহা একটি প্রতিবাদ সভা মনে করেই তাহাকে আমন্ত্রণ করা হয়নি বলে পুলিশকে জানালে পুলিশ ইহাকেই সূত্র ধরে সন্দেহ কচ্ছে যে দুর্ঘটনার পেছনে কোন গুপ্ত চক্র কাজ করেছে। পুলিশ কর্তৃক গুপ্ত চক্রের অনুসন্ধান চলা কালে ধনেশ এবং তপন যে যার কাজ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতো। উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে ইহা যে একটি ইচ্ছাকৃত অপরাধ, তাহা প্রমাণ করতে পাচ্ছে না। সুতরাং কোর্টে মামলা চলছিল। ইতিমধ্যে তপন তার অফিসের কাজ শেষ করে কি মনে করে হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়ল। পথে সোমাকে যেতে দেখে গাড়ী থেকে নেমে সোমার সামনে দাঁড়াল। অনেকদিন পর আমাদের দেখা হোলো। এখন তুমি কি কচ্ছ সোমা? বলল তপন। উত্তরে সোমা তাকে জানাল যে সে এম. এ. পাশ করে একটি স্কুলে শিক্ষিকার কাজ কচ্ছে। এ কথা বলে সোমা যেতে উদ্যত হলে তপন কয়েকটি দরকারি কথা বলার জন্য সোমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল। "তোমার কি বলার থাকতে পারে, বল।" বলে

সোমা রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। "তুমি আমাকে ভুল বোঝো না সোমা আমি তোমার মনে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন তোমাকে ওরকম কথা বলিনি। আমার মনে একটি সন্দেহ জেগেছিল।" তবে কি সোমা আমাকে জেনে শুনে বিপদের মধ্যে ডেকে নিয়েছিল? এই সন্দেহ দূর করার অভিপ্রায়েই কেবল আমি তোমার নিকট জানতে চেয়েছিলাম। আমি আমার ত্রুটি পরে বুঝতে পেরেছিলাম সোমা এবং তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর সোমা।" "হ্যাঁ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার নি। ইহাই ছিল আমার দুর্ভাগ্য। আমি আর দেরী করতে পারি না। আমাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক না থাকাই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল।" বলে সোমা চলে গেল। তপন তাকিয়ে রইল সোমার দিকে। হতাশা ও ধিককারে তপনের মন ভরে গেল। ব্যর্থ হ'য়ে তপন তার কাজে চলে গেল। সন্দিগ্ধ যার মন সে কোনদিন কোন বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ কারণ তার সারা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যখন সে তার ভুল উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় তখন সব কিছু তার হাতের বাইরে চলে যায়। তপন তারপর গেল সোনালীর সাথে দেখা করতে। সোনালীর বাবার সাথে কথা বলে তপন জানতে পারলো যে সোনালীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করা হ'য়েছে একজন অধ্যাপকের সহিত। খবর শুনে তপন মনে মানসিক আঘাত পেল। এদিকে তপন খবর পেল, যে তাদের পেছনে পুলিশ গুপ্তচর লাগিয়েছে। সুতরাং ধনেশ, তপন ও চালকের মালিক খুব সতর্ক হয়ে দিন কাটাচ্ছে।

তপনের বাবা রমেনবাবু তার পুত্রকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে শুনে খুব চিন্তিত হয়ে মামলাটা মীমাংসা করার অভিপ্রায় তিনি তাহার উকিলের সাথে পরামর্শ করিলেন, উকিল তাহাকে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। যদি কিছু করা যায় এই উদ্দেশ্যে রমেনবাবু তার বোন রেবাদেবীকে সঙ্গে করে একদিন সদানন্দবাবুকে দেখতে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয় সদানন্দবাবুর মনোভাব জানা। "কেমন আছেন, এখন সদানন্দবাবু?" বলে রমেনবাবু সদানন্দবাবুর ঘরে গিয়ে বসলেন। "মোটামুটি ভালই আছি"। এখন পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুললেই বোঝা যাবে প্রকৃত অবস্থা। "তারপর আপনাদের সব খবর ভাল ত?" জানতে চাইলেন সদানন্দবাবু। "না খবর খুব ভাল নয়। বড় মানসিক অশান্তি চলছে। ছেলের বিয়ে দিতে পাচ্ছিনা। সে এখনও বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। আপনার কন্যার সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে শুনলাম। "রমেনবাবুর কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন।" হ্যাঁ, অনেকদিন পাত্র ঠিক করা হ'য়েছে। যাক্

শুনে খুব খুশি হলাম। একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনার সাথে পরামর্শ করতে এলাম। আপনার দুর্ঘটনার কেস্ নিয়ে পুলিশ অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ কচ্ছে। তারা সন্দেহ কচ্ছে দুর্ঘটনার পিছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত ইহার কোন সূত্র নির্ধারণ করতে পারেনি। এ কারণ সকলের মধ্যে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। তাই আমি বলছিলাম, পুলিশ যখন তাদের সন্দেহ প্রমান করতে পাচ্ছে না, তখন ইহাকে একটি একেবারে দুর্ঘটনা বলে বিচার করে নিজেদের মধ্যে মিটমাট করা যায় কি না? রমেনবাবুর কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন যে মামলা যখন আদালতের বিচারাধীন, তখন কি বাইরে মিটমাট করা সম্ভব? আদালতের রায় বেরোলেই কেবল বাইরে নিজেদের মধ্যে মিটমাটের প্রশ্ন উঠতে পারে সদানন্দবাবুর কথা শুনে রমেনবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। ইতিমধ্যে লোপা কলেজ থেকে ফিরে রমেনবাবু ও রেবাদেবীকে দেখে তাদের প্রণাম করে নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর আইমাকে দিয়ে চা পাঠিয়ে ছিল। লোপা তপনের বাবাকে ও রেবাদেবীকে দেখে খুব শঙ্কিত হ'লো। কি জানি আবার কি প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন এই কথা ভেবে। লোপাকে দেখে রমেনবাবুকে রেবাদেবী জানালেন যে ধ্রুবর সহিত লোপার সম্বন্ধ ঠিক হ'য়ে আছে। শুনে রমেনবাবু বল্লেন, তাই নাকি। খুব ভাল পাত্র পেয়েছেন সদানন্দবাবু শুনে খুব খুশি হলাম। আচ্ছা এবার "উঠি" বলে রমেনবাবু রেবাদেবীকে সঙ্গে করে বাড়ী ফিরে গেলেন। পথে যেতে রমেনবাবু বল্লেন যে ভাবছি দ্বিজেনবাবুর মেয়ের সাথে তপনের সম্বন্ধের প্রস্তাব ক'রবো। শুনেছি মেয়েটি নাকি শিক্ষিতা এবং সুন্দরী। ইতিমধ্যে দ্বিজেনবাবু ধ্রুবর সহিত তার মেয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব করে প্রিয়নাথ বাবুর সাথে একদিন দেখা করতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ধ্রুবর সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে শুনে ফিরে এসেছিলেন। সেই খবর শুনে রমেনবাবু তপনের সহিত দ্বিজেনবাবুর মেয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব করতে আগ্রহী হ'লেন। এরূপ স্থির তিনি দ্বিজেনবাবুর কাছে একদিন তার প্রস্তাব রাখলেন। দ্বিজেনবাবু তার মতামত পরে জানাবেন বলে রমেনবাবুকে জানিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে দ্বিজেনবাবু তার মেয়েকে দেখে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন রমেনবাবুকে। একদিন রেবাদেবীকে সঙ্গে করে রমেনবাবু পাত্রীটি দেখে এলেন। উভয়ের পাত্রী খুব পছন্দ হ'য়ে ছল কিন্তু তাদের মতামত কয়েকদিন পরে জানাবেন বলে বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ী ফিরে রাতে রমেনবাবু তপনকে জানালেন যে পাত্রীটি তাদের পছন্দ হয়েছে এবং তাকে একদিন দেখে আসতে বললেন। তপন একদিন পিসি রেবাদেবীকে নিয়ে পাত্রীটিকে দেখে

এল। পাত্রী দেখে তপন পিসিমাকে বলল যে পাত্রীকে উগ্র আধুনিকা বলে মনে হোলো। সুতরাং তার পাত্রী পছন্দ হয়নি। মনে মনে রেবাদেবী তপনের রুচির প্রশংসা করলেন। তপনের মত জেনে রমেনবাবু কোন কথা না বলে চুপ ক'রে গেলেন। তার হাতে আর জানা শুনা পাত্রী ছিল না। সুতরাং দৈনিক কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিবেন বলে স্থির করিলেন। বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর অনেক পাত্রীর সন্ধান এলো বটে তবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অনেক পিতা-মাতাই চিঠির সহিত পাত্রীর ফটো পাঠিয়েছিল। তাদের মধ্যে সোমার ফটো সহ তার বাবার একখানা চিঠিও ছিল। সোমার ফটো দেখে তপন জানতে পারলো যে সোমার এখনও সম্বন্ধ ঠিক হয় নি। তপন পিসি রেবাদেবীকে একদিন সোমাদের বাড়ী গিয়ে সব খবর জেনে আসতে বলল। তপন ইতিমধ্যে একদিন সোমার সহিত দেখা করে বলল, "আমি ভেবে ছিলাম তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে।" তপনের কথা শুনে সোমা তপনকে বলল, যে তার সম্বন্ধ আসছে, কিন্তু এখনও কোন কথা পাকা হয় নি। কারণ ঐ ঘটনার পর সম্ভবত কেউ আমাদের সহিত সম্বন্ধ করতে রাজি হচ্ছে না। আর আমারও বিয়ে করার সাধ নেই। যা আছে সেভাবেই জীবনটা কাটাতে চাই। সোমার কথা শুনে তপন কোন রকম অনুতপ্ত না হয়ে, সোমাকে বলল, এর মধ্যেই তোমার জীবনের প্রতি এত বিতৃষ্ণা এসে গেল! জীবনের এখনও পুরোটাই পড়ে আছে। "তুমি এবার একটি সুন্দরী পাত্রী দেখে বিয়ে কর," বলে সোমা চুপ করে থাকে। সোমার কথা শুনে, "চল সোমা একটু বেড়িয়ে আসি" বলে সোমাকে নিয়ে তপন দ্রুতগতিতে গাড়ী চালিয়ে দিল। সোমা কোন বাধা দিল না, বরং ওর ভালই লাগছিল। সন্ধ্যা হয়ে এল এবার বাড়ী ফেরো তপন। সোমার কথা শুনে তপন গাড়ী ঘুরিয়ে দেয় বাড়ীর দিকে। সোমাকে পথে নামিয়ে দিয়ে তপন খুব মনের আনন্দে বাড়ী ফিরল আর সোমা হতাশ ও বিষণ্ন চিত্তে বাড়ীতে প্রবেশ করলো। তারপর একদিন রেবাদেবী সোমাকে দেখে এলেন। সোমাকে তার খুব পছন্দ হয়েছিল তিনি দাদাকে ও তপনকে তার অভিমত জানিয়ে দিলেন। এখন তপনের পছন্দ হলেই কথাবার্তা শুরু করা যাবে। রমেনবাবু তাকে জানালেন যে তিনি তপনের সাথে কথা বলে একদিন সোমাকে দেখে আসবেন। কিন্তু কবে ও কখন তিনি বললেন না, কারণ তপন এ বিষয় কোন আগ্রহ দেখাল না। সুতরাং রেবাদেবী চুপ করে রইলেন। তপনদের কাছ থেকে আর কোন খবর না পেয়ে সোমার বাবা ধরে নিলেন যে পাত্রী পছন্দ হয় নি। যাহা হউক তবু তিনি তাদের মতামত জানাবার জন্য রমেনবাবুর নিকট চিঠি দিলেন। এদিকে সোমা এবং তপনের

মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হচ্ছে। সোমার বাবা বা মা কেহই এ বিষয় অবগত নন। একদিন ববার প্রশ্নের উত্তরে সোমা জানাল যে সে তপনের সাথে বেড়াতে গিয়েছিল। শুনে সোমার বাবা বললেন, "তুমি আবার ওর সাথে মিশছো! ও ছদ্মবেশধারি লম্পট ভিন্ন আর কিছুই নয় সোমা।" বাবার কথা শুনে সোমা জানাল, আমি এখন আর ছোট বালিকা নই বাব, আমি আমার যত্ন আমি নিজে নিতে শিখেছি বাবা। তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না।" সোমার কথা শুনে সোমার বাবা বলছেন, 'তোরা ওদের চিনবি না, ওরা মুখোশ পরে তোদের মত সরলা অবলা মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ায় নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। তুই ওর ফাঁদে পা দিসনে মা। আবার তোকে ঠকতে হবে।' বাবার কথা শুনে সোমার মোহ দূর হ'লো। সে আর কোনদিন তপনের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখবেনা বলে বাবাকে জানিয়ে দিল। এদিকে বিজ্ঞাপনের উত্তরে অনেক পাত্রীর ফটো এসেছিল। তপন পিসিমার কাছ থেকে পাত্রীর ঠিকানা ও ফটোগুলি নিল। তার মধ্যে থেকে কয়েকখানা ফটো বেছে নিজের কাছে রেখে দিল। উদ্দেশ্য ঐ সব পাত্রীদের সাথে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং উপযুক্ত পাত্রী মনোনিত করবে ব'লে পিসিকে জানিয়ে দিল। পিসি শুনে আশ্চর্য হ'য়ে বললেন, "এরকম কান্ড পূর্বে আমি কোনদিন শুনিনি। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। এ ব্যাপারে আমার আর কোন উৎসাহ নেই।" তপন তার পরিকল্পনা মত গোপনে পাত্রীদের সহিত যোগাযোগ ক'রতে গেলে অনেকে ভয়ে এড়িয়ে যেত। আবার কোন কোন পাত্রী তপনের পরিচয় জেনে ওর সাথে আলাপ করতে আগ্রহী হলো। কারণ পাত্র হিসাবে তপন যে একজন সুপাত্র ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। তপন এরূপে তার দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হোলো। পিসিমা একদিন ফটোগুলি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বললে, সে যথা সময় ফটো ফেরত পাঠিয়ে দেবে বলে পিসিকে জানিয়ে দিল। পিসিকে কোন চিন্তা করতে নিষেধ করে দিল। সোমার ফটো অবিলম্বে ফেরত পাঠাবার কথা বললে, সে জানাল যে সে এখন কাজকর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত। অবসর পেলেই সব ফটো ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তপনের এরূপ অসদাচরণে পিসিমা খুবই ক্ষুব্ধ ও তপনের ভবিষ্যত চিন্তা করে শঙ্কিত হলেন। অস্থির চিত্ত ও সন্দেহগ্রস্ত মানুষের সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারা থাকতে পারেনা, সে করোর উপদেশ শুনতেও চায় না। সে নিজেকেই সর্বজ্ঞ বলে মনে করে। এরূপ প্রকৃতির লোকের প্রতি খুব কম লোকের সহানুভূতি, স্নেহ, মমতা ভালবাসা থাকে। তপনের এরূপ স্বভাবের কারণ রমেনবাবু ও পিসি রেবাদেবী খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত। ওদিকে তপন মনে করে যে সুরুচিদেবীর প্রস্তাবের প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে তার বাবা ও পিসি তার জীবনকে ব্যর্থ

করে দিয়েছেন। এ কারণ সে এখনও লোপাকে ভুলতে পারে নি। এখনও সে লোপাকে পাওয়ার আশা রাখে। কিন্তু কি উপায়, সে তাহা জানে না। সে কেবল দুর্ঘটনার মামলার রায়ের অপেক্ষায় আছে। গাড়ীর চালকের মালিক ছিল লাল শিল্পোদ্যোকের একজন কর্মকর্তা! তার নাম রতনলাল। পুলিশের সন্দেহ যে রতনলাল ও ধনেশবাবু এই দুর্ঘটনার সহিত জড়িত। এ কারণ শিল্পপতি সমাজে ধনেশ ও রতনলাল উভয়ে ধিকৃত ও নিন্দিত হচ্ছে। সুতরাং তারা তাদের পরবর্ত্তি কার্য্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য মামলার রায়ের অপেক্ষা করে আছে। এদিকে আমেরিকায় ধ্রুবর বিরুদ্ধে তপন যে চক্রকে কাজে নিযুক্ত করেছিল, তাদের কাছ থেকে অনেকদিন কোন খবর না পেয়ে তপন পুনরায় তার বন্ধু সাংবাদিককে একখানি চিঠি দিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ সদানন্দবাবু মোটর দুর্ঘটনার আহত হওয়ার ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে মনে করে না বলেই মামলার বিচারের দেরী হচ্ছে। বিচারে এতদেরী হওয়ার কারণ তপনের সহ্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সে হ'য়ে উঠছে হিংস্র। সোমাকে প্রতারণা করার জন্য সে মোটেই দুঃখিত বা অনুতপ্ত নয়। নাই তার মনে কোন দ্বিধা বা সংকোচ নিরপরাধ ধ্রুবর ক্ষতি সাধন করতে। সে মনে করে লোপা ব্যতিত তার জীবন বৃথা। লোপাকে পাওয়ার জন্য সে যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত, তাহা যতই হিংস্র বা কঠোর হোক না কেন। লোভে ও ক্রোধে সে বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে আগুন নিয়ে খেলায় মেতেছে। ইহার পরিনাম চিন্তা করার বুদ্ধি তাহার লোপ পেয়েছে। বাবার সৎ উপদেশ মুছে যায় এক মুহূর্ত্তে তার মন থেকে এবং ভেসে যায় বাতাসে।

এদিকে সদানন্দবাবু ক্রমেই আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেছেন। তিনি এখন সুস্থ। তিনমাস পরে একদিন গৌতম দুজন নার্সসহ সদানন্দবাবুর ব্যাণ্ডেজ খুলতে এল। তার সাথে এল উমা এবং কমলা। ব্যাণ্ডেজ খুলে ভাল করে পরীক্ষা করে জানালেন যে তিনি এখন মোটামুটি ভাবে সুস্থ। ধীরে ধীরে হাটার অভ্যাস করলে পায়ের ত্রুটি ধরা পড়বে। এরূপ উপদেশ দিয়ে সাত দিন পরে পুনরায় দেখতে আসবে বলে গৌতম সদানন্দবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উমা ও কমলকে নিয়ে বাড়ী চলে গেল। লোপার পরীক্ষা এগিয়ে আসছে তাই সে সদা বাবার সেবা ও পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত। বাবা ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন দেখে তার মন প্রফুল্ল। মা-বাবার কাছে খুব কম আসেন। এর জন্য ওর মনে খুব দুঃখ। লোপার অবর্ত্তমানে বাবার খোঁজ খবর করার জন্য আইমাকে সব নির্দেশ দিয়ে লোপা বেড়িয়ে যেত। আইমা নিষ্ঠার সহিত সদানন্দবাবুর সেবা করতেন। কলেজ থেকে ফেরার পথে লোপা মেনকা-দেবীর সহিত সাক্ষাত করতে মাঝে মাঝে উমাদের বাড়ী যেত। একদিন এভাবে

কলেজ বন্ধ করে তাকে দেখার অভিপ্রায়ে এসে একদিন লোপা মেনকা-দেবীকে জানাল যে কলেজের পরিবেশ তার মোটেই ভাল লাগে না। সহপাঠিদের বিভিন্ন ধরনের অনুরোধ, হাসি, ঠাট্টা তাহার ভাল লাগে না। অনুরোধ রক্ষা না করলে শুনতে হয় বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য। এ কারণ লোপা মোটেই সহ্য করতে পারে না কলেজের পরিবেশ। লোপা মাকে বলে, 'তুমি আমাকে আর কলেজে যেতে বল না মা। আমি তোমাদের কাছেই থাকতে ভালবাসি।' লোপার কথা শুনে লোপার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, "আর মাত্র কয়েকমাস বাকি, এ সময় কলেজ ছেড়ে দিলে তোমার বাবা ব্যথা পাবেন লোপা। আমিও চাই সব সময় তুমি আমার কাছে থাক। কিন্তু তোমার বাবার অনুমতি ভিন্ন কলেজ ছাড়লে তিনি দুঃখ পাবেন মা।' মেনকা-দেবীর কথা শুনে লোপা বলল, 'বেশ যদি কলেজ ছাড়তেই হয় তবে বাবার অনুমতি নিয়েই ছাড়বো মা। মা দু-দিন আগে কলেজ থেকে ফেরার পথে আমি আর সোনাদি একটি রেস্তোরায় প্রবেশ করলাম যেখানে আমি ওকে নিয়ে দুদিন গিয়েছিলাম। ঢোকার সাথে একটি পুরান আর একটি নতুন ছেলে আমাদের নিয়ে সেই কেবিনে বসাল। তারপর পুরান ছেলেটিকে বলতে শুনেছি, এনারা আমার পুরান খরিদ্দার, সুতরাং আমি এদের অর্ডার নেব। এ কথা বলে সে আমাদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে গেল। তারপর দুজনেই অর্ডার নিয়ে এল। আমরা হাসতে হাসতে বললাম, 'দুজনার জন্য চারখানা ডিস এনেছিস বলতেই একজন অপরজনকে বলছে তার ডিস ফেরত নিয়ে যেতে। এর পরই শব্দ হ'লো দু'জনার মধ্যে বাক্ বিতণ্ডা। আমরা ওদের ঝগড়া দেখে হাসছিলাম। ওদের মধ্যে ঝগড়া হ'চ্ছে দেখে ম্যানেজার এসে নতুন ছেলেটিকে তার ডিস নিয়ে যেতে বললেন। সে তার ডিস তুলে নিয়া গেলে আমরা খাচ্ছি, এমন সময় পুরান ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, দিদিমণি, দাদাবাবু এলেন না আজ। তিনি চলে গেছেন বুঝি? আমি শুনে বললাম হ্যাঁ চলে গেছে, "কোথায় গেছে দিদিমণি? ছেলেটির প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তাও তোমার জানা দরকার। আমেরিকা গেছে।' বলে আমি তাকে পুনরায় আর একটি অর্ডার আনতে বললাম। তারপর আমাকে পুনরায় সোনাদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইনি কে দিদিমণি, তোমার বোন। অবিকল একরকম দেখতে। ওর কথা শুনে 'হা' বলে ওকে অর্ডার আনতে বললাম ইতিমধ্যে আরও দুটি ছেলে এসে ওর পাশে দাঁড়াল। তারপর আরও দুটি ছেলে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ একটি ছেলে প্রশ্ন করলো, দাদাবাবু ওখানে কি করেন দিদিমণি? আমাদের অর্ডার না এনে আমাদের বসিয়ে মজা কচ্ছিস? আমার কথা শুনেও ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো, 'দাদাবাবু ওখানে পড়েন? বলে

আমি বললাম, যাও ভাই এবার অর্ডার নিয়ে এস। অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে অর্ডার নিয়ে এল। বুঝলে মা কি ব'লবো তোমাকে। আবার যে মাল নিয়ে এল তা আমরা দুজনে কেন, তিনজনে খেয়েও শেষ করতে পারবো না। আবার ছেলেটি জানতে চাইল, দাদাবাবু তোমার কে হন? শুনে সোনাদি বলে উঠলো, না বলবে না। সোনাদির কথা শুনে ছেলেটি বলল, বুঝেছি, দাদাবাবুকে তুমি খুব ভালবাস। তাই দাদাবাবু চলে যাবে বলে তুমি কাঁদছিলে। শুনে সোনাদি বলল, "এই ত কেমন বুঝেছিস। তবে আবার জানার জন্য এত কাণ্ড করলি কেন?" আমরা যখন বেড়িয়ে আসছি তখন একটি ছেলেকে বলতে শুনি, তোমাদের যখন বিয়ে হবে আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রো দিদিমনি, শুনে হাসতে হাসতে আমরা চলে এলাম। ওদের জোরে জোরে বলতে শুনলাম, আবার এস দিদিমণি।" "ওদের কথা বলো কেন? তোমার মুখের মিষ্টি কথা শুনে আমারও তৃপ্তি হয় না। আরও শুনতে ইচ্ছা করে।" মেনকাদেবী সস্নেহে লোপাকে বললেন। লোপা বাড়ী ফিরে বাবাকে খুব উত্তেজিত হ'য়ে বলতে শোনে আপনার পুত্র তপন কি আমার শত্রু যে আমি তার বিরুদ্ধে পুলিশের নিকট অভিযোগ করে আসবো। আমি কেবল পুলিশকে খবর জানিয়েছিলাম এই আশায় যদি তারা আমার মেয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে আমি প্রসঙ্গক্রমে তপনের নাম ব'লতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ তারা জানতে চেয়েছিলেন, কোন কোন লোক আমাদের বাড়ীতে আসতো। আপনি যদি আমার জায়গায় হতেন তবে আপনি কি চুপ করে থাকতে পারতেন?"

সদানন্দবাবুর কথার উত্তরে রমেনবাবু বললেন, "তা ত ঠিকই। তবে পুলিশ জানলো কি করে যে আমার ছেলে এর সহিত জড়িত আছে।" "দেখুন রমেনবাবু পুলিশের কাজই দেশের আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করা। সুতরাং তাদের পক্ষে এসব খবর সংগ্রহ করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। পুলিশ ইচ্ছা করে বিনা অপরাধে করোর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। তারা জনসাধারণের শত্রু নয়। তারা নিশ্চয় এরূপ খবর পূর্বে পেয়েছিল। তাই তারা তপনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তপনকুমার আপনার পুত্র এবং একজন এনজিনিয়ার। তার সম্বন্ধে আমার ধ্যান-ধারণার কোন পরিবর্তন হয় নি রমেনবাবু। আশা করি আমার সম্বন্ধে আপনার ভুল ধারণার পরিবর্তন হবে। দেখুন আমি অসহায়। শান্তিতে থাকতে ভালবাসি। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না রমেনবাবু। বলে সদানন্দবাবু চুপ করলেন। ইতিমধ্যে লোপা আইমাকে দিয়ে চা জলখাবার পাঠিয়ে দিল। চা খেয়ে রমেনবাবু বাড়ী চলে গেলেন। তার চলে যাওয়ার কিছু সময় পর সদানন্দ সংস্থার প্রধান কর্মাধিকারী

মনতোষবাবু তার স্ত্রী সুপ্রিয়া এবং শিশুপুত্রকে সঙ্গে করে সদানন্দবাবুকে দেখতে এল। ওদের দেখে লোপার মনে খুব আনন্দ। সে বৌদির কোল থেকে শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে বৌদিকে মার ঘরে নিয়ে বলল, "মা এই দেখ সুপ্রিয়া বৌদি। যার কথা তোমাকে একদিন বলেছিলাম। প্রধান কর্মাধিকারী মনতোষদার স্ত্রী। হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে সুরুচিদেবী বললেন, "আপনাদের দেখে খুব খুশী হলাম। আর বিশেষ কোন কথা না বলে, সুরুচিদেবী চুপ করলেন। লোপা সুপ্রিয়া বৌদিকে নিয়ে তার ঘরে গেল। শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে লোপার হাসি আর আনন্দ দেখে লোপাকে একটি মিষ্টি কথা শোনালে, লোপা বৌদির কানে কানে বলল, "তার অনেক দেরী।" বলে লোপা হেসে উঠল। তারপর নিজে গিয়ে ওদের জন্য চা ও জলখাবার নিয়ে এল। সুপ্রিয়া শিশুপুত্রটিকে খাওয়াতে চাইলে। সে না খেয়ে হাত দিয়ে লোপাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল। লোপা হাসতে হাসতে ওকে কোলে নিয়ে খাইয়ে দিলে, শিশুপুত্রটি হাসতে হাসতে খেয়ে নিল। খাওয়া শেষ হলে সুপ্রিয়া তাকে লোপার কোল থেকে আনতে গেলে শিশুটি নিজের হাত দিয়ে মার হাত সরিয়ে দিতে ছিল। যখন সুপ্রিয়া জোর করে পুত্রটিকে লোপার কোল থেকে আনার চেষ্টা কচ্ছিল, তখন পুত্রটি কাঁদতে থাকে। ওদিকে মনতোষবাবু সদানন্দবাবুর শারীরিক সুস্থতা দেখে কোম্পানী সংক্রান্ত বিষয় কতগুলি জরুরী আলোচনা করল। সে সদানন্দবাবুর নিকট তিনজন শ্রমিকের দুরভিসন্ধিমূলক কাজের উল্লেখ করলেন এবং তিনি তাদের প্রতি কড়া নজর রাখছেন। যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ত্রুটি করবেন না বলে সদানন্দবাবুকে জানালেন। হাসি আর আনন্দের মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে সুপ্রিয়া ও মনতোষবাবুর বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ করলে, সুপ্রিয়া লোপার কোল থেকে পুত্রটি আনতে গেল। সে প্রবল চীৎকার করে মাকে বাধা দিচ্ছিল। সে মা'র কোলে কিছুতেই যাবে না। অবশেষে লোপা ওকে কোলে করে ওদের এগিয়ে দিতে গেল। কিন্তু পুত্রটি ওর কোল ছেড়ে কিছুতেই মার কোলে যাবে না। অবশেষে মনতোষবাবু লোপার কোল থেকে শিশুপুত্র-টিকে নিজে নিয়ে তারা বাড়ীর দিকে রওনা দিল। পথে যেতে যেতে সুপ্রিয়া মনতোষকে বলছিল, লোপা সত্যিই অপরূপা ও সুন্দরী। স্বভাব এত সুন্দর ও মিষ্টি যে একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছা করে। একবার কথা শুনলে আবার কথা শুনতে সাধ হয়। ভগবান যাকে দয়া করেন। তাকে সব দিয়ে সাজিয়ে দেন। "সুপ্রিয়ার কথা শুনে মনতোষ বলল, "ধ্রুবর সাথে পরিচয় হলে তুমি তার সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা বলতে। দুজনের বিয়ে হলে অপূর্ব মানাবে। ভগবান একজনকে আর একজনার জন্য তৈরি করেছেন। ওরা চলে গেলে সদানন্দ-

বাবু সুরুচিদেবীকে বলেছেন, "আমি অনেকদিন পর একজন নির্ভরশীল কর্মাধিকারী পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছি। "সেদিন রাতেই বাবার শারীরিক অবস্থা এবং সুপ্রিয়া ও মনতোষবাবুর খবর জানিয়ে লোপা ধ্রুবকে একখানি দীর্ঘ চিঠি দিল। পরে মেনকাদেবীর সহিত সাক্ষাত হলে, লোপা মেনাকাদেবীকে সব ঘটনা জানালো। সব শুনে মেনকাদেবী বললেন, "তোমার কোল থেকে কোন শিশুই নামতে চাইবে না কারণ তোমার মনের মাধুরি ও ভালবাসা পেয়ে সকল শিশু মুগ্ধ হয় লোপা। ইহা তোমার মনমোহিনী রূপ লোপা। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি চিরদিন তোমার এই মনমোহিনী শক্তি দিয়ে সকলের মন জয় কর লোপা।"

অহংকারি তপন কিছুতেই বুঝতে চায় না যে সেও অন্যান্য মানুষের মত একজন দোষ-গুণ ও ভাল-মন্দ মিশ্রিত মানুষ। সুতরাং তাদের সাথে তার আচরণ সেরূপ হওয়া উচিৎ। মানুষের ভুল ভ্রান্তি হওয়া যেমন স্বাভাবিক, আবার সে সব ক্ষমা করাও মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। তপন ইহা বুঝেও বোঝে না। সে ক্রোধে ইহা ভুলে যায়। একদিন তাদের কারখানায় একজন শ্রমিকের ত্রুটির ফলে একটি যন্ত্র অচল হয়ে পড়লে সে ধরে নিয়েছিল যে ইহা শ্রমিকের ইচ্ছাকৃত অপরাধ। এরূপ অনুমান করে ঐ শ্রমিকের সাথে অশোভন আচরণ করা একজন দক্ষ এনজিনিয়ারের পক্ষে মোটেই প্রশংসনীয় নয়। ক্রোধে দিশেহারা হয়ে তপন ঐ শ্রমিকের দেহে আঘাত করিতে দ্বিধা করে নি। সে ভুলে গিয়েছিল যে এভাবে কোন শ্রমিকের শরীরে আঘাত করা আইন বিরুদ্ধ কাজ। কারখানার সব শ্রমিক এইরূপ কাজের তীব্র প্রতিবাদ করলো। তারা দাবি করতে থাকে তপনকে এ কাজের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। এই ঘটনার পর তপন খুব ভয় পেয়ে তার কাছে তার দোষ স্বীকার করে নিল। এবারের মত বিষয়টি নিষ্পত্তি হল বটে কিন্তু কতিপয় শ্রমিক ইহার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সক্রিয় ছিল। তপন পরে অচল যন্ত্রটিকে নিজেই সারিয়ে কার্যোপযুক্ত করল। এরকম অঘটন প্রায়ই ঘটত বলে কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ লেগেই থাকতো। ফলে উৎপাদন হ্রাস হোতো এবং আভ্যন্তরিণ ব্যবসা ভীষণভাবে ব্যাহত হতো। ইহার কিছুদিন পরে কারখানায় বিভিন্ন দাবি নিয়ে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হলো। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণ রপ্তানি বাণিজ্যের উপর ইহার প্রভাব পড়ল। শীঘ্রই মাল রপ্তানির তারিখ দেখে কর্তৃপক্ষ খুব বিচলিত হয়ে পড়ল। প্রথম কিস্তিতে মাল পাঠিয়ে দিল। তার পরের কিস্তির মাল পাঠাবার তারিখ সমাগত দেখে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল যে শ্রমিক আন্দোলন চলার কারণ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণ তারা এ কিস্তির মাল বোধ হয় নির্দিষ্ট সময় রপ্তানি করতে সমর্থ হবে না। ইহা ঐ বিদেশী কোম্পানীকে জানিয়ে দেওয়া হবে। এরূপ সিদ্ধান্ত

নেওয়ার কয়েকদিন পরে কারখানার একটি অংশে হঠাৎ আগুন লেগে কিছু মাল পুড়ে গেল। হঠাৎ এরূপ অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা ঐ কোম্পানীকে জানিয়ে কিছুদিন সময় চেয়ে নিল। এদিকে ইহা একটি দুর্ঘটনা প্রমাণ করে। বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সব ক্ষতিপূরণ করে কারখানা পুনরায় চালু করা হোলো এবং মাল সরবরাহে দেরী হওয়ার কারণ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে কোম্পানীকে চিঠি দিল। তারপর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মাল রপ্তানি করলো। তপনের এরূপ উপস্থিত বুদ্ধি ও চতুরতার ফলে কোম্পানি এবার সমূহ বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেল। ইহার কিছুদিন পরে তপন তার আমেরিকাস্থ সাংবাদিক বন্ধুর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেল। বন্ধুটি তপনকে জানিয়েছে যে এলিজাবেথের সহিত ধ্রুবর ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। স্থানীয় ভারতীয় মহলে এ বিষয়ে বিশেষ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে আর এদিকে ইহা নিয়ে সকলেই ধ্রুবর নামে চারিদিকে অপপ্রচার চালাতে থাকে। উদ্দেশ্য, যদি সদানন্দবাবুর মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটায় যায়। সদানন্দ সংস্থার কারখানায় এ নিয়ে কয়েকজন শ্রমিকের মধ্যে বেশ সমালোচনা হচ্ছিল। পুজোর ছুটিতে তপন একদিন শান্তনু, স্বপন ও রতনকে নিমন্ত্রণ করে ধ্রুবে সম্বন্ধে পাওয়া শেষ খবর তাদের জানাল। হঠাৎ স্বপন বলে ওঠে "তুই কি ধ্রুব সম্বন্ধে এই খবর জানাবার জন্য আমাদের এখানে এনেছিল ধ্রুবর খবর নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথার কি কারণ থাকতে পারে আমি কিছুতে বুঝে উঠতে পারি না তপন।" স্বপনের এরূপ রূক্ষ সমালোচনা শুনে নিজেকে সামলে নিয়ে তপন বলল, "ওর মত একজন প্রতিভাশালী বন্ধু পেয়ে আমরা গর্বিত। তাই ওর কোন অপযশ বা নিন্দা শুনলে মনে বড় দুঃখ পাই। তাই বলছিলাম।" তপনের কথা শুনে স্বপন লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইল। তারপর পুজোর ছুটিতে ওদের কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা জানতে চেয়ে তপন শান্তনুকে বলল," সদানন্দবাবুর মোটর দুর্ঘটনার কেসের সর্বশেষ কোন খবর জানিস ?" না আমি কোন খবর জানি না" শান্তনুর কথা শুনে তপন বলতে থাকে, তবে আমি শুনেছি কেস এখনও চলছে," বলেই "ধ্রুব কবে ফিরবে ?" জানতে চাইল। তপনের কথা শুনে শান্তনু ওদের জানাল, যে ধ্রুবর গবেষণা বেশ সন্তোষজনক ভাবে চলছে। সে আশা করে যে তার শিক্ষা কাল নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যাবে। শান্তনুর কথা শেষ হতে না হতেই তপন বলে উঠলো," দেখ, শেষ পর্যন্ত ওকে ওখানেই থাকতে হয় কিনা। তপনের উক্তি শুনে কেউ কোন মন্তব্য করলো না। কিন্তু স্বপন বলে উঠল, "আমি যতদূর ওর মুখ থেকে শুনেছি, তাতে আমি বলতে পারি যে ধ্রুবকে কেউ ওখানে রাখতে পারবে না। প্রয়োজন হলে ডক্টরেট্ ত্যাগ করে দেশে ফিরে আসবে তবু সে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে না।" স্বপনকে সমর্থন করে রতন বলল, "আমিও তাই মনে

করি। কোন শর্তাধীনে ধ্রুব ওখানে শিক্ষা নিচ্ছে না।" এখন যদি সে রকম কোন শর্ত ওর উপর আরোপ করে, তবে তাহা হবে ঐ রকম একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কলঙ্ক। দেখা যাক, কয়েকমাসের মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।" তারপর সকলে ওখান থেকে বেরিয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল। ধ্রুবর প্রতি সকলের অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস দেখে তপনের খুব হিংসা হয়েছিল, কিন্তু মুখে সে কিছু প্রকাশ করলো না। খুব চতুরতার সহিত ধ্রুব সম্বন্ধে সকলের অভিমত জেনে নিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোপা মা'র সাথে আইমাকে সঙ্গে করে পূজার বাজার করতে গেল। যাওয়ার আগের দিন লোপা সোনাদিকে জানিয়ে বাজারে যেতে বলেছিল। সে আশা করে ছিল যে সোনাদির সাথে তার দেখা হবে। অতয়েব কিছু সময় পর তার সোনাদি ও শংকরের সহিত দেখা হ'লো। উমা সুরুচিদেবীর সাথে আলাপ করতে করতে তারা সকলে একটি দোকানে প্রবেশ করলো। পাশাপাশি বসে উমা নিজের এবং লোপার জন্য শাড়ি কিনে সুরুচিদেবীকে শাড়ি পছন্দ করতে সাহায্য করছিল। এমন সময় তপন এসে ওদের পিছনে দাঁড়াল। সুরুচিদেবীর শাড়ি পছন্দ করা হলে, তপন শাড়ি কেনার টাকা দিতে গেলে, সুরুচিদেবী আপত্তি করলেন। কিন্তু তার আপত্তি না শুনে তপন শাড়ির টাকা দিয়ে দিল। লোপা কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। উমা লোপার মুখের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যাপার অনুধাবন করে নিল। লোপা সোনাদির সাথে কথা বলছিল। তারপর তাদের কেনা-কাটা শেষ হলে উমা সুরুচিদেবী ও লোপার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। বাড়ী যাওয়ার জন্য তপন একখানি ট্যাক্সি ডেকে সুরুচিদেবী ও লোপাকে ট্যাক্সিতে উঠতে বললে, লোপা গাড়ীতে না উঠে মাকে গাড়ীতে যেতে বলে সে আইমাকে নিয়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। সুরুচিদেবী হা করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে দেখে তপন চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুরুচিদেবীকে নিয়ে ট্যাক্সিতে বাড়ী চলে গেল। সুরুচিদেবী চলে গেলে লোপা আইমাকে নিয়ে ট্রামে করে বাড়ী চলে গেল। লোপা বাড়ী ফিরে দেখে তপন তার মা'র সাথে কথা বলছে। লোপাকে দেখে তপন বলে উঠে, "আপনার আসার অপেক্ষায় ছিলাম। যাক্‌, আপনি নিরাপদে ফিরেছেন দেখে চিন্তা দূর হলো। তারপর শাড়ী আপনার পছন্দ হয়েছে। তপনের কথা শুনে লোপা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, "আমার শাড়ী আজ কেনা হয় নি। পরে কিনব," বলে নিজের ঘরে গিয়ে বসল। তপনের ইচ্ছা ছিল লোপার ঘরে গিয়ে কথা বলবে, কিন্তু সদানন্দবাবু ঘরে আছেন দেখে সে আর কোন কথা না বলে সুরুচিদেবী ও সদানন্দবাবুর সাথে আলাপ

করে বাড়ী চলে গেল। তারপর সুরুচিদেবী লোপাকে শাড়ি দুখানা দিতে গেলে, লোপা মাকে জানিয়ে দিল, "তপনের দেওয়া টাকায় কেনা শাড়ী আমার নয়। তুমি যদি তোমার টাকা দিয়ে আমাকে শাড়ী কিনে দিতে পা তবেই আমি শাড়ী পড়বো মা।" বলে লোপা আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। মা আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তিনি পরের দিন গিয়ে শাড়ী তপনকে ফেরত দিয়ে আসবেন বলে ঠিক করলেন। সদানন্দবাবু সব শুনে সুরুচিদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন "তপন কি করে জানলো, যে তোমরা ঐ দিন ঐ সময় পুজোর বাজার করতে যাবে? তুমি কি তপনকে এ কথা পূর্বে বলেছিলে?" সুরুচিদেবী কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে গেলেন। সদানন্দবাবু মনে মনে লোপার বিচার বুদ্ধির খুব প্রশংসা করলেন। ঠাকুর লোপাকে একটা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন জানিয়ে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। উমাকে খবর দিয়ে নিয়েছিল শুনে তিনি মনে খুব তৃপ্তি ও শান্তি পেলেন। অযাচিত হয়ে শাড়ী কেনার টাকা দেওয়া এবং তারপর ট্যাক্সি করে লোপাকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে তপন যদি লোপার মন জয় করার চেষ্টা করে থাকে, তবে তপন মুর্খের স্বর্গে বাস কচ্ছে। এদিকে লোপা এ বিষয় নিঃসন্দেহ, যে তার মা যে কোন প্রকারে তাকে তপনের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করবেন না। সুতরাং সে ভবিষ্যতে মা'র সাথে আর কোথাও যাবে না বলে স্থির করলো। এমন কি মা ঘরে থাকলে তাকে খুব সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। কখন তপন এসে উপস্থিত হয় এই ভয়ে তার মা মনে ব্যথা পাবে মনে করে সে বাবার নিকট তার এরূপ সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করিল না। সে ঘরের মধ্যে নিজেকে খুব অসহায় বলে মনে কাচ্ছিল। খুব ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হোলো! লোপা ভয়ে মা'র সাথে কোথাও বেরোল না। এ কারণ সে সারা উৎসব বাড়ীতে বাবার কাছে ছিল। বাবা ওর মানসিক অবস্থা বুঝে কিছু বললেন না। একদিন উমা ফোন করলো। লোপা সোনাদিকে বলল, সে তপনের ভয়ে মা'র সাথে কোথাও বেরোতে সাহস পাচ্ছে না। এ কারণ সে কোথাও এবার বেরোবে না। সে তার অবস্থার কথা সোনাদিকে বুঝিয়ে দিল। উমা ওর যুক্তি শুনে খুব খুশি হয়ে চুপ করে গেল। ঘরের মধ্যে এই অশান্তি, আবার ওদিকে ধ্রুবর সম্বন্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার তাকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। এ কারণ পুজোর আনন্দ লোপার নিকট নিরানন্দ হয়ে গেল। সে নিয়ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিল। পাড়ার দুখানা পুজোর বিচিত্রানুষ্ঠানে তাকে সঙ্গীত পরিবেশন করতে হবে। প্রথম দিন তার ভাই অশোকের ক্লাবে। এবার বাবা নেই, তার ভয় কচ্ছে। সে সোনাদিকে তার

প্রোগামের কথা জানিয়ে আসতে অনুরোধ করলো। তারপর লোপা কর্তৃপক্ষকে বলে ওদের জন্য অনুষ্ঠানে গানের প্রোগাম করে রাখল। অশোকের ক্লাবে অনুষ্ঠানের দিন উমা ও কমলা লোপাকে একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গা থেকে তুলে নিয়ে আসরে উপস্থিত হলো। আসরে গিয়া দেখে তপন অশোকের সাথে কথা বলছে। কিছু সময় পর সুরুচিদেবী সভায় এসে লোপাকে বলল, সে লোপার অপেক্ষায় ছিল। মা'র কথা শুনে লোপা বলল, "আমি তোমাকে বলেই এসেছি মা।" বলে লোপা সোনাদিকে করুণ কণ্ঠে বলে, "সোনাদি আমি বড়ই দুঃখিনী যে আমি আমার মায়ের উপর আস্থা রাখতে পাচ্ছি না। আমি মায়ের ভয়ে ভীত হয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সদা ব্যস্ত থাকি। আমার চেয়ে কে বেশী দুঃখিনী সোনাদি" বলে লোপা তার চোখের জল পুছলো। "কি করবি বোন, ইহা বিধির বিধান। ইহাকে হাসি মুখে সহ্য কর বোন।" শান্তনা দিয়ে বলল উমা। লোপা, উমা ও কমলা অনুষ্ঠানসূচি অনুসারে সঙ্গীত পরিবেশন করে লোপা উমার সাথে বাড়ী ফিরে এল। তপনকে দেখে লোপা মা'র সাথে বাড়ী ফিরলো না। বাড়ী ফেরার সময় উমা লোপাকে জানিয়ে গেল যে মাকে নিয়ে সে একদিন মোসোমহাশয়কে দেখতে আসবে। আসার দিন পরে সে ফোন করে জানাবে। তার পরের দিন লোপা বাবার সাথে কথা বলছে, এমন সময় তপন তার পিসিমাকে নিয়ে বিজয়ার সাক্ষাৎ করতে এল। লোপা রেবাদেবী এবং বাবাকে প্রণাম করে নিজের ঘরে চলে গেল। তপন ঘরে বসে অশোকের সাথে কথা বলছে। আইমা বিজয়ার মিষ্টি ও চা দিয়ে চলে গেল। আইমাকে যেতে দেখে তপন তাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার দিদিমণি কি আমাকে দেখে ভয়ে ঘরে লুকিয়েছে? আমি বাঘ না ভাল্লুক। তাকে একটু ডেকে দাও, দুটো কথা বলব।" তপনের কথা শুনে আইমা উত্তর দিল, "দিদিমণি কাজে ব্যস্ত আছেন। আপনাকে দেখে সে ভয় পাবে কেন?" আইমা গিয়ে লোপাকে তপনের কথা বললে। লোপা আইমাকে দরজা বন্ধ করতে ব'লে সে তার পড়া ক'রতে লাগল। বাবা অসুস্থ সুতরাং এমতাবস্থায় সে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছে না। লোপাকে আসতে না দেখে তপন তার ঘরের দিকে অগ্রসর হ'তে যাচ্ছিল কিন্তু সুরুচিদেবীকে আসতে দেখে থেমে গেল। লোপা তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাবার পাশে বসে রেবাদেবীর সাথে কথা বলতে থাকে। ওরা চলে যাওয়ার পর সদানন্দবাবু লোপাকে দুঃখ করে ব'লছেন, আমি আশা করিনি তপন এ বাড়ীতে পুনরায় প্রবেশ করবে। আমি তোকে নিয়ে বড়ই চিন্তিত লোপা। কারণ ও কোন কাজ ক'রতে পিছুপাও হবে না। তোর মা ওকে এখনও চিনলো না। কোনদিন চিনবে কি না ভগবান জানেন। যাক তুই

খুব সাবধানে থাকবি।" বাবার কথা শুনে লোপা বাবাকে সাহস দিয়ে বলল, তুমি আমার জন্য কোন চিন্তা করো না বাবা। আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবো বাবা। "লোপার কথা শুনে সদানন্দবাবু দুঃখ করে বললেন।" এমন একজন আপনজন ঘরে নেই যার সাথে পরামর্শ করতে পারি। আমি ভাবছি তোকে আবার ধ্রুবর মার কাছে পাঠিয়ে দেব। তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে থাকতে পারবো। এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয় মা।" "না বাবা আমি তোমাকে এখানে এই অবস্হায় রেখে কোথাও গিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবো না বাবা। তবে তুমি একটা কাজ ক'রতে পার। তুমি ওর এ বাড়ীতে প্রবেশ বন্ধ করে দিতে পার।" লোপার কথা শুনে। "ইহাই উত্তম প্রস্তাব। আমি আজই এ ব্যাপার নিয়ে মনতোষের সহিত কথা ব'লব" বললেন সদানন্দবাবু। কিছু সময় চিন্তা করে লোপা বাবাকে বলল, না বাবা এখন দারোয়ানকে কিছু ব'লো না। তাতে অশান্তি ও শত্রুতা বাড়বে ছাড়া কমবে না। তার উপর মাও খুশি হবেন না। এমন সময় বড়মামা অনিমেশবাবু কেমন আছ' বলে ঘরে প্রবেশ করলো। লোপা বড়মামাকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস কর'লো, কেমন আছ বড়মামা। দিদিমা কেমন আছেন?" মা ভাল আছেন। আসার সময় করে উঠতে পারি না। তারপর তোমার খবর কি? জানতে চান অনিমেশবাবু। হাঁটতে পারি, তবে পায়ে এখনও প্রচণ্ড ব্যথা, বললেন সদানন্দবাবু। ইতিমধ্যে লোপা মামার জন্য চা আনতে গেলে বড় মামা বললেন, তপনের সাথে অত ঘনিষ্ঠতা কচ্ছ কেন? ওর সম্বন্ধে যে সব খবর কানে আসছে, তাহা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। ওর কাছ থেকে সর্বদা দূরে রাখবে লোপাকে। আমারও তাই অভিমত। ভেবেছিলাম ওকে পুণরায় মেনকাদেবীর কাছে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু মেয়ে আমাকে রেখে কোথাও যাবে না বলেছে, জানালেন সদানন্দবাবু। সদানন্দবাবুর কথা শুনে আগ্রহের সহিত অনিমেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ধ্রুবর খবর কিছু পেয়েছ।' "হ্যাঁ, কিছুদিন আগে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় একখানি জরুরী চিঠি পেয়েছিলাম।' উত্তর দিল সদানন্দবাবু, ইতিমধ্যে লোপা বাবা ও মামার জন্য চা-জলখাবার নিয়ে এল। চা খেতে খেতে মামা লোপাকে বললেন, "তোমার পরীক্ষা কবে লোপা?" এখনও প্রায় পাঁচ মাস বাকি মামা।" জানাল লোপা।" ওর পরীক্ষার পর ধ্রুবর পরীক্ষাও শেষ হয়ে যাবে। ধ্রুব ফিরে এলেই শুভ কাজ সম্পন্ন ক'রে ফেলবে।" বললেন বড় মামা। "হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছা' বললেন সদানন্দবাবু। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে দুজনে দুর্ঘটনার মামলা নিয়ে আলোচনা কচ্ছেন, এমন সময় সুরুচিদেবী এসে দাদাকে প্রণাম করে তার পাশে বসলেন। বোনকে তপনের কাছ থেকে লোপাকে দূরে রাখার উপদেশ দিয়ে

বললেন, নচেৎ লোপাকে ভয়ানক বিপদে পড়তে হবে। দাদার কথা শুনে সুরুচিদেবী অভিমত প্রকাশ করে বললেন যে তপনের সম্বন্ধে তার কোন অভিযোগ নাই। বোনের কথা শুনে দাদা বললেন, "তুমি তার সম্বন্ধে অনেক খবরই জান না।" দাদার কথা শুনে দৃঢ় কণ্ঠে সুরুচিদেবী বললেন, "আমি যাকে চিনি ও জানি, তার সম্বন্ধে আমার মনোভাব অপরের কথা শুনে পরিবর্ত্তন হবে না দাদা।" 'এতে যদি তোমার মেয়ের ক্ষতি হয়?" দাদার কথা শুনে সুরুচিদেবী বললেন, "আমি তা মনে করি না।" আর কোন কথা না বলে অনিমেশবাবু ধ্রুব সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান কথা শোনালেন, "ধ্রুবর ছাত্রাবাসের কাছেই আমার একজন পরিচিত বন্ধু থাকেন। তার সাথে ধ্রুবর পরিচয় হ'য়েছে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে ওখানকার কিছু সংখ্যক ভারতীয় ধ্রুবব সম্বন্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে এই বলে যে শিক্ষান্তে ধ্রুব ঐ প্রতিষ্ঠানে একটি বৈজ্ঞানিকের পদ গ্রহণ করে এলিজাবেথ নামে একজন বৈজ্ঞানিকের কন্যাকে বিয়ে করে ওখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, ইহা সব মিথ্যা এবং ওকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা মাত্র। তোমরা কোন সময়ে এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ো না। তিনি আরও জানিয়েছেন যে ধ্রুব ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন আদর্শ ছাত্র বলে পরিগণিত এবং সকলে আশা কচ্ছেন যে ধ্রুবই বোধ হয় ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম ভারতীয় ডক্‌টরেট করবে।" বড় মামার কথা শুনে সদানন্দবাবু এবং লোপা খুব খুশি। অনিমেশবাবু বলতে থাকেন, 'খুব নগন্য সংখ্যক বৈজ্ঞানিক ওখান থেকে ডক্‌টরেট করতে পারে। যারা উক্‌টরেট করতে সমর্থ হয়, পরে তাদের কাছ থেকে ওখানে থাকার মতামত যাচাই করা হয়। যারা ওখানে থাকার অনুকুলে মত প্রকাশ করে, কেবল তাদের ঐ প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের ধ্রুবই হলো প্রথম ছাত্র যে ঐ প্রতিষ্ঠানে ডক্টরেট করার সুযোগ পেল। ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের কন্যা ধ্রুবর সাথে গবেষণা কাজে নিযুক্ত। কাজের পর ধ্রুব তার সাথে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেত। ওদের দুজনকে একত্র বেড়াতে দেখে, হিংসাবশতঃ কয়েকজন ভারতীয় ওর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বেড়ায় যে শিক্ষান্তে ধ্রুব ওকে বিয়ে করে ওখানেই থেকে যাবে। এইরূপ অপপ্রচারে বিভ্রাভ হয়ে একদিন আমার বন্ধুপত্নী প্রশ্ন করলে, ধ্রুব তাদের জানিয়ে দিল। এলিজাবেথ তাহার সহকর্মী। তাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব জানাল, যে সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে এসেছে, এখানে থাকতে সে আসেনি। এরূপ সহজ সরল ও নির্ভীক উত্তর পেয়ে ভদ্রমহিলা খুব সন্তুষ্ট হলেন। দেখ প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকরা ছলনা জানে না। তারা সরল প্রকৃতির মানুষ হয় বলেই জীবনে মহান হয়ে থাকে। ওদের

প্রধান শত্রু হলো বিদেশী গুপ্তচর তারা এদের অপহরণ করে থাকে। তারা প্রথমে চেষ্টা করে অর্থের বিনিময় এদের হাত করতো। অকৃতকার্য্য হলে অপহরণ করে বিদেশী দূতাবাসের সাহায্যে প্রচুর অর্থের বিনিময় বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়। সুতরাং প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকদের জীবন সব সময় বিপদ-সঙ্কুল হয়ে থাকে। ঐ প্রতিষ্ঠানে না যোগ দিলে যে ধ্রুবকে ডক্টরেট করা হবে না। এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্তিকর। আমি বিশ্বাস করি ধ্রুব সব বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে দেশে ফিরে আসবে। তোমরা ভাগ্যবান যে ওর মত একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভার সংস্পর্শে এসেছ। মামার কথা শুনে নতুন দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় লোপার মন ভারাক্রান্ত হোলো। তার মন চায় এই সময় ধ্রুবর পাশে থেকে তার সাহস ও বল যোগায়। লোপা ধ্রুবর মঙ্গল কামনা করে তার রাধামাধবের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাল। লোপা শুনছে কে যেন বলছেন, "তোমার প্রেমের পরীক্ষা শেষ হয় নি লোপা। তোমার নয়নাশ্রু দিয়ে প্রেমের পূজা কর। প্রেমানলে তোমার মন ও প্রাণকে সিদ্ধ কর, শুদ্ধ, নির্মল ও পবিত্র কর। তবেই তোমার প্রেমাস্পদকে লাভ করবে।"

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ধ্রুব সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য তপন যে সাংবাদিক বন্ধুর সাহায্য নিচ্ছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ থেকে খবর সংগ্রহ করার অধিকার ছিল না। সে অধিকার কেবল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত সাংবাদিক বা পূর্বানুমোদিত সাংবাদিবগণই পেয়ে থাকতো। সুতরাং তপনের সাংবাদিক বন্ধু ধ্রুব সম্বন্ধে সে সব খবর সংগ্রহ করতো, তা সবই ছিল পরের কাছ থেকে পাওয়া বা অনুমান ভিত্তিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কাজ কর্ম সেরে ধ্রুব একদিন লিজার সাথে বেরিয়েছে, এমন সময় ঐ সাংবা-দিকের সহিত দেখা। কোন খবর আছে কি না জানতে চাইলে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব বলল, 'সংবাদ ত আপনার কাছে। যদি কিছু থাকে বলুন।' বলে ধ্রুব এবং লিজা হেসে উঠলো। ধ্রুবর ঠাট্টা বুঝতে পেরে সাংবাদিক কোন খবর নাই বলে চলে গেল। ধ্রুব এবং লিজা কথা বলতে বলতে পার্কের দিকে চলল। তারপর পার্ক থেকে ধ্রুব তার ছাত্রাবাসে ফিরে এল আর লিজা তার নিজের বাড়ী চলে গেল। লিজা এবং ধ্রুব উভয় জানতো যে তাদের ঘিরে নানা ধরনের অপপ্রচার চলছে। লিজা বা ধ্রুব কেহই এই অপপ্রচারের কোন গুরুত্ব দেয়নি। তাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল সত্য, কিন্তু তাহা ছিল একজন সহকর্মির প্রতি অপর একজন সহকর্মির যেরূপ হওয়া উচিৎ সেরূপ। যদি বা লিজার মনে কোন দুর্বলতা থেকে থাকত, কিন্তু ধ্রুবর সংযম ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেখে সে কোনদিন তার মনের কথা ধ্রুবর কাছে ব্যক্ত করে নি। এদিকে যতই দিন এগিয়ে আসছে ধ্রুব ততই তার গবেষণা কাজে অধিকতর মনোযোগি

হচ্ছিল। তার চোখের সামনে সে কেবল তার লক্ষ্য বস্তুই দেখছে। লক্ষ্যভেদ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য এবং তার অস্ত্র কেবল কঠোর সাধনা ও একগ্রতা। তাকে লক্ষ্য ভেদ করতেই হবে। লিজা যত ধ্রুবকে দেখছে ততই সে মুগ্ধ হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব অধ্যাপক ও বিচারকমণ্ডলী ওর গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।' ধ্রুব দৈনিক কুড়ি ঘণ্টা করে গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকতো। মাকে এখবর জানিয়ে চিঠি লিখল, মা, এখন দৈনিক কুড়ি ঘণ্টা কাজ করিণ আমার কোন কষ্ট হয় না।· আমার এরূপ কাজ করতে খুব ভাল লাগে। মেনকাদেবী ইহা ফোন করে সদানন্দবাবুকে জানালে তিনি আনন্দে বলে উঠেন, 'ইহা কেবল ওর পক্ষেই সম্ভব।' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান একদিন ধ্রুবকে নিজের কক্ষে ডাকিয়ে এনে বললেন, প্রতিষ্ঠানের সব অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক তোমার কাজের প্রভূত প্রশংসা করে থাকেন। তুমি কি তোমার ভবিষ্যত জীবনের কর্মসূচী কিছু ঠিক করেছ? চেয়ারম্যানের প্রশ্ন শুনে ধ্রুব বিনয়ের সহিত বলল।" না স্যার, বর্ত্তমানই আমার ভবিষ্যত। আমি বর্ত্তমান নিয়ে ব্যস্ত ও চিন্তিত স্যার।' ধ্রুবর সহজ ও সরল উত্তর শুনে চেয়ারম্যান ধ্রুবকে শিক্ষান্তে এই প্রতিষ্ঠানে রাখার কোন প্রস্তাব করতে পারলেন না। ধ্রুব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। ধ্রুব এত ব্যস্ত থাকে যে লিজার সাথে বেরোবার তার সময় হয়ে ওঠে না। ছুটির পর তিনচার ঘণ্টা লাইব্রেরিতে কাটিয়ে বড় বড় বৈজ্ঞানিক মনিষিদের টিকা-টিপ্পনি সংগ্রহ করতো। তারপর সারারাত ধরে ঐ সব টিকা টিপ্পনি নিয়ে কাজ করতো। কোন কোন দিন ঘুম থেকে তাকে কেয়ার টেকার তুলে দিয়ে যেতেন। ধ্রুবর এরূপ জীবন অনেকের নিকট কঠোর ও নিদারুণ বলে মনে হলেও ধ্রুবর নিকট ইহা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। নিয়মিত সে ক্লাবে যেত শারিরীক ব্যায়াম অনুশীলনের জন্য। আর সাঁতার কাটত গিয়ে পুকুরে। তাহার মন ও শরীর সতেজ ও প্রফুল্ল থাকতো। তার এরূপ দৈনন্দিন জীবন সূচি দেখে কেয়ার টেকার ভদ্রলোক ওর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। একদিন ধ্রুব লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসছিল এমন সময় তাহার সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাত হলো। সাংবাদিককে দেখলেই ধ্রুবর মন চঞ্চল হতো এবং অস্বস্তি বোধ করতো। 'কেমন আছেন স্যার।' সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলে ধ্রুব উত্তর দিল, "ভাল, আপনি কেমন আছেন? কোন খবর আছে?" ধ্রুবর প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিক বলল, "না, আপনার কাছে খবর সংগ্রহ করতে এলাম।" হঠাৎ আপনার মুখে স্যার সম্বোধন শুনে আমি বড় অস্বস্তি বোধ কচ্ছি। হঠাৎ এই শব্দটা আজ ব্যবহার করার কি কারণ, দয়া করে বলবেন।" থতমত করে সাংবাদিক বলল, না আপনি এতবড় একজন এন্‌জিনিয়ার। তাই আপনার সম্মানার্থে

স্যার সম্বোধন করলাম। যাক্‌, ত্রুটির জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। না না, এতে ক্ষমা চাওয়া বা করার কিছু নেই। চলুন একটু চা খেয়ে আসি। বলে সাংবাদিককে নিয়ে চা খেয়ে ধ্রুব ছাত্রাবাসে ফিরে গেল। ছাত্রাবাসে ফিরে লোপার চিঠি পেল। লোপা লিখেছে প্রিয়তম, মা'র কাছে লিখিত তোমার চিঠিতে জানতে পারলাম যে তুমি রাত চারটে পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা কর। এ সময় যদি তোমার পাশে আমি থাকতে পারতাম তবে হয়ত তোমার কোন উপকারে আসতে পারতাম। সে সৌভাগ্য আর আমার জীবনে হবে না। তুমি জয়ী হয়ে সগৌরবে ফিরে এস, ইহাই কেবল ঠাকুরের কাছে আমি প্রার্থনা করি। তোমার লোপা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে : আমার পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, আমাকে খুব সম্ভব নন্‌-কলেজিয়েট্‌ হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় কতদূর সাফল্য লাভ করবো জানি না। আমার মন পড়ে থাকে দূরে, অতিদূরে তোমার কাছে। চিঠিখানি পড়তে পড়তে ধ্রুব ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে তপন সাংবাদিকের কাছ থেকে ধ্রুব সম্বন্ধে কোন খবর না পেয়ে পুনরায় একখানি চিঠি দিল। ইহার কয়েকদিন পর তপন সদানন্দবাবুকে দেখতে গেল। সুরুচিদেবীও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তপন সদানন্দবাবুর শরীরের খোঁজ খবর নিয়ে একজন অন্য ডাক্তার আনার প্রস্তাব করলে সদানন্দবাবু জানালেন, না, এখন কোন ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। তারপর তপন বলল, মাসিমা বলছিলেন কয়েকদিন উত্তর ভারতে গিয়ে বেড়িয়ে আসার কথা। আমার কোন আপত্তি নেই যদি আপনি অনুমতি দেন। তপনের হঠাৎ এরূপ প্রস্তাব শুনে সদানন্দবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বললেন, আমি শয্যাশায়ী। আর মাসীমা বেড়াতে যেতে চান। যারা যেতে চায় তারা ত আজ পর্যন্ত এরকম কোন প্রস্তাব আমার কাছে করে নি। শুনে তপন বলল, না তারা এখন পর্যন্ত এরকম কোন প্রস্তাব করেনি, তবে আপনার অনুমতি পেলে কেবল তাদের জানান হবে। যারা তোমার সাথে যেতে চায় তুমি তাদের নিয়ে যাও। আমি আর লোপা বাড়ীতে থেকে যাব, বলে সদানন্দবাবু চুপ করে গেলেন। তপন সুরুচিদেবীকে গিয়ে সদানন্দবাবুর অভিমত জানালে, সুরুচিদেবী বললেন, "বেশ তাই চল, আমি তুমি আর অশোক বেড়িয়ে আসি।" দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে তপন বলল, বেশ তাই চলুন। আমরা তিনজনে বেড়িয়ে আসি। লোপা তার বাবার ঘরে যাচ্ছিল দেখে তপন লোপাকে জিজ্ঞেস করলো, "লোপাদেবী আপনার পরীক্ষার পর আমরা উত্তর ভারত বেড়াতে যাওয়ায় পরিকল্পনা করেছি। আপনি কি আমাদের সঙ্গী হবেন? তপনের কথা শুনে লোপা বলল, আমার বিষয় বাবা আপনাকে বলে দিয়েছেন। এর পর আর আমার কি বলার থাকতে পারে

বলুন, বলে লোপা বাবার ঘরে চলে গেল। সদানন্দবাবু ও লোপার কাছে তপনের এরূপ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও অযাচিত ছিল। উদ্দেশ্য সফল হলো না দেখে তপন হতাশ হয়ে সুরুচিদেবীকে পরে জানাবে বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তপন যাকে চায়, সে তপনকে চায় না। আবার যে তপনকে চায়, সে তপনকে পায় না। প্রকৃতির কি সুন্দর ও অভিনব নিয়ম। তপন চলে গেলে সুরুচিদেবী সদানন্দবাবুর ঘরে প্রবেশ করলে সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কোথায় যাবে না যাবে, তার পরিকল্পনা ও প্রস্তাব তপন করবে আর তার অনুমতি চাইতে আসবে। এর চাইতে আমার লজ্জার আর কি থাকতে পারে। বাবার কথা শুনে লোপা মাকে বলল, মা তোমার বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা হলে, তুমি নিজে তোমার মনের কথা বাবাকে জানাতে পারতে মা। লোপার কথা শুনে মা চুপ করে রইলেন। তোমার কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ, তুমি তপনকে এ বাড়ীতে আসতে বারণ করে দিও। যদি তুমি না পার তবে আমিই ওর এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করে দেব। এভাবে যখন তখন বাড়ীতে এসে অশান্তি উপদ্রব করা মোটেই কাম্য নয়। সদানন্দবাবুর কথা শুনে সুরুচিদেবী বললেন, ওর মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি ওকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করে আসছি। এরূপ স্নেহবশতঃ একদিন আমি লোপার সাথে তপনের সম্বন্ধের কথাও বলেছিলাম। কিন্তু তা আজ পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয় নি তপনের ঔদ্ধত্য স্বভাব ও উশৃঙ্খল আচরণের জন্য। সুতরাং অতবড় কঠিন কথা আমি তপনকে বলতে পারবো না। তোমার যাহা অভিরুচি তুমি তাকে বলতে পার। সদানন্দবাবু সুরুচির আবেগপূর্ণ কথা শুনে চুপ করে গেলেন। আর লোপা অশ্রুপূর্ণ নয়নে তার ঘরে চলে গেল। তপনের ঔদ্ধাত্য স্বভাব, অহঙ্কার ও উশৃঙ্খল আচরণ দেখে সদানন্দবাবু চিরদিন তপনকে ঘৃণা করে আসছিলেন। কিন্তু আজ সুরুচিদেবীর কথা শুনে সদানন্দবাবুর হৃদয়ও আর্দ্র হয়ে উঠলো। এমন কি একদিন স্নেহবশতঃ সুরুচিদেবী তপনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, যদি তপন কোন প্রকারে লোপাকে করায়ত্ত্ব করতে পারে, তবে তিনি তাদের বিবাহে কোন আপত্তি করবেন না। সেই আশ্বাস পেয়ে তপন চেষ্টা করে আসছে, লোপাকে সদানন্দবাবুর হাত থেকে সরিয়ে নিতে। তপন জানে লোপা ধ্রুবানুরাগি, সে ইহাও জানে লোপার সহিত ধ্রুবর সম্বন্ধ পাকা হ'য়ে আছে। ইহা জেনেও সে লোপার আশা ত্যাগ করতে পারে নি। সে অসদুপায় গ্রহণ করে লোপাকে সদানন্দবাবুর হাত থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। কারণ লোপা বা সদানন্দবাবু তপনের ফাঁদে কোন সময়ে পা বাড়ায় নি। উত্তর ভারতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার তপনের প্রস্তাবও ছিল সেরূপ

একটি অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত চেষ্টা। তাই তপন একদিকে সদানন্দবাবুর ক্ষতি করার চেষ্টা, আর একদিকে সুরুচিদেবীর অনুগ্রহ লাভ করার দোমুখো নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছিল। এই মুখোসপরা তপনকে চিনতে পেরেছিল কেবল লোপা আর সদানন্দবাবু। কারণ তাকে মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হত বা আহত করার ষড়যন্ত্রে তপন যে লিপ্ত ছিল, সে বিষয় তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি মনে করেন, তপন এমন নিষ্ঠুর ও হিংস্র, হয়ত সে একদিন লোপার শারীরিক ক্ষতি সাধন করতে দ্বিধা করবে না। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে দারোয়ানকে ডাকিয়ে সদানন্দবাবুর অনুমতি ভিন্ন এ বাড়ীতে তপনের প্রবেশ নিষেধ করে দিলেন। খুব দুঃখের সহিত তিনি খবরটি সুরুচিদেবীকে জানিয়ে দিলেন। তারপর দীর্ঘ দু মাস শয্যাশায়ী থেকে সদানন্দবাবু সুস্থ হয়ে অফিসে গেলেন। দু মাস পর সুস্থ শরীরে অফিসে আসতে দেখে সকলে খুব খুশি হোলো। বিকেলে গেলেন উমার শ্বশুর মহাশয় অশোকবাবুর সহিত সাক্ষাত করতে। অশোকবাবু দেখে খুব খুশি হয়ে সদানন্দবাবুর সাথে ব্যবসায়িক সংক্রান্ত অনেক বিষয় আলাপ আলোচনা করলেন। সেখান থেকে গেলেন মেনকাদেবীর সাথে সাক্ষাত করতে। মেনকাদেবী ও প্রিয়নাথবাবুর সাথে আলাপ করে গেলেন গৌতমের সাথে দেখা করতে। সদানন্দবাবু মনের আবেগে গৌতমকে জড়িয়ে ধরে শত মুখে আশীর্বাদ করলেন। গৌতম তারপর সদানন্দবাবুকে নিয়ে বাড়ীতে গেলেন। হঠাৎ সদানন্দবাবুকে দেখে কমলার মন অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল। শ্বশুর মহাশয়কে ডেকে দিয়ে কমলা তাড়াতাড়ি চা জলখাবার নিয়া আসতে গেল। সদানন্দবাবুকে দেখে সকলে খুব খুশি। সকলেই তাকে বেশ সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে বললেন। গাড়ীর চালকের খবর জানতে চাইলে সদানন্দবাবু জানালেন যে পুলিশ সন্দেহ কচ্ছে ইহা একটি পূর্ব পরিকল্পিত হত্যা করার চেষ্টা। তাদের অনুসন্ধান চলছে আর আদালতে মামলা চলছে। শুনে সদাশিববাবু বললেন। তপনকুমার আপনার মেয়েকে অপহরণ ও আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত বলে আমার মনে হয়। ওর কাছ থেকে দূরে এবং সতর্ক থাকবেন। ইহা সত্যিই খুব আক্ষেপের বিষয় যে তপন নিজে একজন এঞ্জিনীয়ার এবং ওরকম একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান শিল্পপতির পুত্র হয়েও এরকম দুশ্চরিত্র কিরূপে হলো। ভদ্রলোকের জীবন খুবই দুঃখের। স্ত্রী হারিয়ে ভদ্রলোক একমাত্র পুত্রের মুখ চেয়ে ছিলেন। পুত্র এঞ্জিনীয়ার হয়েছে দেখে তার কত আনন্দ। হঠাৎ ঝড় এসে মনের সব আনন্দকে নিরানন্দ করে দিয়ে গেল। ভদ্রলোক জীবনে আর সুখ পেলেন না। ছেলেকে অনেকে বুঝিয়েছেন, কিন্তু তাকে সৎপথে আনতে পারেন নি। এখন আবার কতগুলি পাত্রীর ফটো ও ঠিকানা

সংগ্রহ করে সেই অসহায় তরুণীদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর পরিণাম একদিন যে কি ভয়াবহ হতে পারে তাহা আমি কল্পনা করতেও শিহরিয়া উঠি। "আপনি এত সব খবর কোথায় পেলেন।" সদানন্দবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সদাশিববাবু বললেন যে ওর এক পরিচিত বন্ধু ওর সব খবর দিয়ে যায়। কথা শুনে 'সদানন্দবাবু বললেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়। জানিনা কপালে কি লেখা আছে।" বলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সদানন্দবাবু বাড়ী ফিরে গেলেন। তিনি লোপার নিরাপত্তা সম্বন্ধে খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। ধ্রুবর এখনও ফিরে আসতে প্রায় ছয় মাস বাকি। এর মধ্যে কত অঘটন ঘটে যেতে পারে। তিনি কি করবেন কিছুই স্থির করতে পাচ্ছিলেন না। বাড়ী ফিরে তিনি তার পুলিশ অফিসার সম্বন্ধীকে ফোন করে বাড়ীতে আসতে অনুরোধ করলেন। তারপর দিন তার সম্বন্ধী পুলিশ অফিসার সদানন্দবাবুর সহিত সাক্ষাত করতে এলে, তাদের নিরাপত্তা, বিশেষ করে লোপার নিরাপত্তা নিয়ে তার ভয় তাকে জানালেন। তিনি তাকে ইহাও বলিলেন যে এভাবে ভয় ও আতংক নিয়ে বাস করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। শুনে সম্বন্ধী রমেশবাবু তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি তাদের নির্ভয়ে থাকতে বললেন। লোপা এসে ছোটমামাকে প্রণাম করে তার পাশে বসলো। ছোটমামা লোপাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার পরীক্ষা কবে লোপা!" লোপা তার পরীক্ষার কথা ছোটমামাকে বলে মামার জন্য চা জলখাবার নিয়ে এল। মামা চলে গেলে লোপা সোনাদিকে ফোন করে পরীক্ষার পূর্বে একবাব মা মেনকাদেবীর সাথে দেখা করতে চায়। ইহা ঠিক করে তারপর দিন অবসর বুঝে সোনাদিকে ফোন করলো। উমা লোপাকে জানাল যে সে মাকে তার কাছে এনে রাখবে। লোপা বাবার অনুমতি নিয়ে তারপর দিন সোনাদির বাড়ী মাকে দেখতে গেল। মা মেনকাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে লোপা বাড়ী ফিরে এল। তারপর দিন গেল দিদিমার বাড়ী তার সাথে দেখা করতে। দিদিমা লোপাকে দেখে খুব খুশি। তারপর সুরুচিদেবী কেন আসে না, জানতে চাইলে লোপা বলল মার সময় হয় না। শুনে দিদিমা দুঃখ করে বললেন, "সব জায়গায় যেতে পারে, আর আমার কাছে আসতে ওর সময় হয় না।" তারপর লোপাকে গান করতে বললে লোপা মধুর কণ্ঠে দুখানি গান গেয়ে দিদিমার প্রাণ জুড়িয়ে দিল। "ভগবানের কৃপায় তোমার বাবা ভাল হয়েছেন। এখন যেন সাবধানে চলাফেরা করে। তুইও খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করবি দিদিভাই। চারিদিকে শত্রু সজাগ। সাবধান দিদিভাই। ওদের কোন বাড়ীর খবর রাখিস? ধ্রুব কবে ফিরবে দিদিভাই জানিস?" দিদিমার প্রশ্নের যতগুলি উত্তর তার জানা ছিল

সে তার সব উত্তর দিল। তারপর দিদিমার আশীর্বাদ নিয়ে আইমাকে সঙ্গে করে বাড়ী ফিরলো লোপা। তারপরদিন সুরুচিদেবী বেরোলে পর, লোপা উমাকে ফোন করলে উমা তাকে তার চিঠির কথা জানাল। তারপর দিন লোপা মা মেনকাদেবীকে ফোন করে তাকে তার পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা জানাল। মেনকাদেবী লোপাকে জানালেন যে ধ্রুব তার শেষ গবেষণা পত্র জমা দিয়েছে। দু মাসের মধ্যে বিচারকমণ্ডলির বিচার জানা যাবে বলে ধ্রুব আশা কচ্ছে। মেনকাদেবীর সাথে ফোনে কথা শেষ করে লোপা বাবাকে ফোন করে জানাল যে সে সোনাদির সাথে বেড়াতে যাবে। মা বাড়ী ফিরলে লোপা তাকে জানাল যে সে সোনাদির সাথে বেড়াতে যাবে। মা সুরুচিদেবী কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। তারপর খেয়ে দেয়ে লোপা বেরিয়ে পড়ল। দূরে থেকে সোনাদিকে দেখে দ্রুত পায়ে হেঁটে পেছন থেকে গিয়ে সোনাদির চোখ টিপে ধরল। হেসে লোপার হাত সরিয়ে উমা লোপাকে বলল, "মাসিমাকে বলে এসেছিস বোন?" "হ্যাঁ সোনাদি, ঠিক বেরোবার আগে।" তারপর তারা দুজনে একটি জনবহুল পার্কে গিয়ে বসল। উমা লোপার দিকে তাকিয়ে বলল, "চিঠিখানি আনতে ভুলে গেছি।" হাসতে হাসতে বলল উমা। উমার কথা শুনে লোপা বলল, "আমি মার কাছ থেকে সব খবর জেনে গেছি সোনাদি। আমার চিঠি না হলেও চলবে।" বলে লোপা এবং উমা দুজনে হেসে উঠল। তারপর লোপা সোনাদির গলা এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অপর হাত দিয়ে সোনাদির ব্লাউজের ভিতর থেকে চিঠিখানা বার করে আনল। চিঠিখানি কয়েকবার পড়ে লোপার মুখ বিষন্ন হয়ে গেল। লোপার বিষন্ন মুখ দেখে, উমা লোপাকে শান্তনা দিয়ে বলল, "দুঃখ করিসনে বোন। জীবন পথ বড় মসৃণ। হোঁচট খাওয়াই স্বাভাবিক, বাধা বিঘ্ন নিয়েই সর্বদা আমাদের চলতে হবে বোন। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে বোন।" ধ্রুব জানিয়েছে চারিদিক থেকে প্রচণ্ড চাপ আসছে ওখানে থাকার জন্য। চিন্তা কোরোনা কৃপাময়ের কৃপায় আমি সব বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে তোমার সাথে মিলিত হব। চিঠিখানি পড়ে এক মুহূর্তে তার মনের আনন্দ বাতাসে ভেসে গেল। দীর্ঘ আট বৎসর ধরে লোপা ধ্রুবর অপেক্ষায় ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা সব হাসি মুখে সহ্য করে আছে। এখন শেষ সময় উপস্থিত। এই সময় এরূপ নিদারুণ খবর শুনে লোপা কিরূপে ইহা বহন করে থাকবে। "দুঃখ করিসনে বোন! তোর পবিত্র প্রেমের আলোয় তোর অন্ধকারময় দুঃখের নিশি ভোর হবে। সাহসে বুক বেঁধে থাক বোন! তুই যে জয়ী হবি এ বিষয় আমার কোন সন্দেহ নাই।" বলে উমা লোপাকে শান্তনা দিতে থাকে। তারপর দুজনে বাড়ী ফিরলো। লোপা বাড়ী ফিরে

দেখে তপন বাবার সাথে কথা বলছে। তপনকে সদানন্দবাবুর অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করতে হয়েছিল। সদানন্দবাবু তপনকে বলছে, "দেখ আইন তার নিজের পথ ধরে চলবে। এ বিষয় আমার কিছুই করার নেই। তোমার বাবা যখন এসেছিলেন আমি তাকে বলে দিয়েছি, "মামলা বিচারাধীন থাকা কালে কোন মীমাংসা হয় না। আমি একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি না, তোমরা মিটমাট করার জন্য এত উৎসাহি কেন? গাড়ীর চালক যদি বিচারে দোষি সাব্যস্ত হয় তবে তার সাজা হবে, নচেৎ সে মুক্তি পাবে। চালক তোমাদের কর্মচারিও নয়। এ নিয়ে তোমাদের এত ব্যস্ত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। যদি কিছু বলার বা করার থাকে, তার উদ্যোগ আসবে কেবল রতনলাজীর কাছ থেকে।" সদানন্দবাবুর যুক্তি শুনে তপন বলছে, "সে কথা ঠিক। কিন্তু আপনাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা দেখে সে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই বিষয়টি আপনার গোচরে আনলাম।" "মামলাটি হলো সরকারের সহিত এবং ইহা একটি ক্রিমিনাল কেস।" বলে সদানন্দবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তপনও ঘর থেকে বেরিয়ে সুরুচি-দেবীর ঘরে গেল। সুরুচিদেবীর সাথে কিছু সময় কথা বলে তপন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ওখান থেকে বেরিয়ে সে সোমার ইস্কুলের পথে দাঁড়িয়ে রইল। সোমাকে আসতে দেখে তপন তাকে সম্বোধন করে বলল, "নমস্কার সোমাদেবী কেমন আছেন।" তপনের মুখে এরূপ রহস্যপূর্ণ সম্বোধন শুনে সোমা কোন উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তপন ওর পাশে এসে বলল, "যদি দয়া করে এক মিনিট আমার কথা শোনেন, তবে আমি ধন্য হবো। কাল আমাদের কারখানার সুবর্ণজয়ন্তী। যদি আপনি দয়া করে যান তবে খুব খুশি হবো।" শুনে সোমা মনে মনে বলে, ওদের কারখানার সুবর্ণজয়ন্তী, আর আমি সেখানে গিয়ে তার শোভা বর্ধন করে ওকে খুশী করবো। লম্পট কোথাকার। তারপর তপনকে বলল, "ধন্যবাদ আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।" বলে দ্রুত পায়ে ওখান থেকে চলে গেল সোমা। বিফল হয়ে অগত্যা তপন বাড়ী ফিরে গেল। তপন খুব হতাশ মনে বাড়ী ফিরল, কারণ তার কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হলো না। সে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হলো দেখে যে সে সদানন্দবাবুর অনুমতি ছাড়া ও বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারবে না। সুরুচিদেবী তপনের কাছ থেকে ইহা শুনে তাকে বুলে দিয়েছে যে নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশের আদেশে সদানন্দবাবু এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তপন একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সন্তান হয়েও সে ইহাতে কোনরূপ অপমান বোধ ক'রলো না। রমেনবাবু পুত্রের দিন দিন এরূপ অবনতি দেখে তিনি আর তাকে কোনরূপ উপদেশ দেন না। তিনি

নিয়তির উপর নির্ভর করে সব কিছুর সম্মুখিন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ফটো ফেরত পাঠাবার জন্য পাত্রীদের পিতার কাছ থেকে চিঠি আসছে দেখে একদিন তিনি তপনকে ডেকে ফটোগুলি ফেরত পাঠাতে বললো। তপন তাকে বলল যে প্রায় সব ফটোই ফেরত পাঠান হয়েছে। যে কখানা পাঠান বাকি, সেগুলো সে শীঘ্রই ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে তার পরিকল্পনামত কয়েকজন পাত্রীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সহিত কয়েকদিন নিবিড়ভাবে মেলামেশা করে তাদের কাউকে পছন্দ করতে পারল না। লোপার পর কেবল সোমাকেই তার পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু সোমা তাকে আর বিশ্বাস করে না। কারণ তপন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। লোভ ও অহংকারে তপন মোহাচ্ছন্ন। তাকে কি কখনও পাপ কাজ থেকে বিরত করা যায়! কোন ধর্ম্মোপদেশ কি দুর্য্যোধনকে তার পাপ চিন্তা ও কাজ থেকে বিরত করতে পেরেছিল! তাই তার পরিণাম হয়েছিল বড়ই মর্মান্তিক, কুরুকুল নির্ম্মূল। তপন কি সেই পথের যাত্রী?

এদিকে শেষ থিসিস্ জমা দিয়ে ধ্রুব একদিন লিজার সাথে পার্কে বেড়াতে গেল, বহুদিন পর ওদের দুজনকে একত্র বেড়াতে দেখে সাংবাদিক ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল। অনেকদিন পর আপনাদের একত্রে দেখে ভারি খুশি হলাম ম্যাডাম্। আপনার দেশে ফেরার দিন প্রায় এগিয়ে এল স্যার! না এখানেই থেকে যাবেন।" সাংবাদিকের অবান্তর প্রশ্ন শুনে ধ্রুব বলল, আমি ত এখানে থাকতে আসিনি, "ধ্রুবর উত্তর শুনে সাংবাদিক বলল, "না স্যার তা নয়। তবে সকলেই এখানে থাকতে আগ্রহী এবং থেকে যায়। তাই একবার জানতে চাইলাম যে এখানে থেকে যাবেন নাকি। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক।" ধ্রুব সাংবাদিকের কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে সে লিজাকে নিয়ে বেড়াতে গেল। সাংবাদিক বাড়ী ফিরে চিঠি দিয়ে তপনকে জানাল, "অনেকদিন পর ধ্রুবকে লিজার সাথে বেড়াতে দেখলাম। পারিপার্শিক অবস্থার চাপে পড়ে কেবল ধ্রুব তার এখানে না থাকার সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করতে পারে। 'নচেৎ সে এখানে না থাকার সিদ্ধান্তে অবিচল। চিঠি পেয়ে তপনের মনে আশা নিরাশার মেঘ আরও ঘনিভূত হ'লো। সে এখনও আশা করে, 'ধ্রুব দেশ ফিরে না এলে, লোপাকে লাভ করতে তার আর কোন বাধা থাকবে না। শূন্যে রাজপ্রাসাদ ও উদ্যান নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে তপন।' তপন ভুলে যায় যে কেবল তাকে নিয়েই বিশ্বপিতার জগৎ নয়, তিনি কেবল তার আশা আকাংখা পূর্ণ করতে ব্যস্ত। তাঁর জগতে তারই মত অসংখ্য সন্তানের কামনা বাসনা পূরণ করতে হয়।

সাংবাদিক পুনরায় ধ্রুবর সাথে মিলিত হলেন যখন লিজার সাথে ধ্রুব

পার্কের দিকে বেড়াতে যাচ্ছিল। নমস্কার জানিয়ে সাংবাদিক ধ্রুবর কাছে জানতে চাইল, কবে তাদের ফলাফল জানা যাবে। ধ্রুব বলল, "এখন সব পরীক্ষাপত্র পরীক্ষকদের পরীক্ষাধীন আছে।" বলে ধ্রুব চলে যাচ্ছিল দেখে সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করলো, "স্যার এরপর কোথায় যাবেন?" "কিছুই ঠিক করিনি" ধ্রুবর উত্তর শুনে সাংবাদিক পুনরায় প্রশ্ন করলো, আপনি, কি কোন বেসরকারি বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগদানে আগ্রহী, না নিজেই কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন? সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনে চুপ করে থেকে ধ্রুব দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আপনাকে জানিয়েছি, যে আমি এখনও কিছু ঠিক করিনি," ধ্রুবর মনোভাব বুঝে সাংবাদিক তাকে আর কোন প্রশ্ন করলো না। তারপর দিন লিজাকে একা দেখে সাংবাদিক লিজার কাছে জানতে চাইল, ধ্রুব এখানে থাকবে কি না। সাংবাদিকের এরূপ প্রশ্ন শুনে লিজা সাংবাদিককে বলল, দেখুন থাকা না থাকা সম্পূর্ণ ধ্রুবর ব্যাপার। সুতরাং এ প্রশ্ন আপনি তাকে করুন।" লিজার কথা শুনে সাংবাদিক বলল, 'না আপনি ওর ঘনিষ্ঠ সহকর্মি ও বন্ধু। আপনি তার মনোভাব ভাল জানতে পারেন মনে করে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম। ত্রুটি মার্জনা করবেন।" "হ্যাঁ ধ্রুব আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মি ও বন্ধু বটে, তবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্পূর্ণ ওর ব্যাক্তিগত ব্যাপার। তবে যদি ধ্রুব পি এইচ্ ডি করতে পারে, তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওর নিকট এখানে থাকার প্রস্তাব করবে, তবে থাকা না থাকা সম্পূর্ণ ওর ব্যাপার।" কথা শুনে সাংবাদিক পুনরায় প্রশ্ন করল, যদি কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তবে কি তাকে ডক্টরেট্ থেকে বঞ্চিত করা হবে।" সাংবাদিকের এরূপ অনধিকার প্রশ্ন শুনে হাসতে হাসতে লিজা জানাল, ইহার সাথে ডক্টরেটের কোন সম্পর্ক নাই।" লিজার উত্তর শুনে হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল সাংবাদিক। অবসর পেলেই সাংবাদিক গবেষণা কেন্দ্রের হল ঘরে এসে ধ্রুব সম্বন্ধে খবর জানার আগ্রহে বসে থাকতো। তার একজন পরিচিত বন্ধু ঐ গবেষণা কেন্দ্রের কর্মচারি। তার কাছ থেকে সাংবাদিক কেন্দ্রর খবর সংগ্রহ করে থাকতো। একদিন সাংবাদিক তার বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করলো। ভদ্রলোক তাকে জানালেন যে ধ্রুব কি করবে, তার জানা নেই। তবে লিজার সাথে ধ্রুবর ঘনিষ্ঠতা আছে। ধ্রুবর সহকর্মিরা সকলেই অনুমান কচ্ছে, যে ডক্টরেট্ করে ধ্রুব ওকে বিয়ে করে এখানেই থেকে যাবে। তারা ধ্রুবকে এরকম প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তার কাছ থেকে হ্যাঁ বা না কোন জবাব পায় নি। তাই সকলে অনুমান কচ্ছে, ধ্রুব হয়তএকদিন এ প্রস্তাবে রাজী হবে। এরূপ অনুমানকে বিকৃত করে সে তপনকে জানিয়ে দিল, যে শেষ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে ধ্রুব তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মি ও বন্ধু লিজাকে বিয়া করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি

হ'য়েছে। সাংবাদিক তার দৈনিক পত্রিকাতে এই খবর প্রকাশ করার জন্য সংবাদ সম্পাদকের নিকট পাঠাল। তারপর দিন দৈনিক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশিত হ'লো, "ধ্রুবজ্যোতি তার সহকর্মি ও বন্ধু এলিজাবেথকে বিয়ে করে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিকের পদ গ্রহণ করে ওখানে থাকতে রাজী হ'য়েছে, ধ্রুব বিদ্বেষী সকলেই এরূপ মিথ্যা খবর পড়ে খুব খুশি হ'লো। বিশেষতঃ সুরুচিদেবী খুশি মনে এসে সদানন্দবাবুকে বললেন, 'দেখলে ধ্রুব-জ্যোতি শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করলো।" সদানন্দবাবু সুরুচি-দেবীর কথার কোন জবাব না দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মা মেনকাদেবী অবিচলিত চিত্তে প্রিয়নাথবাবুকে ধ্রুবর নিকট টেলিফোন বুক করতে বললেন। সদানন্দবাবু গৌতমকে ফোন করে তাকে পত্রিকা অফিস গিয়ে সংবাদ সম্পাদকের সাথে দেখা করে তাকে সব ঘটনা জানিয়ে খবরটির সত্যতা যাচাই করে আনতে অনুরোধ জানালেন। সম্পাদক তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তিনি নিশ্চয় ইহার সত্যতা যাচাই করে আনবেন। কাল বিলম্ব না করে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জরুরী তারবার্ত্তা সাংবাদিকের নিকট পাঠিয়ে খবরের সত্যতা স্বীকার করতে বলল। এদিকে প্রিয়নাথবাবু ধ্রুবর নিকট ফোন কল বুক করলো। আধঘণ্টা পর ধ্রুব ফোন ধরে বলল, 'মা কেমন আছ। সকলে ভাল আছ ত?' ধ্রুবর গলা শুনে মা মেনকাদেবী বললেন, "হ্যাঁ বাবা, আমরা সকলে ভাল আছি, বলেই তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের উল্লেখ করলে ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি। আমার এরকম কোন খবর জানা নেই মা, তুমি ওসব অপপ্রচার নিয়ে চিন্তা কোরো না। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যেই ফল প্রকাশিত হবে। বাবাকে ডেকে দেও।

তারপর বাবার সাথে কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল। মেনকাদেবীর মন থেকে পাষাণ নেমে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ সদানন্দবাবুকে ফোন করেন। সদান্দবাবু বাড়ী না থাকায় লোপা এসে ফোন ধরল। মা আমি লোপা মা। লোপার কথা শুনে মেনকা দেবী বললেন, দেখ ধ্রুব সম্বন্ধে যে খবর বেরিয়েছিল তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, মা লোপা তোমার বাবা মা আছেন। বাবা নেই মা আছেন। ডেকে দিচ্ছি। ধর মা। বলে লোপা মাকে ডেকে আনলো। মেনকাদেবী সুরুচিদেবীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, দিদি সকালে পত্রিকায় ধ্রুবর সম্বন্ধে যে খবর বেরিয়েছিল তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিছু সময় আগে ধ্রুবর সাথে আমি টেলিফোনে কথা বললাম। একটু লোপাকে টেলিফোনটা দিন না। লোপা, ধ্রুব আমাকে ফোনে বলল যে খুব শীঘ্রই তাদের ফল প্রকাশ হবে। তোমার বাবাকে সব জানিও। লোপা বলল, এইত বাবা এসে গেছেন। কথা বল মা। "কে দিদি। কি খবর? মেনকাদেবীর কথা শুনে সদানন্দবাবুর বুক

থেকে ভয়ানক বোঝা নেমে গেল। পূর্বদিনের প্রকাশিত খবব যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা স্বীকার করে এবং তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ পরদিন একটি খবর প্রকাশ করলেন। আর সংবাদ সম্পাদক মহাশয় এরূপ অমার্জনীয় অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সম্পাদক মহাশয় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে প্রিয়নাথবাবু এবং সদানন্দবাবুর নিকট একখানি চিঠি দিলেন। সে দিনের পর থেকে সাংবাদিকের সহিত ধ্রুবর আর সাক্ষাত হয় নি। ধ্রুব সম্বন্ধে পত্রিকায় প্রকাশিত খবর মিথ্যা এবং সে যে দেশে ফিরবে, এ কথা শুনে তপন ও ধনেশবাবু খুবই চিন্তিত হ'লো। ধনেশের সহিত তপন মাঝে মাঝে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে ভবিষ্যত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতো, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারে নি। ধ্রুব ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। এদিকে লোপা মার কাজ থেকে ধ্রুব সম্বন্ধে প্রকাশিত খবর মিথ্যা জেনে আনন্দে সে মাকে সোনাদির বাড়ী যেতে বলল। লোপা সেখানে গিয়ে তার সাথে দেখা করবে। মেনকাদেবী উমার বাড়ী গিয়ে লোপাকে দেখে খুব খুশি। লোপা মাকে প্রণাম করলো। উমা বলছিল মাকে, সোনাভাইকে সমাজে হেয় করার এ ছিল এক অভিনব পরিকল্পনা। সম্পাদক মহাশয় শেষ পর্যন্ত এরূপ দুর্ভাগ্যজনক মিথ্যা খবর প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।" উমার কথা শুনে মা মেনকাদেবী বললেন।" আমার কাছ থেকে এই খবর শুনে সকলেই অবাক হয়েছিল। যাক ঠাকুরের কৃপায় সব ভাল ভাবে মিটে গেছে ধ্রুব জানিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে তাদের ফল প্রকাশিত হবে। ঠাকুর জানেন কি অদৃষ্টে আছে। তিনি সকলকে সাবধান করে বললেন, যদি অপ্রিয় খবর হয় তাতে যেন কেউ ভেঙ্গে না পড়ে। যাহা হবে তাহাকেই সত্য এবং মঙ্গলজনক বলে গ্রহণ করবে।" তারপর সকলকে নিয়ে মেনকাদেবী মায়ের মন্দিরে গিয়ে মাকে দর্শন ও পূজা দিয়ে লোপাকে বাড়ী পৌছে দিলেন। তারপর মাকে নিয়ে উমা বাড়ী গেল। কয়েকদিন পর ধ্রুবর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব শিক্ষার্থী। ডক্টরেট করতে পেরেছে তাদের নাম ঘোষণা করা হ'লো। প্রকাশিত তালিকায় ধ্রবর নাম উচ্চ স্থানে দেখে ধ্রুব খুশি হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলো। তার এত দিনের সাধনা পূর্ণ হ'লো। সে চেয়ার ম্যানের সাথে দেখা করে তার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ীতে খবর দেওয়ার জন্য ফোন কল বুক ক'রলো। লিজার নাম না দেখে ধ্রুব মনে খুব আঘাত পেল। যে সমস্ত শিক্ষার্থী ডক্টরেট করে প্রতিষ্ঠানে গবেষণার পদ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তাদের নাম এই তালিকার সাথে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় একঘণ্টা পর ধ্রুবর মার সাথে ফোনে যোগাযোগ স্থাপিত হ'লো। ধ্রুবর অনবদ্য সাফল্যের খবর শুনে

আনন্দে হতবাক হয়ে গেলেন। ধ্রুব বেতার টেলিগ্রাম করে খবর পাঠিয়েছে, সে কথাও ধ্রুব মাকে জানিয়ে দিল। মা মেনকাদেবী তারপর উমার সহিত টেলিফোনে কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল। উমা প্রথমেই ফোন করলো লোপাকে। লোপাকে ফোন করে বলল, "একটি মিষ্টি খবর আছে। সোনাভাই ডকটরেট পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে। এই মাত্র টেলিফোন করে জানাল। আনন্দে লোপার মুখ থেকে কথা বেরোল না। সোনাদি তুমি যে কি মিষ্টি, তা আমি মুখে বলতে পারবো না। মাকে একটু ফোন দাও সোনাদি।" মেনকাদেবী টেলিফোন করে বললেন, খবর শুনেছ? সব বাধা-বিঘ্ন পার হ'য়ে ধ্রুব পর্বত-শীর্ষে আরোহণ করল। এখন আমি সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আছি, কবে তোমাকে ঘরে তুলবো, তা না হওয়া পর্যন্ত কোন আনন্দই আমার কাছে আনন্দ নয়। সবই করুণাময়ের করুণা, বলে ফোন ছেড়ে দিলেন মেনকাদেবী। তারপর দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ডক্টরেট প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে ধ্রুব তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলল।" মাননীয় চেয়ারম্যান, অধ্যাপক বৃন্দ, আমার সহকর্মী ও বন্ধুগণ। আমাকে ডক্টরেট ক'রে সম্মানিত করার জন্য এই মহান প্রতিষ্ঠানকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি এই সম্মানের উপযুক্ত কিনা জানিনা। তবে এরূপ একটি মহান প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-লাভের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। যাহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যে আমি আজ এই সম্মান পেয়েছি. সেই শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান, অধ্যাপক মহাশয়গণ ও আমার সহকর্ম্মিদের আমি জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। আপনাদের দেওয়া এই সম্মান আমি আমার ভবিষ্যত জীবনে যাতে ইহার সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে পারি আপনাদের নিকট আমি সেই আশীর্বাদ কামনা করি। আপনাদের স্নেহ, ভালবাসা ও আশীর্বাদ আমার ভবিষ্যত জীবনের পাথেয় হয়ে থাকুন, ইহাই আমার কামনা। আধুনিক বিজ্ঞান চর্চায় আমাদের দেশ পিছিয়ে আছে। এই মহান দেশের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে আমার মহান দেশের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। আজ আমি যদি অর্থের লোভে আমার দেশকে ত্যাগ করে এখানে থেকে যেতাম, আপনারা আমাকে যে স্নেহ ও প্রীতির চোখে সর্বদা দেখে এসেছেন, আপনারা কি সেই চোখে আমাকে দেখতেন? আর তা কি আমার পক্ষে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হতো না? আপনারা মহানুভব, জ্ঞানী ও সুবিচারক। আমি যদি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে কারোর মনে কোন কারণে আঘাত দিয়ে থাকি, তারা আমাকে দয়া করে ক্ষমা করুন। আপনাদের উদারতা ও মহানুভবতার জন্য আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। আপনাদের সকলকে পুনরায় আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম। নমস্কার।" ধ্রুবর

মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনে সকলে তুমুল করতালি দিয়ে ধ্রুবকে সম্বর্ধনা করলো। চেয়ারম্যান ও কর্তৃপক্ষ তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, যে ধ্রুবের যখনই প্রয়োজন দেখা দিবে, এই প্রতিষ্ঠান তাকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করতে কোন ত্রুটি করবে না। তারপর ধ্রুব সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছাত্রাবাসে ফিরে এল। এসেই মাকে, সোনাদি, ছোড়দি ও লোপাকে চিঠি লিখে বিস্তারিত জানিয়ে দিল। ধ্রুবের এরূপ অসামান্য সাফল্যের খবর শুনে সকলেই আনন্দিত হলেন। সুরুচিদেবী শুনে কোন মন্তব্য করলেন না। লোপা মা'র মানসিক অবস্থা বুঝে সেও কোন আনন্দ প্রকাশ করলো না। মা মেনকাদেবী লোপাকে যখন খবর ফোনে বলল, মা'র কথা শুনে আনন্দে লোপার চোখ থেকে অবিরল ধারায় জল নেমে আসছিল। কোন কথা বলার ক্ষমতা তাহার ছিল না। কোন রকমে লোপা মাকে জানাল যে সে মা মেনকা-দেবীকে শীঘ্রই দেখতে যাবে। সদানন্দবাবু লোপাকে বলছিলেন, ধ্রুবই প্রথম ভারতীয় যে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এরূপ সম্মান পেল। শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অনলস শ্রম দ্বারা এরূপ কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হোলো। নিরহঙ্কার, অমায়িক, ধীর, স্থির, শান্ত ও সদা অমায়িক এ রকম ছেলে জগতে দুর্লভ। যেমন পিতা-মাতা তেমনি তার ছেলে মেয়ে। ধ্রুব দৈব সম্পদের অধিকারি হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। যেখানে যাবে, সেখানেই জয় আর উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দীপ্তিমান থাকবে। এ বিষয় আমার কোন সন্দেহ নাই। মায়ের কৃপায় তোদের দুহাত নির্বিঘ্নে একত্র করতে পারলেই আমার শান্তি। যখন তাদের কথা হচ্ছিল, গৌতম এমন সময় টেলিফোন করলো, "আমরা সকলে এখানে মিলিত হতে চাই। আপনারা যদি দয়া করে আমাদের সাথে যোগ দেন তবে খুব খুশি হবো। উত্তরে সদানন্দবাবু গৌতমকে বলল, আমার এখন যেতে অসুবিধা আছে। আমি পরে দিদির সাথে দেখা করবো। তুমি বরং এসে লোপাকে নিয়ে যাও। যদি ওর মা'র যাওয়া সম্ভব হয় তবে সেও যাবে। বেশ, তাই আসছি, বলে ফোন ছেড়ে দিল গৌতম। বাবার কথা শুনে লোপা মাকে যাওয়ার কথা বললে, তিনি যাবে না বলে লোপাকে জানিয়ে দিল। "আমি যাব মা," বলে লোপা মা'র মুখের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সুরুচিদেবী বললেন, 'যা', বলে চুপ করে রইলেন। ইতিমধ্যে গৌতম গাড়ী নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। গাড়ীতে ছিল উমা ও কমলা। লোপা প্রস্তুত হয়েই ছিল। গৌতম আসা মাত্রই বাবা ও মাকে বলে, অশোককে রেখে গৌতমের সাথে চলে গেল। গাড়ীতে সোনাদি ও ছোড়দিকে দেখে আনন্দে ওদের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সোনাদি ওর মুখ তুলে দেখে, লোপার চোখ দিয়ে জল নেমে আসছে। "এমন দিনে চোখের জল ফেলতে নেই বোন।"

বলে লোপার চোখের জল মুছিয়ে দিলে লোপা বলছে, সোনাদি এত আনন্দ ও সুখ কি আমার সহ্য হবে! "আমি যে চিরদুঃখিনী সোনাদি।" দেখতে দেখতে গাড়ী উমাদের বাড়ীতে এসে থামলো। গাড়ী থেকে নেমে লোপা তার চোখের জলে মা'র পা দুখানি ধুইয়ে দিয়ে প্রণাম করলো। আর মেনকাদেবী সস্নেহে তুলে বুকের কাছে নিয়ে বললেন, "আজ কাঁদতে নেই মা। আজ যে আমাদের আনন্দের দিন। আমরা সকলেই এই দিনটির জন্য কি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম। ঠাকুরের কৃপায় আমরা সকলে আজ আনন্দিত। এদিন আর চোখের জল ফেলিস না মা। আমি তোর মা। আমি তোকে আশীর্বাদ কচ্ছি, তুইও তোর সব বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে তোর প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবি।" 'মা' বলে লোপা মা মেনকাদেবীকে প্রণাম করলো। তারপর কথাবার্ত্তা ও আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে লোপাকে তার বাড়ী পেঁছে দিয়ে, গৌতম কমলা ও মেনকাদেবীকে নিয়ে বাড়ী চলে গেল। লোপা যাওয়ার কিছু সময় পর তপন সদানন্দবাবুর অনুমতি নিয়ে তার সাথে দেখা করতে এল। তপন তাকে পুনরায় দুর্ঘটনার মামলাটি একটি মীমাংসা করার অনুরোধ করলে, সে তার অক্ষমতার কথা পরিস্কার করে তপনকে বুঝিয়ে দিল। সুরুচিদেবী এই সময় ঘরে প্রবেশ করে সদানন্দবাবুকে বললেন, "যদি তোমার পক্ষে কিছু করণীয় থাকে, তবে তোমার অবশ্যই করা উচিৎ।" কথা শুনে সদানন্দবাবু তাকে বললেন, এ হোলো আইন-শৃঙ্খলার মামলা। যদি কিছু করার থাকে তবে কেবল পুলিশ্ বিভাগই করতে পারে। আমাদের কারোর কিছু করার নেই. বলে সদানন্দবাবু উঠে গেলেন। ইতিমধ্যে দারোয়ান এসে স্মরণ করিয়ে দিল যে রাত দশটা বেজে গেছে। তপন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ী চলে গেল। তপন চলে গেলে পর সদানন্দবাবু ভাবছেন কেস মিটমাট করার জন্য তপন এত ব্যাগ্র কেন? তবে কি রতনলাল ওকে কাজে লাগাচ্ছে। ওদের জানা উচিত যে ইহা বাইরে থেকে মিটিয়ে নেওয়া যায় না। আসামির শাস্তি পেতেই হবে। সে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না। সে খুবই দুঃখ অনুভব কচ্ছে যে তপনকে এখন তার অনুমতি নিয়ে এ বাড়ীতে আসতে হয়। সে নিরুপায়। ইহা পুলিশের আদেশ। তাকে নিরাপত্তার কারণে ইহা পালন করতেই হবে। তিনি তার ক্ষণিকের দুর্বলতা কাটিয়ে মনকে শক্ত করলেন। তারপর নানা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপর দিন সকালের দৈনিকে ধ্রুবর এরূপ অনবদ্য সাফল্যের কথা প্রকাশিত হোলো। ধ্রুব ব্যতিত এর পূর্বে কোন ভারতীয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এরূপ সম্মান লাভ করে নি বলে প্রতিটি কাগজ তাকে অভিনন্দন জানাল। খবর জেনে প্রবীর গুরুজীকে নিয়ে মেনকাদেবীর সহিত সাক্ষাত

করতে এলেন। এল পাড়ার প্রতিবেশীরা, ক্লাবের সভ্যরা। এলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। সকলে জানাতে এলেন তাদের স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন। ধ্রুবর দীর্ঘজীবন ও জীবনে উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে চলে গেলেন। তপন সকালে কাগজের খবর দেখে হিংসায় তার মন জ্বলে যাচ্ছিল। পিতা রমেনবাবু ধ্রুবের এরূপ সাফল্যের কথা দেখে খুব খুশি হলেন। তপনকে ডেকে খবরটি দেখালে তপনও খুব খুশি হয়েছে বলে পিতা রমেনবাবুকে জানাল। কিন্তু ভেতরে ক্রোধে তার বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। সে তাড়াতাড়ি কারখানায় চলে গেল। তপন কারখানা থেকে বেরিয়ে রতনলাল ও ধনেশের সাথে মিলিত হ'লো। একটি জরুরী সভা ডাকা হলো। সভায় সকলকে আমন্ত্রণ জানান হলো। কি উদ্দেশ্য বা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, সে সব কিছুই উল্লেখ করলো না। কেবল প্রচার করলো যে শ্রমিক সংগঠন খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইহাকে কিরূপে সক্রিয় করা যায় কেবল সে বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হবে। নির্দিষ্ট দিনে সভা অনুষ্ঠিত হলো। সদানন্দ সংস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্য সভায় যোগ দিয়েছিল। তারা প্রতিবাদ করে বলল, যে ওখানে কোন আইনের প্রশাসন নেই। দক্ষ প্রধান কর্মাধিকারিকে অন্যায়ভাবে ছাটাই করা হয়েছে। সেখানে শ্রমিক নেতাদের উপর অবিচার, জুলুম ও হয়রানি চলছে। অবিলম্বে ইহার প্রতি-বিধান করতে হবে। যদি শ্রমিকদের দাবি অগ্রাহ্য করা হয় তবে তারা ধর্মঘটের ডাক দিতে দ্বিধা করবে না। সভায় কোন লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হোলো না। তবে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শ্রমিক নেতা পরে গোপনে ধনেশ ও রতনলালের সহিত মিলিত হোলো। তাদের আলোচ্য সূচির মধ্যে প্রধান ছিল, কি উপায়ে সদানন্দ উদ্যোগের অর্থনৈতিক ক্ষতি করে সংস্থাটি দুর্বল করা যায়। আর কি উপায়ে ধ্রুবকে সদানন্দ সংস্থা থেকে দূরে রাখা যায়। উদ্দেশ্যহীন সভায় উদ্দেশ্যহীন আলোচনা হয়ে সভা শেষ হলো। তপন গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিল, কিন্তু সে কোন মন্তব্য করলো না। অবশেষে সে সভাকক্ষ ছেড়ে বাড়ী চলে গেল। তপনের মনে শান্তি ছিল না। সে নিজেই তার মনের শান্তিকে হত্যা করেছে। সাংবাদিকের রচিত চিঠি তার মনে যে আশা জাগিয়েছিল, ক্ষণিকের মধ্যে শরৎকালের মেঘের মত তাহা আকাশে মিলে গেল। এখন তার একমাত্র ভরসা রতনলালজী। সেই কেবল পারে তার পথের কাঁটা ধ্রুবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। এরূপ ধারণা করে সে একদিন রতনলালজীর শরণাপন্ন হলো। তপন তাকে জানাল তার প্রতি সদানন্দবাবুর অবিচার এবং তার কন্যা লোপামুদ্রার সহিত ধ্রুবর সম্বন্ধের কথা। রতনলাল তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, সে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টায় ত্রুটি করবে না। তপনকে এরূপ

আশ্বাস দিয়ে রতনলাল তপনের কাছ থেকে সদানন্দ সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস জেনে নিল। কিন্তু তার পরিকল্পনা বা কর্মপন্থা যে কি হবে, তাহা সে তপনকে জানাল না। ধ্রুবর দেশে ফেরার তারিখ তপনের জানা ছিল না। সুতরাং তপন ধ্রুবর ফেরার তারিখ বলতে পারল না। রতনলালের আশ্বাস বাণী শুনে তপনের মনে আবার আশার সঞ্চার হোলো। রতনলাল সদানন্দ-বাবুর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে তপনকে উপদেশ দিল। আর প্রতিষ্ঠা দিবসের একমাস পূর্বে তাকে খবর দিতে বলিল। অমানবিক হিংস্র কাজ করাই রতনলালের পেশা। এ জাতীয় মানুষ কোন হিংস্র কাজ করতে দ্বিধা করে না, তাহা যতই নির্মম ও নির্দয় হোক না কেন। রতনলালের এরূপ মনোবৃত্তির জন্য সকলে তাকে ভয় করে চলত। সে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গোপনে তার অনুগামী কয়েকজন দুর্বৃত্তকে পোষণ করতো। দস্যু রত্নাকর যেরূপ জীবিকা নির্বাহের জন্য নরহত্যা করা তার পবিত্র ধর্ম বলে মনে করেছিল, সেরূপ আধুনিক যুগে এই সব দুর্বৃত্তরা কোন অপরাধমূলক কাজ করতে দ্বিধা করতো না। এরা পূর্বে ছিল, এখনও আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। কেবল রূপের পরিবর্তন হবে। এই সব প্রকৃতির মানুষ অহিতকর কাজকে তাদের ধর্ম্ম বলে মনে করে থাকে। একজনার নিকট যাহা ধর্ম্ম আর একজনার নিকট তাহা অধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সঠিক বিচার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। একারণ আধুনিক সভ্য সমাজ অমানবিক কাজকে অধর্মের মাপকাঠি বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

ধ্রুবর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ধ্রুবকে জানাল, যে তার একাউন্টে প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে। ইচ্ছা করলে সে তার মা বাবাকে এনে একমাস বেড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান তাকে একটি বাংলো এক মাসের জন্য ছেড়ে দেবে। ধ্রুবকে এখনও দুমাস এখানে একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক কাজ করতে হবে। প্রস্তাবটি শুনে ধ্রুব ঠিক করলো, শেষের এক মাস সে সকলকে এখানে এনে রেখে দেশে ফেরার সময় সকলে একসাথে ফিরবে। এইরূপ স্থির করে সে তাদের প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করলো এবং তার মনোবাসনা জানিয়ে মা, সোনাদি ও ছোড়দির নিকট জরুরী চিঠি দিল। আর একখানা চিঠি দিল সদানন্দবাবুর নিকট তাদের বেড়াতে আসার অনুরোধ জানিয়ে। কে কে আসবে, তা জানিয়ে মাকে জরুরী চিঠি লিখতে বলল। চিঠি পেয়ে মা প্রিয়নাথবাবু, গৌতম, শঙ্কর, উমা ও কমলার সাথে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিল, যে লোপাকে এখানে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। কেবল যদি লোপা তাদের সঙ্গে যায় তবেই তারা যাবে। এ উদ্দেশ্যে মেনকাদেবী সদানন্দ-

বাবুর সাথে আলাপ করার অভিপ্রায়ে তার অফিসে ফোন করে তার সাথে দেখা করার প্রার্থনা জানালে, সদানন্দবাবু মেনকাদেবীর সাথে অফিস করে দেখা করতে যাবেন বলে তাকে জানালেন। ওদিকে সদানন্দবাবুও ধ্রুবর চিঠি পেয়ে সুরুচিদেবীর অভিপ্রায় জানতে চাইলে তিনি যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। অশোকের যাওয়ার কথা উঠলে সুরুচিদেবী কোন আপত্তি তুললেন না। তবে এক মাস পরেই অশোকের বাৎসরিক পরীক্ষা। এসেই তাকে পরীক্ষায় বসতে হবে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সদানন্দবাবুর ইচ্ছায় অশোকের যাওয়া স্থির হলো। লোপার অভিমত জানতে চাওয়া হলে, সে পরিস্কার জানিয়ে দিল যে সে বাবাকে রেখে যেতে রাজি নয়। কিন্তু কারখানায় নানারকম আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সদানন্দবাবুর যাওয়া সম্ভব নয়। সদানন্দবাবু লোপার এরূপ সিদ্ধান্ত শুনে খুব খুশী হলেন বটে কিন্তু লোপাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, যে একদিন তাকে ছেড়ে যেতে হবে। সুতরাং ইহা বিবেচনা করে লোপার যুক্তি অসার। তার ইচ্ছা, লোপা অশোককে নিয়ে গেলেই তিনি খুব খুশী হবেন। অবশেষে লোপা বাবার কথায় রাজী হ'লো। অফিস থেকে সদানন্দবাবু মেনকাদেবীর সাথে দেখা করতে গেলেন। সদানন্দবাবুকে ধ্রুবর চিঠির কথা জানিয়ে মেনকাদেবী তাদের সকলের যাওয়ার অনুরোধ করলেন। অনুরোধ শুনে সদানন্দবাবু মেনকা-দেবীকে জানালেন যে সে ধ্রুবর কাছ থেকেও এ সম্বন্ধে একখানা চিঠি পেয়েছেন। যেতে পারলে তিনি খুবই খুশি হতেন। কিন্তু তার কারখানায় শ্রমিক আন্দোলনের কারণ তার যাওয়া এখন সম্ভব নয়, এ কারণ সুরুচিদেবীও যাবেন না। তবে লোপা এবং অশোকের তাদের সাথে যেতে কোন বাধা নেই। সদানন্দবাবুর কথা শুনে মেনকাদেবীর দুশ্চিন্তা দূর হোল। সদানন্দবাবু বাড়ী ফিরে তাদের সিদ্ধান্ত সুরুচিদেবী এবং লোপাকে জানিয়ে ধ্রুবর কাছে একখানা চিঠি দিল। আর লোপা ধ্রুবর কাছে চিঠি দিল। মেনকাদেবী সব জানিয়ে ধ্রুবকে জরুরী চিঠি দিল। তারপর দিন লোপা বাবাকে বলল, আমি না থাকলে তোমার খুব কষ্ট হবে বাবা। তারপর দিন বাবা অফিসে গেলে এবং মা বেরিয়ে গেলে পর মনের আনন্দে লোপা তার সোনাদিকে ফোন করে বেড়াতে যাওয়ার কথা জানাল। উমা শংকরকে তাদের বেড়াতে যাওয়ার কথা না জানিয়ে লোপাকে নিয়ে গংগার তীরে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। বেড়াতে যাবে, তাই দুজনার মধ্যে খুব আনন্দ, মধুর হাসি আর ঠাট্টার মিষ্টি আলাপ। তোর যাওয়া না হলে, সকলের যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যেত বোন। তোকে এখানে রেখে আমরা যেতাম না, বলে উমা ধ্রুবর চিঠি বার করে দিল। চিঠিখানা পড়ে লোপা মনের কোন আবেগ বা আনন্দ প্রকাশ করলো

না। সোনাদি লোপাকে জিজ্ঞেস করে, তুই কি আমাদের সাথে যেতে খুশী নও বোন। সোনাদির কথা শুনে লোপা বলছে, না সোনাদি, তা নয়। আমার খুব ভয় কচ্ছে বাবাকে এভাবে একা রেখে যেতে। লোপার কথা শুনে উমা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, কোন ভয় নাই বোন। যার ধন তিনিই রক্ষা করবেন। তার দেওয়া দান সব সময় হাসি মুখে গ্রহণ করবি। অযথা মনকে কষ্ট দেওয়া উচিৎ নয় বোন। একবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাস দেখি বোন। অনেকদিন তোর মিষ্টি মুখের হাসি দেখি নি। বলে লোপার মুখখানি নিজের হাতে নিল উমা। লোপা মধুর হাসি হেসে মুখ সরিয়ে নিল। তারপর হাসতে হাসতে উমা জিজ্ঞেস করল, তোর সোনাভাইকে দেখতে ইচ্ছা করে না. ইচ্ছা করে না যেতে তার কাছে। সে তোকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রিব হয়ে আছে। এত দিনের দীর্ঘ সাধনা তার সফল হলো। উমার কথা শুনে লোপা বলে উঠে, আমি কি ওর উপযুক্ত হবো সোনাদি? আমি কি ওকে সুখী করতে পারবো, সোনাদি! শুনে সোনাদি লোপাকে সস্নেহে বলল, সতীর জন্ম হয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেবের জন্যে, সাবিত্রীর জন্ম হয়েছিল সত্যবানের জন্য আর তোর জন্ম হয়েছে আমার সোনা ভাইয়ের জন্য। কে নির্ণয় করবে কে কার উপযুক্ত বোন? তোমার এবং আমার সোনাভাইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। একজন আর একজনের পরিপূরক। সুতরাং উপযুক্ত অনুপযুক্তের প্রশ্ন আসে না বোন। একজন ছাড়া আর একজনার জীবন শূণ্য ও অসার বোন। এভাবে বিচার করলে তোমার মনের দ্বন্দ্ব ও সংশয় দূর হবে বোন। আজ তুমি মা পেয়েও মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা, আবার কেউ পিতৃহীনা হয়ে দুঃখ করে থাকে। এ পৃথিবীতে কেহই সুখী নয় লোপা। ইহাকে সত্য বলে স্বীকার করলেই তোমার মনের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে বোন। উমার এরূপ কথা শুনে লোপার মনের অন্ধকার দূর হলো! দুজনে কথা বলছে, এমন সময় একজন কিশোর বাদাম নিয়ে এল, "দিদিমনি বাদাম নেবেন" বলে ওদের সম্মুখে দাঁড়াল। ছেলেটির কাছ থেকে বাদাম কিনলে পর ছেলেটি হঠাৎ ওদের সম্বোধন করে বিনয়ের সহিত লোপা ও উমাকে, 'ওকে একটি চাকুরী দেওয়ার জানাল। সে জানাল যে সে অনেকের নিকট একটি চাকুরী দেওয়ার আবেদন করেছিল, কিন্তু সে কোন আশা-ব্যঞ্জক উত্তর পায় নি। সে জানাল, বাড়ীতে তার মা, বাবা ও একটি ছোট বোন আছে। বাবার যৎসামান্য আয় দিয়ে তাদের চলে না। তাই ওকে চিনাবাদাম বিক্রয় করে সংসারে সাহায্য করতে হচ্ছে। ছেলেটির কথা শুনে লোপা সোনাদির সাথে পরামর্শ করে ছেলেটি কতদূর পড়াশুনা করেছে লোপা জানতে চাইল। সে লোপার কথা শুনে জানাল যে সে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে, অর্থাভাবে পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ওর সব

খবর জেনে লোপা ওকে চাকুরী দেওয়ার কথা বলল। লোপা ওকে জানাল যে বর্তমানে সে তার বাবার শরীর রক্ষক হিসাবে কাজ করবে। পরে তার কাজ-কর্ম সন্তোষজনক হলে তাকে তাদের কারখানার কাজ শেখান হবে। ছেলেটি আনন্দে অভিভূত হয়ে লোপার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। লোপা তাকে তার বাবার অনুমতি নিয়ে পরদিন দশটার সময় তাদের বাড়ী যেতে বলল। লোপা বাড়ী ফিরে রাতে বাবাকে জানাল যে তার জন্য সে একজন দেহরক্ষী নিযুক্ত করার অভিপ্রায় একটি ছেলেকে আসতে বলেছে। সে আরও জানাল, বাবা যদি তার প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করেন, তবে তার পক্ষে বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হবে না। অগত্যা সদানন্দবাবু তার কন্যা লোপার প্রস্তাবে রাজী হোলেন। অবশ্য তিনিও একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তারপর দিন ছেলেটি ঠিক সময় এসে হাজির হোলো। ছেলেটিকে দেখে সদানন্দবাবুর খুব পছন্দ হলো। লোপা তাকে তার সব কাজ ভাল করে বুঝিয়ে দিল। ছেলেটিও খুব সন্তুষ্ট চিত্তে কাজে যোগ দিল। ওকে কাজে লাগিয়ে লোপা খুব খুশি এবং নিশ্চিন্ত হলো। সদানন্দবাবু ছেলেটিকে নিয়ে অফিসে চলে গেলেন। মা বেরিয়ে গেলে লোপা মেনকাদেবীকে ফোন করলো ? মা আমি কথা বলছি মা। তুমি কেমন আছ ? আমি ভাল আছি। আমি সদানন্দবাবুর অনুমতি নিয়ে তোমার এবং অশোকের টিকেট করার কথা জানিয়ে ধ্রুবকে চিঠি দিয়েছি। তুমি খুশি ত লোপা। হ্যাঁ, মা আমি খুব খুশি। তুমি খুশি ত মা ! লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, হ্যাঁ, আমি ঠাকুরের আশীর্বাদে খুব খুশি। মা আমি বাবার জন্য একজন দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছি। ছেলেটির নাম সঞ্জু। খুব ভাল ছেলে। আমি এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত মা। কয়েকদিন পর তোমাকে দেখতে যাব, বলে লোপা ফোন ছেড়ে দিল। মেনকাদেবীর প্রস্তাব শুনে লোপার নিরাপত্তার কথা ভেবে সদানন্দবাবু আনন্দের সহিত সম্মতি জানিয়েছিলেন। সদানন্দবাবু সঞ্জয়কে নিয়ে সর্বত্র যাতায়াত করে থাকত। একদিন সঞ্জয় দিদিমনিকে জিজ্ঞেস করলো, তাকে কত টাকা মাইনে দেওয়া হবে। শুনে লোপা বলল, কারখানার একজন শ্রমিক যে বেতন পায়, সে-ও সেই বেতন পাবে। শুনে সঞ্জয় খুব খুশি হলো। রাতে খেয়ে দেয়ে বাড়ী চলে যায়, আবার তারপর দিন সকালে এসে কাজে যোগ দেয়। সঞ্জয়কে পেয়ে সদানন্দবাবুর একজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর অভাব মিটলো। ছুটির দিন লোপা বাবার সাথে কথা বলছে এমন সময় বড় মামা এসে উপস্থিত হলেন। লোপা মামাকে প্রণাম করে বসে রইল। লোপার যাওয়ার কথা শুনে তিনি অভিমত প্রকাশ করে বললেন, বিয়ের পূর্বে এভাবে যাওয়া কি রীতি বিরুদ্ধ নয় ? অনিমেশবাবুর কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন, লোপা যদি আজ অন্য

কোন পার্টির সাথে বেড়াতে যেত, তাহা কি রীতি বিরুদ্ধ হ'তো দাদা ? তাহা না হ'লে এটা রীতি বিরুদ্ধ কেন হবে দাদা ? তার উপর যার সাথে যাচ্ছে তিনি একজন সাধ্বী মহীয়সী রমণী। তার কাছে লোপা তার মেয়ে অপেক্ষাও বেশী নিরাপদ। লোপার সম্মান তার কাছে যত নিরাপদ, তার অধিক নিরাপদ কোথাও নাই। এই সব চিন্তা করে সানন্দে আমি তার প্রস্তাবে আমার সম্মতি জানিয়েছি দাদা।" "যাক্ তুমি যখন নিশ্চিন্ত, আমিও খুশি সদানন্দ! বল্লেন অনিমেশ বাবু। ইতিমধ্যে লোপা হাসতে হাসতে মামার জন্য চা নিয়া এল। "শুনেছ, ধ্রুবর অসাধারণ কৃতিত্ব। তারপর ধ্রুব কি তোমার সংস্থায় যোগ দেবে, না কোন সরকারি উদ্যোগে যাবে ?" শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "তা আমি ঠিক এখন বলতে পারি না। ধ্রুব আমাদের সকলকে যেতে লিখেছিল। প্রায় ছ মাস পর অফিসে গেলাম, এছাড়া কতগুলি জরুরী কাজও আছে। তাই এখন আমি গেলাম না। যদিও এখন আমার একজন অতি বিশ্বাসি ও অস্থাভাজন কর্মকর্ত্তা আছে, তার উপর রেখে যেতে পারতাম। "বাবার কথা শুনে লোপা বলে উঠলো, 'তবে চলনা বাবা। তুমি গেলে সকলে খুব খুশি হবে এবং আমিও নিশ্চিত্ত থাকবো। লোপার কথা শুনে সদানন্দবাবু জানালেন, এ ছাড়া কয়েকটি নতুন উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এ কারণ এখন যেতে পারলাম না। যাও তোমরা এখন ঘুরে এস। পরে সুযোগ পেলে একবার বেড়িয়ে এলেই চলবে। লোপাকে সম্বোধন করে বড় মামা লোপার পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশিত হবে জানতে চাইলেন।' 'আমি ঠিক জানিনা।' লোপার উত্তর শুনে বড় মামা পুনরায় জানতে চাইলেন, লোপা কি রকম ফল আশা কচ্ছে।" 'বেশী ভাল হবে না মামা'। লোপার উত্তর শুনে বড়মামা বললেন, তুমি অতবড় একজন বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী-হতে চলেছ। তার উপযুক্ত করে তোমাকে তৈরি হ'তে হবে। ওর সাথে তুমি মানিয়ে চলতে পারবে ত ? মামার কথা শুনে লোপা চুপ করে মনে মনে ভাবে। যার কাছে যাচ্ছি, সে এসব উপযুক্ত, অনুপযুক্তর অনেক উর্দ্ধে।' কজনার ভাগ্যে এরকম পাত্র জোটে' বললেন অনিমেশ বাবু। শ্যালকের কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন, ধ্রুবর মা ভয় করেন যে তার পুত্র লোপার উপযুক্ত হবে কি-না। লোপার সম্বন্ধে তার খুব উচ্চ ধরণা।" সদানন্দবাবুর কথা শুনে অনিমেশবাবু খুব খুশি হ'লেন এবং বললেন, 'বড় গুণ না থাকলে জীবনে বড় হওয়া যায় না। যারা একদিন মহিয়ান হবে, তারা সর্বদা সত্য এবং মহত্ত্বের পথ অনুসরণ করে থাকে। বড় চিরদিনই বড়। তার কাছে ছোট বড় নেই, সব সমান। তারা সকলকে বড় বলে মান্য করেন।" ইতিমধ্যে স্বরুচিদেবী এসে বসলে, তার সহিত কিছু সময় গল্প করে অনিমেশবাবু বাড়ী চলে গেলেন। এর কিছু সময় পর

দারোয়ান তপনের আসার কথা বললে, সুরুচিদেবী তাকে নিয়া আসতে বল্লেন। সদানন্দবাবুর অনুমতি পেয়ে দারোয়ান তপনকে বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিল। তপন বাড়ীতে প্রবেশ করেই লোপাকে দেখে প্রশ্ন করলো, শুনলাম আপনি আমেরিকা বেড়াতে যাচ্ছেন। তপনের কথা শুনে লোপা বলল, এখন কেবল প্রস্তাব স্তরে আছে। অশোকও যাবে নাকি ? তপনের প্রশ্ন শুনে লোপা বলল, 'হ্যাঁ বলে লোপা উঠে যাচ্ছে দেখে তপন বলল, 'যার কাছে যাচ্ছেন, সেই ধ্রুব শৈশবে আমার সহপাঠি ছিল। আমি তাকে বেশ ভাল ভাবে চিনি এবং জানি।" "শুনে খুব খুশি হ'লাম।" বলল লোপা। তপন বলতে থাকে সে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। তারা আমাদের মত সাধারণ লোক নয়। তাদের সাথে বাস করে জীবনে খুব কম লোকই সুখী হ'তে পারে, আপনিও সুখী হলে আমি খুব খুশী হবো। "আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মূল্যবান উপদেশ আমি সদা মনে রাখবো তপনবাবু।" বলে লোপা নিজের ঘরে চলে গেল আর তপন সদানন্দবাবুর ঘরে প্রবেশ করলো। রতনলালের নির্দেশ নিয়ে তপন এসেছে সদানন্দবাবুকে পুনরায় অনুরোধ করতে, যদি দুর্ঘটনার মামলাটি আপোষে মিটিয়ে ফেলা যায়। সদানন্দবাবু তপনকে বুঝিয়ে দিল যে আপোষ করা তখনই সম্ভব যখন আদালতের রায় বেরোবে। ইহার পূর্বে করা সম্ভব নয়। কোন সুবিধা হবে না বুঝে তপন বাড়ী ফিরে গিয়ে রতনলালকে ফোন করে সব জানিয়ে দিল। তারপর আর তপন সদানন্দবাবুকে মামলা মিটিয়ে ফেলার অনুরোধ করে নি।

চতুর্থ অধ্যায়

মার চিঠি পেয়ে ধ্রুব প্যান আমেরিকান এয়ার ওয়েজের ওয়েষ্টরাউণ্ড্ ফ্লাইটে কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্কের আট খানি টিকেট করে পাঠিয়ে দিল। গৌতম একদিন সময় করে প্যানয়্যাম এর অফিস থেকে টিকেটগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে এল। যাত্রা করার কয়েকদিন বাকি, যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। গৌতম ও শঙ্কর দশ দিনের ছুটি নিয়ে যাবে। ঠিক হয়েছে ওদের ফেরার সময় অশোককে সাথে নিয়া আসবে। ছুটির দিন সব এক জায়গায় বসে তাদের ভ্রমণ সূচী ঠিক করে ফেলল। তারপর দিন লোপা মার সাথে সাক্ষাত করার অভিপ্রায় সোনাদির বাড়ী গেল। কমলাও উপস্থিত হয়েছিল। মাকে দেখে লোপা খুব আনন্দিত। মাকে প্রণাম করে মার পাশে বসল। তারপর মা লোপাকে বলতে থাকেন, 'লোপা, ওখানে তোমাকে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে মা। আমি জানি, আমি আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছি মা। কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমাকে রেখে আমি গিয়ে একটুও শান্তি পেতাম না। এ কারণ আমি জেনে শুনে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার উপর আমার অগাধ

বিশ্বাস এবং আস্থা আছে। কোন সময় কোন কারণে তুমি উত্তেজিত হবে না, বা এমন কোন কাজ করবে না যাতে ধ্রুব উত্তেজিত হয়, তুমি তোমার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে ওকে সংযত রাখবে মা। ওর সাথে কখনও একা ভ্রমণ করবে না, সদা আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলা ফেরা করবে। এ তোমার কঠিন পরীক্ষা। আমি যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, কেবল তুমিই আমাকে এ বিপদ থেকে মুক্ত রাখতে পারবে মা। কোন সময় তুমি দুর্বল হবে না মা। তোমার বুদ্ধি, বিবেচনা ও সংযমের উপর আমার মান সম্ভ্রম নির্ভর করে মা।" মার কথা শুনে লোপা মাকে প্রণাম করে বলল, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর মা, আমি যেন এই কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারি।" তারপর মেনকাদেবী জানান, প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক ও ধ্রুবর সহকর্মীরা ওকে একখানা গাড়ী উপহার দেবে। আমাদের যাওয়ার পূর্বেই ধ্রুব আশা করে গাড়ীখানা পেয়ে যাবে, অতয়েব তোমাদের ওখানে বেড়ান টেড়ান কোন অসুবিধা হবে না। উমা, কমলা ও লোপা তোমরা তিনজনে ওখানে সদা সতর্ক থাকবে।' বলে মেনকাদেবী লোপার মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। তারপর লোপাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে শিবশংকর লোপাকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এল। বাড়ী ফিরে লোপা সকলকে মায়ের প্রসাদ দিল। রাতে রাধাগোবিন্দর ভজন ও বিভিন্ন গানের অনুশীলন করলো। লোপার মন আনন্দে পুলকিত। সে ধ্রুবর কাছ থেকে শুনেছে ওখানকার মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা। এবার সে ধ্রুবর সাথে সেই মনোরম প্রাকৃতিক শোভা দেখার এবং উপভোগ করার সুযোগ পাবে। এক অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতি তার সারা শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। সাথে সাথে মনে পড়ে মার করুণ আবেদন ও সতর্কবানি। তার ভয় হয়, সে কি সক্ষম হবে ধ্রুবকে দূরে সরিয়ে রাখতে ; ধ্রুবর চোখের আকুল আবেদনে সে কি সাড়া দেবে না। না কিছুতেই নয়। রাধামাধবের চরণে প্রণাম করে প্রার্থনা করলো তাকে অপার শক্তি দিতে। যাতে সে এই কঠিন অগ্নি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারে। তারপর দিন সঞ্জুকে নিয়ে লোপা দিদিমার সাথে দেখা করতে গেল। দিদিমা শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন, খুব সাবধানে থাকবে দিদিভাই, ওর কাছ থেকে দূরে থাকবি। ইহা কিন্তু তোর জীবনে এক কঠিন চরম পরীক্ষা দিদিভাই। সব সময় মেনকাদেবীর কাছে থাকবি। কোন বিষয় নিজে প্রলুব্ধ হবি না বা ওকে প্রলুব্ধ করবি না। দিদিমাকে প্রণাম করে তার আশীর্বাদ নিয়ে লোপা সঞ্জুর সাথে বাড়ী ফিরল। যাত্রার সব আয়োজন পূর্ণ। যাত্রার আগের দিন মেনকাদেবী ফোন করে ধ্রুবকে যাত্রার দিন জানিয়ে দিল। অশোক এবং লোপাকে নিয়ে সদানন্দবাবু এয়ারপোর্টে যথাসময় উপস্থিত হলেন। তাদের যাত্রা করিয়ে দিয়ে সঞ্জুকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। মেনকাদেবী

লোপাকে তার পাশে নিয়ে বসালেন, আজ লোপাকে দেখে মেনকাদেবী মুগ্ধ হয়ে গেলেন, এর পূর্বে তিনি লোপাকে এত সুন্দর দেখে নি। সস্নেহে মেনকাদেবী বললেন, 'আমি কি ভুল করলাম মা।" 'না মা তুমি কিছু ভুল করোনি মা। আমি তোমার মনের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো মা। তুমি কোন চিন্তা কোরো না। আমি তোমার মেয়ে, তোমার সম্মান বিঘ্নিত হোক এরূপ কাজ থেকে ঠাকুর যেন আমাকে বিরত রাখেন।" "তা-হ্যাঁ আমি জানি। তুমি সাধারণ মেয়ের অনেক উর্দ্ধে। কিন্তু দেখো, যেন ওর মনে ব্যথা দিও না। তোমার বুদ্ধি দিয়ে ওকে তুমি এড়িয়ে থাকবে মা। ওর কাছে থেকেও সব সময় নিজেকে দূরে রাখবে। ওকে বুঝিয়ে সংযত রাখবে। আমার কথা বলবে। তবু আমার ভয় কচ্ছে।" "তোমার কোন ভয় নেই মা। তোমার আশীর্বাদে এ পরীক্ষা আমি উত্তীর্ণ হবো মা।" লোপার কথা শুনে মা মেনকাদেবী বলেন, "আমার সাথে তোর থাকতে অসুবিধা হবে?" "তুমি যেখানে থাকবে, রাজপ্রাসাদ বা গাছতলা, তাহাই আমার নিকট স্বর্গ ও শান্তি। মা যেখানে থাকতে পারে, মেয়ে কি সেখানে থাকতে অসুবিধা মনে করে?" নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে প্লেন এসে এয়ার ফিল্ডে অবতরণ করলো। মা মেনকাদেবী, উমা, কমলা, লোপাকে নিয়ে প্লেন থেকে নেমে এল, তারপর শঙ্কর, গৌতম, প্রিয়নাথবাবু ও অশোক নেমে এল। বাইরে এসে দেখে ধ্রুব তাদের দেখে হাত নাড়ছে। সকলের প্রাণে আনন্দ ও তৃপ্তি। প্রাণ জুড়াল মেনকাদেবীর আর আনন্দে অভিভূত হ'লো লোপা। এয়ারপোর্টের সব নিয়মকানুন শেষ করে তারা সকলে বেড়িয়ে এলে পর ধ্রুব বাবা ও মাকে প্রণাম করে সকলকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো। তারপর ধ্রুব মাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা আসতে তোমাদের কোন কষ্ট হয়নি ত?" বলে লোপার দিকে একবার তাকাল।" না কোন কষ্ট হয়নি। তোর সব খবর ভাল ত!" হ্যাঁ মা সব ভাল," বলে ধ্রুব গৌতম ও শঙ্করকে নিয়ে লাগেজ আনতে চলে গেল। লোপা ও মা মেনকাদেবী ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে রইল। সব লাগেজ দেখে শুনে গাড়ীতে তুলে ধ্রুব গাড়ী ছেড়ে দিল, মা মেনকাদেবী উমা, কমলা, লোপাকে নিয়ে পেছনের সিটে বসে ছিল। আর গৌতম ও শঙ্কর ধ্রুবর পাশে বসেছিল। মাঝখনের সিটে কেবল প্রিয়নাথবাবু ও অশোক বসেছিল। যেতে যেতে ধ্রুব মাকে জিজ্ঞেস করলেন, মামাকে আসার কথা বলেছিলে? 'হ্যাঁ বলেছিলাম, মামা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্য আসতে পারল না। সুলতাকেও চিঠি দিয়েছিলাম জানাতে যদি যেতে চায়। সদানন্দবাবুকেও আসার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, অনেক জরুরী কাজ থাকার জন্য তিনি আসতে পারেননি। গাড়ী চলেছে দ্রুত গতিতে। চারিদিকের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক শোভা আর পরিস্কার পরিছন্ন রাস্তার

দুধারে ছবির মত সাজান বাড়ীঘর সকলে অভিভূত। এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় পঞ্চাশ কি. মি. দীর্ঘ পথের দুধারের মনোরম দৃশ্য দেখে সকলে বিমোহিত ও মুগ্ধ হয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পথ চলার পর ধ্রুবর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়ে গাড়ী গিয়ে বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়াল। বাংলোর একদিকে ছাত্রাবাস এবং অপর দিকে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহা বিদ্যালয়। বাংলো দেখে সকলে খুব খুশি। তিন-চার জন লোক এসে সব মালপত্র বাংলোর মধ্যে রেখে দিল। ওরা বাংলোয় এসে যখন পেঁছাল তখন ওখানকার সময় বিকেল চারটে। ধ্রুবর অনুরোধ মত বাংলোর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি ওদের জন্য চা জলখাবার আনিয়ে দিল। বাংলোতে টেলিফোন, টি. ভি প্রভৃতির কোন আধুনিক মনোরঞ্জক সরোঞ্জামের অভাব ছিল না। উমা, লোপা, ও কমলা তিনজনে মিলে সব ঘর গুছিয়ে ফেলল। ইতিমধ্যে ধ্রুব সদানন্দবাবুকে খবর দেওয়ার জন্য ফোন কল বুক করলো। লোপে ফোনে বাবার সাথে কথা বলে তাকে জানিয়ে দিল যে তারা এক ঘণ্টা আগে নিরাপদে এখানে এসে পেঁছেছে। সদানন্দবাবু জানালেন যে তারা ভাল আছে। তিনি আরও জানালেন যে তখন ওখানে রাত বারটা। পরে আবার ফোন ক'রবে বলে লোপা ফোন ছেড়ে দিল। ওদের আসার খবর পেয়ে শচিনবাবু তার স্ত্রীকে নিয়ে দেখা করতে এল। শচীনবাবু এবং তার স্ত্রী শুভ্রার সহিত ধ্রুব সকলের পরিচয় করিয়ে দিল, কেবল লোপাকে বাদ দিয়ে। মা মেনকাদেবীর কাছ থেকে লোপার পরিচয় জেনে শুভ্রা খুশি মনে হেসে উঠল," বা অপূর্ব, সুন্দর মানাবে আপনার ছেলের সাথে মাসী মা।" 'বলে শভ্রাদেবী' উমা, কমলা ও লোপাকে দেখিয়ে বললেন, যেন একটি গাছে তিনটি ফুল ফুটে আছে। উমা ও লোপা শুভ্রাদেবীর জন্য চা নিয়ে এল। চা খেতে খেতে শুভ্রা বলল, "তুমি এখন কি কর লোপা?" আমি এবার এম. এ. দিয়ে এসেছি।' বলল লোপা। আর তোমরা দুজন এম. এ. করেছ।" জানতে চাইলে উমা জানাল যে তারা এম. এ. করেছে। তারপর লোপাকে প্রশ্ন করলো, "বাবা-মাকে ছেড়ে তোমার মন খারাপ লাগবে না?" শুভ্রার কথা শুনে মা মেনকাদেবী জানালেন যে এই একটু আগে বাবার সাথে ফোনে কথা বলল, তার উপর ভাই অশোক আছে! কদিনের ব্যাপার। হেসে আনন্দ করে কাটিয়ে দেবে।" 'হ্যাঁ তা বটে।" বলে আর দেরী না করে শচীনবাবু তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে বাড়ী গেলেন। যাওয়ার পূর্বে বলে গেলেন, পরে একদিন এসে আলাপ করবে। ধ্রুব, গৌতম ও শংকর বাংলোর সম্মুখে সবুজ খোলা চত্বরে বসে কথা বলছিলো। ধ্রুবর মুখে গৌতমের অনবদ্য প্রশংসা শুনে গৌতম ধ্রুবকে বলছিল, রোগির চিকিৎসা করাই ডাক্তারের ধর্ম। চিকিৎসা করে রোগিকে সুস্থ করে তুলতে পারলে,

ডাক্তারও অন্যান্য সকলের মত খুশি হয়, এবং তার মনে আনন্দ করোর চাইতে কম হয়না। আমি আমার কর্ত্তব্য করে ওনাকে যে সুস্থ করতে পেরেছি ইহাতেই আমি আনন্দিত। "হ্যাঁ,, তবে একথা ঠিকই, আমি সেদিন ঐ দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকতাম তবে মর্মান্তিক কিছু ঘটে যেতে পারতো, ইতিমধ্যে লোপা চা নিয়ে এল। গৌতমের কথা শুনে হাসতে হাসতে লোপা গৌতমকে জিজ্ঞেস করলো।' কাকে গৌতম দা।" বলে ওদের পাশে বসল। ইতিমধ্যে আর সকলে এসে বসলো। মা মেনকাদেবী ধ্রুবকে সম্বোধন করে বললেন, রান্না করার সুবন্দোবস্ত আছে দেখে মেয়েরা সকলে মিলে রান্না করতে চায়। তুমি বাজার থেকে চৌকিদারকে বলে কিছু বাজার আনিয়ে দাও।" শুনে লোপা ও উমা বলে উঠল, "হ্যাঁ তাই কর। আমরা সকলে মিলে রান্না করবো।" ধ্রুব চৌকিদারকে দিয়ে বাজার আনিয়ে দিল। মা, ধ্রুবকে এখান থেকে খেয়ে অফিসে যেতে বললেন। তারপর লোপা মাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "মা তোমাকে গাড়ীর কথা যাহা বলেছিলাম, তা ওকে বলে দাও।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী ধ্রুবকে বলল, "গাড়ী এখানে রেখে তুমি, অফিসের গাড়ীতে গেলে, ওরা সকলে গাড়ী নিয়ে বেরোতে পারে, মার কথা শুনে ধ্রুব বলল, "বেশ তাই হবে।" ধ্রুব গৌতমের জন্য একটি হাসপাতালের কাজকর্ম পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সেই ব্যবস্থা মত গৌতম ওদের নিয়ে বেড়াতে সেই হাসপাতালে যেত। গৌতমের হাসপাতালে থেকে যেত। তারপর শঙ্কর গাড়ী নিয়ে বেড়াতে যেত। ফেরার সময় গৌতমকে নিয়ে বাসায় ফিরতো। ধ্রুবকে রাতে দশটার পূর্বেই ছাত্রাবাসে ফিরে যেতে হত। তাই লোপা ধ্রুবকে ডেকে মুচকি হেসে বলে, এবার তুমি খেতে বস। তারপর আমরা খাব। বলে লোপা ধ্রুবকে খেতে দিল। সকলে দেখছে আর হাসছে। খাওয়া শেষ হলে ধ্রুব চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে দেখে মা মেনকাদেবী ধ্রুবকে বললেন 'কাল সকালে এখানে এসে চা খাবে, ছোট খোকার মত 'আচ্ছা' বলে ধ্রুব চলে গেল। ওর পথের দিকে সকলে তাকিয়ে ছিল। রাতে খেয়ে দেয়ে সকলে শুয়ে পড়লে, মেনকাদেবী লোপাকে জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে তোমার লোপা।" মা তুমি যেখানে থাকবে সেখানই আমার নিকট স্বর্গ মা।" লোপার মিষ্টি মুখের উত্তর শুনে মেনকাদেবী চুপ করে থাকেন। খুব ভোরে ধ্রুব বাড়ী ফিরে এল। আনন্দে হাসতে হাসতে লোপা বলল, 'বাঃ, বেশ সকালেই এসেছ, বোসো চা নিয়ে আসছি, বলে চা আনতে গেল। ধ্রুব এক দৃষ্টে লোপার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, "একি আমার সেই এক বছর আগে দেখা লোপা। লোপা মানবী, না স্বর্গের কোন দেবী। এক বছর আগে দেখা লোপা আর আজকের দেখা লোপার মধ্যে কত পার্থক্য, তারপর লোপার বাবা প্রিয়নাথবাবু, গৌতম,

শঙ্করকে চা দিয়ে ধ্রুবর জন্য চা নিয়ে ধ্রুবর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'নাও চা বলে ধ্রুবর হাতে রেখেই দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ধ্রুব অপলক নেত্রে লোপার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধ্রুবকে দেখে লোপার মন আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু সে তার চঞ্চল মনকে শান্ত করে রাখে, মনে পড়ে মাকে দেওয়া তার অঙ্গিকার। তাকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে, সে যতই কঠিন হোক না কেন, ইহা মনে করে সে নিজেকে সংযত রাখে। তারপর চা হাতে করে 'ধ্রুব মার ঘরে এসে দেখে উমা লোপা ও কমলা মার সাথে কথা বলছে। ধ্রুব মাকে বলল, মা আজ তোমাদের নিয়ে ক্লাবে বেড়াতে যাব। আমি ঠিক পাঁচটার সময় এসে তোমাদের নিয়ে বেরোবো। সব প্রস্তুত হয়ে থাকবে। বলে ধ্রুব বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে চৌকিদার বাজার পাঠিয়ে দিল। মা মেনকাদেবীর তত্ত্বাবধানে তিনজনে মিলে সব রান্না শেষ করলো। যথা সময়ে দাদাকে একখানা চিঠি দিয়ে মেনকাদেবী তাদের নিরাপদে পৌঁছানর সংবাদ জানিয়ে দিলেন। ধ্রুব বাড়ী ফিরে খেয়ে অফিসের গাড়ীতে করে গবেষণাগারে চলে গেল। লোপা মেনকাদেবী ও আর সকলে তাকিয়ে থাকেন ধ্রুবর পথের দিকে। তারপর সকলে মিলে গাড়ীতে করে বেড়াতে বেরোলে, গৌতম একদিন পর পর হাসপাতাল পরিদর্শন করতে যেত। যেদিন হাসপাতালে ডিউটি না থাকতো, সেদিন সে ওদের সাথে বেড়াত যেত এবং ঐতিহাসিক স্থান গুলি দেখে ওদের সাথে বাড়ী ফিরত। ধ্রুব অফিস থেকে ফেরার পূর্বে সকলে বাড়ী ফিরে আসতো। ধ্রুব অফিস থেকে ফিরে চা জলখাবার খেয়ে সকলকে নিয়ে ক্লাবের দিকে রওনা হলো। সেদিন ক্লাবে একটি সিনেমা শো হবে। ক্লাবে যাওয়ার পথে ধ্রুব ওদের সকলকে নিয়ে ছাত্রাবাসের সামনে গাড়ী থামাল। তারপর ওদের নিয়ে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করলো। ধ্রুবর ঘরে প্রবেশ করে ঘরখানার চার দেয়ালে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মানচিত্র দ্বারা সুসজ্জিত দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। বিরাট ঘর, বড় বড় টেবিলের উপর গবেষণার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সাজান। টেবিলের এক ধারে মা এবং আর একদিকে বাবার ফটো। মাঝখানে মালা সুশোভিত গোবিন্দের ফটো। লোপা নিজের শাড়ির আচল দিয়ে যত্ন করে মুছে ফটো তিনখানি যথাস্থানে রেখে দিয়ে বিছানা ঠিক করতে গিয়ে প্রথমেই হাতে এল তার নিজের ফটো এবং ওর দেওয়া হার। সবলের অগোচর ফটো এবং হার যথাস্থানে রেখে দিয়ে ধ্রুবর দিকে তাকাল, মুখে ভাষা নেই কিন্তু চোখে চোখ মিলিয়ে দুজনার মধ্যে কথা বলা হলো। তারপর ধ্রুব সকলকে মানচিত্রগুলির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিল। তারপর ওদের নিয়ে গেল সুইমিং পুলের নিকট। এখানে ধ্রুব রোজ সাতার কাটত। তারপর নিয়ে গেল ব্যায়ামাগারে। শারিরীক ব্যায়াম ছাড়াও সে নিয়মিত ভারোত্তলন ও

মুষ্টিযুদ্ধ অনুশীলন ক'রতো। তারপর সকলকে নিয়ে ক্লাবের দিকে রওনা হলো। খুব চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে, রাস্তায় লোকের ভীড় নাই বললেই চলে, অতবড় চওড়া রাস্তার তুলনায় খুব কম লোক। রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ওখানকার রাস্তায় মানুষ অপেক্ষা গাড়ী বেশী চলে। অবশেষে তারা ক্লাবে পেঁছালো। সিনেমা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে সকলে সিনেমা হলে প্রবেশ করলো। যে সিনেমা শো হচ্ছিল, তাহা উমা, কমলা ও লোপার পূর্বেই দেখা হয়েছে। সুতরাং সিনেমা না দেখে ওরা কেবল হলের শোভাই নীরিক্ষণ কচ্ছিল আর মঝে মাঝে হাসির কথা বলছিল, 'অপূর্ব', না সোনাদি লোপার কথা শুনে উমা চুপ, আস্তে বল বলে উঠলো। হল দেখে যদি তোর নাচতে ইচ্ছা করে, তবে বল, নাচের ব্যবস্থা করে দি।" হাসতে হাসতে উমা বললে লোপা বলে উঠে, "ধ্যেৎ, তুমি নাচলে আমিও নাচতে পারবো সোনাদি, বলে চুপি চুপি হেসে উঠে। তারপর লোপা মাকে বলল, মা তুমি আমার সিটে বোসো, আমি একটু সোনাদির পাশে বসি। তারপর উমার পাশে বসে কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলল, তুমি বড় নিষ্ঠুর সোনাদি, কেন রে! জানতে চাইল উমা। তুমি শঙ্করদাকে একলা অতদূরে বসিয়ে তুমি এখানে বসে দিব্বি আনন্দ কচ্ছ।" যা তুই গিয়ে বোস। দেখ চুপ কর। শেষ পর্যন্ত আমাদের এখান থেকে তুলে দেবে।" বলে উমা লোপার মুখ চেপে ধরলো। দুজনার কাণ্ড দেখে মা মেনকাদেবীর প্রাণ জুড়িয়ে গেল। 'এখন তোর কেমন লাগছে বোন' উমার কথা শুনে লোপা বলল।' এমন সুখের দিন যে হবে, আমি তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি সোনাদি।" বলে লোপা জানতে চাইল তোমার কেমন লাগছে সোনাদি। তোকে নিয়ে এভাবে বেড়িয়ে আনন্দ করবো তা কোনদিন কল্পনাও করিনি বোন। একটা দিন আমার চিরদিন মনে থাকবে। সবই সেই করুণাময়ের করুণা বোন। তার আশীর্বাদে তোর মত অমূল্য সম্পদ পেয়েছি বোন" আবেগে লোপা সোনাদিকে 'সোনাদি' বলে জড়িয়ে ধরতে গেলে পাশ থেকে দর্শকরা বলে উঠল 'চুপ করুন" লোপা এবং উমা লজ্জায় চুপ করে রইল। প্রায় তিনঘণ্টা কাটিয়ে ধ্রুব ওদের দিয়ে বেরিয়ে এল, ওদের পিছনেই ছিল দক্ষিণ ভারতীয় একজন এঞ্জিনীয়ার শ্রীনিবাস। তার সাথে ধ্রুব সকলের পরিচয় করিয়ে দিল। ধ্রুব তাকে একদিন যাওয়ার অনুরোধ করলো, তারপর হল থেকে বেরিয়ে একটি রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলো। ধ্রুব এখানে সিনেমা দেখতে আসে কি না জানতে চাইলে ধ্রুব লোপাকে বলল, কদাচিৎ সিনেমা দেখতে সে এখানে আসে। সে কেবল ক্লাবটি দেখবার জন্যই তাদের এখানে নিয়া এসে ছিল। দেখ কত বড় এক বিরাট জমির উপর ক্লাবটি নির্মিত হয়েছে এবং অতি আধুনিক ভাবে ইহাকে সজ্জিত করা হয়েছে। তারপর চা,

কফি খেয়ে তারা বাড়ীর দিকে রওনা দিল। রাতে ধ্রুব অন্যত্র থাকবে মনে করে লোপার মন খুব খারাপ হতো কিন্তু সে কিছু প্রকাশ করলো না। যখন সে শুনলো, মা যেতে যেতে ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করলো যে ধ্রুব ছাত্রাবাসে না থেকে এখন বাংলোয় এসে থাকতে পারে কি না, তার মন আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু ছাত্রাবাস ছেড়ে বাইরে থাকার নিয়ম নেই মা, শুনে মা বললেন, তোমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা শেষ হয়েছে এখন আমাদের সাথে থাকলে তোমার আইন-গত বাধা থাকা উচিত নয়। তুমি একবার কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে দেখ। মার কথা শুনে ধ্রুব বলল, বেশ আমি কালকের চেয়ার ম্যানের সাথে এ বিষয় আলাপ করবো মা। তারপর দিন ধ্রুব চেয়ার ম্যানের সাথে দেখা করে তার নিকট বাংলোতে থাকার অনুমতি চাইলে চেয়ারম্যান বিনা বাক্যব্যায়ে তাকে বাংলোতে থাকার অনুমতি দিলেন। ধ্রুবের উপস্থিতিতে ছাত্রাবাস আধিকারীকে চেয়ারম্যান ধ্রুবের ছাত্রাবসে ছাড়ার কথা জানিয়ে তাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দ্দেশ দিলেন। বাড়ী না গিয়ে ওখান থেকে ফোন করে মাকে খবর জানিয়ে অফিসে চলে গেল। শুনে সবলে খুব খুশি। খুশি হ'লো লোপা। মা লোপাকে ডেকে বলল, যে বিকেলে শ্রীনিবাসের আসার কথা। অতয়েব তোমাদের বোধহয় বিকেলে বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং তোমরা এখন বেড়িয়ে আস। সকলে হাসি আর আনন্দ করে বেড়াতে গেল বাড়ীতে ছিলেন প্রিয়নাথবাবু আর মেনকাদেবী। ধ্রুব রাতে বাড়ী শোবে। অশোক ধ্রুবের সাথে শোবে। এ কথা শুনে ভুলে গেল লোপা তার অতীত দিনের জ্বালা, যন্ত্রণা, এক স্বগীর্য় আনন্দে তার মন প্রাণ ভরে গেল। কিন্তু ভুলিল না সে তার মাকে দেওয়া প্রতিজ্ঞার কথা।

বসন্তর আগমণে প্রকৃতি যেমন হয়ে ওঠে সুন্দর ও প্রাণচঞ্চল, লোপার মনে প্রাণে লাগলো সেরূপ দোল। তার মন হলো চঞ্চল। তার রূপ লাবণ্য দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতো। মেনকাদেবী লোপার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও মনের চঞ্চলতা দেখে ভয়ে বলতেন, "আমি কি ভুল করেছি!" প্রিয়নাথবাবুকে তার মনের দুর্বলতা জানালে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন তুমি অযথা চিন্তিত হচ্ছ। তুমি কোন ভুল করোনি। অকারণে ভয় পাচ্ছ মেনকা। তুমি শান্ত হয়ে তোমার কাজ কর। লোপাকে নিয়ে তোমার কোন শংকা নেই। "এমন সময় লোপা এসে মধুর স্বরে মাকে বলল, না" মা শ্রীনিবাসবাবু চলে যাওয়ার পর আমরা বেড়াতে যাব। কি বলো মা। যত রাত হয় হোক। ও ত আর রাতে ছাত্রাবাসে ফিরে যাবে না।" শুনে মেনকা-দেবী চুপ করে আছেন দেখে মেনকাদেবীকে লোপা পুনরায় বলল, "চুপ করে আছ কেন মা।" লোপার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "মা লোপা,

তোকে এনে কি আমি কোন ভুল করেছি।" আমার খুব ভয় হচ্ছে মা। মার কথা শুনে লোপা বলে, বেশ আমার জন্য তোমার যদি ভয় হয়, তবে আমাকে গৌতমদার সাথে বাড়ী পাঠিয়ে দেও মা।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী লোপাকে বুকের কাছে নিয়ে বললেন, "রাগ করেছিস মা, আমি যে তোকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারি না, তুই সে কথা জানিস মা। তুই যে আমার সারা মন প্রাণ জুড়ে আছিস। "মেনকাদেবীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে লোপা বলল," তোমার কোন ভয় নেই মা। কোন সময় কোন কারনে আমার মনে দুর্বলতা দেখা দিলেও, তোমার চরণ স্মরণ করে আমি আমার মনের দুর্বলতাকে জয় করবো মা। তুমি শান্ত হও মা। বলে জড়িয়ে ধরলো মেনকাদেবীকে। আনন্দে মেনকাদেবীর মন থেকে সব সংশয় ও ভয় দূর হোলো। তারপর লোপাকে বললেন, "কেবল তুই আমাকে এই আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবি মা।" প্রভুই জানেন কবে তোকে আমি বরণ করে ঘরে তুলবো।" লোপা ছোট মেয়ের মত মার কোলে মুখ লুকিয়ে মার মধুর কথা শুনছিল। তারপর খেয়ে দেয়ে মেনকাদেবী লোপাকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। একপাশে উমা ও কমলা আর এক পাশে লোপা। ধ্রুব অফিস থেকে ফিরে এলে মা মেনকাদেবী ধ্রুবকে ছাত্রাবাস থেকে সব জিনিষপত্র নিয়া আসতে বললেন, "হ্যাঁ মা, ছাত্রাবাস থেকে সব মালপত্র নিয়া আসতে আমরা এখনই যাচ্ছি। আজ আমার খুব ভাল লাগছে মা। কতদিন পর আজ তোমার কাছে থাকবো মা।" বলে ধ্রুব ওদের নিয়ে ছাত্রা-বাসে গেল। এদিকে লোপা গিয়েই প্রথমে তার ফটো এবং হার নিজের কাছে রেখে দিয়ে সব বিছানা গুছিয়ে ফেলল। লোপা এবং উমা শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা আর গোবিন্দের ফটো গুছিয়ে রাখল। সকলে মিলে সব মালপত্র গাড়ীতে রেখে উমা কমলা চলে গেল দেখে লোপাও ধ্রুবকে আসছি বলে ওদের সাথে চলে গেল। ফটো এবং হার তার ব্লাউজের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত মনে লোপা সোনাদি ও ছোড়দির সাথে বেরিয়ে চারদিক ঘুরে দেখছিল। তখন ছাত্রাবাসের অন্যান্য ছাত্ররা ওদের দিকে কৌতুহল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তারপর ধ্রুব ওদের নিয়ে বাংলো দিকে চলল। কিছুদূর গিয়ে ধ্রুবর মনে পড়লো লোপার হার এবং ফটোর কথা। বাড়ী ঘোরাবার কারণের কথা কাউকে কিছু না বলে গাড়ী পুনরায় ছাত্রাবাসের দিকে ঘোরাল। লোপা ঠিক বুঝতে পেরেছে গাড়ী ঘোরাবার কারণ, সে সোনাদিকে একটি চিমটি কাটল, এবং সোনাদি ও ছোড়দিকে কথা জানাল। ছাত্রাবাস থেকে গম্ভীর মুখে ধ্রুবকে ফিরে আসতে দেখে সকলে হাসছিল। ওদের হাসি দেখে ধ্রুব লোপাকে জিজ্ঞেস করলো, সে হার ও ফটো পেয়েছে কি না। ওরা সকলে হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। "একথা তুমি গাড়ী ঘোরাবার আগে জিজ্ঞেস করলে পারতে" লোপা

ধ্রুবকে বললে। তাই নাকি বলে ধ্রুব গাড়ী বাংলো অভিমুখে চালাল। লোপা তার ফটো ও হার বার করে সোনাদি ও ছোড়দিকে দেখাল। ওদের না আসতে দেখে মা মেনকাদেবী অস্থির চিত্তে পায়চারি কচ্ছিলেন। গাড়ী বাংলোয় ঢুকতে দেখে তিনি শান্ত হলেন। ঘরে ঢুকেই লোপা বলে উঠলো, "মা তোমার জন্য একটি জিনিষ এনেছি" বলেই হার বার করে মাকে দেখাল। "বা! খুব চমৎকার হয়েছে। রেখে দেও তোমার কাছে। যেদিন বলবো সেদিন বার করে পরবে," "না মা এখন তুমি রেখে দেও। তুমি যেদিন মনে করবে, সেদিন পাঠিয়ে দিও।" বলে লোপা মাকে দিয়া দিল। কেবল ফটো তার কাছে রেখে দিল, তারপর লোপা দেরী হওয়ার কারণ মাকে বলতে থাকে," দেখ মা, আমি প্রথম ঘরে ঢুকেই হার বার করে রেখে দিয়েছিলাম। ওকে কিছু বলিনি। ফেরার সময় কিছুদূরে গাড়ী নিয়ে এসে পুনরায় গাড়ী ছাত্রাবাসে নিয়া গেল। হার খুজে না পেয়ে মুখ কাল করে ছাত্রাবাস থেকে ফিরে আসছিল দেখে সোনাদি হাসতে হাসতে বলল, যে হার আমার কাছে আছে। তারপর বাংলোয় ফিরলাম। এ কারণ আমাদের বাড়ী ফিরতে দেরী হয়েছিল। তুমি খুব চিন্তা করছিলে মা। লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, "তুই সবই বুঝিস মা।" আর আমি কোনদিন তোমাকে রেখে কোথাও যাব না মা, বলে লোপা সকলকে চা দিয়ে বাইরে গিয়ে বসল। এমন সময় গেটের সামনে বড় একখানি গাড়ী এসে থামল। চারজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেবে ধ্রুবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, এখানে কি ধ্রুবজ্যোতি থাকেন? "হ্যাঁ থাকে, আসুন ভিতরে এসে বসুন।" আমরা তার সাথে জরুরী প্রয়োজনে দেখা করতে এসেছি। তাদের কথা শুনে ধ্রুব বলল, "আমি ধ্রুব জ্যোতি, বলুন কি চাই আপনাদের।" ধ্রুবর কথা শুনে সকলে তাকে নমস্কার জানিয়ে বসল। তারপর ধ্রুব তাদের আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তারা বলতে থাকে, "আমরা লাল শিল্পোদ্যোগের পরিচালকমণ্ডলির চারজন সদস্য। তারপর ধ্রুবর সহিত সকলের পরিচয় করিয়ে দিল। আমরা একটি প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। শুনেছি আপনি দুমাস পরে দেশে ফিরে যাবেন। ফিরে গিয়ে যদি আপনি আমাদের উদ্যোগে যোগ দেন তবে আমরা আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবো।" সদস্যদের প্রস্তাব শুনে ধ্রুব তাদের বলল, "হ্যাঁ, আমি দুমাস পরে দেশে ফিরে যাব। আমার জীবনের উদ্দেশ্য হলো দেশের সেবা করা। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বিবেচনা করে আমি সরকার কর্তৃক গৃহীত গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির রূপায়ন ত্বরান্বিত করিতে সরকারের সহিত একযোগে কাজ করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। সুতরাং আপনাদের মত এরূপ বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আমি কোন সাহায্য করতে

পারবো বলে আমার মনে হয় না।" ইতিমধ্যে মা মেনকাদেবী, উমা, কমলা ও ও লোপাকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিলেন। চা খেয়ে যেতে উদ্যত হলে, একজন সদস্য বলে উঠলেন, আপনার এরূপ পরিকল্পনার কথা অন্য কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে জানিয়েছেন কি ? এই অবাঞ্ছিত প্রশ্নের জবাবে ধ্রুব ওদের জানাল যে তার এখনও প্রয়োজন হয় নি।" ইতিমধ্যে গৌতম ও শঙ্কর এসে তাদের পাশে বসলো। মুহূর্তের মধ্যে একখানি গাড়ী এসে গেটের কাছে থামাল। সাদা পোষাক পরিহিত দুজন ভদ্রলোক নেবে ধ্রুবর সাথে আলাপ করতে আসেন। এরা ধ্রুবকে বলল যে তারা পুলিশ বিভাগের কর্মচারি। শিল্প প্রতিনিধিদের পরিচয় জেনে নিলেন। ওদের দেখে লাল শিল্পোদ্যোগের সদস্যরা ধ্রুবর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারপর পুলিশের লোকরাও চলে গেলেন।

সদানন্দবাবুর সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করে লোপাকে ও অশোককে সদানন্দবাবুর সাথে কথা বলতে বলল, "বাবা আমি এবং অশোক ভাল আছি। তুমি কেমন আছ বাবা। সব সময় সঞ্জুকে কাছে কাছে রাখবে। কয়েকদিন পরে গৌতমদা ও শঙ্করদা বাড়ী ফিরবে। তখন তাদের সাথে অশোকও চলে যাবে, যাতে ও পরীক্ষা দিতে পারে। তুমি আমাদের জন্য কোন চিন্তা করোনা। অশোকের সাথে কথা বল। বলে লোপা ফোন অশোকের হাতে দিল। বাবা আমি খুব ভাল আছি। জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগছে। আমি কয়েকদিন পর শঙ্করদা ও গৌতমদার সাথে বাড়ী ফিরবো। "বলে ফোন ছেড়ে দিল। ইহার কিছু সময় পর শ্রীনিবাস তার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এল। শ্রীনিবাস পি, এইচ, ডি করার সুযোগ না পেয়ে ওখানে একটি বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে একটি উচ্চ পদে চাকুরি নিয়েছিল। ধ্রুবই একমাত্র প্রথম ভারতীয় যে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম ডকটরেট করেছে। এ কারণ শ্রীনিবাস ধ্রুবকে একজন প্রিয় বন্ধু বলে মনে করতো। মা মেনকাদেবী শ্রীনিবাসের সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে খুব আদর করে বসালেন। ধ্রুব সকলের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় করিয়ে দিল। কিছুসময় পর কমলা ও লোপা চা নিয়ে এলে মেনকাদেবী কমলাকে দেখিয়ে বললেন, এই আমার ছোট মেয়ে আর লোপাকে দেখিয়ে বললেন, এই আমার ভাবি পুত্রবধূ।" দেখে শ্রীনিবাস বলল, বা তিনজনের মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য। এরকম বড় চোখে পড়ে না।" তারপর চা খেতে খেতে শ্রীনিবাস ধ্রুবকে বলছিল, 'ক্লাবে একটি নৃত্যসঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানে আপনাকে অভিনন্দন জানানো হবে। দেশের কয়েকজন নামি শিল্পী এখানে আছেন। তারাও অংশ গ্রহণ করবেন। এছাড়া স্থানীয় শিল্পীরাও থাকবেন, আশা করি আপনারাও সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগদান করবেন, অনুষ্ঠানের তারিখ জেনে মেনকাদেবী বললেন, তবেশঙ্কর ও গৌতমের

দেখার সুযোগ হবে না। আশা করি আপনার পুত্রবধূ ও কন্যারা সঙ্গীতানুষ্ঠানে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করবেন। মেনকাদেবীর সম্মতি পেয়ে শ্রীনিবাস ওদের তিনজনার নাম লিখে নিল। তারপর ধ্রুবকে বলল, 'আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি হওয়ার তারিখ কবে? না এখনও আমাকে কর্তৃপক্ষ কিছু জানায় নি। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যে জানতে পারবো। এই বাংলোটি একমাসের জন্য আমার নামে রয়েছে। একমাসের সাত দিন গত হয়েছে। অতয়েব বড় জোর আর দিন চব্বিশ এখানে আছি। 'এরমধ্যে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে।' জানাল শ্রীনিবাস, বর্ত্তমানে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনে আছেন? 'শ্রীনিবাসের প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালে, শ্রীনিবাস বলল যে এই দুমাস কোম্পানি আপনাকে দেড় হাজার ডলার করে দেবে। তাহাদের দিয়েছিল এক হাজার। দেশে ফিরে এর তুলনায় অনেক কম পারিশ্রমিক পাবেন তারপর স্বদেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার সুযোগ সুবিধা বড়ই সীমিত। তার উপর আছে কলহ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, পরশ্রীকাতরতা এবং বিভিন্ন ধরনের অশান্তির মধ্যে দিনাতিপাত করতে হোতো ভেবেই আমি খুব দুঃখের সহিত এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 'শ্রীনিবাসের এখানে থেকে যাওয়ার যুক্তি শুনে ধ্রুব বলল।' হ্যাঁ, আপনার যুক্তি আমি সত্যি বলে স্বীকার করি, কারণ কোন কিছুর মধ্যে না থেকেও আমি এর মধ্যে বহু সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। বর্ত্তমানে দেশ ভয়ানক কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছে, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক, যে কোন দিকে তাকান্ না কেন, দেখবেন সর্বত্র একটা অস্থিরতা ও অরাজকতা। স্বাধীনতা অর্জনের পর গ্রামোন্নয়নমুখি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ না করাই হলো দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রধান কারণ। ইহার ফলেই দেখা দিয়েছে দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতা। তাই আমি মনে করি আমাদের নিজ সুখ সুবিধা ও আরাম ভুলে গিয়ে, যতটুকু পারি দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। যদি পরিকল্পনা গ্রহণে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহা শুধরিয়ে দেশোপযোগি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সমালোচনা না করে কেবল কাজের ব্রত গ্রহণ করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি আমার দেশসেবাই আমার ধর্ম্ম। লোভের বশবর্ত্তী হয়ে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, পরদেশের পর ধর্ম্ম পালন করে সুখে জীবন কাটাতে আমি মোটেই আগ্রহী নই শ্রীনিবাসবাবু। নিজের প্রতি ধ্রুবর এরূপ আত্মবিশ্বাস এবং দেশের প্রতি তার অগাধ প্রেম ভালবাসা দেখে শ্রীনিবাস মুগ্ধ হয়ে রইলেন। শ্রীনিবাস চলে গেলে ধ্রুব মা, উমা লোপা অশোক ও কমলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলো। সঙ্গীতানুষ্ঠানে ওদের সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতে হবে। সুতরাং সকলের অনুশীলন প্রয়োজন। তাই লোপা গাড়ীতে উঠে

একটা হারমোনিয়াম ভাড়া করে আনার কথা ধ্রুবকে বললে একটি হারমোনিয়াম ভাড়া করে নিয়া এল। তারপর দিন ছুটি। সকলকে নিয়া নদীর তীরে বেড়াতে গেল। ছোট স্রোতস্বিনীর দুই তীরের অপরূপ মনোরম প্রাকৃতিক শোভা সকলের চোখ, মন ও প্রাণ জুড়িয়ে দিল এবং দেখে যে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে নদী তীরবর্তী বালুচড়ে সাঁতারু-পোষাক পরে রৌদ্র কিরণের আমেজ উপভোগ কচ্ছে। কোন কোন তরুণ তরুণী মনের আনন্দে নদীতে সাঁতার কাটছে। ধ্রুব ওদের নিয়ে দাঁড়িয়ে সকলের স্নান দেখছিল। শাড়ি পরিহিতা দেখে অনেকে কৌতুহলে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের মধ্যে এলিজাবেথের বোন হেলেনও ছিল। হেলেন দূর থেকে ধ্রুবকে দেখতে পেয়ে আলাপ করার বাসনায় লোপার সামনে এসে দাঁড়াল! ধ্রুব সকলের সাথে হেলেনের পরিচয় করিয়ে দিল। হেলেন লোপার দিকে আঙ্গুল রেখে বলল, এই বুঝি তোমার প্রেমিকা? 'বলে হেসে উঠল। ধ্রুব এলিজাবেথের কথা জিজ্ঞেস করলে হেলেন বলল, যে লিজা অসুস্থ হয়েছিল, এখন সেরে উঠেছে। তারপর ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করে, ওরা সাঁতার জানে 'এখানে স্নান করবে। হেলেনের কথা শুনে মেনকাদেবী বলে উঠলেন, ওরা সাঁতার জানে। তবে ওরা স্নান করবে না। 'তারপর লোপা ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এখানে স্নান করতে আসতে।' লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলল, 'হ্যাঁ, আসতাম মাঝে মাঝে নদীতে সাঁতার কাটতে। 'এরূপ প্রবল স্রোতের নদীতে সাঁতার কাটতে? ভয় করতো না। 'লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলল। 'পিসতুতো ভাইকে আরব সাগরের বুক থেকে তুলে আনার ঘটনা লোপাকে শোনাল। ধ্রুবর এরূপ অসম সাহসের কথা শুনে লোপা ভয়ে শিহরিয়া উঠল! ধ্রুব হেলেনকে এলিজাবেথের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সকলকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। দেখতে দেখতে প্রায় দশ দিন কেটে গেল। গৌতম ও শংকর অশোককে নিয়ে ফেরার জন্য প্রস্তুত হলো। প্যান য়্যামের ওয়েষ্ট্‌রাউন্ড্‌ ফ্লাইটে ধ্রুব ওদের প্যাসেজ বুক করেদিল। যাওয়ার আগের দিন ফোন করে সদানন্দবাবুকে অশোকের যাওয়ার কথা জানিয়ে দিল। গৌতম ও শংকরকে নিয়ে নিরাপদে কলিকাতা এয়ারপোর্টে প্লেন অবতরণ করলো, সদানন্দবাবু এয়ারপোর্টে উপস্থিত থেকে অশোককে নিয়ে বাড়ী গেলেন।

ধ্রুব বাংলোতে আসার পর থেকে রোজ সকালে লোপাই ধ্রুবকে চা দিয়ে যেত। একদিন সকালে লোপা চা দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ধ্রুব লোপাকে বলল, "একটু দাঁড়াও, তোমাকে দেখি।" না, মা কাজে খুব ব্যস্ত, তাকে সাহায্য করতে হবে।" লোপার কথা শুনে ধ্রুব হতাশ মনে বলল, "আমার কাছে তোমার থাকতে ইচ্ছা করে না। আমি তোমাকে দেখার অপেক্ষায় থাকি আর তুমি কেবল আমাকে এড়িয়ে দূরে থাকার চেষ্টা কর লোপা।"

"কেন, আমি তোমার কাছেই থাকি। এখন যাই, মা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন।" বলে লোপা মুখ নীচু করে বেরিয়ে গেল। ধ্রুব লোপার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধ্রুব লোপাকে আজ এত সুন্দর দেখছে, এর পূর্বে সে কখনও দেখেনি। আর একদিন কাতর কণ্ঠে লোপাকে বলে "লোপা তোমাকে আমার মন ও প্রাণ খুঁজে বেড়ায়। তোমার কি আমার কাছে বসতে ভাল লাগে না।" ধ্রুবর কাতরোক্তি শুনে লোপার মন চঞ্চল হয়। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "যাই, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিও। মাকে চা দিতে হবে।" বলে ধ্রুবর দিকে সজল নেত্রে একবার তাকিয়ে চলে গেল। প্রিয় বস্তু হাতের কাছে পেয়েও যদি না পাওয়া যায়, সে জ্বালা সেরূপ তীব্র হয়, পরস্পরকে কাছে পেয়েও তারা দূরে অনেক দূরে আছে, এ কারণ ধ্রুব এবং লোপার মানসিক জ্বালাও ছিল তদ্রূপ। ধ্রুব চা খেয়ে মার ঘরে প্রবেশ করে দেখে, উমা, লোপা ও কমল মার সাথে গল্প কচ্ছে। ধ্রুবকে দেখে লোপা সোনাদিকে বললো "সোনাদি আজ চলো আমরা সিনেমা দেখে আসি।" "বেশ চলো" বলে উমা ধ্রুবকে টিকিট নিয়া আসতে বলল। এজন্য লোপা ধ্রুবকে পাঁচখানা টিকিট আনতে বললো। ধ্রুব ওদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলল। অফিস থেকে ফিরেই তারা বেরিয়ে পড়বে। লোপা মাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিজেও সেজে রইল। ধ্রুব অফিস থেকে ফিরে দেখে যে সব সিনেমায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। লোপা দ্রুত চা এনে দিলে ধ্রুব চা খেয়ে ওদের নিয়ে সিনেমার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। গাড়ীতে বসে ওদের জানাল যে কলকাতা থেকে ওর বন্ধু চিঠি লিখে জানিয়েছে যে দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত গাড়ীর ড্রাইভারের দুমাস কারাদণ্ড হয়েছে। সে আরও জানিয়েছে যে লাল শিল্প সংস্থার কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করতে আসবে। একথা বলে ধ্রুব মাকে বলল যে সেদিন যারা এসেছিলেন তারাই ছিল লাল শিল্প সংস্থার প্রতিনিধি। বলতে বলতে গাড়ী সিনেমা হলের সামনে এসে দাঁড়াল। চিঠির পুরো অংশ সে আর মাকে বলল না। সিনেমা দেখে ধ্রুব ওদের নিয়ে বাড়ী ফিরল। তারপর দিন অফিস যাওয়ার পথে দূতাবাসের প্রথম অধিকারির সহিত সাক্ষাত করতে গেল। তার কাছ থেকেও ধ্রুব জানতে পারলো চিঠিতে উল্লেখিত ঘটনার কথা। দূতাবাসের অধিকারি তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলল। তারা তাদের নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এদিকে ক্লাবে ফাংশনের দিন সমাগত দেখে লোপা উমা ও কমলা সকলে গানের অনুশীলন করে নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছে। ওদের গান শুনে পথচারিরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান শুনতো। ফাংশনের দিন ধ্রুব ওদের নিয়ে বেশ সকালে গিয়ে কফি হাউসে বসে চা খাচ্ছিল। তারপর ফাংশন শুরু হওয়ার কিছু সময় আগে তারা সকলে আসরে প্রবেশ করলো।

ধ্রুবর অনবদ্য সাফল্যের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাবার পর ফাংশন শুরু হোলো। সম্বর্ধনার উত্তরে ধ্রুব সকলকে তার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "গত পাঁচ বছরের মেলামেশার মধ্য দিয়ে যে সখ্যতা ও প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছে, তাহা তার চিরদিন মনে থাকবে।" ধ্রুবর ভাষণের পর একটি নৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠান সূচী শুরু হ'লো। বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর প্রথম উমা তারপর কমলা দুখানা করে সঙ্গীত পরিবেশন করল। তারপর লোপা প্রথমে ভজন পরিবেশন ক'রলো। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে আর একখানা গান করার জন্য অনুরোধ করলে, লোপা আধুনিক, তারপর রবীন্দ্র সঙ্গীত, এভাবে পরপর পাঁচখানি সঙ্গীত সুমধুর কণ্ঠে পরিবেশন করল। আজ যেরকম উৎসাহ ও আনন্দে লোপা গান ক'রলো, সে এর পূর্বে কখনও গান করে নি। একদিকে তার মা মেনকাদেবী, আর একদিকে তার প্রিয়তম ধ্রুবকে সে তার গান শুনিয়ে জীবন ধন্য করল। সব শ্রোতারা লোপার মধুর কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে রইল। প্রিয়নাথবাবু ও মা মেনকাদেবী কোনদিন কল্পনাও করেনি যে লোপা এরূপ মনমোহিনী সুরে গান করতে পারে। লোপা দেখেছিল তার প্রিয় হতে প্রিয়তম সকলে আসরে উপস্থিত। সুতরাং প্রাণ মন উজাড় করে সে গান করেছিল। গান শেষ করে যখন মার পাশে এসে লোপা বসল, মেনকাদেবী মনের আনন্দ ও আবেগে লোপাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'অপূর্ব গান করেছ তুমি'। অনুষ্ঠান শেষে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ লোপার সামনে একজন ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়িয়ে মেনকাদেবীকে প্রশ্ন করলেন, 'লোপামুদ্রা আপনার কে হয়?' প্রশ্ন শুনে মেনকাদেবী তাকে বললেন, আমার ভাবি পুত্রবধূ। তারপর আবার প্রশ্ন, এই কি সদানন্দবাবুর কন্যা। 'হ্যাঁ' মেনকাদেবীর উত্তর শুনে ভদ্রমহিলা বললেন, 'বিয়ের তারিখ ঠিক করেছেন কি?' 'না, দেশে ফিরেই আশীর্বাদ ও শুভকাজের দিন ঠিক করবো।' মেনকাদেবীর উত্তর শুনে ভদ্রমহিলা লোপাকে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'তুমি তপনকে চেন?' 'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ী সে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতো তার পিসিমার সাথে।' লোপার উত্তর শুনে তাকে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন ক'রলেন, তপনের সাথে তোমার আলাপ পরিচয় আছে? কয়েকদিন আগে তপন এখানে এসেছিল, দুদিন থেকে জরুরী কাজে বাড়ী চলে গেছে।' 'না সেরকম নয়। বাড়ীতে আসতো, তাই একটু আধটু আলাপ হোতো।' লোপার কথা শুনে ভদ্রমহিলা মেনকাদেবীকে বললেন, 'শুনেছিলাম তপনের সাথে সদানন্দবাবুর কন্যার সম্বন্ধের কথা হ'য়ে আছে।' শুনে মেনকাদেবী বললেন, 'না, আমাদের সে কথা জানা নাই।' শুনে ভদ্রমহিলা বললেন, 'তপন আমার মামাত ভাইয়ের পুত্র। আপনার সাথে আলাপ হয়ে বিশেষ খুশি হলাম। আপনারা কবে

দেশে ফিরছেন?' শুনে ভদ্রমহিলা বললেন, 'কিছু মনে করবেন না দিদি' বলে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। বাড়ী ফিরেই ভদ্রমহিলা এরূপ সাক্ষাতের ঘটনা জরুরী চিঠি মারফত তপনকে জানিয়ে দিলেন। তপনের নাম শুনে লোপার মুখ ভয়ে পাংশু বর্ণ হয়ে গেল। মেনকাদেবী লোপার মুখের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভয় করিস না মা। তিনিই তোকে সব বিপদ হ'তে রক্ষা করবেন। তার উপর আস্থা রাখ মা।' বলে মেনকাদেবী লোপাকে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসল। অফিস থেকে আসার পর থেকে ধ্রুবর মুখ বিষন্ন ও চিন্তিত দেখে লোপা ধ্রুবর নিকট বিষন্নতার কারণ জানতে চায়নি কিন্তু তার মনে সন্দেহ হয়েছিল, কিছু একটা ঘটেছে। অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে ধ্রুবর ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করল। ধ্রুব লোপাকে হঠাৎ ঘরে আসতে দেখে বন্ধুর কাছ থেকে আসা চিঠিখানি টেবিলের উপর থেকে সরিয়ে রাখছিল। লোপ চিঠিখানির কথা ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করলে, ধ্রুব নিরীহ অপরাধী বালকের মত লোপার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'কার চিঠি, বাবা লিখেছেন, দেখি' বলেই লোপা চিঠিখানি ধ্রুবর হাত থেকে নিয়ে পড়ে ফেলল। চিঠি পড়ে লোপার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। লোপা বলছে তপনকুমার যে এখানে এসেছিল, সে সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি।' বোধ হয় তপনের এখানে আসার পূর্বেই চিঠি লিখেছেন। মাকে কিছু ব'লো না।' ধ্রুবর কথা শুনে লোপা ধ্রুবকে বলল, 'মাকে না জানালে কি তোমার বিপদ কেটে যাবে। আর মাকে জানালে তোমার বিপদ বেড়ে যাবে বলে তুমি মনে কর। একমাত্র তিনিই আমাদের রক্ষা করতে পারবেন।' লোপার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে ধ্রুব তন্ময় হ'য়ে লোপার দিকে তাকিয়ে থাকে। একথা বলে লোপা মার কাছে যেতে উদ্যত হলে, দেখে মা মেনকাদেবী ধ্রুবর ঘরে প্রবেশ করে বললেন, 'কি হ'য়েছে লোপা। তোর মুখ এত বিষন্ন কেন মা?' জানতে চাইলেন মেনকাদেবী। 'মা, এই দেখ ওর বন্ধুর চিঠি।' বলে চিঠিখানি মার হাতে দিল। মা চিঠিখানি পড়ে শান্ত গলায় বললেন, 'এজন্য বুঝি তোর মনে ভয়। কোন ভয় নেই। দেখ, কোন শুভ কাজ করার নানা ধরনের বাধা, বিঘ্ন ও অশুভ ঘটনা ঘটে থাকে। এ কারণ মন খারাপ করিস্ না মা। তোকে কোন অশুভ লক্ষণ স্পর্শ করতে পারবে না। চল খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি।' 'মা' বলে লোপা মা মেনকাদেবীকে প্রণাম ক'রে বলল, মা তোমার ছায়ায় যতদিন আমরা থাকবো ততদিন আমরা সব বিপদ থেকে মুক্ত থাকবো মা। তুমিই আমাদের স্নেহময়ী জননী ও একমাত্র আশ্রয়।' বলে সকলে ভয় মুক্ত হয়ে মার পাশে বসল। তারপর দিন ধ্রুব অফিস থেকে ফেরার পথে শিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে একখানা চিঠি পেল। চিঠিতে বন্ধু ধ্রুবকে জানিয়েছে যে তপন ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল। কি কারণে তপন হঠাৎ ওখানে গিয়েছিল, ওখানে একজন

সাংবাদিক আছে, সে হয়ত জেনে থাকবে। চিঠিখানি এনে ধ্রুব মার হাতে দিল। মা চিঠিখানির কোন গুরুত্ব না দিয়ে লোপার হাতে দিল।

বিকেলে বাংলোর সম্মুখস্থ সবুজ চত্বরে ব'সে সকলে কথা বলছে, এমন সময় সেই সাংবাদিক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ধ্রুব দেখে সহাস্যে বলে উঠলো, 'কি খবর অনেকদিন পর। এতদিন কোথায় ছিলেন। আসুন ভেতরে আসুন।' বলে সাংবাদিককে ভেতরে এনে ধ্রুব সকলের সহিত পরিচয় করিয়ে দিল। 'না, আমি এখানেই ছিলাম। ব্যাক্তিগত কারণে এতদিন আসতে পারিনি। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন।' বলে সাংবাদিক বসল। তারপর বলল, কেন্দ্রে গিয়ে শুনলাম যে আপনার মা, বাবা, বোন সকলে বেড়াতে এসেছেন। তাই একবার দেখা করতে এলাম। লোপাকে দেখে সাংবাদিক বললেন, ইনিই বুঝি আপনার ভাবি পুত্রবধূ। খুব সুন্দর হয়েছে। যেমন মা তেমনি তার ছেলে মেয়ে এবং পুত্রবধূ। সব এক ছাঁচে গড়া। যাক সেকথা। যার জন্য এসেছি আপনাদের কাছে, অনুগ্রহ করে যদি শোনেন তবে আমি কৃতার্থ হবো।' বলে সাংবাদিক বলতে থাকে 'গত চার বছরের অধিক ধ্রুববাবুর সাথে আমার পরিচয়। এখানে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করা ছাড়াও একটি দৈনিক পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবেও কাজ করতাম। এই সূত্রে বহু জ্ঞানি-গুনি জনের সংস্পর্শে আসি। ধ্রুববাবু একজন অতি সজ্জন ও নিষ্ঠাবান এঞ্জিনিয়ার জেনেও আমি এনার বিরুদ্ধে অনেক ভিত্তিহীন, অমূলক খবর দেশে আমার এক বন্ধুর নিকট পাঠাতাম। এরূপ ভিত্তিহীন খবর একজন সৎলোকের বিরুদ্ধে পাঠান অন্যায় ও গর্হিত অপরাধ, তা আমি তখন বুঝতে পারি নি। ভালমন্দ বিচার না করে সেই বন্ধুর হয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম। এমন কি আমার সেই বন্ধুর নির্দেশে আপনার পুত্রের প্রাণনাশ করার জন্য একজন আততায়ির অনুসন্ধান করতে দ্বিধা করিনি। একজন আততায়ির খোঁজ পেয়েছিলাম কিন্তু আপনার পুত্রের মত একজন সজ্জন, নিরাপরাধ প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকের জীবননাশ করতে সে অপারগ হয়েছিল। আমি এসব বিষয় জানিয়ে আমার বন্ধুকে চিঠি দিলাম। আমি অনন্যোপায় হ'য়ে বন্ধুর স্বার্থোদ্ধারের জন্য লোপা-দেবীর মনে ধ্রুব-বিরোধি মনোভাব গড়ে তোলার জন্য অবশেষে একটি মিথ্যা খবর তৈরি করে দৈনিক কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠালাম। খবরটি ছিল অনুমান ভিত্তিক। আমার একজন বন্ধু ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো। তার অনুমানের উপর ভিত্তি করে ঐ খবরটি আমি রচনা করে পাঠিয়েছিলাম। এরূপ মিথ্যা খবরের জন্য আমি আমার সাংবাদিকতার কাজ হারিয়েছি। সাংবাদিকতার কাজ চলে যাওয়ার পর আমি আমার ভুল বুঝতে পারি।

কয়েকদিন আগে আমার বন্ধু তপনকুমার এখানে এসেছিল বেড়াতে। আপনাদের সাথে দেখা করার জন্য আমার নিকট আপনাদের ঠিকানা চাইলে আমি জানি না বলে তাকে জানিয়ে দেই। তারপর আর তার সাথে দেখা হয় নি। জানি না সে এখন কোথায় আছে। আমার বন্ধুটি ছিল হিংস্র প্রকৃতির লোক। ওদের দেশে একটি গুপ্ত চক্র আছে। ওদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন। আমি আমার পাপকাজের জন্য অনুতপ্ত ও আপনাদের ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য। আপনি ধ্রুববাবুর মা, আমিও আপনাকে মায়ের মত মনে করি। আপনি আমাকে মায়ের মত ক্ষমা করুন। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।' বলে সাংবাদিক মেনকাদেবীকে প্রণাম করলো। তুমি কিছুই করোনি। যিনি করার মালিক তিনিই করেছেন। "তুমি নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং তুমি দুঃখ কোরোনা। তোমার মনের অনুতাপ তোমার পাপ ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দিয়েছে।" বলে মা মেনকাদেবী লোপাকে সাংবাদিকের জন্য চা আনতে বললেন। চা খেয়ে সাংবাদিক চলে যাওয়ার পূর্বে পুনরায় দেখা করতে আসবে বলে চলে গেল।

তারপর মেনকাদেবী প্রিয়নাথবাবুর সাথে দরকারি কথা বলার উদ্দেশ্যে তার ঘরে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করে সদানন্দবাবুকে বললেন, আমি ভাবছি দেশে ফিরেই শুভদিন দেখে আশীর্বাদ করে ফেলব। এর জন্য আমি সদানন্দ-বাবুকে ফোনে আশীর্বাদের কথা বলতে চাই। এ বিষয় তোমার অভিমত কি? প্রস্তাব শুনে প্রিয়নাথবাবু সানন্দে তার সম্মতি জানালেন এবং বললেন, তারপর গৌতমকে ফোন করে জানিয়ে দিও সদানন্দবাবুর সাথে যোগাযোগ করে আশীর্বাদ ও শুভ কাজের দিন ঠিক করে রাখতে, রাতে মার পাশে শুয়ে লোপা মাকে বলল, "মা সাংবাদিকের কাছ থেকে সব শুনলে, এখন কি হবে?" উত্তর দিয়ে মেনকাদেবী বললেন, কি হবে যেমন আছিস, তেমনি থাকবি। দেখ দুর্বলদের মৃত্যু হয় বারবার। আর সত্যাশ্রয়ীদের মৃত্যু হয় একবার। ও নিয়ে চিন্তা কোরোনা। যিনি বিপদের মালিক, তিনিই বিপদের ত্রাতা। তোমার বাবার মোটর দুর্ঘটনার কথা একবার ভেবে দেখ। তখন গৌতমের উপস্থিত যদি না হোতো তবে সদানন্দবাবুর পরিণাম কি হোত। ও নিয়ে চিন্তিত হয়ো না। মা'র কথা শুনে লোপার মন থেকে সব ভয়, আশংকা ও উদ্বেগ দূর হয়ে মন খুব হাল্কা হোলো। তারপর দিন সকালে লোপা ধ্রুবকে তার বন্ধুর চিঠির উত্তর দিতে বলল। অফিসে যাওয়ার পথে ধ্রুব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিসে গিয়ে তার দেশে ফেরার দিন ঠিক করে গৌতম, শংকর, সদানন্দবাবু ও তার বন্ধুকে চিঠি দিয়ে তাদের দেশে ফেরার তারিখ জানিয়ে দিল। অফিস থেকে ফিরে ধ্রুব মার ইচ্ছানুসারে সদানন্দবাবুর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ

স্থাপন করে মাকে কথা বলতে বলল। মেনকাদেবী ফোনে তাকে বললেন যে শংকর নয় গৌতম তার সাথে সাক্ষাত করে আশীর্বাদ ও শুভ কাজের দিন ধার্য্য করবে। মেনকাদেবীর প্রস্তাব শুনে সদানন্দবাবু খুশি হলেন। তারপর লোপা বাবার সাথে কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল। দেশে ফেরার দিন এগিয়ে এল। আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। ধ্রুব দেশে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। এর মধ্যে একটি নিদারুন ঘটনা ঘটে গেল। কথা ছিল যে ধ্রুব অফিস থেকে বাড়ী ফিরে সকলকে নিয়ে হারমনিয়াম দোকানে ফেরত দিয়া আসবে। সকলে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আর ধ্রুব এসেই সকলকে নিয়া যাবে। ধ্রুব গিয়ে গাড়ীতে বসলো। আর লোপা মাকে আসতে বলে ধ্রুবর সাথে গিয়ে গাড়ীতে বসলো। লোপা বসতেই ধ্রুব গাড়ী ছেড়ে দিল। লোপা আশ্চর্য্য হয়ে বলল। এ কি তুমি গাড়ী ছেড়ে দিলে কেন? মা, সোনাদি, ছোড়দি এখনও আসেনি। এ তুমি কি করলে শেষ সময়। ফিরে চল। ধ্রুব কোন জবাব না দিয়ে গাড়ি নিয়ে দোকানের দিকে চলল। মোহাচ্ছন্ন ধ্রুবর কানে লোপার কথা যাচ্ছে না। 'চল ফিরে চল, তোমার পায়ে পড়ি। মা যে বড় ব্যথা পাবেন গো। তুমি কোনদিন মাকে ব্যথা দেওনি, চল ফিরে চল, লক্ষ্মীটি।' মা ব্যথা পাবেন শুনে ধ্রুবর ক্ষণিকের মোহ কেটে গেলো। সে তার মাকে ব্যথা দিয়েছে, তাই ঝড়ের বেগে গাড়ী ঘুরিয়ে বাংলোয় ফিরে এল। মা, সোনাদি ও ছোড়দি তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ধ্রুব গাড়ী থেকে নেমে শিশুর মত মার পা ধরে বলতে থাকে। মা ক্ষণিকের দুর্বলতা বশতঃ আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম মা : তুমি আমাকে ক্ষমা করবে মা? মা তুমি আমার মা। আমি তোমার ধ্রুব. তার চোখের জলে মার পা ধুইয়া দিল। ক্ষণিকের মোহে ওর যে মতিভ্রম হয়েছিল তাহা দূর হয়েছিল। এই করুণ দৃশ্য দেখে লোপা তার কান্না সম্বরণ করতে পারলো না। মা ধীরে ধ্রুবকে তুলে বললেন, পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করাই যে মার ধর্ম্ম-বাবা।" লোপাকে সান্তনা দিয়ে মেনকাদেবী বললেন 'তুমি ওর মোহ নাশ করে ওকে যেভাবে সৎ পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে এনেছ, তা আমার মনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে আঁকা থাকবে লোপা। আমি সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে চিরদিন ফুলের মত সুন্দর ও পবিত্র রাখেন। তুমি সৌভাগবতী হও মা।" মা বলে লোপা মেনকাদেবীকে প্রণাম করে বলল, 'চল মা এবার আমরা যাই।" বলে সকলে গিয়ে গাড়ীতে উঠে ব'সলো। তারপর ধ্রুব ওদের নিয়ে হারমোনিয়াম ফেরত দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে শচীনদের ও শুভ্রা বৌদির বাড়ী গেল। ওখানে কিছু সময় কাটিয়ে বাড়ী ফিরলো। বাড়ী ফিরেই ধ্রুব গৌতমের সাথে ফোনে যোগাযোগ স্থাপন করলো। গৌতম ফোনে মেনকাদেবীকে

জানাল যে আশীর্বাদের একমাস পরে শুভকাজের একটি মাত্র দিন আছে। এর মধ্যে পড়ছে কোম্পানির প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব। সুতরাং পরে শুভকাজের দিন ধার্য্য করা হবে। মেনকাদেবী প্রিয়নাথবাবুর সাথে আলাপ করে ঠিক করলেন যে বাড়ী ফিরেই আশীর্বাদ করা হবে। তারপর শুভদিন দেখে শুভকাজ অনুষ্ঠিত হবে। এব মধ্যে যখন আর কোন শুভদিন নেই তখন ঐ দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ভগবান যা করেন, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন" বলে মেনকাদেবী চুপ করে গেলেন। ধ্রুব তার বন্ধুর কাছে চিঠি দিয়েছে কিনা জানতে চাইলে ধ্রুব চিঠি দিয়েছে বলে লোপাকে জানাল। সারাদিনের ব্যস্ততার পর মেনকাদেবী তাড়াতাড়ি লোপাকে নিয়ে শুয়ে পড়লো। পরে তিনি লোপাকে জিজ্ঞেস ক'রলে, সেদিনও নিজেই গাড়ী ফেরাল, না তুমি ওকে গাড়ী ফেরাতে বলার পর ধ্রুব গাড়ী ফেরাল।" মার কথা শুনে লোপা সেদিনকার সব ঘটনা মাকে জানাল। লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, ওর কোন দোষ হয় নি। দোষ সম্পূর্ণ আমার, 'মার কথা শুনে লোপা বলে উঠলো, 'মা'। 'হ্যাঁ আমার। আমি অবুঝের মত আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছি মা," না মা, তোমার কোন দোষ হয় নি মা। তুমি ওকথা বললে আমি মনে খুব ব্যথা পাই। আমার ত্রুটির জন্য সেদিন এরূপ নিদারুণ ঘটনা ঘটে গেল মা। তোমাকে রেখে গাড়ীতে গিয়ে বসাই বোধহয় আমার অন্যায় হয়েছিল মা।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, ছেলে খুব কষ্ট ভোগ কচ্ছে, না রে? তোদের দুহাত একত্র করে দিতে না পারা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবে না। "মার কথা শুনে লোপা বলল, তুমি ওনিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার আশীর্বাদ সব ঠিক হয়ে যাবে।" লোপাকে মেনকাদেবী বলতে থাকেন, জায়গাটা ভরি সুন্দর ও মনোরম, না রে! বিয়ের পরে তোরা দুজনে এখানে এসে বেড়িয়ে যাবি।" মার কথা শুনে লোপা বলল, মা তুমি কি সুন্দর, নির্মল ও পবিত্র। আমাকে এই আশীর্বাদ করো মা যেন জনমে জনমে তোমাকেই মা রূপে পাই।"

কথা প্রসঙ্গে মেনকাদেবী লোপাকে লোপামুদ্রার একটি সুন্দর কাহিনী শোনালেন 'লোপামুদ্রা ছিলেন এক রাজনন্দিনী। অদূরে এক গহন বনে এক মনোমুগ্ধকর আশ্রমে অগস্ত্যমুনি বাস করতেন। অগস্ত্য ছিলেন সর্বগুণ-বিশারদ, শৌর্য্য, বির্য্যে ও তেজে অতুলনীয়, ধির স্থির শান্ত ও সৌম্য কান্তি। রাজকন্যা লোপামুদ্রা শৈশবকালে ঋষি অগস্ত্যের নাম শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপরূপা রাজকন্যা পিতামাতার স্নেহে বড় হ'তে থাকে। কন্যা বড় হ'য়েছে দেখে পিতামাতা লোপামুদ্রার মনমোহিনী রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। লোপামুদ্রার উপযুক্ত বরের কথা চিন্তা করে

পিতামাতার মনে শান্তি ছিল না। কন্যা বিয়ের উপযুক্ত হ'য়েছে দেখে তারা চতুর্দিকে কন্যার উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করতে থাকেন। দেশবিদেশ থেকে বহু পাত্র লোপামুদ্রাকে পত্নিরূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু লোপামুদ্রার কোন পাত্রকেই পছন্দ হয় না। পিতা খুব চিন্তিত হয়ে ভাবতে থাকেন তবে কি কন্যার বিয়ে হবে না। মনের অশান্তি মনে রেখেই তাদের দিন কাটতে থাকে। এদিকে বড় হয়ে লোপামুদ্রা মনে মনে অগস্তকে তার পতিরূপে মনোনিত করে রাখেন। দিনরাত লোপা অগস্তের প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। একদিন দুপুরে সারা পৃথিবী যখন খর-তাপে তাপিত ও দগ্ধ, এমন সময় ঋষি অগস্ত্য এসে রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হলেন। দ্বারে অগস্ত্য ঋষিকে দেখে রাজা সসম্মানে তাকে আপ্যায়িত করিলেন। তারপর রাজা বিনয়ের সহিত তাঁহার আগমনের কারণ জানতে চাইলে, অগস্ত্য রাজাকে বললেন, হে রাজন, আমি আপনার কন্যা লোপামুদ্রার পানীগ্রহণ করতে আগ্রহী। আমাকে লোপামুদ্রা দান করুন। অগস্তের প্রস্তাব শুনে রানী মূর্ছা গেলেন। রাজা অগস্তকে বললেন, আপনি একজন আশ্রমবাসী ঋষি, আর লোপামুদ্রা রাজকন্যা। এরূপ বিবাহ কিরূপে সম্ভব ঋষিবর! বলে রাজা শোকাগ্রস্ত হ'য়ে পড়লেন। এমন সময় রাজনন্দিনী লোপামুদ্রা এসে পিতাকে বলল, 'হ্যাঁ পিতঃ এই ঋষিকেই আমি শৈশবকাল থেকে আমার পতিরূপে বরণ করেছি। আপনি আমাকে এই ঋষির হাতে সম্প্রদান করুন। কন্যার কথা শুনে রাজা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অবশেষে রাজা লোপামুদ্রাকে ঋষির হাতে সম্প্রদান করলেন। লোপামুদ্রা তার স্বামীর হাত ধরে অগস্তের আশ্রমে গেলেন, তারপর দুটি পাখির মত আশ্রম নীড়ে অগস্ত্য ও লোপা সুখে বাস করতে থাকেন। অনেকদিন এভাবে বাস করার পর একদিন নিবিড়ে ও নিভৃতে লোপামুদ্রা ঋষি অগস্তকে বলল, স্বামী তুমি আমার সব সাধ আহ্লাদ মিটিয়েছ! অনেক কাল আমরা সুখে কাটিয়েছি। স্বামী আমার বড়ই সাধ হয়েছে যে আমি তোমার সন্তানের মাতা হই। লোপার কথা শুনে অগস্ত্য বলল, 'প্রিয়ে, তুমি ছিলে রাজনন্দিনী, ভোগ বিলাসের মধ্যে বড় হয়েছ। এখন তুমি আশ্রম বাসিনী হয়েছ। কিন্তু তুমি রাজসুখ, ভোগ বিলাসের মোহ এখনও ত্যাগ করতে পারনি প্রিয়ে। তুমি আমার সন্তানের জননী হ'তে পারবে সেদিন যেদিন তুমি রাজৈশ্বর্য্যের মোহ ত্যাগ করে শুদ্ধ আশ্রমবাসিনী হতে পারবে প্রিয়ে। স্বামীর কথা শুনে লোপামুদ্রা মনে দুঃখ পেলো ইহা ভেবে যে রাজসুখ ত্যাগ করে সে এখন স্বেচ্ছায় স্বামী অনুগামিনী হয়ে আশ্রম বাসিনী। ইহাতে কি তাহার রাজসুখ ভোগের মোহ দূর হয় নি? তবে কি সে তার স্বামীর ভালবাসা জয় করতে পারে নি। সে কি তার স্বামী অগস্ত্য

ঋষিকে ভক্তি করে না। কি উপায়ে সে তার স্বামীর প্রেম ভালবাসা পাবে, এই চিন্তাই তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পিত্রালয় থেকে আসার সময় যে সমস্ত পোষাক ও স্বর্ণলঙ্কার সাথে করে এনেছিল, সবই খুব পুরাতন ও জীর্ণ হ'য়েছে দেখে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। কি উপায় নতুন পোষাক ও স্বর্ণ আভরণ সংগ্রহ করা যায়! তার স্বামী অগস্ত্য রাজঐশ্বর্য্য বিবাগি। তাকে তার পোষাক ও আভরণের প্রয়োজনের কথা বললে তাকে দুঃখ দেওয়া হবে মনে করে লোপা তার স্বামী অগস্ত্যকে কিছু বলল না। অবশেষে ঋষির ভালবাসা পরীক্ষা করার জন্য একদিন তার স্বামী অগস্ত্যকে বলল, স্বামী আমার কিছু পোষাক ও স্বর্ণাভরণের প্রয়োজন। আপনি আমার এই অভাব দূর করুন স্বামী। লোপার কথা শুনে বিনা বাক্যব্যয়ে ঋষি লোপার পিত্রালয়ে গিয়ে, রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, রাজন্ আমার প্রিয়তমা পত্নীর নতুন পোষাক ও আভরণের প্রয়োজন। আমি আপনার নিকট ঐ সব সামগ্রী প্রার্থনা করি। দয়া করে আপনি ঐ সব প্রদান করিলে, আমি তাকে সুখী করতে পারব। ঋষির প্রার্থনা শুনে রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং অবিলম্বে রাজা ঋষির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলেন। আশ্রমে ফিরে এসে মধুর বাক্যে লোপামুদ্রাকে বললেন, প্রিয়ে এই সব পোযাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করে আমাকে সুখী কর। বলে পরিচ্ছদ ও স্বর্ণলঙ্কার লোপার হাতে তুলে দিলেন। অগস্ত্য তারপর তপস্যায় বসলেন। লোপা অগস্তের পবিত্র ভালবাসার নিদর্শন পেয়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ রাজনন্দিনীর বেশ পরিত্যাগ করে, স্বর্ণাভরণ দেহ থেকে খুলে আশ্রমবাসিনী দেবীমূর্তি গ্রহণ করে ঋষি অগস্তের নিকট উপস্থিত হ'লো। অগস্ত্য তার প্রিয়তমা পত্নীর এরূপ বেশ দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, এ কি প্রিয়তমে, তুমি তোমার নতুন পোশাক পরিচ্ছদ না প'রে, এরূপ আশ্রমবাসিনী সেজেছ কেন? ঋষির কথা শুনে লোপামুদ্রা ঋষির পদতলে লুণ্ঠিতা হয়ে বলল, স্বামী আমার ধন ঐশ্বর্য্যের মোহ দূর হ'য়েছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে গ্রহণ ক'রে আমার জীবন ধন্য কর স্বামী। ঋষি তার পত্নীকে দুই বাহু দিয়ে তুলে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। তারপর লোপামুদ্রা অগস্ত্য ঋষির সন্তানের জননী হ'য়েছিলেন।' কাহিনী শুনে লোপা মেনকাদেবীকে বললেন, 'মা তুমি আশীর্বাদ কর, আমিও যেন লোপামুদ্রার মত পতি পরায়না হতে পারি।' তুমিও অগস্তের লোপামুদ্রার মত ধ্রুবের লোপামুদ্রা হ'য়ে সুখে থাক, এই আশীর্বাদ আমি তোমাকে কচ্ছি মা।' বলে উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর দিন সকালে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লো। এক মাস নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে সুখ শান্তিতে কাটিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

পঞ্চম অধ্যায়

নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে প্লেন ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে এসে অবতরণ করলো। এয়ারপোর্টে গৌতম, শংকর এবং সদানন্দবাবু অশোক ও সঞ্জুকে নিয়ে উপস্থিত ছিল। ইহা ছাড়া শান্তনু প্রবীর ও কয়েকজন সাংবাদিকও উপস্থিত ছিল। ধ্রুব সকলকে নিয়ে প্লেন থেকে নেবে এল। তারপর এয়ারপোর্টের আবগারি বিভাগের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে সব মালপত্র নিয়ে ধ্রুব বেরিয়ে এল। উপস্থিত সাংবাদিকরা তার সাথে কিছু সময় কথা বলতে চাইলে ধ্রুব তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলো, আপনি কি প্রথম ভারতীয় যিনি ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম ডক্টরেট করলেন? ধ্রুব উত্তর দিল 'হ্যাঁ'। প্রশ্ন, আপনি খ্যাতনামা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ওখানে থাকার প্রস্তাব গ্রহণ না করে দেশে ফিরে আসার উদ্দেশ্য, দয়া করে বলবেন। উত্তর—হ্যাঁ প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু বিদেশে থেকে কাজ করা আমার জীবনাদর্শের পরিপন্থী বলে আমি প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। প্রশ্ন—আপনার জীবনাদর্শ যদি দয়া করে ব্যাখ্যা করেন! উত্তর—আমি বিদেশ থেকে যেটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি, তাহা আমার স্বদেশের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। প্রশ্ন—এজন্য কি আপনার কোন পরিকল্পনা আছে? উত্তর—হ্যাঁ। পূর্বপরিকল্পনা ব্যতীত কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন—যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি ডক্টরেট করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠান আপনাকে ওখানে রাখার জন্য কোন চাপ দিয়েছিলেন কি? উত্তর—না কোন রকম চাপ সৃষ্টির কথা আমার জানা নাই। প্রশ্ন—একথা কি সত্য যে আপনি এলিজাবেথ নামে এক সহকর্মী ছাত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। উত্তর—আমি তাকে কেবল আমার একজন সহকর্মী ও বন্ধু বলেই জানতাম। প্রশ্ন—তিনি কি আপনাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেছিলেন। যদি করে থাকেন তবে আপনার মধ্যে কি ইহার কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল? দয়া করে জানাবেন। উত্তর—না আমার এরূপ কোন প্রস্তাবের কথা জানা নেই। প্রশ্ন—আপনি সরকারি না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আগ্রহী? উত্তর—আমি এ বিষয় এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। প্রশ্ন—আপনার শিক্ষা জীবন

শেষ করে দেশে ফিরেছেন, এখন কি আপনি বিবাহ করতে ইচ্ছুক ? উত্তর—বিবাহ করা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য ও ধর্ম বলে আমি মনে করি। প্রশ্ন—এ ব্যাপারে আপনি কি কোন পাত্রী নির্বাচন করেছেন ? উত্তর—আমার জন্য পাত্রী নির্বাচন করার অধিকার কেবলমাত্র আমার শ্রদ্ধেয়া মাতার অধিকার। আমার মাতা সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিই কেবল আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।' সঙ্গে সঙ্গে মা মেনকাদেবী তার নয়নের মণি লোপামুদ্রাকে ধরে দেখিয়ে বললেন, এই আমার ভাবী পুত্রবধূ। লোপার রূপ দেখে সাংবাদিকরা মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর তারা ধ্রুবর দীর্ঘ ও সুখী জীবন কামনা করে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে প্রিয়নাথবাবু ও মেনকাদেবী সদানন্দবাবুর সহিত আশীর্বাদ ও শুভকাজের দিন নিয়ে নিভৃতে আলোচনা করলেন। তারপর লোপা অশ্রুসজল নেত্রে উমা, কমলা ও মেনকাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিতা সদানন্দবাবু, অশোক ও সঞ্জুকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। অশোক লোপাকে জিজ্ঞেস করলো, 'দিদি ধ্রুবদা আর আমেরিকায় যাবে না। আমাদের ক্লাব ধ্রুবদাকে একদিন সম্বর্ধনা জানাবে।' শুনে লোপা বলল, 'না এখন যাবে না।' 'তোমাকেও সেদিন গান করতে হবে।' অশোকের কথা শুনে লোপা বলল, 'হ্যাঁ নিশ্চয় গাইব। কবে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হবে ?' শুনে অশোক বলল যে এখনও দিন ঠিক হয় নি। এভাবে যখন দুজনে কথা বলছে এমন সময় তপনকে হঠাৎ বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেখে লোপার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। তপন ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলো, 'তারপর লোপাদেবী একমাস বিদেশে কেমন কাটালেন ? আশা করি খুব উপভোগ করতে পেরেছেন।' 'বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়েছি' লোপা বলে চুপ করে থাকে। আমিও ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আপনার সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।' শুনে লোপা বলল, 'তাই নাকি, শুনে খুব খুশি হলাম।' তবে কি জানেন আমার যাহা দুর্ভাগ্য আর একজনার নিকট তাহা হয় সৌভাগ্য। তপনের কথা শুনে লোপা বলল, 'বসুন চা পাঠিয়ে দিচ্ছি' বলে আইমাকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিয়ে মাকে ডেকে বলল, 'মা তপনবাবু এসেছেন।' মার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিল না। আতঙ্ক ও ভয়ে সে আর কথা বলতে পাচ্ছিল না। সে অতি কষ্টে অশোককে জিজ্ঞেস করলো, আর কোন কোন শিল্পী অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করবে অশোক।' ইতিমধ্যে আইমা চা দিয়ে গেল। ক্ষুধার্ত শৃগাল সম্মুখে শিকার দেখে যেমন লোলুপ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে সেরূপ তপন লোপার দিকে তাকিয়ে ছিল। আইমা চা দিয়ে চলে যাওয়ার পর লোপা উঠে তাহার ঘরে গিয়ে দরজা

বন্ধ করে একটি শেলাই হাতে নিয়ে ব'সে ছিল। ভয় ও আতঙ্কে তার বুক কাঁপতে ছিল। আর ওদিকে মা সুরুচিদেবী নিশ্চিন্তে তার ঘরে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। তার এরূপ যখন মানসিক অবস্থা, তখন সে শুনতে পেল সঞ্জুর কণ্ঠস্বর। তার মনে ফিরে এল সাহস ও বল। সঞ্জুকে দেখে লোপা আনন্দে প্রশ্ন ক'রলো, 'সঞ্জু তোমার বাবা মা ভাল আছেন ? তোমার ছোট বোনকে কবে স্কুলে ভর্তি করবে ?' সঞ্জু ধীরে ধীরে দিদিমণির সব প্রশ্নের জবাব দিল। লোপা পুনরায় জিজ্ঞেস ক'রল, আমি চলে যাওয়ার পর তুমি এখানে রাতে শুতে বলে তোমার বাবা মা'র কোন অসুবিধা হয়েছে কি ? না দিদিমণি, দিনের বেলা বাড়ী গিয়ে বাবা মার সাথে দেখা করে আসতাম, বলল সঞ্জু। সঞ্জুকে দেখে শিকার হাত ছাড়া হলো তপনের চোখ মুখের ভাব শিকার হাত ছাড়া হওয়া শৃগালের মত হোলো। অবশেষে সে ধীরে ধীরে উঠে সুরুচিদেবীর ঘরে গিয়ে তার সাথে কিছু সময় কথা বলে 'আচ্ছা চলি' বলে বেরিয়ে গেল। সঞ্জু চলে গেলে লোপা রাধামাধবের চরণে প্রণাম করে বলল, তুমি সব সময় সকলের বন্ধু ও সহায় প্রভু।' লোপা ভাবে আজ যদি এ সময় সঞ্জু না আসতো তবে যে কি ঘটে যেতে পারত, ভেবে লোপা ভয়ে শিহরিয়া ওঠে। এভাবে যদি যখন তখন তপন এসে উপস্থিত হয় তবে সে কিরূপে নিজেকে এই শৃগালের হাত থেকে রক্ষা করবে। নারীর জীবন বড়ই দুঃখের। কোন কারণে যদি একবার কলঙ্ক স্পর্শ করে, সে দাগ কোনদিন ঘুচবে না। কে বুঝবে তার অসহায় অবস্থার কথা। তপনের এ বাড়ীতে প্রবেশের বিধি নিষেধ ছিল। তা বোধ হয় তুলে নিয়েছেন। সে মাকে জিজ্ঞেস করে, মা তপনবাবু আজ যে সময় এসেছেন, এরকম যখন তখন আসেন নাকি ? মার কোন জবাব না পেয়ে লোপা পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, 'কেন আজ এসেছিল মা ? ওকে দেখলে আমার ভয় করে।' মার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে লোপা ভাবে, এরকম অসহায় ভাবে সে এখানে কি করে থাকবে ! বাবা বাড়ী ফিরলে, বাবাকে চা জলখাবার দিয়ে লোপা বাবার পাশে চুপ করে বসল। 'কি চুপ করে আছ কেন ? কিছু হ'য়েছে না কি ?' বাবার কথা শুনে লোপা বাবাকে বলল, 'তপনবাবু আজ হঠাৎ দুপুরে এসেছিল। উনি কি এরকম সময় অসময় আসেন ?' লোপার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে সদানন্দবাবু বললেন, 'কি কারণে এসেছিল' বলেই সুরুচিদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তপনের এরূপ অসময় আসার কারণ কি ?' সুরুচিদেবী উত্তর দিলেন, 'আমি জানিনা কেন সে এসেছিল ?' 'ওর এ বাড়ীতে আসা আমি পুনরায় বন্ধ করে দেব' বলেই দারোয়ানকে ডাকিয়ে আনতে উদ্যত হ'লে, লোপা বাবাকে থামিয়ে বলল, না বাবা প্রথমে তুমি ওর এভাবে অসময়

এখানে আসার কারণ জেনে নেও।' লোপার কথা শুনে সদানন্দবাবু চুপ ক'রে বললেন, 'বেশ এভাবে আসার কারণ জেনে তারপর ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রবো। তারপর সুরুচিদেবীকে লোপার আশীর্বাদের তারিখের কথা জানালে সুরুচিদেবী শুনে সঙ্গে সঙ্গে জানালেন যে সেদিন সে বাড়ী থাকবেন না। সুরুচিদেবীর কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন, 'তা তোমার অভিরুচি। না থাকার কারণ জানতে পারি কি ?' 'তাহা তোমাকে জানান আমি প্রয়োজন মনে করি না।' উত্তর দিলেন সুরুচিদেবী। লোপা মার কথা শুনে মাথা নীচু করে চোখের জল ফেলছিল। সদানন্দবাবু তারপর ফোন করে বড় মামা ও ছোট মামাকে লোপার আশীর্বাদের কথা জানালে তারা শুনে খুব খুশি হলেন। তারপর সুরুচিদেবীর মনোভাবের কথা তাদের জানালে বড় মামা শুনে দুঃখিত হলেন। তিনি সদানন্দবাবুকে জানালেন যে তিনি এসে একবার বোন সুরুচিদেবীর সাথে কথা বলবেন, যদি তার মনোভাবের কোন পরিবর্তন করা যায়। তারপর দিন অনিমেশবাবু সুরুচিদেবীর সাথে কথা বলতে এলেন। লোপা মামাকে প্রণাম ক'রলে মামা লোপার বিদেশে কেমন কাটলো জানতে চাইলে লোপা মামাকে বললো যে খুব আনন্দ স্ফূর্তি'র মধ্যে দিনগুলি কাটিয়েছিল। পরে সুরুচিদেবীকে বললেন, 'শুনলাম লোপার আশীর্বাদের দিন তুমি নাকি বাড়ীতে থাকবে না, একথা কি সত্য সুরুচি।' 'হ্যাঁ আমি সেদিন এখানে থাকবো না।' সুরুচিদেবীর কথা শুনে অনিমেশ-বাবু সখেদে বললেন, 'তোমার একথা বলতে মুখে একবার বাধলো না ! তুমি না মেয়ের মা। মেয়ের আশীর্বাদে মা উপস্থিত থাকবে না, এরূপ কথা কেউ কোনদিন দেখেছে না শুনেছে ? হ্যাঁ, পাত্রপাত্রী নির্বাচনে পিতামাতার মধ্যে মতবিরোধ ঘটতে পারে, কিন্তু মেয়ের শুভকাজের সমালোচনা ক'রে কোন পিতামাতা অনুষ্ঠান বর্জন করে না সুরুচি। আমি তোমাকে বুদ্ধিমতী নারী বলে জানতাম। তোমায় এরূপ অমাতৃসুলভ ব্যবহার দেখে আমি বড়ই মর্মাহত ও দুঃখিত। আমি আশা করি তুমি তোমার এরূপ শান্তি বিনাশকারি মনোভাব পরিত্যাগ করে মনের আনন্দে মেয়ের শুভ আশীর্বাদের আয়োজন করবে।' মার এরূপ অনমোনীয় মনোভাব দেখে লোপা আর স্থির থাকতে পারলেন না। লোপা মার পা ধরে বলতে থাকে, 'মা তুমি শান্ত হও মা। আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার মা। যদি কোনদিন কোন সময়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি তোমার মনে ব্যথা দিয়ে থাকি মা বা ব্যথার কারণ হয়ে থাকি, মা যেমন তার মেয়ের সব অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন, তুমিও আমাকে সেরূপ ক্ষমা কর মা।' বলে লোপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। লোপার করুন বিলাপ শুনেও সুরুচিদেবী পাষাণের মত নিশ্চল। তিনি

তার পা মুক্ত করে উঠে চলে গেলেন। অনিমেশবাবু লোপাকে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যাদের মা থাকেন না, তাদেরও বিয়ে হয় মা। তুমিও মনে ক'রবে, তোমার মা নেই। এজন্য দুঃখ কোরো না। আমরা উপস্থিত থেকে তোমার আশীর্বাদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাব।' মামার কথা শুনে লোপার কান্না আরও বেড়ে গেল। 'জগতে অনেক ঘটনাই ঘটে যার কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে ক'রবে এও সেরূপ একটি ঘটনা।' অনিমেশবাবু চলে গেলে পর সুরুচিদেবীও যাওয়ার উদ্যোগ করলে লোপা মাকে ধরে বলল, না মা, তুমি এখন যেতে পারবে না মা। আমি তোমাকে যেতে দেব না। আমাকে না মেরে তুমি যেতে পারবে না মা। সুরুচিদেবী এক ধাক্কা দিয়ে লোপাকে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করে 'মা' বলে লোপ মেঝের উপর পড়ে রইল। যে এক অক্ষরে সুধামাখা 'মা' নাম শুনে মানুষের মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়, যে নাম শোনার জন্য মানুষের মন উদ্‌গ্রিব হয়ে থাকে, সেই সুধামাখা 'মা' নামের অবমাননা করে সুরুচিদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একদিকে সুরুচিদেবী মা আর একদিকে মেনকাদেবীও মা। সৃষ্টিকর্ত্তার কি অপূর্ব সৃষ্টি! তার এরূপ অপূর্ব সৃষ্টির মহিমা কেবল তিনিই জানেন। বিকেলে আইমাকে সঙ্গে করে লোপা দিদিমার সাথে দেখা করতে গেল। লোপা তার করুণ কাহিনী দিদিমাকে বলে কেঁদে ফেললো। আমি সব শুনেছি তোর বড়মামার মুখ থেকে দিদিভাই। কাঁদিস্ না। আমি আছি। তোর মায়ের মা উপস্হিত থেকে তোর আশীর্বাদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে। নিয়তির যদি এরূপ ইচ্ছাই থাকে দিদিভাই, তার কোন পরিবর্তন হবে না। ওসব নিয়ে দুঃখ করিস না দিদিভাই। তারপর এক মাস তুই তোর মনের মানুষের কাছে ছিলি। কেমন দেখলি ও কেমন লাগল তোর মনের মানুষ? তোর মনের মত হয়েছে ত? দেখ দিদিভাই ঐ একজনই তোমার জীবনে সব, একজনার অভাবে আর একজনার জীবন শূন্য ও অন্ধকার দিদি-ভাই। দিদিমার কথা শুনে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে লোপা বলল, হ্যাঁ দিদিমা তোমার আশীর্বাদে ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। শোন, কোন কারণে বা কোন অবস্হাতেই ওর মনে ব্যথা দিবি না দিদিভাই। দিদিমার মূল্যবান কথা শুনে লোপা বলল, তোমার উপদেশ আমি সদা মনে রাখবো দিদিমা। তারপর লোপা একের পর এক তাহার ভ্রমন কাহিনী দিদিমাকে শোনাল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখে লোপা আইমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরল। তারপর দিন সকালে এম. এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। লোপা কলেজিয়েট হয়ে পাশ করেছে দেখে বিস্মিত হলো। বাড়ী ফিরে প্রথমেই দিদিমাকে সুখবর জানাল। খবর জানিয়ে মা সুরুচিদেবীকে প্রণাম করলো। তারপর যেমনি মা সুরুচি-

দেবী বেরিয়ে গেলেন, লোপা কালবিলম্ব না করে মেনকাদেবীকে ফোন করলো। ফোন ধরলো ধ্রুব। ধ্রুবর কণ্ঠস্বর শুনে লোপা হাসতে হাসতে বলল, তোমাকে আগে বলবো না। মাকে ফোন দাও। কেনকাদেবী ফোন ধরতেই মাকে প্রণাম করে বলল, মা আমি পাশ করেছি মা। তুমি কেমন আছ ? লোপার গলার স্বর শুনে মেনকাদেবী লোপাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গলার স্বর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। মনে হয় তুমি খুব কেঁদেছ। কি হয়েছে তোমার লোপা ? লোপা কোন জবাব না দিয়েই ফোন ছেড়ে দিল। মেনকাদেবী তৎক্ষণাৎ উমাকে ফোন করে মনের উদ্বেগের কথা বলেলেন। উমা লোপাকে ফোন করে বলল, মার মন খুব উদ্বিগ্ন। সে তোমাকে দেখতে চেয়েছে, তুমি বাবাকে বলে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। তারপর উমা মাকে আসতে বলল। ধ্রুব মাকে সোনাদির কাছে রেখে তার নিজের কাজে বেরিয়ে গেল। লোপা বাবা ও মাকে বলে সোনাদির সাথে সোনাদির বাড়ী গেল। লোপা মাকে দেখে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর লোপাকে বুকে পেয়ে মেনকাদেবীর মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সব ঘটনা শুনে মেনকাদেবী লোপার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে স্নেহমাখা কণ্ঠে লোপাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ছি কাঁদতে নেই মা। তিনি যে তোমার মা। মার উপর রাগ করতে নেই। তিনি একদিন তার ভুল বুঝে তোকে কোলে তুলে নেবেন। তুমি কি করে জানলে মা। লোপার কথার উত্তরে মেনকাদেবী বললেন, আমি যে তোর মা। মেয়ের দুঃখ কষ্ট কি মার কাছে অজানা থাকে। 'মা' বলে লোপা তার সব দুঃখ কষ্ট মুহূর্তের মধ্যে ভুলে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা আমি পাশ করেছি, শুনে তুমি সুখী হয়েছ ? এমন কোন মা আছেন যিনি মেয়ের সাফল্যের খবর শুনে সুখী হয় না, লোপা ?, কাজ শেষ করে ধ্রুব লোপা ও মাকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য উমাদের বাড়ী এল। উমা তাদের সাথে বেরোলে। মা, সোনাদি চল এবটু বেড়িয়ে আসি। বেশ চলো, বলে সকলে বেরিয়ে লোপাকে তার বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে ধ্রুব উমা ও মাকে নিয়ে বাড়ী গেল। বাড়ী ফিরে লোপা মাকে না দেখতে পেয়ে তার মন খারাপ হলো। মার এরূপ আচরণে সে আর আশ্চর্য হয় না। কিন্তু মনে খুব দুঃখ অনুভব করে। আশীর্বাদের দিন অনিমেশবাবু তার মাকে নিয়ে খুব সকালে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মা সুরুচিদেবী তখনও বাড়ীতে আছেন দেখে লোপা খুব আনন্দিত। ভাবছে, মা আর যাবেন না। কিন্তু লোপা মাকে কোন কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। মার এরূপ মনোভাব ও আচরনের জন্য সে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করতো। কিন্তু সে ছিল নিরুপায়। অনেক চেষ্টা করেও লোপা মাকে একথা বলতে পারে নি। মা অবুঝ হলেও

সে তার মা। মার জন্য মেয়ের প্রাণ কাঁদাই স্বাভাবিক। মার একটি সম্বোধন সন্তানের প্রাণে সুধা বর্ষণ করে। আশীর্বাদ উপলক্ষে বাড়ীতে বহু আত্মীয়-স্বজন এসেছে। তাদের দেখে সুরুচিদেবী বাড়ীতে রয়ে গেলেন দেখে লোপা এসে মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা তোমার কোন শাড়ী বার করবো। আর আমি কোনটা পরবো মা।' লোপার সুধামাখা মিষ্টি কথা শুনেও মার মন ভিজলো না। মার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে লোপা তার পছন্দমত শাড়ী ব্লাউজ বার করে মার জন্য রেখে দিল। উমা, কমলা এসে লোপাকে তাদের মনের মত করে সাজিয়ে দিল। লোপার স্নিগ্ধ শীতল মন-মোহিনী রূপ দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে লোপার দিকে তাকিয়ে ছিল। মেনকাদেবী প্রিয়নাথ বাবুকে নিয়ে যথা সময় আশীর্বাদে উপস্থিত হলেন। সুরুচিদেবী লোপার ণাবাণ শাড়ী ব্লাউজ পড়ে মেনকাদেবীর সাথে কথা বলছেন দেখে লোপার মনে আর আনন্দ ধরে না। লোপার মামীমা এবং মনতোষ বাবুর স্ত্রী শুভ্রা দিদিমার নির্দেশমত সব আচার পালন করছিলেন। গৌতম ও শঙ্কর উপস্থিত হয়ে সকলের ফটো তুলছিলেন। আশীর্বাদের লগ্ন উপস্থিত দেখে প্রথমে প্রিয়নাথ-বাবু, তারপর মেনকাদেবী, মামা প্রভৃতি সকলে একের পর এক লোপাকে আশীর্বাদ করলেন। দিদিমা এবং বড় মামা অনিমেশবাবু তার বোন সুরুচি-দেবীর হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন দেখে খুব খুশি হলেন। সদানন্দবাবুর মনে যে আশংকা ও ভয়ের মেঘ উঠেছিল, তা কেটে গেল। খুব আনন্দের মধ্যে আশীর্বাদ পর্ব শেষ হলো। বাড়ী ফেরার পূর্বে মেনকাদেবী লোপাকে বুকের কাছে এনে বললেন, তবে এবার চলি মা। কোন ভয় নেই। তুমি আমার বিপদ তারিণী মা।' বলে লোপা মা মেনকাদেবীকে প্রণাম করে তাকে এগিয়ে গাড়ীতে তুলে দিল।

মানুষ যে ভাব বা গুন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকেই বলা হয় মানুষের স্বভাব। এই জন্মগত স্বভাবের সাধারণত আমূলে পরিবর্ত্তন হয় না। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে ইহার পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। অজ্ঞানতা প্রভাবিত তপনের স্বভাব তার পিতা, পিসিমা, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের পীড়ার কারণ হয়েছিল, শৈশবে মাতৃহারা তপন পেয়েছিল সকলের ভালবাসা প্রীতি ও সহানুভুতি, পেয়েছিল সৎপথে চলার উপদেশ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইহারা তপনের জন্মগত স্বভাবকে প্রভাবিত করতে পারে নি। ফলে তাহার চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। এ কারণ সে হারিয়েছিল গুরুজনদের স্নেহ ও মমতা হারিয়েছিল বন্ধুদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আর ক্রমেই হয়ে উঠছিল উশৃংখল ও উদ্ধত। এমন কি কুবুদ্ধির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যেদিন সে তার বন্ধুদের নিকট লোপামুদ্রার অসাক্ষাতে লোপাকে তাহার গার্ল-ফ্রেন্ড রূপে পরিচয়

করতে চেয়েছিল, সে দিন থেকেই লোপামুদ্রা তাকে চিনেছিল এবং মনে প্রাণে তপনকে সে ঘৃণা করতো। লোপামুদ্রা ধ্রুবর সহিত আলাপ করতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করতো না, কিন্তু তপনকে সে ভয় করত, কারণ তপনের দৃষ্টি ও আচরণ তাহার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতো। লোপা বুঝেছিল যে তপনের সহিত অপ্রয়োজনীয় কথা বললে। তপন ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে কসুর করবো না এবং তাহার পরিনাম ভবিষ্যতে আদৌ শুভ হবে না। ইহা বিবেচনা করে লোপা তপনকে সর্বদা এড়িয়ে চলত। লোপা সম্বন্ধে তপনের যখন ভুল ভাঙলো, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। লোপা তখন তপনের অনেক দূরে চলে গেছে, তার নাগালের বাইরে। তারপর তপন যতই চেষ্টা করেছিল লোপার সান্নিধ্যে আসার, লোপা ততই দূরে সরে যেত। আর তপন হতাশ হয়ে ফিরে আসতো। ব্যর্থ প্রেমিক তপন হয়ে ওঠে আরও হিংস্র ও খল। তপনের খল প্রকৃতির স্বভাব লোপার পিতা সদানন্দবাবুর নিকট অজানা ছিল না। যদিও তপন একজন এন্‌জিনিয়ার ও ধনীর পুত্র ছিল তথাপি তিনি কোন দিন তপনকে প্রশ্রয় দেন নি। কিন্তু চতুর তপন আশ্রয় পেল লোপার মা সুরুচিদেবীর নিকট। তাহার সাহায্যে সে লোপার মন জয় করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতেও সফল হয়নি। কারণ লোপার মন ও প্রাণ অধিকার করে আছে ধ্রুব। হতাশা ও ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে সে তার পথের কাঁটা ধ্রুবকে সরিয়ে দেবার চেষ্টায় ব্রতী হলো। মা সুরুচিদেবীর আশ্বাস পেয়ে সে চেষ্টা করেছিল লোপাকে অপহরণ করতে। চেষ্টা করেছিল সদানন্দবাবুর মোটর দুর্ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করে লোপার মন জয় করতে, সে জাল ফেলেছিল ফেলেছিল ধ্রুবকে বিনাশ করার অভিপ্রায়ে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সফল হয় নি। অবশেষে লাল শিল্প গোষ্ঠির অন্যতম খল ও চতুর সদস্য রতনলালের শরণাপন্ন হোলো তার জীবনের কাঁটা ধ্রুবকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সাহায্যের জন্য। কারণ ধ্রুব লোপাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করবে, সে ইহা সহ্য করতে পারবে না।

এদিকে ধ্রুব বাড়ী ফিরে তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাত করে দিন কাটিয়ে প্রবীরকে নিয়ে ধ্রুব একদিন সাক্ষাত করে এল তার গুরুজীর সহিত। তারপর তার পিতৃতুল্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করে বাড়ী ফিরল। সব দেখা সাক্ষাতের পালা শেষ করে এক-দিন সদানন্দ শিল্প সংস্থার অফিসে গেল। ধ্রুবকে দেখে কোম্পানির সব শ্রেণীর কর্মচারিরা তাহাকে স্বাগত জানল। প্রধান কর্মকর্তা মনতোষবাবু ধ্রুবকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানাল। ধ্রুব এখানে ম্যানেজিং ডিরেকটরের পদ গ্রহণ করবে শুনে সকলেই খুশি। সদানন্দবাবু এতদিন ধরে যার প্রতিক্ষায়

ছিলেন, তাহা পূরণ হলো। তিনি গভীর কৃতজ্ঞচিত্তে পরমেশ্বরকে প্রণাম করলেন। সদানন্দবাবু ধ্রুবকে বাড়ী যাওয়ার অনুরোধ করলে বিনয়ের সহিত ধ্রুব সদানন্দবাবুকে জানালেন, যে তার যাওয়ার সময় হবে না। সদানন্দবাবু বাড়ী ফিরে সুরুচিদেবীকে বললেন, 'ধ্রুব আজ অফিসে এসেছিল, সে আমাদের প্রতিষ্ঠানে এম, ডি পদে যোগদান করবে।' বাবার কথা শুনে লোপার মনে আনন্দ আর ধরে না। কিছু প্রকাশ না করে চুপ করে ছিল। সুরুচিদেবীও একথা শুনে চুপ করে ছিল। 'আমি তাকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু জরুরী কাজের জন্য আসতে পারল না।' বললেন সদানন্দবাবু, 'আমি আশাও করিনি যে ধ্রুবর মত একজন প্রতিভাবান এনজিনিয়ার বড় বড় শিল্প সংসার চাকুরির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এরূপ একটি ছোট শিল্পোদ্যোগে যোগ দেবে। ইহাই তাহার মহানুভবতা ও মহত্তের পরিচয়। আমেরিকা থেকে গাড়ী এলেই ধ্রুব এখানে কাজে যোগ দিবে। আমার পরবর্ত্তী কাজ, ওদের শুভ কাজ সম্পন্ন করতে পারলেই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। ইতিমধ্যে সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়নের জন্য সরকারের সহিত একযোগে কাজ করার উদ্দেশ্যে অনেক প্রকল্প তৈরি করেছে। দেশের ও সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনকল্পে কোন এলাকা কোন সম্পদে সমৃদ্ধ তাহা প্রথমে চিহ্নিত করা হবে। তারপর উক্ত এলাকাতে ঐ সম্পদভিত্তিক ছোট ছোট শিল্প কারখানা স্হাপন করে ঐ এলাকার গ্রামবাসিদের কারখানা পরিচালন ও শিল্পোৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারপর শিল্পকারখানার সব দায়িত্ব ঐ সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্তে গ্রামবাসীদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। এই পদ্ধতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত করে গ্রামের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন, সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বেকার সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে গ্রামের কুটির শিল্প ও হস্ত শিল্পের প্রসার ঘটানর জন্য কর্মক্ষম পুরুষ ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের উপর কুটির শিল্প ও হস্ত-শিল্পের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হবে। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে দেশের উন্নতি সাধনে তাদের নিজ নিজ ভূমিকা এবং তাদের সেরূপ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে চলবে সদানন্দ শিল্পসংস্হার প্রসার। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রচনা করা হয়েছে। শীঘ্রই এই প্রকল্পগুলি সরকারের অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট উপস্হাপিত করা হবে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে শ্রমিক কর্মচারিদের জন্য আবাস ও চিকিৎসা ব্যবস্হা অন্যতম। পাঁচ বছর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত কাজ করে তার ইচ্ছা সে গবেষণা কাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে যোগ

দেবে। বাবার কথা শেষ হলে লোপা বলে ওঠে, এত কঠিন প্রকল্প গ্রহণ ও তাদের রূপায়ণ কি খুব সহজ কাজ বলে তুমি মনে কর বাবা? লোপার কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন, 'ধ্রুব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারি ও দৈবশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ও এক অদম্য শক্তি সম্পন্ন ও সত্যাশ্রয়ি পুরুষ। 'ওর পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ নয় মা।' বলে সদানন্দবাবু চুপ করলেন। বাবার কথা শুনে স্বর্গিয় আনন্দে লোপার মন প্রাণ ভরে গেল। তারপর দিন বাবা অফিসে চলে গেলে এবং মা বেরিয়ে গেলে লোপা মা মেনকা দেবীকে ফোন করলো। ফোন ধরলো ধ্রুব। 'মাকে ফোন দাও' লোপা ধ্রুবকে বলল। লোপা ফোনে মাকে ডেকে বলল, 'মা, গাড়ী এলে আমরা সকলে মিলে মায়ের বাড়ী গিয়ে পুজা দিয়ে আসবো। তুমি আমার জন্য কোন চিন্তা কোরো না মা। আমি ভাল আছি. বেশ আমি ধ্রুবকে তাই বলে রাখবো। খুব সাবধানে থাকবে। বলে ফোন ছেড়ে দিলেন মেনকাদেবী। তার পরদিন দৈনিক কাগজে ধ্রুবর সদানন্দ শিল্পোদ্যোগে যোগদান ও তার ভবিষ্যত কর্ম-সূচী প্রকাশিত হলো। এ খবর বেরোবার পর চারিদিকে অপপ্রচার শুরু হল যে ধ্রুব লোপার জন্য সদানন্দ শিল্প সংস্থার মত ছোট শিল্প সংস্থায় যোগ দিল। দৈনিক কাগজের খবর পড়ে ধনেশবাবু এবং লাল শিল্প গোষ্ঠির কর্মকর্তারা বিশেষ চিন্তিত হলো। ধনেশবাবু ও রতনলালজী গোপনে অনেক আলোচনা করলো কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা রচনা করতে পারলো না। মোটর দুর্ঘটনার মামলায় গাড়ী চালকের অসতর্কভাবে গাড়ী চালানোর অপরাধে দুমাস কারাদণ্ড হয়ে যাওয়ার পর থেকে রতনলালজী ও ধনেশবাবু পুলিশের কড়া নজরে আছে। তার উপর সদানন্দবাবু পুলিশ প্রহরাধীন। এমতাবস্থায় রতনলালজী কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে চায়নি।

সরকারি সাহায্যপুষ্ট ও সদানন্দবাবুর দক্ষ পরিচালনার কারণ সদানন্দ শিল্প সংস্থার কোন ক্ষতি সাধন করতে ধনেশবাবু এবং তার সহযোগিরা সক্ষম হয় নি। ধ্রুব সদানন্দ সংস্থায় যোগ দিলে কোম্পানি যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং ইহার শ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এসব চিন্তা করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য ধনেশবাবু একদিন রতনলালজীর সহিত গোপনে মিলিত হলো। ঐ আলোচনা সভায় তপনও উপস্থিত ছিল। বিস্তারিত আলোচনা শেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলো, যে কোন উপায় হোক ধ্রুবর বা সদানন্দবাবুর শারিরীক ক্ষতি করে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। ইহাতে যদি তাহার জীবন হানি করার প্রয়োজন হয় তাতেও কোন আপত্তি নাই। তপন ও ধনেশবাবু এরূপ পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করার পুরা দায়িত্ব রতনলালের উপর ন্যাস্ত করলো। রতনলালের উপর দায়িত্ব

দিয়ে ধনেশবাবু ও তপনকুমার বাড়ী ফিরে গেল। রতনলালজী তার অনুগত একজন কর্মচারিকে মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ধ্রুবকে আহত বা নিহত করার পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করার অভিপ্রায় নিযুক্ত করল। রতনলাল এই আততায়িকে দেশের উত্তর ভাগ থেকে সংগ্রহ করেছিল। এই আততায়ি ধ্রুবর সম্বন্ধে পূর্বেই অনেক প্রশংসা শুনেছিল। এরূপ একজন সজ্জন নিরপরাধ প্রতিভাশালী ব্যক্তির ক্ষতি করতে সে মোটেই আগ্রহি ছিল না। কিন্তু সে যার নুন খেয়ে বেঁচে আছে তার আজ্ঞা পালন করা তার ধর্ম ও নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করিত। এ কারণ সে কাজে নেমে গেল। রতনলালজী তাকে খুব সাবধানে ও সতর্কতার সহিত কার্যোদ্ধার করতে বলল। তারপর থেকে আততায়ী মাঝে মাঝে টেক্সি অনুসরণ করে যেত, কিন্তু সে কোন সুযোগ পাচ্ছিল না। সে লক্ষ্য কচ্ছিল যে একখানা পুলিশ গাড়ী ধ্রুবর টেক্সি অনুসরণ করে চলত। তার উপর জনবহুল রাস্তায়। গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে তার পক্ষে অন্য কোন উপায় গ্রহণ করাও সম্ভব হচ্ছিল না। সুতরাং সে তার অসুবিধার কথা রতনলালজীকে জানালে রতনলালজী কোন কথা না বলে চুপ করে অন্য কোন উপায়ের কথা চিন্তা কচ্ছিল। অবশেষে সে আর একজন আততায়িকে নিযুক্ত করলো। ইতিমধ্যে ধ্রুবর গাড়ী এসে গেল। গাড়ীর ডেলিভারি আনার পরদিন লোপাকে নিয়ে সকলে মার বাড়ী পূজো দিয়ে এল। মার প্রসাদ নিয়ে লোপা বাড়ী ফিরে আইমার সাথে কথা বলছে এমন সময় দরজায় করাঘাত শুনে লোপা আইমাকে পাঠিয়ে দিল। আইমা দরজা খুলে দেখে তপনকুমার দাঁড়িয়ে আছে। আইমা গিয়ে সুরুচিদেবীকে খবর দিল। সুরুচিদেবী বেড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি খবর, এই অসময়ে তোমার আসার কারণ কি।' সুরুচিদেবীর এরূপ প্রশ্নের জন্য তপন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নিজেকে সামলে নিয়ে তপন বলল, 'কোম্পানির প্রতিষ্ঠা দিবস আগতপ্রায়। তার কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য আলাপ করতে এলাম। গতবারের চেয়ে এবার আরও ধুমধামের সহিত প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করার ইচ্ছা। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? তপনের কথা শুনে সুরুচিদেবী বললেন, এ বিষয়ে আমার আলাদা অভিমত কি থাকতে পারে? চেয়ারম্যান যেমন চাইবেন তেমনটিই হবে। তুমি বরং তার সাথে আলাপ কর। আচ্ছা তোমার কাছ থেকে একটা কথা জানতে চাই। তোমার কি সোমা নামে কোন তরুণীর সহিত আলাপ পরিচয় আছে? এম, এ, পাশ করে সে এক বছর যাবৎ একটি গার্লস্ স্কুলে শিক্ষিকার কাজ কচ্ছে। 'প্রশ্ন শুনে তপনের মাথা ঘুরে গেল। কি উত্তর দেবে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিল না। এখানে মিথ্যা বলে সত্যকে চাপা দেওয়ার কোন চেষ্টা না করে তপন উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, একদিন তার সাথে পরিচয়

ছিল। বলে তপন চুপ করে গেল। তপনের উত্তর শুনে সুরুচিদেবী বললেন, এখন আর তাহার সহিত তোমার কোন যোগাযোগ নাই। আমি জানতে আগ্রহি কারণ সে আমার একজন নিকট আত্মিয়ার কন্যা। আমরা সকলে তাকে ভাল মেযেই বলে জানতাম' উত্তরে তপন জানাল, না অনেকদিন তার সাথে কোন যোগাযোগ নাই। 'সুরুচিদেবী সদানন্দ বাবুকে দেখে আর কোন প্রশ্ন করলো না। তপনকে দেখে সদানন্দ বাবু বলে উঠলেন. কি খবর। হঠাৎ এ সময় তোমার আসার কারণ? তপন উত্তর দিলো. এসেছিলাম এবারকার প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলাপ করতে। উদ্দেশ্য শুনে সদানন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হবে। তবে এবার প্রধান কর্মকর্তা ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্বে আছেন। যদি তুমি প্রয়োজন মনে কর তার সাথে এ বিষয় আলাপ করতে পার। সদানন্দবাবুর কথা শুনে তপন আর কোন উৎসাহ না প্রকাশ করে সুরুচিদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর সে রতনলালজীকে ফোন করে সব বিষয়টি জানিয়েদিল, কারণ রতনলালের ইচ্ছানুসারে তপন খোঁজ নিতে এসেছিল। তপনের এরূপ আগ্রহ দেখে সদানন্দবাবু বিস্মিত হলেন এবং সন্দেহ করলেন যে এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে।

ধ্রুব সকলকে নিয়ে মার পুজা দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে লোপাকে নামিয়ে দিয়ে সোনাদি ও ছোড়দিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে শুনলো একটি কোম্পানির কয়েকজন প্রতিনিধি তার সহিত দেখা করতে এসেছিল। পুনরায় তারা আসবে কিনা, সে বিষয় তারা কিছু বলে যায় নি। কাজে যোগ দেওয়ার দুদিন আগে লোপা ফোন ক'রলে ধ্রুব ফোন ধরলো। তুমি কবে যোগ দেবে বলে ঠিক করেছ। ধ্রুব যোগ দেওয়ার তারিখ জানালে লোপা ধ্রুবকে বলল, "যদি সম্ভব হয় তবে বাড়ী ফেরার পথে বাবার সাথে এখানে একবার আসার চেষ্টা ক'রো।" বলে লোপা মাকে ফোন দিতে বলল। মা ফোন ধ'রলে লোপা বলল, "মা ওর কাজে যোগ দেওয়ার আগের দিন আমরা সকলে মিলে বেড়াতে যাব। তুমি সোনাদি ও ছোড়দিকে বলে সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখো মা।" "ঠিক আছে আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে রাখবো।" বলে মেনকা-দেবী ফোন ছেড়ে দিলেন। তারপর দিন লোপা সোনাদির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় তপনকুমার গাড়ী থেকে নেমে লোপার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো, কার জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন? তপনের কথা শুনে লোপা বলল, ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়ে আছি। "চলুন আমার গাড়ীতে" তপনের কথা শুনে লোপা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিল, না, আমি একাই যাব। বলে লোপা হেঁটে চললে, কাছেই একটি রিক্সা দেখে তাড়াতাড়ি তাতে উঠে সোনাদির

বাড়ীর দিকে চলল। হতাশ মনে তপন নিজের কাজে চলে গেল। কিছুদূর গিয়ে লোপা পিছন ফিরে দেখে তপন তাকে অনুসরণ করছে কিনা। তারপর রিক্সাকে বিদায় দিয়ে একা ট্রামে করে সোনাদির বাড়ী গেল। এদিকে লোপাকে নির্দিষ্ট স্থানে না দেখে উমা কিছু সময় অপেক্ষা করে বাড়ী চলে গেল। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। উমা কি করবে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিল না। সে গিয়েই মাকে ও ধ্রুবকে ফোন করে ঘটনা জানিয়ে দিল। জানিয়ে দিল শঙ্কর ও গৌতমকে। সকলে দ্রুত উমাদের বাড়ীর দিকে রওনা দিল। ধ্রুব মাকে নিয়ে সোনাদির বাড়ীর দিকে রওনা দিল। লোপা অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সোনাদির বাড়ী পেঁছাল। লোপাকে দেখে উমার মন ও প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। লোপাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কি রে, কি হয়েছিল তোর। তোকে না দেখে অনেক সময় অপেক্ষা করে আমি বাড়ী ফিরে সকলকে ফোনে খবর দিয়েছি", বলতে বলতে উমার চোখে জল এল। সোনাদির এরূপ অবস্থা দেখে লোপা একটু বিশ্রাম করে ভয় বিহবল চিত্তে সব ঘটনা যখন সোনাদির কাছে বলছিল, এমন সময় উদ্‌ভ্রান্তের মত মেনকাদেবী ধ্রুবকে নিয়ে ঘরে ঢুকে লোপাকে দেখে তার মন প্রাণ জুড়াল এবং তার মনের আতংক ও ভয় দূর হ'লো। তিনি লোপাকে কাছে বসিয়ে লোপার কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে তার অস্থির মন শান্ত হ'লো। তারপর শংকর ও গৌতম খবর পেয়ে চলে এল। লোপাকে দেখে সকলের দুশ্চিন্তা দূর হ'লো এবং তারা যে একটি সমূহ বিপদ থেকে ঠাকুরের কৃপায় রক্ষা পেয়েছে, তার জন্য পরমেশ্বরকে প্রণাম জানাল। তারপর সকলকে নিয়ে ধ্রুব বেরিয়ে পড়ল। গৌতম তার গাড়ী নিয়ে ধ্রুবর পেছনে যাচ্ছিল। প্রায় দশ বার মিনিট চলার পর গৌতমের পেছনে একখানা প্রাইভেট গাড়ী চলছিল। সে গাড়ীখানি গৌতমকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কচ্ছিল কিন্তু ধ্রুবর গাড়ী সামনে ছিল বলে গৌতম তাকে কোনরূপে সাহায্য করতে পাচ্ছিল না। ট্রাফিক সিগনালের কাছে এসে ধ্রুবর গাড়ী বেরিয়ে গেল কিন্তু গৌতমের গাড়ী আটকে পড়ল। ধ্রুব ওধারে গিয়ে গৌতমের জন্য ধীরে ধীরে গাড়ী চালাচ্ছিল। ট্রাফিক সিগনালের সুযোগ নিয়ে আততায়ী দ্রুত গাড়ী চালিয়ে গৌতমকে ছাড়িয়ে ধ্রুবর পিছু নিল। গাড়ীতে সবই মহিলা যাত্রী দেখে আততায়ী গাড়ী ফিরিয়ে চলে গেল। এর পর মাঝে মাঝে ধ্রুবর গাড়ী আততায়ীরা অনুসরণ করতো। কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ধ্রুবকে আহত করার সুযোগ পেতনা বলে এ উপায় তারা পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা রতনলালজীকে জানাল যে ধ্রুব সুরক্ষিত থাকে। সুতরাং এরূপ জনবহুল রাস্তায় সুরক্ষিত ধ্রুবকে আঘাত করে তার কোন ক্ষতি সাধন করার চেয়ে নিজেদের বিপদের আশঙ্কাই বেশী

বলে তারা মনে করে। সুতরাং তারা এরূপ পরিস্থিতিতে কোনরকম বিপদের ঝুঁকি না নিতে তারা রতনলালকে পরামর্শ দিল। রতনলাল ওদের পরামর্শ শুনে অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলল। অস্ত্রাঘাতে ধ্রুবকে আহত করার অভিপ্রায়ে একটি ছুটির দিন ধ্রুবের বাড়ী গেল। সৌভাগ্যবশতঃ ধ্রুব তখন বাড়ী ছিল না। মা মেনকাদেবী দরজা খুলে ওদের পরিচয় জানতে চাইলে, কোন উত্তর না দিয়েই তারা চলে গেল। মেনকাদেবীর মনে সন্দেহ হ'লো। ধ্রুব বাড়ী ফিরলে মেনকাদেবী ধ্রুবকে সব ঘটনা বলল। মার কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে সে তার বন্ধু কমিশনারকে ঘটনাটি ফোন করে জানিয়ে দিল। তারপর থেকে ধ্রুবের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোলো। এ চেষ্টাও ব্যর্থ হ'লো দেখে রতনলাল প্রতিষ্ঠা দিবসের অপেক্ষায় রইল। সে তার অনুগত ও বিশ্বস্ত কণ্ট্রাক্টরকে ডেকে সদানন্দ শিল্প সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ডেকরেশনের কনট্রাক্ট পাওয়ার জন্য বাজার অপেক্ষা কম দরে টেণ্ডার দাখিল করতে বলল। তিনি বাজার দর অপেক্ষা কম কোটেশন দিয়ে টেণ্ডার জমা দিল। যদি তারা কণ্ট্রাক্ট পায় তবে তাদের যে লোকসান হবে, তাহা রতনলাল পুরোপুরি পূরণ করে দেবে কণ্ট্রাক্টরকে এরূপ আশ্বাস দিল। এদিকে এঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন ধ্রুবকে সম্বর্ধনার আয়োজন করলো। রতনলাল এখানে ডেকরেশনের কাজটাও তার একজন অনুগত কণ্ট্রাক্টরের জন্য চেষ্টা করেছিল। এসোসিয়েসনের সম্পাদক ছিলেন একজন সৎ ও সকলের আস্থাভাজন এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এ কারণ রতনলাল তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে সাহস পেল না। সুতরাং তার অনুগত ঠিকাদার কাজটি পেল না। সদানন্দবাবু, অশোকবাবু প্রভৃতি প্রবীণ এঞ্জিনিয়ারগণ অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন। সকলেই ধ্রুবের অনবদ্য সাফল্যের প্রশংসা করলেন। একজন শিল্পপতি এঞ্জিনিয়ার ধ্রুবের পারিবারিক খবর নিয়ে জানতে পারলেন, ধ্রুবের এখনও বিয়ে হয়নি। এ খবর পেয়ে তিনি অশোকবাবুকে এসে বললেন. যে তার একটি বিবাহযোগ্য সুন্দরী কন্যা আছে। সে এম. এ. পড়ছে এবং একজন সুগায়িকা। যদি অশোকবাবু ধ্রুবের সাথে তার কন্যার প্রস্তাব ক'রে দেন, তবে তিনি অশোকবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। অশোকবাবু শুনে তাকে জানালেন যে সদানন্দবাবুর মেয়ের সহিত ধ্রুবের সম্বন্ধ স্থির হয়ে আছে। শীঘ্রই শুভকার্য সম্পন্ন হবে। অশোকবাবুর কথা শুনে ভদ্রলোক বিষণ্ণ চিত্তে চলে গেলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে ধ্রুব সদানন্দবাবু ও অশোকবাবুর সাথে বাড়ী ফিরলো। তারপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ধ্রুবকে সম্বর্ধনা জানান হ'লো। স্কুল থেকে ধ্রুবকে সম্বর্ধনা জানাল। অশোক একদিন তাদের ক্লাবের সম্পাদককে নিয়ে ধ্রুবদের বাড়ী এসে ধ্রুবকে তাদের

সম্বর্ধনার তারিখ জানিয়ে গেল। তারপর সম্পাদক অশোকের বাড়ী এল সদানন্দবাবুকে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানাতে, আর লোপাকে আমন্ত্রণ ক'রলো সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতে। লোপা সেই সঙ্গে উমা এবং কমলার সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে, তারাও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করবে জানিয়ে সম্পাদক খুশী হয়ে ওদের নাম অনুষ্ঠানসূচীতে লিপিবদ্ধ করে নিলেন। সম্পাদক জানতো না যে ধ্রুবর সহিত লোপার সম্বন্ধ স্থির হয়ে আছে। তাই লোপার জন্য একটি সুপাত্রর খবর সদানন্দ-বাবুকে বললে, সদানন্দবাবু হাসতে হাসতে ওকে জানাল যে লোপার সম্বন্ধ স্থির হয়ে আছে। শুনে সম্পাদক খুশি হয়ে জানতে চাইল, কোথায় এবং পাত্র কি করে। সম্পাদকের কথা শুনে সদানন্দবাবু তাকে জানালেন যে ধ্রুবর সহিত লোপার সম্বন্ধ পাকা হ'য়ে আছে। শুনে অমিতকুমার খুব খুশি হ'লো। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে লোপা ফোন করে উমা এবং কমলাকে অশোকদের ক্লাবে সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার কথা জানিয়ে দিল। সদানন্দবাবু লোপাকে নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার একটু আগেই গিয়ে আসরে উপস্থিত হলেন। আর ধ্রুব সোনাদি, ছোড়দিকে নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এল। ওরা ব্যতীত আরও কয়েকজন সঙ্গীত শিল্পী আসরে উপস্থিত ছিল। ধ্রুব যেখানে বসেছিল সেখানে হঠাৎ হৈ চৈ ও সোরগোল দেখে সকলে মিলে গণ্ডগোল থামিয়ে দিল। কি কারণ কেউ জানে না। সবই আশ্চর্য। লোপা ভিত ও শংকিত চিত্তে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে ছিল। তপনের কাছ থেকে দূরে থাকার সাংবাদিকের সতর্কবাণী সদা তার মনে পড়ত। বাড়ী ফিরে সে ঠিক ক'রলো, একদিন ধ্রুবর সহিত মিলিত হয়ে সে তার মনের ভয় ও উদ্বেগ জানিয়ে ধ্রুবকে সতর্ক করে দেবে। এরূপ স্থির করে সে মাকে টেলিফোন করলো। ধ্রুব ফোন ধ'রলো। লোপা তাকে বলল, "আমি লোপা বলছি। কয়েকটি জরুরী কথা বলার জন্য তোমার সাথে দেখা করা প্রয়োজন। কালকে তুমি মায়ের মন্দিরের সামনে এসো। আমি ওখানে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবো। কখন আসতে পারবে।" শুনে ধ্রুব বলল, "আমি তিনটের সময় যাব।" তারপর দিন তিনটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে ধ্রুব লোপাকে নিয়ে একটি পার্কে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলো। লোপা ধ্রুবকে বলল, "আমার সারা জীবন ভয় আর আতঙ্কের মধ্যে কাটাব।" শুনে "হঠাৎ তোমার এরকম ধারণা কেন হ'লো?" জানতে চাইল ধ্রুব। সেই সাংবাদিকের কথা সদা আমার কানে বাজছে। বল আমি তোমাকে এভাবে ছেড়ে কেমন ক'রে শান্তিতে কাটাই। ঘরে বাইরে সদা ভয় ও আতঙ্ক নিয়ে আমাকে থাকতে হয়। সেদিন দুজন লোক বাড়ীতে তোমার খোঁজে গিয়েছিল,

কি উদ্দেশ্য কেউ জানে না। ঐ খবর শোনার পর থেকে আমি কোনক্রমেই মনকে স্থির রাখতে পাচ্ছি না। এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার ভয় হয়। বলে লোপা অসহায়ের মত ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে থাকে। লোপাকে সান্ত্বনা দিয়ে ধ্রুব বলে, "দেখ, তোমার আমার নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও যদি কোন অঘটন ঘটে, তাহা রোধ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। যাহা হবার তাহা হবেই। এ নিয়ে শুধু শুধু চিন্তা ক'রোনা। তুমি দুর্বল হলে আমিও দুর্বল হয়ে পড়ব। তুমি আমার শক্তির উৎস। কি হবে আর কি হবে না, এ প্রশ্নের উত্তর কেউ কোনদিন দিতে পারে না লোপা। সুতরাং এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না। ভাগ্যকে নিয়তির উপর ছেড়ে দিয়ে, এস আমরা আমাদের কর্তব্য কর্ম করে যাই। তবেই মনে ফিরে আসবে সুখ ও শান্তি।" বলে ধ্রুব লোপার চোখের জল মুছিয়ে, মুখখানি তুলে ধরে বলল, "এবার একটু হাস লোপা।" লোপার মিষ্টি হাসি দেখে ধ্রুব লোপাকে বলল, "অফিসের দিন কাজ ফেলে আমার আসা উচিৎ নয়। অন্য কোন সময় ঠিক করে আমাকে জানাব।" উত্তরে লোপা ধ্রুবকে বলল, "তুমি আগামী ছুটির দিন মাকে চারটের সময় মন্দিরের পাশে নিয়া আসবে, আমি তোমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবো।" শুনে ধ্রুব বলল, না তাহা হয় না, তুমি বরং সোনাদির বাড়ীতে থেকো। আমি মাকে নিয়ে তোমাদের সাথে বেরোবো।" "বেশ তাই হবে। আমি মাকে ও সোনাদিকে বলে রাখব" জানাল লোপা। দেখ প্রতিষ্ঠা দিবস আসছে, মনে হলেই আমার ভয় হয়। ফাংশনের দিন আমার চোখের আড়াল হবে না। কি জানি এক অজানা আশঙ্কায় আমার মন অস্থির। কেবল মনে পড়ে পিছনে রেখে আসা সেই মধুর দিনগুলির কথা। কি শান্তিতেই কাটিয়েছি সেই দিনগুলি। জীবনে আর কি সেরকম দিন ফিরে আসবে।" ধ্রুব বললে, "আসবে তার চেয়েও বেশী সুন্দর ও মধুময় দিন লোপা। অধীর হ'য়ো না। অন্ধকার সরে গিয়ে পুনরায় আলো আসবে তোমার জীবনে।" ধ্রুবর কথা শুনে লোপা আবেগে বললে, "সত্যিই তুমি কি সুন্দর! এক মুহূর্তের জন্যও তুমি আমাকে দূরে রেখো না।" শুনে ধ্রুব বলল, "তুমি দূরে থাকলে আমার জীবনও যে শূন্য ও অন্ধকার হ'য়ে যাবে লোপা! শিব সতীকে হারিয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন তুমিও আমার চোখের আড়াল হ'লে আমি সেরূপ শক্তিহীন হয়ে পড়বো লোপা।" ধ্রুবর কথা শুনে লোপা মনের আবেগে বলল, "তুমি আমার চিরদিনের চিরনূতন ও চিরসুন্দর। তোমাকে দেওয়ার মত আমার কিছুই নাই। তুমিই আমার জীবনে একমাত্র সত্য ও শাশ্বত পুরুষ। তোমা বিনে আমি কিছুই জানি না। তোমার নাম

আমি আমার সারা অঙ্গে ধারণ করে আছি।" বলে লোপা ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে থাকে। ধ্রুব লোপার মুখখানি দুহাতে তুলে চোখের জল মুছিয়ে বলল, "তুমি আমার হৃদয় আকাশে মেঘমুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ। তুমি সুন্দর ও অনুপম।" তারপর লোপা তার নিজের হাতে করে আনা টিফিন দুজনে খেয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো। লোপাকে নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দিয়ে ধ্রুব বাড়ী গেল। লোপা বাড়ী ফিরে দেখে যে বাবা তপনের সাথে প্রতিষ্ঠা দিবস নিয়ে আলাপ করছেন। "বাবা তুমি কখন ফিরলে" বলে লোপা নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর সঙ্কুকে জিজ্ঞেস করিল, তার বাবা মা কেমন আছেন। "ভাল আছেন দিদিমণি" সন্তু জানাল। তারপর বাবা এবং তপনের জন্য চা জলখাবার এনে দিল লোপা। তপনের এই প্রথম লোপার হাতের চা খাওয়ার সৌভাগ্য হ'লো। লোপা বাবাকে বলতে শুনেছে, দেখ মণ্ড সজ্জার ঠিকাদারী যাকে দেওয়া হবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রধান কর্মকর্তার উপর। তুমি বরং তার সাথে আলাপ কর যদি তুমি যথার্থই উৎসাহী হও।" বলে সদানন্দবাবু চুপ করে গেল। তপন কোন সুবিধা আদায় করতে না পেরে অগত্যা বাড়ী ফিরে গেল। মঞ্চসজ্জার ঠিকাদারী পাওয়ার জন্য রতনলালজীর আদেশানুসারে তার তিনজন ঠিকাদার আবেদন করেছিল। রতনলালজীর অনুরোধে তপন সদানন্দবাবুর কাছে গিয়েছিল ওদের একজনকে সজ্জার ঠিকাদারির কাজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে। কিন্তু সে কাজে তপন সফল হ'লো না। ইহাতে রতনলালজী তপনের উপর তার আস্থা হারিয়ে ফেলল। এদিকে তপন চলে যাওয়ার পর সদানন্দবাবু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ইহা ভেবে যে তপন কেন মঞ্চ সজ্জার কাজ রতনলালজীর ঠিকাদারকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য এত উদ্‌গ্রীব। নিশ্চয় এর পেছনে কোন অসদুদ্দেশ্য আছে। তপন এ বাড়ীতে আসার পর থেকেই কোন না কোন অশান্তি লেগেই আছে। তপন জোঁকের মত লেগে আছে। জীবনে কোনদিন তপনের হাত থেকে রেহাই পাবে না। এর ফলে সারাজীবন তাকে অপমানসূচক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই সব চিন্তা করে সদানন্দবাবু হতাশ হয়ে পড়েন। হঠাৎ লোপার ডাকে তার মনের ঘোর কেটে গেল। "বাবা এবার তোমরা কোন কোন শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানাবে? লোপার কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "সব দায়িত্ব এখন সন্তোষের উপর। তুমি ওর কাছ থেকে সব জেনে নিও। আমি এবার কিছুই দেখছি না।" বলে সদানন্দবাবু চুপ করলেন।

ধনেশবাবু সদানন্দ সংস্থার কোনরূপ ক্ষতি সাধন ক'রতে না পেরে সে সাহায্যের জন্য রতনলালজীর দ্বারস্থ হ'লো। রতনলালজী ধনেশবাবুকে

একটি তারিখ জানিয়ে ঐদিন আসতে বলল। ধনেশবাবুর সদানন্দবিরোধী মনোভাবের প্রথম কারণ হোলো যৌবনে সুরুচিদেবীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় পাকাই হয়েছিল। এমন সময় একদিন সদানন্দবাবু এসে আসরে উপস্থিত হোলেন। সুরুচিদেবীর মা সদানন্দকে সুরুচির যোগ্য পাত্ররূপে মনোনিত করে তার সহিত সুরুচির বিয়ে দিল। আর দ্বিতীয় কারণ হ'লো, সদানন্দ কারখানা যে স্থানে গড়ে উঠেছে, সরকার ঐ জায়গাটি আইনসাফিক সদানন্দবাবুকে লিজ দিল। কিন্তু ধনেশবাবুর ধারণা, যে সদানন্দবাবু তাকে ঠকিয়ে সরকারের কাছ থেকে জায়গাটি লিজ নিয়েছিল। তৃতীয় কারণ হ'লো, ধনেশবাবু মনে করে যে সদানন্দবাবু বিনা অপরাধে তার দেওয়া প্রধান কর্মকর্তাকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। এসব কারণেই ধনেশবাবু তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় সংকল্প। খলের ছলের অভাব হয় না। তাই প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ধনেশবাবু অনন্যোপায় হ'য়ে অবশেষে রতনলালজীর মত একজন অসৎ ও দুরাচারের শরণ নিতে সংকোচ করিল না। রতনলালজীর অনুগত ঠিকাদারদের কোটেশন খুব কম হওয়ার কারণ সনতোষবাবু সন্দেহবশতঃ চেয়ারম্যান সদানন্দবাবু ও ধ্রুবর সহিত বিস্তারিত আলোচনা করে ওদের কোটেশন গ্রাহ্য না করে তাদের নিজ কোম্পানীর ঠিকাদারকে মঞ্চ সজ্জার ভার দিলেন। ইহা জানিতে পেয়ে রতনলালজী ধনেশবাবু ও তপনকে ডাকিয়ে একদিন গোপন বৈঠকে মিলিত হলো। ধ্রুব একদিকে লাল শিল্পগোষ্ঠীর উন্নতির একমাত্র অন্তরায় এবং সদানন্দ শিল্প সংস্থার প্রধান সহায়, আবার অন্যদিকে তপনের জীবন পথের প্রধান কাঁটা। সুতরাং তিনজনে একবাক্যে ধ্রুবকে পৃথিবী থেকে যেভাবেই হোক সরিয়ে দিতে মত প্রকাশ করিল। এই সিদ্ধান্ত কাজে রূপায়িত করার জন্য পরে তারা একদিন মিলিত হয়ে কার্যক্রম স্থির করবে বলে স্থির করিল। প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের কয়েকদিন আগে তিনজনে একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হলো। রতনলালজী প্রস্তাব করল যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ধ্রুবকে ছুরিকাঘাতে ঘায়েল বা নিহত করা হবে। এ কাজের জন্য ভাড়া করা পাঁচজন দক্ষ দুর্বৃত্ত নিযুক্ত করা হবে। বোমা বা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করলে নিরীহ লোক মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। দুজন দুর্বৃত্ত ছদ্মবেশে সজ্জিত থাকবে। বাকি তিনজনা সাদা পোষাকে থাকবে। সদানন্দ সংস্থার যে কিস্তু কর্মচারী থাকবে সকলের অগোচরে দুজন দুর্বৃত্তকে ছদ্মবেশ পোষাক পরিধান করিতে সাহায্য করিতে পারিবে। অগ্নিকাণ্ডের পূর্ব মুহূর্তে তপনকুমার ঐ পাঁচজন দুর্বৃত্তের নিকট ধ্রুবকে সনাক্ত করবে। তারপর ছদ্মবেশী দুর্বৃত্তেরা সুযোগ বুঝে ছুরিকাঘাতে ধ্রুবকে ঘায়েল

করবে। রতনলালের এরূপ প্রস্তাবে ধনেশবাবু ও তপনকুমার উভয়ে সম্মতি জানাল। গতবার তপন সদানন্দ সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং সদানন্দ সংস্থার একজন বিশ্বস্ত কর্মী সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো তপনকুমারকে। আর পাঁচজন দুর্বৃত্তের ভার ন্যস্ত হলো রতনলালজী ও ধনেশবাবুর উপর। এভাবে আলোচনা শেষ করে পুনরায় অনুষ্ঠানের দিন সকালে এসে সকলে মিলিত হবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করে সকলে বাড়ী চলে গেল। সেদিনই রতনলালজী পাঁচজন দুর্বৃত্তের অনুসন্ধানে স্বদেশের দিকে রওনা হলো। দেশে গিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলো। সব শুনে তারা মন্তব্য করলো যে কাজ খুব শক্ত। যাহা হউক পাঁচজনার জন্য পাঁচ লাখ টাকা অগ্রিম দিয়ে তাদের নিয়ে রতনলাল বাড়ী ফিরল। ঐ পাঁচজনকে লাল শিল্প গোষ্ঠীর তিনটি হোটেলে থাকতে দিল। সে অনুষ্ঠানের দিন সকালে তাদের সহিত সাক্ষাত করবে বলে চলে গেল। তারপর ধনেশবাবুর সহিত সাক্ষাত করে রতনলালজী তাহাকে অনুষ্ঠানের দিন সকালে দুর্বৃত্ত পাঁচজনকে অনুষ্ঠানের স্থান দেখিয়ে আনার দায়িত্ব দিল। আর তপনকে গতবারের মত এবারও দুজনার ভেতরে প্রবেশ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। বাকি তিনজনার একজনার দায়িত্ব পড়ল ধনেশবাবুর উপর এবং আর দুজনার দায়িত্ব দেওয়া হলো সদানন্দ সংস্থার বিশ্বস্ত কর্মীর উপর। অনুষ্ঠানের আগের দিন রতনলালজী সকলকে নিয়ে একটি গুপ্ত জায়গায় মিলিত হলো। সেখানে ছিল পাঁচজন ভাড়া করে আনা দুর্বৃত্ত আর একজন সদানন্দ কারখানার শ্রমিক কর্মচারী। দলের সর্দারকে সব বুঝিয়ে দিলো। ইহা খুব শক্ত কাজ বলে সর্দার অভিমত প্রকাশ করলো। অগ্নিকাণ্ড ঘটানো খুব কঠিন হবে না। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সর্দার ঐ শ্রমিকের ঘরে সংগ্রহ করে রাখতে বলল। আগুন লাগলে দর্শকদের ভীড় হবে, এরূপ পরিস্থিতিতে ছুরিকাঘাতে ঘায়েল করা খুবই কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার। তারপর ছুরিকাঘাত করে অত ভিড়ের মধ্যে পালিয়ে বাহিরে আসাও খুব সহজ কাজ হবে না। তার উপর আসরের ভিতরে এবং বাইরে পুলিশ অবশ্যই মজুত থাকবে। যাহা হউক তারা ভিতরে ঢুকে সব পরীক্ষা করে কাজে হাত দেবে বলে রতনলালজীকে জানিয়ে দিল। অনুষ্ঠানের দিন সকাল বেলা ধনেশবাবু ঐ পাঁচজন দুর্বৃত্তকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করাতে নিয়ে গেল। তখন কেবল ঠিকাদারের কয়েকজন লোক, আর কতিপয়, কর্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিল। ঘুরে তারা সব দেখে শুনে এবং সকলের সাথে মুখরোচক গল্প করে ফিরে এল। রতনলালজীকে তারা জানাল যে পরিকল্পনা মত তাহারা কাজ করিতে প্রস্তুত। এদিকে চতুর তপনকুমার পূর্বেই বিদেশে যাওয়ার একখানি টিকিট কিনে

রেখেছিল। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে মঞ্চে প্রবেশ করে যে যার যার জায়গায় নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। সমাগত অতিথিবৃন্দ ও সঙ্গীত শিল্পিরা নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলছিলেন। চেয়ারম্যান সদানন্দবাবুর উদ্বোধন ভাষণের পর অনুষ্ঠান শুরু হলো। একজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করছিলেন এমন সময় আগুন আগুন বলে দর্শকমণ্ডলী চিৎকার করে উঠল। সকলে বাহিরে যাওয়ার জন্য গেটের দিকে ছুটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কারখানার কর্মচারীরা আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত। তপনকুমার একধারে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ তার চোখ গেল সেদিকে যেদিকে পরিকল্পনামত দুজন দুর্বৃত্ত ছোরা হাতে ধ্রুবর দিকে ছুটে যাচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে তপনের মন দুঃখ ও বেদনায় ভরে গেল, জেগে উঠল বন্ধুপ্রীতি, দূর হোলো ধ্রুব-বিদ্বেষী মনোভাব এবং চীৎকার করে ধ্রুব ধ্রুব বলে আর্তনাদ করে উঠল। তারপর ছুটল ধ্রুবর দিকে তাহাকে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করতে। শুভবুদ্ধি তপনকে আশ্রয় করল। চারিদিকে আগুন আর আগুন। সব অগ্রাহ্য করে তপন ছুটেছে তারই চক্রান্তে আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত তার শৈশবের বন্ধু ধ্রুবর সাহায্যে। কিন্তু হায়! ছাউনি পুড়ে নীচে তপনের উপর পড়ল। তপন আর এগোতে পারলনা। ধ্রুব ইতিমধ্যে তীব্র গতির মুষ্ঠাঘাতে আততায়ী দুজনকে ধরাশায়ী করল। বাকি তিনজনকে পুলিশ ও অন্যান্য কর্মীরা মিলে ধরে ফেলল। তপনের ডাক শুনে ধ্রুব পেছনে তাকিয়ে দেখল তপন আগুনে চাপা পড়েছে। তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে সকলে মিলে অগ্নিদগ্ধ, প্রায় মৃত অবস্থায় তপনকে যখন বাহিরে নিয়ে আসছিল তখন তপনকে ক্ষীণকণ্ঠে অতিকষ্টে বলতে শুনেছিল, 'আমি তোর ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য ধ্রুব।' বাহির করে এসে পুলিশ পাহারায় তৎক্ষণাৎ তপনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে তার পিতা রমেনবাবুকে খবর দিল। শ্রান্ত ক্লান্ত আহত ও অবসন্ন ধ্রুব মাটির উপর শুয়ে পড়ল। হাসপাতালে পিতা রমেনবাবু ও রেবাদেবীর সাক্ষাতে তপন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। অশান্ত জীবন অবশেষে শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়ে শান্ত হোলো। ধ্রুবর সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তপনের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন রেবাদেবী। আর সুরুচিদেবী অশ্রুসজল নয়নে তাকে শান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তপনের এরূপ মর্মান্তিক মৃত্যুতে লোপা নিজেকে অপরাধী মনে করে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। শোকে মুহ্যমান, অগ্নিতাপে দগ্ধ কিন্তু ধীর স্থির ধ্রুব তপনের পিতা রমেনবাবুর নিকট অপরাধীর মত তপনের মৃত্যুর বিস্তারিত ঘটনা ধীরে ধীরে বর্ণনা করলো। সদানন্দবাবু শোকাকুল চিত্তে রমেনবাবুকে তার সমবেদনা জানালেন।

শোকাবিভূত রমেনবাবু হাসপাতাল থেকে তপনের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ধ্রুব, শান্তনু, স্বপন, রতন, প্রবীর প্রভৃতি বন্ধুরা তপনের মৃত-দেহ বহন করে হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেল। অপরিণত বয়সে তপনের এরূপ মর্মান্তিক মৃত্যু মুক্তি দিয়ে গেল লোপাকে, তার ভয়, আতঙ্ক ও যন্ত্রনার হাত থেকে। এইরূপে শোকাবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ হলো সদানন্দ শিল্প সংস্থার বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব। তারপর দিন ধ্রুবর জীবন নাশের চেষ্টা ও অগ্নিকাণ্ডে তপনের মৃত্যুর খবর প্রতিটি দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হলো।

তপনের এরূপ মর্মান্তিক মৃত্যুতে সুরুচিদেবী ভয়ানক আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি সদা চুপচাপ থাকতেন। এমন কি সদানন্দবাবুর সাথে কদাচিৎ কথা বলতেন। তিনি সদানন্দবাবু ও লোপাকে তপনের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে-ছিলেন। অশোক স্কুল যাওয়ার পর তিনি বাড়ী থেকে বেরাতেন আর ফিরতেন অনেক রাতে। তপনের এরূপ মৃত্যু কেহ এমন কি সদানন্দবাবুও কোনদিন আশা করেন নি। ভবিষ্যতে কখন কি ঘটবে মানুষ কি পূর্বে তাহার ইঙ্গিত পায়? তবে অশান্তির ঘটনা কোনদিন জগতে ঘটতো না। এই ঘটনার পর থেকে সুরুচিদেবী আরও কঠোর হলেন। লোপার সাথে কথা বলতেন না বা তার কোন কথার জবাব দিতেন না। ঘরের আবহাওয়া ও পরিবেশ আরও বিষাক্ত হয়ে উঠল। খুব অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে সদানন্দবাবুর দিন কাটছিল।

তপনের মৃত্যুর কয়েকদিন পর গুরুজী প্রবীরকে সঙ্গে করে ধ্রুবদের বাড়ী এলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের আখড়ায় ধ্রুবর অনবদ্য সাফল্যের জন্য তাকে সম্বর্ধনা করার নিমন্ত্রণ করতে। গুরুজী ধ্রুবকে তার আগমণের উদ্দেশ্য জানালে ধ্রুব মর্মাহত ও ব্যথিত চিত্তে তপনের শোচনীয় মৃত্যুর উল্লেখ করে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার অনুরোধ করলো। ধ্রুবকে ব্যথিত ও শোকার্ত দেখে গুরুজী ধ্রুবকে সম্বোধন করে বললেন। 'আমিও দুঃখিত ধ্রুব। তবে কি জান, তপন যে ঐ পথের যাত্রী ছিল ধ্রুব! তুমি আজ ওর জন্য দুঃখিত কারণ সে তোমার একদিন সহপাঠি ছিল। কিন্তু তুমি কি জান, কত নিরীহ, অসহায় তরুণীরা ওদের কবলে প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছিল, তুমি তাদের কথা কি একবারও ভেবেছো। কারণ সে সব ঘটনা তোমার অসাক্ষাতে ঘটেছিল। তার এ ঘটনা তোমার সাক্ষাতে ঘটেছে। তার-পর তোমার মত একজন নিরপরাধ সহপাঠিকে হত্যা করার জন্য মৃত্যু জাল রচনা করতে সে দ্বিধা করে নি। ইহা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে, সেই জালেই তার মৃত্যু হয়েছে। এরূপ দুরাচারের মৃত্যুর জন্য শোক করা তোমার উচিৎ নয় ধ্রুব। তোমার এই দুর্বলতা শোভা পায় না ধ্রুব।' গুরুজীর কথা শুনে ধ্রুবর মোহ দূর হোলো। সে গুরুজীকে জানাল, সে অনুষ্ঠানে যোগদান

করবে। মা মেনকাদেবী চা ও জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ণ করার পর প্রবীর গুরুজীকে নিয়ে সদানন্দবাবুর বাড়ী গেলেন। সুরুচিদেবী তখন বাড়ী ছিলেন না। সদানন্দবাবু তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে বসলেন। তাদের আসার উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে গুরুজী সদানন্দবাবুকে বললেন, তাদের আখড়ায় ধ্রুবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হয়েছে। ঐদিন তাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে। সেই সঙ্গে এ উপলক্ষে একটি ছোট সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তাতে লোপামুদ্রা অংশ গ্রহণ করবে। গুরুজীর আমন্ত্রণ শুনে সদানন্দবাবু তপনের মৃত্যুর উল্লেখ করলে, গুরুজী বললেন, ঘটনা খুবই দুঃখজনক, তাতে সন্দেহ নাই। তবে ভবিতব্য কি রোধ করা যায় সদানন্দবাবু। তপন নিজেই তার মৃত্যু জাল ফেলেছিল, সে তার নিজের জালে নিজেই ধরা পড়েছে। ইহাতে শোক করার কি আছে সদানন্দবাবু। তার মৃত্যুতে কি জগতের ক্রিয়াকর্ম স্তব্ধ হয়ে যাবে? সদানন্দবাবু গুরুজীর কথা শুনে তার যুক্তি স্বিকার করে বললেন, না তা ত ঠিক কথা। যার জন্য শোক কথা উচিৎ নয়। তাঁহার জন্য আপনি শোক করছেন! গুরুজীর কথা শুনে সদানন্দবাবুর প্রাণ ও মন অনেক হাল্কা হলো। তিনি নিশ্চয় উপস্থিত থাকবেন বলে গুরুজীকে জানালেন। লোপা গুরুজীকে জানালেন যে সোনাদি ও ছোড়দিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তার সঙ্গে সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করবে। গুরুজী শুনে খুব খুশি হলেন। লোপা প্রবীর ও গুরুজীকে চা জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ণ করিল। গুরুজী চলে যাওয়ার পর মা বাড়ী ফিরলেন। লোপা গুরুজীর আসার কথা এবং সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণের কথা মাকে বললে মা লোপাকে কটুবাক্য শোনালেন। লোপা চুপ করে নিজের ঘরে চলে গেল। গুরুজীর মূল্যবান উপদেশ শুনে লোপা মনে খুব শান্ত অনুভব করছিল। ধীরে ধীরে তার মন থেকে শোকের ভাব কেটে গেল। তারপর দিন মা এবং বাবা বেরিয়ে গেলে লোপা মাকে ফোন করলো। মা আমি লোপা কথা বলছি। গতকাল গুরুজী প্রবীরবাবুকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। তাদের আখড়ায় ওর সম্বর্ধনার আয়োজন করেছে। সোনাদি, ছোড়দি এবং আমাকে ঐ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করতে হবে। তুমি যাবে মা? গুরুজী এখানে এসে ধ্রুবকে বলে গেছেন। ধ্রুব প্রথমে তপনের মৃত্যুর কারণ আপত্তি করেছিল। পরে গুরুজীর মূল্যবান যুক্তি শুনে ধ্রুব যোগদান করতে সম্মত হোয়েছে। 'হ্যাঁ, আমিও যাবো।' আমি, সোনাদি ও ছোড়দিকে ফোন করে জানিয়ে দেব মা। বলে ফোন ছেড়ে দিল লোপা। গুরুজীর আখড়ায় ধ্রুবকে সম্বর্ধনা জানানর সব আয়োজন সম্পূর্ণ। অনুষ্ঠানের দিন সদানন্দবাবু, লোপা ও অশোককে নিয়ে যথাসময় সভায় উপস্থিত হলেন। একটু পরেই ধ্রুব মা বাবাকে নিয়ে

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলো। তারপর সোনাদি ও ছোড়দি এলে তাদের নিয়ে সকলে মঞ্চে গিয়ে বসলো। আসরে কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীত ও কৌতুক শিল্পীও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারপর অনুষ্ঠান শুরু হলে অনুষ্ঠানসূচি পরি-পরিচালক সদানন্দবাবু এবং মেনকাদেবীর অনুমতি নিয়ে সকলের হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করলেন যে ধ্রুবজ্যোতির ভাবি পাত্রি ও সুকণ্ঠী লোপামুদ্রাদেবী কয়েকখানা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। লোপা সকলকে নমস্কার জানিয়ে মধুর কণ্ঠে পরপর পাঁচখানি সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিল। সকলের উচ্চ প্রশংসা ও হর্ষধ্বনির মধ্যে গান শেষ করে লোপা বাবার পাশে এসে বসল। তারপর গুরুজী, মেনকাদেবী ও সদানন্দবাবুর অনুমতি নিয়ে ধ্রুব ও লোপার একত্রে ফটো তুলল। অনুষ্ঠান শেষে গুরুজী সদানন্দবাবু ও মেনকাদেবীর নিকট এসে শুভ কাজের তারিখ জেনে নিলেন। মনের আনন্দে লোপা মা, সোনাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অশোক ও বাবার সাথে বাড়ী ফিরলো। লোপা বাড়ী ফিরে দেখে যে মা সুরুচিদেবী তখনও বাড়ী ফেরেন নি। রেবাদেবীকে ফোন করে জানলো যে তিনি রাতটা রেবাদেবীর কাছে থাকবেন। সুরুচিদেবীর সাথে কথা বলতে চাইলে সুরুচিদেবী রেবাদেবী মারফত সদানন্দবাবুকে জানিয়ে দিলেন যে তার কথা বলার প্রয়োজন নাই। অগত্যা সদানন্দবাবু খেয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর দিন বিকেলে সুরুচিদেবী বাড়ী ফিরলেন। মাকে কিছু বলার বা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস লোপার হলো না। তারপর দিল লোপা উমাকে ফোন করে উমাকে নিয়ে বেড়াতে গেল। লোপা খুব দুঃখ করে বলছিল, 'সোনাদি, তপনবাবুর ঐরূপ মৃত্যু হওয়ার পর মা শোকে সর্বদা বাইরেই দিন কাটান। আমার সাথে বা বাবার সাথে কোন সময় কথা বলে না, মা মনে করেন যে তপনের মৃত্যুর জন্য বাবা এবং আমি দায়ি। মার ঐরূপ মানসিক অবস্থা দেখে আমার আর ঘরে একটুও থাকতে ইচ্ছা করে না। ঘর আমার কাছে বিষময় হয়ে উঠেছে সোনাদি। লোপার কথা শুনে উমা লোপাকে বলল ভুল বোঝাবুঝির জন্য অনেক অঘটন ঘটে যায়। ইহাও সেরূপ একটি ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা। কি করবি বোন! ইহা তোর কপালের লিখন। মা যতই অবুঝ হোন না কেন, তুমি কখনও অবুঝ হবে না বোন! মা সর্বাবস্থায় মা-ই থাকেন। এখন যেমন মাকে ভক্তি কর, সারা জীবন মাকে সেরূপ ভক্তি করবে বোন। তবেই মনে শান্তি পাবে। সোনাদির কথা শুনে লোপা বলল, 'বিয়েতে মা থাকবেন কি না জানি না। আমি বড়ই অভাগিনি সোনাদি।' অশ্রুসজল নয়নে লোপা তার দুঃখের কথা উমাকে জানিয়ে তাকিয়ে থাকে। সকলের মা একরকম হয় না বোন। যে মেঘ বারি বর্ষণ করে ধরণীকে শস্য-শ্যামলা করে আবার সেই মেঘের উন্মত্ত তাণ্ডবে মানুষের ঘরবাড়ী ও শস্যাদির

ক্ষতি হয়ে থাকে। সেরূপ কোন মা তার অপার করুণা, স্নেহ, মমতা দিয়ে সংসার সুন্দর ও মধুময় করে তোলেন, আবার কোন মা তার কুটিল স্বভাব দ্বারা সংসারকে বিষময় করে তোলেন। সুতরাং তোকে ইহা সহ্য করতে হবে বোন। তুমি শান্ত হয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাস বোন। তবেই আমার প্রাণ জুড়াবে। লোপা হেসে সোনাদির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সোনাদি লোপাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে এর জন্য দুঃখ করিস না বোন।

এরূপ কত ঘটনা ঘটেছে এই বিশ্বে। অজান্তে ঘটনা আসছে আবার ঘটে সেই অজানায় ফিরে যাচ্ছে। আমরা অবুঝ মানুষ এই ঘটনার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে কখন আনন্দে হাসি আবার কখনও দুঃখে কাঁদি। সুতরাং যে ঘটনা ঘটছে ঘটুক। তার জন্য শোক করিস না, তাকে হাসি মুখে সহ্য কর। তাকেই সত্য বলে গ্রহণ কর, তবে শান্তি পাবে। লোপা আগ্রহ সহকারে উমার কথা শুনলো। তারপর লোপা চোখ মুছে উমাকে জিজ্ঞেস করলো, সোনাদি মা যদি বিয়েতে উপস্থিত না থাকেন তবে কি করে বিয়ে হবে? শুনে উমা বলল, কেন মা না থাকলে কি সন্তানের বিয়ে হয় না। এ জগতে কোন কাজ কারোর অভাবে পড়ে থাকে না বোন, এই চলমান জগতে কিছুই অচল নয়। সুতরাং তোমার উদ্বেগের কোন কারণ নাই। উদ্বেগ, অশান্তি সকলই কালের স্রোতে ভেসে যায় বোন, কিছুই চিরস্থায়ি নয়। কেবল কর্মই মানুষের একমাত্র ধর্ম ও জ্ঞান এবং মানুষের একমাত্র অবলম্বন। উমার কথা শেষ হলে সোনাদি আমি বাড়ী ত্যাগ করে এলে বাবার খুব কষ্ট ভোগ করতে হবে। লোপার কথা শুনে উমা বলল, হ্যাঁ তা হবে। ইহা যে ভবিতব্য বোন, তুমি নিমিত্ত মাত্র। সব মেয়েকেই একদিন তার বাবার আশ্রয় ত্যাগ করতে হয় বোন। তুমি কোন সময় মনে স্থান দিও না, যে তুমি তোমার বাবার সুখ বিধান কচ্ছ। তিনি তার ভাগ্যে আছেন। যিনি সকলের বন্ধু ও সর্বদা সকলের হিত বিধান কচ্ছেন, তিনিই তাকে দেখবেন। তুমি এর জন্য কোন দুঃখ করো না। লোপা উমার মনোজ্ঞ কথা শুনে বলল, তোমার এরূপ বিচার শুনে আমার মনের অন্ধকার ও ভ্রান্তি দূর হয়েছে সোনাদি। বাবা মা সুখে থাকলেই আমি সুখী হবো সোনাদি। ইতিমধ্যে শঙ্কর ওদের কাছে এসে উপস্থিত হলে, উমা এবং লোপা শঙ্করের সহিত বাড়ী ফিরে গেল। লোপা বাড়ী ফিরে দেখে যে বাবা তখনও অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন নি। এবং মা চুপ করে তার ঘরে বসে আছেন। মাকে দেখে লোপা বলল, দিদিমাকে অনেক দিন দেখিনি মা। চল মা দিদিমাকে দেখে আসি। লোপা মার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। কিছু সময় পর বাবা বাড়ী ফিরলে, লোপা বাবাকে জলখাবার দিয়ে, মাকে ডেকে বলল মা ওঠ, চা খেয়ে

নাও, বলে মাকে চা দিয়ে বাবার পাশে এসে বসল। চা খেতে খেতে সদানন্দবাবু বললেন, শীঘ্রই কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হবে। ভাবছি সঞ্জুকেও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করে দেব। সদানন্দবাবুর কথা শুনে লোপা বলল, ব্যবহারিক শিক্ষার তার প্রয়োজন, তবে সঞ্জুকে সর্বদা তোমার পাশে রেখে দেবে বাবা, যতদিন অনিশ্চিত অবস্থা থাকে। প্রতিদিন পাঁচঘণ্টা করে ওদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হবে, সুতরাং সে দিক দিয়ে আমার কোন অসুবিধা অসুবিধা হবে না। ধ্রুবর ইচ্ছা ওকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার। সদানন্দবাবুর কথা শুনে লোপা আর কোন কথা বলল না। কারখানায় কর্মচাঞ্চল্য। সকলে নতুন আশা উদ্দিপনার সহিত কাজ করে যাচ্ছে। কোম্পানি প্রসারের নতুন প্রকল্প রচিত হয়ে গেছে। পরিকল্পনা মত সব কর্মসূচি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এত অল্প বয়সে এরূপ অদম্য কর্মক্ষমতা আমরা ভাবতেও পারি না। সে দিন যে ভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে, অগ্নিকুণ্ড থেকে তপনকে বাহির করে নিয়ে এল, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আবার দেখ, যখন অফিস থেকে বেরিয়ে আসে তখন দেখলে মনে হবে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এর মধ্যে যে এত গুণ ও ক্ষমতা তাহা কেউ বুঝতে পারবে না। পরমেশ্বর তার সব রত্ন দিয়ে ওকে সৃষ্টি করেছেন লোপা। বাবার ধ্রুব সম্বন্ধে এরূপ আবেগময় প্রশংসা শুনে লোপা ভুলে গেল তার সব দুঃখ কষ্ট।

পুলিশ সেদিনের ঘটনায় নিযুক্ত পাঁচজন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। তাদের বয়ানের উপর নির্ভর করে অগ্নিকাণ্ড ও হত্যার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করে রতনলালজী এবং ধনেশবাবুকে গ্রেপ্তার করলো। কিন্তু সদানন্দ কোম্পানির শ্রমিক কর্মচারী পলাতক বলে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারল না, তার জন্য পুলিশের অনুসন্ধান চলছিল। কয়েকদিন পর সে নিজেকে নির্দোষ বলে থানায় আত্মসমর্পণ করলো। অভিযুক্ত তপনকুমার এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কারণ তার নামও মামলায় লিপিবদ্ধ ছিল। ঘটনার পূর্বে তপনকুমার যে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্লেনের টিকিট কেটে রেখেছিল, তাহাও পুলিশের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হলো। পুলিশ তপনকুমারকে নিয়ে নয় জন আসামীর বিরুদ্ধে অগ্নিকাণ্ড ও হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা রজু করিল। ধনেশবাবুর পুত্র দেবেশকুমার পিতার জন্য জামিনের চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। রতনলালজী, ধনেশবাবু এবং সদানন্দ সংস্থার শ্রমিক কর্মচারী পুলিশ হাজতেই রয়ে গেল। দেবেশ তার পিতার জামিনে মুক্তির জন্য সে সদানন্দবাবু, ধ্রুব এবং মনতোষের সহিত আলাপ করতে এল। ধ্রুব তাকে আশ্বাস দিয়ে জানাল, সে ধনেশবাবুর জামিনে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার পক্ষে যাহা করা সম্ভব, সে তাতে ত্রুটি করবে না।

পুলিশ ঐ পাঁচজন দুর্বৃত্তের খবর সংগ্রহ করার জন্য ওদের দেশের বাড়ীর থানার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিল। দেবেশের পিতা ধনেশবাবু জামিনের জন্য ধ্রুব একদিন তার বন্ধুর সহিত তার বাসায় দেখা করল। ধনেশবাবুর বয়স ও স্বাস্থ্য বিবেচনা করে মানবিক কারণে তাকে জামিনে মুক্ত দেওয়া যায় কি না সে বিষয় ধ্রুব তার সাথে আলোচনা করল। তার বন্ধু ধ্রুবকে আশ্বাস দিয়ে বলল যে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলাপ করে, সে পরে তাকে জানাবে। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে অফিসে গিয়ে ধ্রুব সদানন্দবাবুকে তার বন্ধু যাহা বলেছেন সব সদানন্দবাবুকে জানালেন। পুলিশ হাজতে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে ধনেশবাবু ও রতনলালজী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অবশেষে পুলিশের সুপারিশ মত ধনেশবাবু শর্ত্তাধীনে জামিনে মুক্তি পেল। কিন্তু রতনলালজীর জামীন পুলিশ সুপারিশ করল না। ধনেশবাবু এই কয়দিন পুলিশ হাজতে থেকে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। ডাক্তার তাকে দেখে তার জীবনের আশঙ্কা জানিয়ে দিলেন। চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা কোন কিছুর ত্রুটি হচ্ছে না। একদিন সদানন্দবাবু ধনেশবাবুকে দেখতে এলেন। তাকে দেখে ধনেশ-বাবু তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে কেঁদে ফেললেন। এদিকে রতনলালজীর স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হচ্ছে দেখে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মানবিক কারণে তাহার জামিন সুপারিশ করলে পর তাহাকেও সর্ত্তাধীনে আদালত জামিন দিল। কিন্তু এক দিনের মধ্যে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। বাড়ীতে ফিরে রতনলালজী শুনতে পেল যে ধনেশবাবুর শারিরীক অবস্থা খুবই খারাপ এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তার জীবনাবসান হতে পারে। শুনে রতনলালজী চুপ করে রইলেন। রতন-লালজীর বাড়ী ফেরার দুদিন পর ধনেশবাবুর জীবনাবসান হলো। ধনেশবাবুর মৃত্যুসংবাদ শুনে রতনলালজী হতাশা ও কৃতকর্মের মানসিকযন্ত্রণা ও অনুতাপে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে মৃত্যুর কামনা করছে। ষড়যন্ত্রের তিন নায়কের দুজনে গত হয়েছে। প্রধান নায়ক অপেক্ষা করেছে কখন মৃত্যু তাকে শান্তি দেবে। বেঁচে থাকলে তাকে পার্থিব বিচারের সম্মুখিন হতে হবে। সে জানে বিচারে তার কি শাস্তি হবে। সে মনে করে এমতাবস্থায় সেই তার একমাত্র বন্ধু যে তাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে। বাড়ীতে আসার সাত দিন পর রতনলালজী সকলকে ফাঁকি দিয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিল।

সদানন্দ শিল্প সংস্থায় শোকাবহ ঘটনার পর মেনকাদেবীর সংসারে আশঙ্কাময় ও বিষন্নতার আবহাওয়া বিরাজ করছিল। শুভ কাজের দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু বাঁধা কেবল বাঁধা, এসে শুভকাজ পিছিয়ে দিচ্ছে। মেনকাদেবী চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে এমতাবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করার জন্য প্রিয়নাথবাবুর সহিত আলোচনায় বসলেন। প্রিয়নাথবাবু

মেনকাদেবীর মানসিক উদ্বেগ ও হতাশা উপলব্ধি করে তাহাকে সাহস দিয়ে বললেন। 'জগতে এরূপ ঘটনা সদা ঘটে চলেছে, এর জন্য কোন কাজ কি আটকে পড়ে থাকে। তুমি অযথা চিন্তা করে কষ্ট পাচ্ছ। শুভ কাজের আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। শুভকাজ নির্দিষ্ট শুভ দিনেই সম্পন্ন করা হবে। তুমি সদানন্দবাবুকে আমন্ত্রণ করে তার সাথে আলাপ করে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেল। প্রিয়নাথবাবুর কথা শুনে মেনকাদেবী সাহস ও মনোবল ফিরে পেলেন। তার মন থেকে হতাশার মেঘ কেটে গেল! কেটে গেল ভয় ও আশঙ্কা। তিনি সেদিনই সদানন্দবাবুর সাথে ফোনে যোগাযোগ করে তাকে তার বাড়ীতে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। সদানন্দবাবু হঠাৎ এরূপ আমন্ত্রণ পেয়ে একটু বিচলিত হলেন। তিনি ভাবলেন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তবে মেনকাদেবীর মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে! তাই তিনি শঙ্কিত চিত্তে অফিস থেকে মেনকাদেবীর সহিত দেখা করতে গেলেন। প্রিয়নাথবাবু ও মেনকাদেবী উভয় তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। মেনকাদেবীর উপস্থিতিতে প্রিয়নাথবাবু সদানন্দবাবুকে বললেন, বর্ত্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শুভ কাজের যে শুভদিন ধার্য্য করা হয়েছে সে দিন শুভকাজ হতে কোন বাঁধা নেই বলে আমাদের অভিমত। এ বিষয়ে আপনার কি কোন আপত্তি আছে সদানন্দবাবু। প্রিয়নাথবাবুর কথা শুনে সদানন্দবাবুর মন থেকে আশঙ্কা দূর হল। তিনি আনন্দের সহিত তাহার সম্মতি জানালেন। অতয়েব শুভ-কাজ পূর্বনির্দ্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হবে এরূপ স্থির করে। সদানন্দবাবু মনের আনন্দে বাড়ী ফিরলেন। তিনি বাড়ী ফিরেই অনিমেশবাবুকে ফোন করে সুখবর জানালেন, সুরুচিদেবীকে তার বাড়ী ফেরার সাথে সাথে। শুনে তিনি ঘরে চলে গেলেন। কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। মেনকাদেবী মনের আনন্দে উমা, কমলা ও দাদাকে জানিয়ে দিলেন। সেদিনই সুলতাকে বিয়ের তারিখের কথা জানিয়ে চিঠি দিলেন। তারপর দিন ধ্রুব প্লেনে গিয়ে পিসি সুলতাকে খবর দিয়ে আমন্ত্রণ করে এল। এদিকে সুরুচিদেবী মেয়ের বিয়েতে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করবে না বলে সদানন্দবাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দিদিমা ও মামীমা উপস্থিত থেকে লোপার বিয়ের আচারাদি সম্পন্ন করবেন। সদানন্দ শিল্প সংস্থার শ্রমিক কর্মচারি ও এন্জিনিয়ারগণ ছাড়াও বহু সরকারি ও বেসরকারি অফিসারগণ নিমন্ত্রিত হলো। ধ্রুব নিজে গিয়ে তার বন্ধু ডেঃ কমিশনার ও তার স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে এল। এ ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিল্পপতিরা নিমন্ত্রিত হলো। ধ্রুব নিজে গিয়ে গুরুজীকে নিমন্ত্রণ করে এল। শান্তনু, প্রবীর, স্বপন ও রতন নিমন্ত্রিত হয়ে বিয়ের দুদিন পূর্বে উপস্থিত থেকে সব কাজের তত্ত্বাবধান কচ্ছিল।

বিয়ের দুদিন আগে সুলতদেবী তার স্বামী দেবেনবাবু ও দুই পুত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন। বিয়ের আগেরদিন ধ্রুব শান্তনু, প্রবীর স্বপন ও রতনকে নিয়ে তপনের পিতা রমেনবাবুর সহিত সাক্ষাত করতে গেলেন। রমেনবাবুকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কোন ভাষা তাদের মুখ থেকে বেড়োল না। রমেনবাবু আক্ষেপ করে বললেন, সারাটা জীবনই আমার অন্ধকারে কেটেছে, নয় বাকি বাকি জীবনও সেই অন্ধকারে কাটবে। ইহাতে দুঃখের বা অনুতাপের কিছু নাই। বলে রমেনবাবু কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ধ্রুব শান্তনু অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমার সবচেয়ে বেশী অনু-তাপ ও দুঃখ হলো যে তোমার মত বন্ধুকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে সে দ্বিধা করে নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ওকে ক্ষমা করেন। ওর অশান্ত আত্মার শান্তি হোক। বলে রমেনবাবু ধ্রুবর সুখের ও দীর্ঘ-জীবন কামনা করলেন। অবনত মস্তকে ধ্রুব রমেনবাবুকে প্রণাম করে বাড়ী ফিরে এলো। বিয়ের দিন হঠাৎ মা মেনকাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গৌতম পরীক্ষা করে বললেন খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। এ অবস্থায় কি করা উচিৎ সকলে মিলে যখন আলোচনা কর্চ্ছিলেন, মা মেনকাদেবী ধীরে ধীরে তাদের বললেন, শুভকাজ যেন বন্ধ না করা হয়। তার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এলেই তিনি সুস্থ হবেন। মেনকাদেবীর কথা শুনে ধীর গতিতে বিয়ের যাবতীয় কাজ-কর্ম এগিয়ে চলছে। লোপার কানে মেনকাদেবী অসুস্থতার খবর গেলে, লোপার মন প্রাণ আকুল হয়ে আছে। কখন সে তার মাকে দেখবে। মহা সমারোহে ও ধুমধামের সহিত নির্বিঘ্নে অনেক দিনের প্রতিক্ষিত লোপা ও ধ্রুবর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হলো। উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন ও অতিথিবৃন্দ সন্তুষ্ট চিত্তে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে গেলেন। উমা ও কমলা লোপাকে ধরে ধীরে ধীরে বাসর ঘরে নিয়ে গেল। বাসর ঘরে লোপা ক্ষণিক দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে রইল ধ্রুবর দিকে। তারপর স্রোত-স্বিনী যেরূপ কলকল ধ্বনি করে আনন্দে দুকূল ভাসিয়ে গিয়ে বিলীন হয় সাগরের বুকে, সেরূপ নদীরূপ লোপা মিশে গেল তার প্রিয়তম ধ্রুবরূপি সাগ-রের বুকে। এই সুন্দর মধুর দৃশ্য দেখে উমা ও কমলা মুগ্ধ হয়ে বাসর ঘর ত্যাগ করে বেরিয়ে এল। শেষ হলো লোপার দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা, জ্বালা ও যন্ত্রণাময় জীবন এবং মিলিত হলো তার প্রিয়তমের সহিত। মেনকাদেবীকে দ্রুত গিয়ে খবর দেওয়া হলো, যে শুভকাজ নির্বিঘ্নে শুভ লগ্নে সুসম্পন্ন হয়েছিল। খবর শুনে তিনি ভুলে গেলেন ডাক্তারের পরামর্শ। সুস্থ হলো তার শরীরের দুর্বলতা। এখন তিনি আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছেন কখন তিনি তার নয়নের মণি গৃহলক্ষ্মীকে বরণ করে ঘরে তুলবেন। পরদিন খুব ভোরে

উঠে লোপা, বাবা ও মাকে প্রণাম করে চা দিয়ে দিদিমাকে প্রণাম করতে গেল। দিদিমা লোপাকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বড় পছন্দ হয়েছে ত দিদিভাই ? মুচকি হেসে লোপা দিদিমাকে পুনরায় প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার পছন্দ হয়েছে দিদিমা ?' লোপার গাল টিপে দিদিমা বললেন. 'আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কি হিংসে হচ্ছে না ত? দেখ দিদিভাই, তোর জীবনে কেবল ঐ একজনই পরিচয়। যতই পাহাড়ে ওঠো বা সাগর পাড়ি দাও, ঐ একজন না থাকলে সারা জীবনটাই হয়ে যাবে অসার দিদিভাই। এ কথা কোন দিন ভুলবি না। আমি আশীর্বাদ করি, তুমি স্বামী সোহাগিনী হয়ে চিরদিন সুখে বাস কর। বিয়ের পর দিন শ্বশুরালয়ে যাত্রা করবে লোপা। চারিদিকে বিষাদের ছায়া। পিতা সদানন্দবাবু শোকে মুহ্যমান। মা সুরুচিদেবীর মুখে কোন কথা নাই ! আইমাই ছিল লোপার মাতৃস্থানীয়া। সে অশ্রুসিক্ত নয়নে লোপার শ্বশুরালয়ে যাত্রার সব ব্যবস্থা কচ্ছিল। দিদিমা লোপার চোখের জল মুছিয়ে লোপাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। সুরুচিদেবী তার নিজের ঘরে চুপ করে বসে ছিলেন। শ্বশুরালয়ে যাত্রার অনেক আগে লোপাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উমা এবং কমলা উপস্থিত হলো। সোনাদিকে জড়িয়ে ধরে লোপা জিজ্ঞেস করল, মা কেমন আছেন সোনাদি ? 'ভাল মা ও পিসিমা সাগ্রহে তোমার আগমন অপেক্ষা কচ্ছেন বোন।' উমা জানাল। যাত্রা করার পূর্বে লোপা বাবাকে সেবা যত্ন করার উপদেশ দিল আইমাকে ও সঞ্জুকে। শ্বশুরালয়ে যাত্রা করার আচার অনুষ্ঠান শেষ করে মাকে প্রণাম করতে গেলে, মা সুরুচিদেবী 'প্রয়োজন নেই' বলে পা সরিয়ে নিলেন আর লোপা মার পা ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। দিদিমা আদর করে লোপাকে তুললেন। তারপর অশ্রুসিক্ত নয়নে বাবার চরণে প্রণাম করে, লোপা শ্বশুরালয়ে যাত্রা করলো। অবশেষে সব ভয় আশঙ্কা কাটিয়ে শুভলগ্নে ও শুভক্ষণে ধ্রুব নিয়ে এল তার পরম পাওয়া প্রাণাধিক লোপাকে, যার জন্য তার মা মেনকাদেবী ও আর সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। লোপার রূপ গুণের কথা পূর্বেই পাড়ার প্রতিটি নরনারীর মনে কৌতুহল সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং লোপাকে দেখার জন্য বাড়ীতে প্রচুর লোক উপস্থিত হলো। গাড়ী থেকে নেমে ঝড়ের বেগে 'মা' বলে লোপা মার দুপা ধরে অশ্রু জলে ধুইয়ে দিল মা মেনকাদেবীর চরণ দুখানি। অরে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু নেমে আসছে মেনকাদেবীর চোখ হতে। স্নেহে বুকে তুলে নিলেন মেনকাদেবী এত দিনের প্রতীক্ষিত তার নয়নের মণি এবং তার গৃহলক্ষ্মীকে। অশ্রুসিক্ত নয়নে লোপা মার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, মা তোমার লোপা এসেছে মা। লোপার মাথায় হাত বুলিয়ে মা মেনকাদেবী বললেন, 'তুমি

আমার নয়নের মণি বলে মেনকাদেবী লোপাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। উপস্থিত জনতা এরূপ অভিনব মধুর ও হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে গেলেন। পবিত্র প্রেম ও ভক্তির তরী ভাসিয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ সংকুল নদী মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা লোপা অনায়াসে পাড়ি দিয়ে অবশেষে খুঁজে পেল তার মাকে। তারপর লোপা একে একে সব গুরুজনদের প্রণাম করে সুলতাদেবীকে প্রণাম করতে গেলে সুলতাদেবী লোপাকে বুকে ধরে বললেন, 'তুমি সকলের নয়নের মণি। আমারও নয়নের মণি। তোমাকে আমি কি বলে আশীর্বাদ করবো আমি জানিনা। তুমি দীর্ঘজীবি ও সুখে থাকো এবং তুমি তোমার মনের মাধুরি দিয়ে সকলকে সুখী কর মা। ইহাই আমার আশীর্বাদ। সুলতার আন্তরিক-স্নেহ ও ভালবাসা দেখে বিস্ময় অভিভূত হয়ে গেল লোপা।

তারপর মেনকাদেবী লোপাকে নিয়ে গেলেন ঠাকুর ঘরে। লোপা ষাষ্টাঙ্গে রাধামাধবকে প্রণাম করে মা মেনকাদেবী ও সুলতাদেবীকে প্রণাম ক'রলো। তারপর মধুর কণ্ঠে একখানি ভজন করে সকলকে শোনাব। শুরু হ'লো লোপার নতুন জীবন। তারপর সকলে মিলে উপস্থিত জনতাকে মিষ্টি মুখে আপ্যায়িত করল। কোথায় ছিল লোপা আর কোথায় ছিলেন মা মেনকাদেবী, নিয়তিই পথ দেখিয়ে দুজনকে মিলিয়ে দিলেন। বিশ্বপিতার লীলা সত্য, সুন্দর ও অনুপম। বলে মেনকাদেবী প্রেমময়, করুণাময় বিশ্বপিতাকে প্রণাম করলেন। সব দর্শকবৃন্দ চলে গেলে লোপা গৌতমকে সম্বোধন করে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল গৌতমদা মা কেমন আছেন।" লোপার প্রশ্ন শুনে মা বললেন,' আমি ভাল আছি। তুমি চিন্তা কোরো না।" গৌতম পরীক্ষা করে আবাক্ হয়ে বলল, "হ্যাঁ, মা এখন সুস্থ আছেন।" লোপা নিশ্চিন্ত হয়ে বসল, সে রাত্রে স্বামী সহ-বাস নিষিদ্ধ বলে মেনকাদেবী উমা, কমলা, সুলতা ও লোপাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন, শুতে যাওয়ার পূর্বে মেনকাদেবী ধ্রুবকে ডেকে বললেন, কাল খুব সকালে গিয়ে সুরুচিদেবী ও দিদিমাকে নিয়া আসবে,। ধ্রুব সকালে উঠে গুরুজীকে বলে সুরুচিদেবীর সহিত সাক্ষাত করে বিনীত কণ্ঠে বললে "মা, আমি জানি, আমি আপনার মেয়ে লোপার যোগ্য নই বলে আপনি এ-বিয়েতে খুশী নন, ইহা ভাবিতব্য মা। যা হবার তাই হয়েছে। এর উপর আমাদের কোন হাত নাই, আপনাকে নিতে এসেছি! যদি আপনি দয়া করে সব ভুলে আমাকে ক্ষমা করেন তবে আমরা আজ এই শুভদিনে সকলে খুশি হবো মা,। ধ্রুবর কাতর উক্তি শুনে সুরুচিদেবী অতীত কাহিনী সব ভুলে গিয়ে বললেন, "আমি অবশ্যই যাব বাবা" বলে সুরুচিদেবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সুরুচিদেবী ও দিদিমাকে সঙ্গে করে ধ্রুব দিদিমার বাড়ী গেল। দিদিমা তার মেয়ে সুরুচিকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। আইমার কাছ

থেকে সব শুনে তিনি ধ্রুবর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। তারপর ধ্রুব, সুরুচিদেবী আইমা এবং দিদিমাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। সকলে সুরুচিদেবীকে দেখে অবাক মেনকাদেবী সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে এলো। সকলে উমা, লোপা ও কমলা বলছিল, ধ্রুব নিশ্চয় যাদু জানে।" সকলের সহযোগিতায় খুব আনন্দ উদ্দিপনার মধ্যে বৌভাত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোলো। মেনকাদেবী সুরুচিদেবীকে মিষ্টি খাইয়ে দিলেন। আর সুরুচিদেবীও মেনকাদেবীকে মিষ্টি খাইয়ে অনুষ্ঠান শেষ করলেন। বিয়ের সাতদিন পর ধ্রুব অফিসে কাজে যোগ দিল। ধ্রুব সম্বন্ধে বড় মামা অনিমেশবাবুর সাবধান বাণী মাকে জানালে মা মেনকাদেবী ধ্রুবকে অফিসে গিয়ে এবং অফিস থেকে বাড়ী ফেরার আগে বাড়ীতে ফোন করতে বললেন। গৌতম মা মেনকাদেবীকে পরীক্ষা করে বলল, হার্ট খুব দুর্বল। মার মন সদা প্রফুল্ল রাখার পরামর্শ দিল। সপ্তাহে দুদিন করে গৌতম মা-কে পরীক্ষা করে যেত। ধ্রুবর অফিস থেকে বাড়ী ফেরার টেলিফোন পেয়েই লোপা মাকে বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলল। তারপর ধ্রুব বাড়ী ফিরলে তাকে ও প্রিয়নাথবাবুকে চা জলখাবার দিয়ে ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে ভজন করে নিজে প্রস্তুত হ'তো। তারপর প্রিয়নাথবাবুকে 'বাবা যাই বলে' বেড়িয়ে পড়ত। মাকে পাশে বসিয়ে লোপা ধ্রুবর পাশে বসত। বাড়ী ফিরে লোপা প্রিয়নাথবাবুকে খেতে দিতে তারপর মেনকাদেবী ও ধ্রুবকে নিয়ে খেতে বসত। খাওয়ার পর ধ্রুব তার কাজ নিয়ে বসত। দুঘণ্টা ধরে ধ্রুব কাজ করতো, আর লোপা ধ্রুবর পিছনে বিছানায় শুয়ে থাকতো। ধ্রুব তার কাজ শেষ করে লোপাকে দুহাত দিয়ে সযত্নে তুলে লোপার জায়গায় শুইয়ে দিত। লোপা একটু হেসে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে থাকতো। তারপর দুজনে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ত। একদিন রাতে লোপা ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে দুহাত দিয়ে তুলতে তোমার কষ্ট হয় না?" লোপার কথা শুনে ধ্রুব হাসতে হাসতে বলল, তোমাকে তুলতে আমার কষ্ট হবে! আমি দেড়শত কিলোগ্রামের অধিক পর্য্যন্ত তুলেছি।" ধ্রুবর কথা শুনে লোপা হাসতে হাসতে ঘুমিয়ে পড়ত, আর ধ্রুব অপলকে নেত্রে তার প্রিয়তমার রূপ সুধা পান করত। লোপা অনুভূতির সাহায্যে বুঝতে পারে ধ্রুব তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ খুলে জিজ্ঞেস করল, কি দেখছ, অনেক রাত হয়েছে শুয়ে পড়।" ধ্রুব শুয়ে পড়লে ধ্রুবর বুকে মাথা রেখে লোপা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত, ধ্রুবর অফিস থেকে ফেরার আগে বিকেলে মেনকাদেবী লোপার মাথার বেণী বাঁধছিলেন। বাঁধতে বাঁধতে তিনি লোপাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এখানে কেমন লাগছে, কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?" মার কথা শুনে লোপা মনে বড় দুঃখ পেল। তাহা প্রকাশ না করে

বলল, "মা মেয়ে বাবা মা'র সাথে বনে বাস করলেও, সেই বন তাহার নিকট স্বর্গ হয় মা। শিব শ্মশানবাসী জেনেও সতী তার গলার বড়মাল্য দান করেছিলেন মা। পতির সহিত শ্মশানে বাস করে শ্মশানকে তিনি স্বর্গে পরিণত করেছিলেন মা। তুমি আশীর্বাদ কর মা, আমিও যেন সেরূপ হতে পারি মা।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী অভিভূত হলেন. এবং স্নেহের সুরে বললেন, তুই কে মা লোপা, মানবী না স্বর্গে'র দেবী। জানিনা আমার অদৃষ্টে কি আছে। বল মা লোপা তুই আমাকে কোন দিন ছেড়ে যাবি না মা।" 'না মা, আমি দেবী নই, আমি তোমার লোপা। চিরদিন তোমার লোপা তোমার কাছে থাকবে মা। তুমি নিশ্চন্ত থাক মা।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী বল্লেন, "তাই থাক মা। তুমি আমার লোপা হয়ে চিরদিন আমার কাছে থাক। ইতিমধ্যে ধ্রুবর ফোন বেজে উঠলো, ফোন ধরে বলল, আমি লোপা বলছি, চলে এস। আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি। মা আমার মাথার বেণী বাঁধছেন' বলে লোপা ফোন ছেরে দিল।" লোপা মার পাশে এসে বসলে মেনকাদেবী লোপার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন. বল, তুই আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবি না মা।" লোপা বুঝতে পারল যে মা মনে আঘাত পেয়েছেন, কারণ সতী নাম শুনলেই মা বিষন্ন হয়ে পড়েন। "মা-আজ আমরা গঙ্গার তীরে বেড়াতে যাব মা' প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে লোপা মাকে বলল, "হ্যাঁ, তাই ভাল হবে" বলে মেনকাদেবী লোপার দিকে তাকিয়ে থাকেন। লোপাও উপলব্ধি করতো যে মা মাঝে মাঝে তার দিকে তাকিয়ে অন্য মনস্ক হয়ে যান। মেনকাদেবী লোপার মধ্যে এমন কতগুলি লক্ষণ দেখতেন যাহা তিনি কোন নারীর মধ্যে দেখেন নি। তিনি লোপার মধ্যে এমন একটি মনোরম স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখতেন যাহা তিনি ভাষায় বর্ণনা করতে পারতেন না, এ কারণ তিনি লোপাকে এক মিনিটের জন্য চোখের আড়াল করতে পরতেন না। লোপাও ঠিক একই কারণে মাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারতো না। লোপার মুখের মিষ্টি মধুর হাসি, চোখের সিগ্ধ দৃষ্টি আর মনের মাধুরিমাখানো কথা শুনে সকলে মোহিত হয়ে যেত। তাই পিসি সুলতা মুগ্ধ হয়ে বলে গেছে যে তার প্রাণ পড়ে থাকবে তার স্নেহের লোপার কাছে! এ হেন লোপা যে সকলের নয়নের মণি হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। ধ্রুব বাড়ী ফিরলে মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। যেতে যেতে লেপা মাকে বলল, 'মা কাল আমি আর সোনাদি দুপুরে একটু বেড়াতে যাব মা। অনেকদিন সোনাদির সাথে বেরোতে পারি নি, কি বলো মা, তারপর ফিরে আমরা সকলে বেড়াতে বেরোবো।" "বেশ তাই হবে" বল্লেন মেনকাদেবী, তারপর ধ্রুবকে লোপা বলল, 'তুমি অফিস থেকে গিয়ে আমাদের নিয়া আসবে। তারপর মাকে নিয়ে বেড়াতে যাব," ধ্রুব লোপার কথা শুনে বলল,

বেশ অফিস থেকে বেরোবার আগে মাকে খবর দিয়ে তোমাদের নিয়া আসবো। বাড়ী ফিরে লোপা প্রথমে সোনাদিকে ফোন করে সব জানিয়ে দিল। তারপর দিন সোনাদিকে নিয়ে লোপা গিয়ে বসল তাদের সেই পুরান পরিচিত জায়গায়, "সোনাদি ঠাকুরের কৃপায় সবই পেলাম, আমার জীবনের স্বপ্ন পূর্ণ হলো সোনাদি। আমি আজ বড়ই সুখী সোনাদি। ভাবি যে এত সুখ কি আমার সহ্য হবে সোনাদি ? লোপার কথা শুনে উমা বলল," আজ হঠাৎ সে ভয় কেন বোন ?" "ভয়ের মেঘ কি কেটে গেছে সোনাদি ? আমার বড় মামা একদিন বলেছিলেন যে প্রতিভাশালীদের জীবনশঙ্কা থাকে প্রতি মুহূর্তে। একবার ওর প্রাণ নাশের চেষ্টা করে বিফল হয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে আবার যে হবে না, একমাত্র প্রভু জানেন, সোনাদি। জানি না আমার অদৃষ্টে কি লেখা আছে।" লোপার মনের ব্যথা শুনে উমা একটু চুপ করে বলে, ভবিষ্যতে কি হবে আর কি হবে না, কেউ কি বলতে পারে বোন ? সব ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দে বোন। তার দেওয়া ধন তিনিই রক্ষা করবেন। অযথা চিন্তা করে এর কোন সমাধান করতে পারবি না বোন !" সোনাদির কথা শুনে উমার মুখোমুখি বসে লোপা সোনাদিকে জিজ্ঞেস করলো, সোনাদি তুমি আমাকে খুব ভালবাস, না সোনাদি ?" শুনে উমা বলল 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বোন ? তুই ত নিজেই জানিস। তুই আমাদের সকলের মণি। আচ্ছা সোনাদি তুমি কি তোমার সোনা ভাইয়ের চাইতে আমাকে বেশী ভালবাস ?" হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে লোপা সোনাদির দিকে তাকিয়ে থাকে। লোপার অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে উমাও হাসতে হাসতে লোপাকে আদর করে স্নেহের সুরে বলল, ভালবাসা যদি দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করা যেত, তবে আমি বোধহয় তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারতাম বোন।" বলে উমা লোপাকে বলল, "এবার আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করি, আচ্ছা তোমার কাছে কে বেশী প্রিয়, আমি না আমার সোনাভাই ?" সোনাদির প্রশ্ন শুনে হাসতে হাসতে লোপা সোনাদির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "তুমি সোনাদি" লোপার মধুর কণ্ঠের মনের মাধুরি মেশান উত্তর শুনে উমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে উমা আচ্ছা আমার যদি মৃত্যু হয় তবে তোর খুব দুঃখ হবে বোন !" সোনাদির মুখ চেপে ধরে বলল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন সোনাদি ? যাক যখন জিজ্ঞেস করেছ, তবে উত্তর শোন সোনাদি। উমা না থাকলে সতী কি থাকতে পারে সোনাদি। তোমার সোনাভাই আমাকে একদিন বলেছিল, 'তুমি আমার সতী লোপা।" তাই তোমাকে বলছি উমা না থাকলে সতীও থাকতে পারে না।' লোপার কথা শুনে সোনাদি বলল এ তুই কি বলছিস ?" তবে সতীনাথের কি উপায় হবে বোন ?" সতীনাথ তার সতীকে আবার খুজে নেবে সোনাদি" বলে হেসে উঠলো লোপা। আচ্ছা সোনাদি, উমার

কত সন্তান, কৈ তোমার ত একটিও নেই সোনাদি।" বলে উমার দিকে তাকিয়ে থাকে লোপা, উত্তরে সোনাদি বলল, "সন্তান হলেই আমার নাকি মৃত্যু তাই তুমি আমার কোন সন্তান দেখছ না বোন।" উমার কথাগুলি লোপার মনে গভীর রেখাপাত করল। ক্ষনিক চুপ করে বিষয়টি হাল্কা করার উদ্দেশ্যে লোপা হেসে হেসে বলল, গঙ্গাকে বিয়ে করে রাজা শান্তনুর যে দুর্দশা হয়েছিল, তোমাকে বিয়ে করে শংকরদারও সেই অবস্থা হবে বলে দুজনে হাসতে থাকে। এদিকে ধ্রুব এসে দুজনার হাসি দেখে পেছনে থেমে গেল। তারপর ধ্রুব লোপা ও সোনাদিকে সঙ্গে করে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। বাড়ী এসে দেখে মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের অপেক্ষায়। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে ধ্রুব সোনাদি, লোপা ও মাকে নিয়ে ওর একজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারের বাড়ী বেড়াতে গেল। সেখান থেকে বাড়ী ফেরার পথে উমাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে মা ও লোপাকে নিয়ে ধ্রুব বাড়ী ফিরলো, ধ্রুব জানতো যে মা লোপাকে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে চাইতেন না, আর লোপাও মাকে রেখে কোথাও যেতে আগ্রহী ছিল না। তাই ধ্রুব লোপা ও মাকে নিয়ে সর্বত্র বেড়াতে যেত। ধ্রুব অফিসে যাওয়ার পর মেনকাদেবী লোপাকে নিয়ে দুপুরে খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ত। উমাও প্রায় দুপুরে এসে লোপার পাশে শুলে লোপা তার অতীত জীবনের কাহিনী শোনাত। একদিন শুয়ে লোপা বলছিল, সোনাদি আমরা সেই রেস্তোরায় যাব, যেখানে ওর সাথে প্রথম দিন এবং তারপর তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই দোকানে আজ মাকে নিয়ে যাব। কি বলো মা," মেনকাদেবী লোপার মুখের সুধামাখা কথা শুনে তার তৃপ্তি হয় না, বললেন, 'হ্যাঁ যাব।" লোপার সন্ধ্যারতি ও ভজন শেষ হলে ধ্রুব সকলকে নিয়ে সেই দোকানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ছেলেদের একটি ছিল লোপা ও উমার পরিচিত, আর সব নতুন। ছেলেটি লোপাকে মেনকাদেবীকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইনি কে দিদিমণি?" "আমার মা" বলে লোপা তাদের জন্য খাবার আনার অর্ডার দিল। তারপর মাকে দেখিয়ে বলে, এখানে আমি বসেছিল আর ওধারে ও বসেছিল। সেদিন ছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাতের পরের দিন মা। আমি কেবল ওকে আমার মনের আবেগস্ফূর্তি ও আনন্দ জানাচ্ছিলাম আর ও চুপ করে শুনছিল। এভাবে লোপা মাকে সব বলে শোনাল। ইতিমধ্যে ছেলেটি বলল, বিয়ের মিষ্টি খাওয়াবে না?" শুনে মা ওদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য ধ্রুবকে টাকা দিতে বললেন। বিয়ের পর আমোদ অহ্লাদের মধ্যে দিন কাটছিল লোপার। মাঝে মাঝে ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটে থাকতো, যাহার পরিণাম কোন সময়ই নিদারুণ হতো না। একদিন যথারীতি ফোন করে ধ্রুব অফিস থেকে বেরিয়েছে। বাড়ীতে মা ও লোপা বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। আসার সময় পার হয়ে গেছে।

ধ্রুব এখনও এলো না দেখে লোপার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। অধীর আগ্রহে মা-ও লোপা পথের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক সময় অতিক্রা হোলো, ধ্রুব আসছেনা কেন? উভয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পথের দিকে তাকিয়ে আছে! লোপার পা অবসন্ন, মুখে কথা নেই। প্রিয়নাথবাবু তখনও বাড়ী ফেরেন নি। মেনকাদেবী কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিলেন না। তিনি অফিসে ফোন করে জানলেন যে ধ্রুব অফিসে নেই। সদানন্দবাবুকে ফোন করে ঘটনা বললেন তিনি মেনকাদেবীকে বললেন যে ধ্রুব যথা সময়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে। লোপার শরীর কাঁপছে, অস্থির চিত্তে এঘর-ওঘর কচ্ছিল আর মার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিল। এভাবে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। এখনও ধ্রুব ফিরলোনা দেখে মাকে জড়িয়ে ধরে লোপা বলে, 'কি হোলো মা' বলে লোপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সান্ত্বনা দিয়ে মেনকাদেবী বললেন." কাঁদিস না মা। এও লীলাময়ের লীলা।" বলতে বলতে উভয় বিস্ফারিত নেত্রে দেখল ধ্রুবর গাড়ী আসছে। "এসেছে মা" বলে মাকে প্রণাম করে তাকে ধরে দাঁড়াল। মা-ও লোপার চোখ মুখ দেখে ধ্রুব এর মধ্যে কি ঘটে গেছে বুঝতে পারল। অপরাধীর মত সে চুপ করে চলে গেল। লোপা তাড়াতাড়ি ধ্রুবর খাবার করে এনে দিল। খেতে খেতে ঘটনাটি বলতে থাকে।" বাড়ীতে ফোন করে অফিস থেকে বেরিয়েছি, ঠিক এমন সময় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন সহকারি উপস্থিত হলো। তাকে ছেড়ে আসতেও পাচ্ছি না, আবার দেরীও করতে পাচ্ছিলাম না। ওর সাথে কথা বললে দেরী হয়ে যাবে, এবং তোমরা চিন্তিত হবে। ইহা ভেবে আমি বাড়ী আসার ব্যাগ্রতা দেখাতে থাকি। কিন্তু আমি কিছুতেই ওর কাছ থেকে আসতে পাচ্ছিলাম না। শেষে অনন্যোপায় হয়ে বললাম, আমার দেরী হয়ে গেছে। মা আমার জন্য চিন্তা কচ্ছেন। আজ চলি, পরে দেখা হবে বলে বিদায় দিয়ে আমি বাড়ী চলে এলাম।" ইতিমধ্যে প্রিয়নাথবাবু বাড়ী ফিরলেন। সদানন্দবাবু ফোন করে ধ্রুবর খবর নিলেন। প্রিয়নাথবাবুকে চা জলখাবার দিয়ে ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারতি ও ভজন করার পর ধ্রুব মা-ও লোপাকে নিয়ে বেরোলো। ধ্রুবর পাশে লোপা চুপ করে বসে ছিল। তখন তার চোখ অশ্রু জলে সিক্ত। মা মেনকাদেবী লোপার চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন, জানি না কি আছে বিধির বিধানে। লোপা আজ মনে যে আঘাত পেয়েছে, জীবনে কোনদিন সে ভুলবে না। সেদিন রাতে ধ্রুবকে লোপা বলছিল. ঘটনার কথা তার মনে হলে, তার শরীর কাঁপতে থাকে। লোপার কথা শুনে ধ্রুব কাতর কণ্ঠে বলল, আমার অবস্থাও তোমার মত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না। ভবিতব্যর উপর আমাদের কোন হাত নেই লোপা। বলে লোপাকে ধ্রুব তার বুকের কাছে

টেনে নিল। ধ্রুবর প্রেম পরশে নামছে লোপার নয়নাশ্রু অবিরল ধারায়। মানে না মানা। তারপর অবসন্ন হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়ে পরম শান্তিতে ধ্রুবর বুকে।

ধ্রুবর বহুমুখি গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী পরিকল্পনা মত শুরু হয়েছে। প্রথমে দুটি ব্লকের উন্নয়ন কার্য্য গ্রহণ করা হয়েছে। ব্লক দুটির বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচী সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, দুস্থ বেকার পুরুষ, মহিলা ও তরুণ তরুণীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন, যে এলাকা যে সম্পদে সমৃদ্ধ তাহা আহরণ করা এবং সেই সম্পদের ছোট ছোট শিল্প কারখানা স্থাপন করে সদানন্দ শিল্প সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঐ সব শিল্প কারখানার পূর্ণ দায়িত্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় তরুণদের হাতে অর্পণ করা, তারপর ঐ সব শিল্পকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের সংরক্ষণ ও বিপননের দায়িত্ব সরকার এবং সদানন্দ শিল্প সংস্থার উপর অর্পণ করা, তারপর দুস্থ পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করে দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে ধ্রুব এবং তার সহযোগিরা খুব ব্যস্ত ছিল। এত ব্যস্ততার মধ্যেও ধ্রুব যখন অফিসে প্রবেশ করতো তার অমায়িক ব্যবহার, সকলের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ ও কর্তব্যপরায়নতা, তার অদম্য কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি ও বিবেচনা দেখে সকলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেত। সত্যপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও নিরহঙ্কার এই কর্মবীরের নিকট কর্মই ছিল তার গুরু, কর্মই তার ধর্ম, জ্ঞান ও বুদ্ধি। সে ছিল সকলের প্রেরণা। কারখানার সব শ্রেণীর কর্মীরা, সদানন্দবাবু বা মনতোষবাবু যে যখনই ধ্রুবর সংস্পর্শে আসতো, মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে যেত। ধ্রুব হয়ে উঠেছে সদানন্দ শিল্প সংস্থার প্রাণকেন্দ্র ও প্রাণপুরুষ। সকলের মুখে ধ্রুবর প্রশংসা। ধ্রুবর চরিত্রের মহত্ত্বই হোলো দোষত্রুটি অনুসন্ধান নয়, দোষ-ত্রুটি বিমোচন। কর্মজগতে ইহাই ছিল তাহার মূল মন্ত্র। আর গৃহে মা ছিল তার বিবেক ও বুদ্ধি। আর অভিন্ন হৃদয়া লোপা ছিল তাহার প্রেরণা ও শক্তির উৎস। এ হেন পুরুষের ক্ষতি সাধনের জন্য বিশ্বপিতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন! ইহাই তাহার সৃষ্টির মহিমা ও সৃষ্টির রহস্য।

ক্রমে ক্রমে লোপার মন থেকে ভয় ও আশঙ্কা দূর হোলো। গৌতমদের ক্লাবে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে লোপা কমলা ও উমা সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করবে বলে স্থির হ'য়েছিল। ঐ বিচিত্রানুষ্ঠানে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীরা ছাড়াও খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী ও নানা রকমের গুণী শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা প্রথমে লোপার মত একজন অখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীকে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিতে চাইছিল না। কিন্তু

গৌতমের পিড়াপীড়িতে অবশেষে তারা রাজি হলেন। লোপা মায়ের অনুমতি পেয়ে অংশগ্রহণ করতে রাজী হোলো। লোপা গৌতমকে বলল, "ওখানে কোন উপদ্রব হওয়ার আশংকা নেই ত গৌতমদা?" "নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা করা হবে লোপা। তোমার কোন ভয় নেই।" উত্তরে জানাল গৌতম। তারপর গৌতম সদানন্দবাবুকে আমন্ত্রণ করতে গেলেন। সদানন্দবাবু গৌতমকে দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি বিচিত্রানুষ্ঠান দেখতে যাবেন বলে তাকে জানিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানের দিন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সকলে গৌতমদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো। সকলকে চা জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করে গৌতম সকলকে নিয়ে আসরে বসিয়ে দিল। ধ্রুব বসে আছে এমন সময় ওর বন্ধু ডেঃ কমিশনার এসে ওর পাশে বসল। শুনলাম সেদিন অফিস থেকে বেরোবার মুখে এক ভদ্রলোক তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। কে ঐ ভদ্রলোক।" ডেঃ কমিশনারের প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব জানাল, ধ্রুব তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখেছিল, এবং সে তখন ধ্রুবকে জানিয়েছিল যে সে ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী। এর বেশী ওর সম্বন্ধে ধ্রুব জানে না। তবে ধ্রুব মাঝে মাঝে ওকে প্রতিষ্ঠানে দেখত। ধ্রুবর কথা শুনে ডেঃ কমিশনার বিশেষ কিছু না বলে চুপ করে গেলেন। তারা যে তাকে অনুসরণ ক'রছে, সে কথা ডেঃ কমিশনার ধ্রুবর নিকট প্রকাশ করলো না। কারণ ঐ লোকটি ছিল একটি দুর্বৃত্ত দলের সক্রিয় সভ্য। সত্য প্রকাশ করলে আতঙ্ক সৃষ্টি হতে পারে এই ভয়ে ডেঃ কমিশনার ও প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করলো। মার পাশে বসে লোপা কেবল ধ্রুবর উপর কড়া নজর রাখছিল। ওর আর এক পাশে বাবা সদানন্দবাবু বসেছিলেন। যথাসময় অনুষ্ঠান শুরু হ'লো। আসরে বিরাট জনতার সমাবেশ। দেশের বিশিষ্ট শিল্পীরা উপস্থিত হয়েছেন এদের মধ্যে অখ্যাত অজানা শিল্পীরা হ'লো, লোপা, কমলা ও উমা। এ কারণ ওদের মনে দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক। অনুষ্ঠান শুরু হলে বড় বড় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন ক'রলেন। তারপর উমা ও কমলার সঙ্গীত পরিবেশন করার পর লোপার নাম বললে, দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শুরু হ'লো। লোপা বাবা ও মাকে প্রণাম করে মঞ্চের উপর বসে প্রথমে সুললিত কণ্ঠে একটি ভজন করল। লোপার কণ্ঠস্বর শুনে দর্শকদের গুঞ্জন থেমে গেল। মধুর কণ্ঠের গান শুনে দর্শক মোহিত হয়ে গেল। ভজন শেষ হলে সকলে তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে লোপাকে আর একখানি গানের অনুরোধ করতে থাকে। তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত শেষ হ'লে, দর্শক আর একখানির অনুরোধ করলো, আধুনিক, তারপর নজরুল ও সর্বশেষে কীর্তন করে শেষ করল। তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে

দর্শকমণ্ডলী লোপার উচ্চ প্রশংসা ক'রতে থাকে। উপস্থিত কলাকাররা লোপার সঙ্গীতে এরূপ প্রতিভা দেখে অবাক হয়ে বলতে থাকেন. এরূপ একজন প্রতিভাশালী সঙ্গীত শিল্পীর পরিচয় তারা পূর্বে পান নি। সকলে এর সাথে আলাপ করতে আসছে দেখে, ডেঃ কমিশনার এসে জনতাকে দূরে যেতে অনুরোধ করলেন। ভয়ে গৌতম আরও কয়েকজন সাথী নিয়ে উমা, লোপা ও কমলাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। মেনকাদেবী লোপাকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর উমা ও কমলা লোপার দুপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছে দেখে গৌতম ওদের নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল। সব কর্মকর্তারা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। গৌতমের মন ও প্রাণ আনন্দ ও খুশীতে ভরপুর। কারণ তার দেওয়া তাদের নয়নের মণি সুকণ্ঠি লোপামুদ্রা সব দর্শকের মন জয় করেছে। অনুষ্ঠান শেষে ধ্রুব লোপা ও মাকে নিয়ে বাড়ী ফিরছিল, তখন লোপা ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বন্ধুকে সেদিনকার ঘটনার কথা বলেছিলে? লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলল, না আমাকে কিছু বলতে হয়নি। ওই আমার কাছে জানতে চাইল ওর পরিচয়। আমি কেবল ভদ্রলোককে দু একবার আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে দেখেছিলাম। ধ্রুবর কথা শুনে লোপা বললো, তবে ওরা নিশ্চয় তোমার সাথে ওকে কথা বলতে দেখেছে। লোপার কথা শুনে ধ্রুব বলল, "হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে।" ধ্রুবর কথা শুনে লোপার মনে অজানা ভয় ও আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠল। আর কোন কথা না বলে বাড়ী গিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে সকলে শুয়ে পড়ল। তারপর দিন তখন সকাল দশটা। গৌতমের বাধা নিষেধ না মেনে কয়েকজন সাংবাদিক ভদ্রলোক লোপার সহিত সাক্ষাত করতে এল। বাড়ীতে তখন কেবল মেনকাদেবী ও লোপা ছিল। গৌতম ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে এল ওদের পেছনে। ভদ্রলোকরা প্রথমে বাড়ীতে পেঁছালে মেনকাদেবী দরজা খুলে তাদের পরিচয় এবং আসার কারণ জানতে চাইলেন; তখনই গৌতম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হলো। গৌতমকে দেখে মেনকাদেবী সাহস পেলেন এবং গৌতমের সহিত ভেতরে গেলেন। গৌতমের কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনে মেনকাদেবী ভদ্রলোকদের বসতে বললেন। তারপর মেনকাদেবী তাদের লোপার সাথে সাক্ষাতের কারণ জানতে চাইলে তারা তাদের পরিচয় দিয়ে মেনকাদেবীকে লোপামুদ্রাদেবীর সহিত সাক্ষাতের কারণ জানালেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জেনে মেনকাদেবী ভেতরে গেলে লোপা মাকে বলল, "মা তুমি ওনাদের জানিয়ে দাও যে তুমি চাওনা যে আমি বাহিরের কোন সঙ্গীত আসরে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করি বা রেডিও ও সিনেমাতে গান করি।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী এসে

বললেন, "দেখুন লোপামুদ্রা আমার পুত্রবধু। আপনাদের যাহা জানার প্রয়োজন আমাকেই বলুন। কোন আপত্তি না থাকলে আমি আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দেব।" মেনকাদেবীর কথা শুনে সাংবাদিকরা বললেন, "মাপ করবেন। ইহা আইন সম্মত নয়। দয়া করে লোপামুদ্রাদেবীকে এখানে একবার আসতে বলুন।" ওনাদের কথা শুনে মেনকাদেবী লোপাকে ডাকলেন। অবশেষে লোপা সকলকে নমস্কার জানিয়ে মার পাশে গিয়ে বসল। আর গৌতম লোপার পাশে বসল। লোপাকে দেখে ওদের মনে হলো যেন স্বর্গের কোন দেবী এসে ওদের সম্মুখে বসলো। সাংবাদিক বলল, "মাপ করবেন। কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আপনাকে বিরক্ত করবো। আপনি কি কোনদিন রেডিও বা বড় সঙ্গীত আসরে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছেন?" প্রশ্ন শুনে লোপা বলল, "কেবল স্কুল কলেজেই গানে অংশগ্রহণ করেছি। এ ছাড়া একেবারে নিজস্ব ঘরোয়া আসরে কয়েকবার গানে অংশ-গ্রহণ করেছিলাম।" তারপর প্রশ্ন করলো, "আপনি কি সেই লোপামুদ্রাদেবী যিনি গত সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের সঙ্গীতাসরে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন? প্রশ্ন শুনে উত্তর দিয়ে লোপা বলল, "হ্যাঁ আমি সেই লোপামুদ্রা। আমি তখন এম. এ পরীক্ষার্থীনী ছিলাম।" লোপার উত্তর শুনে সাংবাদিক প্রশ্ন করলো, "আপনি কি বিবাহিতা? আপনার স্বামী কি করেন?" "তিনি সদানন্দ শিল্প সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টার।" আপনি গান রেকর্ড বা সাধারণ জনসভায় অনুষ্ঠিত সঙ্গীতাসরে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী?" সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনে লোপা বলল, "না"। লোপার 'না' উত্তর শুনে সাংবাদিক বলল, "আপনার এরূপ মনোভাবের কারণ কি, যদি দয়া করে বলেন, তবে খুশী হবো। কারণ এতে আপনার প্রতিভা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যাবে লোপামুদ্রাদেবী। তা একবার ভেবে দেখেছেন কি?" প্রশ্ন শুনে লোপা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, "না, আমি তা মনে করি না। আমি পিতা, মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সেবা এবং তাদের সুখী করাকেই আমি আমার জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বলে মনে করি। বলে লোপা সাংবাদিকের কাছে জানতে চাইল, তাদের আর কোন প্রশ্ন আছে কিনা। লোপার প্রশ্ন শুনে সাংবাদিক জানাল, তাদের আর কোন প্রশ্ন নেই। তারপর লোপা মাকে সম্বোধন করে বলল, "মা ওনাদের সব প্রশ্ন শেষ হয়েছে। তুমি একটু বসো মা, আমি ওনাদের জন্য চা জলখাবার নিয়া আসছি।" বলে লোপা ভেতরে চলে গেল। লোপার মুখে এমন মধুর কণ্ঠে 'মা' সম্বোধন শুনে সাংবাদিকেরা মুগ্ধ হয়ে লোপার দিকে তাকিয়ে রইল। লোপা ওদের চা দিয়ে মার পাশে বসলো। সাংবাদিক চা খেতে খেতে বলল, "জীবনে এই

প্রথমে আপনার মত একজন নির্লোভ, কামনা বাসনাহীন অনবদ্য সঙ্গীত শিল্পীর সাক্ষাত পেলাম। এই সাক্ষাত এবং আপনার সঙ্গীত প্রতিভার কথা চিরদিন আমাদের স্মরণে থাকবে লোপামুদ্রাদেবী। আচ্ছা চলি মাসীমা ও লোপাদেবী। বলে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল সাংবাদিকরা। গৌতম খেয়ে দেয়ে পরে চলে গেল। মুগ্ধ হলো তাদের নয়নের মণি লোপার ত্যাগ ও জীবনাদর্শ দেখে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গুপ্ত সংস্হা কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগে, ধনী শিল্পপতি বা দেশনায়কের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন রকমের বেআইনী, অসামাজিক ও দেশের স্বার্থবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হোলো মূল্যবান ধাতুর চোরা কারবার, এবং প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক অপহরণ করে বিদেশের শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া। এ উদ্দেশ্যে খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য দেশের সর্বত্র এদের চর কাজ করে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে ধ্রুবর অফিস থেকে বাড়ী ফেরার সময় যে লোকটি ধ্রুবর সহিত কথা বলছিল, পুলিশের সন্দেহ যে সেই লোকটিও এইরূপ একটি গুপ্ত সংস্হার চর হয়ে কাজ কচ্ছে। ওর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার ও খবরাখবর জানার জন্য পুলিশ ওর পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছিল, কিন্তু কোন সঠিক প্রমাণ হস্তগত করতে পারে নি। এর প্রধান কারণ ওদের যাতায়াত এত উচু মহলে, যে সেখানে পুলিশের অনুপ্রবেশ খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। সদানন্দ শিল্প সংস্হার ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও সর্বমুখী উন্নতি দেখে অনেক শিল্পমালিক বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, বিশেষতঃ ধ্রুবর যোগদানের পর। তারা চায় না ধ্রুব সদানন্দ উদ্যোগের হয়ে কাজ করুক। তাই কোন কোন শিল্পপতি চাইছিল, ধ্রুবকে কৌশলে অন্য কোন দেশে পাঠিয়ে দিতে। এইরূপ করতে পারলে .ওরাও দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবে আর যে দেশে পাঠাবে তারাও লাভবান হবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করে ওরা ঐ গুপ্ত সংস্হার সাহায্য প্রার্থনা করলো। এ দেশে ঐ গুপ্ত সংস্হা একটি দুস্থ সেবা প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশে কাজ করে যাচ্ছিল। এরূপ খবর পেয়ে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এই সেবা প্রতিষ্ঠানটির উপর কড়া নজর রাখছিল। কিন্তু দেশের একজন গণ্যমান্য জননেতা একদিন এই প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে ইহার কাজকর্মের ভূয়সি প্রশংসা করে গেলেন। ইহা দেখে পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটি তল্লাসি করার অভিপ্রায় কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখতে বাধ্য হলো। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগ এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীদের উপর কড়া নজর রেখে যাচ্ছিল। কিছুদিন নজরে রাখার পর পুলিশের কাছে খবর এলো যে গুপ্ত সংস্হার কয়েকজন সক্রিয় সদস্য এই সেবা প্রতিষ্ঠানের

সহিত যুক্ত আছে এবং তারা ধ্রুবকে অপহরণ বা তার প্রাণ নাশের জন্য নিযুক্ত হয়েছে। এরা যে যে হোটেলে বাস কচ্ছিল, তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য সব ব্যবস্থা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ পাকা করে রেখেছিল। এ খবর পেয়ে ধ্রুবর অগোচরে তার নিরাপত্তার কঠোর ব্যবস্থা পুলিশ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলো। ধ্রুব যদিও এ সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে নি, তবে সে লক্ষ্য করছিল, তার অফিসে যাওয়ার সময় বা অফিস থেকে বাড়ী ফেরার সময় পুলিশের পেট্রোল গাড়ী যাতায়াত করবে। যাহা হউক, ইহা ধ্রুবর কাজের কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। ধ্রুবর কাজ পরিকল্পনা মত এগিয়ে চলেছিল। সদানন্দ সংস্থার প্রসার কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছিল। তপনের ঐরূপ শোচনীয় মৃত্যুর পর ধ্রুব শান্তনু, স্বপন ও রতনকে সদানন্দ সংস্থায় নিয়া এলো তার সহিত সদানন্দ সংস্থার প্রসার উদ্যোগে কাজ করতে। এছাড়াও প্রচুর এঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারী নিয়োগ করা হলো। সবলে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত কাজ করে চলেছে। সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, শ্রমিক আবাস ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্হাপনের দিকে। গ্রামোন্নয়ন ও সদানন্দ সংস্থার উন্নয়নমূলক সব কাজ ধ্রুবর রচিত রূপরেখা মত এগিয়ে চলছিল। শ্রান্ত ক্লান্ত ধ্রুব বাড়ী ফিরতে এক মিনিটও দেরী করতো না। লোপা উদ্‌গ্রিব হয়ে বসে থাকে ধ্রুবর টেলিফোনের জন্য। লোপাকে টেলিফোন করে বাড়ীর দিকে রওনা দিত। একদিন বাড়ী ফিরছে, হঠাৎ একখানি পুলিশের গাড়ী ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ওর মনে গভীর সন্দেহ হলো। চুপ করে বাড়ীতে এসে দেখে গুরুজী ওর জন্য অপেক্ষা করছেন। তার পাশে মা ও লোপা বসে আছেন। ধ্রুব গুরুজীকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলো, সব খবর ভাল ত গুরুজী? ধ্রুবর কথা শুনে গুরুজী বললেন, হ্যাঁ সব খবর ভাল। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। তারপর সব বলছি।' হাত মুখ ধুয়ে ধ্রুব এসে গুরুজীর পাশে বসলে, গুরুজী বললেন, এ সময় না এলে তোমার সাথে দেখা হবে না ধ্রুব। তোমার মত একজন কর্মবীরের সাক্ষাত পাওয়া সৌভাগ্যের ধ্রুব।" গুরুজীর কথা শুনে ধ্রুব বলল, "আপনার আশীর্বাদ মাথায় রেখে আমি জীবনপথে অগ্রসর হচ্ছি গুরুজী। আমাদের সদানন্দ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসার প্রকল্প, সরকার অনুমোদন করে আজ চিঠি দিয়েছে। আমাদের শীঘ্রই যন্ত্রাদি পরিদর্শন ক্রয় করার জন্য আমেরিকা যেতে হবে। মনতোষদা, আমি, চেয়ারম্যান ও শান্তনু এক সপ্তাহের মধ্যে রওনা দেব গুরুজী। আমাদের যাতায়াতের খরচ সরকার বহন করবে।" ধ্রুবর কথা শুনে গুরুজী ধ্রুবকে আশীর্বাদ করে বললেন, "আমি সর্বান্তকরণে তোমার কর্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন কামনা করি ধ্রুব।" ইতিমধ্যে লোপা চা ও জলখাবার এনে গুরুজী ও ধ্রুবকে দিলে

গুরুজী বললেন, "সতীলক্ষ্মী এসে তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন ধ্রুব। তুমি সব বিপদমুক্ত ধ্রুব।" বলে গুরুজী চা খেয়ে চলে গেলেন। গুরুজীর কথা শুনে মার মুখ বিষণ্ণ হলো। লোপা বুঝে বলল, "চল মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।" বলে লোপা ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারতি ও ভজন করলো। তারপর ধ্রুব লোপা ও মাকে নিয়ে প্রতিদিনের মত বেড়িয়ে পড়ল। ধ্রুব লক্ষ্য করলো যে পুলিশের গাড়ী ওকে অতিক্রম করে গেল। ধ্রুব একটু চিন্তিত হলো। একটু পরে মা বললেন, 'লোপাকে তোর সাথে নিয়ে যাবি।' মার কথা শুনে লোপা মাকে বলল, "আমি তোমাকে রেখে যাব না মা। তুমি গেলে আমি যাব। "ও গেলে তুমিও যাবে মা।" লোপার সাথে যোগ দিয়ে ধ্রুব মাকে বলল, 'তারপর সোনাদি ও ছোড়দিও আছে মা।' মোট তোমাদের চার জনার খরচ বহন করতে হবে।' মার কথা শুনে ধ্রুব বলল, 'বেশ তাই হবে মা।' ধ্রুবর কথা শুনে লোপা আনন্দে বলে উঠলো 'তবে আমাদের বেড়ান খুব উপভোগ্য হবে মা। আমি গিয়েই সোনাদি ও ছোড়দিকে খবর দেব। "আমি কালকের আমার এক বন্ধুর কাছে চিঠি দেব আমাদের জন্য একটি বাংলো বন্দোবস্ত করে রাখতে," বলল ধ্রুব। মনের আনন্দে বাড়ী ফিরে লোপা প্রথমেই ফোন করলো সোনাদিকে, "সোনাদি কাল অবশ্যই দুপুরে এখানে আসবে। একটি সুখবর শোনাব।' তারপর ফোন করে ছোড়দিকে দুপুরে আসতে বলল। কিছু সময় পর উমা ফোন করে 'কি সুখবর' জানতে চাইলে, লোপা বলল, 'তুমি এস তবেই বলব। ফোনে বলতে পারব না।' তারপর মাকে বলল, 'মা দেখ, সোনাদি এখনই এসে পড়বে।' বলে লোপা ফোন ছেড়ে দিল। উমা সুখবর জানার কৌতুহলে লোপাকে কিছু না বলে শঙ্করকে সঙ্গে করে সেদিন রাতেই এসে লোপাকে অবাক করে দিল। লোপা সোনাদিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সোনাদি আমরা আবাব সেখানে বেড়াতে যাব। তোমার সোনাভাই অফিসের কাজে সাতদিনের জন্য আমেরিকা যাচ্ছে। আমরাও ওর সাথে যাব সোনাদি।' এদিকে কমলাও সুখবর শোনার উৎসাহ চেপে রাখতে না পেরে গৌতমকে নিয়ে তৎক্ষণাত রওনা দিল সুখবর জানার উদ্দেশ্যে। মনের আনন্দে সকলে খেতে বসলে মা মেনকাদেবী সকলকে খবরটি জানাল। শুনে সকলে খুব খুশি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল প্রিয়নাথ-বাবুকে নিয়ে। তার স্কুলে তখন পরীক্ষা চলছিল। তার উপর তিনি একবার আমেরিকা গেছেন বলে তিনি অতদূরের যাতায়াতের কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না বলে যেতে আগ্রহী নন। ওনাকে রেখে মেনকাদেবী যেতে চান না। মেনকাদেবী না গেলে লোপাও যাবে না। প্রিয়নাথবাবু জানালেন যে এই সাত দিন তিনি একাই থাকতে পারবেন। কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং

মেনকাদেবী অবশেষে যেতে রাজি হলেন। তার পরদিন অফিসে যাওয়ার পথে লোপাকে বাড়ী নাবিয়ে দিয়ে ধ্রুব অফিসে চলে গেল। লোপা মা সুরুচি-দেবীকে যাওয়ার অনুরোধ করলে তিনি যেতে রাজি হলেন না। অশোকের পরীক্ষা চলছে। সুতরাং তারও যাওয়া সম্ভব নয়। অশোক স্কুলে গেলে পর সুরুচিদেবী বেড়িয়ে গেলেন। লোপা আইমার সাথে বসে গল্প সল্প করে কাটাল। বাবাকে একবার ফোন করল। সদানন্দবাবু লোপাকে জানল, সেও সুরুচিদেবীকে যাওয়ার অনুরোধ করেছিল কিন্তু সে যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পথে ধ্রুব লোপাকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। অফিস থেকে ফেরার পূর্বে মাকে ফোন করে বেড়িয়েছিল সুতরাং বেশী দেরী করলে মা অধীর হয়ে পড়বেন। তাই তারা তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে রওনা দিল। এদিকে মা মেনকাদেবী ওদের ফেরার পথ চেয়ে ঘড়-বার কচ্ছেন। প্রিয়নাথবাবু স্কুল থেকে বাড়ী ফিরেছেন। কিন্তু ওরা এখনও বাড়ী ফিরছে না কেন দেখে মেনকাদেবী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটু পরেই ধ্রুবর গাড়ী দেখে মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ঘরে ঢুকেই লোপা বলল, মা একটু দেরী হয়ে গেছে। বলেই লোপা বাবার জন্য চা জলখাবার নিয়া এল। তারপর ধীরে ধীরে মাকে সব খবর বলল। লোপার কথা শুনে মা মেনকাদেবী বললেন, এর জন্য কোন আক্ষেপ করিসনে মা। শঙ্কর ও গৌতম উমা ও কমলার যাতায়াতের টাকা দেবেন শুনে মেনকাদেবী আপত্তি করলো। কিন্তু উমা ও কমলার যুক্তি শুনে তিনি কোন আপত্তি করলেন না। যাওয়ার দিন এগিয়ে এল। যাত্রা করার আগের দিন পুলিশ কর্তৃপক্ষ ধ্রুবকে জানিয়ে দিল যে ওদের নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে ধ্রুবর পরিচিত বৈজ্ঞানিক প্রফেসার ফোন করে ধ্রুবকে জানিয়ে দিয়েছিল যে তাদের সাতদিনের থাকার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। সুতরাং ওদের ওখানে গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখিন হতে হবে না। নির্দ্দিষ্ট দিনে তারা যাত্রা করিল। প্লেন থেকে অবতরণ করে দেখলো, কোম্পানির লোক ওদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। এয়ারপোর্টের সব আইন মাফিক কাজ শেষ করে তাদের নিয়ে কোম্পানির কর্মকর্তারা বাংলোয় উপস্থিত হলো। বাংলোয় পৌঁছেই ফোন করে বাবার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ধ্রুব তাদের নিরাপদে পৌঁছানর খবর জানিয়ে দিল। সদানন্দবাবু জানিয়ে দিলেন সুরুচিদেবীকে। পৌঁছেই ধ্রুব সকলকে সঙ্গে করে কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে গেল। ভ্রমনসূচি মত সব কাজ শেষ করে ধ্রুব সকলকে নিয়ে বেড়াতে যেত। সাত-দিনের মধ্যে যন্ত্রপাতি চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে শিক্ষা নিয়ে এবং অন্যান্য সব কাজ শেষ করে ফেলল। সাতদিন আনন্দে কাটিয়ে তারা স্বদেশের দিকে

রওনা দিল। এয়ারপোর্টে শঙ্কর ও গৌতম উপস্থিত ছিল। সকলে শঙ্করদের বাড়ী গিয়ে সেদিন খেয়ে দেয়ে রাতে বাড়ী ফিরলো। প্রিয়নাথবাবুর একদিন কোন অসুবিধা হয় নি শুনে সকলে খুব খুশী হলেন। বাড়ী পৌঁছে দুদিনের মধ্যে ধ্রুব প্রোজেকটের প্লান রচনা করে কোম্পানির সাথে সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি সহ সরকারের প্রধান সচিবের সহিত সাক্ষাত করে তার হাতে দিয়ে এল। যে যন্ত্রগুলি আমদানি করা হবে, তার প্রত্যেকটিতে রপ্তানিমুখি দ্রব্য উৎপাদন হবে, সে কারণ সরকারের অনুমোদন ও অর্থসাহায্য সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে আশা করে। মনতোষ, শান্তনু ও সদানন্দবাবু ধ্রুবর বিচার বুদ্ধি ও অদম্য কর্মক্ষমতা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিভিন্ন ছদ্মবেশে পুলিশ দুস্থ সেবা প্রতিষ্ঠানের উপর নজর রেখেও গুপ্ত সংস্থার কোন সভ্যকে গ্রেপ্তার করতে পারলো না। এভাবে কড়া নজর রাখার পর একদিন সন্ধ্যার দিকে পুলিশ একজন লোককে সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে বেড়িয়ে আসতে দেখে দূর থেকে তার অনুসরণ করছিল। ঐ লোকটি কিছুদূর গিয়ে একটি টেকসি ভাড়া করে কিছুদূর গিয়ে টেকসি থেকে নেবে হেঁটে একটা বড় হোটেলে প্রবেশ করল। ইহার কিছু সময় পর ঐ লোকটি দুজন সহযোগিকে নিয়ে হোটেল থেকে বেড়িয়ে একটি টেকসি করে বেড়িয়ে গেল। পুলিশ টেক্সির নম্বর লিখে ঐ টেক্সির অনুসরণ করতে থাকে। পুলিশ বেতার মারফত টেক্সির নম্বর জানিয়ে সব ট্রাফিক পুলিশকে সতর্ক করে দিল। তারপর ওরা দুর্বৃত্তদের টেক্সি অনুসরণ করতে থাকে। ঐ দুর্বৃত্তরা ধ্রুবর বাড়ীর গলির মধ্যে প্রবেশ করলে। অনুসরণকারি পুলিশ পার্টি পাহাড়ারত পুলিশকে টেক্সির নম্বর জানিয়ে সতর্ক করে দিল। এদিকে দুর্বৃত্তদের টেক্সিখানি ধ্রুবদের বাড়ীর চারিদিকের পরিবেশ পরিদর্শণ করে পুনরায় হোটেলে ফিরে এল। পুলিশ এরূপে দুর্বৃত্ত দলের সন্ধান পেল। তারপর ঐ হোটেলে অবস্থিত কর্ত্তব্যরত পুলিশ বাসিন্দাকে ওদের গতিবিধির উপড় নজর রেখে সব খবর জানাতে বলল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ বিষয় নিঃসন্দেহ হোলো যে শীঘ্রই এই দুর্বৃত্তরা ধ্রুবর বাড়ী বা গাড়ী আক্রমণ করবে। সুতরাং তারা ধ্রুবর গাড়ী সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং বাড়ীর গলি পরিদর্শণ করে কর্মসূচি তৈরি করে রাখল। এদিকে দুর্বৃত্তদল কবে এবং কখন তাদের অভিযান চালাবে সেই সংকেতের অপেক্ষা কর্চ্ছিল। জনবহুল রাস্তায় ধ্রুবর গাড়ী আক্রমণ করে তাকে অপহরণ বা নিহত করা বিপদজনক। একমাত্র প্রশস্ত সময়, ধ্রুব যখন রাত নয়টার সময় বেড়িয়ে বাড়ী ফেরে। তিনজন দুর্বৃত্ত প্রথমে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। ধ্রুব বেড়িয়ে এলে ওকে আক্রমণ করে বাড়ী থেকে বেড় করে আনবে। তারপর দুর্বৃত্তদের অপেক্ষামান গাড়ীতে করে ধ্রুবকে

নিয়ে পালাবে। এরূপ প্লান করে দুর্বৃত্ত দল সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষা করে ছিল। পনেরোদিন পর হোটেলে অবস্থিত ছদ্মবেশী পুলিশ কর্মচারি মারফত খবর পেয়ে থানার পুলিশ আধিকারি ধ্রুবর বাড়ীর চারিদিকে সাদা পোশাকের পুলিশ পাহাড়ার ব্যবস্থা করে রাখলেন। ঠিক সন্ধ্যার পর ধ্রুব মা এবং লোপাকে নিয়ে বেড়াতে গেলে তিনজন দুর্বৃত্ত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে লুকিয়ে রইল। রাত নয়টার পূর্বে একখানি গাড়ী এসে ধ্রুবদের বাড়ীর অনতিদূরে দুয়জন দুর্বৃত্তকে নাবিয়ে দিয়ে ধ্রুবদের বাড়ী ছাড়িয়ে আর একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। ধ্রুব যখন বাড়ী ফেরার জন্য তাদের গলিতে প্রবেশ করে দড়জার কাছে এসে দাঁড়াল, তখন চারিদিক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল। আর ঠিক ওদের পিছনে একখানি বড় পুলিশের গাড়ী থেকে কয়েকজন সসস্ত্র পুলিশ নেবে এসে ধ্রুবর বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করে তিনজন দুর্বৃত্তকে ধরে ফেলল। বাকি দুয়জনকেও ধরে ফেলল। সকলকে গাড়ীতে করে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে পুলিশ অফিসার হোটেলে গিয়ে হোটেলের ম্যানেজারকেও গ্রেপ্তার করলো। এভাবে পুলিশ ধ্রুবকে অপহরণের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ওদের গোপন আড্ডা থেকে প্রচুর মূল্যবান ধাতু ও চোড়াই সোনা উদ্ধার করলো। দলের যে দুর্বৃত্তটি পুলিশের নিকট সব খবর পাঠাচ্ছিল সে আর কেউ নয়, ধ্রুবর সেই পরিচিত সহকারি ও সাংবাদিকের পরিচিত বন্ধু। রাখে হরি মারে কে? প্রবাদ বাক্যটি সত্য বলে প্রমাণিত হলো। পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে মা মেনকাদেবী উমা লোপা সকলে ভয়ে চুপ হয়ে রইল। তখনও লোপা এবং উমার শরীর ভয়ে কাঁপছিল। পুলিশ অফিসার তাদের নির্ভয়ে থাকতে বললেন। তাদের নিরাপত্তার সব ব্যবস্হা গ্রহণ করতে পুলিশ ত্রুটি করবে না বলে জানাল। প্রিয়নাথবাবু, মেনকাদেবী পুলিশের বিচক্ষণতা ও নৈপুণ্যের ভূয়সি প্রশংসা করলেন। উমা এবং লোপা প্রকৃতিস্হ হয়ে পুলিশ কর্মচারিদের চা দিয়ে আপ্যায়িত করিল। ফোনকরে শঙ্কর ও গৌতমকে খবর দেওয়ার কিছু সময়ের মধ্যে সকলে ভয় বিহবল চিত্তে উপস্হিত হলো। কিছু সময় পর পুলিশের প্রধান ও ডে কমিশনার ঘটনা স্হল পরিদর্শন করতে এসে ধ্রুবর সাথে মিলিত হলো। তারা প্রিয়নাথবাবুকে জানালেন, যে তারা অনেক আগেই খবর পেয়েছিলো যে একজন শিল্পপতির সাথে এই দুর্বৃত্ত দলের গোপনে চুক্তি হয়েছিল, ধ্রুবকে অপহরণ করে বিদেশের একজন শিল্পমালিকের হাতে তুলে দিতে পারিলে তারা প্রচুর অর্থ পাবে। শুনে মেনকাদেবী বললেন, এভাবে সদা ভয়ের মধ্যে জীবন কাটান অসম্ভব। পুলিশ প্রধান আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপনারা নির্ভয়ে আপনাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করুণ।

আমরা ধ্রুববাবুর নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা করেছি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। তারপর দিন খবরের কাগজের খবর। দ্বিতীয়বার ধ্রুববাবুর জীবন নাশের চেষ্টা। পুলিশের তৎপরতায় দুর্বৃত্ত কর্তৃক ধ্রুববাবুকে অপহরণের চেষ্টা ব্যর্থ। দুর্বৃত্তের হাত থেকে ধ্রুবকে রক্ষার ব্যবস্থা আরও জোরদার হওয়া প্রয়োজন। দৈনিক কাগজ মারফত এরূপ খবর পেয়ে গুরুজী, শান্তনু, প্রবীর সদানন্দবাবু, প্রভৃতি ধ্রুবকে দেখতে এলেন। ধ্রুব অক্ষত অবস্থায় আছে দেখে সকলেই খুব খুশী হলেন। পুলিশের ভৎপরতার জন্য সকলে তাদের প্রশংসা করলেন। এই ঘটনার পর সকলের মনোবল ভেঙ্গে পড়লো। কেবল মা মেনকাদেবী সকলকে সাহস ও উৎসাহ দিতে থাকেন। তিনি ধ্রুবকে নির্ভয়ে তার কাজ করে যেতে উৎসাহ দিয়ে বললেন, কাপুরুষতা ধ্রুবর মত কর্মবীরের শোভা পায় না। আত্মবিশ্বাস, সাহস ও মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে নির্ভয়ে জীবনপথে অগ্রসর হতে হবে। ভগবান সর্বদা তার সহায় থাকবেন। মার অভয় বাণি শুনে সকলের মন থেকে ভয় ও আশঙ্কার মনোভাব কেটে গিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল! অফিস থেকে বাড়ী ফিরে ধ্রুব পুনরায় লোপা ও মাকে নিয়ে বেড়িয়ে রাত ন'টার পূর্বে বাড়ী ফিরছিল এভাবে ভয়ের ভাব কেটে জীবন যাত্রা সুস্থ ও স্বাভাবিক হলো। বিবাহ বাৎসরিকের আর কয়েকমাস বাকি। লোপার বড় সাধ যে মাকে সে একদিন নৃত্য করে দেখায়। এর জন্য তার একটি ঘড়োয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা। তার মনের বাসনা একটি নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠান করবে। এরূপ স্থির করে একদিন দুপুরে মার পাশে শুয়ে আছে, এমন সময় লোপা মাকে বলছে, 'মা আমাদের বিবাহ বাৎসরিকের আর তিন মাস বাকি। মা তোমাকে আমার নাচ কোন দিন দেখাতে পারিনি। বিবাহ বাৎসরিকে একটি নৃত্য নাটিকার আয়োজন করে তোমাকে আমার নাচ দেখাবার বড় বাসনা মা। তোমার কি অভিমত মা।' লোপার কথা শুনে আদর করে লোপাকে কাছে টেনে বললেন মেনকাদেবী। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই লোপা। মা বলে লোপা ছোট মেয়ের মত মেনকাদেবীকে জরিয়ে ধরল। তারপর সোনাদি ও ছোড়দিকে ফোন করে বাড়ীতে আসতে বলল, একটি বিশেষ প্রয়োজনে। ইতিমধ্যে লোপা সোনাদি ও ছোড়দিকে অভ্যর্থনা করার জন্য মিষ্টি, লংকা ও তেল দিয়ে পুরাণ তেতুল মেখে রেখে দিল। তারপর মার পাশে এসে শুয়ে মাকে বলল, 'মা আমি স্কুলে রাধার মান ভঞ্জন নৃত্যনাটিকাতে কৃষ্ণের ভূমিকায় নেচে সোনার মেডেল পেয়েছিলাম 'রাধার মান ভঞ্জন' নৃত্য নাটিকা এখানে অনুষ্ঠিত করার ইচ্ছা। কি বলো মা। 'বেশ তাই কোরো' মেনকাদেবী জানালেন লোপাকে। বিকেলে উমা ঘরে প্রবেশ করা মাত্র হাসতে হাসতে

সোনাদিকে সুস্বাদু তেঁতুলমাখা দিয়ে অভ্যর্থনা করলো। 'আঃ কি চমৎকার' বলে সবটুকু খেয়ে বলে, 'বড় ঝাল লাগছে রে।' বলে দুজনে হাসতে থাকে। তারপর ছোড়দি এল, তাকেও সুস্বাদু তেঁতুলমাখা দিয়ে অভ্যর্থনা করল লোপা। তারপর মাকে বলল। 'মা তুমি আমার প্রস্তাব সোনাদি ও ছোড়দিকে বল। লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী ওদের জানালেন, যে বিবাহ বাৎসরিকে লোপার একটি ঘড়োয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার ইচ্ছা। তোমাদের অভিমত জানার জন্য তোমাদের ডেকে এনেছি। মার কথা শুনে উমা হাসতে হাসতে লোপাকে কাছে টেনে বলল, তাই তুমি আমাদের জন্য টক মিষ্টির আয়োজন করেছ। সকলের হাসি থামলে লোপা বলতে থাকে, বিবাহ বাৎসরিকের প্রায় তিনমাস বাকি। সঙ্গীত ও নৃত্যনাটিকা মঞ্চস্থ করার ইচ্ছা। আমি স্কুলে রাধার মান ভঞ্জন নৃত্য নাটিকাতে রাধার ভূমিকায় নেচেছিলাম। তিনটি প্রধান ভূমিকা, রাধা, চন্দ্রা ও কৃষ্ণ। আমরা তিনজন তিনটি ভূমিকায় থাকবো। বাকি তিনজন নৃত্য শিল্পী ভাড়া করে আনা হবে। স্কুল থেকে পরিচালক আনা হবে, "তিনি নৃত্যনাটিকা পরিচালনা করবেন আর আমাদের নৃত্য শিক্ষা দেবেন। কি বলে, সোনাদি?" 'খুব সুন্দর প্রস্তাব' বলে দুজনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলো। ধ্রুব অফিস থেকে বাড়ী ফিরলে তাকে লোপা তার প্রস্তাব জানালে, ধ্রুব শুনে উৎসাহ ও আনন্দে প্রস্তাব সমর্থন করলো। তারপর প্রিয়নাথবাবু বাড়ী ফিরলে তাকে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা জানিয়ে তার অভিমত জানতে চাইলে, তিনিও খুব খুশি মনে সমর্থন করলেন। ইতিমধ্যে শংকর ও গৌতমকে ফোন করে আসতে খবর দেওয়া হয়েছিল। তারাও খবর পেয়ে চলে এল। বিস্তারিত শুনে উভয়ে লোপাকে আশীর্বাদ করলো। সেদিন বেড়াতে না গিয়ে লোপা সকলকে নিয়ে তার স্কুলে গেল। স্কুলের অধ্যক্ষ্যা তখন একজন তার আত্মীয়ার সহিত কথা বলছিলেন। হঠাৎ লোপাকে দেখে সকলকে সাদরে ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। লোপা একে একে সকলের সহিত অধ্যক্ষার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কেবল ধ্রুব বাদে। ধ্রুবর পরিচয় দিয়ে মা মেনকাদেবী বললেন, ধ্রুব আমার পুত্র এবং লোপা আমার পুত্র বধূ। পরিচয় শেষ হলে অধ্যক্ষা লোপার নিকট হঠাৎ এতদিন পর আসার কারণ জানতে চাইলেন। লোপা খুব বিনিতভাবে তার মনোবাসনা অধক্ষ্যার নিকট ব্যক্ত করে তিনি এবিষয় তাদের কোন সাহায্য করতে পারবেন কি না জানতে চাইলেন। লোপার এরূপ সাহসিক উদ্যম দেখে অধ্যাক্ষ্যা খুব খুশি হলেন এবং বললেন, 'আশা করি সাহায্য করতে খুব অসুবিধা হবে না। তবু তিনি একবার সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষার সহিত আলাপ না করে কিছু বলতে পাচ্ছেন না। এ কারণ তিনি ওদের তিন দিন

পরে আসতে বললেন। লোপার এরূপ সাহস ও উদ্যম দেখে অধ্যক্ষ্যা লোপার খুব প্রশংসা করে তার আনন্দ ব্যক্ত করে বললেন যে তাদের অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত করিতে তিনি কোনরূপ সাহায্যের ত্রুটি করবেন না। ধ্রুবর পরিচয় জেনে তিনি ধ্রুবর ও লোপার খুব প্রশংসা করলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ্যার প্রশংসনীয় সহানুভূতি ও সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে নমস্কার জানিয়ে সকলে উৎফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরলো। বাড়ী এসে লোপা মাকে বলল, 'মা কোন ঘরে নাচ ও গানের রিহারসাল হবে। সামনের ঘড়টাই খুব উপযুক্ত হবে। কি বলো মা। লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, 'কেন আমরা যে ঘরে শুই, সে ঘরটা আরও বড়। ওখানেই নাচ ও গানের রিহার্সাল হবে। 'খুব ভাল হবে। তবে মা তুমি বাবার ঘরে শোবে।' লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী জানালেন যে সে তাই করবে। মেনকাদেবীর উৎসাহ দেখে প্রিয়নাথবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি কিসের ভূমিকায় নাচবে?' 'যখন নাচবো, তখন দেখবে।' জানালেন মেনকাদেবী। তারপর দিন সন্ধ্যার পর শংকর ও গৌতম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য উপস্থিত হলো। অধ্যক্ষার সহিত পুনরায় মিলিত হয়ে তার নির্দেশমত ফাংশনের কর্মসূচি নির্ধারিত হবে বলে ঠিক হলো। ইতিমধ্যে লোপা গৌতমের বোন মিতা ও শান্তনুর বোন গোপা নাচ যানে কিনা জানতে চাইলে কমলা বলল, ওরা কেউ নাচ জানে না। তবে গান গাইতে পারবে। তারপর সকলকে নিয়ে লোপা স্কুলের অধ্যক্ষ্যার সহিত বিস্তৃত আলোচনা ও তাহার নির্দেশ জানার জন্য তাহার নিকট গেল, অধ্যক্ষা তাদের আনন্দের সহিত জানালেন যে এরূপ ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিষয় নৃত্য সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষার সহিত তিনি সবিশেষ আলোচনা করেছেন। তিনি তাহাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। সুতরাং অধ্যক্ষা তাদেরকে নৃত্য সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষার সহিত দেখা করে সব বিষয় আলাপ করে ঠিক করে ফেলতে বললেন। অধ্যক্ষার নির্দেশমত সকলকে নিয়ে লোপা তার সহিত দেখা করলেন। লোপার কাছ থেকে সব শুনে লোপাকে জানালেন যে তিনি নৃত্যসঙ্গীত বিভাগ থেকে তিনজন ছাত্রী নৃত্য শিল্পী ও পরিচালিকা ছাড়াও বাদ্যযন্ত্রী দিয়ে সাহায্য করবেন। আর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করার জন্য কি কি প্রয়োজন হবে তাহার একটি ফর্দ তৈরী করে লোপাকে দিলেন। সপ্তাহে তিন দিন নৃত্য নাটিকায় অংশ গ্রহণকারীদের রিহারসাল হবে। এভাবে বিস্তৃত তথ্যাদি সংগ্রহ করে তারা বাড়ী ফিরল। তারপরদিন শংকর, গৌতম ও ধ্রুব অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচী নিয়ে আলোচনা করল। তিনজনের উপর অনুষ্ঠানটির সব দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হলো। কে কোন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবে তাহা

ঠিক করা হলো। উমা চন্দ্রার ভূমিকায়, লোপা কৃষ্ণের ভূমিকায় আর রাধার ভূমিকায় কমলা। যে তিনজন ছাত্রী শিল্পী অংশ গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে একজনকে ললিতার ভূমিকায় নাবান হবে। তবে শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন পরিচালিকা। অনুষ্ঠানের সভাপতি হবেন সদানন্দবাবু আর মা একটি ছোট গান করে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন। তারপর উমা, কমলা, লোপার সঙ্গীত পরিবেশন করার পর গোপা ও মিতা সঙ্গীত পরিবেশন করবে। তারপর নৃত্য নাটিকা শুরু করা হবে। নৃত্য-সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষার ফর্দ অনুসারে গৌতম কাজ করে যাবে। ধ্রুব মঞ্চ নির্মাণ ও আলোক সজ্জার দায়িত্বে ও আসর পরিচালনা ও অতিথি আপ্যায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হ'লো শঙ্করের উপর। সর্ব অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে গৌতম। অনুষ্ঠানের দুমাস আগে নৃত্য-গীতের রিহারসাল শুরু হবে। পাড়ার লোক এরূপ একটি অনুষ্ঠানের খবর শুনে সকলে খুব খুশি। সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে গেল। একদিন বিকেলে পরেশবাবু এসে প্রিয়নাথবাবুর কাছ থেকে সব খবর শুনে খুশি হয়ে লোপার রূপ ও গুণের ভূয়সি প্রশংসা করে বাড়ী গেলেন। এভাবে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী তৈরী হওয়ার পর লোপা মা, উমা ও কমলাকে নিয়ে অধ্যক্ষার সাথে দেখা করে তাদের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে রিহারসাল শুরু করার অনুরোধ জানালে অধ্যক্ষা তাদের রিহারসাল অনুষ্ঠানের দিন ও সময় জানিয়ে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে গৌতম কমলাকে নিয়ে দুপুর দুটোর পর উপস্থিত হ'লো। তারপর লোপাকে নিয়ে স্কুলে গিয়ে পরিচালিকা এবং তিনজন ছাত্রী নৃত্যশিল্পী এবং বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে এল। প্রথম দিন তিনজনার নাচ দেখে পরিচালিকা লোপাকে কৃষ্ণ, কমলাকে রাধা ও উমাকে চন্দ্রার ভূমিকায় মনোনীত করলেন। আর বাকি তিনজনার মধ্য থেকে ললিতা ও বৃন্দা সখীর ভূমিকায় দুজনকে মনোনীত করলেন। তারপর নৃত্য-নাটিকার মঞ্চ নির্বাচন করে চা জলখাবার খেয়ে তাদের গৌতম স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এল। নৃত্য-পরিচালিকা যাওয়ার পূর্বে লোপাকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্দেশ দিয়ে গেলেন। এরূপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নির্বিঘ্নে শুরু হ'লো। কবে অনুষ্ঠিত হবে, বাৎসরিকের দিন না পরের দিন, মা'র কাছে ইহার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে, মা জানালেন যে বাৎসরিকের আগের দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ইহাই যুক্তিসম্মত ও সুসিদ্ধান্ত বলে সকলে মেনে নিল। কয়েকদিন রিহারসাল চলার পর মেনকাদেবীর প্রশ্নের উত্তরে পরিচালিকা তার অভিমত ব্যক্ত করে বললেন তিনি প্রত্যেকের নৃত্য কৌশল দেখে অনুষ্ঠানটি যে সাফল্যমণ্ডিত হবে সে বিষয় তিনি খুব আশাবাদী। পরিচালিকার কথা শুনে মেনকাদেবী খুব

খুশী। একদিন লোপা মাকে বলল, "মা তোমার সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে। তুমি একদিন গানটির অনুশীলন করে নেও মা।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী হাসতে হাসতে বললেন, "তাই নাকি"। এর পর থেকে লোপা মাকে গানের অনুশীলনে সাহায্য করতে থাকে। ধ্রুব একদিন শান্তনুকে নিয়ে অফিস থেকে বাড়ী ফিরল। লোপা শান্তনুর সাথে কথা বলছে এমন সময় প্রবীর গুরুজীকে নিয়ে এল। লোপা গুরুজীকে প্রণাম করে তাদের বসতে বলল। লোপাকে সম্বোধন করে গুরুজী বললেন, "শুনলাম তোমরা নাকি একটি নৃত্য-নাটিকা অনুষ্ঠান করতে চলেছ।" শুনে লোপা বলল, "হ্যাঁ চেষ্টা কচ্ছি গুরুজী।" লোপার কথা শুনে গুরুজী বললেন, "বেশ খুব আনন্দের সংবাদ। তবে আমাদের জন্য একটা প্রোগ্রাম রেখো। আমার আখড়ার ছেলেরা অংশ গ্রহণ করবে" শুনে ধ্রুব বলল, "খুব উত্তম প্রস্তাব গুরুজী। আপনাদের প্রোগ্রাম প্রথমে হবে গুরুজী। তারপর নৃত্য-নাটিকা অনুষ্ঠিত হবে।" বেশ উত্তম প্রস্তাব। আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হবে ছ'টার সময়। ধর দুঘণ্টা ধরে চলবে। তারপর দু একখানি সঙ্গীতের পর নৃত্য-নাটিকা অনুষ্ঠিত হবে। সব অনুষ্ঠানটি রাত এগারটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।" গুরুজীর এরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে উপস্থিত শান্তনু প্রবীর প্রভৃতি খুব খুশি হলো। মা মেনকাদেবী পাশেই বসে ছিলেন। তার নয়নের মণি লোপার উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে তাহার মন আনন্দে ভরপুর। লোপা কমলা ও উমা সকলকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করলো। তারপর লোপা মার পাশে গিয়ে বসল। কিছুসময় পর গুরুজী প্রবীরকে নিয়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী আশানুরূপ অগ্রসর হচ্ছে দেখে সকলেই খুশি। নৃত্য পরিচালিকা লোপার নৃত্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত। তিনি জানতেন না লোপার নৃত্যে এরূপ পারদর্শিতার কথা। একদিন লোপাকে জিজ্ঞেস করলেন "তুমি এর পূর্বে কোথাও নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছিলে?" উত্তরে লোপা বলল, "কেবল স্কুল এবং কলেজেই অংশ গ্রহণ করেছিলাম। স্কুলের নৃত্যনাটিকায় রাধার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে সোনার মেডেল পেয়েছিলাম। আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গানে প্রথম ও নৃত্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলাম।" লোপার কথা শুনে পরিচালিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এত বড় একজন প্রতিভাশালী নৃত্য-সঙ্গীত শিল্পী হয়ে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ না দিয়ে তোমার প্রতিভা নষ্ট করে ফেলছ কেন?" শুনে লোপা বলল, "বাইরে গিয়ে প্রতিভা বিকাশে আমি মোটেই আগ্রহী নই।" বলে মার পাশে গিয়ে বসে পুনরায় মাকে দেখিয়ে বলল, "এই আমার প্রতিভা" বলে চুপ করে গেল। পরিচালিকা লোপার মা মেনকাদেবীর প্রতি এরূপ ভক্তির কথা শুনে

মুগ্ধ হয়ে গেল। আর কোন প্রশ্ন না করে বাড়ী চলে গেলেন। অফিস থেকে বাড়ী ফিরে ধ্রুব লোপা ও মাকে নিয়ে একজন প্রসিদ্ধ ডেকরেটরের নিকটে গিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি নাট্য-মঞ্চ নির্মাণের কথা বললে, ডেকরেটার রাজী হয়ে গেল। একটি ছুটির দিন দেখে তাকে আসতে বলে তারা বাড়ী ফিরে এল। ছুটির দিন দেখে ডেকরেটার নাট্যমঞ্চের স্থান পরিদর্শন করতে এল। পরিচালিকার নির্দেশমত মঞ্চ নির্মাণের স্থান দেখে ডেকরেটার বাড়ী ফিরে গেল। তারপর দিন ধ্রুব বিকেলে একজন ইলেকট্রিকাল কনট্রাক্টরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে তার নির্দেশমত ইলেকট্রিকাল সংযোগ স্থাপন ও সরঞ্জাম সরবরাহ প্রভৃতি কাজ করার অনুরোধ করলে, কনট্রাক্টর তার সম্মতি জানাল। ধ্রুব তাকে একটি দেখা করার দিন দিয়ে বাড়ী ফিরে এল। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার তিন দিন পূর্বে মঞ্চ নির্মাণ ও মঞ্চ সজ্জা শেষ হলো। ইলেকট্রিসিয়ান মঞ্চে এবং আসরে বৈদ্যুতিক সংযোগ করে দিয়ে গেল। তারপর ধ্রুবের নির্দেশমত বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করল। কারণ ধ্রুব নিজেই মঞ্চ আলোক সজ্জা করবে। পূর্ব পরিকল্পনা মত সব কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল। অনুষ্ঠানের তিন দিন পূর্বে নাট্যমঞ্চ নির্মাণ হলো। পরিচালিকা মঞ্চ ও গ্রীনরুম দেখে সন্তুষ্ট হলেন। আলোক সজ্জার ভার ধ্রুবর উপর। ঠিকাদার ধ্রুবর নির্দেশমত বৈদ্যুতিক সংযোগ করে দিয়েছে। অনুষ্ঠানের আগের দিন তাকে আসতে বলে দিল ধ্রুব। মঞ্চ প্রাঙ্গণে প্রায় তিনশত দর্শকের বসিবার স্থান করা হয়েছিল। এরকম অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন কেহ কখনও দেখেনি। তাই সকলেই কৌতুহলের সহিত অপেক্ষা করে আছে। মেনকাদেবী সুলতাকে অনেক আগেই বিবাহ বাৎসরিক অনুষ্ঠানের কথা জানিয়ে আসতে বলেছিল। সুলতা জানিয়েছিল সে তিনদিন আগে আসবে। তাই তিনদিন পূর্বে সুলতা তার দুই পুত্র অরূপ এবং সরূপকে নিয়ে উপস্থিত হলো। এরূপ একটি অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে জেনে সুলতা আনন্দে তার নয়নের মণি লোপাকে জড়িয়ে ধরল। লোপা পিসি সুলতাকে প্রণাম করে তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিল। অনুষ্ঠানের দুদিন পূর্বে ষ্টেজ রিহারসাল অনুষ্ঠিত হবে। লোপা কমলা ও উমা সকলে সেজে ষ্টেজে উপস্থিত হয়ে নাচের মহড়া দিচ্ছে। ধ্রুবর আলোক-সজ্জার মধ্যে মহড়া শুরু হলো। সুলতা লোপার মনমোহিনী রূপ দেখে তার চোখ ফিরাতে পাচ্ছিল না। মা মেনকাদেবী এক দৃষ্টে লোপাকে দেখছিল। ধ্রুবর অনবদ্য আলোকসজ্জাই হলো এরূপ অপরূপ শোভার কারণ। তারপর সুলতা মেনকাদেবীকে বললেন, যে সে বম্বে ফিরিবার সময় তার সাথে লোপাকে নিয়া যাবে। সুলতার কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, যে ঘটনা ঘটে গেল,

তা মনে রেখে ওকে এখন কোথাও নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না সুলতা। ওরা এখন পুলিশের পাহারাধীন আছে সুলতা। একথা বলে মেনকাদেবী সেই রাতের ভয়াবহ ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলেন সুলতার নিকট। বিবরণ শুনে সুলতা আর কোন কথা বলল না। ও প্রসঙ্গ ছেড়ে অনুষ্ঠানের আলোচনা করতে থাকে। দ্বিতীয় দিন খুব সমারোহের মধ্যে পূর্ণ স্টেজ রিহারসাল অনুষ্ঠিত হলো ধ্রুবর অভিনব আলোক সজ্জার মধ্যে। পরিচালিকা অনুষ্ঠান শেষে বললেন, তিনি খুব সন্তুষ্ট সকলের নাচের দক্ষতা দেখে বিশেষতঃ লোপার। শেষে তিনি মন্তব্য করলেন যে এরূপ অভিনব আলোক সজ্জা এর পূর্বে তিনি কোন মঞ্চে দেখেন নি। তিনি আশা করেন নৃত্য-নাটিকা সকলের মন জয় করতে পারবে। সব কলাকার ও শিল্পীদের চা দিয়ে আপ্যায়িত করল লোপা, উমা এবং কমলা। তারপর দিন গুরুজীর প্রোগ্রামের পর নৃত্য-নাটিকা অনুষ্ঠিত হবে। গৌতমের মধুরস বাণী শুনে সকলে আনন্দ ও হাসিতে দিনটি কাটিয়ে দিল। হাসতে হাসতে লোপা মা মেনকাদেবীকে বলল, "মা আমি তোমার ও পিসির জলখাবার নিয়া আসছি বলে লোপা ও কমলা দুজনে মা ও সুলতাকে জলখাবার এনে দিল। মধুর কণ্ঠে মধুমাখা মা সম্বোধন মধুময় করে তুলল সকলের মন ও প্রাণ। সুলতা, লোপা, উমা ও কমলা উপস্থিত অতিথিদের চা দিয়ে আপ্যায়িত কচ্ছিল। ছ'টার অনেক পূর্বে সদানন্দবাবু সুরুচিদেবীকে সঙ্গে করে অনুষ্ঠান দেখতে এলেন। অশোক এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রথম বর্ষের ছাত্র। সেও বাবার সাথে এল। মেনকাদেবী, সুলতা ও লোপা গিয়ে মাকে উপযুক্ত সমাদর করে অভ্যর্থনা করিলেন। লোপা মাকে প্রণাম করল। মা কোন কথা বললেন না। তিনি আসরে তার আসনে গিয়া বসে রইলেন।' সদানন্দবাবু ভিতরে গিয়ে সব দেখে শুনে এসে সুরুচিদেবীর পাশে বসলেন। লোপা বাবাকে বলল "বাবা তুমি উদ্বোধনী ভাষণ দেবে! আর মার সঙ্গীতের পর নৃত্য-নাটিকা শুরু হবে। ছ'টার সময় গুরুজীর পরিচালনায় ব্যায়ামের নানাবিধ কলা কৌশল প্রদর্শিত হবে। তারপর হবে দেহসৌষ্টভ প্রদর্শনী। তারপর ভারোত্তলন। ঠিক ছ'টা বাজলে গৌতম সভাপতির জন্য সদানন্দবাবুর নাম প্রস্তাব করলেন আর গুরুজী তাহা সমর্থন করলেন। ইহার পর ব্যায়ামের বিবিধ কলা কৌশল প্রদর্শন শুরু হলো। দর্শক সমাগম তখনও বড় একটা হয় নি। তবে দর্শকের ভীড় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। প্রথমে গুরুজীর আখড়ার কয়েকজন ব্যায়ামবিদের কলা কৌশল দেখানর পর, ধ্রুবদের ক্লাবের কয়েকজন অনুষ্ঠানে যোগ দিল। দর্শকদের ভীড় দেখে আরও আসনের ব্যবস্থা করা হোলো। সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার উপস্থিত ছিল।. কারণ এরকম ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তাদের চোখে কদাচিৎ পড়ে। তাই বিশেষ কৌতুহল নিয়ে অনুষ্ঠান দেখতে এল নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। কয়েকজন পুলিশ অধিকারি পুলিশ-বাহিনী নিয়ে সভায় উপস্থিত ছিল। কিছু সময় পর ধ্রুবর বন্ধু ডেপুটি কমিশনার তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলে তাদের সমাদরে বসিয়ে দেওয়া হল। ধ্রুব খুব ব্যস্ত তথাপিও সে ওর বন্ধুর সাথে আলাপ করে ওকে এবং ওর স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে মা, লোপা ও সোনাদি প্রভৃতির সাথে আলাপ করিয়ে দিল। ব্যায়ামবিদদের কলাকৌশল দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিল। তারপর দেহসৌষ্টভ প্রদর্শন শুরু হলো, দেহসৌষ্টভ চলাকালীন দর্শকের সব আসন ভর্তি হয়ে গেল। স্থানাভাবের কারণ দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। বাড়তি চেয়ার বসতে দেওয়া হলে জনতা শান্ত হলো। দেহ সৌষ্টভে গুরুজীও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার মাংসপেশী সঞ্চালনের নৈপুণ্য দেখে দর্শক সমাজ বার বার করতালি দিয়ে অভিনন্দিত কর্চ্ছিলেন। দেহসৌষ্টভ প্রদর্শনীর পর শুরু হলো ভারোত্তলন। পাঁচজন এই বিভাগে অংশ গ্রহণ করলো। ভারোত্তলন কারীদের মধ্যে একজন দুশ কিলোগ্রাম তুলে সকলকে বিস্মিত করে দিলো। এভাবে শারীরিক ব্যায়াম ও ভারোত্তলন শেষ হলো যখন রাত ন'টা। এর পরই নৃত্য নাটিকা শুরু হবে। গ্রীনরুমে মেনকাদেবী ও সুলতা বসে সব মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন, দেখছেন তাদের প্রাণের লোপাকে। এক মুহূর্তের জন্য তারা মুখ ফেরাতে পাচ্ছিলেন না। লোপা মাকে বলল, "মা তুমি এবার উদ্বোধনী গান করে এস। তারপর সোনাদি ও ছোড়দি, তারপর আমি। আমার পর গোপা ও মিত্রা, তারপর গৌতমদার হাস্যকৌতুক শেষ হলে নৃত্যনাটিকা শুরু হবে। বলে লোপা মাকে নিয়ে ষ্টেজে গেল। গৌতমদার ঘোষণার পর মা মেনকাদেবী ধীরে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। দর্শকমণ্ডলী করতালি দিয়ে তার গানের প্রশংসা করলো। তারপর সদানন্দবাবু তার উদ্বোধনী ভাষণে সকলকে স্বাগত করে বললেন, "আপনারা এখন যে 'রাধার মানভঞ্জন' নৃত্যনাটিকা দেখতে চলেছেন, তাহা সম্পূর্ণ ঘরোয়া। কয়েকজন গৃহবধূর অক্লান্ত চেষ্টায় ইহা মঞ্চস্থ হচ্ছে। আশা করি আপনারা তাদের ভুল ত্রুটি মার্জনা করিবেন।" তারপর সোনাদি, ছোড়দি ও লোপা পর পর সঙ্গীত পরিবেশন করল। লোপার মধুর কণ্ঠের মধুর গান শুনে দর্শকরা আর একখানি গান করার অনুরোধ করলে, বাধ্য হয়েই তাকে আর একখানি গান করতে হোলো, তারপর গোপা ও মিত্রা একখানি করে গান গাইবার পর গৌতম একটি হাল্কা ধরনের হাস্যকৌতুক পরিবেশন ক'রলো। আলোর ঘরে ধ্রুব খুব ব্যস্ত। ধ্রুবর আলোকের বাহার দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর রাধার মান ভঞ্জন নৃত্যনাটিকা শুরু

শুরু হলো। মেনকাদেবী তন্ময় হয়ে তাকিয়ে কৃষ্ণের ভূমিকায় লোপাকে দেখছিলেন। তার উপর ধ্রুবর আলোর বাহারে উমা লোপা ও কমলাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। নৃত্য কেমন হচ্ছে সে দিকে দর্শকদের বেশী দৃষ্টি ছিল না। তারা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল নয়নাভিরাম আলোর ছটায় উদ্ভাসিত উমা ও লোপার দিকে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এমন মনোরম আলোর খেলা দর্শকরা পূর্বে কখনও দেখেনি। তারপর কৃষ্ণের ভূমিকায় নৃত্যকৌশল একদিকে যেমন চমকপ্রদ ও নয়নাভিরাম আর এক দিকে ধ্রুবর বিভিন্ন ছন্দে আলোর বিন্যাসে লোপাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন স্বর্গের দেবী কৃষ্ণ হয়ে নেবে এসেছেন। মা মেনকাদেবী লোপাকে দেখে ভুলে গেলেন যে এ তার নয়নের মণি লোপা। এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য তিনি যে কোনদিন দেখবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নি। দর্শকমণ্ডলী পুণঃপুণ করতালি দিয়ে লোপার নৃত্যের প্রশংসা করছিল। যে দৃশ্যে লোপা ও কমলার রাধা কৃষ্ণের মিলন হোল, সেই দৃশ্যের কথা দর্শকমণ্ডলী অনেকদিন স্মরণে রাখবেন। এত সুন্দর মনোরঞ্জক নৃত্যনাট্য এর পূর্বে তারা দেখেন নাই। অনুষ্ঠান শেষে সকলে বলতে থাকেন অপূর্ব। পরিচালিকার মতে এরূপ সাফল্যের প্রধান কারণ কৃষ্ণের সাজে লোপার অনবদ্য নৃত্যকৌশল আর ধ্রুবর অনবদ্য আলোক সজ্জা। নাটিকার সাফল্যের কৃতিত্ব কেবল লোপা কমলা এবং উমারই প্রাপ্য। লোপার মত একজন উচ্চ মানের নৃত্য শিল্পী তিনি খুব কমই দেখেছেন। লোপার নাচের তিনি ভূয়সি প্রশংসা করলেন। বিশেষতঃ কৃষ্ণ ভক্ত চন্দ্রার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রালয়ে গমন আর একারণ শ্রীরাধিকার অভিমান এবং তার মানভঞ্জন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় লোপামুদ্রার নয়নাভিরাম নৃত্যকৌশল দেখে দর্শকমণ্ডলী পুণঃপুণঃ করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করিতেছিল। অনুষ্ঠান যখন শেষ হলো তখন রাত বারটা। শ্রান্ত, ক্লান্ত লোপা, উমা ও কমলা এসে মার পাশে শুয়ে পরম শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন সময় বাবা মা এসে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী যাওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। বাবা লোপার কাছে বসলে লোপা বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, "বাবা কেমন হয়েছে, তোমার ভাল লেগেছে বাবা।" শুনে সদানন্দবাবু প্রশংসা করে বললেন, খুব ভাল হয়েছে। অনুষ্ঠান যে এত সুন্দর ও উপভোগ্য হবে তাহা আমি কল্পনা করতে পারি নি। তিনি সকলের প্রশংসা করে বললেন, "ধ্রুবর আলোকসজ্জা অপূর্ব হয়েছিল এত সুন্দর আলোর সজ্জা কোনদিন আমি দেখিনি। সর্ব-বিভাগে তোমাদের এই ঘরোয়া অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।" "দেখ বাবা, সোনাদি মাত্র তিরিশ দিনের রিহারসাল করার সুযোগ পেয়ে একজন সুনিপুণ

নৃত্য শিল্পী হতে পেরেছে।" বলে লোপা বাবা মাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এল। লোপার কথা শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "যাদের ভেতর প্রতিভা থাকে, একটু সুযোগ পেলেই তাহার বিকাশ হয় বলে, সদানন্দবাবু স্বরুচিদেবী ও অশোককে সঙ্গে করে বাড়ী চলে গেলেন। একে একে সব চলে গেলেন। লোপা মাকে জিজ্ঞেস করলো, "মা অনুষ্ঠান তোমার কেমন লেগেছে মা। লোপার কথা শুনে মা মেনকাদেবী বললেন, "অপূর্ব, খুব চমৎকার ও মনোরম লোপা।" মার কথা শুনে লোপা বলল, "মা আমার বড় সাধ ছিল, তোমাকে আমার নাচ দেখানোর। আজ আমার সেই সাধ মিটলো মা। তুমি খুশী মা?" "হ্যাঁ, আমি খুব খুশী।" বললেন মেনকাদেবী। "আজ আমার জীবন সার্থক মা। আমার নাচ শেখাও সার্থক হয়েছে মা। ওর আলোর ব্যবস্থা হয়েছিল অপূর্ব। ওর মন মাতান ও মনোহরা আলোর ছটায় আমি আমার প্রাণ মন উজার করে নেচেছি মা। সোনাদি ও ছোড়দিও অপূর্ব নেচেছে মা। আমাদের অনুষ্ঠান যে এত সুন্দর ও উপভোগ্য হবে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি মা।" লোপার কথা শেষ হলে, মা লোপাকে শুয়ে পড়তে বললেন। তারপর তিনি উমা, কমলা, স্বলতাকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতে লোপা ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার নাচ তোমার কেমন লাগছিল।" শুনে ধ্রুব মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, "অপূর্ব, মনোরম। মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের কোন দেবীর নাচ দেখছি। কি বলে যে তোমার নাচের প্রশংসা করবো, সে ভাষা আমার জানা নেই।" ধ্রুবর কথা শুনে লোপা বলল, "আমার সাফল্যের মূলে যে তুমি। তুমি ছিলে, আর ছিল তোমার আলোর বাহার। আমি মন প্রাণ উজার করে দিয়েছিলাম। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি লোপা, আমি যেন কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছিলাম।" বলে ধ্রুবকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে শ্রান্ত ক্লান্ত লোপা ধ্রুবর বুকে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপরদিন বিবাহ বাৎসরিক অনুষ্ঠিত হবে। ধ্রুব এবং লোপা উভয় সকালে ঘুম থেকে উঠল। মা মেনকাদেবীর নির্দেশমত উঠেই স্নান সেরে, মার দেওয়া শাড়ি পড়ে লোপা ঠাকুর প্রণাম করে প্রথম বাবা প্রিয়নাথবাবুকে প্রণাম করে মাকে প্রণাম করতে গেল। মা লোপাকে দুহাত দিয়ে তুলে প্রাণভরা ভালবাসা দিয়ে আশীর্বাদ করলো। তারপর সকলকে চা ও জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করলো। স্বলতা লোপার রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়ে লোপাকে কাছে টেনে বললো, "যেমনি আমার বৌদি, তেমনি তাহার বৌমা, সাক্ষাৎ লক্ষী প্রতিমা।" অনুষ্ঠানের পরদিন দৈনিক পত্রিকায় এই ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করল। লোপার নৃত্যের প্রশংসা করে পত্রিকাটি বলল যে এরকম একজন নৃত্যসঙ্গীত শিল্পী যে এখনও সকলের অজ্ঞাত ও অখ্যাত হয়ে পড়ে আছে,

ইহা খুবই বিস্ময়ের বিষয়। আমরা আশা করি এই প্রতিভাময়ী ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় শিল্পী নৃত্যসঙ্গীত জগতে একদিন তার যোগ্য আসন পাবেন। অনুষ্ঠানের আলোক সজ্জার প্রশংসা করতে গিয়ে বলল যে আলোক সজ্জা এত উন্নত মানের ছিল যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আলোক সজ্জার তত্ত্বাবধানে ধ্রুববাবুর অসাধারণ কলাকৌশল এবং অভিনব আলোর বিন্যাস নাটিকাটি শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত হয়েছিল মনোরম ও উপভোগ্য। সকলের সমবেত আন্তরিক চেষ্টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়েছিল। গুরুজী সকালে এসে মেনকাদেবীর নিকট ধ্রুব, লোপা, কমলা ও উমার নৃত্যের প্রশংসা কচ্ছিলেন এমন সময় পাঁচজন ভদ্রলোক এসে নমস্কার জানিয়ে তাদের পরিচয় দিয়ে লোপার সহিত সাক্ষাত করতে চাইলেন। মেনকাদেবী তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বসতে দিলেন। তাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তারা জানাল যে গত রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোপামুদ্রাদেবীর নৃত্যে সঙ্গীতে তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তারা তাদের কোম্পানিতে লোপামুদ্রাদেবীরগান রেকর্ড করতে খুব আগ্রহী। যদি তিনি গান রেকর্ড করতে চান তবে তাদের কোম্পানি তার সাথে একটি চুক্তি করতে ইচ্ছুক। তাদের বলা শেষ হলে ফিল্ম কোম্পানির একজন চিত্রপরিচালক মেনকাদেবীকে জানালেন যে তাদের ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। ওদের প্রস্তাব শুনে মেনকাদেবী বললেন, দেখুন লোপামুদ্রা আমার পুত্রবধূ, সেআমার গৃহলক্ষী। সে একজন উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত শিল্পী বলেই আমার জানা ছিল। কিন্তু ও যে নৃত্যেও এরূপ অসমান্য প্রতিভার অধিকারি, তা আমি জানতাম না। এর পূর্বেও অনেক পার্টি আমায় কাছে এসেছিল ওর গান রেকর্ড করার জন্য। কিন্তু ও বাইরে গান করবে না বলে তাদের জানিয়ে দিয়েছিল। এমন কি এম্‌ এ, পরিক্ষার্থিনী যখন ছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র উৎসবে সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতে আপত্তি জানিয়েছিল। এখন সে আমার গৃহলক্ষ্মী আমিও চাই না আমার ঘরের লক্ষ্মী খ্যাতি, যশ মান ও ধনের জন্য বাইরের সমাজে গিয়ে গান করুক বা অভিনয় করুক। মেনকাদেবীর কথা শুনে চিত্রপরিচালক বললেন, আমরা আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। তবু আমাদের একান্ত অনুরোধ দয়া করে একবার লোপামুদ্রাদেবীর সাথে আলাপ করার সুযোগ করে দিন। প্রতিনিধিদের অনুরোধ শুনে মেনকাদেবী বললেন, 'বেশ তার সাথে আপনারা আলাপ করুন। বলে লোপা বলে ডাক দিলেন মেনকাদেবী। ধীর স্থির শান্ত লোপা মায়ের ডাক শুনে মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে মধুর কন্ঠে বলল, মা আমাকে ডেকেছ মা। 'হ্যাঁ দেখ, ইনি একজন চিত্রপরিচালক, আর ইনি

প্রযোজক। আর এনারা হলেন একটি সঙ্গীত রেকর্ডিং কোম্পানির প্রতিনিধি। এনারা তোমার সাথে আলাপ করতে চান। 'মার কথা শুনে লোপা বলল, তুমি ওনাদের যাহা বলার তা বলে দিয়েছ মা। আমার আর কি বলার আছে।' লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী বল্লেন, 'হা, তা বলেছি। তবু ওনারা তোমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী। মার কথা শুনে লোপা বলল, 'বেশ' বলে মার পাশে লোপা বসলে চিত্রপরিচালক লোপাকে বলল, আপনাদের গতকালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে দৈনিক কাগজের প্রশংসা ও সমালোচনা অবশ্যই আপনি দেখেছেন। আপনার প্রতিভার স্বীকৃতি ও বিকাশের জন্য আপনাকে আমাদের ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় নামাতে চাই যদি এই প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি না থাকে। তবে আমরা আপনার সাথে একটি চুক্তির বায়না করতে পারি। তবেই আপনার মত অনন্যা সাধারণ প্রতিভাময়ী শিল্পীর যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে বলে মনে করি। 'খবরের কাগজের প্রশংসা ও আপনাদের প্রস্তাবের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আজ যদি আপনাদের সহিত চুক্তিবন্ধ হয়ে ফিল্ম জগতে প্রবেশ করি, আমি আমার নিজের সত্বা বিসর্জন দিয়ে আপনাদের আজ্ঞাবহ হয়ে আপনাদের মন জুগিয়ে আপনাদের খুশী করার জন্য সদা উদ্‌গ্রিব হয়ে থাকবো। আর তার বিনিময়ে খবরের কাগজে বেরোবে আমার ছবি। থাকবে কত প্রশংসা ও সুখ্যাতি। আমি পাব প্রশংসা, যশ, মান, খ্যাতি, ধন আর নিত্য নতুন সবই থাকবে। থাকবে না কেবল আমার মনে আনন্দ, তৃপ্তি ও এক ফোটা মনের শান্তি। এরূপ নাম, যশ, খ্যাতিতে আমি মোটেই আগ্রহী নই, যত বেশী আগ্রহী আমি আমার মা বোন আত্মীয় স্বজন নিয়ে থাকতে। আমি একজন গৃহবধূ। গৃহবধূ একবার ঘর ছেড়ে বাইরের জগতে প্রবেশ করলে, সে আর গৃহবধূ থাকে না। পারে না সে তায় মনকে ফুলের মত পবিত্র রাখতে, পারে না সে আর ঘরেফিরে আসতে এবং অবশেষে ঝড়া ফুলের মত সংসারে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত হয়ে জীবন কাটায়। আমি বড়ই দুঃখিত যে আমি আপনার প্রস্তাবের যথার্থ সম্মান দিতে পারলামনা বলে। তারপর অন্য প্রতিনিধিকে বলল, আমি বাহিরে গিয়ে আমি আমার গান রেকর্ড করে নাম করতে আগ্রহী নই। লোপার কথা শুনে চিত্র পরিচালক বললেন, 'সকলে চিত্রজগতে আসার জন্য উদ্‌গ্রিব হয়ে থাকে। আর আপনি সুযোগ পেয়েও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হেলায় ত্যাগ করছেন। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে আপনি অনন্যাসাধারণ প্রতিভাময়ী শিল্পী হয়েও সেইপ্রতিভার অবমাননা কচ্ছেন লোপামুদ্রাদেবী।' 'না আমি আমার প্রতিভার অবমাননা কচ্ছি না। কেবল আপনাদের প্রদর্শিত পথ এবং আমার প্রতিভা বিকাশের জন্য যে পথ আপনারা দেখিয়েছেন সেই পথের সহিত আমি একমত নই।

আমি সঙ্গীতানুরাগি, সঙ্গীতকে আমি ভালবাসি। কিন্তু সেই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সঙ্গীত নিয়ে ব্যবসা করা আমি ভালবাসি না। সঙ্গীত আমার পেশা নয় সঙ্গীত আমার প্রাণ, অসময়ের সাথি ও বন্ধু সঙ্গীত এক স্বর্গীয় সুধা। যাহা পান করলে সকলের প্রাণ মন জুরিয়ে যায়। এ হেন সঙ্গীত সুধা বিক্রয় করে যশ মান ধন ক্রয় করতে আমি চাই না। "বলে লোপা শেষ করল তার বক্তব্য। তারপর মেনকাদেবী বললেন, আজ ওর বিবাহ বাৎসরিক। আপনারা একটু বসুন। এনাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন কর লোপা। "তাই নাকি" শুনে খুব খুশী হলাম। আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুণ লোপামুদ্রা দেবী।' গুরুজী বসে ওদের কথোপকথন শুনছিলেন। ভদ্রলোকরা চলা গেলে গুরুজী বিস্ময় অবাক হয়ে গেলেন এবং ভাবছেন আধুনিক জগতে এরকম নিরহঙ্কার, নির্লোভ, নিস্পৃহ, সদা হাস্যময়ী আনন্দময়ী নাড়ীও আছে, যে হাসতে হাসতে স্বেচ্ছায় যশ, মান, খ্যাতি ও ধন অবহেলে ত্যাগ করতে পারে। কে বুঝবে তোমার মহিমা প্রভু, তোমার মহিমার শেষ নাই। তোমার ইচ্ছায় অসাধারণ ধ্রুব মিলিত হয়েছে এই অন্যন্যা ও অসাধারণ নাড়ী লোপার সহিত। গুরুজী যেতে উদ্যত হ'লে লোপা গুরুজীকে প্রণাম করলো। গুরুজী আশীর্বাদ করে বললেন, "আমি তোমাকে আশীর্বাদ করার উপযুক্ত কি না জানিনা। তবে আমি সধান্ত করণে তোমার মঙ্গল কামনা করি মা! আশীর্বাদ করি তোমার আত্মবিশ্বাস মনোবল, সাহস ও জীবনাদর্শ অটুট থাকুক্। পূর্ণ হোক তোমার মনোবাসনা।" আশীর্বাদ করে গুরুজী চলে গেলেন। আজকের দৃষ্টান্ত চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে তার মনে।

সকলের আশীর্বাদে ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে মহা সমরোহে ধ্রুব-লোপার বিবাহ বাৎসরিকি অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হ'লো। সুলতার বম্বে ফেরার দিন আগত। সুলতা বৌদি মেনকাদেবীকে ধ'রে বলল, সে লোপাকে না নিয়ে যাবে না। কিন্তু নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে মেনকাদেবী কোন রকম ঝুকি নিতে সাহস পাচ্ছেন না। পিষি সুলতার আগ্রহ দেখে উমা মাকে বলল, মা, তুমি একবার সোনাভাইয়ের বন্ধুর সাথে আলাপ করে জান যে আমরা এখন বম্বে যেতে পারবো কি না। লোপা শুনে বল্লে, "তাই কর মা।" উমা এবং লোপার কথা শুনে মেঃ দেবী ধ্রুবর বন্ধু ডে কমিশনারকে ফোন করে তারা কয়েকদিনের জন্য বম্বে যেতে পারে কিনা জানতে চাইলে, ডেপুটি কমিশনার হাসতে হাসতে জানালেন, নিশ্চয় যেতে পারেন। কবে যেতে চান? ডেপুটি কমিশনারের কথা শুনে মেনকাদেবী বল্লেন, কয়েকদিনের মধ্যে যেতে চাই। বেশ যান বেড়িয়ে আসুন। কোন চিন্তা বা ভয়ের কারণ নাই।" ডেপুটি কমিশনারের আশ্বাস বাণি শুনে সকলে খুব খুশি। মেনকাদেবীর সহিত

ফোনে কথা শেষ করে ডেপুটি কমিশনার ধ্রুবকে ফোন করে মেনকাদেবীর বম্বে যাওয়ার ইচ্ছার কথা ধ্রুবকে জানালে, ধ্রুব বলল, "বেশ মা যখন বলছেন, তাই হবে। ডেপুটি কমিশনারের সহিত কথা শেষ করার সাথে সাথে মা মেনকাদেবী ধ্রুবকে ফোন করে বম্বে যাওয়ার কথা জানাল। পিষি সুলতা লোপাকে না নিয়ে যেতে চায় না। সুলতার আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করতে তারা সুলতার সহিত বম্বে যাওয়া স্থির করেছে।' ধ্রুব শুনে খুব খুশি হয়ে মাকে জানাল যে সে বম্বে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করবে। তারপর ধ্রুব সদানন্দবাবুর সাথে আলাপ করে তাকে বম্বে যাওয়ার কথা জানালেন। মনতোষবাবুকে ও শান্তনুকেও বম্বে যাওয়ার কথা জানিয়ে দিল। সে বম্বে গিয়ে ওখানকার কয়েকজন শিল্প-মালিকের সহিত ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার সুযোগ ও সর্বভারতীয় এন্‌জিনিয়ার্স-এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভায় যোগদান করার সুযোগ পাবে। বম্বে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে যাত্রা করার আগের দিন মেনকাদেবী সকলকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মায়ের পুজা দিতে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে মাকে পুজা দিয়ে সুলতা লোপার সিঁথিতে সিন্দুর দিলো,। সিঁথিতে সিন্দুরে সুশোভিত লোপার মনমোহিনী রূপ দেখে সুলতা মুগ্ধ হয়ে লোপার দিকে তাকিয়ে রইল। আর লোপা আরক্ত মুখে মাথা নীচু ক'রে বললে, "চল পিষি এবার বাড়ীর দিকে ফিরি।", বলে তারা বাড়ীর দিকে রওনা দিল। পূর্বেই সুলতা তার স্বামী দেবেনকে ওদের বম্বে যাওয়ার তারিখ চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিল। কিছুদিন আগের সেই ভয়াভহ ঘটনার কথা মেনকাদেবী কোন সময়ে ভুলতে পাচ্ছিলেন না। তার মন ভয় ও আশংকায় আচ্ছন্ন, কখন কি ঘটে। মনে এইরূপ ভয় ও আশংকা থাকলেও তিনি তাহা প্রকাশ করতেন না। যাহ হবার তাহা হবেই। ইহাই ছিল তাহার মনের সাহসের একমাত্র উৎস। তার ইচ্ছা, যাত্রা করার পূর্বে আর একবার ডেপুটি কমিশনারকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। কিন্তু পাছে তার মনের ভয়, দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই ভয় তিনি তার মনের ইচ্ছা ধ্রুব বা প্রিয়নাথবাবুর নিকট প্রকাশ করলেন না, এ কারণ তিনি মনে মোটেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। যাহাহউক, যখন যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে, তখন আর এ নিয়ে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি তিনি করবেন না বলে স্থির করলেন। ধ্রুব সাতদিনের ছুটি নিয়ে সকলকে নিয়ে বম্বে যাত্রা করলো। পথে রেল রোখো আন্দোলনের জন্য ট্রেন দুঘণ্টা দেরীতে চলছিল। এ কারণ তাদের পথে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছিল। অবশেষে ট্রেন দুঘণ্টা দেরীতে বম্বে পৌঁছাল। দেবেনবাবু সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিলেন। সুতরাং সকলকে নিয়ে তিনি তার সরকারি আবাসে গেলেন। বেশ বড় কোয়ার্টার। লোপার রূপ ও গুণের প্রশংসা সুলতা ইতিপূর্বে

অন্যান্য আবাসিকদের নিকট প্রচার করেছিলেন। সুতরাং লোপাকে দেখার জন্য লোকের ভীর হ'লো। সকলেই ছিল খুব ক্লান্ত, তাই সুলতা সকলকে পরে আসতে অনুরোধ করলে. সকলে চলে গেল। তারপর সব কাজ কর্ম সেরে খেয়ে বিশ্রাম নিল। বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে বেরোলো। কোয়ার্টারের অনেকেই লোপাকে দেখে তাহার সহিত আলাপ করার ইচ্ছায় ভীর ক'রতে থাকে। এমন সময় রুবী নামে লোপার কলেজের সহপাঠি লোপাকে দৌড়ে এসে জরিয়ে ধরে বলল, "কিরে লোপা কেমন আছিস?" হঠাৎ রুবীকে দেখে লোপা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই এখানে কবে থেকে আছিস রুবী। অনেকদিন পরে দেখা হ'লো। কেমন আছিস!" লোপার কথা শুনে রুবী বলল, খুব ভাল আছি লোপা! ও এখানে বদলি হ'য়েছে, প্রায় এক বছর হ'তে চলল আমরা এখানে আছি। রুবীর কথা শুনে লোপা খুব খুশী। লোপা রুবীর সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলে, রুবী মেনকাদেবী ও সুলতাকে প্রণাম করল। তারপর লোপা রুবীকে পিষির কোয়ার্টার দেখিয়ে বলল, "আমরা এখানে দিন সাতেক আছি। একদিন সময় করে আসবি।" "আসবো" বলে রুবী চলে গেল। বম্বে এসে ধ্রুব কয়েকটি বড় বড় মিল পরিদর্শন করার এবং মালিকদের সহিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। বম্বে আসার পূর্বে ধ্রুব বিভিন্ন মিল মালিকদের সহিত এ বিষয় যোগাযোগ স্থাপন করে বম্বেতে অনুষ্ঠিত বণিক সভার মিটিং-এ যোগদানের অভিপ্রায় তাহাদের পূর্বে জানিয়েছিল। বণিক সভায় তাহার যোগদান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। মিটিং-এ তার স্বল্পকালিন ভাষণে সে বলেছিল যে শ্রমিক হ'লো শিল্পের মেরুদণ্ড। তাদের উন্নতিই শিল্পের উন্নতি। সুতরাং শ্রমিক সাধারনের জীবন যাত্রার মান উন্নতির দিকে শিল্পমালিকদের সচেষ্ট থাকতে হবে। তারপর উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নয়ন সাধন এবং দেশবাসীর ক্রয় ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। তবেই জন-সাধারনের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হবে, এবং সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও হ্রাস পাবে। সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সহিত সব শিল্পমালিকদের সহযোগিতা করা জাতীর কর্ত্তব্য বলে মনে করা উচিৎ। সকলের সমবেত চেষ্টায় দেশের সব উন্নয়ন কর্মসূচি নির্দিষ্ট সময় ও অর্থের মধ্যে রূপায়ন করা সম্ভব হবে। এই মহান দেশের নাগরিক গরীব হতে পারে, কিন্তু সকলেই সৎ ও দেশ প্রেমিক। সুতরাং দেশ থেকে দারিদ্র দূর করার প্রতিজ্ঞা সকলকে গ্রহণ করতে হবে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞে কেবল শিল্পপতিরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। দেশে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে সৃষ্টি হ'য়েছে সামাজিক বৈষম্য, ভয়, আতঙ্ক ও কুসংস্কার।

এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের সুযোগ নিয়ে স্বার্থপর, লোভী সুযোগ সন্ধানি সবলেরা দুর্বলের উপর করে আসছে শোষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন আর ধর্মের নামে নানাবিধ কুসংস্কারের বেড়াজালে বেঁধে সমাজকে পঙ্গু ও ক্ষত করে রেখেছে। সমাজ থেকে এই ক্ষত চিরতরে দূর করার জন্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।" ধ্রুবর ভাষণ শুনে যখন শ্রোতারা করতালি ও হর্ষধ্বনি দিয়ে অভিনন্দিত করছিল, তখন কতিপয় শ্রোতা "সরকারের দালাল" বলে সোর গোল ক'রছিল দেখে ধ্রুব তাদের সম্বোধন করে বলল, "বন্ধুগণ আমরা সকলেই সরকারের দালাল। আমরাই এই সরকার গঠন করেছি। সুতরাং এই সরকারের সহিত সর্ববিষয় সহযোগিতা করা দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য, "বলে ধ্রুব বক্তব্য শেষ করলে জনতা পুনরায় তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে ধ্রুবকে অভিনন্দিত করিল। ধ্রুব মঞ্চ থেকে বেড়িয়ে এসে দেখে মা, লোপা, উমা দেবেনবাবু প্রভৃতি তার অপেক্ষা কচ্ছেন। যে উদ্দেশ্যে ধ্রুব বম্বে এসেছিল তাহা পূর্ণ হলো। বম্বেতে কয়েকদিন থেকে আনন্দ ফূর্তির মধ্যে দিন কাটিয়ে সকলে বাড়ী ফিরল।

ধ্রুবর বিয়ের পর দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল। মেনকাদেবী শান্তিতে তার প্রিয়জন নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। প্রিয়নাথবাবু শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন। ইতিমধ্যে উমার একটি পুত্র সন্তান হোলো, সকলেই খুশি, উমাও খুব খুশী। কেবল শঙ্কর জোতিষির ভবিষ্যদবাণী স্মরণ করে সর্বদা শঙ্কা ও ভয়ে দিন কাটাচ্ছিল। শঙ্করকে তার এক বন্ধু-স্থানিয় জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিলেন, শঙ্করের সন্তান হ'লে উমার জীবনের আশঙ্কা আছে। শঙ্কর তার মনের আশঙ্কাবশতঃ দ্বিতীয় জ্যোতিষিকে দিয়ে ইহার সত্যতা পরীক্ষা করার অভিপ্রায়ে সে দ্বিতীয় জ্যোতিষির শরণাপন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয় জ্যোতিষিরও অনুরূপ ভবিষ্যতবানি শুনে শঙ্কর বিষন্ন মনে দিন কাটত। এ বিষয় নিয়ে আর কোন কথা না বলে সে চুপ করে থাকতো। পরে একদিন শঙ্কর জ্যোতিষির সাবধান বানির কথা উমাকে বলেছিল। উমা কোনদিন একাথা অন্য কোন লোকের নিকট প্রকাশ করেনি। কেবল কথাচ্ছলে একদিন লোপাকে জ্যোতিষির সাবধান বাণী বলেছিল। তাই সোনাদির পুত্র হ'য়েছে দেখে, লোপা খুবই খুশি হয়েছিল, কিন্তু জ্যোতিষির ভবিষ্যত বাণীর কথা মনে হ'লে তার সব আনন্দ মুহূর্তে বিলিন হয়ে যেত। মেনকাদেবী মেয়ের পরিচর্য্যার জন্য তার কাছে এনে রাখলেন। লোপার আদর ও যত্নে শিশু পুত্রটি লোপার এত অনুরক্ত ও প্রিয় হ'য়ে উঠল, যে লোপা ঐ ভবিষ্যতবাণীর কথা ভুলেই যেত। শিশু পুত্রটি মার চেয়ে লোপাকেই বেশী পছন্দ করতো। শিশু পুত্রটি লোপাকে দেখলে সব ছেরে হাসতে হাসতে লোপার কোলে ঝাপিয়ে

পড়ত। এরূপ দৃশ্য দেখে একদিন উনা লোপাাক বলল,"আমার চাইতে তোকেই ও বেশী পছন্দ করে। তুই ওকে তোর কাছে রেখে দে বোন!" উমার কথার জবাব না দিয়ে লোপা চুপ করে থাকে। শিশু পুত্রের তত্ত্বাবধান লোপাই করতো। ছেলের প্রতি লোপার এরূপ স্নেহ ও মমতা দেখে একদিন মেনকা-দেবী তার মনের বাসনা প্রকাশ ক'রে বললেন যে লোপার কোলে তিনি শীঘ্রই একটি অনুরূপ সন্তান দেখতে পারেম বলে আশা করেন। হায়! আশাই মানুষের বেচে থাকার একমাত্র প্রেঢ়না এবং যোগায় তার কাজ করার শক্তি। তাই তিনি আশায় বুক বেধে আছেন যে তিনি একদিন তার নয়নের মনি লোপার কোলে একটি সোনার চাঁদ দেখে তিনি তার প্রেমের ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নেবেন। সোনাদির পুত্রটির জন্মের পর প্রায় তিন মাস কেটে গেল। লোপা মনে ভাবে, এখনও যখন কোন অঘটন ঘটলো না তবে বোধ হয় সোনাদির জীবনের ফারা কেটে গেছে। তাহার মনের কথা সে সোনাদিকে একদিন বললে সোনাদি শুনে চপ করে থাকে।

একদিন ধ্রুব অফিসে থাকাকালিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান রাজারামবাবু ফোন করে ধ্রুবকে জানাল যে তিনি এক বছর পর অবসর নেবেন। তার জায়গায় তিনি ধ্রুবর নাম সুপারিশ করে সরকারের নিকট পাঠাবেন। ধ্রুবর এ বিষয় কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলেন। হঠাৎ এরূপ প্রস্তাব শুনে ধ্রুব তাকে জানাল যে সে কি এরূপ গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য হতে পারবে, যখন প্রতিষ্ঠানে ওর চাইতে প্রবীন ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা রয়েছেন।" ধ্রুবর কথা শুনে চেয়ারম্যান বললেন, তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে বলেই আমি এরূপ প্রস্তাব করছি ধ্রুব। ধ্রুব পুনরায় প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ ও দক্ষ শিক্ষাবিদদের উল্লেখ করলে, চেয়ারম্যান তাকে জানাল যে তিনি তাদের সাথে আলোচনা করেই এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং সেদিক থেকে তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। ওদের মধ্যে ফোনে এরূপ কথাবার্ত্তা চলাকালিন সদানন্দবাবু, মনতোষবাবু, শান্তনু প্রভৃতি অফিসার সেখানে উপস্থিত থেকে সব কথাবার্ত্তা শুনছিল। চেয়ারম্যানের কথা শুনে ধ্রুব বলছিল, স্যার, আমাদের সংস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পর রূপায়ন নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। তার উপড় গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ন করার কাজ চলছে। এসব প্রকল্প শেষ করতে প্রায় দুবছর সময়ের প্রয়োজন হবে। এদের অসমাপ্ত রেখে আমার পক্ষে যাওয়া খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। যাহা হউক আমি আমার চেয়ারম্যান ও অন্যান্য প্রবীন অফিসারদের সহিত আলাপ করে এবং বাড়ীতে মার সাথে আলাপ করে আমার অভিমত আপনাকে জানাতে পারবো সার।" "বেশ তাই করো। প্রয়োজন হ'লে আমি আমার অবসর এক

বছর পিছিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করা হবে। তুমি বরং একদিন এখানে এস। তখন সবিস্তারে আলোচনা করার সুযোগ হবে। দেখ, আসার সময় বৌমাকে নিয়ে এস।" "বেশ তাই ক'রবো" বলে ধ্রুব ফোন ছেড়ে দিল। সকলে উদ্‌গ্রিব হয়ে বিস্তারিত শোনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইতিমধ্যে সারা কারখানায় তার চলে যাওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়ল। নবীন প্রবীন সব স্তরের কর্মচারিরা ভীর করে দাঁড়িয়ে রইল। ধ্রুব তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল যে সে কোন দিনই এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাবে না. তবে সরকার যদি তাকে চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করতে বলে, সে সরকারের আদেশ অমান্য করতে পারবে না। তার মানে এই নয় যে সে এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাবে। হা এ-কথা সত্য যে ওখানে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ নিহিত। এ-কথাও আমার মনে রেখে কাজ করতে হবে। তবে এ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের বিনিময় সে কিছুই গ্রহণ করবে না।" ধ্রুবর আশ্বাস বাণী শুনে সকলে নীরব হয়ে চলে গেল। বাড়ী ফিরে ধ্রুব রাজারামবাবুর প্রস্তাব বাবা মা ও লোপাকে জানাল। শুনে মা মেনকাদেবী বল্লেন—"তোকে তোমার মতামত জানাবার পূর্বে সব দিক বিবেচনা করে তোমাকে দেখতে হবে। প্রিয়নাথ বাবু কোন মতামত ব্যক্ত করলেন না। লোপা জানতে চাইল, "বাবা শুনে কি ব'ললেন?" তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু তার সাথে এখনও আলোচনা করিনি। একদিন বাড়ী গিয়ে তার সাথে নিভৃতে আলাপ ক'রবো। তার মতামত জেনে রাজারামবাবুর সাথে দেখা করে আমার মতামত তাকে জানিয়ে আসবো। এরূপ স্থির করে লোপা একদিন ধ্রুবকে নিয়ে বাবার সাথে দেখা করতে গেল। সুরুচিদেবী তখন বাড়ী ছিলেন। মাকে বাড়ী দেখে উৎফুল্ল চিত্তে লোপা বাবা মাকে প্রণাম করে মার পাশে বসল। বিমর্ষ সদানন্দবাবুকে আশ্বাস দিয়ে ধ্রুব তাকে জানাল যে চেয়ারম্যান পদ সে গ্রহণ করবে একটি শর্তে যে সে এখানেও সপ্তাহে তিন দিন এসে কাজ করতে পারবে। চেয়ারম্যান যদি তার এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হন, তবেই ধ্রুব চেয়ার ম্যানের পদ দুবছর পর গ্রহণ করতে পারবে, নচেৎ সে চেয়ার ম্যানের পদ গ্রহণ করবে না। তবে আমি রাজারামবাবুকে ওখানকার কোন এক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপককে চেয়ার ম্যানের পদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি।

পদ ত্যাগ করতে দ্বিধা ক'রবো না, "ধ্রুবের যুক্তি শুনে বিষণ্ন মনে সদানন্দবাবু বললেন, "তোমার যুক্তির সমালোচনা, বা তোমাকে ভাল মন্দ উপদেশ দেওয়ার মত ক্ষমতা আমার নাই। তোমার সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত বলে মনে করবো।" "তারপর ধ্রুব পুনরায় সদানন্দবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বলল, এই প্রতিষ্ঠানকে দেশের একটি আদর্শ শিল্প প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলাই আমার জীবনের স্বপ্ন। আমি দেখে গর্বিত যে আমার সে স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। সব দিক বজায় রেখেই আমি পাঁচ বছর পর গবেষণা কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সদানন্দবাবুর সাথে প্রায় দুঘণ্টা ধরে আলোচনা করে ধ্রুব লোপাকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। ওদের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে মা মেনকা-দেবী অস্থির হয়ে পড়লেন। কিছু সময় পর ধ্রুবের গাড়ী দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। রাতে মা মেনকাদেবী ধ্রুবকে বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলব ধ্রুব।" "বলো মা" ধ্রুবের কথা শুনে মেনকাদেবী বললেন, অনেক ভেবে চিন্তে আমার মনে হচ্ছে, তোমার এখানকার কোন প্রকল্প অসমাপ্ত বা পরের উপড় তাহার দায়িত্ব দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চেয়ার ম্যানের পদ বা অন্য কোন পদ গ্রহণ করা উচিৎ হবে না বাবা। তোমার দিকে যারা তাকিয়ে আছে, যাহারা উৎসাহ ও উদ্দিপনার সহিত কাজ করে যাচ্ছে, তাদের হতাশ ক'রে তোমার কোথাও যাওয়া উচিৎ নয় বাবা। তারা সকলে হতাশ হবে এবং তোমার নিন্দা ক'রবে। তাদের প্রতি তোমার মানবিক কর্তব্য আছে বাবা। সুতরাং তুমি চেয়ার ম্যানকে তোমার অনুরূপ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিও," মার কথা শুনে ধ্রুব বলল, "আমি তাই করবো মা। তোমার আদেশ মত আমি কাজ ক'রবো মা।" ধ্রুবের কথা শুনে লোপা তৎক্ষণাৎ বাবাকে ফোন করে বলল, বাবা তোমার জামাতা মা'র আদেশে চেয়ার ম্যানের পদ গ্রহণ ক'রবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে রাজারামের সহিত সাক্ষাত করে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে আসবে। বাবা তুমি আজ বিকেলে এখানে আসবে। "চেষ্টা করবো।" বলে সদানন্দবাবু ফোন ছেড়ে দিলেন। ধ্রুব কোনদিন মার কথা শুনে 'কি এবং কেন' প্রশ্ন করেনি, মার অনুমতি না পেয়ে সে কোন কাজ কখনও করে নি। তার জীবনে মা তার পথ প্রদর্শক। মার আশীর্বাদ তার শক্তি। কন্টকাকির্ণ জীবন পথে চলতে গেলে বহু বাধার সম্মুখিন হতে হয়, সে তার মায়ের আশীর্বাদে সব বাধা বিঘ্ন অনায়াসে পাড হয়ে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহন করতে পেরেছে। আর সতী লক্ষ্মী স্বরূপিণী লোপাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে পেয়ে তার জীবন পরিপূর্ণ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার ম্যানের সহিত দিন নির্দ্দিষ্ট করে ধ্রুব মা ও লোপাকে নিয়ে চেয়ারম্যানের সহিত দেখা করতে

গেল। রাজারামবাবু তখন বাংলোয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ধ্রুব ও মা মেনকাদেবীকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু তার স্ত্রী ও কন্যার অসৌজন্য ব্যবহারে মেনকাদেবী ও লোপা উভয় বিশেষ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হ'লেন। রাজারামবাবু তার স্ত্রী এবং কন্যার সহিত পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি ধ্রুবর সহিত আলোচনায় বসলেন। কিছু সময় পর মেনকাদেবী ও লোপার জন্য চা পাঠিয়ে দিলেন। চা পান করে মেনকাদেবী ও লোপা চুপচাপ বসে আছেন, এমন সময় রাজারামবাবু তাদের ঘড়ে প্রবেশ করে দেখেন যে তারা চুপ চাপ বসে আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লীলা বলে তার কন্যাকে ডেকে বলতে থাকেন,"তোমরা এনাদের এখানে একা বসিয়ে কি কচ্ছ ?" রাজারামবাবুর কথা শুনে তার স্ত্রী শোভনাদেবী ব'লে উঠলেন, "আমরা কাজ করছি। চেয়ার ম্যান আর কথা না বাড়িয়ে লোপাকে একখানা গান করার অনুরোধ করলেন। কন্যা লীনাকে হারমনিয়াম এনে দিতে বললেন। মার অনুমতি নিয়ে সুকণ্ঠী লোপা মধুর কণ্ঠে একখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনাল। গান শুনে ঘরময় লোকের ভীর দেখে লোপা তাড়াতাড়ি গান শেষ করলো। উপস্থিত শ্রোতারা লোপাকে আর একখানি গান করার অনুরোধ করলে, লোপা আর একখানি গান করে শোনাল, তারপর মাকে বলল, "চল এবার মা। ওকে ডাক।" ডাকার পূর্বেই ধ্রুব ঘরে প্রবেশ করলে মেনকাদেবী বললেন, "তোমাদের কথা যদি শেষ হয়ে থাকে তবে এবার চল," বলে মেনকাদেবী ও লোপা দাড়িয়ে পড়লেন। তারপর তারা ওখান থেকে বেড়িয়ে পথে একটা বড় হোটেলে খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরলো। ধ্রুব প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে শুনে সদানন্দ শিল্প সংস্থার সকলের মন থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেবে গেল। বিশেষ করে মনতোষ, শান্তনু প্রভৃতির। এক কথায় ধ্রুব হ'লো শিল্প সংস্থার প্রাণ পুরুষ। মাঝ পথে সব ছেরে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা খুবই দুঃখ জনক। তাই প্রস্তাব প্রত্যাখান করার কথা শুনে ছোট বড় সব স্তরের কর্মচারিরা খুব খুশী হলেন।

কত ঘটনা ঘটে গেল মেনকাদেবীর জীবনে। সুখ দুঃখ, হাসি কান্নায় কত ঘটনা। কত ঘটনা ঘটে গেল লোপা ধ্রুবর জীবনে। কালের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘটনা ঘটে চলেছে অবিরাম গতিতে। ঘটনা আসছে, ঘটে আবার বাতাসে ভেসে যাচ্ছে। আর স্মৃতি হয়ে পড়ে থাকে মানুষের অন্তরে। কালের গতির ন্যায় ঘটনার প্রবাহ দুর্বিরোধ্য। দেখতে দেখতে ধ্রুব লোপার বিয়ের ঘটনা অধ্যুসিত পাচ বছর প্রায় অতিক্রান্ত। এই নাতি দীর্ঘ পাচ বছরে সদানন্দ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত বিভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও বহুমুখি গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কর্মসূচি এরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপড় স্থাপিত হ'য়েছিল

যে ধ্রুবর অবর্ত্তমানেও উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি রূপায়নে কোন অসুবিধা হবে না। ইহা ছাড়া গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আরও দুটি ব্লক সংযোমন করা হ'য়েছিল। ইহাদের রূপরেখা ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। প্রথম দুটি ব্লকের উন্নয়ন কাজগুলি করকারী সহযোগিতায় ইতিমধ্যে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে শেষ করা হয়েছে দেখে সরকার এবং গ্রামবাসিরা সকলেই খুব খুশী। অবিশিষ্ট অসমাপ্ত উন্নয়ন কাজ গুলি গ্রামবাসিরা নিজেই সম্পন্ন ক'রতে পারবে। ধ্রুবর এরূপ দেশ সেবা ও অসাধারণ নেতৃত্বের পরিচয় পেয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তাহাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ধ্রুব তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে হাত জোর করে তাদের বলেছিল যে সে কোন দলে যোগ দিয়ে তার কার্যক্ষমতাকে সিমাবদ্ধ রাখতে চায় না। যে কোন রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন করুক না কেন, সে সেই সরকারের সহিত একযোগে দেশবাসির সেবা করতে আগ্রহী। ইহাই তাহার জীবনের একমাত্র সাধনা। যদি ভবিষ্যতে তার এরূপ সিদ্ধান্তকে কার্য্যে রূপান্তরিত করতে বাধার সম্মুখিন হতে হয়, তবে সে একাই তার শক্তি সামর্থ নিয়ে দেশের সেবা করে যাবে।

সুখে থেকে মানুষ দুঃখকে ভুলে যায়। কিন্তু দুঃখ ছাড়া সুখের মূল্যায়ন করা যায় কঠিন, যেমন অন্ধকার না হ'লে আলোর মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম ও চির সত্য। তৎসত্বেও মানুষের নিকট দুঃখ অবাঞ্ছিত। পূজার আনন্দে যখন সারা দেশে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, হাটে বাজারে দেকানে, সর্বত্রই আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দের ধারা, ধ্রুবও মা, উমা, লোপা ও কমলাকে সঙ্গে করে পূজোর বাজার করতে একটি বড় দোকানে প্রবেশ করলো। দোকানের কাউণ্টারে বসা কর্মচারীরা ওদের দেখে তাদের নিজ কাউণ্টারে ডাকছে। ওরা একটি বিশেষ কাউণ্টারে গিয়ে দাড়ালে সেখানে দোকানের প্রায় সব বালক কর্মি'রা ওদের শাড়ীর রুচি ও পছন্দ জানতে চাইল। ইহা দেখে ঐ কাউণ্টারের বালকরা বাধা দিলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। অবশেষে একজন প্রবীণ কর্মচারির হস্তক্ষেপে ঝগড়া থেমে গেল। ওদের কেনা কাটা প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় দোকানে খুব ভীর হয়ে গেল। জনতারা বলতে থাকে "কোথায় চিত্র তারকা" বলতে বলতে দোকানে অসম্ভব ভীর হয়ে গেল। তারা উমা, কমলা ও লোপাকে দেখিয়ে বলতে থাকে ঐ ত চিত্র তারকা দাড়িয়ে আছে। এরূপ চেচামেচি শুনে মেনকাদেবী বলতে থাকেন "এরা চিত্রতারকা নয়। এরা আমার পুত্রবধূ ও কন্যা। দয়া করে আমাদের বেড়িয়ে যেতে দিন," কিন্তু ধ্রুব বা মেনকাদেবীর আবেদনে কেউ কোন সাড়া দিল না। উপায়ন্তর না দেখে দেকানের মালিক ওদের পেছনের দরজা দিয়ে বাহির করে দিলেন। ওরা বেড়িয়ে গেলে জনতা পেছনের দরজায়

গিয়ে ভীর করতে থাকে। ওখানে ওদের না দেখতে পেয়ে ক্রমে জনতার ভীর কমে গেল। গাড়ীতে বসে সকলের হাসি আর থামছিল না। হাসি আর আনন্দের মধ্যে তারা নিরাপদে বাড়ী ফিরলো। বাড়ী ফিরে লোপা বলছিল, দোকানের বালক কর্মিরা যারা ঝগড়া করছিল তারা চারিদিকে রটিয়ে দিয়েছিল যে চিত্রতারকা তাদের দোকানে এসেছে আর জনতার ভীর জমতে শুরু করলো তাদের দোকানে। আনন্দ ও উদ্দিপনার মধ্যে পূজার কদিন কাটলো। তখন কি মেনকাদেবী জানতেন যে ইহাই তাদের জীবনের শেষ পূজোর আনন্দ। ভাগ্য দেবতা বোধহয় ওদের এত আনন্দ দেখে অলক্ষে হাসছিলেন। ভাগ্যচক্র ঘুরিতেছে, কার ভাগ্যে কি আছে। এক মুহূর্তে সুখের নীড় ভেঙে সংসারে নেবে আসে ঘোর অন্ধকার। প্রিয়জন হারিয়ে মানুষ হায় হায় করে ওঠে। নিয়তির কোন ভ্রুক্ষেপ নাই, তার চক্র যথারীতি ঘুরিতেছে। উমার পুত্র সন্তানটির বয়স দুবছর। লোপা এবং উমার ধারনা, জ্যোতিষির বিচারে উমার জীবনের আশঙ্কা বোধহয় কেটে গেছে, সুতরাং উমার পুত্র উত্তরায়নকে নিয়ে সকলে সুখে দিন কাটাচ্ছিল। খুব ধুমধামের সহিত ভাই ফোটা উদ্যাপিত হলো। ভাইফোটার পরের দিন উমা শ্বশুরালয়ে ফিরে এল। পশ্চিম আকাশে লাল করে সূর্যদেব পশ্চিমে দিগন্তে ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছিল। আর চারিদিক অন্ধকার করে আধারের ছায়া নেমে আসছিল। ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে উঠলো বেজে উঠল চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা। এমনসময় উমা শঙ্করকে ডেকে বলল, তার শরীর ভাল লাগছে না। মাথা ঘুরছে। বলেই উমা শুয়ে পড়ল। মুহূর্ত দেরী না করে শঙ্কর গৌতমকে ফোন করে একজন স্থানীয় ডাক্তার ডেকে আনলো। খবর পেয়ে লোপা মাকে নিয়ে চলে এল। উপস্থিত হলো গৌতম ও কমলা, এদিকে উমা শুয়েই খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। গৌতম বার বার পরীক্ষা করেও রোগ সঠিক নির্ণয় করতে পারলো না। অপেক্ষা না করে গৌতম তার একজন পরিচিত ও প্রবীণ ডাক্তার আনতে গেল। সব দেখে শুনে ভয়ে লোপার মুখ শুকিয়ে গেল, লোপা উত্তরায়নকে তার ঠাকুরমার কাছে রেখে এসে সোনাদির পাশে বসল। ইতিমধ্যে জরুরী খবর পেয়ে ধ্রুব, সদানন্দবাবু উপস্থিত হলেন, লোপার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তনা দিয়ে সদানন্দবাবু বললেন, "মন খারাপ করিস না। ভাল হয়ে উঠবে, কিন্তু লোপার মন শান্তনা মানে না, পুনঃ পুনঃ তার জ্যোতিষির বিচারের কথা মনে পড়ছিল। কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই উমার জীবনাশঙ্কা। শঙ্করের দিকে তাকিয়ে তার বেদনায় বুক ফেটে যাচ্ছিল। এক মুহূর্তে সারা জগতের শোক দুঃখ, নেবে এসে তাদের সুখ শান্তি ও আনন্দ মন থেকে মুছে দিয়ে গেল, নেবে এল ঘোর অন্ধকার। লোপার মনের ব্যথা কেবল সেই জানে আর জানেন তার অন্তর্যামি

তার মনের অবস্থা সে কিছুতেই উমাকে বুঝতে দেয়নি। কিন্তু উমার পক্ষে লোপার মানসিক অবস্থা বুঝতে দেরী হ'লো না। কিন্তু উমা কিছু প্রকাশ করলো না। লোপার মনে কেবল ভবিষ্যৎবাণীর কথা বাজতেছিল আর ভাবছিল এখনও কি তার কাল শেষ হয়নি। মনে মনে ভাবছিল লোপা। উমা জ্যোতিষীর বিচার লোপাকে স্মরণ করিয়ে দিল, লোপা সান্ত্বনা দিয়ে উমাকে বলল, 'তুমি ও নিয়ে ভেবো না সোনাদি। তুমি শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে। না বোন, এই বোধ হয় আমার জীবনের শেষ অধ্যায়।' উমার এ কথা শুনে লোপা বলে, "তুমি একথা মুখে এনো না সোনাদি, আমি এসব শুনতে পারি না। তুমি ভাল হয়ে যাবে। উমার আলোচনায় লোপার অশ্রু নেমে আসে। অনেক ডাক্তার পরীক্ষা করেও রোগ নির্ণয় ক'রতে পারলো না। ক্রমেই লোপা দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এত দুর্বল হয়েছে যে এপাশ ওপাশ পর্যন্ত করতে খুব কষ্ট বোধ করত। লোপাকে দেখে উমা বলতো "দেখ বোন! আমি ক্রমেই দুর্বল হ'য়ে পড়ছি। এখন এপাশ ওপাশ করতে পারছি না। আমার দিন শেষ হ'য়ে আসছে, আমি উত্তারায়নকে দেখে যেতে [illegible] বোন।" উমার করুণ বিলাপ শুনে লোপা আর স্থির থাকতে পারলো না। চোখের জল মুছে লোপা উমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "আমি বলছি সোনাদি তুমি ভাল হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে প্রবীণ এক জন প্রবীন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এল, তিনি পরীক্ষা করে ঔষধের ফর্দ করে দিলেন। কেবল অনুমানের উপর তার চিকিৎসা চলছে। কোন সুফল হচ্ছে না দেখে ধ্রুব রাতে লোপাকে বলছে, এত চিকিৎসা হচ্ছে, কিন্তু কোন রকম উন্নতি হচ্ছে না। আমি ভাবছি সোনাদিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাব।" শুনে লোপা বলে, "খুব ভাল প্রস্তাব। তুমি মাকে এ-কথা বলে যত শীঘ্র সম্ভব বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত ক'র।" সোনাদি দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। লোপার কথা শুনে ধ্রুব মাকে তার অভিপ্রায় জানালে তিনি ধ্রুবকে তার সম্মতি জানালেন। তারপর শংকরের সহিত আলোচনা করল। ধ্রুবের প্রস্তাব শুনে শংকর ও গৌতম কোন আপত্তি করলো না। এরূপ সিদ্ধান্ত করে ধ্রুব তার এক অধ্যাপক ডাক্তারের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করে তাকে রোগের কথা জানালে তিনি শুনে বললেন, "রোগীকে আনা সম্ভব হলে অবশ্য চিকিৎসা করে দেখা যেতে পারে। তবে এরকম রোগীদের রোগ সাধারণতঃ নিরাময় হয় না।" বন্ধু ডাক্তারের কথা শুনে ধ্রুব হতাশ হয়ে পড়ল। অবশেষে ধ্রুব লোপার সাথে পুনরায় আলাপ করে ঠিক ক'রলো যে সোনাদিকে নিয়া সে তার বন্ধু ডাক্তারের কাছে যাবে। ধ্রুব তার সিদ্ধান্তের কথা মা, শংকর ও গৌতমকে জানালে তারা কোন আপত্তি ক'রলো না। এদিকে প্রতি

মুহূর্ত্তে উমার অবস্থার অবনতি হচ্ছে। সকলেই উমাকে নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে যে মা মেনকাদেবীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে সে দিকে কেউর কোন নজর নাই। ধ্রুব পুনরায় তার ডাক্তার বন্ধুর সাথে যোগাযোগা করে সোনাদিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলে, তিনি ধ্রুবকে অনুমতি দিলেন। সময় বুঝে লোপা উমাকে একথা জানালো শুনে উমা বলল, 'কোন লাভ হবে না বোন, আমি জানি আমার দিন শেষ হয়ে আসছে, মা কখন আসবেন। "উমার কথা শুনে লোপা তাকে বাধা দিয়ে বলল, একথা তুমি মুখে এনো না সোনাদি। মা রাধা-মাধবের সেবা করে আসবেন।" গৌতম আহার নিদ্রা ভুলে উমার পাশে থেকে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে উমার জীবন দীপ শীঘ্রই নিভে যাবে, জেনেও সে সম্ভাব্য চিকিসায় কোন ত্রুটি কচ্ছিল না। বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার প্রস্তাবে সে বাধা দেয়নি ইহা ভেবে, যদি ভাল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ তাদের বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেননি কারণ তার অভিমত যে রোগিকে এ অবস্থায় কোথও নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একথা শুনে উমাকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। মা মেনকাদেবী প্রতিদিন রাধামাধবের সেবা করে উমাকে দেখতে আসতেন। উমার সাথে কিছু সময় কথা বলে বাড়ী ফিরে আসতেন। তার স্বাস্থ্যের অবস্থা যে ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে তাহা কেউ বুঝতে পারে নি। এভাবে প্রায় বার দিন কেটে গেল। উমা এত দুর্বল হ'য়ে পড়েছে যে লোপা এবং কমলার সহিত কথা বলতে তার কষ্ট হতো। কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সকালের দিকে উমার অবস্থার আরও অবনতি হলো। সোনাদির অসুস্থ হওয়ার দিন থেকে ধ্রুব লোপাকে নিয়ে সকালে উমার কাছ রেখে আসতো। পরে মা মেনকাদেবী রাধামাধবের সেবা করে উমাকে দেখতে যেতেন। এই ভাবেই চলছিল। উমার অবস্থার অবণতি হ'য়েছে দেখে সকলকে খবর দেওয়া হ'লো। লোপা সব সময় উমার শয্যা পাশ্বে থাকতো। হঠাৎ ক্ষীণ কণ্ঠে উমা লোপাকে বলছিল, 'তুই আমাকে খুব ভালবাসিস না রে বোন, লোপা কেঁদে জানাল, 'হাঁ সোনাদি' আমি চলে গেলে তুই খুব ব্যথা পাবি।' উমার কথা শুনে লোপা উমাকে শোনাল, "উমা না থাকলে, সতী কি থাকতে পারে সোনাদি" লোপার কথা শুনে উমা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "তবে সতীনাথের কি হবে বোন?" উমার কথা শুনে লোপা তার সোনাদিকে জানাল, 'সতিনাথ তার সতিকে পুনরায় খুজে নেবে সোনাদি" বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে উমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের দুজনার মধ্যে যখন এরূপ কথোপকথন হচ্ছিল, এমন সময় গৌতমের সাথে একজন প্রবীণ ধীর, স্থির, শান্ত ও সৌম্য কান্তির ডাক্তার প্রবেশ ক'রলেন। তিনি ঢুকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনিমৃত্যু পথ

যাত্রী উমাকে সর্বপ্রকার পরীক্ষা করে এযাবৎ রোগ নির্ণয় করিবার পরীক্ষা পত্র সকল গভীর মনোযোগের সহিত তর্জমা ক'রলেন। তারপর একটি ঔষধের ফর্দ লিখে চলে গেলেন। গৌতম সব ঔষধ এনে উমাকে সেবন ক'রতে দিল। এদিকে উমার স্বাস্থ্যের অবনতির কথা শুনে মা মেনকাদেবী প্রিয়নাথবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি রাধামাধবের পূজা শেষ করে আসছেন বলে প্রিয়নাথবাবুকে বলে দিলেন। উমা অসুস্থ হয়ে পড়ার দিম থেকেই মেনকাদেবীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। উমার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে শুনে তিনি খুব বিচলিত হয়ে প'রেছিলেন। কিন্তু তাহা তিনি প্রকাশ করতেন না। প্রিয়নাথবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন, রাধামাধবের পূজা শেষ করে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রাধামাধবের চরণে প্রার্থনা জানালেন, "হে মাধব! তুমি তোমার উমার জীবন দান করে আমাকে গ্রহণ কর প্রভু।" বলে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, উঠে বসার শক্তি হাড়িয়ে ফেললেন, তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় প'ড়ে রইলেন। রাধামাধব তার আকুল প্রার্থনা শুনেছেন কিনা কেউ জানে না। তবে উমা ঐ ডাক্তারের ঔষুধ সেবন করে সুস্থ বোধ করছিল। হঠাৎ উমা চোখ মেলে লোপাকে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, "মা এখনও আসে নি বোন। আমি মাকে স্বপ্নে দেখলাম বোন। আমার ভাল লাগছে না।" উমার কথা শুনে লোপা চমকে উঠলো, তাইতো মা কোথায়। মা এখনও আসেন নি কেন? লোপা তৎক্ষণাৎ প্রিয়নাথবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রলো, "বাবা মা এখনও এলেন না?" প্রিয়নাথবাবু লোপার কথা শুনে বললেন, "আমাকে যেতে বলে সে ঠাকুর ঘরে পূজো করতে গেল। আমাকে বললেন পুজো করে আসবেন" প্রিয়নাথবাবুর কথা শুনে এক মুহূর্ত দেরী না করে পাগলিনীর মত ঝড়ের বেগে বেড়িয়ে গেল। ধ্রুবও লোপার পিছন চলে গেল। বাড়ীতে প্রবেশ করে লোপা দেখলো দড়জা উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কোন সারা শব্দ নেই। ঠাকুর ঘড়ে প্রবেশ ক'রে দেখে মা অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে শুয়ে আছেন। এই অবস্থায় দেখে মা, মা, বলে চেঁচিয়ে উঠলো লোপা, মাকে নিজের কোলে নিয়ে বসে আছে, এমন সময় ধ্রুব উপস্থিত হ'লো। লোপা এবং ধ্রুব দুজনে মিলে মাকে বিছানায় শুয়ে দিল। "মা চোখ খোল মা। আমি তোমার লোপা মা, চোই খোল মা" বলে মেনকাদেবীর মাথা নিজের লোলে নিয়ে আকুল কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদতে বলছিল, "মা তোমার লোপা তোমাকে ডাকছে মা, চোখ খুলে আমার দিকে তাকাও। লোপার আকুল ক্রন্দন শুনে মেনকাদেবী ধীরে ধীরে চোখ খুলে লোপার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই এসেছিস মা, উমা কেমন আছে?" আমি তোকে একটু ভাল দেখে এসেছি মা। তুমি এখন কেমন বোধ করছ মা।" ধ্রুবর কাছ থেকে খবর পেয়ে গৌতম দ্রুত চলে

এল। প্রিয়নাথবাবু ঘড়ে ঢুকে জানতে চাইলেন, কোথায় কষ্ট বোধ হচ্ছে। মেনকাদেবী হাত দিয়ে বুক দেখিয়ে দিলেন। গৌতম এসে সব পরীক্ষা করে কিছু না ব'লে, তারাতারি ঔষধ আনতে গেল। ঔষধ দিয়ে সে একজন প্রবীণ বিশেষজ্ঞকে নিয়া এল। তিনি দেখে অবস্থা ভাল নয় বলে ঔষধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন। ওদিকে উমা আরও সুস্থ হয়ে লোপা বা মাকে না দেখে, কমলাকে তাদের কথা জিজ্ঞেস ক'রলো। কমলার কাছ থেকে সব শুনে উমা বলে উঠে, আমায় মার কাছে নিয়া চল বোন, নচেৎ মাকে আমি আর দেখতে পাব না, "কমলা ফোম করে গৌতমকে সব ঘটনা জানালে গৌতম পরে কথা বলবে ব'লে ফোন ছেড়ে দিল। গৌতম ও শঙ্কর আর একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়া এল, তিনিও পরীক্ষা করে বললেন, রোগির অবস্থা সংকটাপন্ন। অস্ত্রোপ্রচার করে চেষ্টা করা যায়, তবে এ অবস্থায় রোগিকে অস্ত্রোপচার করে কষ্টনা দেওয়াই উচিৎ ব'লে আমি মনে করি। তারপয় আরও কয়েকজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞকে এনে দেখান হ'লো, সকলে একই অভিমত ব্যক্ত ক'রলেন। লোপা আহার নিদ্রা ভুলে মার সেবা করে যাচ্ছে আর অবিরল ধারায় চোখের জল ফেলছে। লোপাকে কাঁদতে দেখে মেনকাদেবী মৃদুকণ্ঠে লোপাকে বললেন, কাঁদিস নে মা। মাত চিরদিন থাকে না! তুই হেসে আমাকে বিদায় দে মা। তোর হাসি দেখে আমি পরম শান্তিতে যেতে পারবো মা। তোর কোলে মাথা রেখে আমার মৃত্যু যে পরম সৌভাগ্য মা। সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে ডাক যেন আমি তোর কোলে মাথা রেখে যেতে পারি, তবেই আমার পরম গতি লাভ হবে মা. আমার বড় সাধ ছিল তোর কোলে মাথা রেখে যাওয়ার। লোপা মা-মা বলে মেনকাদেবীর উপড় মাথা রেখে কাঁদিতে থাকে, "কাঁদিস না মা। তোর চোখের জল দেখলে আমি বড়ই ব্যথা পাই। আমি মরেও শান্তি পাব না। হাসি মুখে আমায় বিদায় দে মা। মা চিরদিন থাকে না।" বলে লোপার হাত দুখানা সস্নেহে নিজের বুকের উপর চেপে ধরে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে উমা যেরূপ হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়েছিল, সেরূপ হঠাৎ সে রোগমুক্ত হ'লো। ওদিকে মা মেনকাদেবী রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পথ যাত্রী হ'য়েছেন দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। কি যে ঘটছে আর কি যে ঘটবে কেহ বলতে পারে না। সবই আশ্চর্য, অলৌকিক ও রহস্যে ঘেরা। সুস্থ হ'য়ে উমা তৃতীয় দিনে এসে বুক ফাটা কান্নায় মার বুকে মাথা রেখে বলতে থাকে, 'মা তুমি নিজের জীবন দিয়ে আমাকে বাচালে মা, তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না মা। তুমি গেলে আমরা অনাথ হ'য়ে পড়বো। আরও কিছুদিন থেকে আমাদের মনে সাহস ও মনোবল দেও মা' উমার আকুল ক্রন্দন শুনে মেনকাদেবী বললেন "মা চিরদিন থাকে না? যিনি তোমার জীবন দান করেছেন, সেই

পরম গুরু পরমেশ্বর তোকে শান্তি দিন। তাকে মন প্রাণ দিয়ে ভক্তি সহকারে ডাকবি উমা তোদের রেখে যেতে পারলেই আমার শান্তি। রেখে গেলাম আমার নয়নের মনি লোপাকে, ধ্রুব এবর তোর পিতাকে। তোরা সকলে সুখে থাক মা। ধ্রুব সারাক্ষণ মার পার কাছে বসেছিল। ছিল না তার মুখে কোন ভাষা। তাকে কাছে ডেকে তার হাতখানি লোপার হাতের মধ্যে রেখে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "এই তোমার জীবন পথের আলো, ধ্রুব। চিরদিন তোমাকে আলো দেখাবে। রেখে গেলাম আমার প্রতিনিধি। ওর যত্ন ক'রবে। ইহাই আমার আশীর্বাদ। জীবনে কোনদিন এর অযত্ন কোরোনা। ইহাই তোমার জীবনের পরম পাওয়া। আর সদা তোমার ইষ্ট দেবতাকে প্রাণে ধারণ ক'রে তুমি নির্ভয়ে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম করে যাও। তিনি তোমার সহায়। মনে রেখো তিনি সব সময় সকলের বন্ধু। তিনি মঙ্গল ময়। তিনি সব সময় তোমাদের মঙ্গল বিধান ক'রে থাকেন। তার জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয় বাবা। সকলকেই একদিন যেতে হবে, আবার পুনরায় ফিরে আসতে হবে। কেবল রূপের পরিবর্তন হবে। এই আসা যাওয়ার পথে আমাদের দুর্দিনের পরিচয়। আমার ভব খেলা শেষ। আমার জন্য দুঃখ ক'রোনা। কয়েকদিনের জন্য এই সংসারে এসে আমার খেলা শেষ করে আবার ফিরে যাচ্ছি। মেনকাদেবীর কথা শেষ না হ'তেই লোপা মার মুখের কাছে মুখ এনে কাঁদতে কাঁদতে ব'লল, "মা আমি বড় অভাগিনী মা। আমি তোমার মনের সাধ মেটাতে পারিনি। আমার এ ব্যথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না মা।" লোপার কথা শুনে মেনকাদেবী ক্ষীণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে ব'ললেন, "তোকে পেয়েই আমার সব সাধ মিটেছে মা। আমার আর দ্বিতীয় কোন সাধ নেই। তোর কোলে মাথা রেখে যাওয়াই আমার জীবনের পরম সাধ ছিল মা", বলে মেনকাদেবী চুপ ক'রলেন। সেদিন ছিল শরতের পূর্ণিমার রাত। মেঘমুক্ত নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ তার কিরণ সুধা বর্ষণ ক'রে পৃথিবী ভরে রেখেছিল সুষমায়। সকলকে পাশে রেখে মা মেনকাদেবী সংসারের সব মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রে পরলোকের পথে যাত্রা ক'রলেন। তার জীবন দীপ ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়ে আসছিল। কথা ব'লতে পারছিলেন না। জীব জড়িয়ে আসছিল। কি যেন তিনি বলার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ব'লতে পারছিলেন না। লোপা বুঝতে পারলো মা কি ব'লতে চাইছেন। লোপা মার মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়া ব'সলো। আর মেনকাদেবীর চোখ মুখে ফুটে উঠলো শান্তি ও প্রশান্তির রেখা। তারপর হাত নেড়ে গৌতম, শঙ্কর, উমা, কমলাকে ডেকে চারিদিকে তাকাচ্ছেলেন দেখে লোপা বুঝতে পেরে 'বাবা বাবা' বলে ডাকালো। প্রিয়নাথবাবু এসে মেনকা-দেবীর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে দুফোটা চোখের জল ফেললেন। তারপর

কয়েকবার জীব ও হাত নাড়াবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। চোখের মণি স্থির হয়ে গেল। প্রাণের স্পন্দন থেমে গেল। মাথা লোপার কোলে ঢ'লে প'ড়ল। 'মা, মা ব'লে সকলে বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে প'ড়ল মেনকা-দেবীর বুকের উপড়। এতদিনের জীবনের কোলাহল এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। পিছনে রেখে গেলেন সেই পরম প্রিয় আপন জন স্বামী যিনি ছিলেন তার জীবনের সাথি ও সুখ দুঃখের ভাগিদার আর নির্বাক নিস্পন্দ ধ্রুব মার পা ধ'রে নত মস্তকে চোখের জলে মা'র পা ধুইয়ে দিচ্ছিল। আর তার নয়নের মণি অভাগিণী লোপা মুদ্রা হারাল তার খুজে পাওয়া মাকে। তার প্রাণ বায়ু ভেসে গেল সেই মহাশক্তিতে যেথা হতে তিনি এই জগতে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। যাঁর ইচ্ছায় আসা এবং যাওয়া, সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের চরণে আশ্রয় নিলেন। এই আসা যাওয়ার পথ চিরন্তন সত্য এই পথেরে কান পরিবর্তন হয় না, হয় না বস্তুর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি। কেবল রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। তাঁর মহিমার আদি অন্ত নাই, তিনিই কেবল তাঁর মহিমা জানেন ও বর্ণনা করিতে পাবেন। আনমনে খেলছেন তিনি তাঁর ভাঙ্গা গড়ার খেলা। সত্যম্ শিবম্, সুন্দরম, অনুপম ভাগবদ্ লীলা ॥

—ঃ সমাপ্ত ঃ—